সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার

উ

সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার

নির্বাহী সম্পাদক / প্রসন্ন বসু

প্রথম প্রকাশ : ২২ শে জুন, ১৯৫১
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ১৭ই মে, ১৯৫২

প্রকাশক : প্রসূন বসু

SANSKRITA SAHITYASAMBHAR
VOL, VI

প্রধান উপদেষ্টার কথা

বিশ্বের বিখ্যাত ক্লাসিক সাহিত্যের ভাষান্তরীকরণ বর্তমান যুগের একটি উল্লেখযোগ্য দাবী। সেই কারণেই রাশিয়া, জাপান, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশগুলি একে অন্যের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য নিজের ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া স্বদেশের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন।

সংস্কৃত আধুনিক বহু ভারতীয় ভাষারই উৎস—যে বিস্ময়কর সম্পদ সংস্কৃত সাহিত্যে সঞ্চিত রহিয়াছে তাহা মাতৃভাষায় প্রতিফলিত দেখিতে কাহার না সাধ হয়! কেবল আত্মতৃপ্তির কথা বলিতেছি না, আমার মনে হয়, 'নবপত্র প্রকাশন'-এর এই ব্রতপালন বাঙলা ভাষাকেই সমৃদ্ধ ও শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিবে। আশা ও আনন্দের কথা, হাজার বছরের সংস্কৃত সাহিত্যের ভাষান্তরীকরণের এই ব্যাপক উদ্যম ভারতে এই প্রথম। আমি মনে করি, ইহা এক সুমহৎ জাতীয় কর্তব্যপালন। এ কথাও আমার মনে হইয়াছে, সম্প্রতি সংস্কৃত ভাষাকে বিলুপ্ত করিবার জন্য যে হাস্যকর অপচেষ্টা চলিয়াছে, 'নবপত্রে'র সংস্কৃত-সাহিত্য প্রকাশনা তাহার বিরুদ্ধে এক প্রদীপ্ত প্রতিবাদ।

যে গভীর আগ্রহে গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ আমাদের এই প্রচেষ্টাকে অভ্যর্থনা জানাইয়াছেন, তাহাতে উৎসাহিত হইয়া আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি—বিপুল সংস্কৃত-সাহিত্যের যে সকল কবিকর্ম সুধীজনকর্তৃক অভিনন্দিত অথচ স্থানাভাবে পরিকল্পিত আটটি খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই, সেই সব কাব্য ও নাটক আরও দশটি খণ্ডে আমরা প্রকাশ করিব।

সূচীপত্র

প্রকাশকের নিবেদন

৬ষ্ঠ খণ্ডের দ্বিতীয় মুদ্রণ বেশ বিলম্বে প্রকাশিত হল।

আমাদের সামনে তীরভূমি—চারদিকে এখনও তরঙ্গের বিস্তার—যা আমরা অতিক্রম করে এলাম। অগণিত গ্রাহকদল এই অভিযানের যাত্রী—এঁদের উৎসাহ বা সহযোগিতা না পেলে এই উত্তরণ সম্ভব হত না।

যে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে এসেছি তাতে একটি বৃহৎ সত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে; সে সত্য এই যে সংস্কৃত ভাষা মৃত—এ অপবাদ মিথ্যে! সংস্কৃত চিরঞ্জীব, চিরভাস্বর! অসংখ্য গ্রাহক-গ্রাহিকার প্রতি-স্পন্দন এই সত্যের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি।

কিন্তু আমাদের স্বপ্ন আরও বিরাট—আরও দশটি খণ্ড আমাদের পরিকল্পনায় আছে। গুণিজনের অভিনন্দিত বহু কাব্য ও নাটক সাহিত্যের ভাণ্ডারে ছড়ানো রয়েছে—এই ক্ষুদ্র তরীতে যাদের ঠাঁই হয় নি। এবার আমাদের লক্ষ্য হবে সেই সব গ্রন্থের প্রকাশ। আশা করব, এতকাল যাঁরা আমাদের সহযাত্রী ছিলেন তাঁরা এবারও আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। এই মর্মে ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের সঙ্কল্পিত ঘোষণা প্রচার করেছি।

এই প্রকাশনার ব্যাপারে পরিচিত বা অপরিচিত সকলের কাছেই আমি ঋণী—শুধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশেই সে ঋণ শোধ হয় না। এই অভিযানের কর্ণধার পণ্ডিত গৌরীনাথ শাস্ত্রী—তাঁর সস্নেহ ও জাগ্রত দৃষ্টি অক্ষয় কবচের মতো আমাদের ঘিরে রয়েছে, তাঁর উদ্দেশ্যে জানাই আমাদের সশ্রদ্ধ নমস্কার। অনুবাদ-কর্মে ও অন্যান্য রূপ-পরিকল্পনায় ঘনিষ্ঠ সহায়করূপে যাঁদের পেয়েছি তাঁদের মধ্যে আছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর রবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, জগবন্ধু ইন্‌স্টিটিউশনের ভাষা-শিক্ষক জ্যোতিভূষণ চাকী, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ও চারুচন্দ্র কলেজের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক তারাপদ ভট্টাচার্য, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত রীডার, সংস্কৃত ও বাংলার অধ্যাপক ডক্টর মুরারিমোহন সেন, লেডি ব্রাবোর্ন কলেজের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপিকা শ্রীমতী গৌরী ধর্মপাল, এঁরা আমার কৃতজ্ঞতাভাজন। এই খণ্ড প্রকাশনায় আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন শ্রীজগদীশ তর্কতীর্থ, অধ্যাপিকা রত্না বসু, শ্রীমতী লক্ষ্মী সাহা, শ্রীমতী মল্লিকা ঘোষ ও শ্রীমতী কৃষ্ণকলি ভট্টাচার্য। এঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।
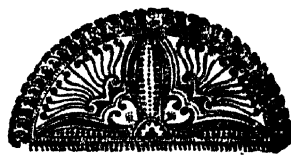
অনুবাদক

ভবভূতি	ঃ	উত্তররামচরিতম্	ঃ	ডঃ মুরারিমোহন সেন
জয়দেব	ঃ	গীতগোবিন্দম্	ঃ	জ্যোতিভূষণ চাকী
কৃষ্ণ মিশ্র	ঃ	প্রবোধচন্দ্রোদয়ম্	ঃ	ডঃ মুরারিমোহন সেন

ভবভূতি

উত্তররামচরিতম্
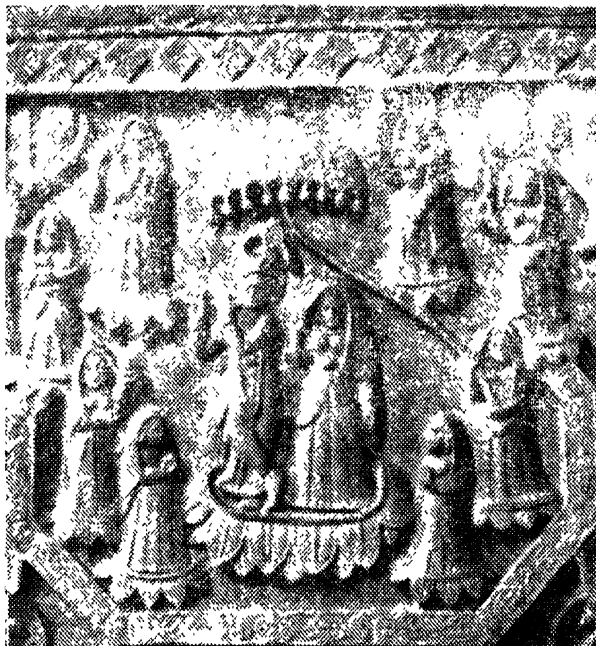
ভূমিকা

নাট্যকার

সংস্কৃত সাহিত্যে ভবভূতি নাট্যকার হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত কিন্তু এঁর ব্যক্তি-পরিচয় সম্পর্কে কোনো বিশেষ তথ্য আমাদের জানা নেই ; যা-কিছু তথ্য সব এঁর রচিত নাটকগুলি থেকেই অনুমান করে নিতে হয়।

ভবভূতি তিনটি নাটকের রচয়িতা। নাটক তিনটির নাম—মহাবীরচরিত, মাধব এবং উত্তররামচরিত। আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে 'মহাবীরচরিত' নাটকে তিনি লিখেছেন—'অস্তি দক্ষিণাপথে পদ্মপুরং নাম নগরম্। তত্র কেচিৎ তৈত্তিরীয়িনঃ উদুম্বরনামানো ব্রহ্মবাদিনঃ কাশ্যপাশ্চরণগুরবঃ পতিতপাবনাঃ পঞ্চাগ্নয়ো ধৃতব্রতাঃ সোম-পীথিনঃ উদুম্বরনামানো ব্রহ্মবাদিনঃ প্রতিবসন্তি। তদামুষ্যায়ণস্য তত্রভবতো বাজপেয়-যাজিনো মহাকবেঃ পঞ্চমঃ সুগৃহীতনাম্নো ভট্টগোপালস্য পৌত্রঃ পবিত্রকীর্তের্নীলকণ্ঠস্য আত্মসম্ভবঃ শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছনো ভবভূতির্নাম জাতুকর্ণীপুত্রঃ কবির্মিত্রধেয়মস্মাকমিত্যত্র-ভবন্তো বিদাংকুর্বন্তু।'—এই বিবরণ থেকে মোটামুটি এইটুকু জানা যাচ্ছে—ভবভূতির পূর্বপুরুষেরা দক্ষিণাপথের পদ্মপুর নামক নগরে বাস করতেন। তাঁরা ছিলেন কাশ্যপগোত্রীয়—তাঁদের সম্প্রদায়গত নাম ছিল 'উদুম্বর'। ভবভূতি থেকে পঞ্চম পূর্বপুরুষের নাম 'মহাকবি'। ভবভূতির পিতামহের নাম 'ভট্টগোপাল', পিতার নাম 'নীলকণ্ঠ', মাতা 'জাতুকর্ণী'।

নাট্যকারের নাম সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে। তিনটি নাটকেই তিনি ঘোষণা করেছেন—'শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছনঃ ভবভূতির্নাম।' নাম যে 'ভবভূতি'ই ছিল তাতে সন্দেহ থাকতে পারে না; 'শ্রীকণ্ঠ' ছিল তাঁর উপাধি। কিন্তু কোনো কোনো ভাষ্যকার এই মতের বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের অভিমত—নাট্যকারের পিতৃদত্ত নাম শ্রীকণ্ঠ—পরে ভবভূতি নামে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন। এই মতের সমর্থনে বীর রাঘব তাঁর 'মহাবীর চরিত' নাটকের টীকায় ভবভূতিরচিত একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন—'শ্রীকণ্ঠপদ-লাঞ্ছনঃ' পিতৃকৃতনামেদং···ভবভূতি নাম 'সাম্বা পুনাতু ভবভূতিপবিত্রমূর্তিঃ' ইতি শ্লোকরচনাসন্তুষ্টেন রাজ্ঞা ভবভূতিরিতি স্থাপিতঃ।' 'মালতীমাধব' নাটকের টীকায় জগদ্ধর বলেছেন—'নাম্না শ্রীকণ্ঠঃ, প্রসিদ্ধ্যা ভবভূতিরিত্যর্থঃ' ; একই নাটকের ভাষ্যে ত্রিপুরারি বলেছেন—'ভবভূতিরিতি ব্যবহারে তস্যৈব নামান্তরম্'। টীকাকার ঘনশ্যামও একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন।

নাম নিয়ে এই বিতর্কসভায় শুধু একটি মাত্র বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে—নাট্যকাররচিত অজস্র শ্লোক পরবর্তীকালের শ্লোকসংগ্রহে কিংবা অলংকার গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে সেখানে কোথাও 'শ্রীকণ্ঠ' নাম নেই, সর্বত্র রয়েছে 'ভবভূতি'।

নাট্যকার ভবভূতি শিবের উপাসক ছিলেন, না বিষ্ণুর ভক্ত ছিলেন, তা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন। কালিদাসরচিত তিনটি নাটকেই শিবের বন্দনা রয়েছে। খুব সম্ভবত ভবভূতি ছিলেন অদ্বৈত ব্রহ্মের উপাসক—হয়তো শৈবধর্মের প্রতিও তাঁর আনুকূল্য ছিল। 'মহাবীরচরিতে'র নান্দীশ্লোকে আছে ব্রহ্মবন্দনা, 'মালতী-মাধবে'র নান্দী-

শ্লোকে আছে শিব সূর্য ও গণেশের স্তুতি, 'উত্তররামচরিতে' ভবভূতি করেছেন বাগ্-দেবতার প্রশস্তি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ভবভূতির তিনটি নাটকই কালপ্রিয়নাথের যাত্রা-উৎসব উপলক্ষে মঞ্চে উপস্থাপিত হয়েছিল। প্রথম নাটক 'মহাবীরচরিত'—সুতরাং এই নাটকেই নাট্যকার নিজের বংশপরিচয়ের বিবরণ রেখে গেছেন। এই নাটকের প্রস্তাবনায় নটের সংলাপে আছে—'অপূর্বত্বাৎ প্রবন্ধস্য'। প্রথম নাটক বলেই নানাকারণে এর বিরূপ সমালোচনা হয়েছিল—প্রথমতঃ নাটকে রামায়ণকাহিনীর পরিবর্তন, দ্বিতীয়তঃ সংলাপে এমনকি শ্লোকেও দীর্ঘ সমাসের প্রয়োগ, তৃতীয়তঃ রচনারীতি—সবকিছুই ছিল এই বিরূপতার মূলে। এই বিরূপ সমালোচনার প্রত্যুত্তর দেবার জন্যেই ভবভূতি তাঁর দ্বিতীয় নাটক 'মালতী-মাধব' রচনা করেছিলেন। এই নাটকের আখ্যান-ভাগের জন্যে তিনি গুণাঢ্যের বৃহৎ-কথার কাছে কিছু পরিমাণে ঋণী থাকলেও মোটা-মুটিভাবে কাহিনী তাঁরই কল্পিত। শুধু তাই নয়, নাটকের প্রথম অংকের ষষ্ঠ শ্লোকে তিনি তাঁর স্পর্ধিত ঘোষণা করেছিলেন—'যেনাম কেচিদিহ' ইত্যাদি। এই শ্লোকটিতেই আভাস রয়েছে পূর্ববর্তী রচনার—সেই রচনা 'মহাবীর চরিত'। ভবভূতি যখন 'উত্তর-রামচরিত' রচনা করেছিলেন তখন তিনি কবি ও নাট্যকার হিসেবে সংস্কৃত সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত।

ভবভূতির রচনা

ভবভূতিরচিত তিনটি নাটকের কথাই আমরা জানি—'মহাবীরচরিত', 'মালতী-মাধব' ও 'উত্তররামচরিত'। কিন্তু একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। শ্রীধর-দাসের শ্লোকসংগ্রহ-'শার্ঙ্গধরপদ্ধতি' ও 'সদুক্তিকর্ণামৃতে', জল্হণের শ্লোকসংগ্রহ 'সূক্তিমুক্তাবলী'তে এবং গদাধরের 'রসিকজীবন' গ্রন্থে ভবভূতি রচিত বহু শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে—কিন্তু কিছু-সংখ্যক (বারোটারও বেশি) শ্লোক তাঁর তিনটি নাটকে দুর্লভ। এতে এই অনুমানই স্বাভাবিক যে ভবভূতি হয়তো আরও কোনো কাব্য বা নাটক রচনা করেছিলেন যদিও সেই কল্পিত কীর্তির কোনো সন্ধান আজ পর্যন্ত মেলে নি।

ভবভূতির কাল

নাট্যকার ভবভূতি কোন্ সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন? এই প্রশ্নের সমাধানে কয়েকটি পরোক্ষ প্রমাণের উপরেই আমাদের নির্ভর করতে হবে।

(ক) কল্হণের 'রাজতরঙ্গিণী' রচিত হয়েছিল ১১৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে কান্যকুব্জের রাজা যশোবর্মা বাক্পতিরাজ, ভবভূতি প্রভৃতি কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। (কবিবাক্পতিরাজ—শ্রীভবভূত্যাদিসেবিতঃ। জিতো যযৌ যশোবর্মা তদ্গুণস্তুতিবন্দিতাম্—রাজতরঙ্গিণী।) রাজতরঙ্গিণীতে উল্লেখ করা হয়েছে, যশোবর্মাকে পরাজিত করেছিলেন কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য। এই ঘটনা ৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দের আগেকার নয়। বাক্পতিরাজ যশোবর্মার প্রধান সভাকবি ছিলেন—তিনি রচনা করেছিলেন 'গৌড়বহো' নামে এক প্রাকৃত কাব্য। তিনি বলেছেন যে, তাঁর বিপুল রচনার মধ্যে মাঝে-মাঝে এমন প্রতিভাদীপ্তির স্ফুরণ ঘটেছে যে মনে হয় সেগুলি যেন ভবভূতির রচনাসমুদ্র থেকে উত্থিত অমৃতের কণা! (ভবভূইজলহি নিগ্গঅ কব্বামঅ-

রসকণা ইব ফুরন্তি !) সুতরাং বাক্‌পাতিরাজ ভবভূতির সঙ্গে তাঁর সংস্পর্শের পরে কাব্য রচনা করেছিলেন। কল্‌হণ লিখেছেন, যশোবর্মা ছিলেন ভবভূতির পৃষ্ঠপোষক। বাক্‌পাতিরাজ তাঁর রচনায় ৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দের একটি গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন ; তাহলে অনুমান ক'রে নিতে হয়, ভবভূতির প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল অষ্টম শতকের প্রথম-পাদের মধ্যে এবং দ্বিতীয়-পাদেও তা অব্যাহত ছিল।

(খ) বামনরচিত 'কাব্যালংকারসূত্র বৃত্তি'তে ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' ও 'মহাবীর চরিত' থেকে উদ্‌ধৃতি দেওয়া হয়েছে। বামনের আবির্ভাবকাল অষ্টম শতক ; সপ্তম শতকের প্রথমার্ধের কবি বাণভট্ট—ভাস, কালিদাস বৃহৎ কথা, সেতুবন্ধ প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন কিন্তু ভবভূতির বিষয়ে নীরব। সুতরাং ভবভূতি আবির্ভূত হয়েছিলেন সপ্তম শতকের প্রথমার্ধের পরে ও অষ্টম শতকের মধ্যে, অর্থাৎ সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ভবভূতির আবির্ভাব কাল।

যশ ও প্রতিষ্ঠা

ভবভূতি জীবৎকালে সাধারণের কাছে যোগ্য অভ্যর্থনা লাভ করতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর তিরোভাবের পর পাঠক-সম্প্রদায় তাঁর রচনায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ভবভূতির গুণমুগ্ধ ভক্তের দল তখন বলতেন—'কবয়ঃ কালিদাসাদ্যাঃ ভবভূতির্মহাকবিঃ'—অর্থাৎ কালিদাস প্রভৃতিরা তো কবি, ভবভূতি ছিলেন মহাকবি। সমসাময়িক কালে না হোক, পরবর্তীকালের বহু মনস্বী লেখকও কবি ভবভূতির গুণগ্রাহী হয়েছিলেন ; তখন হয়তো সার্থক হয়েছিল ক্ষুব্ধ এবং অভিমানী কবির ভবিষ্যৎ বাণী—

'উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা
কালো হ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী।' (মালতী-মাধব)

কাল অনন্ত, বিপুলা এই পৃথিবী—এই বিশাল পৃথিবীতে কোনো-না-কোনো সময়ে আমার সমান প্রতিভাবিশিষ্ট কোন ব্যক্তির অভ্যুদয় নিশ্চয়ই ঘটবে !

কবির আশা ব্যর্থ হয় নি—প্রতিষ্ঠা ও প্রতিভার বিচারে সংস্কৃত সাহিত্যে কালি-দাসের পরেই ভবভূতির স্থান।

কিন্তু প্রশ্নটা থেকেই যায় যে, সমসাময়িক কালে ভবভূতির প্রতিভাবিচার আশানুরূপ হল না কেন ? (দ্রষ্টব্য—'দর্শকের দৃষ্টিতে')

নাটকের উৎস

সাধারণভাবে বলতে গেলে 'উত্তররামচরিতে'র কাহিনী বাল্মীকির রামায়ণ থেকেই গৃহীত রামায়ণের শেষ কাণ্ড এই নাটকের ভিত্তি। নাটক বিশ্লেষণে দেখা যাবে—কোনো-কোনো অংশের জন্যে তিনি কালিদাসের কাছে, এমন-কি ভাসের কাছেও ঋণী। দুই-একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে।

(ক) সীতা ও শকুন্তলা দু'জনেই অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় পতিপরিত্যক্তা হয়েছিলেন। পরিত্যাগের সময়ে কালিদাসের রাম বলছেন—

রাজর্ষিবংশস্য রবিপ্রসূতেরুপস্থিতঃ পশ্যত কীদৃশোঽহম্।
মত্তঃ সদাচারশুচেঃ কলঙ্কঃ পয়োদবাতাদিব দর্পণস্য ॥

অর্থাৎ বিখ্যাত বংশ আমার সংস্পর্শেই কলঙ্কিত হয়েছে। উত্তরচরিতে ভবভূতির

রামচন্দ্রও একই কথা বলেছেন—মৎসম্বন্ধাৎ কশ্মলা কিংবদন্তী স্যাচ্চেদস্মিন্ হন্ত ধিঙ্ মামধন্যম্ - আমার পূর্বপুরুষগণ এই বংশ পবিত্র করে গেছেন আমার হাতে তা কলঙ্কিত হল।

(খ) সীতা ও শকুন্তলা কেউ যাবার সময় কোনো চিহ্ন রেখে যান নি—দীর্ঘকাল পরে অপ্রত্যাশিতভাবে এক আশ্রমে স্বামীর সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎকার ঘটেছে।

(গ) দুই কবিই মিলনের পর্বে সন্তানের সঙ্গে পিতার রূপসাদৃশ্য বর্ণনা করেছেন ;

(i) 'বালকস্য রূপসংবাদিনী তে আকৃতিঃ' (শকুন্তলা, সপ্তম অংক)

(ii) 'অয়ে ন কেবলমস্মৎসংবাদিনী আকৃতিঃ' (উত্তরচরিত, ষষ্ঠ অংক)

(ঘ) ভাসরচিত 'স্বপ্নবাসদত্তা' নাটকে উদয়নের স্বপ্নদর্শন বৃত্তান্ত (পঞ্চম অংক), উত্তরচরিতের তৃতীয় অংক পরিকল্পনার প্রেরণা।

বিশ্লেষণ ঃ কাহিনী-সূত্র

জনক চলে গেছেন, অন্তঃসত্ত্বা সীতা বিষণ্ণা—রামচন্দ্র তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। বশিষ্ঠের কাছ থেকে বার্তা এল—রামচন্দ্র যেন সীতার প্রত্যেকটি প্রার্থনাই পূর্ণ করেন কিন্তু এ-কথাও তাঁকে স্মরণ রাখতে হবে – প্রজাদের প্রতি তাঁর কর্তব্য সকলের উপরে। লক্ষ্মণ এসে জানালেন, যে-চিত্রকরকে তাঁদের অরণ্যবাসের চিত্রগুলি আঁকতে বলা হয়েছিল তিনি তা সমাপ্ত করেছেন।

এরপর তারা এলেন চিত্রগৃহে—চিত্রগুলি দেখে-দেখে তাঁদের মনে অরণ্যবাসের সুখদুঃখময় স্মৃতিগুলি জেগে উঠতে লাগল। সেই রামবিরহিত জীবনের গভীর বেদনামূলক চিত্রদর্শনে সীতা অভিভূত হয়ে পড়লেন।

তারপর সীতা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। দুর্মুখকে রামচন্দ্র পাঠিয়েছিলেন প্রজাদের মনোভাব জানতে—সে এসে সংবাদ দিল—প্রজাগণ সীতাচরিত্রের শুচিতায় সন্দিহান। রামচন্দ্র ইতিমধ্যেই সীতাকে আশ্বাস দিয়েছেন—স্মৃতিময় অরণ্যদর্শনে তিনি আবার যাতে যেতে পারেন, সেই ব্যবস্থা তিনি করবেন।

দুর্মুখের কাছে সংবাদ পেয়ে রামচন্দ্র স্থির করলেন সীতার বনভূমি দর্শনের ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন আর এই বনবাস থেকে সীতা আর ফিরবেন না। রামচন্দ্রের আদেশ পালিত হল। (প্রথম অংক)

সীতা-নির্বাসনের পরে বারো বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় অংকের শুরুতেই আছে তপস্বিনী আত্রেয়ী এবং বনদেবতা বাসন্তীর মধ্যে একটি সংলাপ। এঁদের কথাবার্তা থেকে আমরা জানতে পারি, রামচন্দ্র অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েছেন। আর-একটি কথাও তাঁরা বলেছেন, বাল্মীকির আশ্রমে দুটি বালক প্রতিপালিত হচ্ছে, কোনো এক দেবতা নাকি বালকদুটিকে মুনির কাছে গচ্ছিত রেখে গেছেন। সশস্ত্র রাম এসে তপস্বী শূদ্র শম্বুককে বধ করলেন—রামচন্দ্রের হাতে নিহত হয়ে মুক্ত শম্বুক দিব্যরূপ ধারণ করে তাঁর মুক্তিদাতাকে নিয়ে এলেন ঋষি অগস্ত্যের আশ্রমে। (দ্বিতীয় অংক)

তৃতীয় অংকে দুই নদীচরিত্র তমসা ও মুরলার কথাবার্তা থেকে আমরা জানতে পারি, পতিপরিত্যক্তা সীতা আত্মহত্যায় উদ্যত হলে গঙ্গা তাঁকে রক্ষা করেন এবং তাঁর নব-

জাত দুই শিশু-সন্তানকে পালন ও শিক্ষার জন্যে বাল্মীকির আশ্রমে রেখে আসেন। গঙ্গার অনুমতি নিয়ে অদৃশ্যরূপে সীতা এলেন তাঁর পরিচিত বনভূমিদর্শনে। রামচন্দ্রও এলেন; বিভিন্ন স্মৃতি-মণ্ডিত বনদৃশ্য দেখতে দেখতে ভাবে অভিভূত হয়ে দুজনেই মূর্ছিত হলেন। চৈতন্যলাভ করে অদৃশ্য সীতা রামচন্দ্রকে স্পর্শ করলেন। রামচন্দ্রের জ্ঞান ফিরে এল—তাঁর বিভিন্ন উক্তি থেকে বোঝা গেল তাঁর সীতা-প্রেমের গভীরতা। অশ্বমেধ যজ্ঞে রামচন্দ্রের সহধর্মচারিণী সীতার কনক-প্রতিমা—সীতা তা-ও শুনলেন। সীতার ক্ষোভ ও অভিমান দূর হল।

চতুর্থ অঙ্কে নূতন দৃশ্য—রাজর্ষি জনকের আশ্রম। রামচন্দ্রের মাতা কৌশল্যা এসেছেন জনককে সান্ত্বনা দিতে। আশ্রম-শিশুদের আনন্দ-কলরব শোনা গেল। প্রশ্ন করে ওঁরা জানলেন তাদের একটির নাম লব, তার ভাই-এর নাম কুশ; ওরা শুধু বাল্মীকির কাব্য থেকেই রামচন্দ্রের কথা জেনেছে।

এদিকে শ্রীরামের যজ্ঞের অশ্ব এগিয়ে আসছে—অসংখ্য সৈন্যের দ্বারা সেই অশ্ব সুরক্ষিত। লব তার সঙ্গীদের কাছে চলে এল; কিন্তু সে অন্যান্যদের মতো কাপুরুষ নয়—সে স্থির করেছে অশ্বরক্ষক সৈন্যদের সে বাধা দেবে। (চতুর্থ অঙ্ক)

লক্ষ্মণতনয় চন্দ্রকেতু রাজার সেনাবাহিনীর পরিচালক—তার সঙ্গে লবের শৌর্যময় সংলাপ শোনা গেল; কিন্তু সংলাপ থেকে বোঝা গেল ওরা পরস্পরের গুণে মুগ্ধ।

(পঞ্চম অঙ্ক)

ষষ্ঠ অঙ্কে আমরা পেলাম এই দুই বীরের যুদ্ধের বর্ণনা—এক বিদ্যাধর এবং তার স্ত্রী আকাশ থেকে যুদ্ধ দেখে বর্ণনা করে যাচ্ছেন। লব ও চন্দ্রকেতু কোন্ কোন্ অলৌকিক অস্ত্র প্রয়োগ করছে তারও একটা বর্ণনা পাওয়া গেল। কিন্তু যুদ্ধ বাধা পেল শ্রীরামের আবির্ভাবে। রামচন্দ্র লবের সাহস ও শৌর্যের প্রশংসা করলেন। কুশ এল—ওর হাতে বাল্মীকির কাব্য, তার নাট্যরূপ দিতে হবে। রামচন্দ্র দুজনকে দেখে মুগ্ধ হলেন—তিনি তখনও জানেন না—লব কুশ তাঁরই ছেলে।

শেষ অঙ্কে অভিনীত হচ্ছে ভরতমুনি-পরিকল্পিত একটি নাট্যাভিনয়। অভিনয়ে যোগ দিয়েছেন অপ্সর ও অপ্সরার দল। দৃশ্যে দেখানো হল সীতার অমিত ঐশ্বর্য; দেখানো হল ক্রন্দনরতা সীতা আত্মহত্যার কামনায় ভাগীরথীতে ঝাঁপ দিলেন; জল থেকে উঠে এলেন সীতাকে নিয়ে পৃথিবী এবং গঙ্গা—দুজনের ক্রোড়ে দুই শিশু। গঙ্গা শ্রীরামের কাজ সমর্থন করলেন—তাঁর কঠোরতার নিন্দা করলেন পৃথিবী। তাঁরা দুজনেই সীতাকে নির্দেশ দিলেন—শিশু দুটি পালন করো, একটু বড়ো হলেই ওদের নেওয়া হবে বাল্মীকির আশ্রমে, ওখানেই হবে ওদের শিক্ষা।

এই দৃশ্য শ্রীরামের কাছে সম্পূর্ণ সত্য বলে মনে হল। তিনি কখনও সংলাপে বাধা দিতে গেলেন, কখনও বা মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। তখন অরুন্ধতীর সঙ্গে এলেন সীতা; সীতা তাঁর সেবায় স্বামীকে সুস্থ করে তুললেন।

প্রজারা সীতাকে সাগ্রহে গ্রহণ করল। বাল্মীকি দুই পুত্রকে নিয়ে এলেন পিতার কাছে। (সপ্তম অংক)

রামায়ণ : উত্তরচরিত

নাটকের সাতটি অংকে যেভাবে শ্রীরামকাহিনী অগ্রসর হয়েছে তাতে রামায়ণ পাঠকের

দৃষ্টিতে কয়েকটি অভিনবত্ব ধরা পড়বে। ভবভূতি যেসব স্থানে রামায়ণকাহিনী থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন—এমন কয়েকটি ক্ষেত্র নির্দেশ করা যেতে পারে—

১. বাল্মীকির রামায়ণে কাহিনী বিয়োগান্ত। রামায়ণের রাম শেষে সরযূর জলে আত্মবিসর্জন করলেন—। কালিদাসের 'রঘুবংশ' কাব্যেও তাই আছে (পঞ্চদশ সর্গ)। ভবভূতির 'উত্তরচরিত' নাটক মিলনান্ত।
২. বনদেবতা বাসন্তীর সঙ্গে রামচন্দ্রের সাক্ষাৎকার। (তৃতীয় অঙ্ক)
৩. দণ্ডকারণ্যে রামচন্দ্রের অবস্থানকালে অদৃশ্যরূপা সীতার উপস্থিতি। (তৃতীয় অঙ্ক)
৪. বাল্মীকির আশ্রমে রামের মাতৃগণ, বশিষ্ঠ এবং অরুন্ধতীর অবস্থান।
৫. লব ও চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ। (ষষ্ঠ অঙ্ক)

চরিত্রলিপি

উত্তররামচরিত নাটকে রাম ও সীতা চরিত্রেরই প্রাধান্য ; অন্যান্য গৌণ চরিত্রও নাটকের প্রয়োজনে আনা হয়েছে. যেমন : লক্ষ্মণ, সুমন্ত্র, জনক, চন্দ্রকেতু, লব, কুশ, শম্বুক বাল্মীকি, কৌশল্যা, অরুন্ধতী, আত্রেয়ী, গঙ্গা, পৃথিবী প্রভৃতি। এখানে কেবল রাম ও সীতার চরিত্র আলোচিত হয়েছে।

রাম

শৌর্যগুণাশ্রিত রামচন্দ্রের মহিমান্বিত মূর্তি নাটকের সর্বত্র অন্যের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। ষষ্ঠ অঙ্কে কুশের একটি কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। লবের কাছে সে বলেছে—'স রামায়ণকথানায়কো ব্রহ্মকোশস্য গোপায়িতা'। এই কি সেই রামায়ণ-কাহিনীর নায়ক, বেদসম্পদের রক্ষক রঘুপতি? তখন কুশ রামকে রঘুপতি বলেই জানে, পিতা বলে জানে না। দৈহিক ও নৈতিকগুণে রামচন্দ্র বলীয়ান ; অমিত বাহুবলের কথা শুনেছি দ্বিতীয় অঙ্কে শম্বুকের কণ্ঠে—

চতুর্দশ সহস্রাণি চতুর্দশ চ রাক্ষসাঃ
ত্রয়শ্চ দূষণখরত্রিমূর্ধানো রণে হতাঃ।

তাঁর অমিত নৈতিকশক্তির পরিচয় একটি মাত্র কথাতেই ব্যক্ত হয়েছে—তার আদর্শ ছিল—'ইদং বিশ্বং পাল্যং বিধিবদভিযুক্তেন মনসা' অর্থাৎ নীতিকে আশ্রয় করেই বিশ্বপালন করতে হবে। এই মহৎ লক্ষ্য তাঁর ছিল বলেই তিনি অনায়াসে বলতে পেরেছিলেন—

স্নেহং দয়াঞ্চ সৌখ্যঞ্চ যদি বা জানকীমপি
আরাধনায় লোকানাং মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা!

প্রজাপুঞ্জের মনস্তুষ্টির জন্যে স্নেহ, দয়া, সুখ এমনকি সীতাকেও যদি ত্যাগ করতে হয় তা আমাকে ব্যথিত করবে না।

নাটকে দেখতে পাই কর্তব্যপালনের জন্যে যিনি সীতাকে নির্বাসিত করলেন তিনিই আবার অশ্বমেধ যজ্ঞে সীতার স্বর্ণময়ী প্রতিকৃতি সামনে রেখে অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েছেন। বনদেবতা বাসন্তী যথার্থ বলেছেন—

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূণি কুসুমাদপি
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি? (দ্বিতীয় অঙ্ক)

অসাধারণ মহাপুরুষদের মন কে বুঝতে পারে? তাঁদের মন বজ্রের চেয়ে কঠোর আবার

কুসুমের চেয়েও কোমল। সীতা-বিসর্জনের পর রামচন্দ্র যে কত ব্যাকুল হয়েছিলেন—নাটকের তৃতীয় অংকেই তার পরিচয় রয়েছে।

কিন্তু তবু একটি কথা বলা প্রয়োজন। রামচন্দ্রের পত্নীপ্রেম অতি গভীর ছিল সন্দেহ নেই, তবে দুঃখের ভাবাবেগে তিনি যেন স্থানে-স্থানে একটু বেশি বিচলিত হয়েছেন মনে হয়। এই চরিত্রে আরও অধিক ধীরতা প্রত্যাশিত, ভাববিহ্বলতা তাঁকে কোথাও-কোথাও সাধারণ প্রেমিকের পর্যায়ে নিয়ে গেছে।

সীতা

রামচন্দ্র এই নাটকে যদি আদর্শ স্বামীরূপে চিত্রিত হয়ে থাকেন—তবে সীতাকে বলতে হয় আদর্শ পত্নী। তাঁর জননীরূপ বা কন্যারূপ এই নাটকে তেমনি বিবেচিত হবার অবকাশ পায় নি—যতটা পেয়েছে তাঁর পতিব্রতা-সত্তা।

এই সত্তার মহিমা উপলব্ধি করতে হলে প্রধানত নাটকের তৃতীয় অংককেই আশ্রয় করতে হবে। তিনি সব রকম দুঃখের জন্যে নিজের ভাগ্যকেই দায়ী করেছেন, স্বামীকে অভিশপ্ত করেন নি। লব-কুশের জন্মের পরেও সন্তানের চিন্তা অপেক্ষা স্বামীর চিন্তাই তাঁর কাছে প্রধান হয়ে উঠেছিল। এই অতুলনীয় পতিপ্রেমের প্রতিদান তিনি পেয়েছিলেন যখন রামচন্দ্র তাঁর হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি সামনে রেখে অশ্বমেধ-যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রতী হয়েছিলেন।

নাটকে সীতার চরিত্র সব সময়েই করুণ এবং গম্ভীর, তবে একটিবার মাত্র তাঁর মুখে একটি পরিহাসতরল মন্তব্য শুনেছি। প্রথম অংকে—চিত্রদর্শন হচ্ছে ; লক্ষ্মণ চিত্র দেখিয়ে পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন—ইয়মপি আর্যা, ইয়মপি মাণ্ডবী, ইয়মপি বধূঃ শ্রুতকীর্তিঃ। লক্ষ্মণ লজ্জায় ঊর্মিলার চিত্র বাদ দিয়ে গেছেন। সীতা সকৌতুকে প্রশ্ন করলেন - ইয়মপি অপরা কা ? (ইনি কে ?) অমনি সলজ্জকণ্ঠে লক্ষ্মণ বলে উঠলেন—ওহো, আপনি ঊর্মিলার কথা বলছেন !

ভবভূতির রচনারীতি

নাটকের প্রস্তাবনা অংশের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। নাট্যকার আত্মপরিচয়ে বলছেন—অস্তি তত্রভবান্‌···পদবাক্যপ্রমাণতত্ত্বজ্ঞো ভবভূতির্নাম জাতূকর্ণীপুত্রঃ—'যং ব্রহ্মাণমিয়ং দেবী বাগ্‌ বশ্যেবানুবর্ততে'। এতে মনে হয় নাট্যকার নিজের কাব্য-প্রতিভা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। একথা সত্য যে কবি ও নাট্যকারের আসরে কালিদাসের পরেই ভবভূতির নাম করতে হয়। অবশ্য কালিদাসের বিনয় অথবা কালিদাসীয় রচনারীতির সূক্ষ্মতা ভবভূতির ছিল না।

করুণরসের রূপায়ণে ভবভূতি বিশেষ নৈপুণ্যের অধিকারী ছিলেন। প্রচলিত উক্তি—'কারুণ্যং ভবভূতিরেব তনুতে'। তাছাড়া উত্তরচরিত নাটক ভবভূতির পরিণত প্রতিভার সৃষ্টি—'উত্তরে রামচরিতে ভবভূতির্বিশিষ্যতে'। সুতরাং উত্তরচরিত অবলম্বনেই তাঁর রচনারীতির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করা যেতে পারে।

ভবভূতি গৌড়ীয় রীতির পক্ষপাতী বলেই সমাস-প্রিয়তা তাঁর রচনার একটি প্রধান লক্ষণ হবে, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু আসল কথা, ভাষার উপর অসামান্য

দক্ষতা ছিল বলেই তিনি প্রয়োজন অনুযায়ী ভাষা প্রয়োগ করতে পারতেন। এই প্রয়োজন বুঝে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁকে সমাস বা শব্দের আড়ম্বর ত্যাগ করতে হয়েছে। উত্তরচরিত নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের ২৭ সংখ্যক শ্লোক, তৃতীয় অঙ্কের ৩১, ৩৭ ও ৪৫ সংখ্যক শ্লোক, চতুর্থ অঙ্কের ১৩ সংখ্যক শ্লোক, পঞ্চম অঙ্কের ৩০ সংখ্যক শ্লোক, ষষ্ঠ অঙ্কের ১১, ১২, ১৪ সংখ্যক শ্লোক এবং সপ্তম অঙ্কের ৬ সংখ্যক শ্লোক প্রভৃতি অনুশীলন করা যেতে পারে। দেখা যাবে কবি এই শ্লোকগুলির রচনায় ভাষায় শক্তি সঞ্চার করেছেন কিন্তু দীর্ঘ সমাস উপেক্ষা করেছেন। গোড়ীয় রীতির পক্ষপাতী হলেও তাঁর শিল্পি-সত্তাই তাঁকে পরিচালিত করেছে।

ভবভূতির রচনারীতির আর একটি বৈশিষ্ট্য—সংস্কৃত কবিদের কতকগুলো প্রথাগত গতানুগতিকতা থেকে মুক্তি। অর্থাৎ, কোকিলের কুহুধ্বনি, চক্রবাক দম্পতী, আম্রকলিকা, অশোক, পারিজাত, তমাল প্রভৃতি তরু বা আকাশের চাঁদ প্রভৃতিকে রচনায় আমদানি করতেই হবে এমন বাধ্যবাধকতা তাঁর ছিল না। স্বয়ং কালিদাসও এই প্রথার অনুগামী ছিলেন। ভবভূতির রচনায় কুহুধ্বনি তো প্রায় শোনা-ই যায় না।

উত্তররামচরিতের যিনি শ্রদ্ধাবান পাঠক, তাঁর দৃষ্টিতে ভবভূতির আর একটি রচনা-লক্ষণ পরিস্ফুট হবে। এটি হচ্ছে শব্দবিন্যাসের মধ্যেই অর্থদ্যোতনার আভাস—The sound echoing the sense ! বোঝাবার জন্যে একটিমাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করছি ঃ

এতে তে কুহরেষু গদ্গদনদদ্গোদাবরীবারয়ো
মেঘালম্বিতমৌলিনীলশিখরাঃ ক্ষৌণীভৃতো দক্ষিণাঃ।
অন্যোন্যপ্রতিঘাতসংকুলচলৎকল্লোলকোলাহলৈ
রুত্তালাস্ত ইমে গভীরপয়সঃ পুণ্যাঃ সরিৎসঙ্গমাঃ।

দ্বিতীয় অঙ্কের ৩০-সংখ্যক এই শ্লোকে দক্ষিণ পর্বতশিখরের বর্ণনা—যাদের নিম্নস্থ গুহাসমূহ গর্জনরত গোদাবরীর বারিরাশিতে মুখরিত ! শুধু গুহা নয়—আশ্চর্য বিন্যাসের গুণে শব্দও যেন মুখর হয়েছে।

আর একটি বিষয়ও উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতি বা মানবজীবনের ভয়াল ও গম্ভীর দিকের সঙ্গে-সঙ্গে কোমল, মধুর ও সুন্দরকেও শিল্পীর দৃষ্টিতে দেখতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন অনুপম ভাষায় তাকে প্রকাশও করতে পারতেন। এই বিষয়ে ভবভূতি বোধহয় কালিদাসকেও অতিক্রম করেছেন।

উত্তরচরিত নাটকের প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের মধ্যে বারো বৎসরের ব্যবধান। যে-কোনো নাট্যকারের পক্ষে নাটকীয় ঐক্যপ্রতিষ্ঠা অত্যন্ত কঠিন কাজ ; এই দিকে ভবভূতি তেমন কোনো বিশেষ চেষ্টাও করেন নি ; মহাবীরচরিতেও এই কালগত ব্যবধান ছিল চৌদ্দ বৎসরের। এই কালোচিত ঐক্যের অভাবে তিনি খুব বিচলিত ছিলেন বলে মনে হয় না।

চিন্তাজগতে ভবভূতি ছিলেন একা। মালতী-মাধব নাটকে তিনি বলেছেন—

যে নাম কিঞ্চিদিহ নঃ প্রথয়ন্তি অবজ্ঞানম্
জানন্তি কিমপি তান্ প্রতি নৈষ প্রযত্নঃ
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা
কালো হ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী।

যারা আমার নিন্দায় মুখর তারা খুব কমই জানে। তাদের জন্যে আমার এই প্রয়াস নয়।

আমার মতো প্রতিভা-বিশিষ্ট কোনো ব্যক্তির আবির্ভাব নিশ্চয়ই হবে, কেননা কাল অনন্ত এবং পৃথিবীও বিপুল। তাঁর পরিণত প্রকাশশক্তির মহিমা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন—'প্রৌঢ়ত্বম্ উদারতা চ বচসাম্' কবির এই দাবি আমরা বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে পারি। এই অনুপম প্রকাশ-শক্তির পরিচয় তিনি তাঁর তিনটি নাটকেই দিয়েছেন। তবে এই প্রকাশ ব্যাপারে তিনি শুধু 'সরলতা'কে নিয়ে সন্তুষ্ট হন নি, বিস্তৃতি এবং আড়ম্বরকেই প্রশ্রয় দিয়েছেন। কিন্তু রচনারীতির এই ত্রুটি উত্তররাম-চরিতে অপেক্ষাকৃত কম।

হয়তো বাণভট্টের খ্যাতির প্রভাবে তিনি গৌড়ীয় রচনারীতি অবলম্বন করেছিলেন—কিন্তু এই রীতি নাটকের সংলাপে অচল।

কালিদাস ও ভবভূতি

কালিদাস বৈদর্ভী রীতির কবি আর ভবভূতি গৌড়ীয় রীতির পক্ষপাতী—এইখানে দুই কবির প্রধান পার্থক্য। বৈদর্ভী রীতির অদ্বিতীয় শিল্পী কালিদাস। বৈদর্ভী রীতি বলতে বোঝায়—এতে সমাসের ভ্রূকুটি থাকবে না, সুষম শব্দপ্রয়োগে মাধুর্য ও স্পষ্টতা থাকবে আর থাকবে প্রসাদগুণ। নাট্যকার ভাস ও শূদ্রকও বৈদর্ভীরীতির অনুগামী কিন্তু কালিদাসীয় রচনার আভিজাত্য ও সুষমা এই দুই লেখকের রচনায় দুর্লভ।

ভবভূতির রচনা-প্রকৃতি স্বতন্ত্র। তিনি গৌড়ীয় রীতির লেখক—এই রীতির প্রধান লক্ষণ ওজোগুণযুক্ত সমাসবাহুল্য। কালিদাসের রচনা বিস্ময়করভাবে স্বচ্ছ, সংযত ও ইঙ্গিতবহ। যে-ভাব প্রকাশ করতে ভবভূতিকে বাক্যের জাল বুনতে হয়, কালিদাস তা সামান্য আভাসে ব্যক্ত করেন। তাই দেখা যায় কালিদাসের নারীচরিত্রগুলির প্রাকৃত-সংলাপে জটিল গঠন বা দীর্ঘ সমাস পরিত্যক্ত হয়েছে, ভবভূতি সেখানে নির্বিচারে এদের সংলাপে অসঙ্গতভাবে দীর্ঘসমাসবদ্ধ পদ যুগিয়ে গেছেন। সাহিত্য-দর্পণের সূত্র—'মাধুর্যব্যঞ্জকৈর্বর্ণৈঃ রচনা ললিতাত্মিকা'—কালিদাসের ক্ষেত্রে সার্থক-ভাবে প্রযোজ্য।

কালিদাস ও ভবভূতি—দুইজনেই নিসর্গের কবি ; কিন্তু কালিদাস তাঁর কাব্যে প্রকৃতির সুকুমার ও স্নিগ্ধ রূপটিই ফুটিয়ে তুলেছেন—ভবভূতির রচনায় ফুটে উঠেছে তার গম্ভীর ও মহিমাময় রূপ। রচনার রসাত্মতা, ধর্মাত্মতা ও ঐক্য—এই তিন বিষয়ে ভবভূতি কালিদাসের যোগ্য শিষ্য। কিন্তু ভবভূতির অঙ্কিত চরিত্র ভাবাবেগে উদ্বেল কালিদাসের চরিত্র প্রশান্ত ও সংযত।

সসংকোচে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। কালিদাস আপন প্রতিভা সম্পর্কে সচেতন থেকেও নম্র—কিন্তু ভবভূতি অতিমাত্রায় আত্মসচেতন এবং উদ্ধত। উত্তরচরিতে তিনি বলেছেন—'যং ব্রহ্মাণমিয়ং দেবী বাগ্‌বশ্যেবানুবর্ততে'। কালিদাস সেখানে বলেন—'আ পরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্'।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধে' (১ম ভাগ) কালিদাস ও ভবভূতির প্রতিভার তুলনা-মূলক বিচার করেছেন—পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। নিসর্গজগতে বা মানব-জীবনে যা-কিছু মহিমান্বিত বিরাট বা উদ্দীপক তার দিকে ভবভূতির একটি সহজ আকর্ষণ ছিল, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। উত্তররামচরিতের প্রথম তিনটি অঙ্কে নাট্যকার তাঁর এই আকর্ষণ তৃপ্ত করার যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছিলেন—বিস্ময়কর দক্ষতার সঙ্গেই তিনি এঁকেছেন রামচন্দ্রের বীরত্বগর্ব এবং পরবর্তী অঙ্কে তাঁর বীরপুত্র

লবের শৌর্যচিত্র ; অরণ্য, পর্বত ও নদী তাদের মহিমা নিয়ে দর্শকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—সঙ্গে রয়েছে দুর্গতা সীতার ম্লানমূর্তি—করুণ ও বীর রসের এক আশ্চর্য মিশ্রণ। কালিদাসের সসীম প্রেমজগতে মাধুর্যের আস্বাদ যথেষ্ট থাকলেও ভবভূতির প্রেম চিত্রের এই মহিমা নেই। শকুন্তলা-নাটকের শেষ অংকে নায়ক-নায়িকার মিলনের দৃশ্যে তেমন কোনো দীপ্তির পরিচয় নেই যা আছে উত্তরচরিতের সপ্তম অঙ্কে। এখানে আমরা পাই এক অলৌকিক নাটকের অবতারণা। সেখানে দেবদেবীরাও অভিনয়ে অবতীর্ণ এবং সেই নাটকের সমাপ্তি রাম-সীতার মিলনে। আমরা মুখে হয়তো বলব, ভবভূতি রামায়ণের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেছেন কিন্তু অন্তরে স্বীকার করব, কবি-প্রতিভার কল্পনার স্বকীয়তায় তিনি আপন স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু এভাবে কালিদাসের সংগে ভবভূতির তুলনামূলক আলোচনা চলে না। এই দুই কবি-নাট্যকারের মধ্যে পার্থক্য অন্য ধরনের। কালিদাস গুপ্তযুগের কবি, ঐ যুগের সমৃদ্ধি ও সুখের চিত্রই তিনি জীবনে প্রত্যক্ষ করেছিলেন সুতরাং তাঁর জীবনদর্শন নির্মিত হয়েছিল অন্য উপকরণে। ভবভূতির পরিবেশ নূতন, তিনি জীবনে অবজ্ঞাত হয়েছিলেন, নিশ্চয়ই দুঃখও ভোগ করেছিলেন, যথেষ্ট রাজকীয় অনুগ্রহ লাভ করতে পারেন নি। তাই তাঁর নাটকের নায়ক মৃগয়ালোভী দুষ্মন্ত নয়, মানুষ রামচন্দ্রের বিরহকাহিনী। তাঁর নাটকে রাজা রামচন্দ্রের কথা নেই, আছে সংসারধর্মী গৃহী রামচন্দ্রের বাস্তব জীবনের আলেখ্য।

দর্শকের দৃষ্টিতে

গঠনে ও পরিকল্পনায় উত্তররামচরিতের প্রথম অঙ্ক এক-কথায় অপূর্ব! চিত্রদর্শনের কল্পনা নাটকীয়—অতীত অরণ্যবাসের চিত্র দেখতে-দেখতে সীতার মনে জাগল বনভূমি দর্শনের আকাঙ্ক্ষা। রামচন্দ্র তার ব্যবস্থা করবেন—কিন্তু এ-যেন নিয়তির ব্যবস্থা। কেননা দুর্মুখ এসে জানাল, প্রজাগণ সীতা-চরিত্রে সন্দিহান—তাঁকে বনে নির্বাসিত করতে হবে। অন্তঃসত্ত্বা সীতার বনভূমি দর্শনের কামনার সঙ্গে এক আশ্চর্য যোগাযোগ। সীতা বনে পরিত্যক্তা হলেন।

দ্বিতীয় অংকের যখন শুরু—তখন সীতার দুই পুত্র বাল্মীকির আশ্রমে প্রতিপালিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে বারো বৎসর কেটে গেছে—সময়ের এই ব্যবধান কোথাও ব্যাখ্যাত হয় নি, ফলে নাটকীয় ঐক্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে মনে হয়।

তাহোক, সমস্ত নাটকে যেন এক সমুন্নত সুর বেজে চলেছে—এটা লক্ষ্য করা কঠিন নয় ; প্রত্যেকটি চরিত্র, এমন-কি দুর্মুখ পর্যন্ত নিজের নাটকীয় কৃত্য সুষ্ঠুভাবেই সম্পাদন করেছে। দাম্পত্য-প্রেমের এক অনুপম চিত্র দর্শকের সামনে তুলে ধরেছে উত্তরচরিত।

করুণ-রস কোথাও ব্যাহত হয় নি, ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর মানবীয় অনুভূতিগুলিও আবেগে স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। ভাষার কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—ভবভূতির ভাষা সর্বত্র ভাবকেই অনুসরণ করেছে, কোথাও-কোথাও তাঁর ভাষা ভাবেরই প্রতিধ্বনি!

কিন্তু কয়েকটি ত্রুটি যা চোখে পড়ল তার কথাও বলতে হয়।

প্রথমতঃ—বিদূষক চরিত্রের অভাব। শুধু উত্তররামচরিত নাটকে নয়, ভবভূতির কোনো নাটকেই বিদূষক নেই। অন্য নাটকের কথা থাক—উত্তররামচরিতে অবশ্য বিদূষকের রসিকতার কোনো অবকাশও নেই। এই নাটকে করুণরসই প্রাধান্য পেয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ—এই নাটকের সংলাপে বহুস্থানে দীর্ঘ ও জটিল বাক্য রয়েছে ; সাধারণের পক্ষে অর্থবোধ সব সময় সহজ হবে না বলেই আশঙ্কা হয়। এছাড়া প্রাকৃত সংলাপগুলিও কম বাধার সৃষ্টি করে না।

আর-একটি কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে—এটি ভবভূতির রচনার ত্রুটি কিনা জানি না, তাঁর সৃষ্ট নায়ক-নায়িকা ঘন-ঘন মূছিত হন ; এমন-কি এমন যে ধীরোদাত্ত নায়ক রামচন্দ্র—তিনিও মূর্ছিত হয়েছেন অথবা অশ্রুমোচন করেছেন। এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত শ্লোকগুলো দেখা যেতে পারে ঃ

১ ২৬, ১·৪৯, ৩·৩৮, ৩·৩১, ৩ ৩৫, ২·১৮, ৬·২৮, ৬.৩১-৩২ ; মূর্ছিত হবার শক্তিতে সীতাও রামের যোগ্য অনুগামিনী।

তৃতীয়তঃ—উত্তরচরিত নাটকের কিছু-কিছু শ্লোক বা শ্লোকাংশ পুনরাবৃত্ত ; আলোচ্য নাটকে মহাবীর চরিত এবং মালতী-মাধব থেকেও শ্লোক নেওয়া হয়েছে।

সর্বশেষে বলা প্রয়োজন—অজস্র সুন্দর ও গভীর উক্তি রয়েছে এই নাটকে যেগুলো প্রবাদবাক্যের সম্মান পেতে পারে। নাট্যকার এই নাটককে মিলনান্তক করেছেন—কিন্তু সে কি শুধু অলঙ্কারশাস্ত্রের বিধি রক্ষার জন্যে, না মিলন এই নাটকে প্রত্যাশিত বলে ? ভবভূতি জানতেন, রাম-সীতারএই মিলন রামায়ণ-বিরোধী হলেও দর্শকচিন্তার অনুকূল।

ভবভূতির ভাষা

ভবভূতির পাঠক নিশ্চয়ই এ-কথা বিনা দ্বিধায় স্বীকার করবেন যে কোনো ভাবপ্রকাশে ভাষাকে নিয়ে তিনি জাদু সৃষ্টি করতে পারতেন। 'উত্তররামচরিত' নাটকে রাম বা লব-কুশের শৌর্য—নির্বাসিতা সীতার বা বিরহী রামের করুণ বিলাপের সঙ্গে ভাষা এক সুরে বাঁধা। প্রথম তিনটি অঙ্কে অরণ্য, পর্বত, নদী কবিকে প্রেরণা দিয়েছিল একই সঙ্গে কঠোর ও কোমলের রখী বাঁধতে। একথা সত্য যে প্রকৃতির বিশাল, গম্ভীর ও মহিমময় রূপটিই কবিকে অধিক আকর্ষণ করত। ভাষার রূপও ভাবকেই অনুসরণ করেছে ; তাই বলে তিনি যে সহজ হতে পারতেন না এ-কথা যুক্তিসহ নয়।

তবে সহজকে নিয়ে তিনি তৃপ্ত হতে পারেন নি—এইটেই আক্ষেপের কথা। স্থানে-স্থানে তিনি ভাবপ্রকাশের তাগিদেই শব্দের ধ্বনি সৃষ্টি করেছেন কিন্তু অর্থগত স্বচ্ছতা তাঁকে বিসর্জন দিতে হয়েছে।

আরও একটি কথা। ভবভূতি সংস্কৃত ভাষার কাঠামোতে সংলাপ রচনা করেছেন। ফলে সংস্কৃতের বাহুল্য প্রাকৃতভাষী সাধারণ চরিত্রকেও অনুসরণ করতে হয়েছে। কিন্তু প্রাকৃতে যারা কথা বলত—দীর্ঘ প্রাকৃত সংলাপ (সংস্কৃতের আদর্শে) তাদের ক্ষেত্রে অশোভন এবং কৃত্রিম। মনে হবে তারা সংস্কৃতেই বলেছিল, পরে নাট্যকার তাদের সংলাপ প্রাকৃতে তর্জমা করে দিয়েছেন।

ভবভূতির ভাষা সম্পর্কে একটি বিশেষ অভিযোগ তোলা যেতে পারে। তাঁর নাটকে প্রাকৃতভাষী পাত্রপাত্রীগণ সংস্কৃত রীতিতে কথা বলেছেন। ফলে প্রাকৃতভাষায় যে দীর্ঘ সমাস বা দুরূহ শব্দের প্রবেশাধিকার নেই তা অনায়াসে তাঁর সংলাপে স্থান পেয়েছে—এবং সেই কারণে তা অনেকাংশে কৃত্রিম হয়ে উঠেছে। স্বভাবধর্ম অনুযায়ী তিনি ভাষায় আড়ম্বরের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু প্রাকৃত চলতিভাষা—তাকে সরল হতে হবে। কোথাও তিনি সরল হতে পারেননি একথা বলা ভুল হবে। ভবভূতির

নাটকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনে হবে পাত্রপাত্রীরা যেন বলেছেন সংস্কৃতে—পরে সেই সংলাপ প্রাকৃতে অনূদিত হয়েছে। দুটি উদাহরণ দিচ্ছি ঃ

সরল ও কথ্য প্রাকৃতের নিদর্শন ঃ (সীতার বচন লক্ষণীয়)

লক্ষ্মণঃ—ইয়মার্যা, ইয়মপ্যার্যা মাণ্ডবী ; ইয়মপি বধূঃশ্রুতকীর্তিঃ।

সীতা—বচ্ছ, ইঅং বি অবরা কা ? (বৎস, ইয়মপি অপরা কা ?)

লক্ষ্মণঃ—(সলজ্জস্মিতম্। অপবার্য) অয়ে উর্মিলাং পৃচ্ছত্যার্যা। ভবতু, অন্যতঃ সঞ্চারয়ামি। (প্রকাশম্) আর্যে, দৃশ্যতাম দ্রষ্টব্যতেতৎ। অয়ং চ ভগবান্ ভার্গবঃ।

সীতা—(সসম্ভ্রমম্) কম্পিদম্হি। (কম্পিতাস্মি।) (প্রথম অঙ্ক)

জটিল ও সমাসবন্ধ প্রাকৃত ঃ

বিদ্যাধরী– দিট্ঠিআ এদেণ বিমলমুক্তাফলঅসীদলসিণিদ্ধমসিণমংসলেণ নাথদেহ-পফংসেণ আণন্দমংদমউলিদ ঘুণ্ণন্ত লোঅণাএ লোঅণাএ অন্ধোদিদো জেব্ব সংদাবো। (দিষ্ট্যা এতেন বিমলমুক্তাফলকশীতলস্নিগ্ধমসৃণমাংসলেন নাথদেহ-স্পর্শেন আনন্দমুকুলিতঘূর্ণমানলোচনায়া অর্ধোদিত এব অন্তরিতো মে সন্তাপঃ।) (ষষ্ঠ অঙ্ক)

নিশ্চয়ই এই জাতীয় বৃহৎ সমাস কথাবার্তার ভাষায় অচল। ভবভূতি এই সমাস তাঁর নাটকের গদ্য অংশে ব্যবহার করেছেন, পদ্যেও প্রয়োগ করতে দ্বিধা করেন নি। এতে মনে হতে পারে ভবভূতি এমন যুগেই আবিভূর্ত হয়েছিলেন যখন দণ্ডীর ন্যায় আলঙ্কারিক নির্দেশ দিয়েছিলেন—'গদ্যং সমাসভূয়স্ত্বম্', অর্থাৎ গদ্যের মূল ভিত্তিই হল সমাস-বাহুল্য ;

কিন্তু প্রশ্ন জাগতে পারে, এই জাতীয় সমাসজটিল সংলাপের তাৎপর্য সেই যুগের দর্শক সম্প্রদায় কতটুকু গ্রহণ করতে পারতেন ? ভবভূতির সব নাটকই কালপ্রিয়নাথের যাত্রা উপলক্ষে অভিনীত হত—হয়তো বা ধর্মীয় শোভনতার খাতিরেই দর্শকদল না বুঝেই নীরবে থাকতেন—প্রতিবাদ জানাতেন না।

ভবভূতির ভাষ্যকার

উত্তরচরিত নাটকের কয়েকজন বিশিষ্ট ভাষ্যকারের পরিচয় ঃ

১. ঘনশ্যাম ঃ ইনি এঁর টীকায় আত্মপরিচয় দিয়েছেন। ইনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ—এঁর পিতামহের নাম বালাজি, পিতা মহাদেব এবং মাতা কাশী। অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন ঘনশ্যাম কিন্তু কোনো ঐতিহাসিক বোধ তাঁর ছিল না বলেই মনে হয়। তাঁর মতে কালিদাস ও ভবভূতি সমসাময়িক। ইনি শকুন্তলা, বিদ্ধশালভঞ্জিকা, ভোজচম্পূ এবং ভারতচম্পূ প্রভৃতির ভাষ্য রচনা করেছিলেন। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে এঁর জন্ম। এঁর ভাষ্য বেদ স্মৃতি ও কাব্যের উদ্ধৃতিতে পূর্ণ। ইনি প্রত্যেকটি শ্লোকই ব্যাখ্যা করেছেন কিন্তু সেই ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ, কখনও বা ভ্রান্ত।

২. বীর রাঘব ঃ এঁর ভাষ্য ঘনশ্যামের তুলনায় সম্পূর্ণতর এবং শিক্ষার্থীর পক্ষে অধিক সহায়ক। ইনি ঘনশ্যামের পরবর্তী—এবং বহুক্ষেত্রে নাম উল্লেখ না করে ঘনশ্যামের সমালোচনাও করেছেন। ইনি ভবভূতির 'মহাবীর চরিত' নাটকের উপরেও টীকা রচনা করেছিলেন।

৩. রামচন্দ্র বুধেন্দ্র : এঁর রচিত টীকার নাম—'ভাববোধিনী'। ইনি ছিলেন বারাণসীর অধিবাসী।

৪. নারায়ণ ভট্ট : এঁর টীকা ১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। বিদ্যাসাগর তাঁর বাংলা ভূমিকায় এঁর নাম উল্লেখ করেছেন।

৫. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : এঁর রচিত সংস্কৃত টীকা ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

নাটকের গঠনরীতি

নাটকের গঠন শিল্প সম্পর্কেও কয়েকটি কথা বলা দরকার :

১. প্রস্তাবনায় সূত্রধার বলছেন—'এষোঽহং কার্যবশাদাযোধ্যাকস্তদানীন্তনশ্চ সংবৃত্তঃ (সমন্তাদবলোক্য) ভো ভো···কিমিতি বিশ্রান্তচারণানি চত্বরস্থানানি ?' (প্রস্তাবনা দ্রষ্টব্য) তাহলে সূত্রধার অযোধ্যাবাসীর রূপ গ্রহণ করার সংগে-সংগেই নাটকের কাজ শুরু হয়ে যাচ্ছে। এখানে সূত্রধারের মঞ্চ ত্যাগ করা উচিত ছিল। ধরে নিতে হবে, এর আগেই প্রস্তাবনা শেষ হয়ে গেছে। অলঙ্কারশাস্ত্রের বিধান আছে—'প্রস্তাবনান্তে নির্গচ্ছেৎ ততো বস্তু প্রযোজয়েৎ'—অর্থাৎ প্রস্তাবনার পরে সূত্রধার মঞ্চ ত্যাগ করবেন তারপর নাটকীয় বস্তু আরম্ভ হবে। নাট্যকার কার্যত প্রস্তাবনা শেষ করেছেন তবু সূত্রধারকে সম্বোধন করেছেন 'ভাব' আর সূত্রধার নাটকে সম্বোধন করেছেন 'মারিষ' ব'লে। কিন্তু 'ভাব, মারিষ' এই সম্বোধনগুলো কেবল প্রস্তাবনাতেই চলতে পারে।

২. আর-একটি ত্রুটির কথাও চিন্তনীয়। অষ্টাবক্রের কথায় জানা গেল—সীতা পূর্ণগর্ভা বলেই তাকে আশ্রমে নেওয়া হয় নি (কঠোরগর্ভেতি নানীতাসি)। বিষয়টি দুর্বোধ্য। 'কঠোরগর্ভা' শব্দটির অর্থ কী? অতিথিগণ চলে গেলেন প্রভাতে, অষ্টাবক্র এলেন মধ্যাহ্নের কাছাকাছি কোন সময়ে, মধ্যাহ্নের পরেই সীতা-নির্বাসন—অপরাহ্ণে সীতা প্রসব করলেন যমজ সন্তান। 'কঠোরগর্ভা শব্দের অর্থ কি 'আসন্নপ্রসবা'?

৩. যদি সেই অর্থই গ্রহণ করতে হয় তবে অরুন্ধতী ও শান্তা রামচন্দ্রকে যে 'গর্ভদোহদ' পালনের নির্দেশ দিয়েছেন তা অর্থহীন হয়ে পড়ে। গর্ভকালের অবসানে একেবারে প্রসবের দিনে দোহদপূরণের নির্দেশ হাস্যকর।

৪. উত্তররামচরিতের তৃতীয় অঙ্কটির নাম 'ছায়া'। রামচন্দ্রের ছায়ারূপে সীতাদেবী এই অংকে বিরাজিতা—যদিও রামচন্দ্রের চোখে তিনি অদৃশ্যা। সীতাকে রামচন্দ্র দেখছেন না কিন্তু দর্শকগণ নিশ্চয়ই দেখছেন। কোনো পাত্র বা পাত্রীর 'স্বাগত-সম্ভাষণ যেমন সব দর্শকই শুনবেন কিন্তু পার্শ্ববর্তী চরিত্রটি শুনতে পাবেন না—এও ঠিক তেমনি। কিন্তু এই-জাতীয় বাস্তবতা-বিরোধী নাট্যরীতি সেই যুগের দর্শকগণ সহজেই মেনে নিয়েছিলেন। কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের ষষ্ঠ অংকে 'সানুমতী' চরিত্রটিও অদৃশ্যা—তথাপি দুষ্যন্ত-শকুন্তলার ভাবী মিলন সহজে ঘটাবার জন্যে 'সানুমতীর' প্রয়োজন ছিল—আলোচ্য নাটকে 'ছায়া' নামক অংকটিও রামসীতার মিলনের পক্ষে অপরিহার্য।

৫. সপ্তম অঙ্কের পরিকল্পনা অভিনব—সংস্কৃত সাহিত্যে দ্বিতীয়হীন। একটি নাটকের মধ্যেই আর-একটি নাটক (গর্ভনাটক)—বাল্মীকি এই নাটকের রচয়িতা —অভিনয়স্থান তাঁরই আশ্রমের সন্নিহিত অঞ্চল। দর্শকের আসনে আছেন রামচন্দ্র, অযোধ্যার প্রজাপুঞ্জ ও ত্রিলোকবাসিগণ। এই নাটকের সূত্রধারও অবশ্য মূল নাটকের সূত্রধার নন। দর্শক জানেন, সমগ্র নাটকটিই ভবভূতির রচনা , এই গর্ভাঙ্কটির রচয়িতা বাল্মীকি—এই নির্দেশ করে ভবভূতি কি বোঝাতে চেয়েছেন তিনি বাল্মীকির মতোই প্রতিভাবান ?

ভবভূতির কল্পনা সুন্দর। তিনি জানতেন রাম-সীতার মিলন ঘটিয়ে তিনি রামায়ণের বিরোধিতা করতে যাচ্ছেন, তাই তিনি মিলনকে স্বাভাবিক করেছেন অস্বাভাবিক ঘটনার সাহায্যে। সপ্তম অঙ্কে সীতার অন্তর্ধানের পর লক্ষ্মণের উক্তি স্মরণীয়—ভগবান্ বাল্মীকে পরিত্রায়স্ব, এষ তে কাব্যার্থঃ ?

অর্থাৎ, এই কি আপনার কাব্যের উদ্দেশ্য ? তখন নেপথ্যবাণী শোনা গেল—পশ্যত ইদানীং ভগবতা বাল্মীকিনা অভ্যনুজ্ঞাতং পবিত্রমাশ্চর্যম্।—সঙ্গে-সঙ্গে দেখা গেল গঙ্গা উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন—আকাশে দেবদেবীগণ ছুটে এলেন দেবী ভাগীরথী ও পৃথিবীর সঙ্গে সীতা উঠে এলেন জলরাশির মধ্য থেকে।

প্রকৃতপক্ষে অলঙ্কারশাস্ত্রের বিধানও ভবভূতি লঙ্ঘন করেননি। অলঙ্কারশাস্ত্রেরই বিধান—'কুর্যাৎ নিবর্হণেঽদ্ভুতম্'। সমাপ্তিতে অদ্ভুত রস সৃষ্টি করা যেতে পারে। অদ্ভুত রসেরই স্থায়িভাব বিস্ময়। লক্ষ্মণ যে বলেছিলেন 'এষ তে কাব্যার্থঃ'—তার তাৎপর্যই এই যে, তোমার কাব্যের লক্ষ্য তাই হোক কিন্তু নাটকের লক্ষ্য তা হবে না। সামাজিক মনের কাছেও এই মিলনই প্রত্যাশিত—বিচ্ছেদ নয়।

স্মরণ করা যেতে পারে, নাট্যকার ভাসও তাঁর 'পঞ্চরাত্র' নাটকের পরিণামে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হতে দেন নি, সন্ধির মিলনে নাটক সমাপ্ত করেছেন।

তবে এ-কথাও নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে—নাটকের সামগ্রিক বিচারে এইসব ত্রুটি উপেক্ষার যোগ্য। এই প্রসঙ্গেই হয়তো দর্শকের মনে পড়বে সীতার 'দোহদে'র কথা। গর্ভবতী সীতার সাধ কী ছিল ? সীতা রামকে বলেছিলেন, 'প্রসন্নগম্ভীরাসু বনরাজিষু বিহরিষ্যামি···ভগবতীং ভাগীরথীমবগাহিষ্যে।' রাম জানতেন প্রসবের দিন সমাসন্ন—দেখা যাচ্ছে প্রসবের দিনেই তিনি সীতার প্রস্তাবে সম্মত হচ্ছেন। কিন্তু রামের আচরণ আরও অদ্ভুত—তিনি লক্ষ্মণকে নির্দেশ দিলেন সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমে নিয়ে যেতে। কিন্তু সীতার অনুরোধ সত্ত্বেও সীতা-বিসর্জনকালে তিনি উপস্থিত থাকলেন না।

সমালোচক-মক্ষিকা ইচ্ছে করলে হয়তো আরও অধিক 'ব্রণের' সন্ধান পাবেন। কিন্তু নাটকের তৃতীয় বা সপ্তম অঙ্কের অভিনয়কালে তার আর কোনো ত্রুটির কথা মনে থাকবে না। একটি কথাই তার মনে জাগবে—সংস্কৃত-সাহিত্যে ভাষার কারুকার্যে, কল্পনার বিস্তারে, চরিত্রাঙ্কনের দক্ষতায় কিংবা কাব্যপ্রতিভার মানদণ্ডে কালিদাসের পরেই ভবভূতির স্থান। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক দীর্ঘকাল কবি তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত ছিলেন।

সূক্তিরত্নাবলী

১. নৈসর্গিকী সুরভিণঃ কুসুমস্য সিদ্ধা
মূর্ধ্নি স্থিতি র্ন চরণৈরবতাড়নানি ॥

সুগন্ধি কুসুম মাথায় থাকবে এটাই স্বাভাবিক ; তাকে চরণে দলিত করা অযৌক্তিক।

২. সতাং কেনাপি কার্যেণ লোকস্যারাধনং ব্রতম্।
যে কোনো উপায়ে বিশ্বের কল্যাণ করাই সাধুজনের ব্রত।

৩. সতাং সদ্ভিঃ সঙ্গঃ কথমপি হি পুণ্যেন ভবতি।
অতি কষ্টে এবং পুণ্যবলেই সদ্ব্যক্তির সঙ্গে সজ্জনের মিলন হয়ে থাকে।

৪ প্রভবতি শুচির্বিম্বগ্রাহে মণি র্ন মৃদাং চয়ঃ।
নির্মল রত্নেই প্রতিফলন সম্ভব, মাটি বা অন্য কিছুতে তা সম্ভব নয়।

৫. বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি ॥
অসাধারণ ব্যক্তিগণের মন বজ্রের চেয়ে কঠোর, কুসুমের চেয়ে কোমল ; কে তার পরিমাপ করতে পারে।

৬ তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়ো জনঃ।
যে যার প্রিয়জন সে তার কাছে অমূল্য সম্পদ !

৭. লতায়াং পূর্বলূনায়াং প্রসবস্যোদ্ভবঃ কুতঃ ?
লতাকেই যদি আগে কেটে ফেলা হয় তবে ফুল ফুটবে কীভাবে ?

৮. বিকশতি হি পতঙ্গস্যোদয়ে পুণ্ডরীকং দ্রবতি হি হিমরশ্মাবুদ্গতে চন্দ্রকান্তঃ।
অন্তর্গত কোনো কারণে পদার্থগুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সূর্যের উদয়ে পদ্মের বিকাশ ঘটে, চন্দ্রকান্তমণি বিগলিত হয় চন্দ্রের উদয়ে।

৯. ন তেজ স্তেজস্বী প্রসৃতমপরেষাং প্রসহতে।
যিনি তেজস্বী, তিনি চান না, অন্যের শৌর্যের প্রশংসা প্রসারিত হোক।

১০ কো নাম পাকাভিমুখস্য জন্তো-
র্দ্বারাণি দৈবস্য পিধাতুমিষ্টে।

দৈব যখন কারো ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো পরিণতির দিকে যাচ্ছে তখন কে তার পথ রোধ করতে পারে ?

কুশীলব

পুরুষ-চরিত্র

সূত্রধার	নাট্যপরিচালক
রাম	নায়ক, কৌশল্যাগর্ভজাত, দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র
লক্ষ্মণ	দশরথের অন্যতম পুত্র, সুমিত্রা গর্ভজাত
চন্দ্রকেতু	লক্ষ্মণের বীর পুত্র
কুশ ও লব	রামের পুত্রদ্বয়, বাল্মীকির আশ্রমে প্রতিপালিত
জনক	সীতার পিতা, রাজর্ষি
বাল্মীকি	মুনিশ্রেষ্ঠ, রামায়ণরচয়িতা
অষ্টাবক্র	জনৈক ঋষি
শম্বুক	শূদ্র তাপস
দুর্মুখ	গুপ্তচর
কাঞ্চুকী	অন্তঃপুরবাসী বৃদ্ধ
সৌধাতকি, ভাণ্ডায়ন	তাপসদ্বয়
বিদ্যাধর	

স্ত্রী-চরিত্র

সীতা	নায়িকা, রামচন্দ্রের নির্বাসিতা পত্নী, জনকদুহিতা
বাসন্তী	অরণ্যবাসে সীতার সখী, বনদেবতা
কৌশল্যা	রাজমাতা
অরুন্ধতী	ঋষি বশিষ্ঠের পত্নী
ভাগীরথী	
পৃথিবী	
আত্রেয়ী	
তমসা, মুরলা	নদীদ্বয়
বিদ্যাধরী	

উত্তররামচরিত

প্রথম অংক

পূর্ববর্তী কবিদের উদ্দেশে প্রণতি জানিয়ে প্রার্থনা করি আমরা যেন পরমাত্মার রূপে অমর বাগ্‌দেবতার অনুগ্রহ লাভ করতে পারি। ১॥

(নান্দীপাঠের পরে)

সূত্রধার—অধিক বাগ্‌বিস্তারে প্রয়োজন নেই। আজ ভগবান কালপ্রিয়ানাথের উৎসব উপলক্ষে (সমাগত) ভদ্রমহোদয়গণকে জানাচ্ছি—আপনারা জেনে রাখুন কাশ্যপ-বংশীয় 'শ্রীকণ্ঠ' উপাধিধারী, ব্যাকরণ, তর্ক ও মীমাংসা শাস্ত্রে সুনিপুণ এক ব্রাহ্মণ আছেন—ইনি ভবভূতি। জাতুকর্ণীর পুত্র। সেই ব্রাহ্মণকে বাগ্‌দেবতা অনুগতা ভার্যার মতোই[১] অনুসরণ করে থাকেন, তাঁরই লেখা 'উত্তররামচরিত' নাটকখানি আজ অভিনীত হবে। ২॥

কার্যবশে এই আমি[২] অযোধ্যায় এলাম—আমি এখন সেই সময়কার লোক, (রামচন্দ্র যখন রাজা ছিলেন)। (চারদিকে তাকিয়ে) এ কী! ওহে, এই যদি পৌলস্ত্যবংশের ধূমকেতুস্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক সময়—তখন তো দিনরাত্রি সকল সময়েই আনন্দ-সঙ্গীতের প্রবাহ চলবে, তবে কেন রাজাঙ্গনে চারণসঙ্গীত শোনা যাচ্ছে না?

(নটের প্রবেশ)

নট - ভদ্র, যে-সব মহামতি বানর ও রাক্ষসের দল লঙ্কাসমরে রামচন্দ্রের সঙ্গী ছিলেন আর যে-সব ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষি বিভিন্ন স্থান থেকে মহারাজকে সংবর্ধনা করার জন্যে এসেছিলেন এবং যাদের সম্মানে এতদিন উৎসব চলেছিল—সকলকেই অযোধ্যা থেকে স্বস্থানে পাঠানো হয়েছে।

সূত্রধার—হ্যাঁ, এটাই কারণ হতে পারে বটে।

নট—তাছাড়া, রামচন্দ্রের মাতা রাজ্ঞীগণ বশিষ্ঠের সঙ্গে অরুন্ধতীকে সামনে রেখে যজ্ঞে উপস্থিত থাকার জন্যে জামাতার[৩] আশ্রমে গেছেন। ৩॥

সূত্রধার—আমি বিদেশ থেকে এসেছি, তাই প্রশ্ন করি, এই জামাতাটি কে?

নট - শান্তা নামে দশরথের এক কন্যা জন্মেছিল, সন্তানরূপে পালনের জন্যে তিনি তাকে রাজা রোমপাদের কাছে রেখেছিলেন ॥৪॥ বিভাণ্ডকমুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ[৪] তাকে বিবাহ করেছিলেন। তিনি সম্প্রতি দ্বাদশবর্ষব্যাপী এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন পূর্ণগর্ভা জানকীকে রেখে গুরুজন সকলেই সেখানে গেছেন।

সূত্রধার—এসব কথা থাক। এসো, স্বজাতির আচার অনুযায়ী[৫] রাজদ্বারে অপেক্ষা করি।

নট—তাহলে আপনি মহারাজের যোগ্য এক নির্দোষ স্তুতিপদাবলী ভেবে স্থির করুন।

সূত্রধার—ভদ্র, যেভাবেই হোক আমাদের কাজ করে যেতে হবে। সমালোচনা থেকে মুক্তি কোথায়? বাক্যের শুদ্ধি বা নারীর শুদ্ধি—এই দুই বিষয়েই সাধারণ লোককে বলা যায় দুর্জন। ৫॥

নট—বলা উচিত—'অতি দুর্জন'! কেননা, দেবী বৈদেহীসম্পর্কেও ওদের মুখে

নিন্দা শোনা যাচ্ছে, এর মূলে হল 'রাক্ষসগৃহে অবস্থান'—অগ্নিপরীক্ষায় যে বিশুদ্ধি ঘোষিত হয়েছিল – সে বিষয়েও সন্দেহ জেগেছে। ৬ ॥

সূত্রধার—যদি এই জনরবের কথা মহারাজ শুনতে পান তবে ব্যাপারটা খুবই কষ্টকর হবে।

নট—ঋষিগণ এবং দেবগণ সর্বপ্রকারে মঙ্গলবিধান করবেন। (পরিক্রমণ করে) ওহে, মহারাজ এখন কোথায় আছেন ? (শুনে) ওরা বলছে—স্নেহবশত অভ্যর্থনা জানাতে এসে জনক এই ক'দিন উৎসবের মধ্যে কাটিয়ে বিদেহনগরে ফিরে গেছেন, বিমনা সীতাদেবীকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে রামচন্দ্র রাজাসন ত্যাগ করে শয্যাগৃহে প্রবেশ করেছেন ॥ ৭ ॥ (উভয়ের প্রস্থান)

প্রস্তাবনা

(তারপর উপবিষ্ট অবস্থায় রাম ও সীতার প্রবেশ)

রাম—বৈদেহি, তুমি আশ্বস্ত হও। এইসব গুরুজন আমাদের কখনও ত্যাগ করতে পারেন না। কিন্তু যাঁদের নিত্যই অনুষ্ঠান করতে হয়[৬] তাঁদের স্বাধীনতা থাকে না। সাগ্নিক পুরুষদের গার্হস্থ্যধর্ম বিঘ্ন-সঙ্কুল বটে ॥ ৮ ॥

সীতা—জানি আর্যপুত্র, আমি তা জানি, কিন্তু প্রিয়জনের বিচ্ছেদ সন্তাপের কারণ হয়ে থাকে !

রাম—সত্যিই তাই। সংসারের এই সকল রূপই মর্মভেদী—এই রূপে বিরূপ হয়েই প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ সমস্ত কামনা বিসর্জন দিয়ে অরণ্যে এসে বিশ্রাম করেন।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী—রামভদ্র—(অর্ধেক বলে সভয়ে) মহারাজ।

রাম—(মৃদু হেসে) আর্য। আমার পিতার যিনি পরিজন তার পক্ষে আমার প্রতি 'রামভদ্র' এই সম্বোধনই শোভা পায়, তাই আপনি যেভাবে অভ্যস্ত সেই ভাবেই বলুন।

কঞ্চুকী—ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম থেকে অষ্টাবক্র মুনি এসেছেন।

সীতা—আর্য, বিলম্ব করছেন কেন ?

রাম—শীঘ্র সঙ্গে নিয়ে এসো। (কঞ্চুকীর প্রস্থান)

(অষ্টাবক্রের[৭] প্রবেশ)

অষ্টাবক্র—দু'জনকেই আশীর্বাদ করি।

রাম—ভগবন্, আপনাকে প্রণাম জানাই ! এইখানে উপবেশন করুন।

সীতা—প্রণাম ভগবন্। জামাতা সহ সকল গুরুজন এবং আর্যা শান্তার কুশল তো ?

রাম—আমার ভগিনীপতি সোমপায়ী ভগবন্ ঋষ্যশৃঙ্গ এবং আর্যা শান্তা ভালো আছেন তো ?

সীতা—আমাদের কথা মনে আছে তো ?

অষ্টাবক্র—(উপবেশন করে) হ্যাঁ, সকলেরই কুশল। দেবি, ভগবান বশিষ্ঠ আপনাকে উদ্দেশ করে বলেছেন—বিশ্ববিধাত্রী পৃথিবী তোমার জন্মদাত্রী, প্রজাপতিতুল্য জনক তোমার পিতা, তুমি সেই রাজগণেরই বধূ যাদের গৃহে গৃহে রয়েছেন সবিতা এবং আমি ॥ ৯ ॥ আপনার আর কী শুভকামনা করব বলুন ? আপনি বীরমাতা হোন।

রাম—অনুগৃহীত হলাম। লৌকিক মুনিগণের বাক্য যা ঘটেছে বা ঘটবে সেই অনুযায়ী হয় আর প্রাচীন (বশিষ্ঠপ্রমুখ) ঋষিদের বাক্য অনুযায়ী ঘটনা ঘটে থাকে। ১০ ॥

অষ্টাবক্র—ভগবতী অরুন্ধতী· রাজমাতা এবং শান্তা সকলেই এই নির্দেশ জানিয়েছেন—সীতাদেবীর যা-কিছু গর্ভকালীন কামনা, তা অবিলম্বে পূরণ করতে হবে।

রাম—যদি ইনি প্রকাশ করে বলেন, নিশ্চয়ই তা পালিত হবে।

অষ্টাবক্র—সীতাদেবীর ননন্দাপতি ঋষ্যশৃঙ্গ জানিয়েছেন—বৎসে· তুমি পূর্ণগর্ভা বলেই তোমাকে আনা হয় নি ; বৎস রামচন্দ্রকে তোমার আনন্দের জন্যেই রেখে আসা হয়েছে। যখন তোমার পুত্র তোমার ক্রোড়দেশ অধিকার করবে, তখন তোমাকে দেখব।

রাম—(আনন্দে লজ্জাস্মিত মুখে) তথাস্তু। ভগবান বশিষ্ঠ কি আমাকে কোনো আদেশ করেন নি ?

অষ্টাবক্র - শনুন (তিনি বলেছেন) জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গের অনুষ্ঠিত যজ্ঞে আমরা আটকে পড়েছি ; তুমি বালকমাত্র, এই রাজ্যও নতুন। তুমি প্রজানুরঞ্জনে তৎপর হও, তোমাদের বংশের পরম সম্পদ যে যশ সেই যশের তুমি অধিকারী হবে। ১১ ॥

রাম—ভগবান বশিষ্ঠের[৮] আদেশ পালিত হবে। প্রজানুরঞ্জনে আমি স্নেহ; দয়া, সৌখ্য—এমন কি জানকীকে পর্যন্ত ত্যাগ করতে দুঃখবোধ করব না। ১২ ॥

সীতা—এই জন্যেই আর্যপুত্র রঘুশ্রেষ্ঠ !

রাম—এখানে কে আছ ? ভগবান অষ্টাবক্রের বিশ্রামের ব্যবস্থা করো।

অষ্টাবক্র—(উঠলেন, তারপর পরিক্রমা করে) এই যে কুমার লক্ষ্মণ এসেছেন। (প্রস্থান)

(লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জয় হোক ! আপনার অভিজ্ঞতার কাহিনী আমারই উপদেশক্রমে সেই চিত্রকর এই বীথিপটে অঙ্কিত করেছে। আপনি একবার সেই চিত্র দেখুন।

রাম—বৎস ! বিষণ্ণা দেবীর আনন্দবিধানের উপায় তুমি জান। তা কোন্ পর্যন্ত চিত্রে অঙ্কিত হয়েছে ?

লক্ষ্মণ—অগ্নিপরীক্ষায় দেবীর বিশুদ্ধি পর্যন্ত।

রাম—থাক থাক আর বোলো না। (সান্ত্বনাবাক্য সহকারে) জন্ম থেকেই যিনি পবিত্র, অন্য কিছু তাঁকে পবিত্র করতে পারে কি ? তীর্থের পবিত্র জল এবং অগ্নির বিশুদ্ধিসাধনের জন্যে অন্য বস্তুর প্রয়োজন হয় না। ১৩ ॥ দেবি ! তোমার জন্ম দেবতার যজ্ঞভূমিতে, আমার প্রতি প্রসন্ন হও, অগ্নিতে তোমার শুদ্ধি হয়েছিল আমার জন্যেই চিরকাল এই নিন্দা থাকবে। আক্ষেপের কথা এই—যারা বংশের গৌরবকে বড়ো মনে করে, প্রজাদের মন বুঝে তাদের চলতে হয়। আমি আগে যে দুঃখজনক অমঙ্গল বাক্য উচ্চারণ করেছি সবই তোমার অযোগ্য ; সুগন্ধি ফুল মাথায় থাকবে এইটেই স্বাভাবিক, তাকে চরণে দলিত করার যুক্তি নেই ! ১৪ ॥

সীতা—তা হোক আর্যপুত্র, তা হোক। এখন এসো, তোমার অভিজ্ঞতার চিত্ররূপ দেখব।

(সকলেই উঠে পরিক্রমণ করলেন)

লক্ষ্মণ—এই সেই চিত্রাবলী !

সীতা—(লক্ষ্য করে) এরা কারা, অন্তরীক্ষে ভিড় করে এসে যেন আর্যপুত্রের ,বন্দনা করছে ?

লক্ষ্মণ—এগুলি গোপন মন্ত্রপূত জৃম্ভকাস্ত্র[৯]। এগুলি ভগবান কৃশাশ্বের কাছ থেকে পেয়েছিলেন কৌশিক বিশ্বামিত্র—তিনি আবার তাড়কাবধের সময় প্রসন্ন হয়ে আর্যকে দান করেছিলেন।

রাম—দেবি! এই দিব্যাস্ত্রগণের বন্দনা করো। ব্রহ্মা প্রভৃতি গুরুগণ বেদের মঙ্গলের জন্যে সহস্রাধিক বৎসর তপস্যা করে এই অস্ত্র দর্শন করেছিলেন—তাদের দীর্ঘ ও দীপ্ত তপস্যাই যেন এই উজ্জ্বল অস্ত্ররূপে পরিণত হয়েছিল। ১৫॥

সীতা—ওঁদের প্রণাম জানাই।

রাম—এখন তোমার সন্তানকেই এরা সেবা করবে।

সীতা—আমি অনুগৃহীত হলাম।

লক্ষ্মণ—এখানে মিথিলার দৃশ্য!

সীতা—তাই তো, এখানে যে আর্যপুত্রকে চিত্রিত করা হয়েছে! শক্তিমান পরিপুষ্ট দেহ প্রস্ফুটিত নীলপদ্মের মতো কোমলোজ্জ্বল, বালোচিত কেশগুচ্ছের শোভায় সুন্দর মুখমণ্ডল—অবলীলায় হরধনু ভঙ্গ করছেন—বিস্ময়স্তিমিত নয়নে পিতা সেই সুন্দর শোভা দেখছেন!

লক্ষ্মণ—আর্যে, দেখুন দেখুন। এখানে আপনার পিতা জনকবংশের নতুন আত্মীয়দের এবং পুরোহিত গৌতমপুত্র শতানন্দ, বশিষ্ঠ প্রভৃতির অর্চনা করছেন। ১৬॥

রাম—এ দৃশ্য দর্শনীয়। জনকবংশ এবং রঘুবংশের এমন মিলন কার কাছে না প্রিয়? বিশেষত যেখানে স্বয়ং কুশিকনন্দন দাতা এবং গ্রহীতা। ১৭॥

সীতা—এই এখানে তোমরা চার ভাই বিবাহকর্মের জন্যে দীক্ষিত—গোদান মঙ্গল-অনুষ্ঠান মাত্র সমাপ্ত হয়েছে—আমার মনে হচ্ছে আমি যেন সেই স্থানে সেই কালে চলে এসেছি।

রাম—তাই বটে! আমিও যেন সেই কালে উপস্থিত হয়েছি যখন সুন্দর কঙ্কণ-পরা তোমার এই হাত পুরোহিত গৌতম আমার হাতে অর্পণ করেছিলেন, সেই হাত আমাকে আনন্দ দিয়েছিল এক মূর্তিমান মহোৎসবের মতো! ১৮॥

লক্ষ্মণ—এই ইনি আর্যা, ইনি আর্যা মাণ্ডবী আর ইনি বধূ শ্রুতকীর্তি।

সীতা—বৎস, আর এই অন্যটি কে?[১০]

লক্ষ্মণ—(সলজ্জ হাস্যে স্বগত) ও! আর্যা, ঊর্মিলার কথা বলছেন। যা হোক, অন্যদিকে এঁর মন আকর্ষণ করি। (প্রকাশ্যে) আর্যে, এইদিকে দেখুন দৃশ্যটি দেখবার মতো! এই ইনি ভগবান ভার্গব!

সীতা—(সভয়ে) আমি ভয়ে কাঁপছি।

রাম—ঋষি! আপনাকে প্রণাম।

লক্ষ্মণ—এই দেখুন—ঋষিকে আর্য—(অর্ধেক বলেই থেমে গেলেন)।

রাম—(তিরস্কারের সুরে) বৎস, আরও অনেক দ্রষ্টব্য আছে, অন্যদিকে নিয়ে চলো।

সীতা—(সপ্রেম ও সশ্রদ্ধ কণ্ঠে) স্বামিন্‌, এই অসামান্য বিনয় তোমাকে সুন্দর মানায়।

লক্ষ্মণ—এই আমরা অযোধ্যায় এলাম।

রাম—(সাশ্রু নয়নে) আমার মনে পড়ছে, সবই মনে পড়ছে। তখন পিতা জীবিত ছিলেন, আমাদের বিবাহ মাত্র সম্পন্ন হয়েছে! মাতৃগণ আমাদের জন্যে চিন্তা করতেন। হায়, সেই দিনগুলি চলে গেছে। ১৯॥

এই জানকীও তখন শিশু—যার মুখের সৌন্দর্যে, ফুলের কলির মতো দাঁতের শোভায় মাতৃগণ মুগ্ধ ছিলেন—সেই দাঁতও মাঝে মাঝে নেই ; সুন্দর কেশগুচ্ছ মুখের দুইপাশে এসে পড়েছে। তার কোমল অঙ্গের স্বাভাবিক লাবণ্য তাঁদের কাছে ছিল চাঁদের আলোর মতো স্নিগ্ধ ও মধুর। ২০ ॥

লক্ষ্মণ—ইনি মন্থরা।

রাম—(দ্রুত অন্যদিকে দেখিয়ে) দেবি বৈদেহি, এই সেই ইঙ্গুদীতরু যেখানে আমাদের সঙ্গে নিষাদপতির সাক্ষাৎ হয়েছিল। ২১ ॥

লক্ষ্মণ—দেখছি, মধ্যম মাতার (বিমাতা) বৃত্তান্ত আর্য এড়িয়ে গেলেন।

সীতা—এই তো ! এখানে দেখতে পাচ্ছি জটাবন্ধনবৃত্তান্ত !

লক্ষ্মণ—আরণ্যকজীবনের যে পবিত্র ব্রত ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপতিগণ রাজলক্ষ্মীর ভার পুত্রের হাতে সমর্পণ করে বার্ধক্যে গ্রহণ করেছেন সেই ব্রতই আর্য গ্রহণ করেছিলেন যৌবনে। ২২ ॥

সীতা—এখানে স্বচ্ছ ও পবিত্রসলিলা ভগবতী ভাগীরথী।

রাম—রঘুকুলের অধিষ্ঠাত্রি দেবি ভাগীরথি, তোমাকে প্রণাম। দৈহিক ক্লেশ উপেক্ষা করে ভগীরথ তপস্যা করেছিলেন এবং তোমারই পবিত্র জলরাশির স্পর্শে ক্রুদ্ধ কপিলমুনির তেজে ভস্মীভূত তার পিতার পিতামহদের উদ্ধার করেছিলেন।
—সগররাজার যজ্ঞে যখন তারা অশ্বের সন্ধানে পৃথিবী খনন করেছিলেন সেই সময়ে। ২৩ ॥ সেই তুমি পুত্রবধূর প্রতি অরুন্ধতীর মতোই সীতার মঙ্গলচিন্তা করো।

লক্ষ্মণ—ভরদ্বাজমুনি চিত্রকূটে যাবার যে-পথ নির্দেশ করেছিলেন—সেই পথে কালিন্দীতীরে এই সেই 'শ্যাম' নামক বটবৃক্ষ !

(রাম আগ্রহ সহকারে বৃক্ষের দিকে তাকালেন)

সীতা—এই স্থান কি আর্যপুত্রের মনে পড়ে ?

রাম—কেমন করে ভুলব ? এইখানে তুমি আমার বক্ষে পথশ্রমে ক্লান্ত তোমার শিথিল অঙ্গ রেখে ঘুমিয়ে পড়তে—আমি সেই অঙ্গ সংবাহন করতাম—ঘন আলিঙ্গনে দলিত মৃণালের মতো সেই অঙ্গ ছিল দুর্বল। ২৪ ॥

লক্ষ্মণ—এইখানে চিত্রিত হয়েছে বিন্ধ্যারণ্যপ্রবেশের মুখে বিরাধের বাধার দৃশ্য।

সীতা—আর দরকার নেই। আমার প্রথম দক্ষিণারণ্য প্রবেশের চিত্র আমি দেখব—যেখানে সূর্যতপ থেকে আমাকে রক্ষা করার জন্যে আর্যপুত্র স্বহস্তে আমার মাথায় একটি তালবৃন্তের ছত্র ধারণ করেছিলেন।

রাম—গিরিনির্ঝরিণীতীরে এই সেই সব তপোবন ; এখানে মুনিগণ তরুতল আশ্রয় করে থাকেন এবং এখানে আতিথ্যধর্মকেই শ্রেষ্ঠধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছেন—এমন সব নীবারধানপাক-করা ঋষিরা এখানে কুটির নির্মাণ করে বাস করেন। ২৫ ॥

লক্ষ্মণ—এখানে জনস্থানের মধ্যবর্তী সেই প্রস্রবণগিরি, সতত সঞ্চরমাণ মেঘের সান্নিধ্যে এর অন্ধকার আরও নিবিড় ; এর গুহাগুলি চারদিকে বেষ্টিত গোদাবরীর জলে মুখরিত ; সেই গোদাবরীও বনের সংস্পর্শে নীল, স্নিগ্ধ এবং ঘননিবদ্ধ তরুর বেষ্টনে গভীর।

রাম—সুতনু, তোমার কি মনে পড়ে সেই সব দিন—লক্ষ্মণের সেবায় সুস্থ আমরা দু'জন

যে দিনগুলি এই পর্বতে কাটিয়েছিলাম ? স্নিগ্ধসলিলা গোদাবরীকে কি তোমার মনে পড়ে ? কিংবা এর তীরস্থ অঞ্চলগুলিতে আমাদের বিচরণ ? ২৬ ॥ তাছাড়া এখানে আমরা কত কথা দুজনে অবিরল বলে যেতাম, কথার মধ্যে কোনো সঙ্গতি থাকতো না, কানে কানে মৃদুকণ্ঠে কথা বলতে গিয়ে আমাদের কপোল পরস্পর-লগ্ন হতো, প্রত্যেকেরই একটি বাহু অন্যকে জড়িয়ে থাকতো—সেই আলিঙ্গনে কোনো শিথিলতা থাকতো না। এইভাবে রাত্রি প্রভাত হতো—প্রহরগুলি যে কীভাবে চলে যেত আমরা বুঝতে পারতাম না। ২৭ ॥

লক্ষ্মণ—এই যে পঞ্চবটীতে শূর্পণখা !

সীতা—হায় আর্যপুত্র ! এই বুঝি তোমাকে আমার শেষ দর্শন ?

রাম—তুমি বিরহের আশঙ্কায় অধীর হলে, এ তো চিত্র !

সীতা—যাই হোক না কেন—দুর্জন দুঃখ ডেকে আনে।

রাম—হায়, অতীত জনস্থানের কাহিনী মনে হচ্ছে বর্তমানের মতো !

লক্ষ্মণ—তখন দুর্বৃত্ত রাক্ষসগণ স্বর্ণমৃগের ছলনায় এমন কাজ করেছিল যে তার প্রতিশোধ নেবার পরেও আমাদের দুঃখ দিচ্ছে। সেই জনহীন জনস্থানে সেই-দিনকার ইন্দ্রিয়শক্তিহীন আর্যের আচরণ দেখলে পাথরও কাঁদে, বজ্রের হৃদয়ও বিদীর্ণ হয়। ২৮ ॥

সীতা—(অশ্রুপূর্ণ চোখে, আত্মগত) রাজন্, রঘুকুলানন্দ, আমার জন্যে তুমি এত দুঃখ ভোগ করেছিলে ?

লক্ষ্মণ—(লক্ষ্য করে, কাতরকণ্ঠে) আর্য, কী হল ? আপনার এই অশ্রুবিন্দুগুলি ছিন্ন মুক্তাহারের মতো মাটিতে পড়ে ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে, আবেগনিরুদ্ধ হলেও আপনার হৃদয় পূর্ণ করেছে—এটা আপনার ওষ্ঠ ও নাসিকার কম্পন থেকেই অন্যে অনুমান করে নিতে পারে। ২৯ ॥

রাম—বৎস, সেই সময়ে প্রিয়ার বিচ্ছেদে যে দুঃখাগ্নি জ্বলে উঠেছিল—তা প্রখর হলেও প্রতিশোধের কামনায় সহ্য করতে পেরেছিলাম। কিন্তু এখন সেই অগ্নি আবার জ্বলে উঠে মর্মক্ষয়ী ক্ষতের মতো আমার হৃদয় পীড়িত করছে। ৩০ ॥

সীতা—হায় হায়, অত্যধিক উৎকণ্ঠায় আমাকে আর্যপুত্র থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবছি।

লক্ষ্মণ—(স্বগত) তাহলে অন্যদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। (চিত্র দেখে প্রকাশ্যে) এখানে মনুতুল্য প্রাচীন গৃধ্ররাজ তাত জটায়ুর শৌর্য ও কীর্তি অঙ্কিত হয়েছে।

সীতা—হায় তাত, তোমার অপত্যস্নেহ মৃত্যু পর্যন্ত রক্ষিত হয়েছে।

রাম—হায় পিতঃ, তুমি ছিলে কশ্যপবংশীয় গৃধ্ররাজ। আবার কোথায় তোমার মতো পবিত্র ঋষির আবির্ভাব হবে ?

লক্ষ্মণ—জনস্থানের পশ্চিমে এইখানে দণ্ডকারণ্যের এক অংশ—নাম 'চিত্রকুঞ্জবন'; এইখানে দানব কবন্ধ বাস করত। এইখানে ঋষ্যমূখ পর্বতে মতঙ্গ মুনির আশ্রম। এইখানে শবরজাতির সিদ্ধা তপস্বিনী শ্রমণার আশ্রম—আর এই হল পম্পা নামক পদ্ম সরোবর।

সীতা—এইখানেই আর্যপুত্র শত্রুর প্রতি কোপ এবং স্বাভাবিক ধৈর্য ত্যাগ করে মুক্তকণ্ঠে ক্রন্দন করেছিলেন।

রাম—দেবি, এই সরোবর সুন্দর ! এই সরোবরে অশ্রুবিন্দুর পতন ও উদ্গমের অবকাশে

আমি নীলপদ্মশোভিত স্থানগুলি দেখতাম; শ্বেতপদ্মগুলির দীর্ঘ দণ্ড মল্লিকাখ্য হাঁসেরা ডানার ঝাপট কাঁপাতে কাঁপাতে আনন্দে অস্ফুট কণ্ঠে গাইতে থাকত। আমার মনে হত সেই স্থান নীলপদ্মে শোভিত[১২]। ৩১॥

লক্ষ্মণ—এই যে আর্য হনুমান।

সীতা—ইনি সেই মহানুভব মারুতি, ইনি পৃথিবীর মহোপকারী – জীবলোকে ইনিই দুঃখ থেকে উদ্ধার করেছিলেন—এই উদ্ধারকার্য অনেক কাল ধরে সম্পন্ন হয়েছিল।

রাম—সুখের কথা, এই মহাবাহু, অঞ্জনার আনন্দবর্ধন হনুমানের পরাক্রমেই আমরা এবং সমগ্র পৃথিবী কৃতার্থ হয়েছি। ৩২॥

সীতা—বৎস, কী এই পর্বতের নাম? এখানে কুসুমিত কদম্বতরুতে ময়ূরীরা নৃত্যরত; একটি গাছের নিচে আর্যপুত্র চিত্রিত—তাঁর গৌরব যেন নিষ্প্রভ, শুধু দেহের সৌন্দর্য ও মহিমামাত্র অবশিষ্ট—ক্ষণিক মূর্ছার পরে তুমি তাকে অবলম্বন করে আছ, তোমার চোখেও জল?

লক্ষ্মণ—এই সেই বিখ্যাত মাল্যবান পর্বত, এই পর্বত অর্জুনফুলে সুরভিত, এর শিখরে নীল ও স্নিগ্ধ এক মেঘখণ্ড বিশ্রাম নিচ্ছে। এই পর্বতের শিখরে আর্য—

রাম—থাক, আর দরকার নেই। আমি আর সহ্য করতে পারছি না, যেন জানকী-বিচ্ছেদ-দুঃখ আবার আমার কাছে ফিরে এসেছে! ৩৩॥

লক্ষ্মণ—এর পরে চিত্রিত হয়েছে আর্যের, বানর ও রাক্ষসদের অসংখ্য কীর্তিকথা—এদের প্রত্যেকটিই অন্যটি অপেক্ষা বিস্ময়কর! কিন্তু দেবী পরিশ্রান্তা হয়েছেন। আমার অনুরোধ, এবার বিশ্রাম নেওয়া যাক।

সীতা—আর্যপুত্র! এই চিত্রদর্শন করে আমার একটি সাধ জেগেছে[১৩]। আমি একটি অনুরোধ করব।

রাম—অনুরোধ নয়, আদেশ করো।

সীতা—আমার ইচ্ছে হয়—আবার সেই সুন্দর ও গভীর অরণ্যে বিচরণ করি—আর ভগবতী ভাগীরথীর সেই স্নিগ্ধ পবিত্র ও শীতল জলে অবগাহন করি!

রাম—লক্ষ্মণ!

লক্ষ্মণ—এই যে আমি!

রাম—গুরুজন সম্প্রতি এই নির্দেশ পাঠিয়েছেন যে এর সাধ অবিলম্বে পূরণ করতে হবে। সুতরাং এমন রথ প্রস্তুত করো যার গতি স্খলিত হবে না—যার গতি হবে সহজ!

সীতা – আর্যপুত্র, তুমিও আমার সঙ্গে সেখানে যাবে!

রাম—কঠিন হৃদয়ে! এ-ও কি বলে দিতে হবে নাকি?[১৪]

সীতা—আমি খুবই প্রীত হলাম!

লক্ষ্মণ – আর্যপুত্রের যেমন আদেশ। (প্রস্থান)

রাম—প্রিয়ে, এসো এই জানালার কাছে একটু বসি।

সীতা—তাই হোক, পরিশ্রমের ফলে আমার খুব ঘুম পাচ্ছে।

রাম—তাহলে আমাকে ভর দিয়ে থাকো—যতক্ষণ আমি (রথ এলে) তোমার অনুগমন করতে পারি। উত্তেজনায় ও পরিশ্রমে তোমার বাহু ঘর্মাক্ত হয়েছে, সেই বাহু

আমার কণ্ঠে জড়িয়ে দাও, সেই বাহু আমাকে উজ্জীবিত করে তুলবে—সেই বাহুকে দেখাবে চন্দ্রকিরণ-চুম্বনে শিশিরস্রাবী চন্দ্রমণিহারের মতো দীপ্তিময়। ৩৪॥
(সেইভাবে ব্যবস্থা করে সহর্ষে) প্রিয়ে, এ কী? এ কী সুখ না দুঃখ, না মোহ, নিদ্রা, না বিষক্রিয়া, না মত্ততা—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমাকে যখনই স্পর্শ করি আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় অভিভূত হয়ে আমার চেতনাকে উদ্ভ্রান্ত করে লুপ্ত করে দেয়। ৩৫॥

সীতা—এই হল আমার প্রতি তোমার স্থির প্রেম—এ ছাড়া আর কী হতে পারে?

রাম—ওগো কমলাক্ষি, তোমার এইসব মধুর উক্তি আমার ম্লান জীবনকুসুমকে বিকশিত করে তুলছে, আমাকে তৃপ্ত করছে—আমার সকল ইন্দ্রিয়কে মুগ্ধ করছে; এই কথা আমার কানে অমৃততুল্য, আমার মনের রসায়ন! ৩৬॥

সীতা—ওগো প্রিয়ংবদ, এসো বিশ্রামের জন্যে শয়ন করি।

(শয়নদ্রব্যের জন্যে চারদিকে তাকালেন)

রাম—প্রিয়ে, কী খুঁজছ তুমি? আমার বিবাহের পর থেকে গৃহে বা অরণ্যে হোক, শৈশবে বা যৌবনে হোক—এই রামের বাহুই তোমার উপাধান হয়েছে, এইখানে তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ—অন্য কোনো রমণী যা আশ্রয় করতে পায় নি। ৩৭॥

সীতা—(নিদ্রার অভিনয় করে) তাই সত্য আর্যপুত্র, তাই সত্য। (ঘুমিয়ে পড়লেন)

রাম—এ কী, মধুরবচনা সীতা আমার বক্ষেই ঘুমিয়ে পড়ল? (ভালো করে দেখে) এই সীতা আমার গৃহে লক্ষ্মীস্বরূপা, আমার চক্ষে অমৃতকাজলের বর্তিকা এর স্পর্শ দেহে চন্দনরস-নিষেকের তুল্য, আমার কণ্ঠ ঘিরে এর বাহু স্নিগ্ধ ও মসৃণ মুক্তার মালার মতো শীতল—তার সম্পর্কে কোন্ বস্তুটি প্রিয় নয়? একমাত্র অসহ্য হল তার বিচ্ছেদ। ৩৮॥

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী—প্রভু, এসেছে![১৫]

রাম—কে এসেছে?

প্রতিহারী—আপনার বিশ্বস্ত পরিচারক দুর্মুখ।

রাম—(স্বগত) অন্তঃপুরচারী দুর্মুখ? তাকে আমি গুপ্তচর হিসেবে নগরে ও গ্রামবাসীর মধ্যে পাঠিয়েছিলাম। (প্রকাশ্যে) প্রবেশ করতে বলো।

(প্রতিহারীর প্রস্থান)

(দুর্মুখের প্রবেশ)

দুর্মুখ—(স্বগত) হায়, আমি কী করে দেবীর বিরুদ্ধে প্রজাদের এই অকল্পনীয় কলঙ্ক-প্রচার মহারাজের কাছে নিবেদন করব? অথবা হতভাগ্য আমার এইটিই কর্তব্য।

সীতা—(স্বপ্নে কথা বলছেন) হায় প্রিয় আর্যপুত্র, তুমি কোথায়?

রাম—হায়, চিত্রদর্শনে এর মনে যে উৎকণ্ঠাদায়ক বিচ্ছেদের ভাবনা জেগে উঠেছিল সেটাই স্বপ্নের উদ্বেগ করেছে। (সস্নেহে অঙ্গ স্পর্শ করে) সেই ভাগ্যবান ব্যক্তিই সুখী যিনি অতি কষ্টে সেই অপূর্ব প্রেমবস্তু লাভ করেছেন যা সুখে দুঃখে একই রূপ, সমস্ত অবস্থায় যা অনুকূল, যেখানে হৃদয় শান্তি লাভ করে, জরা যার আনন্দাস্বাদ নষ্ট করতে পারে না। কালবশে মোহাবরণ দূর হয়ে যা পরিণত স্নেহসার হয়ে যায়। ৩৯॥

দুর্মুখ—(কাছে এসে) মহারাজের জয় হোক।

রাম—যা জানতে পেরেছ, বলো।

দুর্মুখ—নগরবাসী ও পল্লীবাসীরা এই বলে মহারাজের প্রশংসা করে যে মহান্ রাজা রামচন্দ্র রাজা দশরথের কথা ভুলিয়ে রেখেছেন।

রাম—এ তো কেবল প্রশংসা। দোষের কথা কিছু বলো যাতে প্রতিকার করা যায়।

দুর্মুখ—(সাশ্রুকণ্ঠে) শুনুন মহারাজ ! (কানে মুখ রেখে বললেন) এই ধরনের কথা।

রাম—হায়, এ কথা বজ্রতুল্য ! (মূর্ছিত হলেন)

দুর্মুখ—আশ্বস্ত হোন মহারাজ !

রাম—(জ্ঞানলাভ ক'রে) হায় পরগৃহবাসের কলঙ্ককে ধিক্ ! সীতার সম্পর্কে সেই কলঙ্ক অদ্ভুত উপায়ে প্রশমিত হয়েছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই কলঙ্ক আবার মত্ত কুকুরের বিষের মতো সর্বত্র ছড়াচ্ছে। ৪০॥ ভাগ্যহীন আমি এ বিষয়ে কী করতে পারি ? (একটু চিন্তা করে, করুণ কণ্ঠে) আর কী-ই বা করব ? যে-কোনো উপায়ে লোকের আরাধনাই সজ্জনের ব্রত ; পিতা আমাকে এবং নিজের প্রাণ ত্যাগ করে সেই ব্রতই পালন করে গিয়েছেন। ৪১॥ পূজ্য বশিষ্ঠও কিছু আগে আমাকে এই নির্দেশই পাঠিয়েছেন।

তাছাড়া, যে শুদ্ধ চরিত্রনীতি সূর্যবংশীয় লোকশ্রেষ্ঠ নরপতিগণ সুপ্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন তা—ধিক্ আমাকে—আমার স্পর্শে কলঙ্কিত হবে ? ৪২॥ হায় দেবি, তুমি পবিত্র যজ্ঞভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছিলে, তোমার জন্মের অনুগ্রহে পৃথিবী পবিত্র হয়েছিল. তুমি নিমিজনকনন্দিনী, তুমি অগ্নি, বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতীর স্তুত চরিত্রের অধিকারিণী ! তোমার জীবন রামময়, মহারণ্যে তুমি ছিলে আমার প্রিয় সঙ্গিনী ! তুমি আমার পিতার প্রিয় ছিলে, কত অল্পভাষিণী তুমি। সেই তোমার কী করে এই দশা হল ? তোমার দ্বারাই জগৎ পবিত্র, তোমার সম্পর্কে লোকের উক্তিই অপবিত্র। তুমি জগতের আশ্রয় কিন্তু তুমিই আজ নিরাশ্রয় হয়ে সঙ্কটের সম্মুখীন। ৪৩॥

(দুর্মুখের প্রতি) দুর্মুখ, লক্ষ্মণকে বলো। তোমাদের নূতন রাজা রাম এই আদেশ করছেন (কানে কানে) এই রকম।

দুর্মুখ—হায় ! যিনি অগ্নিতে পরিশুদ্ধা, যিনি গর্ভে রঘুকুলের সন্তান বহন করছেন—কুলোকের কথায় আপনি সেই রাজ্ঞীর প্রতি এই নিষ্ঠুর ব্যবহারের সিদ্ধান্ত কী করে নিলেন ?

রাম—শান্ত হও ! নগর ও গ্রামের অধিবাসী প্রজাগণ দুর্জন কেন হবে ? প্রজাগণ ইক্ষ্বাকুবংশকে ভালোবাসে, আজ দৈবাৎ সেই বংশে কলঙ্কের বীজ দেখা দিয়েছে ; অগ্নিবিশুদ্ধিকালে যে অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল, দূরবর্তী স্থানে ঘটেছে বলে কে তাতে বিশ্বাস করবে ? ৪৪॥ সুতরাং তুমি যাও।

দুর্মুখ—হায় দেবি !

রাম—হায় কী কষ্ট ! আমি নৃশংস, অত্যন্ত বীভৎস কাজের অনুষ্ঠান আমাকে করতে হচ্ছে ! যাকে শৈশব থেকে পালন করেছি, সে যেসব জিনিস ভালোবাসে তাই-ই তাকে দিয়েছি, প্রেমের বশেই আমাকে ছেড়ে কখনও সে অন্য কোথাও থাকে নি—তাকেই আমি মৃত্যুর হাতে তুলে দিচ্ছি, কসাই যেমন গৃহপালিত

পাখিকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। ৪৫॥ আমি অস্পৃশ্য পাতকী, আমি কেন স্পর্শ করে দেবীকে অপবিত্র করি? (ধীরে ধীরে সীতার মাথা তুলে বাহু সরিয়ে নিলেন) তুমি নিরপরাধা, নিষ্ঠুর কর্মের ফলে আমি চণ্ডালতুল্য, আমাকে তুমি ত্যাগ করো। তুমি চম্পকতরুভ্রমে বিষবৃক্ষকে আশ্রয় করে আছ, এর পরিণাম অশুভ। ৪৬॥ (উঠে) হায়, সমস্ত জীবলোক আমার কাছে বিপর্যস্ত বলে মনে হচ্ছে। আজ রামের জীবনের প্রয়োজন নিঃশেষিত; উষর বনভূমির মতো এই জগৎ শূন্য; অসার এই সংসার; অনন্ত এই দেহের দুঃখ। কোনো আশ্রয় আমার নেই! কোন্ পথ আমি অবলম্বন করব?

হায় মাতঃ, রামের জীবনে চৈতন্য সঞ্চার করেছিলে কেবল সে দুঃখ ভোগ করবে বলেই। আমার হৃদয়ে প্রাণ বজ্রনির্মিত কীলকের মতো মর্মভেদ করেছে। ৪৭॥ হায় মাতঃ অরুন্ধতী, ভগবন্ বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র, দিব্য অগ্নি, হায় দেবি পৃথিবী, হায় তাত জনক, হায় মাতঃ, হায় পিতঃ, প্রিয় সখা সুগ্রীব, ভদ্র হনুমান, হায় পরমোপকারী লঙ্কাধিপতি বিভীষণ, হায় সখি ত্রিজটা, তোমরা সকলে অভিশপ্ত রামকর্তৃক অপমানিত। অথবা, আজ এদের আহ্বান করার অধিকার আমার কোথায়? এরা সকলেই মহাত্মা, আমি অকৃতজ্ঞ পামর, আমি এদের নাম উচ্চারণ করলেই এদের পাপ স্পর্শ করবে। ৪৮॥

গৃহের শোভারূপে আমার এই প্রিয়া আশ্বস্ত চিত্তে, কোনো সংশয় না করে আমার বক্ষে ভর দিয়ে সুখে প্রসুপ্ত হয়েছিল। পূর্ণ গর্ভের ভারে সে ছিল আশঙ্কায় কম্পমান। আমি তাকে তুলে নিয়ে হিংস্র পশুর মুখে উপহার স্বরূপ নিক্ষেপ করেছি। ৪৯॥ (সীতার চরণে মস্তক স্পর্শ করে) রাজ্ঞি! এই শেষবার রামের মস্তক তোমার চরণকমল স্পর্শ করল! রোদন করতে লাগলেন

(নেপথ্যে) অমঙ্গল! ঘোর অমঙ্গল!

রাম—কে আছ, জেনে এসো কী হয়েছে!

(আবার নেপথ্যে)

যমুনাতীরবাসী উগ্রতপা মুনিগণ লবণদানব কর্তৃক উৎপীড়িত হয়ে, আপনি শরণ্য বলে আপনার কাছে উপস্থিত হয়েছেন। ৫০॥

রাম—আঃ, আজও দানবভীতি? আমি অবিলম্বে শত্রুঘ্নকে পাঠাচ্ছি মধুরারাজ, কুম্ভীনসীপুত্র[১৬] এই দানবের উচ্ছেদের জন্যে। কয়েক পা অগ্রসর হয়ে ফিরে এলেন) হায় রাজ্ঞি, এমন অবস্থায় তোমার কী হবে? মাতঃ ধরিত্রী, গৌরবময়ী তোমার এই কন্যাকে রক্ষা করো—সেই জানকী, যিনি জনকবংশ ও রঘুবংশের আশীর্বাদস্বরূপ, যিনি শুদ্ধচরিত্রা পবিত্র যজ্ঞভূমিতে যাঁকে জন্ম দিয়েছিলে। ৫১॥ (ক্রন্দন করতে করতে প্রস্থান)

সীতা—আমার প্রিয় পতি! তুমি কোথায়? (দ্রুত উঠলেন) হায় ধিক্! ধিক্! দুঃস্বপ্নের দ্বারা ভ্রান্ত হয়ে আমি ভাবছিলাম যেন প্রভুর সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটেছে! (চারদিক দেখে) হায়, হায় গভীর ঘুমে আমি যখন আচ্ছন্ন ছিলাম তখন আমাকে একা ফেলে আমার স্বামী চলে গেছেন! এটা কি হতে পারে? বেশ ওঁকে দেখে যদি আমার মনের জোর থাকে তবে আমি ওঁর উপর রাগ করব। কে ওখানে?

(দুর্মুখের প্রবেশ)

দুর্মুখ—দেবি, কুমার লক্ষ্মণ জানাচ্ছেন রথ প্রস্তুত। আপনি আরোহণ করুন।

সীতা—এই তো উঠছি। (উঠে পরিক্রমণ করে) গর্ভভারে আমি চলতে পারছি না। একটু ধীরে ধীরে যাই।[১৭]

দুর্মুখ—এই পথে এই পথে আসুন দেবি!

সীতা—প্রণাম জানাই তপোবন-ঋষিদের, রঘুকুলের দেবতাদের উদ্দেশেও প্রণাম জানাই, আর্যপুত্রের চরণকমলে প্রণাম— সকল গুরুজনদের প্রণাম!

(সকলের প্রস্থান)

॥ মহাকবি ভবভূতি বিরচিত 'উত্তররামচরিত' নাটকে চিত্রদর্শন' নামক প্রথম অঙ্ক ॥

× × × × × × × × × × × × **দ্বিতীয় অংক**[১] × × × × × × × × × × × ×

(নেপথ্যে)

স্বাগত হে তপস্বিনী!

(তারপর পথিকবেশে তাপসী প্রবেশ করলেন)

তাপসী—তাই তো! দূরে বনদেবতা পল্লবে ফল ও পুষ্প চয়ন করে আমাকে অভ্যর্থনা করছেন।

(বনদেবতা প্রবেশ করে পল্লবার্ঘ্য ছড়িয়ে দিলেন)

বনদেবতা—এই বন আপনি যথেচ্ছ ভোগ করুন। আজ আমার শুভদিন। সৎলোকের সঙ্গে সত্বর সাক্ষাৎ অনেক কষ্টে এবং পুণ্যফলেই হয়ে থাকে। বৃক্ষের ছায়া এবং জল, ফল বা মূল যা-কিছু তপস্যার উপযুক্ত খাদ্য সবই সম্পূর্ণ আপনার অধিকারে। ১ ॥

তাপসী—এ বিষয়ে আমি আর কী বলব? প্রিয় ব্যবহার, বাক্যে বিনয়মধুর সংযম, কল্যাণী মতি, সহজ পরিচয়—এই হল সাধু ব্যক্তিদের নীতিরহস্য যার গুণ প্রথমে বা শেষে সকল সময়েই অপরিবর্তিত থাকে, যে-নীতি পবিত্র এবং ছলনা-হীন, সে-নীতিই সর্বত্র বিজয়ী হয়ে থাকে। ২ ॥

(দু'জনে উপবেশন করলেন)

বনদেবতা—আপনার পরিচয় কী জানতে পারি?

তাপসী—আমি আত্রেয়ী।

বনদেবতা—আর্যে আত্রেয়ী, আপনি কোথা থেকে আসছেন? দণ্ডকারণ্যেই বা এলেন কেন?

আত্রেয়ী—এই বনাঞ্চলে অনেক ঋষি আছেন, 'ওঙ্কার' সম্পর্কে যাঁরা জানেন—এঁদের মধ্যে অগস্ত্যই প্রধান। তাঁদের কাছ থেকে বেদান্তজ্ঞান লাভের জন্যে আমি বাল্মীকির আশ্রম থেকে এখানে এসেছি। ৩ ॥

বনদেবতা—যখন অন্য ঋষিগণ পূর্ণ ব্রহ্মবিদ্যালাভের নিমিত্ত ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাচীন প্রবক্তা বাল্মীকির শরণাপন্ন হন তখন আর্যে আত্রেয়ী আপনি কেন এই দীর্ঘ প্রবাস-যাত্রার কষ্ট স্বীকার করে নিলেন?

আত্রেয়ী—সেখানে অধ্যয়নের বড়ো বাধা—এইজন্যে দীর্ঘ যাত্রা করতে হয়েছে।

বনদেবতা—কী ধরনের বাধা ?

আত্রেয়ী—কোনো একজন বিশিষ্ট দেবতা এই ঋষির কাছে দুই শিশুকে নিয়ে এসেছেন—তারা মাত্র মাতৃস্তন ত্যাগ করেছে, এমনিই তাদের বয়স। তারা কেবল ঋষিদের নয়, চরাচর সকলেরই অন্তর আকর্ষণ করেছে।

বনদেবতা—আপনি তাদের নাম জানেন কি ?

আত্রেয়ী—সেই দেবতা-ই-তাদের নাম বলেছেন কুশ ও লব—তিনি তাদের প্রভাবও ব্যাখ্যা করেছেন।

বনদেবতা—কী সেই প্রভাব ?

আত্রেয়ী – জন্ম থেকেই ওরা জৃম্ভকাস্ত্র ও তাদের গুপ্ত প্রয়োগকৌশল আয়ত্ত করেছে।

বনদেবতা—এ তো সত্যি বিস্ময়কর !

আত্রেয়ী—তারপর মহর্ষি বাল্মীকি ধাত্রীকর্ম থেকে শুরু করে তাদের লালনপালনের ভার নিলেন। যখন তাদের চূড়াকর্ম অনুষ্ঠিত হল তখন ঋষি ঋক্, সাম, যজুঃ—তিন বিদ্যা বাদ দিয়ে অন্য তিন বিদ্যায় সাবধানে দীক্ষিত করলেন। তারপর গর্ভসঞ্চারের একাদশ বর্ষে তিনি তাদের এবং উপনয়নের ব্যবস্থা করলেন, গুরু দিয়ে তিন বেদ পড়ালেন। কিন্তু এই দুই তীক্ষ্ণধী এবং অসাধারণ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন বালকের সঙ্গে বেদপাঠ করা আমার মতো শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা, গুরু প্রাজ্ঞ ছাত্রকে যেমন ও নির্বোধকেও তেমন জ্ঞানদান করেন। বিদ্যাশিক্ষার মেধা তিনি বাড়ানোও না কমানোও না। ফলে, এই দুইটি ক্ষেত্রে ফলের দিক থেকে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। পবিত্র রত্নেই প্রতিফলন সম্ভব - মৃত্তিকাপিণ্ড বা অন্য কিছুতে তা সম্ভব নয়। ৪ ॥

বনদেবতা—এই কি অধ্যয়নের বাধা ?

আত্রেয়ী—না, আরও আছে।

বনদেবতা—সেটি কী জানতে পারি ?

আত্রেয়ী—তারপর একদিন সেই ব্রহ্মর্ষি মধ্যাহ্নস্নানের[২] জন্যে তমসার তীরে উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি দেখতে পেলেন যুগলচারী ক্রৌঞ্চমিথুনের একটি ব্যাধের শরে বিদ্ধ। তখন আকস্মিকভাবে দৈবী বাক্ তাঁর কণ্ঠে আবির্ভূত হল—সুনিয়মিত অনুষ্টুপ ছন্দে পরিণতা তাঁকে তিনি উচ্চারণ করলেন—হে নিষাদ, তুমি কামমুগ্ধ ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে হত্যা করেছ,[৩] অনন্তকালেও তুমি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে না। ৫ ॥

বনদেবতা—কী বিচিত্র ! এ যে বেদ থেকেও স্বতন্ত্র এক নতুন ছন্দের[৪] সৃষ্টি !

আত্রেয়ী—তারপর ঠিক সেই সময়ে সৃষ্টিকর্তা পদ্মযোনি ব্রহ্মা, 'বাক্'রূপে যার মধ্যে ব্রহ্মার জ্যোতির স্ফুরণ হয়েছিল সেই ঋষি বাল্মীকির নিকটে এসে বললেন—ঋষিবর ! আপনাতে শব্দাত্মক ব্রহ্মের আবির্ভাব ঘটেছে, আপনি রামচরিত বর্ণনা করুন। আপনার প্রতিভান্বিত দৃষ্টি হবে সর্বদর্শী, কোথাও তা ব্যাহত হবে না। আপনি প্রথম কবি। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অদৃশ্য হলেন ! তখন প্রচেতার মহনীয় পুত্র (বাল্মীকি) রামায়ণ-ইতিহাস রচনা করলেন—সেই রামায়ণ মর্তে শব্দব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ।

বনদেবতা—মর্ত্যভূমি নিশ্চয়ই তাতে অলংকৃত ![৫]

আত্রেয়ী—এই জন্যেই আমি বলেছিলাম, অধ্যয়নে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে।
বনদেবতা—সত্যিই তাই।
আত্রেয়ী—আমি বিশ্রাম নিয়েছি ; এখন বলুন কোন্ পথে অগস্ত্যের আশ্রমে যাব ?
বনদেবতা—এই স্থান ছেড়ে পঞ্চবটীতে প্রবেশ করুন—তারপর আপনাকে যেতে হবে গোদাবরীর তীর ধরে।
আত্রেয়ী—(অশ্রুসজল) তাহলে এই কি তপোবন ! এই কি পঞ্চবটী—এই নদীর নাম তবে গোদাবরী—এই সেই প্রস্রবর্ণগিরি ? আপনি কি জনস্থানবনদেবতা বাসন্তী ?
বনদেবতা—আপনি যা বলছেন সবই ঠিক তাই।
আত্রেয়ী—হায় বৎসে জানকি ! আজ তোমার নামমাত্র অবশিষ্ট থাকলেও প্রাসঙ্গিক কথার বিষয় তোমার প্রিয় এই তরুদল দেখে মনে হচ্ছে—তুমি আমাদের দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে আছ। ৬ ॥
বাসন্তী—(সভয়ে, স্বগত) নামমাত্র অবশিষ্ট বললেন না ? (প্রকাশ্যে) আর্যে, আর্যে সীতার কি অমঙ্গল ঘটেছে ?
আত্রেয়ী—কেবল অমঙ্গল নয়, কলঙ্কও (কানে কানে) এই রকম ! এই ব্যাপার ! (মূর্ছিত হলেন)
বাসন্তী—হায় ! কী দারুণ দৈববিপর্যয় !
আত্রেয়ী—ভদ্রে, আশ্বস্ত হোন, আশ্বস্ত হোন !
বাসন্তী—হায় প্রিয়সখি ! মহাভাগিনি ! এই অদৃষ্টের জন্যেই কি তোমার সৃষ্টি হয়েছিল ? হায় রামচন্দ্র ! থাক্, তোমাকে আর প্রয়োজন নেই। আর্যে আত্রেয়ি, লক্ষ্মণ বনে ত্যাগ করে চলে যাবার পর রাজ্ঞী সীতাদেবীর কী হল সেই সম্পর্কে কোনো সংবাদ রাখেন কি ?
আত্রেয়ী—না, কিছু না।
বাসন্তী—কী দুর্ভাগ্য ! রঘুবংশের পালক যেখানে বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী, যেখানে বৃদ্ধ রাজ্ঞীরা জীবিত সেখানে এমন অবস্থা কী করে হতে পারে ?
আত্রেয়ী—গুরুজনেরা সেই সময় ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমে ছিলেন। সম্প্রতি দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞ সমাপ্ত হয়েছে। ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁদের সম্মাননা করে বিদায় দিয়েছেন। তখন ভগবতী অরুন্ধতী বললেন, বধূহীন অযোধ্যায় আমি ফিরে যাব না। তাঁর সেই কথা রামচন্দ্রের মাতৃগণ অনুমোদন করেছিলেন। সেই প্রস্তাবের অনুমোদন-ক্রমেই ভগবান বশিষ্ঠ এই পরিশুদ্ধ বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন—তাঁরা বাল্মীকির আশ্রমে গিয়ে সেইখানেই বাস করবেন।
বাসন্তী—এখন সেই রাজা কী করছেন ?[৬]
আত্রেয়ী—তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েছেন।
বাসন্তী—হায় ধিক্, তিনি বিবাহ পর্যন্ত করেছেন ?
আত্রেয়ী—ছি ছি ! না, না।
বাসন্তী—তবে এই যজ্ঞে তাঁর সহধর্মচারিণী কে ?
আত্রেয়ী—সীতার স্বর্ণময়ী প্রতিকৃতি।
বাসন্তী—অহো, মহামানবের মন বজ্রের চেয়ে কঠোর, আবার কুসুমের চেয়ে কোমল—কে তার পরিমাপ করতে পারে ? ৭ ॥
আত্রেয়ী—বামদেব কর্তৃক মন্ত্রপূত যজ্ঞীয় অশ্ব ছেড়ে দেওয়া হয়েছে—যথাশাস্ত্র অশ্ব-

রক্ষকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দিব্য অস্ত্রের প্রয়োগকৌশলে অভিজ্ঞ লক্ষ্মণের পুত্র চন্দ্রকেতু তাদের পরিচালক হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন, তাদের পিছনে আছে চতুরঙ্গ সেনা।

বাসন্তী—(চক্ষে কৌতুক ও স্নেহাশ্রু) কুমার লক্ষ্মণেরও পুত্র! যাক বাঁচা গেল।৭

আত্রেয়ী—ইতিমধ্যে এক ব্রাহ্মণ তার পুত্রের মৃতদেহ রাজপ্রাসাদের বাইরে রেখে বক্ষে আঘাত করে কেঁদে উঠল—অমঙ্গল! রাজা ভেবে দেখে স্থির করলেন, তিনিই অপরাধী. রাজার অপরাধ বিনা প্রজাদের মধ্যে অকালমৃত্যু সম্ভব নয়। তখন সহসা এক আকাশবাণী শোনা গেল—'শম্বুক নামে এক শূদ্র পৃথিবীতে তপস্যা শুরু করেছে ; তার শীর্ষছেদ তোমাকে করতে হবে—তাকে বধ করে ব্রাহ্মণপুত্রের জীবন ফিরিয়ে দাও।' ৮॥ এই বাণী শোনামাত্র সেই মহীপতি উম্মোচিত অসি হাতে নিয়ে পুষ্পকরথে আরোহণ করলেন এবং দিক-বিদিকে সেই শূদ্র তপস্বীর সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

বাসন্তী—শম্বুক নামে এক ধূম্রপায়ী তপস্বী জনস্থানে তপস্যায় রত, আশা করছি রামভদ্র আবার এই অরণ্য অলংকৃত করবেন!

আত্রেয়ী—ভদ্রে, এখন তবে আসি।

বাসন্তী—আর্যে অত্রেয়ি, তাই হোক ; অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে ? তীরস্থ বৃক্ষগুলিতে পাখির নীড় নির্মিত ; কণ্ডূয়ন নিবৃত্ত করতে গিয়ে হস্তিগণ গাছের গায়ে যে আঘাত করছে তার নাড়ায় গ্রীষ্মের তাপে শিথিলবৃন্ত ফুলগুলি ঝরে পড়ছে, মনে হচ্ছে গাছগুলি যেন সেই ফুল দিয়ে গোদাবরীর অর্চনা করছে। তাদের ছায়ায় থেকে যে-সব পাখি চঞ্চু দিয়ে খাদ্যের জন্যে গাছের ফুল ঠোকরায় তারা কীটগুলি বার করে নিয়েছে। তাদের শাখায় ক্লান্ত কপোত এবং বন্য মুরগীর কূজন শোনা যাচ্ছে। ৯॥ (পরিক্রমণ এবং প্রস্থান)

শূদ্রবধ বিষ্কম্ভক[৮]

(অসি হস্তে পুষ্পকরথে সদয়চিত্ত রামের প্রবেশ)

রাম—রে দক্ষিণ হস্ত, এই অসি সেই শূদ্র তপস্বীর মস্তকে পাতিত করো. যাতে সেই ব্রাহ্মণের পুত্র পুনর্জীবন লাভ করতে পারে ; তুমি রামদেহের একটি অঙ্গ—যে রাম গর্ভভারজর্জরিতা সীতার নির্বাসনে পটু। তোমার করুণা কোথায় ? ১০॥ (কোনো প্রকারে আঘাত করে) রামের যোগ্য কর্ম করা হয়েছে—কিন্তু সেই ব্রাহ্মণপুত্র কি জীবন ফিরে পাবে ?

(দিব্যপুরুষের প্রবেশ)

দিব্যপুরুষ—দেবের জয় হোক। আপনি মৃত্যুদেবতার বিরুদ্ধেও রক্ষার আশ্বাস দিতে সমর্থ, আপনি যখন আমায় উপর দণ্ডবিধান করেছেন—তখন ব্রাহ্মণ পুত্রের জীবন ফিরে পেয়েছে—আমিও বর্তমান গৌরবের অধিকারী হয়েছি, অর্থাৎ শূদ্রত্ব থেকে দিব্যস্বরূপ লাভ করেছি। আমি শম্বুক—মস্তক অবনত করে চরণে প্রণত হচ্ছি। সজ্জনের সংস্পর্শে যদি মৃত্যুও ঘটে তাতেও মুক্তিলাভ হয়। ১১॥

রাম—এই দু'টি ঘটনাতেই আমি আনন্দিত। সুতরাং তুমি তোমার কঠিন তপস্যার সুফল ভোগ কর। যেখানে সুখ ও আনন্দ, পুণ্য ও সমৃদ্ধি বিরাজিত বৈরাজ নামক সেই সকল উজ্জ্বল ও প্রশান্ত লোকের তুমি অধিকারী হও। ১২॥

শম্বুক—এই সব গৌরব আপনার অনুগ্রহের জন্যেই। এখানে তপস্যার প্রয়োজন কী ?

অথবা আমার তপস্যার কাছেই আমি গভীরভাবে ঋণী। আপনি ভূতনাথ এবং সকলের শরণ্য, এ জগতে সকলে আপনাকেই সন্ধান করে বেড়ায়—আপনি যে আমার মতো এক হতভাগ্য শূদ্রের সন্ধানে শত শত যোজন পথ অতিক্রম করে এসেছেন—এই তো আমার তপস্যার ফল। তা না হলে আপনি অযোধ্যা থেকে আর দণ্ডকারণ্যে আসবেন কেন ? ১৩ ॥

রাম—কী ! এই কি দণ্ডকারণ্য ? (সব দিক থেকে চেয়ে দেখে) তাই তো—কোথাও মসৃণ এবং শ্যামবর্ণ, অন্যদিক ভীষণ বিস্তারের জন্যে রুক্ষ. কোথাও দিকসমূহ নির্ঝরের ঝঙ্কারে মুখর, দণ্ডকারণ্যের এই সকল ভূমিভাগ আমার পরিচিত। আমি আবার এই সব অঞ্চল দেখতে পেলাম—এই স্থান পবিত্র তীর্থ, আশ্রম, পর্বত, নদী, গহ্বর ও কান্তারে পূর্ণ। ১৪ ॥

শম্বুক—এই হল দণ্ডকারণ্য ! যখন এখানে আপনি ছিলেন তখন আপনি চোদ্দ হাজার চোদ্দজন রাক্ষসী এবং খর দূষণ ও ত্রিমূর্ধা—এই তিন রাক্ষসকে বধ করেছিলেন। ১৫ ॥ তার ফলে আমার মতো পল্লীবাসীর পক্ষেও ঋষিদের বাসভূমি এই জনস্থানে নির্ভয়ে বিচরণ সম্ভব হয়েছে।

রাম—শুধু দণ্ডকারণ্য নয়, জনস্থানও ?

শম্বুক—নিশ্চয়। জনস্থানের পার্শ্ববর্তী এই সব বিশাল অরণ্য দক্ষিণ দিকে প্রসারিত। পর্বতে গুহাগুলি বন্য ও ভয়ঙ্কর প্রাণিসমূহে পূর্ণ—এই সব অরণ্য সকলেরই ত্রাস সৃষ্টি করে থাকে। দেখুন—বনের প্রান্তভূমি কোথাও নিশ্চল ও নীরব, কোথাও আবার বন্য জন্তুর ভীষণ গর্জনে প্রতিধ্বনিত, সেখানে স্বেচ্ছাসুপ্ত বিস্তীর্ণ ফণা বিশিষ্ট সর্পের নিঃশ্বাসে আগুন জ্বলে ওঠে ; সেখানে গহ্বরের মধ্যে সামান্য স্বচ্ছ জল অবশিষ্ট এবং সেখানে অজগরের ঘর্মরস তৃষ্ণার্ত কৃকলাসেরা পান করে থাকে। ১৬ ॥

রাম—একদিন যেখানে খরের আবাসভূমি ছিল সেই জনস্থানকে আমি আবার দেখতে পাচ্ছি। অতীতের ঘটনাগুলি প্রত্যক্ষের মতোই অনুভব করছি। ১৭ ॥ (চারদিকে দৃষ্টিপাত করে) বৈদেহীর নিকটে উপবন বড়ো প্রিয় ছিল—এইগুলিই উপবন। এর চেয়ে আর কী ভয়ানক হতে পারে ? (অশ্রুরুদ্ধ নয়নে) 'তোমার সঙ্গে আমি সুগন্ধি উপবনে বাস করব'—সে তাই বলেছিল—এবং এইগুলিতেই ছিল তার আনন্দ। এমনই ছিল তার প্রেম। ১৮ ॥ প্রিয় ব্যক্তি নিজে কিছু না করেও আনন্দের দ্বারা দুঃখ দূর করে দেয় ; যার প্রিয়জন আছে সে অমূল্য সম্পদের অধিকারী। ১৯ ॥

শম্বুক তাহলে এই (জনস্থানের প্রান্তবর্তী) অসহ দুঃখজনক বনের দৃশ্যে দরকার নেই। হে মহানুভব ! তাহলে আপনি চেয়ে দেখুন শান্ত ও গম্ভীর এই মধ্যভাগে স্থিত অরণ্যের দিকে। এই অরণ্য পর্বতপূর্ণ ; এই সব পর্বতের শোভা কেকামুখর ময়ূরের কণ্ঠের মতো কোমল সৌন্দর্যে মণ্ডিত, ঘননিবন্ধ এবং ঘনান্ধকারসমন্বিত তরুণ বৃক্ষসমূহে সজ্জিত, এখানে বিচিত্র মৃগদল নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়। এখানে বয়ে যাচ্ছে কত স্রোতস্বিনী, জম্বুবনের কুঞ্জপথে যখন ওরা অতি কষ্টে প্রবাহিত হতে থাকে তখন জলধারা কলরবে মুখর হয়ে ওঠে—সেই জম্বুবন পরিপক্ব ফল-সম্পদে শ্যামবর্ণ। মদমত্ত পাখিদের আশ্রয় বানীর-লতা, সেই লতার ফুল ঝরে পড়েছে স্রোতস্বিনীর জলে, ফলে সেই জল হয়ে

উঠেছে স্বচ্ছ, শীতল ও সুগন্ধ! ২০॥ তাছাড়া, এখানে গুহাবাসী তরুণ ভল্লুকের গর্জন প্রতিধ্বনিত হয়ে বিপুলতা লাভ করে। হস্তীদ্বারা বিচ্ছিন্ন শল্লকীবৃক্ষের গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসের শীতল, কটু ও সুগন্ধ চারদিকে ব্যাপ্ত হয়। ২১॥

রাম—(অশ্রু সংযত ক'রে) সখে তোমার দেবযানের পথ নিরাপদ হোক, তুমি পবিত্র ধামে যাত্রা করো।

শম্বুক—ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাচীন উদ্গাতা অগস্ত্য মুনিকে প্রথমে প্রণাম করব—তারপর যাব অনন্তধামে। (প্রস্থান)

রাম—যে-বনে আমরা পূর্বে দীর্ঘকাল তপস্বীবেশে ও গৃহীরূপে কর্তব্যরত হয়ে বাস করেছিলাম, পার্থিব সুখ আস্বাদন করেছিলাম সেই বনই আবার দেখতে পাচ্ছি। ২২॥ এটি কী করে সম্ভব হল? এই তো সেই পর্বতমালা, যেখানে ময়ূরের কেকাধ্বনি—সেই বনস্থলী, প্রমত্ত হরিণেরা যেখানে বিচরণ করছে; এই তো সেই সব নদীতট—সুন্দর বঞ্জুল লতায় এবং ঘনসন্নিবিষ্ট কদম্ব ও নিচুলবৃক্ষে শোভিত। ২৩॥ মেঘমালার মতো ঐ প্রস্রবণগিরি-দূরবর্তী হয়েও নিকটস্থ বলে মনে হচ্ছে—পাশে গোদাবরী নদী প্রবাহিত। ২৪॥

এই পর্বতেরই শিখরে গৃধ্ররাজ জটায়ু বাস করতেন। তার নিচে ঐসব পর্ণকুটিরে আমরা আনন্দ ভোগ করতাম, গোদাবরীর জলে বৃক্ষের শ্যামলশ্রী প্রসারিত আর সুন্দর বনান্তভূমি পাখির কলরবে মুখরিত। ২৫॥ এখানে নিশ্চয়ই সেই পঞ্চবটী বিরাজিত—যেখানে কত সুন্দর স্থান দীর্ঘপ্রবাসে থাকার জন্যে আমাদের অনিয়মিত বিশ্রম্ভালাপের সাক্ষী হয়ে আছে এবং এইখানেই প্রিয়ার সখী বনদেবতা বাসন্তী ছিলেন! রামের আজ এ কী হল?

আমার ঘনীভূত শোক যেন নতুন শোকের মতোই আমাকে বিচলিত করে তুলেছে—যেন তীব্র বিষরস দীর্ঘকাল পরে বেগে উদ্গত হয়ে দেহের সর্বত্র সংক্রামিত হচ্ছে; যেন কোনো দিক থেকে সবলে নিক্ষিপ্ত এক শর আমাকে বিদ্ধ করেছে, যেন একটি ব্রণমুখ বহুকাল রুদ্ধ ছিল, আবার নতুন করে মর্মস্থলে তার মুখ খুলেছে। ২৬॥ যাই হোক, আমার অতীতের বন্ধু এই সকল স্থান আমি দেখব। (লক্ষ্য করে) হায়, সেই বস্তুসমূহের অবস্থান এখন অন্যরূপ ধারণ করেছে—যেমন, আগে যেখানে ছিল নদীর জলধারা, এখন সেখানে বালুকাতট, বৃক্ষের ঘনত্ব বা বিরলভাবও পরিবর্তিত হয়েছে। দীর্ঘকাল পরে দেখে আমার মনে হয় এই বন পৃথক, কিন্তু পর্বতের অবস্থান থেকে বুঝতে পারছি, সেই বনই বটে! ২৭॥ হায় আমি যখন এই স্থান ছেড়ে যেতে চাচ্ছি তখন পঞ্চবটীর প্রতি আমার প্রীতি আমাকে সবেগে আকর্ষণ করছে।

হায়, কীভাবে এই অভিশপ্ত রাম তাঁর প্রিয়াকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে এখন একা এই পঞ্চবটী দর্শন করবে কিংবা একে সম্মান না দেখিয়েই ফিরে যাবে? এই পঞ্চবটীতে স্বগৃহবাসের মতোই সে সেই সব দিনগুলি প্রিয়ার সাহচর্যে কাটিয়েছে এবং এই পঞ্চবটীর সম্পর্কেই (অযোধ্যায় ফিরে যাবার পর) তাদের মধ্যে কত দীর্ঘ কথাবার্তা হয়েছে। ২৮॥

(শম্বুকের প্রবেশ)[10]

শম্বুক—মহারাজের জয় হোক। ভগবন্! পূজ্যপাদ অগস্ত্য আমার কাছে আপনার

এই স্থানে উপস্থিতির কথা জানতে পেরে এই বার্তা পাঠিয়েছেন—বিমান থেকে আপনার অবতরণকালে করণীয় মঙ্গলকর্মের আয়োজন করে স্নেহময়ী লোপামুদ্রা আপনার জন্যে প্রতীক্ষা করছেন ; অন্যান্য মুনিরাও আপনার অপেক্ষায় আছেন। আপনি অনুগ্রহপূর্বক এসে আপনার উপস্থিতি দিয়ে আমাদের সম্মানিত করুন। তারপর দ্রুতগামী পুষ্পক-বিমানে অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে আপনি অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্যে প্রস্তুত হবেন।

রাম পূজনীয় ঋষি যেমন আদেশ করছেন।

শম্বুক—আপনার পুষ্পকরথ তাহলে এইদিকে পরিচালিত করুন।

রাম—(রথের গতি প্রবর্তিত ক'রে) ভগবতি পঞ্চবটি ! রামচন্দ্র গুরুজনের উপরোধে সাময়িকভাবে কর্তব্যে অবহেলা করবে—তাকে ক্ষমা করুন।

শম্বুক—দেব ! দেখুন, দেখুন, এখানে ক্রৌঞ্চাবত পর্বত ; এখানে সুবিস্তৃত বাঁশঝাড়ের মধ্যে বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় অবিরাম শন্‌শন্‌ শব্দ হচ্ছে—তার মধ্যে বিচিত্র কাকের দল নীরব হয়ে আছে—সেই সব বাঁশঝাড় নিজ নিজ কুঞ্জনিবাসী অসংখ্য পেচকের শব্দে প্রতিধ্বনিত। এই ক্রৌঞ্চাবতে ময়ূরের শব্দে ভীত সর্পদল এখানে ওখানে ছুটতে ছুটতে প্রাচীন চন্দনশাখায় আশ্রয় নিয়েছে। ২৯ ॥ তাছাড়া, এইখানে সেইসব দক্ষিণদেশীয় পর্বত—এদের শিখর আশ্রিত-মেঘের সংস্পর্শে নীলিমায় অলঙ্কৃত ; এদের গুহাগুলি গোদাবরীর গম্ভীর গর্জনে মুখরিত ; এখানে সেইসব গভীরজলগর্ভ পবিত্র নদীসঙ্গম দ্রুতধাবিত তরঙ্গের গর্জনে এবং পরস্পরের প্রতিঘাতে ভয়ঙ্কর ! ৩০ ॥ (উভয়ের প্রস্থান)

॥ ভবভূতিরচিত 'উত্তররামচরিত' নাটকে 'পঞ্চবটী প্রবেশ' নামক দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

× × × × × × × × × × × × × তৃতীয় অংক × × × × × × × × × × × × ×

(তারপর নদীদ্বয়ের প্রবেশ—তমসা ও মুরলা)

তমসা সখি মুরলে ! এত ব্যস্ত হয়ে কোথায় ছুটেছ ?

মুরলা—ভগবতি তমসে ! ভগবান অগস্ত্যের পত্নী লোপামুদ্রা আমাকে নদীশ্রেষ্ঠা গোদাবরীর কাছে এই সংবাদ বলতে পাঠিয়েছেন—'তুমি নিশ্চয়ই জান, স্ত্রী-পরিত্যাগের পর থেকে রামের করুণ শোকানুভূতি গাম্ভীর্যহেতু বাইরে প্রকাশিত হচ্ছে না—তবু তীব্র যন্ত্রণা অন্তরে প্রচ্ছন্ন,—এ যেন রুদ্ধমুখ পাত্রে কোনো বস্তুর অগ্নিতে পাক ! ১ ॥ এমন প্রিয়জনের এই সঙ্কটের পরে দীর্ঘকাল শোক-সন্তাপ অক্ষুণ্ণ থাকায় রামচন্দ্র এখন শীর্ণ হয়ে পড়েছেন। ওঁকে দেখে আমার মর্মমূল কেঁপে উঠেছে ; তাছাড়া রামভদ্র যখন ফিরে যাচ্ছেন তখন তিনি নিশ্চয়ই পঞ্চবটীতে সে সকল স্থল দেখবেন যেখানে স্ত্রীর সঙ্গে তিনি একত্র বাস করেছিলেন বলে তাঁদের স্নেহস্মৃতি জড়িয়ে আছে। এই পরিবেশে নিসর্গবীর হলেও তাঁর যে গভীর ও তীব্র শোকের উদয় হবে তাতে প্রতিপদে তাঁর সঙ্কটের আশঙ্কা রয়েছে। সুতরাং ভগবতি গোদাবরি ! তোমাকে সতর্ক হয়ে থাকতে হবে। রামের মোহ উপস্থিত হলে প্রত্যেক বারই তাঁকে উজ্জীবিত করবার জন্যে তুমি তোমার তরঙ্গস্পর্শী শীতল বায়ু ধীরে ধীরে পাঠিয়ে দিও—

তাতে থাকবে শীতল জল-কণা, সেই বায়ু বহন করবে পদ্মকেশরের গন্ধ ! ২ ॥

তমসা—রামের জন্যে লোপামুদ্রার যে স্নেহ—এই দাক্ষিণ্য তারই যোগ্য। রামচন্দ্রের উজ্জীবনের এক মৌলিক উপায় তো আজ কাছেই আছে।

মুরলা—কী রকম ?

তমসা—শোনো। দীর্ঘকাল পূর্বে যখন লক্ষ্মণ বাল্মীকির আশ্রমের নিকটে সীতাদেবীকে ত্যাগ ক'রে চলে গেলেন তখন সীতাদেবী প্রসবদেবনা উপস্থিত দেখে গভীর দুঃখের আবেগে গঙ্গার স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সেই মুহূর্তে দুটি শিশুর জন্ম হল ; ভগবতী পৃথিবী ও গঙ্গাদেবী শিশুদুটিকে পাতালে নিয়ে গেলেন। স্তন ত্যাগের পরে গঙ্গাদেবী স্বয়ং সেই শিশুদুটিকে মহামুনি বাল্মীকির তত্ত্বাবধানে রেখে গেলেন।

মুরলা—(সবিস্ময়ে) এই-জাতীয় চরিত্রের দুর্ভাগ্যও বিস্ময়জনক, কেননা এইসব মহাপ্রাণ ব্যক্তিরাও তাতে সহায়ক হয়ে থাকেন। ৩ ॥

তমসা—কিন্তু এখন ভগবতী গঙ্গা সরযূর মুখে শম্বুকের ব্যাপারে জনস্থানে রামের সংঘটিত উপস্থিতির কথা শুনতে পেয়ে ভগবতী লোপামুদ্রা স্নেহবশত যেমন আশঙ্কা করেছিলেন তেমনি আশঙ্কা করে সীতার সঙ্গে গৃহকার্যের ছলে গোদাবরী দর্শনে এসেছেন।

মুরলা—ভগবতী ভাগীরথী ঠিকই ভেবেছেন, কারণ যখন রাম রাজধানীতে ছিলেন নিশ্চয়ই তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হত জগতের মঙ্গলজনক কাজে, তাই তাঁর চিত্তবিক্ষেপও থাকত সংযত। কিন্তু এখন তাঁর কোনো কাজ নেই, শোক ভিন্ন অন্যকোনো সঙ্গীও নেই—তাই পঞ্চবটীপ্রবেশ তাঁর পক্ষে সঙ্কটজনক হয়ে উঠবে। কিন্তু সীতা রামকে সান্ত্বনা দেবে কীভাবে ?

তমসা—ভগবতী ভাগীরথী বলেছেন,'সীতা', তুমি যজ্ঞভূমিজাতা, আমাদের প্রিয়। আজ চিরায়ুষ্মান লব ও কুশের জন্ম থেকে দ্বাদশ বৎসরের সংখ্যা গণনার মঙ্গলগ্রন্থি বন্ধনের উৎসব। সুতরাং তুমি নিজ হাতে পুষ্প চয়ন করে তোমার প্রাচীনশ্বশুর[১] সূর্যদেবতার অর্চনা করো। ইনি সমস্ত পাপ দূর করেন, বিশাল মানব রাজর্ষিবংশের ইনিই স্রষ্টা। আমার শক্তির প্রভাবে তোমার মর্ত্যভূমিতে বিচরণকালে বনদেবীরাও তোমাকে দেখতে পাবেন না, মানুষদের তো কথাই নেই। আমাকেও এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে. তমসা, আমার পুত্রবধূ সীতা তোমাকে ভালোবাসে, সুতরাং তার সঙ্গিনী হও।' এখন আমি কর্তব্য পালন করতে যাচ্ছি।

মুরলা—আমিও এই বৃত্তান্ত ভগবতী লোপামুদ্রাকে জানাব। আমার মনে হয় রামভদ্রও এসে গেছেন।

তমসা—ঐ তো গোদাবরীর জল থেকে উঠে এসে জানকী বনের দিকে আসছেন। তার মুখ সুন্দর, কিন্তু গণ্ডস্থল বিবর্ণ ও শীর্ণ ; দুই পাশে কেশপাশ ইতস্ততঃ আন্দোলিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে, তিনি যেন শোকের প্রতীক অথবা বিচ্ছেদদুঃখের মূর্তি ! ৪ ॥

মুরলা—এই যে ইনি—হৃদয়কুসুমশোষী দারুণ দীর্ঘশোক এঁর পাণ্ডুবর্ণ ক্ষীণ শরীরকে ক্লিষ্ট করছে যেমন শরতের উত্তাপ কেতকীপুষ্পের কোমল গর্ভপত্রটিকে ক্লিষ্ট করে। এঁর শরীরটাকে মনে হয় বোঁটাছেঁড়া সুন্দর কিশলয়। ৫ ॥

(পরিক্রমার পর উভয়ের প্রস্থান)

শুদ্ধ বিষ্কম্ভক

(নেপথ্যে)

বিপদ ! দারুণ বিপদ !

(সীতার প্রবেশ ; সীতা পুষ্পচয়নে ব্যস্ত—বিষাদ ও উৎকণ্ঠার সঙ্গে তিনি শুনছেন)

সীতা—হায় ! আমার মনে হয় প্রিয়সখী বাসন্তী কথা বলছে।

(পুনরায় নেপথ্যে)

যে-তরুণ হস্তিশাবক খাদ্যের জন্যে সম্মুখে এসে দাঁড়ালে সীতাদেবী শল্লকীবৃক্ষের পল্লব খেতে দিয়ে তাকে পুষ্ট করেছিলেন—

সীতা—তার কী হয়েছে ? কী হয়েছে ?

(নেপথ্যে)

সেই হস্তী যখন হস্তিনীর সঙ্গে খেলা করছিল তখন মত্ততাহেতু তাকে আর একটি শক্তিমান হস্তী অতিদর্পে এসে আক্রমণ করেছে। ৬ ॥

সীতা—(সন্ত্রস্ত অবস্থায় কয়েক পা অগ্রসর হয়ে) আর্যপুত্র ! রক্ষা করুন, আমার ঐ পুত্রকে রক্ষা করুন (স্মৃতির অভিনয় করে সবিষাদে) হায়, হায়, আমি হতভাগিনী—যে কথাগুলি দীর্ঘকাল আমি বলতে অভ্যস্ত পঞ্চবটী দেখার পর তাই আমি বলে ফেলেছি, হায় আর্যপুত্র ! (মূর্ছিতা হলেন)

(তমসার প্রবেশ)

তমসা—বৎসে, আশ্বস্ত হও, অশ্বস্ত হও।

(নেপথ্যে)

হে বিমানশ্রেষ্ঠ পুষ্পক, এইখানেই থামো।

সীতা—(জ্ঞান ফিরে পেয়ে ভয় ও আনন্দমিশ্রিত কণ্ঠে এ কী ! কোথা থেকে এই সজল মেঘের গর্জনের মতো গম্ভীর ও দৃঢ় কণ্ঠ ভেসে আসছে ? এই ধ্বনি আমার মতো হতভাগিনীর কর্ণদ্বয় পূর্ণ করে উৎসুক করে তুলেছে ?

তমসা— স্নেহাশ্রুপূর্ণ দৃষ্টিপাত করে বৎসে এ ধ্বনির উৎস অনিশ্চিত; তাছাড়া ধ্বনিও অস্পষ্ট। তা শুনেই তোমার এমন অবস্থা হল কেন ? তোমাকে দেখে মনে হয় যেন ময়ূরী মেঘধ্বনি শুনে চকিত ও উৎসুক হয়ে উঠেছে। ৭ ॥

সীতা—দেবি, আপনি এই ধ্বনিকে অস্পষ্ট বলছেন ? স্বরসংযোগ থেকে আমি বুঝতে পেরেছিলাম আমার স্বামীই কথা বলছেন।

তমসা—শোনা যাচ্ছে, ইক্ষ্বাকু-কুলের রাজা একজন শূদ্র তপস্বীকে দণ্ড দিতে এই জনস্থানেই এসেছেন।

সীতা—রাজা যে রাজকর্তব্য অবহেলা করছেন না, তা জেনে আমার আনন্দ হচ্ছে।

(নেপথ্যে)

এই সেই পর্বতের সানুদেশসমূহ, গোদাবরী যাদের পার্শ্বে প্রবাহিতা। এখানে আছে অসংখ্য গুহা এবং নির্ঝর—এখানে তরু বন্য প্রাণীরাও ছিল আমার বন্ধু, আমি এখানে দীর্ঘকাল আমার প্রিয়াসাহচর্যে বাস করেছিলাম। ৮ ॥

সীতা—(দেখে) হায়, এই তো স্বয়ং আমার স্বামী—দেহ ক্ষীণ, দুর্বল এবং পাণ্ডুর,

যেন প্রভাতের চন্দ্র ; শুধু নিজের সৌম্য ও গম্ভীর মহিমাতেই চেনা যাচ্ছে। ভগবতি তমসে, আমাকে একটু ধরুন সীতা এইটুকু বলে তমসার বাহুতেই মূর্ছিতা হলেন)

তমসা—বৎসে, আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও !

(নেপথ্যে)

(এই পঞ্চবটী দেখে) হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন দুঃখের অগ্নি থেকে এক ধূম্রশিখা মোহের মতো আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আগে গ্রাস করছে—সেই শিখা আজ বাধাহীনভাবে জ্বলে উঠবে। ৯॥ প্রিয়ে জানকি !

তমসা—(স্বগত) গুরুজনেরা এই আশঙ্কাই করেছিলেন।

সীতা—(সুস্থ হয়ে) এটা কী করে সম্ভব ?

(পুনরায় নেপথ্যে)

হায় দেবি ! হায় বিদেহরাজপুত্রি ! দণ্ডকারণ্যবাসে আমার প্রিয়া সহচরী !

সীতা হায়, হায়, আমাকে সম্বোধন করে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন—তাঁর নীলকমলের মতো দুই চক্ষু নিমীলিত হয়ে আছে ! হায়, কেমন অসহায়ভাবে তিনি ভূমিপৃষ্ঠে গড়িয়ে পড়েছেন, মনে হয় শ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেছে। দেবি তমসে ! আমার আর্যপুত্রকে বাঁচিয়ে তুলুন ! (এই কথা বলে সীতা তাঁর চরণে পতিত হলেন)।

তমসা—হে কল্যাণি ! তুমি নিজেই পৃথিবীপতিকে সঞ্জীবিত করো। তোমার হাতের স্পর্শ ওর কাছে প্রিয় আর সেই স্পর্শেই তিনি আনন্দ পাবেন। ১০॥

সীতা—যা ঘটাবার তাই ঘটুক। আপনি যেমন যা আদেশ করেছেন তা-ই পালন করব। (ব্যস্ত হয়ে দ্রুত প্রস্থান)

(দেখা গেল রামচন্দ্র ভূমিতে শায়িত—তাঁকে স্পর্শ করে অশ্রুমুখী সীতা—রামচন্দ্রের চেতনা ফিরে এসেছে, মুখে আনন্দের প্রকাশ)

সীতা—(কিছুটা আনন্দের সঙ্গে) মনে হচ্ছে ত্রিলোকের জীবন ফিরে এসেছে।

রাম—কী আনন্দ ! এ কী ? এ কী (স্বর্গের তরু) হরিচন্দন পল্লবের রসনিষেক ! এ কী নিষ্পীড়িত চন্দ্রকিরণ-সমষ্টির নির্যাস ? অথবা আমার দগ্ধ প্রাণের উজ্জীবনের জন্যে কোনো মহৌষধি হৃদয়ে নিষিক্ত হয়েছে ! ১১॥ তাছাড়া এ নিশ্চয়ই সেই স্পর্শ—যে-স্পর্শের সঙ্গে আমি পূর্বে পরিচিত ছিলাম ; এই স্পর্শ আমার আত্মাকে সঞ্জীবিত করছে—তৃপ্ত করছে। সহসা দুঃখজাত মূর্ছা দূর করে পরে আবার আনন্দের মোহে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। ১২॥

সীতা—(ভীত ও উত্তেজিতভাবে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে) বর্তমানে এইটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

রাজা—(উঠে বসে) নিশ্চয়ই সীতাদেবী আমাকে অনুগৃহীত করেন নি !

সীতা—হায় ধিক্ ! আর্যপুত্র কি এখন আমার সন্ধান করবেন !

রাম—আচ্ছা, তাহলে তাকে একটু খুঁজে দেখি !

সীতা—ভগবতি তমসে ! চলুন, এখান থেকে যাই। মহারাজ যদি আমাকে দেখতে পান, তবে অনুমতি না নিয়ে কাছে গিয়েছি বলে আমার প্রতি খুবই ক্রুদ্ধ হবেন।

তমসা—বৎসে, গঙ্গাদেবীর অনুগ্রহে বনদেবীদের নিকটেও তুমি অদৃশ্যা[২]।

সীতা—তাই বটে,

রাম—হায় প্রিয় জানকি।

সীতা—(বিহ্বল ও অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে) ওগো দেবতা। যা ঘটে গিয়েছে তার সঙ্গে তোমার আজকের এই সব উক্তির সামঞ্জস্য কোথায়? (সীতার চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত) অথবা আমি কঠোর হয়ে এমন প্রভুর প্রতি নিষ্ঠুর হব কেমন করে? আমি দুঃখিনী, তিনি কোমলহৃদয়—তাই আমাকে এমনভাবে সম্বোধন করছেন। এঁর দর্শনলাভ জন্মান্তরেও আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আমি তাঁর হৃদয় জানি, তিনিও আমাকে জানেন।

রাম—(চারদিকে তাকিয়ে হতাশভাবে) হায়, এখানে কেউ নেই।

সীতা—ভগবতি তমসে! তিনি অকারণে আমাকে পরিত্যাগ করেছিলেন, তবু ওঁকে এইভাবে দেখে আমার হৃদয়ের যে কী অবস্থা হয়েছে তা বলতে পারি না।

তমসা—জানি বৎসে, আমি জানি। তোমার হৃদয় এই মুহূর্তে প্রেমে দ্রবীভূত। প্রথমে এই হৃদয় ছিল নৈরাশ্যহেতু উদাসীন, নির্দয় আচরণহেতু ক্রোধে মেঘাচ্ছন্ন, দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর এই আকস্মিক মিলনে সেই হৃদয় জড়ীভূত, রামচন্দ্রের হৃদয়বত্তায় প্রসন্ন এবং তারই শোকার্ত বিলাপে তোমার হৃদয় এখন পতিপ্রেমে দ্রবীভূত। ১৩॥

রাম—দেবি। তোমার স্পর্শ স্নেহে কোমল ও আর্দ্র; এই স্পর্শ যেন তোমার অনুগ্রহেরই মূর্তরূপ। এই স্পর্শ এখনও আমার আনন্দবিধান করছে। কিন্তু এই আনন্দের উৎস ওগো নন্দিনী[৩], তুমি কোথায়। ১৪॥

সীতা—এইগুলি আর্যপুত্রের মুখনিঃসৃত সুধাময় বাক্য—তাঁর অগাধ স্নেহের প্রকাশ—এবং গভীর আনন্দবর্ষী এই কথাগুলি শুনে আমি আমার জীবন মূল্যবান মনে করছি যদিও অন্যায় নির্বাসন শল্যের মতো আমার বুকে বিঁধে আছে।

রাম—অথবা আমার প্রিয়তমা এখানে কোথা থেকে আসবে। অবিরাম তার চিন্তা থেকে আমার এই ভ্রম!

(নেপথ্যে)

বিপদ। দারুণ বিপদ! ('যে তরুণ হস্তিশাবক' ইত্যাদি পাঠ—ষষ্ঠ শ্লোকের অর্ধাংশ)

রাম—(করুণ ও উৎসুক কণ্ঠ) তার কী হয়েছে।

(পুনরায় নেপথ্যে "সেই হস্তী যখন হস্তিনীর সঙ্গে" ইত্যাদি পাঠ—ষষ্ঠ শ্লোকের দ্বিতীয়াংশ)

সীতা—কাকে এখন পাঠানো হবে?

রাম—কে সেই দুরাত্মা—কোথায় সে? যে বধূর সঙ্গে বর্তমান আমার প্রিয়ার পালিত পুত্রকে আক্রমণ করে? (উঠলেন)

(ব্যস্ত হয়ে বাসন্তীর প্রবেশ)

বাসন্তী—এ কী? এ যে মহানুভব রামচন্দ্র।

সীতা—আমার প্রিয়সখী বাসন্তী।

বাসন্তী—মহারাজের জয় হোক।

রাম—(দেখে) এ কী, এ যে দেবীর প্রিয়সখী বাসন্তী।

বাসন্তী—দেব। অবিলম্বে আসুন। এখান থেকে নেমে জটায়ুশিখরের দক্ষিণে স্থিত সীতাতীর্থ পার হয়ে গোদাবরীতে আসুন, তারপর দেবীর পালিত পুত্রকে রক্ষা করুন।

সীতা—হায় পিতা জটায়ু, তোমার বিরহে এই জনস্থান জনশূন্য।

রাম—হায়, এই সকল প্রাচীন ঘটনার প্রসঙ্গ আমার পক্ষে মর্মভেদী।

বাসন্তী—দেব! এই পথে—এই পথে আসুন।

সীতা—ভগবতী, এটা কি সত্য যে বনদেবতারাও আমাকে দেখতে পাবে না ?

তমসা—সমস্ত দেবতার মধ্যে গঙ্গাদেবীর শক্তিই প্রকৃষ্টতম সুতরাং এবিষয়ে আশঙ্কার কী আছে ?

সীতা—তাহলে অনুসরণ করব। (পাদপরিক্রমা করলেন)

রাম—ভগবতি গোদাবরি, তোমাকে প্রণাম।

বাসন্তী—(দেখে) দেব, সীতাদেবীর পুত্র বিজয়ী হয়ে তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে দেখে নিশ্চয়ই আপনার আনন্দ হবে।

রাম—বধূ-সহচর এই হস্তী বিজয়ী হোক।

সীতা—ওমা। আমার সেই পোষা হাতিটা এত বড়ো হয়েছে ?

রাম—দেবি, তোমাকে অভ্যর্থনা জানাই। তোমার পালিত সেই হস্তিশিশু একদিন নতুন উদ্গত মৃণালদণ্ডের মতো কোমল দন্তাংকুরের সাহায্যে তোমার কর্ণমূল থেকে লবলীপল্লব আকর্ষণ করত—সে এখন মদস্রাবী হস্তীদের উপর বিজয়ী হয়ে যৌবনের যা-কিছু আশীর্বাদ তার অংশভাগী হয়েছে। ১৫ ॥

সীতা—সে দীর্ঘায়ু হোক, সে যেন কখনও তার এই সুদর্শনা বধূ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়।

রাম—সখি বাসন্তি, দেখো দেখো—আমাদের পালিত হস্তীটি প্রিয়াকে কেমন করে প্রসন্ন করতে হয় সেই বিদ্যাও শিখে ফেলেছে। অবলীলাক্রমে মৃণালদণ্ড ছিন্ন করে নিয়ে সে তাকে সেই খাদ্য তুলে দিচ্ছে, তারপর তার মুখে তুলে দিচ্ছে পদ্মসুবাসিত জল, শেষে শুঁড় থেকে জলরাশি তার উপর ছড়িয়ে দিচ্ছে হস্তিনীর খুশিমতো—সবশেষে প্রেমবশে একটি পদ্মপত্র ছাতার মতো ওর মাথার উপর তুলে ধরেছে। ১৬ ॥

সীতা—দেবী তমসা! সেই হাতি আজ এত বড়ো হয়েছে কিন্তু দীর্ঘকাল পরে আমার লব-কুশ কত বড়ো হয়েছে আমি জানি না।

তমসা—এটি যেমন হয়েছে তারাও তেমনি বড়ো হয়েছে।

সীতা—আমি এমন হতভাগিনী, শুধু যে অসহ্য পতিবিচ্ছেদ সহ্য করে চলেছি তা-ই নয়, পুত্রবিচ্ছেদও আমাকে সহ্য করতে হচ্ছে।

তমসা—এটাই ভবিতব্য।

সীতা—তাদের মুখ কত সুন্দর—বিরল কোমল ও শুভ্র দন্তের শোভায় তাদের কপোল কেমন উজ্জ্বল দেখাত। সুন্দর অলকশোভিত সেই মুখে মধুর কলধ্বনি। আমি কেন সেই দুই পুত্রের জন্ম দিলাম—যাদের পদ্মকলির মতো পবিত্র মুখ আমার পতি চুম্বন করলেন না ?

তমসা—দেবতার অনুগ্রহে তা-ও সম্ভব হবে।

সীতা—দেবি তমসে, পুত্রের স্মরণে আমার স্তন উচ্ছ্বসিত হচ্ছে—তা থেকে নিঃসৃত হচ্ছে দুগ্ধধারা। পুত্রদের স্মরণ করে, তাদের পিতায় সান্নিধ্যে মুহূর্তের মধ্যে মনে হচ্ছে আমি যেন সংসারিণী।

তমসা—এ বিষয়ে আর বলার কী আছে? স্নেহের সর্বাপেক্ষা পরিণত রূপ পুত্রের মধ্যেই প্রকাশিত হয়ে থাকে মাতা ও পিতার পরস্পরের দৃঢ়তম বন্ধনসূত্রে! সন্তানকে বলা যায় মিলিত জায়া-পতির এক 'আনন্দ-গ্রন্থি'[৪] কেননা তাদের স্নেহ সন্তানেই কেন্দ্রীভূত। ১৭॥

বসন্তী—মহারাজ, এই দিকেও তাকিয়ে দেখুন। এটি সেই ময়ূর, তার মণিময় মুকুটের মতো শিখা ঊর্ধ্বে তুলে আছে, সঙ্গে আছে তার বধূ—সে কদম্ব-বৃক্ষে কূজন করছে, তার নবজাত পালক সুন্দরভাবে আন্দোলিত হচ্ছে—এই ময়ূরটিকেই আপনার প্রিয়া দিনের-পর-দিন পালন করেছেন। ১৮॥

সীতা—এই তো সে! এই তো সে! (সীতার দৃষ্টিতে বিস্ময়, চক্ষে অশ্রু)

রাম—আনন্দ ভোগ করো বৎস, আনন্দ ভোগ করো।

সীতা—তাই হোক্, তাই হোক।

রাম—তোমাকে আমি স্নেহপূর্ণ মনে ছেলের মতো করে স্মরণ করছি; আমার প্রিয়া তার কমলকোমল হাতের তালি দিতে-দিতে তোমাকে নাচাতো[৫]—সঙ্গে সঙ্গে তার ভ্রূলতা দ্রুত এবং সুন্দর ভঙ্গীতে নাচতে থাকত—তুমি যখন ওকে ঘিরে নাচতে তখন তার চক্ষুগোলকের মধ্যে চক্ষুতারকাও আবর্তিত হতে থাকত। ১৯॥ কী আশ্চর্য, ইতর প্রাণীরাও পূর্ব-পরিচয়ের মূল্য বোঝে। এই কদম্বতরুতে কিছু ফুল ফুটেছে—এই তরু আমার প্রিয়ার পালিত।

সীতা—(অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে) আর্যপুত্র ঠিকই চিনতে পেরেছেন।

রাম—এই গিরিময়ূর আমার প্রিয়াকে ভোলে নি; কেননা আত্মীয়ের মতোই সে এই তরুতে আনন্দে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ২০॥

বাসন্তী—মহারাজ, এইখানে বসুন। (রামচন্দ্র উপবেশন করলেন)
ঘনজাত এবং কোমল কদলীবন-মধ্যবর্তী এই সেই শিলাতল, এখানে আপনি আপনার প্রিয়ার সঙ্গে বিশ্রাম করতেন, হরিণেরা আজ পর্যন্ত এই শিলাতল ত্যাগ করে নি, কারণ সীতা এখানে বসে প্রায়ই তাদের তৃণ বিতরণ করতেন। ২১॥

রাম—আমি আর দেখতে পারছি না!
(অশ্রুবিসর্জন করতে করতে অন্যত্র উপবেশন করলেন)

সীতা—প্রিয়সখি বাসন্তি, এই শিলাতল আর্যপুত্রকে আর আমাকে দেখিয়ে এ তুমি কী করলে? হায় হায় সেই আমার আর্যপুত্র, এই সেই পঞ্চবটীবন, সেই প্রিয়সখী বাসন্তী, এই তো সেইসব গোদাবরীর তীরস্থ-অঞ্চল - এরা সবাই আমাদের নিভৃত মিলনের সাক্ষী। এরা একই পশু-পাখি ভূমি এবং গাছ-গাছালি - এরা শৈশব থেকে আমার অনুরাগী আর আমিও সেই একই—কিন্তু আমি হতভাগিনী বলেই এইগুলি আজ কিছুই আমার জন্যে নয়। হায়! এই হল আমার পক্ষে জীবলোকের পরিবর্তন।

বাসন্তী—সখি সীতা, তুমি রামচন্দ্রের অবস্থা কেন দেখছ না? তিনি তার নব-নীলপদ্মের তুল্য স্নিগ্ধ অঙ্গের মাধুর্যে নয়নানন্দজনক, সকল সময় এবং

ইচ্ছাক্রমে দৃশ্য হলেও আমাদের কাছে ছিলেন চিরনতুন, আজ তাঁর ইন্দ্রিয় শিথিল, দেহ বিবর্ণ ও শীর্ণ—সেই একই ব্যক্তিরূপে কোনোরকমে চেনা যায়, তবু প্রিয়দর্শন ! ২২ ॥

সীতা—সখি, আমি দেখছি, সবই দেখছি।

তমসা—তোমার কাছে যিনি প্রিয়তম, সেই পতিকেই যেন সর্বদা দেখতে পার।

সীতা—হায় অদৃষ্ট ! আমি আমার পতি থেকে বিচ্ছিন্ন হব, আমার পতি বিচ্ছিন্ন হবেন আমার সান্নিধ্য থেকে, এ কি কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করতে পেরেছিল ? তাই মুহূর্তের জন্যে হলেও, যেন জন্মান্তরে পতির দর্শন পেয়েছি এইভাবে অশ্রুবর্ষণের অবকাশে তাঁকে দেখব !

(সীতা রামচন্দ্রকে দেখতে লাগলেন)

তমসা—(অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টিতে, সীতাকে আলিঙ্গন করে) তোমার নয়ন শুভ্র, মধুর ও সুন্দর—তা থেকে অবিরল ঝরে পড়ছে দুঃখ ও আনন্দের অশ্রুধারা। ওই নয়ন দীর্ঘ রোমযুক্ত, উত্তোলিত এবং প্রসারিত—যেন দুগ্ধধারার মতোই স্নেহবর্ষণ করে তোমার প্রাণনাথকে স্নান করিয়ে দিচ্ছে। ২৩ ॥

বাসন্তী—মধুক্ষরা তরুগুলি তাদের ফুল ও ফলের অর্ঘ্য নিয়ে আসুক ; পূর্ণবিকশিত পদ্মের গন্ধে সুরভিত বনবায়ু প্রবাহিত হোক। সুধাকণ্ঠী পাখিরা অনুক্ষণ মধুর সঙ্গীত বর্ষণ করুক—কেননা স্বয়ং রাজা রামচন্দ্র এই বনে আবার উপস্থিত হয়েছেন। ২৪ ॥

রাম—প্রিয়সখি, বাসন্তি ! আসুন, এইখানে উপবেশন করুন।

বাসন্তী—(নয়ন অশ্রুসিক্ত ; উপবেশন করে) মহারাজ, কুমার লক্ষ্মণ কুশলে আছেন তো ?

রাম—(না শুনে) এই বৃক্ষ, বিহঙ্গ, হরিণ—সকলকেই সীতা তাঁর পদ্মহস্তে জল, নীবারধান্য ও তৃণ বিতরণ করে লালন করেছেন। এই সব দেখে অদ্ভুত এক অবর্ণনীয় ভাবাবেগে আমি অভিভূত হচ্ছি ; এই আবেগ আমার হৃদয়ের নির্যাসতুল্য এবং প্রস্তরখণ্ডকেও ভেদ করতে সমর্থ ! ২৫ ॥

বাসন্তী মহারাজ ! আমি জানতে চেয়েছিলাম, কুমার লক্ষ্মণ ভালো আছেন কিনা।

রাম—(স্বগত) হায়, তিনি আমাকে 'মহারাজ' সম্বোধন করলেন। এ তো প্রণয়হীন সম্বোধন—অশ্রুতে অক্ষরও স্খলিত—তিনি জানতে চান শুধু লক্ষ্মণেরই কুশল। মনে হচ্ছে তিনি সীতা-কাহিনী জানেন। (প্রকাশ্যে) কুমার লক্ষ্মণ কুশলেই আছেন।

বাসন্তী—(সাশ্রুনয়নে) আপনি কেন এত নিষ্ঠুর হলেন ?

সীতা—সখি বাসন্তি, তুমি ওঁর সঙ্গে এমনভাবে কথা বলছ কেন ? আর্যপুত্র সকলের কাছ থেকেই সদয় ব্যবহার পাবার যোগ্য, বিশেষত আমার প্রিয়সখীর কাছে।

বাসন্তী—'তুমি আমার জীবন, তুমি আমার দ্বিতীয় হৃদয়, আমার নয়নে তুমি চন্দ্রকিরণ, আমার অঙ্গে তুমি অমৃত'—এই ধরনের কথায় এবং এই ধরনের আরও শত শত সুমিষ্ট বচনে সেই সরলা বালিকাকে—অথবা থাক, এবিষয়ে আর অধিক বলার কী দরকার। ২৬ ॥ (মূর্ছিত হলেন)

তমসা—এভাবে বাক্যচ্যুতি হবে এ তো স্বাভাবিক।

রাম—আশ্বস্ত হও, সখি, আশ্বস্ত হও।

বাসন্তী—(সুস্থ হয়ে) তবে কেন এই অন্যায় করলেন ?

সীতা—সখি বাসন্তি, থামো, থামো।

রাম—কারণ, প্রজারা এটি সহ্য করত না !

বাসন্তী—কেন ?

রাম—একটা কারণ নিশ্চয় তাদের জানা।

তমসা—মনে হচ্ছে, প্রজাদের এই তিরস্কার বহুবিলম্বিত !

বাসন্তী—হে নির্দয়, লোকে বলে যশ আপনার প্রিয় ! কিন্তু যশোবিরোধী ভয়ঙ্কর এমন কাজ আর কী হতে পারে ? বনে সেই মৃগনয়নার কী হল বলুন। আপনি কী মনে করেন ? ২৭ ॥

সীতা—বাসন্তি, তুমি নিজেই কঠোর এবং নির্দয়, তুমি আর্যপুত্রকে পীড়িত করছ—তিনি তো এমনিতেই দুঃখার্ত।

তমসা—না, প্রেম ও দুঃখই এই কথা বলার হেতু।

রাম—এই বিষয়ে আর কী বলব ? তার কোমল ও কটিমৃণালসদৃশ সুকুমার দেহলতা মনে হত যেন চাঁদের কিরণে তৈরি। সেই দেহ নিশ্চয়ই বন্য জন্তুরা টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলেছে—যখন গর্ভভারে মন্থর হয়ে তিনি ধীরগতিতে চলতেন—চোখ দুটো ছিল একবছরের ভীরু মৃগশিশুর মতো ! ২৮ ॥

সীতা—আর্যপুত্র, আমি এখনও বেঁচে আছি !

রাম—হায় প্রিয়ে জানকি, তুমি কোথায় ?

সীতা হায় হায় ! আর্যপুত্র সাধারণ মানুষের মতোই মুক্তকণ্ঠে রোদন করছেন !

তমসা—বৎসে, এই তো যুক্তিযুক্ত ! দুঃখ দিয়েই দুঃখ দূর করতে হয়। যখন সরোবর জলে পূর্ণ হয়ে যায় তখন খাল কেটে দেওয়াই একমাত্র প্রতিকার। মন যখন শোকে ক্ষুব্ধ হয় তখন বিলাপ করতে পারলেই তা স্থির থাকে। ২৯ ॥

বিশেষত রামচন্দ্রের জীবন আজ বহু প্রকারেই যন্ত্রণাদায়ক। অভিনিবিষ্ট মন দিয়ে তাকে পৃথিবী পালন করতে হয়, উত্তাপ যেমন কুসুমকে শুষ্ক করে তেমনি প্রিয়ার শোক তাঁর হৃদয়কে শীর্ণ করছে। তিনি নিজেই যখন তোমাকে ত্যাগ করেছেন তখন শুধু অশ্রুবর্ষণ করে তাঁর দুঃখে সান্ত্বনা পাওয়া কঠিন ; অশ্রুবর্ষণ তাঁর লাভ এইজন্যে যে এতেই তিনি এখনও বেঁচে আছেন। ৩০ ॥

রাম—হায় হায় ! গাঢ় উদ্বেগে পূর্ণ আমার হৃদয় দলিত হচ্ছে কিন্তু দ্বিধা বিদীর্ণ হচ্ছে না ; বিশীর্ণ দেহে মোহ বিস্তৃত হচ্ছে কিন্তু চেতনা হারাচ্ছে না ; অভ্যন্তরীণ দহন আমার দেহ দগ্ধ করছে—কিন্তু ভস্মে পরিণত করছে না ; বিধাতা মর্মভেদী আঘাত করছেন—কিন্তু প্রাণ বিচ্ছিন্ন করছেন না। ৩১ ॥

সীতা—ব্যাপারটা তাই বটে !

রাম—হে পৌরবর্গ ও দেশবাসিগণ ! রাজ্ঞী আমার গৃহে থাকেন এতে আপনাদের অনুমোদন ছিল না—আমি এই কথাই জানতে পেরেছিলাম, তখন তৃণখণ্ডের মতো আমি তাকে জনশূন্য বনে ত্যাগ করেছি। তার জন্যে আমি শোক করি নি। কিন্তু চিরপরিচিত এই সকল বিচিত্র দৃশ্য আমাকে বিহ্বল করেছে। আমি অসহায় বলেই এইভাবে করুণকণ্ঠে বিলাপ করছি, আপনারা ক্ষমা করুন। ৩২ ॥

বাসন্তী—(স্বগত) অতি গভীর হয়ে ভরে উঠেছে শোকরাশি ! (প্রকাশ্যে) দেব ! যা অতীত হয়ে গিয়েছে সেই বিষয়ে ধৈর্য অবলম্বন করাই কর্তব্য।

রাম—সখি, আপনি ধৈর্যের কথা বলছেন ? সীতাহীন জগতের এই দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হল। তাঁর নাম পর্যন্ত যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে—রামই বেঁচে আছে ! ৩৩ ॥

সীতা—আর্যপুত্রের এই-সব কথা শুনে আমি মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি।

তমসা—বৎসে, সে কথা সত্য। এই কথাগুলি স্নেহসিক্ত হলেও শোকের অভিব্যক্তি বলেই দারুণ স্তুতরাং তোমার কাছে প্রীতিপ্রদ হতে পারে না। তোমার উপর যেন বর্ষিত হচ্ছে বিষমিশ্রিত মধুধারা ! ৩৪ ॥

রাম—বাসন্তি ! দুঃখের তীক্ষ্ণ শল্য অগ্নিতপ্ত বর্শার মতো বক্রভাবে আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হয়েছে অথবা সর্পের বিষাক্ত দংশনের মতো আমাকে পীড়িত করছে—তা-ও কি আমি সহ্য করি নি ? ৩৫ ॥

সীতা—আমি হতভাগিনী নারী, আমি আবার আর্যপুত্রের যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছি !

রাম—যদিও আমি আমার হৃদয় দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছি তবু যে-সব দৃশ্য একদিন আমার কাছে খুবই পরিচিত ছিল—তা দেখে আমি এক অদম্য আবেগ অনুভব করছি। কেননা, যে শোকের আবেগ উদ্গত হয়ে সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে তাকে সংযত করবার জন্যে আমি অতি কষ্টে যে চেষ্টাই করি না কেন—সেই সব চেষ্টাই ব্যর্থ করে দিয়ে এক আকর্ষণীয় মোহ আমার হৃদয় গ্রাস করছে—যেমন জলপ্রবাহ অদম্য বেগে প্রবাহিত হয়ে বালুকানির্মিত সেতু চূর্ণ করে দেয়। ৩৬ ॥

সীতা—এই যে আর্যপুত্রের দুঃখজনিত হৃদয়ের ক্ষোভ তা সংযত করা যাচ্ছে না—এ দেখে আমার হৃদয় নিজের দুঃখ ভুলে গিয়ে কেমন যেন মুগ্ধ হয়ে পড়েছে।

বাসন্তী—(স্বগত) মহারাজের এখন খুবই যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা ! আমি অন্যদিকে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করি। (প্রকাশ্যে) মহারাজ, জনস্থানের এই অংশগুলি আপনার পূর্ব পরিচিত, দেখে এদের সম্মানিত করুন।

রাম—তাই হোক। (উঠে পরিক্রমণ করতে লাগলেন)।

সীতা—আমার বিশ্বাস, প্রিয়সখী তাঁর দুঃখ দূর করার জন্যে যে কৌশলের কথা ভাবছেন তাতে তাঁর যন্ত্রণা বেড়েই যাবে।

বাসন্তী—(করুণ কণ্ঠে) দেব ! দেব ! এই লতাকুঞ্জেই আপনি একদিন প্রতীক্ষা করছিলেন, আপনার দৃষ্টি ছিল তাঁর আগমন পথের দিকে, এদিকে গোদাবরীর বালুকাতটে হংসের সঙ্গে কৌতুকক্রীড়ায় তাঁর অনেক দেরি হয়ে গেছে। ফিরে আসবার পথে আপনাকে বিরক্ত দেখে তিনি ভয়ে পদ্মকলির মতো হাতদুটি একত্র বদ্ধ করে সুন্দর প্রণামাঞ্জলি রচনা করেছিলেন।[৬] ॥ ৩৭ ॥

সীতা—তুমি নিষ্ঠুর বাসন্তি ! তুমি নির্মম ! যে তুমি এমনি করে মর্মভেদী গূঢ় হৃদয়শল্য নাড়াচাড়া করে বার বার মন্দভাগিনী আমাকে এবং আর্যপুত্রকেও সন্তাপিত করছ।

রাম—জানকি, নিষ্ঠুর তুমি—তোমাকে এখানে-ওখানে যেন দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তুমি

আমাকে অনুগ্রহ করছ না। হায় দেবি, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, দেহের বন্ধন শিথিল হয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে, সমস্ত পৃথিবী যেন শূন্য—অন্তরে অবিরাম দহনজ্বালা, তার ঘন শিখায় আমি জ্বলছি, আমার ব্যথিত অন্তরাত্মা কাঁপতে কাঁপতে যেন গহন অন্ধকারে মগ্ন হতে চলেছে—চারদিক থেকে এক মোহ আমাকে আচ্ছন্ন করেছে; আমি মন্দভাগ্য, আমি কী করব? ৩৮॥ (মূর্ছিত হলেন)

সীতা—হায় হায়, আর্যপুত্র আবার মূর্ছিত হলেন।

বাসন্তী—দেব! আশ্বস্ত হোন, আশ্বস্ত হোন।

সীতা—আর্যপুত্র! অভিশপ্ত জীবন আমার, কেননা মন্দভাগিনী আমার জন্যেই তোমার বার বার দশান্তর ঘটছে—যাতে তোমার জীবন সংশয়িত হচ্ছে—অথচ তুমি সমগ্র বিশ্বের মঙ্গলের আধার। (মূর্ছিত হলেন)

তমসা—বৎসে, আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও। তোমার হাতের স্পর্শই প্রিয় রামচন্দ্রকে পুনরায় উজ্জীবিত করবে।

বাসন্তী কী! এখনও ওঁর জ্ঞান ফিরে এল না। হায় প্রিয়সখি সীতা, কোথায় তুমি? তোমার প্রাণেশ্বরকে সঞ্জীবিত করো।

(সীতা দ্রুতপদে রামচন্দ্রের কাছে এলেন তাঁর বুকে ও কপালে স্পর্শ করলেন[৭])

বাসন্তী—কী আনন্দ, প্রিয় রামচন্দ্রের জ্ঞান ফিরে এসেছে।

রাম—এর স্পর্শ যেন অমৃতময় প্রলেপে আমার বহিরঙ্গ দেহধাতুগুলিকে সিক্ত করে পুনরায় আমার মধ্যে চেতনা সঞ্চারিত করছে—কিন্তু সহসা আনন্দহেতু ভিন্ন এক মোহ আমার সমস্ত দেহকে অবশ করে দিচ্ছে। ৩৯॥ (আনন্দে ওঁর চোখ নিমীলিত হয়ে এল) সখি বাসন্তি, তুমি ভাগ্যবতী!

বাসন্তী—দেব! কিসে আমি ভাগ্যবতী?

রাম—সখি, আর কিসে? জানকী আবার আমার সঙ্গে রয়েছেন।

বাসন্তী—হায় দেব রামভদ্র! কোথায় সে?

রাম—(স্পর্শসুখ পাচ্ছেন, এই অভিনয় করে) দেখো, নিশ্চয়ই তিনি এইখানে তোমার সামনেই আছেন।

বাসন্তী—দেব! আমি দুঃখভাগিনী, এমনিতেই আমি প্রিয়সখীর দুঃখে দগ্ধ হয়ে আছি, আপনি কেন মর্মভেদী এইসব প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করে আমার শোকাগ্নিতে পুনরায় ইন্ধন যোগাচ্ছেন?

সীতা—আমি সরে যেতে চাই, কিন্তু আমার এই হাত চিরস্নেহময় আর্যপুত্রের সৌম্য শীতল স্পর্শে—যা কিনা আমার দীর্ঘ দারুণ সন্তাপ দ্রুত দূর করে দিচ্ছে—যেন এক তীক্ষ্ণ তপ্ত লেপনে নিবদ্ধ থেকে ঘামছে, সইতে পারছে না এমনভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে, কাঁপছে, অবশ হয়ে পড়ছে।

রাম—সখি, তুমি প্রলাপের কথা কেমন করে বললে? যে কঙ্কণশোভিত হস্ত আমি পূর্বে বিবাহের সময় গ্রহণ করেছিলেন—তা ছিল- অমৃততুল্য, চন্দ্রকিরণের মতোই শীতল ও স্নিগ্ধ—

সীতা—আর্যপুত্র, আপনিও সেইরূপই আছেন।

রাম—তুষারখণ্ডের মতো শীতল এবং লবলী-কলিকার মতো কোমল তার সেই হাতই আমি আবার ফিরে পেয়েছি। ৪০ ॥ (রাম হাত ধরলেন।)

সীতা—হায় হায়! আর্যপুত্রের হাতের স্পর্শে মুগ্ধ হয়ে নিশ্চয়ই আমি ভুল করে ফেললাম।

রাম—সখি বাসন্তি! আনন্দে আমার ইন্দ্রিয় অবশ, উত্তেজনাহেতু আমি স্বাধীন নই। মুহূর্তের জন্যে এঁকে ধরো।

বাসন্তী—এ যে দেখছি উন্মত্ততা! (সীতা দ্রুত হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সরে গেলেন)

রাম—হায় হায় কী প্রমাদ! আমার অবশ, ঘর্মাক্ত ও কম্পিত হাত থেকে তার অবশ, ঘর্মাক্ত ও কম্পিত হাত সহসা ভ্রষ্ট হল। ৪১ ॥

সীতা—হায় হায়, কখনও দৃষ্টি বিক্ষিপ্ত কখনও বা স্থির, কখনও বিহ্বল কখনও বা ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ—তিনি এখনও নিজেকে সংযত করতে পারেন নি।

তমসা—(সীতার দিকে তাকালেন; তাঁর দৃষ্টিতে স্নেহ, কৌতুক ও হাসি) প্রিয়স্পর্শ-জনিত আনন্দেই আমার প্রিয়পাত্রী সীতার অঙ্গ স্বেদাক্ত, রোমাঞ্চিত ও কম্পিত, তাঁকে মনে হচ্ছে যেন বায়ুতাড়িত এবং নববর্ষণসিক্ত কদম্বতরুর একটি শাখা—যেখানে কলিকা উদ্গত হয়েছে। ৪২ ॥

সীতা—(স্বগত) আমার হৃদয়ের উপর শাসনশক্তি আমি হারিয়ে ফেলেছি, পূজনীয় তমসার কাছে আমি লজ্জিত? এই পত্নী ত্যাগ আর আমার দিক থেকে এই আকর্ষণ দেখে তিনি কী ভাববেন?

রাম—(সকল দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে) কী! সে কি এখানে নেই? হায় অকরুণা সীতা!

সীতা—আমি নিশ্চয়ই দয়াহীনা—কেননা, আপনাকে এই অবস্থায় দেখে আমি এখনও বেঁচে আছি।

রাম—দেবি! কোথায় তুমি? আমাকে অনুগ্রহ করো। আমাকে এই অবস্থায় তোমার ত্যাগ করা অনুচিত।

সীতা—আর্যপত্র! একথা কিন্তু সত্যের বিপরীত!

বাসন্তী—শান্ত হোন দেব, শান্ত হোন। আপনার অপরিসীম ধৈর্যগুণে স্বভূমিচ্যুত মনকে সংযত করুন। আমার প্রিয়সখী এখানে কোথা থেকে আসবে?

রাম—নিশ্চয়ই সে এখানে নেই, তা না হলে বাসন্তীও তাকে দেখতে পাবে না কেন? এ কি তবে স্বপ্ন? কিন্তু আমি তো নিদ্রিত হই নি! রামের নিদ্রা হবে কী করে? এ নিশ্চয়ই সেই সর্বশক্তিময়ী মায়া—যার সৃষ্টি হয়েছে অনুক্ষণ তার মূর্তির ধ্যান থেকে। এই মায়াই বার বার আমাকে জড়াচ্ছে।

সীতা—আমি নিষ্ঠুর, আমিই আর্যপুত্রকে প্রতারিত করেছি।

বাসন্তী—দেখুন দেব, দেখুন—এখানে রাবণের ভগ্ন লোহরথ, জটায়ু এই রথ ভেঙে-ছিলেন—আপনার সামনে পিশাচের মুখবিশিষ্ট গাধাগুলি—এখন তাদের কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট আছে। এই স্থান থেকেই শত্রু জটায়ুর পক্ষমূল তরবারিতে ছিন্ন করে সীতাকে নিয়ে আকাশে উঠছিলেন—সীতা ক্রোধে কাঁপছিলেন—তাঁকে মনে হচ্ছিল যেন বিদ্যুদ্‌গর্ভ মেঘ। ৪৩ ॥

সীতা—আর্যপুত্র! তাত জটায়ুকে নিধন করা হচ্ছে, আমি অপহৃত হচ্ছি—রক্ষা করুন, রক্ষা করুন!

রাম—রে পাপাত্মা, তাত জটায়ুর প্রাণঘাতী ও সীতাপহারক! কোথায় যাচ্ছিস্ ?
বাসন্তী—আপনি রাক্ষসকুলের ধ্বংসের ধূমকেতু স্বরূপ—এখনও কি আপনার ক্রোধের পাত্র অবশিষ্ট আছে ?
সীতা—হায়, আমিও উদ্ভ্রান্ত হয়েছিলাম।
রাম—আমার এই বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন অদ্ভুতই বটে। সুনয়না সীতার সঙ্গে প্রথম বিচ্ছেদ জগতে এক বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল—কেননা তাতে ছিল সাহসী বীরগণের যুদ্ধ—সেই যুদ্ধে বহু বিচিত্র ঘটনা ঘটেছিল যা মনকে অন্যমুখী করে রেখেছিল—সেই বিচ্ছেদের শেষে ছিল শত্রুকুলের নিধন, নিধনের উপায়ও ছিল অসংখ্য—কিন্তু আমার এই বিচ্ছেদ অন্তহীন, এই বিচ্ছেদের কোনো প্রতিকার নেই! এই বিচ্ছেদ নীরবে কীভাবে আমি সহ্য করব ? ৪৪॥
সীতা—বিচ্ছেদ অন্তহীন! আমি মন্দভাগিনী, আমার সর্বনাশ!
রাম—হায় কী কষ্ট! প্রিয়তমে, তুমি কোন্ স্থানে আছ যেখানে বানররাজের সঙ্গে মৈত্রী ব্যর্থ, বানরসৈন্যের শক্তিও যেখানে নিষ্ফল; জাম্ববতের জ্ঞানও যেখানে অর্থহীন—পবননন্দন হনুমান যেখানে প্রবেশ করতে পারে না; এমন কি বিশ্বকর্মার পুত্র নলও যেখানে যাওয়ার পথ নির্মাণ করতে পারে না—লক্ষ্মণের শরও যেখানে ভেদ করতে অক্ষম। ৪৫॥
সীতা—প্রথম বিরহকেই আমি অভিনন্দিত করি।
রাম—সখি বাসন্তি, বন্ধুদের কাছে রামের দর্শনই দুঃখজনক, আর কতক্ষণ আমি আপনাকে কাঁদাব; এখন আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিন।
সীতা—(আবেগে ও বিহ্বলতায় তমসাকে আলিঙ্গন করে) ভগবতি তমসে, আর্যপুত্র চলে যাচ্ছেন। (সীতা মূর্ছিতা হলেন)
তমসা—বৎসে আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও। আয়ুষ্মান লব ও কুশের জন্মমঙ্গলানুষ্ঠানে ভগবতী ভাগীরথীর চরণে আমরাও নিশ্চয়ই উপস্থিত হব।
সীতা—ভগবতি, প্রসন্ন হও, ক্ষণমাত্রের জন্যে হলেও দুর্লভদর্শন এই মানুষটিকে আমি দেখব।
রাম—এখন অশ্বমেধ যজ্ঞে আমার এক সহধর্মচারিণী আছেন।
সীতা—(কম্পিতকণ্ঠে) কে, আর্যপুত্র ?
রাম—সীতার স্বর্ণময়ী প্রতিমা।[১]
সীতা—(স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, অশ্রুপূর্ণ চক্ষে) এখন সত্যিই আপনি আমার আর্যপুত্র! পরিত্যাগজনিত লজ্জার কণ্টক আপনিই এখন তুলে নিলেন।
রাম—সেই প্রতিমা দেখে আমি আমার অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টি তৃপ্ত করি।
সীতা—সেই প্রতিমা ধন্য যাকে আর্যপুত্র এত গভীরভাবে সম্মানিত করেছেন আর আর্যপুত্রকে প্রসন্ন করে যিনি জগতের আশারূপে বন্দিত হবার যোগ্য।
তমসা—(সীতাকে আলিঙ্গন করলেন, পরে সস্নেহ হাসি ও অশ্রুর সঙ্গে) বৎসে, এই কথা বলে তুমি নিজেকেই নিজে প্রশংসা করছ।
সীতা—(লজ্জায় অবনতমুখে) দেবী তমসা আমাকে উপহাস করছেন।
বাসন্তী—এই সাক্ষাৎকার আমার কাছে এক বিশেষ অনুগ্রহ। বিদায়ের কথায় বলছি, যাতে কার্যহানি না হয় তাই করুন।

সীতা—বাসন্তী এখন আমার প্রতিকূল।

তমসা—বৎসে, এসো, আমরা যাই।

সীতা—(দুঃখের সঙ্গে) তাই করি।

তমসা—কিন্তু যাবে কেমন করে? তোমার দৃষ্টি রামচন্দ্রে নিবদ্ধ—সে দৃষ্টি দর্শনকামনায় দীর্ঘায়িত—মর্মচ্ছেদকারী যত্ন হলেও সেখান থেকে সেই দৃষ্টি তুলে আনা কঠিন। ৪৬ ॥

সীতা—আর্যপুত্রের কমলচরণে আমার বার বার প্রণাম—অসামান্য পুণ্যের ফলে যে চরণের দর্শন সম্ভব হয়। (মূর্ছিতা হলেন)

তমসা—বৎসে আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও।

সীতা—(আশ্বস্ত হয়ে) মেঘের অন্তরালে পূর্ণচন্দ্রের দর্শন আর কতক্ষণ সম্ভব?

তমসা—কী অপূর্ব এই ঘটনাবিন্যাস; করুণরস—স্বরূপত একই, বিভিন্ন কারণের সংযোগে বিচিত্র রূপে গ্রহণ করে—যেমন জলের বিচিত্র রূপান্তর কোথাও আবর্ত, কোথাও বুদ্বুদ, কোথাও তরঙ্গ—কিন্তু সবই এক জল মাত্র![১০] ॥ ৪৭ ॥

রাম—হে বিমানরাজ পুষ্পক—এখানে এখানে!

(সকলে উঠলেন)

তমসা ও বাসন্তী—(রাম ও সীতার প্রতি) পৃথিবী, ভাগীরথী ও আমাদের ন্যায় দেবীগণ, প্রথম ছন্দের প্রবক্তা কুলপতি, অরুন্ধতীসহ ঋষি বশিষ্ঠ—সকলেই আপনাদের আশীর্বাদ করুন যেন সেই আশীর্বাদ অনন্ত কল্যাণ বিধান করে। ৪৮ ॥ (সকলের প্রস্থান)

॥ ভবভূতিরচিত 'উত্তররামচরিত' নাটকে 'ছায়া'[১১] নামক তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × চতুর্থ অংক × × × × × × × × × × × ×

(দুই তাপসের প্রবেশ)

প্রথম—সৌধাতকি দেখ, ভগবান বাল্মীকির আশ্রমের কী সুন্দর রূপে—অতিথিরা অধিক সংখ্যায় এখানে সমবেত হয়েছেন, তাদের অভ্যর্থনার জন্যে কী বিপুল আয়োজন চলেছে—

সদ্যপ্রসূতা স্ত্রী-মৃগীর পানাহারের পর যা অবশিষ্ট রয়েছে সেই নীবার-ধান্যের মধুর ও উষ্ণ মণ্ডের পানীয় আশ্রমের মৃগ কেমন সুন্দর পান করছে! বদরীফলের সঙ্গে মিশ্রিত করে যে সব্জি রান্না করা হচ্ছে তার সুগন্ধ চারধারে ছড়িয়ে পড়ছে—তার সঙ্গে মিশে আছে ঘৃতের সঙ্গে মিশ্রিত অন্নের সৌরভ। ১ ॥

সৌধাতকি—এই বিচিত্র ধরনের শ্বেতশ্মশ্রু ব্যক্তিদের স্বাগত জানাই, কেননা এঁদের জন্যেই আজ আমাদের ছুটি।

প্রথম—(হেসে) গুরুজনদের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা জানাবার কারণটি কিন্তু অদ্ভুত!

সৌধাতকি—ওগো দাণ্ডায়ন! যে অতিথি আজ সঙ্গে বহু বৃদ্ধকে নিয়ে এখানে এলেন তাঁর নামটি কী?

দাণ্ডায়মান—তোমার পরিহাসকে ধিক ! আরে ইনি যে ঋষি বশিষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম থেকে আজ এসেছেন, সঙ্গে আছেন মহারাজ দশরথের মহিষীগণ—পুরোভাগে আছেন দেবী অরুন্ধতী। তুমি কেন এভাবে প্রলাপ বকছ ?

সৌধাতকি—ও ! বশিষ্ঠ !

দাণ্ডায়ন—নিশ্চয়ই !

সৌধাতকি—আমি ভেবেছিলাম, ইনি নেকড়ে বা বাঘ হবেন !

দাণ্ডায়ন—আঃ, কী বলছ তুমি ?

সৌধাতকি—কেন, তিনি এখানে আসা মাত্র বেচারা কল্যাণী কপিলে বাছুরটাকে কাটা হল।

দাণ্ডায়ন—শাস্ত্রে আছে—মধুপর্কের অর্ঘ্যের সঙ্গে থাকবে মাংসের উপচার। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ অতিথি হয়ে এলে গৃহস্থগণ বকনা বাছুর[১], বড়ো ষাঁড় কিংবা ছাগ উপহার দিয়ে থাকেন। ধর্মশাস্ত্রকারগণ এটিকে কর্তব্য হিসেবে নির্দেশ করেছেন।

সৌধাতকি—তাই নাকি ? তাহলে তুমি ধরা পড়েছ !

দাণ্ডায়ন—তার মানে ?

সৌধাতকি—ঋষি বশিষ্ঠ যখন এলেন একটি বাছুর বধ করা হল। কিন্তু আজ যখন রাজর্ষি জনক এলেন, পূজ্যপাদ বাল্মীকি কেবল দধি ও মধুর সঙ্গে মধুপর্ক[২] দান করলেন—বাছুর বাদ দিয়ে দিলেন।

দাণ্ডায়ন—ঋষিগণ অর্ঘ্যদানের এই রীতি স্থির করেছেন তাঁদেরই জন্যে যাঁরা মাংসাহার থেকে নিবৃত্ত হন নি ; কিন্তু রাজর্ষি জনক মাংসাহার বর্জন করেছেন।

সৌধতকি—কেন ?

দাণ্ডায়ন—যে মুহূর্তে তিনি সীতাদেবীর সেই দৈব দুর্বিপাকের কথা শুনেছেন সেই মুহূর্তেই তিনি গ্রহণ করেছেন সন্ন্যাসীর জীবন। কয়েক বছর হল তিনি চন্দ্রদ্বীপের তপোবনে কঠোর তপস্যা শুরু করেছেন।

সোধাতকি—তবে এখানে তিনি কেন এলেন ?

দাণ্ডায়ন—তাঁর পুরাতন এবং ঘনিষ্ঠ বান্ধব বাল্মীকিকে দর্শন করতে।

সৌধাতকি - সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে আজ তাঁর দেখা হয়েছে কি ?

দাণ্ডায়ন—এইমাত্র ঋষি বশিষ্ঠ ভগবতী অরুন্ধতীকে কৌশল্যার কাছে পাঠালেন এই কথা জানাতে -- আপনি নিজেই এসে বিদেহরাজের সঙ্গে দেখা করুন।

সৌধাতকি এই বৃদ্ধ ব্যক্তিরা যেমন পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হচ্ছেন—তেমনি আমরাও এই বালকদের সঙ্গে মিলিত হব এবং খেলা করেই আজকের অনধ্যায়দিবস উদ্‌যাপিত করব। কিন্তু জনক এখন কোথায় ?

দাণ্ডায়ন—এই যে ব্রহ্মের প্রবক্তা বৃদ্ধ রাজর্ষি জনক তিনি বাল্মীকি এবং বশিষ্ঠকে বন্দনা করে আশ্রমের বাইরে তরুমূলে উপবেশন করে আছেন। যিনি হৃদয়ে নিরন্তর সীতাশোকযুক্ত হয়ে তাপিত হচ্ছেন, যেন এক বৃদ্ধ বনস্পতি—যার অন্তরে অগ্নি দীপ্যমান। ২ ॥ (উভয়ের প্রস্থান)

॥ মিশ্র বিষ্কম্ভক সমাপ্ত ॥

(জনকের প্রবেশ)

জনক—কন্যার উপর ঐরকম যে দুর্যোগ ঘটেছিল, প্রবল তীব্র হৃদয়ক্ষতকরা ব্যথিয়ে তোলা সেই দুর্যোগের চিন্তায় আবদ্ধ আমার দুঃখ অবিরাম ধারায় বেয়ে চলেছে। চিরনূতন ভাবে তা করাত দিয়ে মর্মস্থলগুলি যেন কেটে কেটে চলেছে—এখনও থামছে না। ৩॥

কী কষ্ট! আমার এই দগ্ধ দেহ—যার সকল রস ও ধাতু জরা ও দঃসহ দুঃখে আবার পরাক, শান্তপন[৩] প্রভৃতি জপানুষ্ঠান-দ্বারা শুকিয়ে গিয়ে নিরালম্ব হয়ে পড়েছে- আজও পড়ে যাচেহ না। ঋষিগণ মনে করেন যারা আত্মঘাতী তাদের জন্যেই সেই সূর্যহীন 'অন্ধতামিস্র'[৪] লোকগুলি নির্দিষ্ট। আমার দুঃখের ভয়ানক যন্ত্রণা বহু বর্ষ পরেও যেন নূতন, অবিরত চিন্তার ফলে এখনও সজীব—কিছুতেই তার শেষ হচ্ছে না। হায় মা সীতা, তুমি যজ্ঞভূমি থেকে উৎপন্না—কিন্তু তোমার জন্মের এমন পরিণাম যে লজ্জায় আমি মুক্তকণ্ঠে কাঁদতেও পারছি না। হায় পুত্রি! হায় ভগবতি বসুন্ধরে, তোমার হৃদয় সত্যিই অত্যন্ত কঠিন। তোমার শৈশবের সেই কমলকোমল মুখখানি আমার মনে পড়ছে—সেই মুখে খেয়ালখুশিমতো হাসি ও চোখের জল, কয়েকটি কোমল দন্তকলির দীপ্তি—সেখানে কথা স্খলিত ও অর্থহীন, তবু মধুর! ৪॥

তুমি কেন তোমার সেই কন্যার ঐভাবে বিলুপ্তি সহ্য করলে? তুমি নিজে তার মহিমার কথা জানতে—অগ্নিদেব, মুনিগণ বশিষ্ঠপত্নী. গঙ্গাদেবী এমন কি রঘুবংশের স্রষ্টা ভগবান সূর্য পর্যন্ত জানতেন! বাগ্‌দেবতা যেমন বিদ্যাকে সৃষ্টি করেন তুমিও তেমনি তাকে জন্ম দিয়েছিলে! সেই কন্যা নিজেও তো ছিল এদেরই তুল্য দেবী! ৫॥

(নেপথ্যে)

এইদিকে ভগবতী! এইদিকে মহারানী!

জনক—(দেখে) তাইতো, এ যে ভগবতী অরুন্ধতী—গৃষ্টি[৫] তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে। (উঠলেন) কিন্তু সে 'মহারানী' কাকে বলছে? (লক্ষ্য করে) এ কী করে সম্ভব? ইনিই তো আমার প্রিয়সখা মহারাজ দশরথের ধর্মপত্নী কৌশল্যা। কে বিশ্বাস করবে যে ইনিই তিনি? দশরথের গৃহে ইনি ছিলেন লক্ষ্মীরূপা; অথবা তিনি নিজেই ছিলেন স্বয়ং লক্ষ্মী—উপমান পদেরই বা প্রয়োজন কী? হায়, সেই রমণী আজ দৈববশে অন্য মূর্তি গ্রহণ করেছেন—যেন দুঃখেরই প্রতিমূর্তি! হায়, এ কি ভাগ্য-বিপর্যয়! ৬॥

যিনি পূর্বে আমার দৃষ্টিতে ছিলেন মূর্ত মহোৎসব—আজ তাঁরই দর্শন ক্ষতে লবণের মতোই অসহনীয়। ৭॥

(অরুন্ধতী, কৌশল্যা ও কঞ্চুকীর প্রবেশ)

অরুন্ধতী—আমি আপনাকে বলছি, আপনার বংশের কুলগুরু বশিষ্ঠের নির্দেশ এই, আপনি নিজে এসে বিদেহরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন। এই জন্যেই আমাকে পাঠানো হয়েছিল—তাহলে পদে পদে এই দ্বিধা কেন?

কঞ্চুকী—দেবি, আপনি স্থির হয়ে ভগবান বশিষ্ঠের নির্দেশ পালন করুন—এই আমার অনুরোধ।

কৌশল্যা—এই সময়ে মিথিলারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রয়োজন - একথা ভাবতেই সমস্ত দুঃখ একই সঙ্গে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। আমার হৃদয়কে আমি আশ্বস্ত করতে পারছি না, হৃদয়ের মূল বন্ধন যেন উন্মূলিত হচ্ছে।

অরুন্ধতী—এতে আর সন্দেহ কী? সম্পর্কিত জনের বিচ্ছেদে মানুষের যে দুঃখের উদ্ভব তা সকল সময়ে অনুভূত হলেও অত্যন্ত প্রিয়জনের দর্শনে অসহনীয় হয়ে উঠে—আমাদের চারধারে যেন সহস্রধারায় উচ্ছ্বসিত হতে থাকে ॥ ৮ ॥

কৌশল্যা—প্রিয় পুত্রবধূর অদৃষ্টে যা ঘটে গেছে তারপর তার পিতা রাজর্ষির সামনে আমি মুখ দেখাব কেমন করে?

অরুন্ধতী—জনককুলের মুখ্য ইনিই আপনাদের প্রধান আত্মীয়, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য যাঁর কাছে ব্রহ্মবিদ্যা ব্যাখ্যা করেছিলেন ॥ ৯ ॥

কৌশল্যা—মহারাজের (দশরথের) সঙ্গে অভিন্নহৃদয়, আমার আদরের পুত্রবধূর পিতা ইনিই রাজর্ষি জনক! হায় হায়, আমার সেই দিনগুলির কথা মনে পড়ছে, যখন কোনো দুঃখ ছিল না বলেই জীবন ছিল উপভোগ্য! হায় অদৃষ্ট, সেই দিনগুলি আর নেই!

জনক—(সামনে এগিয়ে) ভগবতি অরুন্ধতি, লাঙ্গলধ্বজ জনকের[৬] অভিবাদন গ্রহণ করুন। আপনার দ্বারা আপনার পতি (বশিষ্ঠ) পবিত্র জ্যোতির আধার এবং প্রাচীন ঋষিগণের মধ্যে মহত্তম হয়েও নিজেকে পবিত্র মনে করেন; আপনি ত্রিলোকের মঙ্গলের কারণস্বরূপ, ঊষাদেবতার মতোই আপনি সমগ্র পৃথিবীর পূজ্যা—ভূমিতলে মস্তক অবনত করে আপনাকে বন্দনা করি ॥ ১০ ॥

অরুন্ধতী—আপনাতে অক্ষয় জ্যোতির প্রকাশ ঘটুক; সকল তেজের পরপারে যে দেবতা বিরাজিত তিনি আপনাকে পবিত্র করুন।

জনক—আর্যে গৃষ্টি! প্রজাপালক সেই রাজার মাতা[৭] কুশলে আছেন তো?

কঞ্চুকী—(স্বগত) আমাদের নিষ্ঠুরভাবে এবং খোলাখুলিভাবে তিরস্কার করা হচ্ছে। (প্রকাশ্যে) রাজর্ষি! দেবী এমনিই অত্যন্ত দুঃখার্তা; এমন ক্রোধ প্রকাশ করে তাঁকে আর নূতন দুঃখ দেবেন না। তিনি রামচন্দ্রের চন্দ্রমুখ দর্শন থেকে দীর্ঘকাল বঞ্চিত। নিশ্চয়ই রামেরও কোনো শোচনীয় দুর্বিপাক ঘটে থাকবে। নগর ও পল্লীবাসীদের মধ্যে এক ভয়ানক কলঙ্ক কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছিল দেখে মহারাজ ঐ নিষ্ঠুর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন—কেননা প্রজারা নীচাশয়, তারা অগ্নিবিশুদ্ধির কাহিনী বিশ্বাস করত না।

জনক—(ক্রুদ্ধ কণ্ঠে) ওঃ! কে এই অগ্নিদেবতা যে আমার কন্যাকে বিশুদ্ধ করার স্পর্ধা প্রকাশ করবে? হায়, রামচন্দ্র আমাদের অপমান করছেন—আবার এই-জাতীয় কথা বলে লোকেরাও অপমান করছেন।

অরুন্ধতী—ঠিক তাই। আমার কন্যা সম্পর্কে অগ্নির উল্লেখই অপমানজনক। সীতা-শব্দই যথেষ্ট। হায় বৎসে, শিশু বা শিষ্যা—যাই হোক না কেন, তোমার চরিত্র-শুচিতার উৎকর্ষই তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করছে। শিশু-রূপেই হোক, স্ত্রীরূপেই হোক তুমি ত্রিলোকের পূজ্য, গুণই গুণিজনের

কাছে আদরণীয়—তাঁরা স্ত্রী-পুরুষ বা বয়স বিচার করেন না[৮] ॥ ১১ ॥
কৌশল্যা—হায়, আমার যন্ত্রণা আবার জেগে উঠছে। (মূর্ছিতা হলেন)
জনক—হায়, এ কী হল ?
অরুন্ধতী—রাজর্ষি, অন্য কী আর হবে? সেই রাজা (দশরথ), সেই সুখ, সেই শিশুদল (রাম প্রভৃতি) এবং সেই দিনগুলি—আপনি তার বন্ধু, আপনার দর্শনে সেই সবই তাঁর স্মৃতিপথে জেগে উঠেছিল; তারপরে বর্তমানের এই ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের কথা ভেবে আপনার সখী জ্ঞান হারিয়েছেন। ধর্মবতী রমণীদের মন কুসুমের মতোই কোমল ॥ ১২ ॥
জনক—হায় হায়, আমি সব দিক দিয়েই নিষ্ঠুর হয়েছি। আমার প্রিয় বন্ধুর প্রিয়া ভার্যাকে দীর্ঘকাল পরে দেখেও সদয়ভাবে গ্রহণ করি নি। তিনি ছিলেন আমার সুযোগ্য আত্মীয়, আমার প্রিয় সুহৃদ, আমার হৃদয়, আমার আনন্দের মূর্ত বিগ্রহ, আমার নিখিল জীবনের ফল, আমার দেহ ও প্রাণ এবং এদের থেকে প্রিয়তর যা-কিছু—সেই মহারাজ দশরথ আমার কী না ছিলেন ? ॥ ১৩ ॥
হায়, এই সেই কৌশল্যা! তিনি বা তাঁর স্বামী গোপনে যত গুরুতর অপরাধই করতেন, আমার কাছেই ওরা একে অন্যের নিন্দা করতেন; শেষ পর্যন্ত ওঁরা সন্ধি করবেন বা ক্রুদ্ধ হয়েই থাকবেন—সেটা আমার উপরই নির্ভর করত। কিন্তু থাক এসব কথা; যা আমার মনকে আক্রান্ত করে দগ্ধ করছে, আমি কেন তা মনে করতে যাব ? ॥ ১৪ ॥
অরুন্ধতী—হায়, বহুক্ষণ শ্বাসরুদ্ধ থাকায় উনি নিষ্পন্দ হয়ে আছেন।
জনক—হায় প্রিয় সখী! (কমণ্ডলু থেকে জল সিঞ্চন করলেন)
কঞ্চুকী—দৈব প্রথমে বিশ্বস্ত বন্ধুর মতোই সুখপ্রদ অবিমিশ্র আনুকূল্য প্রদর্শন করে সহসা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে নিদারুণ রূপ গ্রহণ করে মনোবেদনা সৃষ্টি করছে ॥ ১৫ ॥
কৌশল্যা—(সুস্থ হয়ে) বৎসে জানকী, তুমি কোথায়? তোমার মুখকমল আজ মনে পড়ছে, যেখানে সব সময় এক পবিত্র হাসি ফুটে থাকত; এর প্রধান কারণ সদ্যসমাপ্ত বিবাহের গৌরব। বৎসে, উজ্জ্বল চাঁদের আলোর মতো অঙ্গ নিয়ে তুমি এসে আমার কোল আলো করো। মহারাজ সবসময় বলতেন—এই তোমার রঘু-বংশের মহান্ পূর্বপুরুষের পুত্রবধূ—কিন্তু জনকের কন্যারূপে সে শুধুই আমাদের কন্যা!
কঞ্চুকী - মহারানী যা বললেন ঠিক তাই। মহারাজের পাঁচ সন্তান, কিন্তু সুবাহুশত্রু[৯] (রাম) ছিলেন তাঁর কাছে বিশেষভাবে প্রিয়; তাঁর চার পুত্রবধূ—কিন্তু সীতা ছিলেন তাঁর নিজের কন্যা শান্তার মতোই প্রিয় ॥ ১৬ ॥
জনক -হে আমার প্রিয় সখা মহারাজ দশরথ! তুমি ছিলে সকল দিক দিয়েই আমার প্রাণের প্রিয়। কেমন করে তোমাকে ভুলব? সাধারণত কন্যার পিতামাতা জামাতার নিকট আত্মীয়জনকেই সমাদর করে থাকেন। আমাদের ক্ষেত্রে এই রীতি হয়েছিল বিপরীত—তুমি আমাকেই প্রসন্ন রাখতে চেষ্টা করতে। সেই তুমি আজ মৃত্যুর কোলে, আমাদের সম্বন্ধসূত্র সীতাও লুপ্ত! এই ঘোর সংসার-নরকে আমি পাপী, আমার জীবনকে ধিক্! ॥ ১৭ ॥

কৌশল্যা—কন্যা সীতা ! আমি কী করব ? আমি মন্দভাগিনী, এই অভিশপ্ত জীবন বজ্রের মতো দৃঢ় লেপের দ্বারা আবদ্ধ আমাকে কিছুতেই ত্যাগ করছে না।

অরুন্ধতী—রাজপুত্রী, আশ্বস্ত হোন। মাঝে-মাঝে মানুষকে অশ্রুবিসর্জনও রুদ্ধ করতে হয়। তা ছাড়া, আপনার কি মনে নেই আপনার কুলগুরু ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমে বলেছিলেন—যা ঘটবার তা ঘটে গেছে কিন্তু সবই সমাপ্ত হবে মঙ্গলে ?

কৌশল্যা—কেমন করে আমি এই আশা পোষণ করব—আমার সব আশাই যে পূরণের সীমা অতিক্রম করেছে !

অরুন্ধতী—তাহলে রাজপুত্রি, তুমি কী ভাবছ ? তুমি কি মনে কর, এই উক্তি মিথ্যে ? এটা হবেই ; তুমি সুক্ষত্রিয়াণী, অন্যরকম ভাবা তোমার পক্ষে অসঙ্গত। যে-ব্রাহ্মণদের মধ্যে পরম জ্যোতির আবির্ভাব ঘটেছে তাঁদের উক্তি সম্পর্কে সন্দেহ করা উচিত নয়—সুফল তাঁদের বাক্যের অনুবর্তী—তাঁরা কখনও ব্যর্থ বাক্য উচ্চারণ করেন না ॥ ১৮ ॥

(নেপথ্যে কোলাহল ; সকলে শুনতে লাগলেন)

জনক—তাইতো—অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্যে আজ ছুটির দিন—বালকেরা অবাধ ক্রীড়ায় মেতে উঠেছে।

কৌশল্যা—সত্যি ! শৈশব এমন একটি সময় যখন খুব সহজেই আনন্দ সৃষ্টি সম্ভব। (দেখে) এ কী ! ওদের মধ্যে এটি কে যাকে দেখে আমার নয়ন স্নিগ্ধ হচ্ছে—ওর কেমন গর্বোন্নত দেহ, কেমন সুন্দর ও কোমল—রাম যখন ছোটো ছিল ঠিক তাঁরই মতো ওর লাবণ্য !

অরুন্ধতী—(চক্ষে আনন্দাশ্রু ; স্বগত) এ সেই রহস্য-কথা যা আমার কর্ণের অমৃত-স্বরূপ, সেই রহস্য যা দেবী ভাগীরথী আমাকে বলেছেন[১০]। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না আয়ুষ্মান্ কুশ-লবের মধ্যে কোন্‌টি এইটি। (প্রকাশ্যে) এ কে, যাকে দেখামাত্র মনে হল যেন আমার চোখে অমৃতের অঞ্জন মাখানো হয়েছে। পদ্মপত্রের মতোই স্নিগ্ধ ও শ্যামল, মাথায় কেশগুচ্ছ, নিজের সৌন্দর্য যেন বালকের দলটিকেই শোভিত করছে ; মনে হচ্ছে যেন আমার সেই রঘুবংশের প্রিয় রামচন্দ্রই শিশুরূপে ফিরে এসেছে ॥ ১৯ ॥

কঞ্চুকী—ছেলেটি নিশ্চয়ই কোনো ক্ষত্রিয়—ব্রহ্মচারী বলে মনে করি।

জনক—তাই হবে ; কেননা ওর পিঠের দুইদিকে দুটি তূণীর—সেখানে তীরের কঙ্কপত্র স্পর্শ করেছে কেশরাশি, বুকে আছে সামান্য ভস্মের পবিত্র চিহ্ন, মৃগচর্মের ঊর্ধ্ববাস—অধোবাস মঞ্জিষ্ঠায় রঞ্জিত, মূর্বাতৃণে নির্মিত কোমর-বন্ধনীতে তা আবদ্ধ। ওর হাতে ধনু, অক্ষমালা ও একটি পিপ্পল দণ্ড ॥ ২০ ॥

ভগবতী অরুন্ধতি, আপনার কী অনুমান ? ছেলেটি কোথা থেকে এসেছে ?

অরুন্ধতী—আমরা তো মাত্র আজ এসেছি।

জনক—আর্যে গৃষ্টি ! আমার অত্যন্ত কৌতূহল হচ্ছে। তুমি ভগবান বাল্মীকিকেই জিজ্ঞাসা করো। আর ছেলেটিকেই বলো—এখানকার কয়েকজন বৃদ্ধ ব্যক্তি তোমাকে দেখতে চান।

কঞ্চুকী—আপনার যেমন আদেশ। (প্রস্থান)

কৌশল্যা—আপনি কী মনে করেন ? এভাবে ডাকলে কি ও আসবে ?

জনক—সদাচারের অভাব কেমন করে হবে ? এমন যে আকৃতি তার।

কৌশল্যা—(দেখে) এ কী ! ঐ ছেলেটি সবিনয়ে গুষ্টির কথা শুনে অন্য বালকদের ছেড়ে আমাদের দিকেই আসছে !

জনক -(দীর্ঘকাল লক্ষ্য করে) কিন্তু এ-যে অদ্ভুত ! এর মধ্যে মহৎ গুণের আতিশয্য রয়েছে—কিন্তু বিনয়, শিশুভাব ও সরলতার দ্বারা সংযত ; জ্ঞানী ব্যক্তিরাই তা বুঝতে পারবে—অজ্ঞানীদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। এই গুণের আতিশয্যেই আমার মোহমুগ্ধ মন আকর্ষণ করে নিচ্ছে, যেমন চুম্বক আকর্ষণ করে লোহাকে ॥ ২১ ॥

(লবের প্রবেশ)

লব - আমি এঁদের নাম, পদবী বা বংশপরিচয় জানি না, অথচ এঁরা আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করছেন। এখন কীভাবে আমার প্রণাম নিবেদন করব ? (চিন্তা করে) জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বলেন এই রীতিই অবিরুদ্ধ ! (সবিনয়ে কাছে এসে) লব পর্যায়ক্রমে আপনাদের প্রণাম নিবেদন করছে !

অরুন্ধতী ও জনক—কল্যাণযুক্ত তুমি আয়ুষ্মান্ হও।

কৌশল্যা—প্রিয় বৎস, তুমি দীর্ঘজীবী হও।

অরুন্ধতী—এখানে এসো বৎস। (লবকে কোলে বসিয়ে, স্বগত) সুখের বিষয়, শুধু আমার কোল নয়, আমার চিরদিনের মনোরথও পূর্ণ হল।

কৌশল্যা—তুমি এখানেও এসো। (কোলে নিয়ে) অর্ধপ্রস্ফুটিত নীলপদ্মের মতো উজ্জ্বল ও শ্যামবর্ণ দেহগঠন দিয়েই নয়, কণ্ঠস্বরেও রামের সাদৃশ্য দেখাচ্ছে। এ কণ্ঠধ্বনি গভীর, পদ্মের কেশর খেয়ে যে হাঁসের কণ্ঠ মদির হয়েছে তারই মতো। এই বালকের দেহের স্পর্শ পূর্ণবিকশিত পদ্মের ভিতরের অংশের মতোই কোমল—এও যেন রামের স্পর্শ ! বৎস তোমার এই পদ্মমুখ আমি দেখব। (চিবুক তুলে নিবিড়ভাবে দেখলেন, তারপর অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টিতে আবেগের সঙ্গে) রাজর্ষি ! আপনি কি দেখছেন না ? ঘনিষ্ঠভাবে দেখলে মনে হবে ওর মুখ যেন আমার পদ্মাননা পুত্রবধূরই মতো।

জনক—সখি, আমিও তাই দেখছি !

কৌশল্যা -হায় আমার মন উন্মত্তের মতো এই বালককে নিয়ে অদ্ভুত সব কথা ভাবছে !

জনক—যেন সম্পূর্ণ প্রতিফলনের মতোই এই বালকের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে আমার কন্যা, এবং সেইসঙ্গে রঘুপতিরও আকৃতি ও দেহসৌষ্ঠব, সেই কণ্ঠ, সেই সহজ বিনয় এবং সেই পুণ্য মহিমা ! হায় দেব, আমার মন এভাবে মোহময় পথে ছুটে চলেছে কেন ? ॥ ২২ ॥

কৌশল্যা—বৎস, তোমার কি মা আছেন ? তোমার পিতার কথা কি মনে আছে ?

লব—না, না।

কৌশল্যা—তবে কার পুত্র তুমি ?

লব—ভগবান বাল্মীকির।

কৌশল্যা - বৎস, যা বলার যোগ্য তাই বলো।

লব—আমি এইটুকুই জানি।

(নেপথ্যে)

সৈনিকগণ শোনো, শোনো—কুমার চন্দ্রকেতু[১১] আদেশ করছেন। আশ্রমের নিকটবর্তী অঞ্চলে কেউ যেন অনধিকার প্রবেশ না করে।

অরুন্ধতী ও জনক—ওহো! যজ্ঞীয় অশ্বের প্রহরায় নিযুক্ত প্রিয় কুমার চন্দ্রকেতু আসছেন—তাকে আজ দেখতে পাব, আজ সুখের দিন!

কৌশল্যা—'প্রিয় লক্ষ্মণের পুত্র তাঁর আদেশ প্রচার করছেন'—এই কথাই যেন শুনতে পেলাম—কথাগুলি যেন অমৃতের বিন্দু!

লব—আর্য, চন্দ্রকেতু নামক এই ব্যক্তি কে?

জনক—দশরথের পুত্র রাম ও লক্ষ্মণকে তুমি জান?

লব—তারা রামায়ণকাব্যের নায়ক।

জনক—ঠিক বলেছ।

লব—তাহলে জানব না কেন?

জনক—চন্দ্রকেতু সেই লক্ষ্মণের পুত্র।

লব—ঊর্মিলার পুত্র এবং বিদেহরাজ রাজর্ষি জনকের দৌহিত্র।

অরুন্ধতী—(হেসে) রামায়ণকাব্যের সঙ্গে যে পরিচয় আছে তার বেশ ভালো প্রমাণই দিয়েছে এই ছেলে।

জনক—(চিন্তা করে) সেই ইতিহাস যদি এতখানিই তুমি জান তাহলে আমার এই প্রশ্নের উত্তর দাও। দশরথসন্তানদের যারা পুত্র তাদের নাম কী—তারা কয়জন কোন্ কোন্ স্ত্রীর সন্তান?

লব—কাব্যের এই অংশ আমি শুনি নি। অন্য কেউ শোনে নি।

জনক—সে কী? কবি কি এই অংশ রচনা করেন নি?

লব—রচিত হয়েছে কিন্তু প্রকাশ করা হয় নি। এর কিছু অংশ অন্যভাবে সাজিয়ে নেওয়া হয়েছে—ভাবের আবেগে তা ভরা। নাটকের মতো অভিনয় করা যায়—এইভাবেই তা লেখা হয়েছে। নিজের হাতে এটি লিখে কবি নাট্যশাস্ত্রপ্রণেতা ভরতমুনির কাছে পাঠিয়েছেন।

জনক—কেন?

লব—মহামুনি ভরত অপ্সরাদের দিয়ে এটির অভিনয় করাবেন।

জনক—সমস্ত ব্যাপারটা কেমন আমাদের আকুতি বাড়িয়ে দিচ্ছে!

লব—তাছাড়া, তাঁর উপরে ভগবান্ বাল্মীকির খুবই আস্থা। সেই পাণ্ডুলিপি ভরতের আশ্রমে পাঠানো হয়েছিল কয়েকজন শিষ্যের হাতে আর আমার ভাই কুশকে ধনুক-হাতে দেওয়া হয়েছিল সঙ্গে, কোন বিপদ হলে তার প্রতিকার করতে।

কৌশল্যা—বৎস! তোমার ভাই-ও আছে?

লব—হ্যাঁ। তার নাম 'আর্য কুশ'।

কৌশল্যা—জ্যেষ্ঠ এই কথা বলা হল।

লব—ঠিক তাই, জন্মক্রমে[১২] সে আমার বড়ো।

জনক—তোমরা কি যমজ?

লব—হ্যাঁ।

জনক—তুমি আমাকে বলো, কোন্ পর্যন্ত এসে কাব্য রচনা থেমেছে?

লব—প্রজাবৃন্দের মিথ্যা অপবাদে বিহ্বল হয়ে দেবযজনসম্ভবা সীতাকে মহারাজ

নির্বাসিত করলেন—লক্ষ্মণ আসন্ন প্রসববেদনায় আর্ত সীতাকে একাকিনী বনমধ্যে ত্যাগ করে চলে গেলেন—এইখানেই কাহিনী শেষ হয়েছে।

কৌশল্যা—বৎসে! সুন্দর চাঁদের মতো মুখ তোমার! না জানি দৈবের নিষ্ঠুর খেলায় তোমার কুসুমকোমল দেহের কী চরম পরিণতি ঘটল যখন তুমি বনে একা পরিত্যক্ত হয়েছিলে!

জনক—হায় বৎসে! সেই অপমান ও বনভূমির অভিজ্ঞতা, সেই প্রসব-যন্ত্রণা—যখন চারধারে মাংসাশী জন্তুরা ঘিরে এসেছে তখন নিশ্চয়ই সেই ভয়ের মধ্যে তুমি রক্ষকরূপে আমার কথাই[১৩] বারবার ভেবেছিলে! ॥ ২৩ ॥

লব—আর্যে, এঁরা কারা?

অরুন্ধতী—ইনি কৌশল্যা, ইনি জনক।

(লব মহৎ মর্যাদার সঙ্গে বিষণ্ণদৃষ্টিতে এবং সাগ্রহে তাঁদের দেখতে লাগলেন)

জনক—দুরাত্মা প্রজাপুঞ্জের কী নিষ্ঠুরতা! রাজা রামের কী ক্ষিপ্রকারিতা![১৪] বিপদের এই প্রচণ্ড বজ্রাঘাতের কথা যখন আমি অবিরাম চিন্তা করতে থাকি, আমার মনে হয়, এইবার সময় এসেছে যখন আমার ক্রোধাগ্নি জ্বলে উঠবে হয় অভিশাপের মধ্যে, না হয় ধনুর্বাণে! ॥ ২৪ ॥

কৌশল্যা—(ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে) আর্যে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, ক্রুদ্ধ রাজর্ষিকে শান্ত করুন।

লব—তেজস্বী ব্যক্তি অপমানিত হলে সাধারণত এই মনোভাবই হয়ে থাকে!

অরুন্ধতী—রাজর্ষি, রাম আপনার পুত্র, প্রজাপুঞ্জ সকল সময়ে রক্ষণীয়।

জনক—কিন্তু রামের ক্ষেত্রে এই দুটি বিষয়েই শান্তি হোক। কারণ, পুত্ররূপে সে আমার সম্পদ; তাছাড়া প্রজাবৃন্দের মধ্যে প্রধানত আছেন ব্রাহ্মণ, শিশু, বৃদ্ধ, বিকল ও নারী ॥ ২৫ ॥

(উত্তেজিত বালকগণের প্রবেশ)

বালকগণ—(উত্তেজিত কণ্ঠে) কুমার! আমরা অশ্ব-নামে প্রাণীর কথা গ্রামাঞ্চলে শুনেছি, সেই অশ্ব আজ আমরা স্বচক্ষে দেখেছি!

লব—পশুবিষয়ক বা যুদ্ধবিষয়ক গ্রন্থে অশ্বের কথা বলা হয়ে থাকে। অশ্ব দেখতে কেমন তা বল তো?

বালকগণ—শোনো; ওর পেছনে এক পুচ্ছ দুলছে - সেই পুচ্ছ আবার সে ক্রমাগত নাড়ছে; তার ঘাড় লম্বা; খুরের সংখ্যা চার। সে ঘাস খায়, যে-সব মলের গোলক ত্যাগ করে তাদের আকার আমের মতো। বর্ণনায় কাজ কী—সে দূরে চলে যাচ্ছে। এসো, আমরা পিছু পিছু যাই ॥ ২৬ ॥

(ওরা লবের মৃগচর্ম ও হাত ধরে টানতে লাগল)

লব—দেখুন আর্য দেখুন আর্যে, আমাকে ওরা নিয়ে যাচ্ছে। (দ্রুত প্রস্থান)

অরুন্ধতী ও জনক - বৎস, তোমার কৌতূহল পূরণ করো।

কৌশল্যা—ওর মধ্যে যেন অরণ্যের গন্ধ! ওর রূপে ও আলাপে আমি তৃপ্ত হয়েছি, আপনারাও হয়েছেন। আর্যে ওকে না দেখে আমার মনে হচ্ছে যেন আমি বঞ্চিত। চলুন, আমরা এগিয়ে যাই, আয়ুষ্মান বালকের ছুটে যাওয়া দেখি!

অরুন্ধতী—যে এতক্ষণে অতিবেগে অনেক দূরে চলে গিয়েছে, সেই চঞ্চল বালককে কী করে দেখা যাবে?

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী—ভগবন বাল্মীকি বলেছেন—যথাসময়ে আপনারা সব জানতে পারবেন।

জনক—এর তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর। আর্যে অরুন্ধতী, সখি কৌশল্যা এবং ভদ্রে গৃষ্টি! আমরা নিজেরাই গিয়ে ভগবান বাল্মীকির সঙ্গে দেখা করব। (সকলের প্রস্থান)

বালকগণ—(প্রবেশ করে) দেখুন কুমার, সেই আশ্চর্য বস্তুকে দেখুন।

লব—দেখছি, বুঝতেও পেরেছি। এটি নিশ্চয়ই অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্ব।

বালকগণ—কী করে জানা গেল?

লব—ওরে মূর্খের দল! তোমরা কি অশ্বমেধ যজ্ঞ-সম্পর্কিত অধ্যায়টি পড়ো নি? তোমরা কি দেখছ না? এই ধরনের অশ্বের জন্যে রক্ষক থাকবে প্রত্যেক শ্রেণীর একশো করে—বর্মপরিহিত, দণ্ডশোভিত আর ধনুর্ধর। এখানেও অস্ত্রবাহিনী সেইভাবেই সজ্জিত। এই সমস্ত কথায় যদি বিশ্বাস না হয়, গিয়ে প্রশ্ন করতে পার।

বালকগণ—বলো তো, এইভাবে রক্ষিত হয়ে অশ্ব ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন?

লব—(সস্পৃহ কণ্ঠে—আত্মগত) অশ্বমেধ হল বিশ্বজয়ী ক্ষত্রিয়দের তেজস্বিতায় ভরা সর্বক্ষত্রজয়ী প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার মহান্ পরীক্ষা।

(নেপথ্যে)

এই অশ্ব সপ্তভুবনের একমাত্র বীর, রাবণবংশের শত্রুর পতাকা অথবা তাঁর শৌর্যের ঘোষণা ॥ ২৭ ॥

লব—(সগর্বে) এই কথাগুলি উত্তেজক!

বালকগণ—কী বলা হয়েছে? কুমার নিশ্চয়ই প্রাজ্ঞ।

লব ওহে পৃথিবী কি তবে ক্ষত্রিয়হীন যে এই জাতীয় ঘোষণা করা হচ্ছে?

(নেপথ্যে)

মহারাজের সঙ্গে তুলনায় ক্ষত্রিয় আর কে?

লব—ধিক্ মূর্খ; ক্ষত্রিয় যদি থাকেন, তিনি থাকবেন—এতে ঘোষণায় এই বিভীষিকা সৃষ্টির কী প্রয়োজন? এইসব কথা বলে কী লাভ? এই আমি তোমাদের পতাকা হরণ করলাম ॥ ২৮ ॥ শোনো বালকগণ, অশ্বটিকে ঘিরে ফেলো—লোষ্ট্রাঘাত করতে করতে নিয়ে চলো এই অশ্ব; মৃগদলের মধ্যে এই বেচারা চরে বেড়াক।

(জনৈক পুরুষের প্রবেশ)

পুরুষ -(সক্রোধে ও সদর্পে) ধিক্ এই চাপল্যকে। কী বলছ তুমি? ভীষণ শস্ত্রজীবিগণ নিশ্চয়ই এক বালকের কাছ থেকে এই উদ্ধত বাক্য সহ্য করবে না। রাজকুমার চন্দ্রকেতু দুর্দান্ত। অপূর্ব এই অরণ্যের শোভায় তিনি আকৃষ্ট—তিনি যতক্ষণ না আসছেন ততক্ষণ ঘন বনের অন্তরাল দিয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাও।

বালকগণ—কুমার! অশ্বপ্রসঙ্গে আর দরকার নেই! সৈন্যবাহিনী তীক্ষ্ন অস্ত্র নিয়ে তোমাকে শাসাচ্ছে। এখান থেকে আশ্রম অনেক দূরে—এসো হরিণের মতো দ্রুতগতিতে আমরা পালিয়ে যাই।

লব—(হেসে) কী! অস্ত্র কি তাহলে সত্যিই ঝলসে উঠছে নাকি? (ধনু নিয়ে) এই আমার ধনু—দন্তুতুল্য এর অগ্রভাগ প্রশস্ত, জিহ্বাতুল্য এর ছিলা (গুণ), এই

ধনু মেঘের ধ্বনির মতো ঘর্ঘরশব্দে নিনাদিত হোক। জ্যা আরোপণ কালে যে গহ্বর সৃষ্টি হবে তা হবে জৃম্ভাকালীন যমসদৃশ মৃত্যুমুখের তুল্য—যখন মৃত্যু অট্টহাস্যে সমগ্র সৃষ্টিগ্রাসে উদ্যত।[১৫]

(যথোচিত পরিক্রমাপূর্বক সকলের প্রস্থান)

॥ ভবভূতিরচিত উত্তররামচরিত নাটকে 'কৌশল্যা-জনক যোগ' নামক চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × **পঞ্চম অংক**[১] × × × × × × × × × × × × ×

(নেপথ্যে)

হে সৈনিকগণ! আমাদের সাহায্য এসেছে, সাহায্য এসেছে। আমাদের এই যুদ্ধের কোলাহল শুনে নিশ্চয়ই চন্দ্রকেতু এগিয়ে আসছেন। তাঁর রথ টেনে চলেছে দ্রুতগামী অশ্ব—সারথি সুমন্ত্র সেই অশ্বগুলিকে ভীষণভাবে তাড়না করায় তারা লাফিয়ে চলেছে, রক্ত-কাঞ্চন বৃক্ষের পতাকাদণ্ড ভূমির অসমতার জন্যে গুরুতরভাবে কাঁপছে ॥ ১ ॥

(সুমন্ত্রচালিত রথে চন্দ্রকেতুর প্রবেশ। তাঁর হাতে ধনু, মুখে আনন্দ, ব্যস্ততা ও বিস্ময়ের ভাব)

চন্দ্রকেতু—আর্য সুমন্ত্র, দেখুন দেখুন এই সেই বীর বালক—যার বংশ-পরিচয় অজ্ঞাত। তার সুন্দর মুখ ঈষৎ ক্রোধে আরক্ত, কেশের পাঁচটি চূড়া ঘন ঘন আন্দোলিত। এই বীর বালক তার ধনুতে যুদ্ধের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে শরবর্ষণ করে চলেছে আমার সৈন্যবাহিনীর উপর—অবিরাম জ্যা-আকর্ষণের শব্দ হচ্ছে ॥ ২ ॥ আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! এই তপস্বী-বালক এককভাবে ওর চারদিক ঘিরে আমার ঘননিবদ্ধ সৈন্যের উপর শরবর্ষণ করছে—মনে হচ্ছে রঘুবংশেরই নূতন এবং অজ্ঞাতবীর। ওর নিক্ষিপ্ত শর ভীষণ শব্দে হস্তিসমূহের কুম্ভদেশ বিদীর্ণ করে দিচ্ছে। আমার কৌতুক উৎপাদন করছে এই বালক ॥ ৩ ॥

সুমন্ত্র—আয়ুষ্মন্, এই বালক শক্তিতে দেবাসুরকেও অতিক্রম করেছে; ওর আকৃতি দেখে আমার রামচন্দ্রের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে[২] যখন তিনি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞীয় শত্রুদের বধ করার জন্যে ধনু হাতে তুলে নিয়েছিলেন ॥ ৪ ॥

চন্দ্রকেতু—কিন্তু একজনের বিরুদ্ধে বহুর এই আক্রমণের উদ্যোগ দেখে আমি মনে মনে লজ্জিত হচ্ছি। কারণ, একা এই বালককে ঘিরে রেখেছে আমার সৈন্যেরা, অজস্র অস্ত্র যাদের প্রশস্ত করতলে যেন অত্যধিক গর্বের সঙ্গেই ঝলসে উঠছে, রথগুলি স্বর্ণঘণ্টার কিঙ্কিনীরবে নিনাদিত—কৃষ্ণবর্ণ এবং বৃহৎ হস্তিসমূহ যেন মেঘের মতোই মদবারি বর্ষণ করছে ॥ ৫ ॥

সুমন্ত্র—বৎস, সৈন্যেরা যদি একত্র হত তাহলেই বা এর বিরুদ্ধে কী করতে পারত? বিভক্ত হলে তো অসহায় বোধ করবেই।

চন্দ্রকেতু—আর্য, সত্বর হোন। কারণ এই যোদ্ধা আমাদের আশ্রিতজনের মধ্যে বিরাট ধ্বংসলীলা শুরু করেছে। কেননা, জ্যা-নির্ঘোষের শব্দ (ধনুকের ছিলার শব্দ) বর্ধিত হওয়াতে যে হস্তিদল পর্বতের গুহায় গর্জন করছিল তাদের কানে তা যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছে; এই শব্দ উচ্চ-ঢাকের শব্দে বহুলীকৃত। এই-

রকম জ্যা-নির্ঘোষ তুলে এই বীর দেহহীন ভীষণদর্শন মুণ্ডে এবং (মুণ্ডহীন) কবন্ধে পৃথিবী পূর্ণ করছে—মনে হচ্ছে যেন হত্যায় তৃপ্ত মহাকালের বিবৃত মুখবিবর থেকে প্রত্যাখ্যাত খাদ্য বেরিয়ে এসে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে ॥ ৬ ॥

সুমন্ত্র—(স্বগত) প্রিয় চন্দ্রকেতুকে আমি কী করে এমন একজন যোদ্ধার সঙ্গে একক যুদ্ধে উৎসাহিত করতে পারি? (চিন্তা করে) রঘুবংশের সঙ্গে থেকে আমি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি! এখন যুদ্ধ আসন্ন; আর কী উপায় আছে?

চন্দ্রকেতু—(বিস্ময়, লজ্জা, উত্তেজনার সঙ্গে) হায়, সমস্ত দিক থেকেই আমার সৈন্যেরা সরে এসেছে!

সুমন্ত্র—(রথ চালিয়ে) আয়ুষ্মান্, ঐ সেই বীর, তোমার কথা বলার দূরত্বের মধ্যেই অবস্থান করছে।

চন্দ্রকেতু—(বিস্মৃতির অভিনয় করে) আহ্বায়কেরা ওর কী নাম ঘোষণা করেছিল?

সুমন্ত্র—লব।

চন্দ্রকেতু—হে মহাবীর লব! এই সকল সৈনিকে তোমার কী প্রয়োজন? আমিই তো এসেছি, আমাকে আক্রমণ করো—শৌর্য শৌর্যের মধ্যেই শান্তিলাভ করুক ॥ ৭ ॥

সুমন্ত্র—রাজকুমার, দেখো দেখো! তোমার আহ্বান শোনামাত্র এই তরুণ বীর সৈন্য-সংহার থেকে নিবৃত্ত হয়ে ফিরে দাঁড়িয়েছে—মেঘের গর্জন শুনে হস্তিসংহার থেকে নিবৃত্ত হয়ে দৃপ্ত সিংহশিশু যেমন ফিরে দাঁড়ায় ঠিক তেমনি ॥ ৮ ॥

(স্থির এবং উদ্ধত পদক্ষেপে লবের প্রবেশ)

লব—সাধু, রাজকুমার সাধু। তুমি সত্যই ইক্ষ্বাকু-কুলজাত। আমিও তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতেই এসেছি।

(নেপথ্যে কোলাহল)

(ফিরে সগর্বে) কী! বিপক্ষ সেনার নেতৃগণ পরাজিত হয়েও যুদ্ধের আগ্রহে আমাকে ঘিরে ধরছে! এই দুরাত্মাদের ধিক্! প্রলয়কালীন বায়ুদ্বারা চালিত সমুদ্র জলরাশির মতো এই গভীর এবং তুমুল সেনা-কোলাহল আমার প্রচণ্ড ক্রোধের ভীষণ তেজঃপুঞ্জ দ্বারা কবলিত হোক—যে ক্রোধ আমার পর্বতের সংঘর্ষে ক্ষুভিত বাড়বানলের মতো[৩] ॥ ৯ ॥ (দ্রুত পদচারণা)

চন্দ্রকেতু—কুমার! তোমার গুণের এই বিস্ময়কর প্রাচুর্যের জন্যেই তুমি আমার প্রিয়। সুতরাং, তুমি আমার বন্ধু। আমার যা-কিছু, সে-সব তোমারও। তবে তোমার নিজ পরিজনদের তুমি বধ করছ কেন? নিশ্চয়ই তোমার বীরত্বগর্বের এক-মাত্র পরীক্ষাস্থল আমি ॥ ১০ ॥

লব—(ফিরে দাঁড়িয়ে সহর্ষ উত্তেজনায়) কী মধুর অথচ কঠিন এই সূর্যবংশীয় কুমারের বীর ভাষণ! তাহলে এদের আর কী প্রয়োজন? একেই অভ্যর্থনা জানাই।

(নেপথ্যে পুনরায় কোলাহল)

লব—(ক্রোধে ও বিরক্তিতে) আঃ, এই দুষ্টগুলো বারবার এসে আমাকে বাধা দিচ্ছে আমি যাতে এই বীরের সম্মুখীন না হতে পারি। (তাদের দিকে অগ্রসর হল)

চন্দ্রকেতু—আর্য দেখুন! এই দৃশ্য দেখার যোগ্য। এই বীর আমার দিকে তার কৌতূহলভরা গর্বিত দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে; তার ধনু উত্তোলিত আর তাকে

অনুসরণ করেছে আমার সৈন্যগণ ; দেখে মনে হচ্ছে যেন মেঘের বুকে ইন্দ্রধনু আর সেই মেঘখণ্ডকে প্রবল বায়ু সঞ্চালিত করছে ॥ ১১ ॥

সুমন্ত্র—রাজকুমারই ওকে দেখতে সমর্থ—আমি তো সম্পূর্ণ অভিভূত হয়ে পড়েছি।

চন্দ্রকেতু—হে রাজকুমারগণ ! ধিক্ তোমাদের, ধিক্ আমাকে ! তোমরা একে সমান ভেবে এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছ ; তোমরা অসংখ্য, হস্তী, অশ্ব এবং রথে আরূঢ় আর এই বীর একক এবং পদাতিক ; তোমরা বর্মরক্ষিত, এই বীর পবিত্র মৃগচর্মপরিহিত ; তোমরা বয়সে প্রবীণ আর এই বীরের দেহ যৌবনের লাবণ্যে কমনীয়। ১২ ॥

লব—(ব্যথিত কণ্ঠে) কী, আমার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করছে দেখতে পাচ্ছি ! আচ্ছা, সময়ের অপচয় আমি চাই না, তাই আমি জৃম্ভকাস্ত্র[৪] প্রয়োগ করে এদের চেতনা লোপ করব। (অস্ত্রের ধ্যান করতে লাগল)

সুমন্ত্র—এ কী, আমাদের সেনাবাহিনীর কোলাহল হঠাৎ একেবারে থেমে গেল, ব্যাপার কী ?

লব এইবার আমি ঐ সাহসী বীরপুরুষকে দেখব।

সুমন্ত্র—(উত্তেজিত কণ্ঠে) রাজকুমার ! আমার মনে হয় ঐ বালক জৃম্ভকাস্ত্র স্মরণ করেছে !

চন্দ্রকেতু—সে-বিষয়ে আর সন্দেহ কী ! এ-যেন অন্ধকার ও বৈদ্যুতী আভার এক ভয়ঙ্কর সংমিশ্রণ—দৃষ্টি কোনো কিছু দেখবার জন্যে নিবিষ্ট হয়েও পীড়িত হচ্ছে, দৃষ্টি প্রথমে অবসাদে আচ্ছন্ন, পরে মুক্ত হচ্ছে। তাছাড়া এই সেনাবাহিনী যেন চিত্রাঙ্কিত—অর্থাৎ একেবারে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং জৃম্ভকাস্ত্রই তার অজেয় শক্তিতে কাজ করে চলেছে ॥ ১৩ ॥ আশ্চর্য ! কী আশ্চর্য ! আকাশ ছেয়ে গেছে জৃম্ভকাস্ত্রে। এইসব অস্ত্র নরকের উদরকুঞ্জে সঞ্চিত অন্ধকারের মতো কালো ! অস্ত্রের শিখা এক হরিদ্রাভ উজ্জ্বলতায় ধক্ ধক্ করে জ্বলছে যেন উত্তপ্ত পিতলের দীপ্তি ! অস্ত্রগুলি বিন্ধ্যপর্বতের চূড়ার মতো যার গুহাগুলি উপরে বিষণ্ণ মেঘখণ্ড এবং বিদ্যুতের সমবায়ে—যে গুহাগুলি প্রলয়কালীন নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর বায়ুবেগে বিদীর্ণ হয়ে থাকে ॥ ১৪ ॥

সুমন্ত্র—কিন্তু এই জৃম্ভকাস্ত্রের জ্ঞান এই বালক পেল কোথা থেকে ?

চন্দ্রকেতু—আমার মনে হয় পূজনীয় বাল্মীকির কাছ থেকে।

সুমন্ত্র—রাজকুমার ! অস্ত্র—বিশেষত জৃম্ভকাস্ত্র সম্পর্কে এ কথা সত্য হতে পারে না ; কেননা, এরা কৃশাশ্বের সন্তান, কৃশাশ্বের কাছ থেকে গেল কৌশিকের হাতে, তিনি দিলেন রামচন্দ্রকে—এই অস্ত্র এখন তাঁরই অধিকারে[৫] ॥ ১৫ ॥

চন্দ্রকেতু—অন্তর যদি সত্যের আলোকে পূর্ণ হয় তবে অন্যেরাও, এমন-কি মন্ত্রদর্শী ঋষিরাও এই অস্ত্র দর্শন করতে পারেন।

সুমন্ত্র—রাজকুমার ! সাবধান তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী বীর ফিরে এসেছে !

রাজকুমারদ্বয়—(পরস্পরকে উদ্দেশ্য করে) রাজকুমার কী সুদর্শন ! (সস্নেহ ও অনুরাগভরা কণ্ঠে) এ কি আমাদের আকস্মিক সাক্ষাৎ ? না গুণের উৎকর্ষ অথবা পূর্বজন্মে আবদ্ধ কোনো মৈত্রীবন্ধন অথবা দৈববশে অজ্ঞাত কোনো

আত্মীয়তার সূত্র ? আমার হৃদয় শুধু এর দর্শনের জন্যেই আকৃষ্ট হচ্ছে ॥ ১৬ ॥

সুমন্ত্র—লৌকিক সংসারের এই নিয়ম, যখন কোনো লোক অন্য কারও জন্যে আকর্ষণ অনুভব করে সাধারণ লোক বলে থাকে হয়তো চোখের তারার ভালবাসা—প্রথম দর্শনে প্রণয়, জ্ঞানিগণ বলেন, এই আকর্ষণ অবর্ণনীয় এবং অকারণ[৬]। এই আকর্ষণের কোনো প্রতিবিধান নেই, কোনো কারণ নেই ; স্নেহের তন্তু দিয়ে দুটি হৃদয় মর্মে মর্মে গাঁথা হয়ে যায় ॥ ১৭ ॥

রাজকুমারদ্বয়—(একে অন্যকে) আমি কেমন করে পালিশ করা রাজপট্টের মতো সুন্দর এই কোমল দেহে শর নিক্ষেপ করব ? একে দেখতে পেয়ে আলিঙ্গনের কামনায় আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে ॥ ১৮ ॥ কিন্তু যে তেজ দেখিয়েছে তার বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ ছাড়া কী পথ আমার আছে ? অথবা এই রকম একটি মানুষকে লক্ষ্য করা গেল না যে অস্ত্রে—সেই অস্ত্রেই বা কিসের প্রয়োজন ? অস্ত্র উদ্যত করা হয়েছে এই অবস্থায়ই যদি আমি যুদ্ধ থেকে ফিরে দাঁড়াই তবে এ আমার বিরুদ্ধে কী বলবে ? কারণ বীরের নিয়ম বড়ো কঠোর ; স্নেহ-প্রকাশের পথে তা বাধা সৃষ্টি করে ॥ ১৯ ॥

সুমন্ত্র—(লবকে লক্ষ্য করে সাশ্রু দৃষ্টিতে) হে আমার হৃদয়, কেন এমন অন্যরকম ভাবছ ? যা আমার আশার বীজ তাকে অদৃষ্ট আগেই অপহরণ করে নিয়েছে। লতাকেই যখন ছিন্ন করা হয়েছে তখন পুষ্পোদ্গম কী করে সম্ভব[৭] ? ॥ ২০ ॥

চন্দ্রকেতু—আর্য সুমন্ত্র, আমি রথ থেকে নেমে যাচ্ছি।

সুমন্ত্র—কেন ?

চন্দ্রকেতু—প্রথমত, এই বীরকে সম্মানিত করা হবে। দ্বিতীয়ত, এতে আমি যথোচিত-ভাবে ক্ষাত্রধর্ম পালন করতে পারব। কেননা রথারোহী বীর কখনও পদাতিকের সঙ্গে যুদ্ধ করেন না—শাস্ত্রবিদ্‌গণ এই কথাই বলে থাকেন।

সুমন্ত্র—(স্বগত) হায়, কী দারুণ দশায় পড়েছি। আমার মতো লোক ন্যায়োচিত কর্ম নিষিদ্ধ করবে কী করে ? অথবা বিপজ্জনক কাজেই বা কীভাবে অনুমোদন করবে ? ॥ ২১ ॥

চন্দ্রকেতু—পরিবারের গুরুজন ধর্ম ও অর্থবিষয়ক সংশয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করেন—আপনি তাঁদের পিতৃবন্ধু। আর্য। এখন আপনি দ্বিধা করছেন কেন ?

সুমন্ত্র—আয়ুষ্মন্। তোমার মনোভাব কর্তব্যনীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। এই হল সমরনীতি। এই হল সনাতন ধর্ম, এই হল রঘুসিংহদের বীরকর্ম-নীতির পথ ॥ ২২ ॥

চন্দ্রকেতু—আর্য। আপনার কথা যথোপযুক্ত। ইতিহাস, পুরাণ, স্মৃতিশাস্ত্র এবং রঘুবংশের কুলগত প্রথা সমস্তই আপনি জানেন ॥ ২৩ ॥

সুমন্ত্র—(চক্ষে স্নেহাশ্রু, চন্দ্রকেতুকে আলিঙ্গন করে) বৎস। এই তো সেদিন ইন্দ্রজিতের নিহন্তা তোমার পিতা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আজ তাঁরই পুত্র তাঁর বীরধর্ম অনুসরণ করতে যাচ্ছে। কী ভাগ্য ! আজ দশরথের বংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করল ॥ ২৪ ॥

চন্দ্রকেতু—(দুঃখের সঙ্গে) যখন জ্যেষ্ঠ রাঘবের কোনো উত্তরাধিকারী নেই, আমাদের বংশের সত্য স্থায়িত্ব কোথায় ? এই কথা ভেবেই তো অন্য তিন গুরুজন ব্যথায়

পীড়িত ॥ ২৫ ॥

সুমন্ত্র—হায়, চন্দ্রকেতুর এই উক্তি আমার মর্মভেদী।

লব—হায়, আমার মনে মিশ্রপ্রকৃতির অনুভূতি জেগে উঠছে। চন্দ্র যখন উদিত হয় তখন কুমুদিনীর আনন্দ হয়, তেমনি সে (চন্দ্রকেতু) যখন আসে তখন আমার দৃষ্টি উল্লসিত হয়ে ওঠে, কিন্তু আমার এই বাহু যুদ্ধ-পিপাসু হয়ে ওঠে, কারণ এই ধনুকের প্রতি তার প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ়। এই ধনুকের জ্যা-আকর্ষণের ফলে তখন এক অব্যক্ত গুঞ্জন প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। এই বাহু তখন আপন শৌর্যের উৎসাহ ব্যক্ত করতে আগ্রহী হয় ॥ ২৬ ॥

চন্দ্রকেতু—(রথ থেকে নেমে) আর্য। সূর্যবংশীয় চন্দ্রকেতু আপনাকে অভিবাদন জানাচ্ছে।

সুমন্ত্র—মহান্ আদিবরাহ অহিতের পরাজয়ের জন্যে প্রবৃত্ত হোন। তাছাড়া, আপনার বংশের যিনি পিতা সেই সূর্যদেব যুদ্ধে আপনার পোষণ করুন, মৈত্রবরুণ আপনাকে অভিনন্দিত করুন, আপনার পিতৃগণেরও ধর্মীয় গুরু বশিষ্ঠ আপনার আনন্দ বিধান করুন। আপনি ইন্দ্র, বিষ্ণু, অগ্নি, মরুৎ, ও গড়ুরের শক্তি লাভ করুন, রাম ও লক্ষ্মণের ধনুকের ছিলার মধুর ধ্বনি আপনাকে বিজয়ী করুক ॥ ২৭ ॥

লব—রাজকুমার! রথে আরূঢ় অবস্থায় আপনাকে অত্যন্ত সুন্দর দেখায়। এই অত্যধিক সৌজন্যের প্রয়োজন নেই।

চন্দ্রকেতু—তাহলে আপনিও একটি রথ অলংকৃত করুন।

লব—আর্য। রাজকুমারকেই রথে আরোহণ করান।

সুমন্ত্র—আপনিও প্রিয় চন্দ্রকেতুর অনুরোধ রক্ষা করুন।

লব—আর্য, নিজের উপকরণ নিজে ব্যবহার করব এতে আর দ্বিধার স্থান কোথায়? তবে আমরা বনবাসী—প্রয়োগে আমরা অভ্যস্ত নই।

সুমন্ত্র—বৎস, কীভাবে গৌরব ও সৌজন্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয় তা তুমি জান। তুমি যেমন ঠিক সেই ভাবেই যদি ইক্ষ্বাকুবংশধর রামভদ্র তোমায় দেখতেন—তাঁর হৃদয় স্নেহরসে উদ্বেল হয়ে উঠত।

লব—আর্য। শুনেছি সেই রাজর্ষি একজন সৎ ব্যক্তি। (সলজ্জকণ্ঠে) যজ্ঞে বাধা দেব এমন অসৎ অবশ্য আমরাও নই। তাছাড়া এ-পৃথিবীতে তাঁকে গুণের জন্যে কে না সম্মান করে? আসল কথা, অশ্বের সেই রক্ষকদের ঘোষণাই আমার উত্তেজনার কারণ, কেননা তাতে ছিল সমস্ত ক্ষত্রিয় জাতির দারুণ অবমাননা ॥ ২৮ ॥

চন্দ্রকেতু—(হেসে) আপনি কি পিতার গৌরবেও ঈর্ষান্বিত?

লব—আমি ঈর্ষান্বিত কি-না, সে প্রশ্ন থাক। কিন্তু একটি প্রশ্ন আমি করব—রঘুবংশের সেই রাজা সংযত আমরা শুনেছি। তিনি নিশ্চয়ই নিজে উদ্ধত হতে প্যারেন না, প্রজাদের মধ্যেও কারও ঔদ্ধত্য থাকবে না—তাহলে এটা কী করে সম্ভব যে তাঁর নিযুক্ত লোকেরা রাক্ষসোচিত বাক্য উচ্চারণ করবে? ঋষিগণ বলেন, উন্মত্ত লোকের বাক্য 'রাক্ষসী', এইরূপ বাক্যই শত্রুতার কারণ—বিশ্বর অমঙ্গলের হেতু ॥ ২৯ ॥ এইভাবে তাঁরা এই-জাতীয় বাক্যের

নিন্দা করেছেন—অন্যরূপ বাক্যের প্রশংসা করেছেন। যা কিনা ঈপ্সিত বস্তু দান করে, অলক্ষ্মী দূর করে, যা যশ আনে আর পাপ দূর করে—সেই সুন্দর সত্য বাক্যকে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেছেন 'কামধেনু'—সর্বপ্রকার সমৃদ্ধির মাতৃস্বরূপা ॥ ৩০ ॥

সুমন্ত্র—এই পবিত্রস্বভাব বালক বাল্মীকির শিষ্য; তাই বাক্যে ঋষিজনসুলভ পবিত্রতার কথাই বলছে।

লব—চন্দ্রকেতু! 'আপনি কি আমার পিতার গৌরবে ঈর্ষান্বিত'? —এই প্রশ্নের উত্তরে বলি—ক্ষাত্রগুণের প্রকাশ কি একটি ব্যক্তিবিশেষেই সীমাবদ্ধ?

সুমন্ত্র—ইক্ষ্বাকুবংশের এই রাজাকে তুমি জান না তাই এই কথা বলছ। সুতরাং অত্যুক্তি থাক। সৈন্যদের নিধন করে তুমি নিশ্চয়ই তোমার সাহসের পরিচয় দিয়েছ। কিন্তু পরশুরামকে যিনি দমন করেছেন তার বিরুদ্ধে তোমার অত্যধিক আগ্রহ অনুচিত[৮] ॥ ৩১ ॥

লব—(হেসে) আর্য! রাজা পরশুরামকে দমন করেছেন এই গর্বের এখানে কী প্রয়োজন? এ-কথা সবাই জানে যে ব্রাহ্মণের শক্তি বাক্যে, বাহুদ্বয়ের শক্তির অধিকারী ক্ষত্রিয়। যে পরশুরাম অস্ত্রধারণ করেছিলেন—তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ; ক্ষত্রিয় রাজা তাকে দমন করেছেন, এতে প্রশংসার কী আছে? ॥ ৩২ ॥

চন্দ্রকেতু—(উত্তেজিত কণ্ঠে) আর্য সুমন্ত্র! বাক্যবিনিময়ের কোনো প্রয়োজন নেই। ইনি পৌরুষের এক নূতন অবতার এলেন যার দৃষ্টিতে মহনীয় ভৃগুর পুত্রও (পরশুরাম) বীর নয়, রাঘবের সেই সকল মহান্ কীর্তির কথাও যিনি জানেন না যার ফলে সপ্তভুবন অভয়দক্ষিণা লাভ করেছিল ॥ ৩৩ ॥

লব—কেন, রঘুপতির কীর্তি ও মহিমার কথা কে না জানে? যদি কিছু বলতে পারি - কিন্তু থাক্ এই সব প্রাচীন ব্যক্তিদের কীর্তি বিচারের ঊর্ধ্বে। তাই হোক, বর্ণনার কী প্রয়োজন? সুন্দর স্ত্রীর (তারকার) নিধনেও যাঁদের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে তাঁরাই জগতে মহান্; খরের সঙ্গে যুদ্ধে যে তিনি পালিয়ে না গিয়েও তিন পা পিছনে হটে এসেছিলেন, কৌশলে ইন্দ্রপুত্র বালিকে বধ করেছিলেন—সেইসব কথাই লোকে জানে[৯] ॥ ৩৪ ॥

চন্দ্রকেতু—আঃ রঘুপতির নিন্দায় তুমি যে সৌজন্যের সকল সীমা অতিক্রম করেছ, তোমার স্পর্ধাও মাত্রাতিশায়ী!

লব—তাই তো, এ-যে আমাকেও ভ্রূকুটি করছে!

সুমন্ত্র—ওদের দুজনের ক্রোধই উদ্দীপ্ত। কেননা, তাদের মস্তকে কেশগ্রন্থিবন্ধন অত্যধিক ভাবাবেগের ফলে কম্পিত হচ্ছে; রক্তপদ্মের পাতার মতো তাদের চক্ষু স্বভাবতই রক্তিম—কিন্তু এখন অগ্নির দীপ্তি ধারণ করেছে; সহসা ভ্রূকুটির নৃত্যে তাদের মুখ, কলঙ্কচিহ্নযুক্ত চন্দ্রের অথবা ভ্রমর-লাঞ্ছিত পদ্মের শোভা ধারণ করেছে ॥ ৩৫ ॥

কুমারদ্বয়—তাহলে যুদ্ধের যোগ্য স্থানে আমরা যাই।

(সকলের প্রস্থান)

॥ ভবভূতিরচিত 'উত্তররামচরিত' নাটকে 'কুমারবিক্রম' নামক পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × ষষ্ঠ অংক × × × × × × × × × × × × × ×

(উজ্জ্বলমূর্তি বিদ্যাধরমিথুনের প্রবেশ[১])

বিদ্যাধর—সূর্যবংশের দুই রাজকুমার সহসা ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তাঁদের ক্ষত্রিয়শক্তির পরাক্রম অগ্নিশিখার মতো জ্বলে উঠেছে—এঁদের বীরকর্ম দেখে দেবাসুরগণ সকলেই বিস্ময়ে অভিভূত। প্রিয়ে, দেখো দেখো –দুই বীরের মধ্যে জগতের পক্ষে ভয়ঙ্কর এক অদ্ভুত যুদ্ধ চলেছে! তাঁরা ধনু উদ্যত করে দাঁড়িয়েছেন –জ্যা আরোপণের ঝন্ ঝন্ শব্দের সঙ্গে ধনুকের ছোটো ছোটো ঘণ্টার কিঙ্কিনীরোল মিশে গিয়েছে—সেই সঙ্গে চলেছে অবিরাম অজস্র শরবর্ষণ! ॥ ১ ॥ তাছাড়া দুই বীরেরই বিচিত্র মঙ্গলের জন্যে আবির্ভূত হয়েছে মেঘের ধ্বনির মতো বিচিত্র দিব্য দুন্দুভির দম্‌দম্ শব্দ ॥ ২ ॥
এসো, আমরা এই দুই বীরের উপরে অবিরাম পুষ্পবর্ষণ করতে থাকি, অজস্র পূর্ণবিকশিত স্বর্ণপদ্মের কোমল মণিমুকুলে থাকবে মধু—তাই এই পুষ্প-বর্ষণ হবে রমণীয়।

বিদ্যাধরী—কিন্তু আকাশ হঠাৎ এমন হলদে হয়ে উঠল কেন? বিদ্যুতের রেখা যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

বিদ্যাধর—কী? তবে কি আজ শিবের ললাটে স্থিত তৃতীয় নয়নের উন্মীলন ঘটছে—বিশ্বকর্মার যন্ত্রে বিঘূর্ণিত সূর্যের দীপ্তির মতো যার আভা? ॥ ৩ ॥
ও এইবার বুঝতে পেরেছি, চন্দ্রকেতু উত্তেজিত হয়ে অপরাজেয় আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করেছে—আর ওই অস্ত্র থেকেই অগ্নিশিখা নির্গত হচ্ছে। আশ্চর্য! এখন যে অসংখ্য দিব্য রথ এখানে ছিল তারা অন্তর্হিত হচ্ছে—তাদের পতাকা ও চামর বিচিত্রিত, কেননা নবোদ্গত কিংশুকফুলের আভাযুক্ত অগ্নিশিখা তাদের ধ্বজার বস্ত্র দগ্ধ করেছে ॥ ৪ ॥
এই ভগবান্ অগ্নি উচ্চরবে বিদীর্ণ বজ্রখণ্ডের মতো স্ফুলিঙ্গের সমাবেশে ভয়ঙ্কর—এই অগ্নি দিগন্তব্যাপী ভীষণ, লুব্ধ ও উজ্জ্বল শিখার জন্যেও ভয়প্রদ; এর প্রচণ্ড ও তীব্র উত্তাপ সর্বত্র প্রসারিত—সুতরাং আমি আমার প্রিয়াকে দেহ দিয়ে আচ্ছাদন করে দূরে সরে যাব।

(সেইভাবে ব্যবস্থা করল)

বিদ্যাধরী—এই উত্তাপ আমাকে কিছুটা ক্লিষ্ট করেছিল—সুখের কথা, সেই উত্তাপ পতিদেহস্পর্শে এখন সরে গেল। আমার বিঘূর্ণিত নয়ন আনন্দে অর্ধ-নিমীলিত হয়ে এসেছে, কেননা এই স্নিগ্ধ ও মসৃণ মাংসল দেহের স্পর্শ শুচি মুক্তাফলের মতো শীতল।

বিদ্যাধর—আমি আর কী করেছি? অথবা প্রিয় ব্যক্তি কোনো কিছু না করেই কেবলমাত্র আনন্দবিধানের দ্বারাই দুঃখ দূর করে, কারণ যার প্রিয় বন্ধু আছে তারই তো রয়েছে অমেয় সম্পদ! ॥ ৫ ॥

বিদ্যাধরী—এ আবার কী! মত্তময়ূরের স্কন্ধের মতো কৃষ্ণবর্ণ বর্ষণমেঘে সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত হয়ে গেছে—বিদ্যুতের রেখায় সেই মেঘমালা সজ্জিত, তার থেকে অবিরাম ক্ষণিকের দীপ্তি ঝলসিত হচ্ছে!

বিদ্যাধর—ওহো, কুমার লব এবার বারুণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছেন—এ তারই প্রভাব। এ কী! অবিরাম সহস্র বর্ষণধারায় আগ্নেয়াস্ত্র নির্বাপিত হয়েছে।

বিদ্যাধরী—বেশ তো, বেশ তো।

বিদ্যাধর—কিন্তু হায় হায়, প্রত্যেক জিনিসেরই আধিক্য অনিষ্টজনক। কেননা সমস্ত প্রাণীই কাঁপছে! ঘননিবদ্ধ অন্ধকারে ওরা ঢাকা, সেই অন্ধকার গাঢ়তর হয়েছে মেঘে, প্রলয়কালীন বায়ুসংঘাতে সেই মেঘ যেন ভীষণ গর্জন করে উঠেছে! একবারেই বিশ্বগ্রাস করবার জন্যে মৃত্যুর করাল মুখ বিবৃত হয়েছে, ওরা যেন সেখানে প্রাণপণে সংগ্রাম করছে আত্মরক্ষার প্রয়াসে—যুগান্তনিদ্রায় অভিভূত বিষ্ণু, তাঁর সর্বেন্দ্রিয়দ্বার নিরুদ্ধ—ওরা যেন তাঁর উদরে প্রবিষ্ট!

সাধু! চন্দ্রকেতু সাধু! সুবিধে বুঝেই তুমি বায়ব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করেছ! কারণ সীমাহীন মেঘমালা বায়ুবেগে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোথায় যেন সরে যাচ্ছে, সত্যকার জ্ঞানের অনুশীলনে যেমন ব্রহ্মের মধ্যে জগতের বিলয় ঘটে - ঠিক তেমনি।[২] ॥ ৬ ॥

বিদ্যাধরী—নাথ, উনি কে? ঐ যে উত্তেজিতভাবে হাত তুলে উত্তরীয়ের অঞ্চল আন্দোলিত করে মধুর ও সস্নেহ বচনে দূর থেকে দুই রাজকুমারের মধ্যে যুদ্ধ নিষেধ করতে করতে যোদ্ধাদের মধ্যে রথ নামিয়ে এনেছেন?

বিদ্যাধর—(দেখে) ইনি রঘুপতি—শম্বুক নিধনের পর ফিরে এসেছেন! শক্তিমান বীরের ঐ শান্ত বচন শুনে সসম্মানে যুদ্ধ থামিয়ে লব এখন সুস্থির হয়েছেন, চন্দ্রকেতুও বিনয়ে নত হয়েছেন! পুত্রদের সঙ্গে মিলিত রাজার কল্যাণ হোক ॥ ৭ ॥ চলো, আমরা এখান থেকে যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

মিশ্র বিষ্কম্ভক

(আনত ভঙ্গীতে লব ও চন্দ্রকেতু—তাদের সঙ্গে রামের প্রবেশ)

রাম—(পুষ্পক থেকে নেমে) চন্দ্রকেতু, তুমি সূর্যবংশের চন্দ্র স্বরূপ, তুমি শীঘ্র এসে আমাকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করো—তুষারশীতল তোমার অঙ্গের স্পর্শে আমার চিত্তদাহ শান্ত হোক। ৮ ॥ (তাকে তুলে আলিঙ্গন করে সাশ্রু চক্ষে) দিব্যাস্ত্রধারী তোমার দেহের কুশল তো?

চন্দ্রকেতু—আমার কুশল, কেননা, আমি লবের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি—লব বিস্ময়কর কীর্তির অধিকারী! সে প্রিয়দর্শন! তাত! আমার অনুরোধ, এই সহজ বীর্যের যোদ্ধাকে আমার মতোই সমান স্নেহের দৃষ্টিতে এমন-কি আমার চেয়ে অধিক স্নেহের দৃষ্টিতে দেখবেন!

রাম (লবের প্রতি দৃষ্টিপাত করে) আমি আনন্দিত এই ভেবে যে বৎস চন্দ্রকেতুর এই বন্ধুর আকৃতি অভিজাত, মধুর এবং মঙ্গলসূচক! তাকে দেখে মনে হয় যেন শস্ত্রজ্ঞান জগৎকে উদ্ধার করার জন্যেই দেহ ধারণ করেছে; যেন বেদের সম্পদ-রক্ষার জন্যে ক্ষাত্রধর্ম দেহ গ্রহণ করেছে। সে যেন সমস্ত শক্তির সঞ্চয়, সমস্ত গুণের সংগ্রহ। জগতের পুণ্যরাশির সংহত রূপ যেন প্রত্যক্ষভাবে আমাদের সামনে বর্তমান! ৯ ॥

লব—(স্বগত এই মহাপুরুষ পুণ্যাশয়লক্ষণ আকৃতিসম্পন্ন। তিনি আশ্বাস, স্নেহ ও ভক্তির এক মহৎ আশ্রয়—শ্রেষ্ঠ ধর্মের মহিমা সুন্দর মূর্তিতে প্রকাশমান। কী আশ্চর্য! ১০ ॥ আমার মধ্যে শত্রুতার বিরতি ঘটেছে; গভীর প্রশান্তির সঙ্গে প্রেম আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হচ্ছে; সেই ঔদ্ধত্য কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে কে জানে? বিনয় আমাকে নত করছে; তাকে দেখে মুহূর্তের মধ্যেই আমি পরাজিত হলাম কেন? অথবা প্রকৃত সত্য এই যে মহাপুরুষগণ তীর্থস্থানের মতোই অজ্ঞেয় অথচ অমূল্য প্রভাবের অধিকারী! ১১ ॥

রাম—এই বীর আমার সমস্ত দুঃখের উপশম ঘটিয়েছে—কোন্ এক অজ্ঞাত কারণে আমার অন্তর স্নেহে পূর্ণ করেছে—এ কী করে সম্ভব? অথবা স্নেহ কোনো বাইরের নিমিত্তের উপর নির্ভরশীল—এই উক্তি স্ববিরোধী! কেননা, কোনো রহস্যময় আভ্যন্তর কারণ পদার্থগুলিকে একসূত্রে বেঁধে রাখে[৪], স্নেহপ্রবৃত্তি কোনো বাইরের নিমিত্তের উপর নির্ভর করে না। কারণ, সূর্যের উদয় হলে পদ্মের বিকাশ ঘটে, শীতলরশ্মি চাঁদ উদিত হলেই চন্দ্রকান্তমণি বিগলিত হতে থাকে। ১২ ॥

লব চন্দ্রকেতু, এই গুরুজন কে?

চন্দ্রকেতু—প্রিয় সখা, ইনি আমার পূজনীয় তাত।

লব – তুমি যখন আমাকে প্রিয় বন্ধু বলে সম্বোধন করেছ তখন ইনি ধর্মতঃ আমারও পূজনীয়। কিন্তু রামায়ণে চারজন বীর আছেন যারা তোমার কাছ থেকে এই দাবি করতে পারেন। তাই তুমি এঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলো।

চন্দ্রকেতু—এঁকে জ্যেষ্ঠ তাত বলে জেনো।

লব—(সানন্দে) কী! ইনিই তবে রঘুপতি? আজ আমার শুভদিন, এঁকে আমি দেখতে পেলাম। (বিনয়, আগ্রহ ও কৌতুহলের সঙ্গে) তাত! বাল্মীকির শিষ্য লব আপনাকে প্রণাম জানাচ্ছে।

রাম – (সস্নেহে) তুমি দীর্ঘজীবী হও। এখানে এসো। (সস্নেহ আলিঙ্গন করে) বৎস, অতিরিক্ত বিনয়ের কোনো প্রয়োজন নেই। আমাকে বারবার গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করো। পূর্ণবিকশিত পদ্মের অভ্যন্তরস্থ দলের মতো স্থূল, মসৃণ এবং কোমল তোমার স্পর্শ আমাকে আনন্দ দিচ্ছে, কেননা এই স্পর্শ সুধা এবং চন্দনরসের মতো শীতল। ১৩ ॥

লব (স্বগত) আমার জন্যে এঁর এত নিঃস্বার্থ স্নেহ! আর আমি এঁরই বিরুদ্ধতা করবার জন্যে অস্ত্রধারণ করেছি, আমি এত নির্বোধ! (প্রকাশ্যে) তাত! লবের শিশুসুলভ নির্বুদ্ধিতা ক্ষমা করুন।

রাম তুমি কী অপরাধ করেছ, বৎস?

চন্দ্রকেতু – অশ্বরক্ষকের ঘোষণায় আপনার কীর্তিকাহিনী শুনে সে বীরের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

রাম—ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এ-কাজ প্রশংসার যোগ্য। বীর্যবান ব্যক্তি অন্যের যশ সর্বত্র প্রসারিত হবে এটি সহ্য করতে পারেন না। এই চরিত্র তার নিজস্ব, কোনো আরোপ করা ধর্ম নয়, কেননা এই ধর্ম প্রকৃতিদত্ত, দিবাকর সূর্য যখন

অবিরাম তাপ বিকিরণ করেন তখন সূর্যকান্তমণি যেন নিজেকে অপমানিত ভেবে তেজ উদ্গিরণ করে থাকে।

চন্দ্রকেতু—অসহিষ্ণুতাও এই বীরের পক্ষেই কেবল শোভার কারণ হয়েছে। আপনি দেখুন, আমার প্রিয় বন্ধু জৃম্ভকাস্ত্র প্রয়োগ করেছেন তাতেই আমাদের সেনাবাহিনী সর্বত্র নিষ্কম্প ও স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

রাম—বৎস লব, এই অস্ত্র সংবরণ করো। চন্দ্রকেতু তুমিও অবশ থাকার জন্যে বিভ্রান্ত সেনাবাহিনীকে আশ্বস্ত করো।

লব—তাত যেমন আদেশ করেন। (ধ্যানস্থ হল)

চন্দ্রকেতু—আপনার যেমন আদেশ। (প্রস্থান)

লব—তাত! অস্ত্র নিষ্ক্রিয় হয়েছে।

রাম—বৎস, এই সকল অস্ত্রের প্রয়োগ ও সংবরণ কেবলমাত্র গুপ্ত মন্ত্রের সাহায্যেই সম্ভব। এই বিদ্যা গুরু-শিষ্য পরম্পরায় প্রবাহিত হয়ে থাকে।

ব্রহ্মা প্রভৃতি গুরুগণ বেদের মঙ্গলের জন্যে সহস্রাধিক বৎসর তপস্যা করে এই অস্ত্র দর্শন করেছিলেন। তাঁদের দীর্ঘ ও দীপ্ত তপস্যাই যেন এই উজ্জ্বল অস্ত্ররূপে পরিণত হয়েছিল। ১৫ ॥

তারপর ভগবান কৃশাশ্ব বিশ্বামিত্রকে মন্ত্রের এই গুপ্ত বিদ্যা দান করেছিলেন। বিশ্বামিত্র ছিলেন তাঁর সহস্রাধিক বৎসরের শিষ্য। সেই মহনীয় পুরুষ আমাকে সেই বিদ্যা দান করেছিলেন। পূর্ববর্তী গুরুসম্প্রদায়ের এই হল ক্রম। এখন তোমাকে আমি প্রশ্ন করি, কার কাছে তুমি এই মন্ত্র পেয়েছ?

লব—এই অস্ত্রগুলি আমাদের দু-জনের কাছেই স্বতঃপ্রকাশিত।

রাম—(চিন্তা করে) কী-ই না সম্ভব? শ্রেষ্ঠ পুণ্য যদি পরিণত হয়, তার ফলেই এই মহিমা সম্ভব। কিন্তু তুমি 'আমাদের দু-জন' কেন বললে?

লব—আমরা যমজ ভাই।

রাম—অন্য ভাই কোথায়?

(নেপথ্যে)

দাণ্ডায়ন! যেমন শোনা যাচ্ছে আয়ুষ্মান্ লব ও রাজার সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে কি? কী বললে?—'হ্যাঁ, ঠিক তাই'? ত্রিভুবন থেকে তাহলে 'অধিরাজ' এই শব্দ লুপ্ত হোক এবং ক্ষত্রিয়দের অস্ত্র থেকে উদ্ভূত অগ্নি নির্বাপিত হোক। ১৬ ॥

রাম—কিন্তু এ কে? দেহের বর্ণ ইন্দ্রনীলমণির মতো কৃষ্ণ-নীল—কেবলমাত্র কণ্ঠস্বরেই আমার রোমাঞ্চ জেগেছে, মনে হচ্ছে আমি যেন কদম্বতরু, নবনীল মেঘের গুরুগর্জনে যার কোরক মঞ্জরিত! ১৭ ॥

লব—ইনি আমার জেষ্ঠ ভ্রাতা আর্য কুশ, ভরতের আশ্রম থেকে ফিরে এসেছেন।

রাম—(সকৌতুকে) বৎস, আয়ুষ্মান কুশকে এখানে ডেকে আনো।

লব—তাই করি। (কুশের দিকে অগ্রসর হল ; কুশের প্রবেশ)

কুশ—(আবেগ, আনন্দ ও ধৈর্যের সঙ্গে ধনু আস্ফালন করে) ভগবান্ বিবস্বৎ-পুত্র মনুর সময় থেকে যে সূর্যবংশীয় নরপতিগণ ইন্দ্রকে অভয়-বর দিয়ে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং উদ্ধতদের দমনের জন্যে নিজেদের ক্ষত্রপ্রভাব-তেজ

উদ্দীপিত করেছিলেন, তাদের সঙ্গে যদি আজ যুদ্ধ বাধে তবে আমার এই ধনু ধন্য — এই ধনুর জ্যা আগ্নেয় অস্ত্রের উগ্র শিখায় বেষ্টিত। ১৮ ॥

(উদ্ধত পরিক্রমণ)

রাম—এই ক্ষত্রিয় বালকের মধ্যে শৌর্যের এক বিস্ময়কর আতিশয্য দেখা যাচ্ছে! ওর দৃষ্টি ত্রিভুবনকে তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করার মতো শক্তির সার ধারণ করে; ওর দৃঢ় এবং স্পর্ধিত গতি যেন পৃথিবীকে নত করতে উদ্যত, বালকবয়সেও ওর দেহে পর্বতের গুরুত্ব! এদিকে এগিয়ে আসছে, ও কি বীররসের না দর্পভাবের মূর্ত রূপ? ১৯ ॥

লব—(অগ্রসর হয়ে) আর্যের জয় হোক।

কুশ—আয়ুষ্মন্ 'যুদ্ধ যুদ্ধ' কী বলছিলে?

লব—ওটা সামান্য ব্যাপার আর্য! আপনি এখন উদ্ধতভাব ত্যাগ করে বিনয়ভাব অবলম্বন করুন।

কুশ—কেন?

লব—এইখানে রাজা রঘুপতি রয়েছেন। আমাদের দু-জনের প্রতি উনি স্নেহ প্রদর্শন করছেন এবং আপনার উপস্থিতির জন্যে উৎকণ্ঠিত আছেন।

কুশ—(চিন্তা করে) বৈদিক সম্পদের রক্ষক! উনি রামায়ণকাহিনীর নায়ক!

লব—ঠিক তাই।

কুশ—উনি এমন এক মহাপুরুষ যাঁর পবিত্র দর্শন নিশ্চয়ই প্রার্থনীয়। কিন্তু কী ভাবে ওঁর কাছে যাব তা বুঝতে পারছি না।

লব—যে-ভাবে আমরা গুরুজনের কাছে যাই সেইভাবে।

কুশ—কেমন করে তা সম্ভব?

লব—উদাত্তস্বভাব এবং সুজন ঊর্মিলাতনয় চন্দ্রকেতু আমাকে 'প্রিয় বন্ধু' বলে সম্বোধন করেছেন; তাঁর সঙ্গে এই সম্পর্কের জন্যে ঐ রাজর্ষি ধর্ম-পিতা!

কুশ—বর্তমান ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়ের কাছেও যদি বিনীত হই তবে তা নিন্দনীয় হবে না।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

লব—আর্য! এই মহাবীরকে দেখুন, যাঁর অলৌকিক কীর্তির গৌরব তাঁর আকৃতি মহিমা ও গাম্ভীর্য থেকেই অনুমান করা যায়।

কুশ—(দেখে) আকৃতি কী সুন্দর! রূপের প্রভাব কী শুচিকর! এটি খুবই যুক্তিযুক্ত যে রামায়ণের কবি বাগ্দেবতাকে রামবিষয়ক কাব্যে পরিণত করেছিলেন। ২০ ॥ (কাছে গিয়ে) তাত বাল্মীকি-শিষ্য কুশ আপনাকে প্রণাম জানাচ্ছে।

রাম—এসো বৎস এসো, দীর্ঘজীবী হও। স্নেহবশত আমি তোমার জলপূরিত মেঘের মতো স্নিগ্ধ ও মসৃণ অঙ্গের আলিঙ্গন কামনা করছি। (আলিঙ্গন করে, স্বগত) এই বালক কি আমার সন্তান? ॥ ২১ ॥

কারণ, যখন আমি আলিঙ্গন করি তখন গাত্র আমার যেন অমৃতরসের ধারায় সিক্ত হতে থাকে, সে তখন আমারই দেহসার, আমার প্রত্যেক অঙ্গ থেকে নিঃসৃত স্নেহধারায় গঠিত, যেন সে আমারই জীবন। আমাকে ছেড়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে দৃশ্য রূপে প্রকাশিত হয়ে, যেন সে গভীর আনন্দের উচ্ছ্বাসে বাইরে বেরিয়ে-আসা আমারই হৃদয় দিয়ে তৈরি। ২২ ॥

লব—তাত, সূর্যের কিরণ ললাট তপ্ত করছে, তাই এই শালগাছের ঘন ছায়ায়

কিছুক্ষণের জন্যে আসন গ্রহণ করুন।

রাম—বৎস, তোমার অভিরুচি।

(পরিক্রমণের পর সকলে যথোচিতস্থানে উপবেশন করলেন)

রাম—(স্বগত) যদিও বিনয়ের সঙ্গে যুক্ত, তবু কুশ ও লবের ভাবভঙ্গী, তাদের গতি তাদের মনোভাব ও উপবেশনের রীতি—যেন (ভবিষ্যৎ) সাম্রাজ্যলাভের সূচনা করছে। ২৩॥ এবং তাদের রূপের মাধুর্য যা স্বাভাবিক এবং তাদের অঙ্গ থেকে অবিচ্ছিন্ন এমন এক মহিমার সৃষ্টি করেছে যাঁর প্রত্যেক অংশই রমণীয়, মধুর কিরণসমূহ যেমন কলঙ্কহীন চন্দ্রের আভাস দেয়, সুধার বিন্দু যেমন পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মের আভাস বয়ে আনে এও ঠিক তেমনি। ২৪॥

রঘুবংশীয় পুত্রদের সৌন্দর্য আমি এদের মধ্যে প্রচুরভাবে প্রতিফলিত দেখতে পাচ্ছি। তরুণ পারাবতের স্কন্ধের মতো এদের দেহ গাঢ় নীল ; বৃষের স্কন্ধের মতো এদের স্কন্ধও সুগঠিত ; এদের দৃষ্টি প্রসন্ন সিংহের দৃষ্টির মতো স্থির, এদের কণ্ঠও উৎসবকালীন মৃদঙ্গধ্বনির মতো গম্ভীর। ২৫॥ (নিপুণভাবে লক্ষ্য করে) তাই তো, শুধু যে আমার আকৃতির সঙ্গেই ওদের সাদৃশ্য আছে তা নয় এই দুটি বালকের জনক-তনয়ার সঙ্গেও বিচিত্র মিল, নিপুণভাবে লক্ষ্য করলেই তা বুঝতে পারা যায়। নিশ্চয়ই আমার প্রিয়ার সেই নব শতদলতুল্য মুখই যেন আমার দৃষ্টিপথে আবার এসেছে। ২৬॥ স্বচ্ছ ও শুভ্র দন্তশোভায় উজ্জ্বল সেই ওষ্ঠ, সেই শোভন কর্ণদ্বয় ; যদিও নয়ন রক্তনীল তবু সৌন্দর্যগুণে একই। ২৭॥ (চিন্তা করে) বাল্মীকির বাসভূমি এই অরণ্যেই রাজ্ঞী পরিত্যক্তা হয়েছিলেন ; এই তাদের আকৃতি, বয়স এবং হাব-ভাব ; জৃম্ভকাস্ত্র এদের কাছে স্বতঃই প্রকাশিত হয়েছে, এই ব্যাপারটিও আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। চিত্রদর্শনকালে অস্ত্রজ্ঞান সন্তানে সংক্রমিত হবার ব্যাপারে আমার সেই উক্তি[৬]—তাই কি সফল হতে চলেছে? আমি শুনেছি এই অস্ত্র সম্প্রদায়গত উপদেশ ছাড়া প্রাচীন কালের ব্যক্তিদের মধ্যেও সংক্রমিত হত না। তাছাড়া আমার হৃদয়ের এই উদ্বেল আনন্দ সংশয়-সংকুল আমার অন্তরাত্মাকে আশ্বস্ত করছে! যমজ সন্তান যে হবে সে-ও আমার অনুভূতির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে! কারণ আমি অনেক সময় বুঝতে পেরেছিলাম রাজ্ঞী যমজ সন্তানের জননী।

(সাশ্রু দৃষ্টিতে) পূর্ব থেকেই যে প্রেম দৃঢ়মূল ছিল, পরিচয়ের মধ্য দিয়ে যখন সেই প্রেম উপচিত হল তখন আমিই নির্জনে আমার করতলের মৃদু স্পর্শে ভ্রূণের যমজ প্রকৃতি বুঝতে পেরেছিলাম। স্বাভাবিক লজ্জায় তখন তাঁর নয়ন নিমীলিত হয়ে আসত! যদিও সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন; কিছুদিন পরে তিনি নিজেই তা বুঝতে পেরেছিলেন। ২৮॥ (অশ্রু বিসর্জন করে) তাহলে কোন্ ছলে আমি এই দুটি বালককে প্রশ্ন করব?

লব—তাত! এর অর্থ কী? আপনার যে-মুখ জগতের কল্যাণকর, সেই মুখ অশ্রুবন্যায় প্লাবিত হয়ে শিশিরধৌত পদ্মের শোভা ধারণ করেছে। ২৯॥

কুশ—ভাই—রাজ্ঞী সীতাদেবীকে[৭] বাদ দিয়ে রঘুপতির পক্ষে কোন্ বস্তু না দুঃখের কারণ? নিশ্চয়ই প্রিয়াকে হারিয়ে সমস্ত জগৎ তাঁর কাছে অরণ্যের মতো ; যে-প্রেম তিনি পেয়েছিলেন তা কত বড়ো এবং বিচ্ছেদও তাঁর কাছে অন্তহীন। এমন প্রশ্ন তুমি করেছ যা শুনলে মনে হবে তুমি রামায়ণ পাঠ কর নি। ৩০॥

রাম—(স্বগত) ওরা নিরপেক্ষের মতো কথা বলছে। আর প্রশ্ন করেই বা কী হবে ? নির্বোধ হৃদয় ! তোমার এই হৃদয়ের অস্থিরতা ব্যক্ত করে আমি এই বালকদুটির কাছেও করুণার পাত্র হয়েছি। আচ্ছা, আলাপের বিষয় পরিবর্তন করি (প্রকাশ্যে) বৎসগণ, রামায়ণ নামে একটি কাব্য ভগবান বাল্মীকির বাক্‌চৈতন্যের প্রকাশ, সূর্যবংশের প্রশস্তি। কৌতূহলবশত আমি এই কাব্যের কিছু শুনতে চাই।

কুশ—সেই রচনার সমস্ত অংশই আমরা মুখস্থ করেছি। আপাতত রামের বালচরিতের শেষ অধ্যায়ের দুটি শ্লোক মনে পড়ছে।

রাম—বৎসগণ, তাই আবৃত্তি করো।

কুশ—মহাত্মা রামের কাছে সীতা স্বভাবতই প্রিয় ছিলেন; কিন্তু এই প্রিয়ভাব তিনি নিজের গুণেই বাড়িয়েছিলেন। ৩১ ॥ সেইরকম সীতার কাছে রামও প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় ছিলেন। তাঁদের হৃদয়ই জানত পরস্পরের প্রেমের সম্পর্ক। ৩২ ॥

রাম—আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে এ কী দারুণ আঘাত ! হায় প্রিয়ে, সেই সম্পর্ক তাই ছিল বটে ! হায় রে ! সংসারের সেই আনন্দ কোথায়, পরস্পরের প্রতি গভীর বিশ্বাসই ছিল যার আশ্রয় ? কোথায় সেই পারস্পরিক প্রেম, সেই গহন কৌতুক-অনুভব, সুখে-দুঃখে হৃদয়ের সেই ঐক্য ? তবু আমার এই প্রাণ এখনও সচল ! অভিশপ্ত এই প্রাণের অবসান ঘটছে না। ৩৩ ॥

কী কষ্ট !—স্মৃতি যন্ত্রণাদায়ক হলেও আমাকে সেই সময়ের কথাই স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যা একই সময়ে প্রিয়ার সহস্র গুণ ব্যক্ত করতে পারে বলেই আমার কাছে মধুর ! ৩৪ ॥ সেই সময় যখন মৃগনয়নার স্তনমুকুল কয়েকদিনের মধ্যেই ধীরে-ধীরে বিকশিত হয়ে উঠেছিল—যখন যৌবন, আবেগ ও কামনার সমবায়ে সমৃদ্ধ প্রেম হৃদয়ে প্রকাশিত হত অকুন্ঠরূপে, কিন্তু দেহের উপর তার প্রকাশ ছিল সলজ্জ (মৃদু)। ৩৫ ॥

লব—মন্দাকিনীতীরে চিত্রকুটবনবিহারে এই শ্লোকটি রাম সীতার উদ্দেশে উচ্চারণ করেছিলেন। আমাদের সামনে এই শিলাখণ্ড তোমার জন্যেই বিন্যস্ত হয়েছে। এর চারধারে বকুলবৃক্ষ পুষ্পবর্ষণ করে রেখেছে। ৩৬ ॥

রাম—(লজ্জা, স্মিত, স্নেহ এবং দুঃখের সঙ্গে) বালকেরা অত্যন্ত সরল হয়ে থাকে. বনবাসী হলে তো কথাই নেই। হায় দেবি ! আমাদের নিভৃত প্রণয়ের সাক্ষী সেই স্থানটিকে কি তোমার মনে পড়ে ? আমি যেন আমার সামনে তোমার মুখখানি দেখতে পাচ্ছি—শ্রমজাত স্বেদবারিতে শীতল; চন্দ্রাকৃতি ললাটদেশ, সেখানে কুঞ্চিত কেশপাশ এসে পড়েছে, মৃদু প্রবাহিত মন্দাকিনীর বায়ুতে সেই কেশপাশ আন্দোলিত, কুঙ্কুমে লিপ্ত না হলেও কপোল উজ্জ্বল, সুন্দর কর্ণদ্বয়ে শোভিত, আভরণ না থাকলেও যে কর্ণদ্বয় মনোহারী। ৩৭ ॥ (স্তম্ভিতভাবে অবস্থান; পরে করুণ কণ্ঠে) হায়রে দেখো, দীর্ঘকাল এবং বার বার ধ্যান করে মানুষ তার প্রিয়জনকে তার সামনে উপস্থিত করতে পারে; দূরে থেকেও এইভাবেই প্রিয়জন সান্ত্বনার কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু যখন প্রিয়ার মৃত্যু ঘটে তখন সমস্ত জগৎ জীর্ণ মরুভূমির মতো মনে হয়, হৃদয় তুষানলের মতো দগ্ধ হতে থাকে। ৩৮ ॥

(নেপথ্যে)

বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, দশরথের মহিষীগণ এবং জনক অরুন্ধতীকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছেন। তাঁরা সবাই বালকদের বিরোধের সংবাদ শুনে ভীত। তাঁদের অঙ্গ জরাগ্রস্ত, আশ্রমও দূরবর্তী—সুতরাং তাঁদের উৎসাহ থাকলেও গতি ক্লান্তিমন্থর ॥ ৩৯ ॥

রাম—সে কী? ভগবতী অরুন্ধতী, বশিষ্ঠ, আমার মাতৃকাগণ এবং জনক—সবাই এখানে উপস্থিত! কী দুর্ভাগ্য, আমি কোন্ মুখে তাঁদের সামনে উপস্থিত হব? (বিষণ্নদৃষ্টিতে তাকিয়ে) হায়! তাত জনক এখানে দৈবাৎ উপস্থিত; আমি হতভাগ্য তাই এই উপস্থিতি আমার কাছে বজ্রপাতের তুল্য।
দুই পিতার মিলন আমি দেখেছিলাম তাঁদের সন্তানের পবিত্র বিবাহোৎসবে। সেখানে বশিষ্ঠ এবং অন্যেরাও উপস্থিত ছিলেন। সেই আকাঙ্ক্ষিত সম্বন্ধের জন্যে তাঁরা সবাই ছিলেন আনন্দিত! আজ আমার এই অবস্থা, সেই ভীষণ দুর্বিপাকের পর আমি আমার পিতৃবন্ধুকে দেখছি! আমি কেন সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ হলাম না? কিন্তু রামের পক্ষে হয়তো কিছুই অসাধ্য নয়! (তাই আমার কঠিন হৃদয় বিদীর্ণ হয় নি, সবই সহ্য করতে পেরেছি)! ॥ ৪০ ॥

(নেপথ্যে)

হায় হায়! কী শোচনীয় ব্যাপার! রঘুবংশের অধিপতিকে সহসা এই অবস্থায় দেখে, সব মহিমা অপগত হয়ে এখন তাঁর শুধু প্রভাবমাত্রই অবশিষ্ট,—এই কথা উপলব্ধি করে, জনক প্রথমে মূর্ছিত হয়েছিলেন। তাঁর মূর্ছাভঙ্গের পর রাজমাতৃকাগণও শোকাবেগে মূর্ছিত ॥ ৪১ ॥

রাম—হায় তাত! হায় মাতা! হায় জনক! যাঁর মধ্যে রঘু ও জনকবংশের সমস্ত কল্যাণ নিহিত ছিল তাঁর প্রতি আমি কোনো করুণা প্রদর্শন করি নি—সুতরাং আমার প্রতি আপনাদের করুণাও ব্যর্থ! ৪২ ॥ কিন্তু আমাকে তাঁদের অভ্যর্থনা করতে হবে ॥ (উঠলেন)

কুশ ও লব—এইদিকে তাত! এইদিকে—

(ভাবাবেগে মুহ্যমান অবস্থায় তাঁরা পরিক্রমণ করলেন। সকলের প্রস্থান)

॥ ভবভূতিরচিত উত্তররামচরিত নাটকে 'কুমার প্রত্যভিজ্ঞান'[৮] নামক ষষ্ঠ অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × **সপ্তম অঙ্ক**[১] × × × × × × × × × × × × ×

(লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ—আজ ভগবান বাল্মীকি আমাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, নগরবাসী, গ্রামবাসীকে নিজের শক্তিবলে আহ্বান করে চরাচর সকলকেই এখানে উপস্থিত করেছেন— তাঁদের মধ্যে আছেন দেবতা, দানব, সর্পরাজ বাসুকির সর্পদল, কামধেনু প্রভৃতি প্রাণীরাও। আমি আমার ভ্রাতার কাছ থেকে এই মর্মে এক নির্দেশ পেয়েছি— প্রিয় লক্ষ্মণ, পূজ্যপাদ বাল্মীকির নিজের রচনা অপ্সরাদের দ্বারা অভিনীত হবে, দর্শনের জন্যে আমরা আমন্ত্রিত, তুমি গঙ্গাতীরে আয়োজিত রঙ্গমঞ্চে গিয়ে দর্শকদের বসাবার ব্যবস্থা করো। আমি মর্তবাসী এবং স্বর্গবাসী সকলকেই তাঁদের

যথাযোগ্য স্থানে আসন দিয়েছি। কিন্তু এই যে আমার ভ্রাতা বাল্মীকির প্রতি শ্রদ্ধায় এই দিকেই আসছেন—কঠোর মুনিব্রত গ্রহণ করেছেন, রাজ্যও তাঁর নিকটে আশ্রম ॥ ১ ॥

(রামের প্রবেশ)

রাম—প্রিয় লক্ষ্মণ, মান্য অতিথিগণ কি আসন গ্রহণ করেছেন ?

লক্ষ্মণ—হ্যাঁ।

রাম—কিন্তু বৎস চন্দ্রকেতুকে যে সম্মান দেওয়া হচ্ছে, লব ও কুশ—এই বালকদ্বয়কেও তা দেখানো সঙ্গত।

লক্ষ্মণ—তাদের প্রতি আপনার ভালবাসার কথা জানি বলে আমি ইতিমধ্যে সেইরকম ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু এই যে রাজাসন[২] বিস্তৃত রয়েছে, আপনি উপবেশন করুন। (রাম উপবেশন করলেন)

লক্ষ্মণ—এখন অভিনয় আরম্ভ হোক ![৩]

(সূত্রধারের প্রবেশ[৪])

সূত্রধার—আপনারা শুনুন ! সত্যবাক ভগবান বাল্মীকি স্থাবর-জঙ্গম সকলকেই এই নির্দেশ দিচ্ছেন—এই পূত ও মধুর রচনা আমি ঋষির প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে উপলব্ধি করে লিপিবদ্ধ করেছি[৫]—এই রচনা করুণ ও বিস্ময়রসে পূর্ণ ! বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে আপনারা অবহিত হোন—

রাম—যা ঘোষণা করা হল তার এই হল তাৎপর্য। ঋষিগণ ধর্ম সাক্ষাৎ করে থাকেন। এই সকল ঋষির জ্ঞান ইন্দ্রিয়বৃত্তির মোহে অক্ষুব্ধ, সত্যের আশ্রয় এবং অব্যর্থ। সুতরাং এঁদের বাক্যে সন্দেহ প্রকাশ করা চলে না।

(নেপথ্যে)

হায় আর্যপুত্র, হায় কুমার লক্ষ্মণ ! এই অরণ্যে আমি একাকিনী, অসহায়—আমি আসন্নপ্রসবা আশাহীনা, এই অরণ্যে হিংস্র জন্তুগণ আমাকে গ্রাস করবে ! সুতরাং মন্দভাগিনী আমি ভাগীরথীর জলে আত্মবিসর্জন করব !

লক্ষ্মণ—(স্বগত) হায়, আমি যা ভেবেছিলাম এ-তো তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক অন্য কিছু !

সূত্রধার—ধরিত্রীকন্যা আসন্নপ্রসবা রাজ্ঞী মহারাজ কর্তৃক মহারণ্যে পরিত্যক্ত হবার পর ভাগীরথীর বক্ষে ঝাঁপ দিলেন ॥ ২ ॥ (প্রস্থান)

প্রস্তাবনা

রাম—(আবেগে অভিভূত হয়ে) দেবি ! তুমি লক্ষ্মণের কথা ভেবে দেখো[৬] !

লক্ষ্মণ—আর্য ! এ-তো অভিনয় !

রাম—হায় দেবি ! দণ্ডকারণ্যবাসে আমার প্রিয়সাথী ! রামের জন্যেই তোমার এই সঙ্কট !

লক্ষ্মণ—আর্য ! দয়া করে আপনি অনুষ্ঠান দেখুন !

রাম—আমি বজ্রের মতো কঠিন, আমি প্রস্তুত ! (সীতাকে ধারণ করে প্রবেশ করলেন পৃথিবী ও ভাগীরথী, উভয়ের ক্রোড়ে এক-একটি শিশু) বৎস লক্ষ্মণ, আমার মন যেন এক অজ্ঞাত অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে—আমাকে ধরো।

দেবীদ্বয়—কল্যাণি, তুমি আশ্বস্ত হও ; বিদেহনন্দিনি ! তুমি মহা ভাগ্যবতী, তুমি দুই সন্তান প্রসব করেছ—তারা রঘুবংশধর ॥ ৩ ॥

সীতা—(জ্ঞান লাভ করে) সৌভাগ্যক্রমে দুই সন্তানের জননী আমি, হায়, আর্যপুত্র !
(মূর্ছিত হলেন)

লক্ষ্মণ—(রামের পদতলে পড়ে) আর্য, ভাগ্যবশত আমরা মহাসম্পদ লাভ করেছি. রঘুবংশের মঙ্গল-কুসুম প্রস্ফুটিত হয়েছে ! (দেখে) হায়, উদ্বেলিত অশ্রুধারায় অভিভূত হয়ে আর্য মূর্ছিত হয়ে পড়েছেন। (বীজন করতে লাগলেন)

পৃথিবী—বৎসে, আশ্বস্ত হও !

সীতা—(জ্ঞান লাভ করে) ভগবতি ! আপনারা দু'জন কে ? আমাকে ছেড়ে দিন।

পৃথিবী—ইনি ভাগীরথী, তোমার শ্বশুরবংশের কুলদেবতা।

সীতা—ভগবতী, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

পৃথিবী—তোমার চরিত্র-মহিমার যোগ্য কল্যাণ-সম্পদ লাভ করো।

লক্ষ্মণ—আমরা অনুগৃহীত হলাম।

ভাগীরথী—ইনি তোমার জননী ধরিত্রী !

সীতা—হায় জননী, তুমি আমাকে এমন অবস্থায় দেখলে !

পৃথিবী—এসো কন্যা, এসো বৎসে আমার কাছে ; (উভয়ে আলিঙ্গন করে মূর্ছিত হলেন)

লক্ষ্মণ—(সানন্দে) ধরিত্রী এবং ভাগীরথী দেবীকে অনুগ্রহ করেছেন, কী ভাগ্যের কথা !

রাম—(দেখে) ভাগ্যক্রমেই এখন আরও করুণ !

ভাগীরথী—মাতৃস্নেহই সর্বজয়ী কেননা সর্বংসহা ধরিত্রীও ব্যথিত ; অথবা মনের এই মোহগ্রন্থি সমস্ত প্রাণিহৃদয়েরই যন্ত্রণার উৎস, সকল মানুষের মধ্যেই তা বর্তমান। দেবি ধরিত্রি ! বৎসে বৈদেহি ! আশ্বস্ত হও। আশ্বস্ত হও।

পৃথিবী—দেবি, সীতাকে জন্ম দিয়ে আমি কীভাবে আশ্বস্ত হতে পারি ? রাক্ষসদের মধ্যে তার দীর্ঘকাল অবস্থান সহ্য করেছিলাম, আবার তার পতি কর্তৃক এই নির্বাসন সহ্য করা কঠিন। ৪ (প্রথমাংশ)॥

ভাগীরথী—সুখ বা দুঃখ যখন ফলোন্মুখ তখন দৈবের দ্বার কে রুদ্ধ করতে পারে ? ৪ (শেষাংশ) ॥

পৃথিবী—ভগবতি ভাগীরথি ! এসব কিন্তু তোমার প্রিয় রামচন্দ্রের পক্ষে অত্যন্ত অশোভন হয়েছে। সে যৌবনে যে-পাণি গ্রহণ করেছিল তার প্রতি কোনো সম্মান প্রদর্শন করে নি ; আমার প্রতি, জনকের প্রতি কিংবা অগ্নির প্রতিও সে কোনো মর্যাদা দেখায় নি। এমন-কি পতিব্রতা সীতার বা গর্ভস্থ সন্তানের প্রতিও সে কোনো কর্তব্যবোধের পরিচয় দেয় নি। ৫ ॥

সীতা—হায়, আমাকে আমার আর্যপুত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

পৃথিবী—পরিত্যাগের পরে এখন তোমার স্বামী তোমার কে ?

সীতা—(সলজ্জভাবে, অশ্রুপূর্ণ চক্ষে) মা যা বলছেন হয়তো তাই।

ভাগীরথী—ভগবতি বসুন্ধরে ! তুমি সকলের আশ্রয়। এখন তুমি তোমার জামাতার উপর ক্রুদ্ধ হচ্ছ, কেন, তুমি কী তাকে ভালো করেই জানতে না ? সাধারণের মধ্যে বিষম কলঙ্ক প্রচারিত হয়েছিল, অগ্নিপরীক্ষায় বিশুদ্ধির ঘটনা ঘটেছিল সুদূর লঙ্কায়। এখানকার মানুষ তা বিশ্বাস করবে এমন আশা কী করে করা যাবে ? ইক্ষ্বাকুবংশের এই হল কুলগত বিধি যে সমস্ত লোককে সন্তুষ্ট রাখতে হবে। এই সঙ্কটে বৎস রাম আর কী করতে পারে ? ॥ ৬ ॥

লক্ষ্মণ—নিশ্চয়ই প্রাণীদের মন সম্পর্কে দেবতাদের জ্ঞান অব্যাহত !

ভাগীরথী—তথাপি (রামের প্রতি ক্রোধ শান্ত করার জন্যে) আমি তোমার প্রতি এই অঞ্জলি বন্ধ করলাম[৭] !

রাম—মাতঃ, ভগীরথের বংশে তোমার দয়া এখনও অক্ষুণ্ণই আছে !

পৃথিবী—দেবি, আমি সর্বদাই তোমাদের প্রতি প্রসন্না ; আপাতদুঃসহ স্নেহবশেই আমি এই কথা বলেছি। রামের সীতাস্নেহ যে আমি জানি না এমন নয়। দৈব-বিপাকে সীতাকে ত্যাগ করে বিক্ষুব্ধ মনে রাম কেবল নিজের অসামান্য ধৈর্য-গুণে এবং প্রজাদের পুণ্যবলে জীবন ধারণ করছে। ৭ ॥

রাম—নিশ্চয়ই গুরুজনেরা সন্তানের প্রতি স্নেহশীল।

সীতা—অশ্রুপূর্ণ চক্ষে, বদ্ধাঞ্জলিদ্বয়ে মা ! তোমার মধ্যেই আবার আমার বিলয় ঘটুক !

রাম—এ-ছাড়া আর কী বলা সম্ভব ?

ভাগীরথী—ভগবান না করুন—তুমি বিলীন না হয়ে সহস্র বৎসর বেঁচে থাকো।

পৃথিবী—বৎসে ! তোমাকে তোমার সন্তানদুইটিকে পালন করতে হবে !

সীতা—কিন্তু আমি অনাথা ; এদের নিয়ে আমি কী করব ?

রাম—হে আমার হৃদয়, তুমি নিশ্চয়ই বজ্রতুল্য কঠিন !

ভাগীরথী—সনাথা হয়েও তুমি নিজেকে অনাথা বলছ কেন ?

সীতা—আমি হতভাগিনী, নাথ বর্তমান থাকলেও আমার কী !

দেবীদ্বয়—তুমি জগতের মঙ্গল স্বরূপ, তোমার সংসর্গে আমাদের দুজনের শুচিতাও বর্ধিত হয়েছে। তুমি নিজেকে কেন ক্ষুদ্র মনে করছ ? ॥ ৮ ॥

লক্ষ্মণ—আর্য, শুনুন !

রাম—বিশ্ববাসী শুনুক !

(নেপথ্যে কোলাহল)

রাম—বোধহয় এর চেয়েও অদ্ভুত অন্য কিছু !

সীতা—সমস্ত অন্তরীক্ষ কোলাহলে পূর্ণ হয়ে হঠাৎ জ্বলে উঠল কেন ?

দেবীদ্বয়—বুঝতে পেরেছি। যাদের অধিকারী যথাক্রমে কৃশাশ্ব, কৌশিক এবং রাম—'জৃম্ভক' সহ সেই অস্ত্রগুলিই আত্মপ্রকাশ করছেন। ৯ ॥

(নেপথ্যে)

দেবি ! সীতে ! আমরা প্রণাম জানাই। আপনার দুই পুত্র এখন আমাদের আশ্রয় ; রামচন্দ্র চিত্রদর্শনের সময়ে তাদের হাতে আমাদের অর্পণ করে-ছিলেন ॥ ১০ ॥

সীতা—এরাই অস্ত্রগুলির অধিদেবতা ? কী সুখের কথা ! এমন-কি এখনও আর্যপুত্রের অনুগ্রহ আমাদের জন্যে প্রকাশিত।

লক্ষ্মণ—আর্য একথা বলেছিলেন—'এই অস্ত্র সর্বদা তোমার সন্তানের অধিকৃত হবে ॥'[৯]

দেবীদ্বয়—হে শক্তিশালী অস্ত্রপুঞ্জ, তোমাদের প্রণাম ! তোমাদের অনুগ্রহে আমরা ধন্য ! প্রয়োজনের মুহূর্তে তোমাদের ধ্যান করলে তোমরা এই বালকদের পরিচর্যায় রত থেকো ॥ তোমাদের কল্যাণ হোক ॥ ১১ ॥

রাম—দুঃখের তরঙ্গ ভেঙে যাচ্ছে বিস্ময় ও আনন্দের অভ্যুত্থানে, তাতে করে সেই দুঃখ-তরঙ্গরাশি সংক্ষোভিত হয়ে সম্প্রতি আমার কী এক দশা সংঘটিত করছে ! ১২ ॥

দেবীদ্বয়—আনন্দ করো, বৎসে, করো ; তোমার পুত্রদ্বয় এখন রামভদ্রের তুল্য।

সীতা—ভগবতি ! কে এদের ক্ষাত্রিয়োচিত অনুষ্ঠান সম্পাদন করাবেন ?

রাম—বশিষ্ঠরক্ষিত রঘুবংশের আনন্দবিধায়িনী সীতাও জানেন না কে তার পুত্রদের সংস্কার কর্ম করাবেন ! কী দুঃখের কথা ! ॥ ১৩ ॥

ভাগীরথী—বৎসে, এই চিন্তায় তুমি বিব্রত হচ্ছ কেন ? এই শিশুদ্বয় স্তন্য ত্যাগ করার পর আমি এদের ভগবান বাল্মীকির আশ্রয়ে রেখে আসব, তিনিই এদের ক্ষত্রোচিত বিধি অনুযায়ী সমস্ত সংস্কারকর্ম সম্পন্ন করাবেন ; রঘু ও জনকবংশের দুই কুলগুরু বশিষ্ঠ আঙ্গিরসের[১০] মতোই বাল্মীকি দুই বংশের গুরু। ১৪ ॥

রাম—ভগবতী যথার্থই ভেবেছেন।

লক্ষ্মণ—আর্য, আমি সত্য কথাই বলছি। কতকগুলি বিশেষ চিহ্নের সাহায্যে আমি কুশ ও লব এই দুটি বালককে আপনার পুত্ররূপে চিনতে পেরেছি। কেননা এরা জন্ম থেকেই রহস্যময় অস্ত্রের অধিকারী, দুজনেই বীর-স্বভাব, দুজনেই বাল্মীকির কাছে রয়েছে, দুজনেরই আকৃতি আপনার তুল্য আর দুজনেরই দ্বাদশবর্ষ বয়স। ১৫ ॥

রাম—এরা দুজন আমার পুত্র, এই কথা ভেবে আমার হৃদয় ভাবতরঙ্গে বিহ্বল হয়ে পড়ছে, আমি যেন মোহগ্রস্ত হচ্ছি।

পৃথিবী—এসো বৎসে ! (তোমার উপস্থিতিতে) রসাতল পবিত্র করো।

রাম—হায় প্রিয়ে, তুমি অন্য লোকে চলে যাচ্ছ !

সীতা—তুমি তোমার অঙ্গে আমাকে বিলীন করে নাও মা। আমি জীবলোকের এই অবমাননা আর সহ্য করতে পারছি না !

রাম—এর উত্তর কী হবে ?

পৃথিবী—পুত্রদ্বয় স্তন্য ত্যাগ করা পর্যন্ত তোমাকে দেখতে হবে, এই আমার নির্দেশ। পরে যথোচিত করা হবে।

ভাগীরথী—তাই হোক। (দেবী ও সীতার প্রস্থান)

রাম—এ কী ! সীতার অন্তর্ধান কি সম্পন্ন হয়ে গেল ? হায় দেবি ! আমার দণ্ডকারণ্য-বাসসঙ্গিনী ! হায় চরিত্রদেবতে, তুমি অন্য লোকে চলে গেলে ?

(মূর্ছিত হলেন)

লক্ষ্মণ—ভগবান বাল্মীকি ! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন ! এই কি আপনার কাব্যের যথার্থ লক্ষ্য ?[১১]

(নেপথ্যে)

বাদ্যযন্ত্র সরিয়ে নাও। স্থাবর ও জঙ্গম, মর্ত্য ও অমরগণ, এখন দেখুন মহামুনি পূজ্য বাল্মীকির দ্বারা পরিকল্পিত এক অলৌকিক ও পবিত্র দৃশ্যের অবতারণা !

লক্ষ্মণ—(দেখে) গঙ্গার বারি উদ্বেলিত, যেন তা মন্থন করা হচ্ছে। অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করে আছেন দেবর্ষিগণ। কী আশ্চর্য ! আর্যা সীতাদেবী ভাগীরথী ও পৃথিবীর সঙ্গে জল থেকে উঠে আসছেন ॥ ১৬ ॥

(পুনরায় নেপথ্যে)

জগৎপূজ্যা অরুন্ধতী, ভাগীরথী ও ধরিত্রীর প্রতি অনুগ্রহ করুন। আমরা পুণ্যব্রতা সীতাকে আপনার কাছে অর্পণ করলাম। ১৭ ॥

লক্ষ্মণ—আশ্চর্য ! কী আশ্চর্য ! আর্য, দেখুন, দেখুন ! হায়, এখনও আর্যের জ্ঞান ফিরে এল না !

(সীতাকে সঙ্গে নিয়ে অরুন্ধতীর প্রবেশ)

অরুন্ধতী—বৈদেহি, ত্বরান্বিত হও, তোমার স্বাভাবিক লজ্জা ত্যাগ করো। এসো, তোমার হাতের মৃদু স্পর্শে আমার প্রিয় বৎস রামকে সঞ্জীবিত করে তোলো ॥ ১৮ ॥

সীতা—(চঞ্চলভাবে স্পর্শ করে) আর্যপুত্র, আশ্বস্ত হোন, আশ্বস্ত হোন।

রাম—(আশ্বস্ত হয়ে, সানন্দে এ কী ! (হর্ষ ও বিস্ময়ে সীতাকে লক্ষ্য করে) আরে এ যে দেবী ! (সলজ্জভাবে) আমার মাতা অরুন্ধতীদেবী আর ঋষ্যশৃঙ্গ শান্তা প্রভৃতি আমার গুরুজনেরা আনন্দে মত্ত !

অরুন্ধতী—বৎস, এখানে ভগীরথের গৃহদেবতা প্রসন্না গঙ্গা !

(নেপথ্যে)

হে জগৎপতি রাম ! আলেখ্যদর্শনকালে তুমি যে-কথা আমার উদ্দেশে বলেছিলে[১২] তা মনে রেখো—'মাতঃ. অরুন্ধতী যেমন তাঁর পুত্রবধূকে দেখেন তেমনি সীতাকেও সদয়ভাবে দেখো।' এই বিষয়ে আমি আমার ঋণশোধ করেছি।

অরুন্ধতী—ওখানে তোমার শ্বশ্রূমাতা ধরিত্রীদেবী !

(পুনরায় নেপথ্যে)

আয়ুষ্মন্, যখন আমার স্নেহপাত্রী সীতাকে ত্যাগ করেছিলে তখন তুমি আমার উদ্দেশে বলেছিলে—ভগবতী বসুন্ধরে ! তোমার সুযোগ্য কন্যাকে রক্ষা করো। আমি এখন আমার বৎস এবং আমার প্রভুর আদেশ পালন করেছি।

রাম—আমি মহাপাপী, কীভাবে আমি এই দুই দেবীর করুণা লাভ করলাম। আপনাদের প্রণাম করি।

অরুন্ধতী—নগরবাসিগণ ! গ্রামবাসিগণ ! এই মহিষী সীতা সূর্যবংশের পুত্রবধূ—যজ্ঞভূমিজাতা ; আমি অরুন্ধতী, আমার কাছে গঙ্গা ও ধরিত্রীদেবী একে প্রশংসা করে রেখে গিয়েছিলেন ; এর চরিত্রের শুচিতা পূর্বে পূজ্য অগ্নিদেবের দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছে। ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণও এর সাধুবাদ করেছেন। এখন একে গ্রহণ করা হবে কি-না এ-বিষয়ে আপনাদের অভিমত বলুন।

লক্ষ্মণ—আর্য, প্রজাগণ, ভগবতী অরুন্ধতী কর্তৃক এইভাবে তিরস্কৃত হয়ে এবং সমবেত অন্যান্য প্রাণিগণও আর্যা সীতাদেবীকে প্রণাম জানাচ্ছেন ; লোকপালগণ এবং সপ্তর্ষিগণও পুষ্পবর্ষণ করে তাঁকে অভ্যর্থনা করছেন।

অরুন্ধতী—জগৎপতি রামচন্দ্র ! যজ্ঞে হিরণ্ময়ী প্রকৃতির মূলস্বরূপা এই সীতাকে যথাবিধি সহধর্মচারিণীরূপে নিযুক্ত করো। ১৯ ॥

সীতা—(স্বগত) সীতার দুঃখ দূর করা আর্যপুত্র ভালো করেই জানেন।

রাম—ভগবতী যেমন আদেশ করেন।

লক্ষ্মণ—আমি ঈপ্সিত ফললাভ করেছি।

সীতা—আমি জীবন ফিরে পেলাম।

লক্ষ্মণ—আর্যে, নির্লজ্জ লক্ষ্মণ[১৩] আপনাকে প্রণাম জানাচ্ছে।

সীতা—তুমি আমার পুত্রতুল্য, চিরজীবী হও।

অরুন্ধতী—ভগবান বাল্মীকি, রামচন্দ্রের সীতাগর্ভজাত দুই পুত্র কুশ ও লবকে এখন উপস্থিত করুন। (প্রস্থান)

রাম ও লক্ষ্মণ—আমাদের সৌভাগ্য, এই কথাই আমরা ভেবেছিলাম।
সীতা—(অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টিতে) আমার সেই দুই পুত্র কোথায় ?

(কুশ ও লবকে নিয়ে বাল্মীকির প্রবেশ)

বাল্মীকি—বৎস কুশ ও লব! ইনি রঘুপতি, তোমাদের পিতা! ইনি লক্ষ্মণ—তোমাদের কনিষ্ঠ খুল্লতাত, ইনি সীতা—তোমাদের জননী, ইনি রাজর্ষি জনক—তোমাদের মাতামহ!
সীতা—(চেয়ে দেখলেন, দৃষ্টিতে আবেগ, আনন্দ ও বিস্ময়) কী বললেন পিতা?
কুশ ও লব—পিতা! মাতা! মাতামহ!
রাম ও লক্ষ্মণ—(আনন্দে আলিঙ্গন করে) ওরে বাছারা, পুণ্যফলে তোমাদের পেলাম।
সীতা—এসো বাবা কুশ, এসো বাবা লব, দীর্ঘকাল পরে তোমাদের জননীকে আলিঙ্গন করো, আমি লোকান্তরে ছিলাম!
কুশ ও লব—(সীতাকে আলিঙ্গন করে) আমরা ধন্য।
সীতা—ভগবন্, আপনাকে প্রণাম করি।
বাল্মীকি—এই সুখের অবস্থাতেই চিরকাল অতিবাহিত করো।
সীতা—আজ কী আনন্দ! আমি পিতাকে দেখছি, সঙ্গে আছেন আর্যগণ[১৪], পতিসহ শান্তাদেবী, লক্ষ্মণসহ আর্যপুত্র এবং তাদের সঙ্গে কুশ ও লব! আমি আনন্দে অভিভুত!

(নেপথ্যে কোলাহল)

বাল্মীকি—(উঠে দেখলেন) মধুরাপতি[১৫] শত্রুঘ্ন লবণকে উৎখাত করে ফিরে এসেছে।
লক্ষ্মণ—মঙ্গলের পর মঙ্গল আসে।
রাম—চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছি না! হয়ত অভ্যুদয়ের প্রকৃতিই এইরূপ!
বাল্মীকি—বলো রামভদ্র, তোমার আর কী প্রিয় আমি করতে পারি?
রাম—এর পর ঈপ্সিত আর কী থাকতে পারে? কিন্তু এই আশীর্বাণী উচ্চারিত হোক—এই রামায়ণকথা গঙ্গার মতো পাপ থেকে মুক্ত করে, জগতের মাতা লক্ষ্মীর মতো শ্রীবর্ধন করে। এই কথা মঙ্গলের হেতু মনোহারিণী। পণ্ডিতগণ প্রাজ্ঞ, শব্দব্রহ্মবিৎ কবির (বাল্মীকির) অভিনয়ের রূপে প্রকাশিত এই পরিণত বাণী সম্পর্কে চিন্তা করুন[১৬] ॥ ২০ ॥ (সকলের প্রস্থান)

॥ ভবভূতিরচিত উত্তররামচরিত নাটকে 'সম্মেলন' নামক সপ্তম অঙ্ক সমাপ্ত ॥

—'উত্তররামচরিত' নাটক সমাপ্ত—

প্রথম অংক

১· বাগ্‌দেবতা বশীভূতা ভার্যার মতোই যাঁর অনুগতা ! একথা স্বীকার করতে হয়, এই উক্তির মধ্যে ভবভূতির স্পর্ধিত মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। তিনি ব্রহ্মা—সরস্বতী তাঁহার অনুগতা ভার্যা। উত্তরং রামচরিতং—রামচরিতের পরবর্তী অংশ, প্রথম অংশ নিয়ে ভবভূতির প্রথম নাটক 'মহাবীরচরিত' রচিত ; এই নাটকে আছে অযোধ্যার সিংহাসনে রামের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত জীবন-কথা।

২· সূত্রধার এখানে বেশভূষা খুলে ফেলে অযোধ্যাবাসী হয়েছেন (আযোধ্যকঃ), অলঙ্কারশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী সূত্রধারের মঞ্চ ত্যাগ করা প্রয়োজন ছিল ; পরে আযোধ্যকরূপে তাঁর প্রবেশ হলে সঙ্গত হত। আকাঙ্ক্ষিত মঞ্চনির্দেশ—নিষ্ক্রান্তঃ। ততঃ প্রবিশতি কশ্চিৎ আযোধ্যকঃ। আযোধ্যকঃ (সমন্তাদ্ অবলোক্য) ভোঃ ভোঃ ; এর পরেই নটের প্রবেশও আলঙ্কারিক রীতিবিরোধী। নাটকের কোনো চরিত্রের মঞ্চে প্রবেশের পরে নট প্রবেশ করতে পারে না। এখানে আগে আযোধ্যক প্রবেশ করেছে। তাছাড়া সূত্রধারই তার সঙ্গীদের সম্বোধন করবেন 'মারিষ' বলে। মূলে 'মারিষ' কথাটি আছে, অর্থাৎ সূত্রধার ভুলে গিয়েছেন—তিনি এখন 'আযোধ্যক'।

৩ কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা—এঁরা গিয়েছিলেন জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমে। দশরথ নিজ কন্যা শান্তাকে অঙ্গদেশের রাজা রোমপাদকে দত্তক হিসেবে দিলে শান্তা তাঁর কন্যারূপে পালিতা হয়েছিলেন, বিভাণ্ডক মুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। ইনি দশরথের জন্যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন, এর ফলে রাম প্রভৃতি চার পুত্রের জন্ম।

৪· রামায়ণের বালকাণ্ডে আছে, ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁর পিতার কাছে অরণ্যে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। অঙ্গদেশে অনাবৃষ্টি হওয়ায় রাজা রোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গকে নিজের রাজ্যে আনিয়ে শান্তার সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। তাঁর যজ্ঞপ্রভাবে রাজ্যে প্রচুর বর্ষণ হয়েছিল।

৫· 'সময়' শব্দের অর্থ 'আচার'। স্বজাতিসময়েন=নটজাতির আচার অনুযায়ী। এরা দুজনেই বৈতালিক।

৬· সীতার প্রতি রামচন্দ্রের সান্ত্বনাবাণী। সীতা প্রিয়জন-বিচ্ছেদে ব্যাকুল ; রামের বক্তব্য, গুরুজন আমাদের ত্যাগ করতে পারেন না, কিন্তু অনুষ্ঠানের অনুরোধেই তাঁদের যেতে হয়।

৭· অষ্টাবক্র এক সংহিতাকার মুনির নাম—পিতা কহোড়, মাতা সুজাতা। ইনি পিতৃশাপে বিকৃতাঙ্গ (অষ্টস্থানে বক্র) হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। পরে পিতার প্রসাদেই এই বিকৃতি দূর হয়।

৮, ঋষ্যশৃঙ্গের দ্বাদশবর্ষব্যাপী যজ্ঞে বশিষ্ঠ, অরুন্ধতী, রামের জননীত্রয়, শান্তা প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত হয়েছিলেন। আশ্রম থেকে অষ্টাবক্র মুনি এসেছেন বশিষ্ঠের নির্দেশ জানাতে। বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে জানিয়েছেন—'বৎস, তোমার অল্প বয়স,

নূতন রাজ্য লাভ করেছে ! প্রজারঞ্জনে মন দিয়ো, তাতেই হবে যশ আর সেই যশই তোমাদের পরম সম্পদ !' বিস্ময়ের বিষয়, এই গুরুতর উপদেশের কথা অযোধ্যা ত্যাগের পূর্বে বশিষ্ঠের মনে পড়ে নি।—তাছাড়া রামচন্দ্র সম্পর্কে এই-জাতীয় লঘু ধারণাও অসঙ্গত। বশিষ্ঠ নিশ্চয়ই রামচন্দ্রকে জানতেন, তবে কেন তাঁর উদ্বেগ—এই প্রশ্ন পাঠকের মনে জাগতে পারে।

নাটকীয় প্রয়োজন একটা আছে নিশ্চয়ই, কেন-না চিত্রদর্শনের পরেই দুর্মুখ আসবে সীতা সম্পর্কে প্রজাপুঞ্জের নিন্দাবাদ জানাতে এবং প্রজারঞ্জন করতে গিয়েই রাম সীতাকে ত্যাগ করবেন। কিন্তু বশিষ্ঠের নির্দেশ জানাতে ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম থেকে অষ্টাবক্র মুনির ছুটে আসবার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

৯. তাড়কারক্ষসী বধের পর প্রসন্ন বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে কতকগুলি অস্ত্র দান করেছিলেন—'জৃম্ভকাস্ত্র' তাদের অন্যতম। এইগুলি সমন্ত্রক, অর্থাৎ বিশেষ রহস্যময় মন্ত্রে এদের ধ্যান করলে এই সকল তেজোময় দিব্যাস্ত্রের আবির্ভাব ঘটে ; প্রয়োগের ফলে আক্রান্ত মোহগ্রস্ত এবং নিশ্চল হয়ে পড়ে। নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে রামতনয় লব এই অস্ত্র প্রয়োগ করেছিল।

১০. বলা বাহুল্য, লক্ষ্মণ লজ্জায় সীতার কাছে ঊর্মিলার কথা বলেন নি। সীতা বুঝেছিলেন, তাই সকৌতুকে প্রশ্ন করেছিলেন—এই অন্যটি কে ? উত্তরচরিত করুণরসপ্রধান নাটক, সীতার এই মধুর কৌতুকটুকু সেখানে বিশেষভাবে স্মরণীয়। দুঃখ-শোকের অন্ধকারে এই একটি মাত্র বিদ্যুতের ঝলক !

১১ সগররাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের কাহিনী স্মরণীয়। যজ্ঞীয় অশ্ব ইন্দ্র অপহরণ করে পাতালে সমাধিমগ্ন কপিলমুনির পার্শ্বে বেঁধে রেখেছিলেন। সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র অশ্বের সন্ধানে পৃথিবী খনন করে এলেন পাতালে, কপিলের কাছে দেখলেন সেই অশ্ব, অপমানিত করলেন মুনিকে। তারপর কপিলের ক্রোধাগ্নিতে তাঁরা ভস্মীভূত হয়ে গেলেন। দীর্ঘকাল পরে এই বংশেরই ভগীরথ অনেক সাধনার পর গঙ্গার জল প্রবাহিত করে ভস্মীভূত পিতৃপুরুষদের উদ্ধার করেছিলেন। এখানে বংশের ধারাটি বুঝে নেওয়া দরকার। সগর অযোধ্যার রাজা ছিলেন—রামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ। সগররাজার দুই মহিষী—কেশিনী ও সুমতি। তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ভৃগুমুনি সগরকে দুটি বর দিয়েছিলেন—তাঁর এক স্ত্রীর একটি মাত্র পুত্র হবে। সে বংশের ধারা রক্ষা করবে। আর-এক স্ত্রীর ষাট হাজার পুত্র হবে। কেশিনী বেছে নিলেন প্রথমটি. তাঁর পুত্র হল অসমঞ্জ ; সুমতি হলেন ষাট হাজার পুত্রের জননী।

এরপর বংশের ধারা হল এই রকম—অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান। অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ। তাহলে ভগীরথ কাদের উদ্ধার করেছিলেন ? তার পিতার পিতামহদের ; মূল শ্লোকেও তাই আছে 'পিতুশ্চ পিতামহান্।' 'পিতুঃ প্রপিতামহান্' এই পাঠ ভ্রান্ত।

১২. রামের বক্তব্য—পম্পাসরোবরের কোথাও-কোথাও ছিল শ্বেতপদ্মের শোভা, পদ্মের চারধারে 'মল্লিকাখ্য' পাখি। পাখিদের পা ও ঠোঁট নীল। রামচন্দ্রের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ সুতরাং বর্ণ পার্থক্য বুঝবার শক্তি তাঁর ছিল না। তবু অশ্রু-পতনের ও উদ্গমের অবসরে তিনি দেখতেন যেন সেই স্থানে নীলপদ্ম ফুটে

রয়েছে। কুবলয়=নীলপদ্ম। পুণ্ডরীক=শ্বেতপদ্ম। মূল শ্লোকে 'সংদৃষ্টা' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু শ্লোকে যে অবস্থার বর্ণনা আছে, তাতে 'সংদর্শন' কঠিন।

১৩ দোহদ=গর্ভিনীর ইচ্ছা বা সাধ।
কিছু পূর্বেই সীতা তাঁর সাধের কথা বলেন—'জানে পুনরপি প্রসন্নগম্ভীরাসু বনরাজিষু বিহরিষ্যামি,' পবিত্র সৌম্যশিশিরাবগাহাঞ্চ ভগবতীং ভাগীরথী মবগাহিষ্যে।'

১৪. সীতার ব্যাকুল প্রার্থনা—তুমিও আমার সঙ্গে যাবে। রামের উত্তর—তাও কি বলতে হবে নাকি? অথচ তিনি জানতেন তিনি যাবেন না। সীতার প্রতি এই প্রতারণা রামচরিত্রে এক ব্যাখ্যাহীন অসঙ্গতি।

১৫. এই ধরণের ভাবগত মিলকে অলঙ্কারশাস্ত্রে 'পতাকা স্থান' বলা হয়। রামচন্দ্রের উচ্চারিত শ্লোকে শেষ কথাটি ছিল 'বিরহঃ'। প্রতিহারী এসে বলল—'উপস্থিতঃ'! রামচন্দ্র চমকে উঠলেন—ভাবলেন বুঝি বিরহ উপস্থিত। পরে জানলেন দুর্মুখের উপস্থিতির কথা। এই 'পতাকাস্থান' রাম-সীতার ভাবী বিরহের সূচক।

১৬. লবণদানবের মাতার নাম কুম্ভীনসী।

১৭. সীতার মুখে এই উক্তি অশোভন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

১. প্রথম অঙ্ক ও দ্বিতীয় অঙ্কের মধ্যে বারো বৎসরের কাল-ব্যবধান। আদর্শ নাটকের পক্ষে স্থান, কাল, কাহিনী—এই ত্রিবিধ ঐক্য রক্ষা করাই বিধি। 'উত্তরচরিত'-নাটকে এই বিধি রক্ষিত হয় নি। কালগত ঐক্য লঙ্ঘন করা হয়েছে প্রথম অঙ্কের পরে দীর্ঘকালের অবসানে দ্বিতীয় অঙ্কের অবতারণায়। স্থানগত ঐক্যই বা কোথায়? প্রথম অঙ্কের ঘটনাস্থান অযোধ্যা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কের ঘটনা ঘটেছে পঞ্চবটী ও জনস্থানের নিকটে—অবশিষ্ট ঘটনা বাল্মীকির আশ্রমের সন্নিধানে॥ কাহিনীগত ঐক্যও বাধা পেয়েছে ছোটো-ছোটো অন্য বিষয়ের অবতারণায়—যেমন সীতাকে অদৃশ্য রেখে বাসন্তী ও রামের সংলাপ।

২ 'সবন' শব্দের অর্থ যজ্ঞ অথবা স্নান—দুই-ই হইতে পারে। এখানে 'স্নান' অর্থ গ্রহণীয়। মধ্যাদিন সবন=মধ্যাহ্ন-স্নান। সবন ত্রিবিধ—প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিনসবন ও তৃতীয় সবন।

৩. 'মা নিষাদ'—এই শ্লোকটি বাল্মীকির রামায়ণের বালকাণ্ডে আছে। রামায়ণেই বলা হয়েছে, ক্রৌঞ্চের শোকে মুনি যে-শোক অনুভব করেছিলেন তাই-শ্লোকে পরিণত হয়েছে—'সোহনুব্যাহরণাদ্ভূয়ঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ।'

৪. বাল্মীকিপ্রযুক্ত লৌকিক 'অনুষ্টুভ্' ছন্দকেই বলা হয়েছে নূতন ছন্দ—'নূতনঃ ছন্দসামবতারঃ।' বাল্মীকি যে নিয়মে ছন্দ প্রয়োগ করেছেন তাতে একে 'নূতন' বলাই সঙ্গত। নিয়মটি এই—'শ্লোকে ষষ্ঠং গুরু জ্ঞেয়ং সর্বত্র লঘু-পঞ্চমম্। দ্বিচতুঃপাদয়োঃ হ্রস্বং সপ্তমং দীর্ঘমন্যয়োঃ।' অর্থাৎ পঞ্চমবর্ণ সর্বদাই হ্রস্ব, ষষ্ঠ সর্বদাই গুরু, দ্বিতীয় চতুর্থ চরণে সপ্তমবর্ণ হ্রস্ব, প্রথম ও

তৃতীয় চরণে সপ্তম দীর্ঘ। অন্যান্য বর্ণ হ্রস্ব-দীর্ঘ দুই-ই হতে পারে। বৈদিক অনুষ্টুভে এইসব বিধি পালিত হয় না।

৫. বনদেবতার বক্তব্য, রামায়ণরচনায় জগৎ মণ্ডিত, অর্থাৎ অলঙ্কৃত হয়েছে। মণ্ডিত' শব্দের পরিবর্তে 'পণ্ডিতঃ' এই পাঠভেদও দেখা যায়। সেক্ষেত্রে অর্থ—রামায়ণপাঠে জগতের লোক প্রাজ্ঞ বা পণ্ডিত হবে।

৬. বাসন্তীর প্রশ্ন—অথ 'স রাজা কিমাচারঃ সম্প্রতি ? অর্থাৎ সেই রাজা এখন কী করছেন ? লক্ষ্য করতে হবে বাসন্তী 'রাম বা রামভদ্র' শব্দ ব্যবহার করেন নি। তিনি তাঁর বান্ধবী সীতার প্রতি রামচন্দ্রের আচরণে এত ক্ষুব্ধ যে তার নামোচ্চারণও তিনি করলেন না—শুধু বললেন 'স রাজা'—

৭. কুমার লক্ষ্মণের পুত্রের সংবাদে বনদেবতা বাসন্তীর আনন্দ প্রকাশ। বাগ্‌ভঙ্গী সুন্দর ! মূল বক্তব্য—সীতার সংবাদে যেন মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছিলাম, কুমার লক্ষ্মণের পুত্র চন্দ্রকেতুর সংবাদে যেন জীবলোকে ফিরে এলাম। কিন্তু বাক্যে লক্ষ্মণের প্রতি বাসন্তীর গভীর স্নেহ প্রকাশিত হয়েছে।

৮. বিষ্কম্ভক দুই শ্রেণীর—শুদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ (মিশ্র)। যে বিষ্কম্ভকে অংশগ্রহকারী চরিত্র মধ্যম—তাই 'শুদ্ধ'। এখানে আত্রেয়ী ও বাসন্তী দুই-ই মধ্যম শ্রেণীর চরিত্র—তাদের ভাষাও এক—সংস্কৃত।

৯. শূর্পণখার নাক ও কান কাটা হল তখন সে ছুটে এল খরের কাছে অভিযোগ জানাতে ! খর ছিল জনস্থানবাসী রাক্ষসদের মধ্যে প্রধান ! খর রামলক্ষ্মণের উপর প্রতিশোধ নিতে প্রথমে চোদ্দজন রাক্ষস পাঠালেন। রাম তাদের নিধন করলেন ; তখন খর দূষণকে সেনাপতি করে তার সঙ্গে পাঠালেন চোদ্দ হাজার রাক্ষস। কিন্তু তারা সবাই নিহত হল। বাকি রইল খর ও ত্রিমূর্ধা ; তারাও যুদ্ধে নিহত হল। এই অংশে ভবভূতি সম্পূর্ণভাবে রামায়ণকেই অনুসরণ করেছেন।

১০ শম্বুক—শম্বুক এক শূদ্রতাপস, দেবত্বলাভের জন্যেই ত্যর তপস্যা ! 'শূদ্রযোন্যাং প্রজাতোঽস্মি তপঃ উগ্রং সমাস্থিতঃ ; দেবত্বং প্রার্থয়ে রাম সশরীরো মহাযশঃ'। (রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড)। রামের হস্তে নিহত হবার পরই ইনি দিব্যরূপ ধারণ করেছিলেন।

তৃতীয় অংক

১. 'পুরাণশ্বশুরম্' এই শব্দটি মূলে আছে। রঘুবংশ 'সূর্যপ্রভব'—সূর্য থেকেই এই বংশের উদ্ভব। সুতরাং পুরাণশ্বশুর সূর্য ; অবশ্য এই শ্বশুরসম্পর্ক সীতার সঙ্গে।

২. উত্তেজনার মুহূর্তে সীতা ভুলে গিয়েছিলেন যে ভাগীরথীর বরে তিনি রামের অদৃশ্যা।

৩. 'নন্দিনী'—এখানে ব্যুৎপত্তিগত অর্থে প্রযুক্ত। যে নারী আনন্দবিধান করেন। সাধারণ অর্থ 'কন্যা' এখানে অপ্রযোজ্য।

৪. এই সপ্তদশসংখ্যক শ্লোকটি ভবভূতির বিশিষ্ট রচনাগুলির অন্যতম। স্বামী ও

স্ত্রীর স্নেহ সন্তানে কেন্দ্রীভূত ; সুতরাং 'সন্তান' সেই গ্রন্থি যাতে স্বামী-স্ত্রীর হৃদয় বাঁধা পড়ে আছে। দুই সুতো একটি গ্রন্থিতে যেমন বাঁধা হয়, তেমনি।

৫. এই শ্লোকের বর্ণনা পড়তে পড়তে পাঠকের নিশ্চয়ই কবি কালিদাসের 'মেঘদূত'-কাব্যের এই শ্লোকাংশ মনে পড়বে—'তালৈঃ শিঞ্জাবলয়সুভগৈঃ কান্তয়া নর্তিতো মে'। (উত্তর মেঘ)

৬. দৃশ্যটি সুন্দর ! অবশ্য রামসীতার অতীত বনবাসজীবনের একটি দৃশ্য।এই লতাগৃহেই রামচন্দ্র দাঁড়িয়েছিলেন সীতার আগমনপথের দিকে তাকিয়ে। সীতার আসতে দেরী হচ্ছে, হাঁসের সঙ্গে খেলা করতে করতে তিনি আসছেন। দূর থেকে স্বামীকে দেখেই সীতা বুঝলেন, তাঁর অপরাধ হয়েছে, অমনি ব্যাকুল হয়ে দুই হাত একত্র বন্ধ করে প্রণামের ভঙ্গিতে অঞ্জলি রচনা করলেন।
এ-দৃশ্যটি গোপন, অন্য-কারও জানবার কথা নয়। বাসন্তী জানলেন কী করে ? মনে রাখতে হবে বাসন্তী বনদেবতা।

৭ সীতা অদৃশ্যা, কিন্তু তিনি মূর্ছিত রামচন্দ্রকে স্পর্শ করছেন এবং সেই স্পর্শে তার চেতনা ফিরে আসছে। এ কল্পনা অভিনব সন্দেহ নেই।

৮ অদৃশ্যা সীতার হস্তধারণ করেছেন শ্রীরামচন্দ্র, তাঁকে স্পর্শ-সুখের অভিনয়ও করতে হচ্ছে। অন্যান্য অঙ্গ ক্রিয়াশীল শুধু চক্ষু দর্শন থেকে বঞ্চিত এ-কল্পনা অবাস্তব। মঞ্চ নির্দেশ হয়েছে—'ইতি গৃহ্ণাতি' ; কিন্তু কী ধারণ করলেন ? সীতার হস্ত কি স্পর্শের অতীত নয়, শুধু দর্শনেরই অতীত ?

৯. অশ্বমেধযজ্ঞে হিরণ্ময়ী সীতা প্রতিকৃতি রামচন্দ্রের সহধর্মচারিণী—এই উক্তি শুনে সীতার মনে যে অন্যায় প্রত্যাখ্যানের দুঃখ ছিল তা দূর হল। তৃতীয় অঙ্কের এইটেই প্রধান উদ্দেশ্য।

১০ রামসীতার জীবনে করুণরসই প্রধান, যদিও কখনও-কখনও শৃঙ্গার বা বীর-রসেরও প্রকাশ দেখা গেছে। কিন্তু করুণরসই মূল রস। এই শ্লোকে সমগ্র নাটকেরই মূল তত্ত্ব নিহিত। নাটকেও করুণরসেরই প্রাধান্য। সাহিত্য-দর্পণে বলা হয়েছে 'এক এব ভবেদঙ্গী শৃঙ্গারো বীর এব বা অর্থাৎ নাটকের অঙ্গীরস হবে শৃঙ্গার অথবা বীর। ভবভূতি অলঙ্কারশাস্ত্রের এইসব নির্দেশ পছন্দ করতেন না।

১১ তৃতীয় অঙ্কের নাম ছায়া, কেন-না এই অঙ্কে সীতা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত 'ছায়া' রূপেই বিরাজিতা। তৃতীয় অঙ্কই নাটকের প্রধান অঙ্ক।

চতুর্থ অংক

তৃতীয় অঙ্কের শোকানুভূতির গুরুভার লাঘব করবার জন্যেই চতুর্থ অঙ্কের সূচনায় একটু হালকা সুরের সংলাপ যোজনা করা হয়েছে। তৃতীয় অঙ্কে বর্ণিত ঘটনার অব্যবহিত পরেই চতুর্থ অঙ্কের ঘটনা ঘটছে। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে আমরা জানতে পেরেছি—দ্বাদশবর্ষব্যাপী যজ্ঞের অবসানে বশিষ্ঠ, অরুন্ধতী, রামচন্দ্রের মাতৃগণ বাল্মীকি-আশ্রমে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। চতুর্থ অঙ্কের বিষ্কম্ভকে রয়েছে তাদেরই আগমনবার্তা।

১ বরাকিকা কল্যাণিকা—(বরাইআ কল্ল্যাণিআ) বরাকী দীন, হতভাগ্য ; কল্যাণী—বৎসতরী, বক্‌না বাছুর . দুই বছরের)

২. মধুপর্ক—অতিথি, বর বা কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির উদ্দেশে প্রদত্ত শ্রদ্ধার অর্ঘ্য। সাধারণত পাঁচটি উপকরণ এতে থাকে—দধি, ঘৃত, জল, মধু ও শর্করা। 'দধি সর্পির্জলং ক্ষৌদ্রং সিতৈন্তাভিশ্চ পঞ্চভিঃ। প্রোচ্যতে মধুপর্কঃ (শব্দকল্পদ্রুম)।

৩. পরাক—ব্রতবিশেষ ; এতে মন ও ইন্দ্রিয় সংযত করে বারো দিন উপবাসী থাকতে হয়। 'দ্বাদশাহোপবাসেন পরাকঃ পরিকীর্তিতঃ'।
সান্তপন—আর-এক-জাতীয় ব্রত। 'গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্। একরাত্রোপবাশ্চ কৃচ্ছ্রং সান্তপনং বিদুঃ।'

৪. অসূর্যাঃ—সূর্যহীন ; অন্ধতামিস্রঃ—এক অন্ধকার নরকের নাম। তুলনীয়—'অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতা, তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে চাত্মহনো জনাঃ'। (ঈশাবাস্যোপনিষৎ)

৫. 'গৃষ্টিঃ'—কঞ্চুকীর নাম।

৬. সীরধ্বজ, লাঙ্গলধ্বজ—রাজর্ষি জনক (সীর, শীর = লাঙ্গল)

৭. জনক 'কৌশল্যা'র নাম উচ্চারণ না করে বলেছেন 'প্রজাপালমাতা'। 'রামভদ্র' নামের পরিবর্তে 'প্রজাপাল' শব্দের প্রয়োগও তাঁর আক্ষেপসূচক।

৮. ধার্মিক ব্যক্তির ধর্মবোধই পূজার যোগ্য—তিনি স্ত্রী কি পুরুষ, শিশু কি পরিণতবয়স্ক—এ-বিচার সেখানে তুচ্ছ। তুলনীয়—'তামগৌরবভেদেন মুনীংশ্চাপশ্যদীশ্বরঃ, স্ত্রীপুমানিত্যনাস্থৈষা বৃত্তং হি মহিতং সতাম্।' (কুমারসম্ভব, কালিদাস)।

৯. সুবাহুশত্রুঃ = রামঃ। রাক্ষস সুবাহু মারীচের সঙ্গে মিলিত হয়ে যজ্ঞবেদিতে রক্ত ও মাংস নিক্ষেপ করে বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে বাধা সৃষ্টি করছিল। বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে আসেন রাম সুবাহুকে বধ করেছিলেন।

১০ সীতা যমজ পুত্র প্রসব করেছিলেন এবং তারা বাল্মীকির আশ্রমে আছে—এই সংবাদ ভাগীরথী অরুন্ধতীকে দিয়েছিলেন। 'এই হল ভাগীরথীনিবেদিত রহস্য কথামৃত'!

১১ চন্দ্রকেতু—লক্ষ্মণ ও ঊর্মিলার পুত্র। দ্বিতীয় অঙ্কে সপ্তম শ্লোকের পরেই আছে রামচন্দ্রের উক্তি—'তেষামধিষ্ঠাতা চ লক্ষ্মণাত্মজশ্চন্দ্রকেতুঃ'।

১২. মূলে আছে—'প্রসবক্রমেণ স কিল জ্যায়ান্' ; লবকুশ যমজ সন্তান কিন্তু প্রসব অনুযায়ী কুশ বড়ো অর্থাৎ কুশের জন্ম আগে হয়েছিল।

১৩. জনকের উক্তি। তাঁর বক্তব্য, নির্মম প্রত্যাখ্যানকালে, প্রসবকালীন যন্ত্রণায়, অরণ্যে মাংসাশী রাক্ষস কর্তৃক পরিবৃত হয়ে সীতা নিশ্চয়ই বারবার পিতা জনককে স্মরণ করেছিলেন।

১৪ রাজর্ষি জনকের উক্তি—এটি আক্ষেপের ভাষা ; রামের প্রতি কঠোর বিদ্রূপও এতে ব্যক্ত হয়েছে। প্রজাদের নিন্দা শুনেই কোনো বিবেচনা না করে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সীতা বিসর্জনের ব্যাপারটি সম্পন্ন করেছিলেন।

১৫. লবের মুখে উচ্চারিত চতুর্থ অঙ্কের এই শেষ শ্লোকটি বীররসের এক সুন্দর উদাহরণ। ভবভূতিরচিত যেসব শ্লোকে শব্দবিন্যাস অর্থকে ব্যক্ত করছে

আলোচ্য শ্লোকটি তাদেরই অন্যতম। এখানে গুরুগম্ভীর মহাপ্রাণ বর্ণ, সংযুক্ত-বর্ণ ও অনুপ্রাসের যোগে বীররসের ভাবটুকু পূর্ণ প্রকাশিত।

পঞ্চম অংক

১. এই অঙ্কের ঘটনাস্থান বাল্মীকির আশ্রমের নিকটে। চতুর্থ অঙ্কে বর্ণিত ঘটনার পরবর্তী ঘটনাই এই অঙ্কের বিষয়বস্তু—সুতরাং কোনো বিষ্কম্ভকের স্থান নেই।

২. রামের মতো আকৃতিযুক্ত (তুল্যরূপম্) লবকে দেখে সুমন্ত্রের মনে পড়ছে রামচন্দ্রের বাল্যকালের একটি ঘটনা। ঘটনাটি এই—যেন বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ-বিঘ্নকারী রাক্ষসদের বধের জন্যে রামচন্দ্র ধনু ধারণ করেছেন।

৩. ঔর্ব, বাড়ব, বাড়বানল—সমার্থক। ঔর্ব ভৃগুবংশীয় এক ঋষি। এঁর মাতা আরুষী এবং পিতা চ্যবন। কার্তবীর্যবংশীয় ক্ষত্রিয়দের ভয়ে আরুষী উরুদেশে গর্ভধারণ করেন। ক্ষত্রিয়গণ তা জানতে পেরে গর্ভনাশে উদ্যত হলে ঔর্ব ক্রোধে উরুভেদ করে নির্গত হন—তাঁর দেহের প্রভায় ক্ষত্রিয়েরা অন্ধ হয়ে যায়। এরপর ঔর্বের ক্রোধানল ত্রিলোকনাশে উদ্যত হয়। পিতৃগণের অনুরোধে তিনি ক্রোধবহ্নি সংহার করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। এই ক্রোধাগ্নিই বাড়বানল নামে প্রসিদ্ধ।

৪. প্রথম অঙ্কের ৯ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

৫ 'সম্প্রদায়' অর্থ গুরুশিষ্য-পরম্পরা। জৃম্ভকাস্ত্রের অধিকার পেয়েছিলেন কৃশাশ্ব, পরে বিশ্বামিত্র—বিশ্বামিত্রের কাছ থেকে রাম। রামের পর লবকুশ এই অস্ত্রের অধিকারী।

৬. সুমন্ত্রের বক্তব্য; হেতুহীন পক্ষপাত দূর করার কোনো উপায় নেই। এক অদৃশ্য ক্রিয়ার ফলে স্নেহরূপ তন্তুর সাহায্যে দুটি হৃদয় গাঁথা হয়ে যায়—কারণ ব্যাখ্যা কঠিন।

৭. লবকে দেখে সুমন্ত্রর ভাবান্তর। নিজের মনেই বিতর্ক হচ্ছে—সীতার পুত্র কি? কিন্তু সীতা কবে বিসর্জিত হয়ে গেছেন—তার পুত্র কী করে সম্ভব? লতাকে ছিন্ন করলে—সেই লতায় কি ফুল ফোটে নাকি?

৮. সুমন্ত্রের মূল বক্তব্য—'লব! তুমি অনেক সৈন্য নিধন করেছ, এতে তুমি যে বীর তা বোঝা গেছে। কিন্তু তাই বলে তুমি রামকে জয় করবার আগ্রহ পোষণ কোরো না—মনে রেখো তিনি পরশুরামকেও জয় করেছিলেন।'

৯. লবের মুখে রামের নিন্দা কৌতুকজনক।

ষষ্ঠ অংক

১. পঞ্চম ও ষষ্ঠ অঙ্কের মধ্যে কালগত ব্যবধান অল্প। নাট্যশাস্ত্রে আছে মঞ্চে যুদ্ধ-প্রদর্শন নিষিদ্ধ; সুতরাং বিদ্যাধরযুগলের সংলাপের মাধ্যমে যুদ্ধের গতি ও প্রকৃতি দর্শকদের বোঝানো হচ্ছে। মঞ্চে যুদ্ধ নিষেধের নির্দেশটি এই—'যুদ্ধং রাজ্যভ্রংশো মরণং নগরোপরোধনং চৈব। প্রত্যক্ষাণি তু নাঙ্কে প্রবেশকৈঃ সংবিধেয়ানি'। (নাট্যশাস্ত্র, ভরত)

২. মায়াবাদ বলে সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চই মিথ্যা; শুদ্ধ জ্ঞান জন্মালে এই মিথ্যাবোধ

জাগে, তখন সৃষ্টির বিচিত্র রূপ ব্রহ্মে বিলীন হয়—একমাত্র ব্রহ্মই সত্য এই বোধ জন্মে। তখন উপনিষদের এই তথ্য সত্য বলে প্রতিভাত হয়—'একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ'। (কঠোপনিষৎ)

৩ বিদ্যাধরের মুখে শোনা গেল রামচন্দ্র শম্বুককে বধ করে ফিরে এসেছেন। সুতরাং এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে দ্বিতীয় অঙ্ক ও ষষ্ঠ অঙ্কের মধ্যে খুব অল্প সময় অতিক্রান্ত হয়েছে।

৪ শ্লোকটি ভবভূতির মালতীমাধব নাটকেও আছে। (১.২৭)

৫ রামচন্দ্রের অনুরোধে লব 'জৃম্ভকাস্ত্র' সংহরণ করে বলেছে—'প্রশান্তম্ অস্ত্রম্'। রাম ভাবছেন—এই অস্ত্রের প্রয়োগ ও সংহার ঐতিহ্যগত (আম্নায়বর্তি অর্থাৎ গুরু থেকে শিষ্যে সংক্রমিত); তাই তাঁর প্রশ্ন—এই অস্ত্র তুমি কোথায় পেলে?

৬. চিত্রদর্শনকালে সীতার প্রতি রামচন্দ্রের উক্তি—'সর্বথা ইদানীং ত্বৎ প্রসূতিমুপস্থাস্যন্তি'; এরপর তোমার সন্তান এই অস্ত্রের (জৃম্ভক) অধিকারী হবে।

৭. কুশের এই উক্তি থেকে মনে হয়, রাম ও সীতার সম্পর্ক ওরা জানত না। সপ্তম অঙ্কে এই রহস্য উন্মোচিত হয়েছে॥

৮. ষষ্ঠ অঙ্কের নাম 'কুমারপ্রত্যভিজ্ঞানম্'। এই নাম সার্থক, কেননা কতকগুলো বিশেষ লক্ষণ দেখে রামচন্দ্রের এই বিশ্বাস জন্মেছে, লব-কুশ তাঁরই পুত্র। তবে এই চেনা সম্পূর্ণ হয় নি। সপ্তম অঙ্কে যখন বাল্মীকি তাঁর হাতে ওঁদের পুত্র বলে অর্পণ করবেন তখনই সম্পূর্ণ হবে।

সপ্তম অঙ্ক

১. এই নাটকেরও ঘটনাস্থল বাল্মীকির আশ্রমের সমীপবর্তী। ঘটনাও ষষ্ঠ অঙ্কের অব্যবহিত পরবর্তী। এই অঙ্কে মূল নাটকের মধ্যেই আর একটি নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য সকলের সামনে সীতার শুচিতা প্রতিষ্ঠিত করা।

২. লক্ষ্মণ রামকে রাজাসনে বসতে বলছেন॥ বলা বাহুল্য, রামচন্দ্রের রাজসিংহাসন এখানে আনা হয় নি—এটি রামের জন্যে সংরক্ষিত একটি বিশিষ্ট আসন।

৩. লক্ষ্মণ বলছেন—'প্রস্তূয়তাং ভোঃ', অর্থাৎ অভিনয় আরম্ভ হোক্। এর পর থেকে গর্ভনাটকের শুরু।

৪. এই সূত্রধারও মূলনাটকের সূত্রধার নন। রামের সম্মুখে বাল্মীকিরচিত যে গর্ভনাটক অভিনীত হতে চলেছে সেই নাটকের সূত্রধার।

৫. গর্ভনাটক প্রকৃতপক্ষে ভবভূতিরই রচনা কিন্তু, বাল্মীকির রচিত এইভাবেই নাটকে উপস্থাপিত হয়েছে। এতে এই আভাসটুকু পাওয়া যাচ্ছে ভবভূতি বাল্মীকির সমান কবি এই কথাই বলতে চান।

৬ঃ তাৎপর্য এই, আমি তোমাকে অকারণে ত্যাগ করেছি, আমার প্রতি তোমার বিরূপতা থাকতে পারে। কিন্তু তোমাকে আত্মবিসর্জনের পূর্বে লক্ষ্মণের কথা একবার ভেবে দেখতে হবে। লক্ষ্মণ বনবাসজীবনে তোমার জন্যে কত দুঃখ স্বীকার করেছে। সে তোমার মৃত্যুসংবাদে বড়ো দুঃখ পাবে।

৭. পৃথিবী সীতার প্রতি রামের অন্যায় ব্যবহারের জন্যে ক্ষুব্ধ – তাকে প্রসন্ন করার জন্যে ভাগীরথীর এই প্রয়াস। 'তথাপ্যেষ তে অঞ্জলিঃ', অর্থাৎ এই আমি হাত যোড় করলাম।

৮. বাল্মীকির আশ্রমে যে গর্ভনাটক অভিনীত হচ্ছে তাতে ভাগীরথী এবং পৃথিবী সীতাকে বলছেন, 'তোমার চরিত্রের মহিমায় আমরাও পবিত্র।' প্রেক্ষাগৃহে লক্ষ্মণ রামকে বলছেন, 'আর্য, শুনুন ;' রাম উত্তরে বলছেন, 'শৃণোতু লোকঃ' অর্থাৎ সীতার পবিত্রতা সম্পর্কে আমার কোনো সন্দেহ নেই। দেবীদের এই উক্তি বিশ্ববাসী শুনে বিচার করুক।

৯. প্রথম অঙ্কের ৯ সংখ্যক এবং পঞ্চম অঙ্কের ৫ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

১০ জনক পরিবারের পুরোহিতের নাম শতানন্দ তাঁহাকেই 'আঙ্গিরস' বলা হয়েছে। ভবভূতির 'মহাবীরচরিত' নাটকেও শতানন্দ 'আঙ্গিরস' রূপে উল্লিখিত। (মহাবীরচরিত, তৃতীয় অঙ্ক) 'উত্তরচরিত' নাটকের ১ম অঙ্কের ১৬ সংখ্যক শ্লোকে 'শতানন্দ' নাম আছে। পৃথিবী ও ভাগীরথীর সঙ্গে সীতা অন্তর্হিতা।

১১. ভাগীরথী যেখানে বলেছেন—'এবম্ তাবৎ' অর্থাৎ 'তাই হোক'—সেইখানেই গর্ভনাটকের সমাপ্তি। ভবভূতি লক্ষ্মণের মুখে প্রশ্ন রেখেছেন—এইখানে শেষ হোক এই কি মহাকবির ঈপ্সিত ? রামায়ণে আছে, সীতা বলেছিলেন—'যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে, তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি।' তখন ভূমি বিদীর্ণ হল, দিব্য রথ উঠে এল—সীতাকে সেই রথে নিয়ে ধরিত্রী দেবী অদৃশ্যা হলেন। রামায়ণের সমাপ্তি বিয়োগান্ত ; কিন্তু নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশ—নাটক বিয়োগান্ত হবে না—তাই ভবভূতি রাম-সীতার পুনর্মিলনে নাটক সমাপ্ত করেছেন। ভবভূতির নাটকে লক্ষ্মণের উক্তি—'এষ তে কাব্যার্থঃ'! এখানে এই ইঙ্গিতটুকুও পাওয়া যায়—'এ-সমাপ্তি কাব্যের পক্ষে গ্রহণযোগ্য – নাটকে নয়।'

১২. অরুন্ধতী এবং ধরিত্রীর নিকট সীতার জন্যে রামের প্রার্থনা—প্রথম অঙ্ক দ্রষ্টব্য।

১৩. অগ্রজের আদেশ হলেও অসহায়া সীতাকে বনে ত্যাগ করে আসার জন্যে লক্ষ্মণ নিজেকে 'নির্লজ্জ' বলেছেন।

১৪ 'আর্যাজনঃ' বলতে এখানে রামের তিন-মাতা এবং অরুন্ধতী দেবীকে বোঝাচ্ছে।

১৫. লবণের পিতা মধু, মাতা কুম্ভিনসী (লবণের ভগিনী)। লবণ মধুবনে বাস করত এবং মুনিদের উপরে উৎপীড়ন করত। তার রাজধানী মথুরা। শত্রুঘ্ন লবণকে বধ করে মথুরায় রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। এইজন্যে শত্রুঘ্ন 'মথুরেশ্বরঃ'। প্রথম অঙ্কে তাকে পাঠানো হয়েছিল লবণের বিরুদ্ধে—লবণ দমন করেন তিনি সপ্তম অঙ্কে (অর্থাৎ বারো বছর পরে)।

১৬. ভরতবাক্য = নাট্যাচার্য ভরতের বাক্য = আশীর্বাদসূচক শ্লোক। 'ভরত' শব্দের আর একটি অর্থ নট। ভরতবাক্য—নাটকের সমাপ্তিতে নটের মুখে আশীর্বাদ-শ্লোক।

উত্তররামচরিতম্

প্রথমোঽঙ্কঃ

ইদং কবিভ্যঃ পূর্বেভ্যো নমোবাকং প্রশাস্মহে।
বিন্দেম দেবতাং বাচমমৃতামাত্মনঃ কলাম্ ॥ ১ ॥

নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ—অলমতিবিস্তরেণ। অদ্য খলু ভগবতঃ কালপ্রিয়ানাথস্য যাত্রায়মার্য-মিশ্রাশ্বিজ্ঞাপয়ামি—এবমত্রভবন্তো বিদাংকুর্বন্তু। অস্তি খলু তত্রভবান্ কাশ্যপঃ শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছনঃ পদবাক্যপ্রমাণজ্ঞো ভবভূতির্নাম জাতুকর্ণীপুত্রঃ।

যং ব্রহ্মাণমিয়ং দেবী বাগ্বশ্যেবানুবর্ততে।
উত্তরং রামচরিতং তৎপ্রণীতং প্রযোক্ষ্যতে ॥ ২ ॥

এষোঽস্মি কার্যবশাদাযোধ্যকস্তদানীন্তনশ্চ সংবৃত্তঃ। (সমন্তাদবলোক্য।) ভো ভো যদা তাবদত্রভবতঃ পৌলস্ত্যকুলধূমকেতোর্মহারাজরামস্যায়মভিষেকময়ো রাত্রিন্দিবমসংহৃতানন্দীকস্তৎ কিমিদানীং বিশ্রান্তচারণানি চত্বরস্থানানি।

প্রবিশ্য। নটঃ—ভাব প্রেষিতা হীতঃ স্বগৃহান্ মহারাজেন লঙ্কাসমরসুহৃদো মহাত্মানঃ প্লবঙ্গমরাক্ষসাঃ সভাজনোপস্থায়িনশ্চ নানাদিগন্তাগতা ব্রহ্মর্ষয়ো রাজর্ষয়শ্চ যৎ-সমারাধনায়ৈতাবতো দিবসানুৎসব আসীৎ।

সূত্রধারঃ—আ অস্ত্যেতন্নিমিত্তম্।

নটঃ—অন্যচ্চ।

বসিষ্ঠাধিষ্ঠিতা দেব্যো গতা রাঘবমাতরঃ।
অরুন্ধতীং পুরস্কৃত্য যজ্ঞে জামাতুরাশ্রমম্ ॥ ৩ ॥

সূত্রধারঃ—বৈদেশিকোঽস্মীতি পৃচ্ছামি। কঃ পুনরসৌ জামাতা ?

নটঃ— কন্যাং দশরথো রাজা শান্তাং নাম ব্যজীজনৎ।
অপত্যকৃতিকাং রাজ্ঞে রোমপাদায় যাং দদৌ ॥ ৪ ॥

বিভাণ্ডকসুতস্তামৃষ্যশৃঙ্গ উপযেমে। তেন চ সাম্প্রতং দ্বাদশবার্ষিকং সত্রমারব্ধম্। তদনুরোধাৎ কঠোরগর্ভামপি জানকীং বিমুচ্য গুরুজনস্তত্র গতঃ।

সূত্রধারঃ—তৎ কিমনেন। এহি রাজদ্বারমেব স্বজাতিসময়োনোপতিষ্ঠাবঃ।

নটঃ—তেন হি নিরূপয়তু রাজ্ঞঃ সুপরিশুদ্ধামুপস্থানস্তোত্রপদ্ধতিং ভাবঃ।

সূত্রধারঃ—মারিষ

সর্বথা ব্যবহর্তব্যং কুতো হ্যবচনীয়তা।
যথা স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জনো জনঃ ॥ ৫ ॥

নটঃ—অতিদুর্জন ইতি বক্তব্যম্।

দেব্যামপি হি বৈদেহ্যাং সাপবাদো যতো জনঃ।
রক্ষোগৃহস্থিতির্মূলমগ্নিশুদ্ধৌ ত্বনিশ্চয়ঃ ॥ ৬ ॥

সূত্রধারঃ—যদি পুনরিয়ং কিংবদন্তী মহারাজং প্রতি স্যন্দেত ততঃ কষ্টং স্যাৎ।

নটঃ—সর্বথা ঋষয়ো দেবতাশ্চ শ্রেয়ো বিধাস্যন্তি। (পরিক্রম্য) ভো ভোঃ ক্বেদানীং মহারাজঃ। (আকর্ণ্য) এবং জনাঃ কথয়ন্তি—

স্নেহাৎ সভাজয়িতুমেত্য দিনান্যমূনি
নীত্বোৎসবেন জনকোঽদ্য গতো বিদেহান্।
দেব্যাস্ততো বিমনসঃ পরিসান্ত্বনায়
ধর্মাসনাদ্বিশতি বাসগৃহং নরেন্দ্রঃ ॥ ৭ ॥

(নিষ্ক্রান্তৌ।)

প্রস্তাবনা।

(ততঃ প্রবিশত্যুপবিষ্টো রামঃ সীতা চ।)

রামঃ—দেবি বৈদেহি, সমাশ্বসিহি। তে হি গুরবো ন শক্নুবন্তি বিহাতুমস্মান্।

কিং ত্বনুষ্ঠাননিত্যত্বং স্বাতন্ত্র্যমপকর্ষতি।
সংকটা হ্যাহিতাগ্নীনাং প্রত্যবায়ৈর্গৃহস্থতা ॥ ৮ ॥

সীতা—জাণামি অজ্জউত্ত জাণামি। কিংদু সংদাবআরিণো বন্ধুঅণবিপ্পওআ হোন্তি। (জানামি আর্যপুত্র জানামি। কিং তু সন্তাপকারিণো বন্ধুজনবিপ্রয়োগা ভবন্তি।)

রামঃ—এবমেতৎ। এতে হি হৃদয়মর্মচ্ছিদঃ সংসারভাবা যেভ্যো বীভৎসমানাঃ সংত্যজ্য সর্বান্ কামানরণ্যে বিশ্রাম্যন্তি মনীষিণঃ।

প্রবিশ্য। কঞ্চুকী—রামভদ্র—(ইত্যর্ধোক্তে সাশঙ্কম্) মহারাজ।

রামঃ—(সস্মিতম্।) আর্য ননু রামভদ্র ইত্যেব মাং প্রত্যুপচারঃ শোভতে তাতপরিজনস্য। তদ্যথাভ্যস্তমভিধীয়তাম্।

কঞ্চুকী—দেব ঋষ্যশৃঙ্গাশ্রমাদষ্টাবক্রঃ সংপ্রাপ্তঃ।

সীতা—অজ্জ তদো কিং বিলম্বীঅদি। (আর্য ততঃ কিং বিলম্ব্যতে।)

রামঃ—ত্বরিতং প্রবেশয়। (কঞ্চুকী নিষ্ক্রান্তঃ।)

(প্রবিশ্য)

অষ্টাবক্রঃ—স্বস্তি রাম্।

রামঃ—ভগবন্, অভিবাদয়ে। ইত আস্যতাম্।

সীতা—ভঅবং ণমো দে। অবি কুসলং সজামাতুঅস্স গুরুঅণস্স অজ্জাএ সন্তাএ অ। (ভগবন্ নমস্তে। অপি কুশলং সজামাতৃকস্য গুরুজনস্যার্যায়াঃ শান্তায়াশ্চ।)

রামঃ—নির্বিঘ্নঃ সোমপীথী আবুত্তো মে ভগবানৃষ্যশৃঙ্গ আর্যা চ শান্তা।

সীতা—অহ্মে বা সুমরদি। (অস্মান্ বা স্মরতি।)

অষ্টাবক্রঃ—(উপবিশ্য) অথ কিম্। দেবি কুলগুরুর্ভগবান্বসিষ্ঠস্ত্বমিদামাহ

বিশ্বম্ভরা ভগবতী ভবতীমসূত
রাজা প্রজাপতিসমো জনকঃ পিতা তে।
তেষাং বধূস্ত্বমসি নন্দিনি পার্থিবানাং
যেষাং কুলেষু সবিতা চ গুরুর্বয়ং চ ॥ ৯ ॥

তৎ কিমন্যদাশাস্মহে। কেবলং বীরপ্রসবা ভূয়াঃ।

রামঃ—অনুগৃহীতাঃ স্মঃ।

লৌকিকানাং হি সাধূনামর্থং বাগনুবর্ততে।
ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি ॥ ১০ ॥

অষ্টাবক্রঃ—ইদং চ ভগবত্যারুন্ধত্যা দেবীভিঃ শান্তয়া চ ভুয়ো ভূয়ঃ সন্দিষ্টম্। যঃ কশ্চিদ্গর্ভদোহদো ভবত্যস্যাঃ সোঽবশ্যমচিরাৎ সম্পাদয়িতব্য ইতি।

রামঃ—ক্রিয়তে যদেষা কথয়তি।

অষ্টাবক্রঃ—ননান্দুঃ পত্যা চ দেব্যাঃ সন্দিষ্টম্ ঋষ্যশৃঙ্গেণ বৎসে কঠোরগর্ভেতি নানীতাসি। বৎসোঽপি রামভদ্রস্ত্বদ্বিনোদার্থমেব স্থাপিতঃ। তৎপুত্রপূর্ণোৎসঙ্গামায়ুষ্মতীং দ্রক্ষ্যাম ইতি।

রামঃ—(সহর্ষলজ্জাস্মিতম্ !) তথাস্তু। ভগবতা বসিষ্ঠেন ন কিঞ্চিদাদিষ্টোঽস্মি।

অষ্টাবক্রঃ—শ্রূয়তাম্।

জামাতৃযজ্ঞেন বয়ং নিরুদ্ধাস্ত্বং বাল এবাসি নবং চ রাজ্যম্।
যুক্তঃ প্রজানামনুরঞ্জনে স্যাস্তস্মাদ্‌যশো যৎ পরমং ধনং বঃ ॥ ১১ ॥

রামঃ—যথা সমাদিশতি ভগবান্মৈত্রাবরুণিঃ।

স্নেহং দয়াং চ সৌখ্যং চ যদি বা জানকীমপি।
আরাধনায় লোকানাং মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা ॥ ১২ ॥

সীতা—অদো জেব্ব রাহবকুলধুরন্ধরো অজ্জউত্তো। (অতএব রাঘকুলধুরন্ধর-আর্যপুত্রঃ।)

রামঃ—কঃ কোঽত্র ভোঃ। বিশ্রাম্যতামষ্টাবক্রঃ।

অষ্টাবক্রঃ—(উত্থায় পরিক্রম্য চ।) অয়ে কুমারলক্ষ্মণঃ প্রাপ্তঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

(প্রবিশ্য)

লক্ষ্মণঃ—জয়তি জয়ত্যার্যঃ। আর্য ! তেন চিত্রকারেণাস্মদুপদিষ্টমার্যস্য চরিতমস্যাং বীথিকায়ামভিলিখিতম্ তৎপশ্যত্বার্যঃ।

রামঃ—জানাসি বৎস দুর্মনায়মানাং দেবীং বিনোদয়িতুম্। তৎ কিয়ন্তমবধিং যাবৎ।

লক্ষ্মণঃ—যাবদার্যায়া হুতাশনে বিশুদ্ধিঃ।

রামঃ—শান্তং পাপম্। (সসান্ত্ব বচনম্।)

উৎপত্তিপরিপূতায়াঃ কিমস্যাঃ পাবনান্তরৈঃ।
তীর্থোদকং চ বহ্নিশ্চ নান্যতঃ শুদ্ধিমর্হতঃ ॥ ১৩ ॥

দেবি দেবযজনসম্ভবে প্রসীদ। এষ তে জীবিতাবধিঃ প্রবাদঃ।

কষ্টংজনঃ কুলধনৈরনুরঞ্জনীয়—
স্তন্নো যদুক্তমশিবং ন হি তৎ ক্ষমং তে।
নৈসর্গিকী স্বরভিণঃ কুসুমস্য সিদ্ধা
মূর্ধ্নি স্থিতির্ন চরণৈরবতাড়নানি ॥ ১৪ ॥

সীতা—হোদু অজ্জউত্ত হোদু। এহি। পেক্খহ্ম ধাব দে চরিদম্। (ভবত্বার্যপুত্র ভবতু। এহি, প্রেক্ষামহে তাবত্তে চরিতম্।) (ইত্যুত্থায় পরিক্রামতি।)

লক্ষ্মণঃ—ইদং তদালেখ্যম্।

সীতা—(নির্বর্ণ্য) কে এদে উবরি ণিরন্তরট্ঠিদা উবত্থুবন্তি বিঅ অজ্জউত্তম্। (ক এতে উপরি নিরন্তরস্থিতা উপস্তুবন্তীবার্যপুত্রম্।)

লক্ষ্মণঃ—দেবি, এতানি তানি সহরস্যানি জৃম্ভকাস্ত্রাণি যানি ভগবতঃ কৃশাশ্বাৎকৌশিকমুনিমপসংক্রান্তানি তেন চ তাটকাবধে প্রসাদীকৃতান্যার্যস্য।

রামঃ—বন্দস্ব দেবি দিব্যাস্ত্রাণি ॥

ব্রহ্মাদয়ো ব্রহ্মহিতায় তপ্তা পরঃ সহস্রাঃ শরদস্তপাংসি।
এতান্যপশ্যন্ গুরবঃ পুরাণাঃ স্বান্যেব তেজাংসি তপোময়ানি ॥ ১৫ ॥

সীতা—ণমো এদাণম্। (নম এতেভ্যঃ।)

রামঃ—সর্বথেদানীং ত্বৎপ্রসূতিমুপস্থাস্যন্তি।

সীতা—অণুগ্গহিদম্হি। (অনুগৃহীতাস্মি।)

লক্ষ্মণঃ—এষ মিথিলাবৃত্তান্তঃ।

সীতা—অম্মহে দলন্তণবণীলুপ্পলসামলসিণিদ্ধমসিণসোহমাণমংবলেণ দেহসোহগ্গেণ বিম্হঅত্থিমিদতাদদীসন্তসোম্মসুন্দরসিরী অণাদরখণ্ডিদসঙ্করসরাসণো সিহণ্ডমুদ্ধমুহমণ্ডলো অজ্জউত্তো আলিহিদো। (অহো দলন্নবনীলোৎপলশ্যামলস্নিগ্ধমসৃণ শোভমানমাংসলেন দেহসৌভাগ্যেন বিস্ময়স্তিমিততাতদৃশ্যমানসৌম্যসুন্দরশ্রীরনাদরখণ্ডিতশঙ্করশরাসনঃ শিখণ্ডমুগ্ধমুখমণ্ডল আর্যপুত্র আলিখিতঃ।)

লক্ষ্মণঃ—আর্যে পশ্য পশ্য।

সম্বন্ধিনো বসিষ্ঠাদীনেষ তাতস্তবার্চতি।
গৌতমশ্চ শতানন্দো জনকানাং পুরোহিতঃ ॥ ১৬ ॥

লক্ষ্মণঃ—সুশ্লিষ্টমেতৎ।

জনকানাং রঘূণাং চ সম্বন্ধঃ কস্য ন প্রিয়ঃ।
যত্র দাতা গ্রহীতা চ স্বয়ং কুশিকনন্দনঃ ॥ ১৭ ॥

সীতা—এদে কখু তক্কালকিদগোদাণমঙ্গলা চত্তারো ভাদরো বিআহদিক্খিদা তুম্হে। অম্বো জাণামি তস্সিং জেব্ব পদেসে তস্সিং জেব্ব কালেবত্তামি। (এতে খলু তৎকালকৃতগোদানমঙ্গলাশ্চত্বারো ভ্রাতরো বিবাহদীক্ষিতা যূয়ম্। অতো জানামি তস্মিন্নেব প্রদেশো অস্মিন্নেব কালে বর্তে।)

রামঃ—এবম্।

সময়ঃ স -বর্তত ইবেষ যত্র মাং
সমনন্দয়ৎ সুমুখি গৌতমার্পিতঃ।
অয়মাগৃহীতকমনীয়কঙ্কণ—
স্তব মূর্তিমানিব মহোৎসবঃ করঃ ॥ ১৮ ॥

লক্ষ্মণঃ—ইয়মার্যা। ইয়মপ্যার্যা মাণ্ডবী। ইয়মপি বধূঃ শ্রুতকীর্তিঃ।

সীতা—বচ্ছ ইঅং বি অবরা কা। (বৎস ইয়মপ্যপরা কা।)

লক্ষ্মণঃ—(সলজ্জস্মিতম্। অপবার্য) অয়ে ঊর্মিলাং পৃচ্ছত্যার্যা। ভবতু, অন্যতঃ সঞ্চারয়ামি। (প্রকাশম্) আর্যে দৃশ্যতাং দ্রষ্টব্যমেতৎ। অয়ং চ ভগবান্ ভার্গবঃ

সীতা—(সসম্ভ্রমম্) কম্পিদম্হি। (কম্পিতাস্মি।)

রামঃ—ঋষে নমস্তে।

লক্ষ্মণঃ—আর্যে পশ্য পশ্য। অয়মসাবার্যেণ (ইত্যর্ধোক্তে।)

রামঃ—(সাধিক্ষেপম্) অয়ি বৎস বহুতরং দ্রষ্টব্যম্। অন্যতো দর্শয়।

সীতা—(সস্নেহবহুমানং নির্বর্ণ্য।) সুঠ্ঠু সোহসি অজ্জউত্ত এদিণা বিণঅমাহপ্পেণ। (সুষ্ঠু শোভসে আর্যপুত্র এতেন বিনয়মাহাত্ম্যেন।)

লক্ষ্মণঃ এতে বয়মযোধ্যাং প্রাপ্তাঃ।

রামঃ—(সাস্রম্) স্মরামি হন্ত স্মরামি।

জীবৎসু তাতপাদেষু নবে দারপরিগ্রহে।
মাতৃভিশ্চিন্ত্যমানানাং তে হি নো দিবসা গতাঃ ॥ ১৯ ॥

ইয়মপি তদা জানকী।

প্রতনুবিরলৈঃ প্রান্তোন্মীলন্মনোহরকুন্তলৈ-
দর্শনমুকুলৈর্মুগ্ধালোকং শিশুর্দধতী মুখম্।
ললিতললিতজ্যোৎস্নাপ্রায়ৈরকৃত্রিমবিভ্রমৈ
রকৃতমধুরৈরম্বানাং মে কুতূহলমঙ্গকৈঃ ॥ ২০ ॥

লক্ষ্মণঃ—এষা মন্থরা।

রামঃ—(সত্বরমন্যতো দর্শয়ন্।) দেবি বৈদেহি !

ইঙ্গুদীপাদপঃ সোঽয়ং শৃঙ্গবেরপুরে পুরা।
নিষাদপতিনা যত্র স্নিগ্ধেনাসীৎ সমাগমঃ ॥ ২১ ॥

লক্ষ্মণঃ—(বিহস্য। স্বগতম্।) অয়ে মধ্যমাম্বাবৃত্তমন্তরিতমার্যেণ।

সীতা—অম্মো এসো জড়াসংজমণবুত্তন্তো। (অহো এষ জটাসংযমনবৃত্তান্তঃ।)

লক্ষ্মণঃ— পুত্রসংক্রান্তলক্ষ্মীকৈর্যদ্বৃদ্ধেক্ষ্বাকুভির্ধৃতম্।
ধৃতং বাল্যে তদার্যেণ পুণ্যমারণ্যক ব্রতম্ ॥ ২২ ॥

সীতা—এসা পসন্নপুন্নসলিলা ভঅবদী ভাঈরহী। (এষা প্রসন্নপুণ্যসলিলা ভগবতী ভাগীরথী।)

রামঃ—দেবি রঘুকুলদেবতে নমস্তে।

তুরগবিচয়ব্যগ্রানুর্বীভিদঃ সগরাধ্বরে
কপিলমহসামর্ষাৎ প্লুষ্টান্ পিতুশ্চ পিতামহান্।
অগণিততনূতাপং তপ্ত্বা তপাংসি ভগীরথো
ভগবতি তব স্পৃষ্টানদ্ভিশ্চিরাদুদতীতরৎ ॥ ২৩ ॥

সা ত্বমম্ব স্নুষায়ামরুন্ধতীব সীতায়াং শিবানুধ্যানা ভব।

লক্ষ্মণঃ—অয়মসৌ ভরদ্বাজাবেদিতশ্চিত্রকূটযায়িনি বর্ত্মনি বনস্পতিঃ কালিন্দীতটে বটঃ শ্যামো নাম।

রামঃ—(সস্পৃহমবলোকয়তি।)

সীতা—সুমরদি বা এদং পদেসং অজ্জউত্তো। (স্মরতি বৈতং প্রদেশমার্যপুত্রঃ।)

রামঃ—অয়ি কথং বিস্মর্যতে।

অলসললিত-মুগ্ধান্যধ্বসম্পাতখেদা—
দশিথিলপরিরম্ভৈর্দত্তসংবাহনানি।
পরিমৃদিতমৃণালীদুর্বলান্যঙ্গকানি
ত্বমুরসি মম কৃত্বা যত্র নিদ্রামবাপ্তা ॥ ২৪ ॥

লক্ষ্মণঃ—এষ বিন্ধ্যাটবীমুখে বিরাধসংরোধঃ।

সীতা—অলং দাব এদিণা। পেক্খামি দাব অজ্জউত্তসহত্তধরিদতালবুন্তাদবত্তনিবারিদাদপং অত্তণো দক্খিণারন্নপবেশারম্ভম্। (অলং তাবদেতেন। প্রেক্ষে তাবদার্যপুত্র-স্বহস্তধৃততালবৃন্তাতপত্রনিবারিতাতপমাত্মনো দক্ষিণারণ্যপ্রবেশারম্ভম্।)

রামঃ— এতানি তানি গিরিনির্ঝরিণীতটেষু
বৈখানসাশ্রিততরূণি তপোবনানি।
যেষ্বাতিথেয়পরমা যমিনো ভজন্তে
নীবারমুষ্টিপচনা গৃহিণো গৃহাণি ॥ ২৫ ॥

লক্ষ্মণঃ অয়মবিরলানোকহনিবহনিরন্তরস্নিগ্ধনীলপরিসরারণ্যপরিণদ্ধগোদাবরীমুখর-কন্দরঃ সততমভিষ্যন্দমানমেঘদুরিতনীলিমা জনস্থানমধ্যগো গিরিঃ প্রস্রবণো নাম।

রামঃ – স্মরসি সুতনু অস্মিন্ পর্বতে লক্ষ্মণেন
প্রতিবিহিতসপর্যাসুস্থয়োস্তান্যহানি।
স্মরসি সরসনীরাং তত্র গোদাবরীং বা
স্মরসি চ তদুপান্তেষ্বাবয়োর্বর্তনানি ॥ ২৬ ॥

কিং চ। কিমপি কিমপি মন্দং মন্দমাসত্তিযোগা-
দবিরলিতকপোলং জল্পতোরক্রমেণ।
অশিথিলপরিরম্ভব্যাপৃতৈকৈকদোষ্ণো-
রবিদিতগতযামা রাত্রিরেব ব্যরংসীৎ ॥ ২৭ ॥

লক্ষ্মণঃ—এষা পঞ্চবট্যাং শূর্পণখা।

সীতা—হা অজ্জউত্ত এত্তিঅং দে দংসণম্। (হা আর্যপুত্র এতাবত্তে দর্শনম্।)

রামঃ—অয়ি বিপ্রযোগত্রস্তে চিত্রমেতৎ।

সীতা জহা তহা হোদু। দুজ্জণো অসুহং উপ্পাদেই। (যথা তথা ভবতু। দুর্জনোঽসুখমুৎপাদয়তি।

রামঃ—হন্ত বর্তমান ইব মে জনস্থানবৃত্তান্তঃ প্রতিভাতি।

লক্ষ্মণঃ— অথেদং রক্ষোভিঃ কনকহরিণচ্ছদ্মবিধিনা
তথা বৃত্তং পাপৈর্ব্যথয়তি যথা ক্ষালিতমপি।
জনস্থানে শূন্যে বিকলকরণৈরার্যচরিতৈ-
রপি গ্রাবা রোদিত্যপি দলতি বজ্রস্য হৃদয়ম্ ॥ ২৮ ॥

সীতা—(সাস্রমাত্মগতম্) অয়ি দেব রহুউলাণন্দ এব্বং মম কারণাদো বিকলস্তো আসি। (অয়ি দেব রঘুকুলানন্দ এবং মম কারণাৎ ক্লান্ত আসীঃ।)

লক্ষ্মণঃ—(রামং নির্বর্ণ্য সাকূতম্) আর্য কিমেতৎ।
অয়ং তাবদ্বাষ্পস্ফুটিত ইব মুক্তামণিসরো
বিসর্পন্ধারাভির্লুঠতি ধরণীং জর্জরকণঃ।
নিরুদ্ধোঽপ্যাবেগঃ স্ফুরদধরনাসাপুটতয়া
পরেষামুন্নেয়ো ভবতি চ ভরাধ্মাতহৃদয়ঃ ॥ ২৯ ॥

রামঃ—বৎস
তৎকালং প্রিয়জনবিপ্রযোগজন্মা
তীব্রোঽপি প্রতিকৃতিবাঞ্ছয়া বিসোঢ়ঃ।
দুঃখাগ্নির্মনসি পুনর্বিপচ্যমানো
হৃন্মর্মব্রণ ইব বেদনাং করোতি ॥ ৩০ ॥

সীতা—হদ্ধী হদ্ধী। অহং বি অদিভূমিং গদেণ রণরণএণ অজ্জউত্তসুণ্ণং বিঅ অত্তাণং পেক্খামি। (হা ধিক্ হা ধিক্। অহমপ্যতিভূমিং গতেন রণরণকেনার্যপুত্র-শূন্যমিবাত্মানং পশ্যামি।)

লক্ষ্মণঃ—(স্বগতম্) ভবত্বন্যতঃ ক্ষিপামি। (চিত্রং বিলোক্য প্রকাশম্) অথৈতন্মন্বন্তর-পুরাণগৃধ্ররাজস্য তত্রভবতস্তাতজটায়ুষশ্চরিত্রবিক্রমোদাহরণম্।

সীতা—হা তাদ ণিব্বূঢ়ো দে অবচ্চসিণেহো। (হা তাত নির্ব্যূঢ়স্তেহপত্যস্নেহঃ)।

রামঃ–হা তাত কশ্যপ শকুন্তরাজ ক্ব নু খলু পুনস্ত্বাদৃশস্য মহতস্তীর্থভূতস্য সাধোঃ সম্ভবঃ।

লক্ষ্মণঃ—অয়মসৌ জনস্থানস্য পশ্চিমতশ্চিত্রকুঞ্জবান্নাম দনুকবন্ধাধিষ্ঠিতো দণ্ডকারণ্যভাগঃ। তদিদমৃষ্যমূকপর্বতে মতঙ্গস্যাশ্রমপদম্। ইয়ং চ শ্রমণা নাম সিদ্ধা শবরতাপসী তদেতৎ পম্পাভিধানং পদ্মসরঃ।

সীতা—এত্থ কিল অজ্জউত্তেণ বিচ্ছিন্নামরিসধীরত্তণং পমুক্তকণ্ঠং রুণ্ণং আসি। (অত্র কিলার্যপুত্রেণ বিচ্ছিন্নামর্ষধীরত্বং প্রমুক্তকণ্ঠং রুদিতমাসীৎ)!

রামঃ—দেবি রমণীয়মেতৎ সরঃ।

এতস্মিন্মদকলমল্লিকাখ্যপক্ষ-
ব্যাধূতস্ফুরদুরুদন্ডপুণ্ডরীকাঃ।
বাষ্পাম্ভঃপরিপতনোদ্গমান্তরালে
সন্দৃষ্টাঃ কুবলয়িনো ভুবো বিভাগাঃ॥ ৩১॥

লক্ষ্মণঃ—অয়মার্যো হনুমান্,

সীতা—এসো সো চিরণিব্বূঢ়জীবলোঅপচ্চুদ্ধরণগুরুওবআরী মহাণুভাবো মারুদী। (এষ স চিরনির্ব্যূঢ়জীবলোকপ্রত্যুদ্ধরণগুরুকোপকারী মহানুভাবো মারুতিঃ)।

রামঃ – দিষ্ট্যা সোঽয়ং মহাবাহুরঞ্জনানন্দবর্ধনঃ।
যস্য বীর্যেণ কৃতিনো বয়ং চ ভুবনানি চ॥ ৩২।

সীতা—বচ্ছ এসো কুসুমিদকঅম্বতরুতণ্ড বিঅবং হিণো কিংণামধেও গিরি জত্থ অণুভাবসোহগ্গমেত্তপরিসেসধুসরসিরী মুহুত্তং মুচ্ছন্দো তুএ পরুদিএণ অবলম্বিদো তরুঅলে অজ্জউত্তো আলিহিদো। (বৎস এষ কুসুমিতকদম্বতরুতাণ্ডবিতবর্হিণঃ কিং নামধেয়ো গিরির্যত্রানুভাবসৌভাগ্যমাত্রপরিশেষধূসরশ্রীর্মুহূর্তং মূর্ছংস্ত্বয়া প্ররুদিতেনাবলম্বিতস্তরুতল আর্যপুত্র আলিখিতঃ)।

লক্ষ্মণঃ— সোঽয়ং শৈলঃ ককুভসুরভির্মাল্যবান্নাম যস্মি-
ন্নীলঃ স্নিগ্ধঃ শ্রয়তি শিখরং নূতনস্তোয়বাহঃ।

আর্যেণাস্মিন্।

রামঃ— বিরম বিরমাতঃ পরং ন ক্ষমোঽস্মি
প্রত্যাবৃত্তঃ পুনরিব স মে জানকীবিপ্রয়োগঃ। ৩৩॥

লক্ষ্মণঃ অতঃ পরমার্যস্য তত্রভবতাং কপিরাক্ষসানাং চাসংখ্যাতানুত্তরোত্তরাণি কর্মাশ্চর্যাণি। পরিশ্রান্তা চেয়মার্যা। তদ্বিজ্ঞাপয়ামি বিশ্রাম্যতামিতি।

সীতা—অজ্জউত্ত এদিণা চিত্তদংসণেণ পচ্চুপ্পন্নদোহলাএ অত্থি মএ বিণ্ণপ্পম্। (আর্যপুত্র এতেন চিত্রদর্শনেন প্রত্যুৎপন্নদোহদায়া অস্তি মম বিজ্ঞাপ্যম্)।

রামঃ—নন্বাজ্ঞাপয়।

সীতা—জাণে পুণোবি পসন্নগম্ভীরাসু বণরাইসু বিহরিস্সং পবিত্তণিম্মলসিসিরাবগাহা ভঅবদি ভাঈরহিং ওগাহিস্সং ত্তি। (জানে পুনরপি প্রসন্নভম্ভীরাসু বনরাজিষু বিহরিষ্যামি পবিত্রনির্মলশিশিরাবগাহাং ভগবতীং ভাগীরথীমবগাহিষ্য ইতি)।

রামঃ—বৎস লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণঃ—এষোঽস্মি।

রমঃ—বৎস অচিরং সম্পাদনীয়োঽস্যা দোহদ ইতি সম্প্রত্যেব গুরুভিঃ সন্দিষ্টম্।
তদস্খলিতসুখসম্পাতং রথমুপস্থাপয়।

সীতা – অজ্জউত্ত তুম্হেহিং বি আঅন্দব্বং। (আর্যপুত্র যুষ্মাভিরপি আগন্তব্যম্)।

রামঃ – অয়ি কঠিনহৃদয়ে এতদপি বক্তব্যমেব।

সীতা—তেণ হি পিঅং মে পিঅং মে। (তেন হি প্রিয়ং মে প্রিয়ং মে)।

লক্ষ্মণ-—যথাজ্ঞাপয়ত্যার্যঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

রামঃ—প্রিয়ে অত্র বাতায়নোপকণ্ঠে মুহূর্তং সংবিষ্টৌ ভবাবঃ।

সীতা—এবং হোদু। ওহীরিদম্হি ক্খু পরিস্সমজণিদাএ ণিদ্দাএ। (এবং ভবতু, অপহৃতাস্মি খলু পরিশ্রমজনিতয়া নিদ্রয়া।

রামঃ- তেন হি নিরন্তরমবলম্বস্ব মামনুগমনায়।

জীবয়ন্নিব সসাধ্বসশ্রমস্বেদবিন্দুরধিকণ্ঠমর্প্যতাম্।
বাহুরৈন্দবময়ূখচুম্বিতস্যন্দিচন্দ্রমণিহারবিভ্রমঃ ॥ ৩৪ ॥

(তথা কারয়ন্ সানন্দম্) প্রিয়ে কিমেতৎ ;

বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
প্রমোহো নিদ্রা বা কিমু বিষাবসর্পঃ কিমু মদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি চ সম্মীলয়তি চ ॥ ৩৫ ॥

সীতা--থিরপ্পসাদা তুম্হে ইদো দাণিং কিং অবরম্। (স্থিরপ্রসাদা যূয়মিত ইদানীং কিমপরম্)।

রামঃ— ম্লানস্য জীবকুসুমস্য বিকাসনানি
সন্তর্পণানি সকলেন্দ্রিয়মোহনানি।
এতানি তে সুবচনানি সরোরুহাক্ষি
কর্ণামৃতানি মনসশ্চ রসায়নানি ॥ ৩৬ ॥

সীতা—পিঅংবদ এহি। সংবিসম্হ। (ইতি শয়নায় সমন্ততো নিরূপয়তি প্রিয়ংবদ এহি। সংবিশাবঃ]।

রামঃ—অয়ি কিমন্বেষ্টব্যম্।

আ বিবাহসময়াদ্গৃহে বনে শৈশবে তদনু যৌবনে পুনঃ।
স্বাপহেতুরনুপাশ্রিতোঽন্যয়া রামবাহুরুপধানমেষ তে ॥ ৩৭ ॥

সীতা - (নিদ্রাং নাটয়ন্তী) অত্থি এদম্। অজ্জউত্ত অত্থি এদং (ইতি স্বপিতি) [অস্ত্যেতদার্যপুত্র অস্ত্যেতৎ]।

রামঃ - কথং প্রিয়বচনা মে বক্ষসি প্রসুপ্তৈব।

(নির্বর্ণ্য) ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্তির্নয়নয়ো-
রসাবস্যাঃ স্পর্শো বপুষি বহুলশ্চন্দনরসঃ।
অয়ং বাহুঃ কণ্ঠে শিশিরমসৃণো মৌক্তিকসরঃ
কিমস্যা ন প্রেয়ো যদি পরমসহ্যস্তু বিরহঃ ॥ ৩৮ ॥

প্রতিহারী—(প্রবিশ্য) দেব উবট্ঠিদো। (দেব উপস্থিত। ;

রামঃ—অয়ি কঃ।

প্রতিহারী—আসন্নপরিআরও দেবস্স দুম্মুহো। (আসন্নপরিচারকো দেবস্য দুর্মুখঃ)।

রামঃ—(স্বগতম্) শুদ্ধান্তচারী দুর্মুখঃ। স ময়া পৌরবজানপদেষ্বপসর্পঃ প্রহিতঃ। (প্রকাশম্) আগচ্ছতু। (প্রতিহারী নিষ্ক্রান্তা)

(প্রবিশ্য)

দুর্মুখঃ—(স্বগতম্) হা কহং দাণিং দেবিং অন্তরেণ ঈদিসং অচিন্তণিজ্জং জণাববাদং দেব্বস্স কহইস্সং। অহবা ণিওও ক্খু মে এরিসো মন্দভাঅস্স। (হা কথমিদানীং দেবীমন্তরেণ ঈদৃশমচিন্তনীয়ং জনাপবাদং দেবায় কথয়িষ্যামি। অথবা নিয়োগঃ খল্বীদৃশো মে মন্দভাগ্যস্য)।

সীতা—(উৎস্বপ্নায়তে) হা অজ্জউত্ত সোম্ম কহিং সি। (হা আর্যপুত্র সৌম্য কুত্রাসি)।

রামঃ—অয়ে সৈবেয়ং রণরণকদায়িনী চিত্রদর্শনাদ্বিরহভাবনা দেব্যাঃ স্বপ্নোদ্বেগং করোতি। (সস্নেহমঙ্গমস্যাঃ পরামৃশন্)

অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগতং সর্বাস্ববস্থাসু য-
দ্বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্যো রসঃ।
কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎস্নেহসারে স্থিতং
ভদ্রং তস্য সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হি তৎ প্রাপ্যতে। ৩৯ ॥

দুর্মুখঃ—(উপসৃত্য) জেদু দেবো। (জয়তু দেবঃ):

রামঃ—ব্রূহি যদুপলব্ধম্ ;

দুর্মুখঃ—উবত্থুবন্তি দেবং পোরজাণবদা বিসুমরাবিদা অহ্মে মহারাঅং দসরহং রামভদ্দেণেত্তি। (উপস্তুবন্তি দেবং পৌরজানপদা বিস্মারিতা বয়ং মহারাজং দশরথং রামভদ্রেণেতি।)

রামঃ—অর্থবাদ এষঃ। দোষং তু মে কঞ্চিৎ কথয় যেন স প্রতিবিধীয়তে।

দুর্মুখঃ—(সাস্রম্) সুণাদু দেও। (কর্ণে) এব্বং বিঅ। (শৃণোতু দেবঃ। এবমিব।)

রামঃ—অহহ তীব্রসংবেগো বাগ্বজ্রঃ। (ইতি মূর্ছতি।)

দুর্মুখঃ—আস্সসদু দেবো। (আশ্বসিতু দেবঃ।)

রামঃ—(আশ্বস্য)

হা হা ধিক্ পরগৃহবাসদূষণং য-
দ্বৈদেহ্যাঃ প্রশমিতমদ্ভুতৈরুপায়ৈঃ।
এতত্তৎ পুনরপি দৈবদুর্বিপাকা-
দালর্কং বিষমিব সর্বতঃ প্রসৃপ্তম্ ॥ ৪০ ॥

তৎ কিমত্র মন্দভাগ্যঃ করোমি। (বিমৃশ্য সকরুণম্) অথবা কিমন্যৎ ;

সতাং কেনাপি কার্যেণ লোকস্যারাধনং ব্রতম্।
যৎ পূরিতং হি তাতেন মাং চ প্রাণাংশ্চ মুঞ্চতা ॥ ৪১ ॥

সম্প্রত্যেব চ ভগবতা বসিষ্ঠেন সন্দিষ্টম্। অপি চ

যৎ সাবিত্রৈর্দীপিতং ভূমিপালৈ-
র্লোকশ্রেষ্ঠৈঃ সাধু শুদ্ধং চরিত্রম্।
মৎসম্বন্ধাৎ কশ্মলা কিংবদন্তী
স্যাচ্চেদস্মিন্ হন্ত ধিঙ্মামধন্যম্ ॥ ৪২ ॥

হা দেবি দেবযজনসম্ভবে হা স্বজন্মানুগ্রহপবিত্রিতবসুন্ধরে হা নিমিজনকনন্দিনি হা পাবকবসিষ্ঠারুন্ধতীপ্রশস্তশীলশালিনি হা রামময়জীবিতে হা মহারণ্যবাসপ্রিয়-

সখি হা জানকি হা প্রিয়ে হা স্তোকবাদিনি কথমেবং বিধায়াস্তবায়মীদৃশঃ পরিণামঃ।

ত্বয়া জগন্তি পুণ্যানি ত্বয্যপুণ্যা জনোক্তয়ঃ।
নাথবন্তস্ত্বয়া লোকাস্ত্বমনাথা বিপৎস্যসে ॥ ৪৩ ॥

(দুর্মুখং প্রতি) দুর্মুখ ব্রূহি লক্ষ্মণম্। এষ তে নূতনো রাজা রামঃ সমাজ্ঞাপয়তি। (কর্ণে) এবমেবম্।

দুর্মুখঃ—হা কহং দাণিং অগ্গিপরিসুদ্ধাএ গব্ভট্টিদপবিত্তসংতাণাএ দেঈএ দুজ্জণবঅনাদো এবং অণজ্জং অজ্ঝবসিদং দেএণ। (হা কথমিদানীমগ্নিপরিশুদ্ধায়ৈ গর্ভস্থিতপবিত্রসন্তানায়ৈ দেব্যৈ দুর্জনবচনাদেবমনার্যমধ্যবসিতং দেবেন);

রামঃ—শান্তম্। কথং দুর্জনাঃ পৌরজানপদাঃ।

ইক্ষ্বাকুবংশোঽভিমতঃ প্রজানাং
জাতং চ দৈবাদ্বচনীয়বীজম্।
যচ্চাদ্ভুতং কর্ম বিশুদ্ধিকালে
প্রত্যেতু কস্তদ্যদি দূরবৃত্তম্ ॥ ৪৪ ॥

তদ্গচ্ছ।

দুর্মুখঃ—হা দেই। (হা দেবি)। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

রামঃ—হা কষ্টম্। অতিবীভৎসকর্মা নৃশংসোঽস্মি সংবৃত্তঃ।

শৈশবাৎ প্রভৃতি পোষিতাং প্রিয়ৈঃ
সৌহৃদাদপৃথগাশ্রয়ামিমাম্।
ছদ্মনা পরিদদামি মৃত্যবে
সৌনিকো গৃহশকুন্তিকামিব ॥ ৪৫ ॥

তৎ কিমস্পর্শনীয়ঃ পাতকী দেবীং দূষয়ামি। (ইতি সীতায়াঃশিরঃ স্বৈরমুন্নমষ্য বাহুমাকর্ষন্)

অপূর্বকর্মচণ্ডালময়ি মুগ্ধে বিমুঞ্চ মাম্।
শ্রিতাসি চন্দনভ্রান্ত্যা দুর্বিপাকং বিষদ্রুমম্ ॥ ৪৬ ॥

(উত্থায়) হন্ত বিপর্যস্তঃ সম্প্রতি জীবলোকঃ। অদ্যাবসিতং জীবিতপ্রয়োজনং রামস্য। শূন্যমধুনা জীর্ণারণ্যং জগৎ। অসারঃ সংসারঃ। কষ্টপ্রায়ং শরীরম্। অশরণোঽস্মি কিং করোমি কা গতিঃ। অথবা হা অম্ব

দুঃখসংবেদনায়ৈব রামে চৈতন্যমাহিতম্।
মর্মোপঘাতিভিঃ প্রাণৈর্বজ্রকীলায়িতং হৃদি ॥ ৪৭ ॥

অরুন্ধতি হা ভগবন্তৌ বসিষ্ঠবিশ্বামিত্রৌ হা ভগবন্ পাবক হা দেবি ভূতধাত্রি হা তাত জনক, হা তাত হা মাতঃ হা প্রিয়সখ সুগ্রীব হা সৌম্য হনূমন্ হা পরমোপকারিন্ লঙ্কাধিপতে বিভীষণ হা সখি ত্রিজটে পরিমুষিতাঃ স্থ পরিভূতাঃ স্থ রামহতকেন। অথবা কো নাম তেষামহমিদানীমাহ্বানে।

তে হি মন্যে মহাত্মানঃ কৃতঘ্নেন দুরাত্মনা। ৪৮ ॥

যোঽহম্—

বিস্রম্ভাদুরসি নিপত্য লব্ধনিদ্রা-
মুন্মুচ্য প্রিয়গৃহিণীং গৃহস্য শোভাম্।

আতঙ্কস্ফুরিতকঠোরগর্ভগুর্বীং
ক্রব্যাদ্ভ্যো বলিমিব নির্ঘৃণঃ ক্ষিপামি ॥ ৪৯ ॥

(সীতায়াঃ পাদৌ শিরসি কৃত্বা) দেবি দেবি অয়ং পশ্চিমস্তে রামশিরসা পাদপঙ্কজস্পর্শঃ (রোদিতি) (নেপথ্যে) অব্রহ্মণ্যমব্রহ্মণ্যম্‌ ।

রামঃ—জ্ঞায়তাং ভোঃ কিমেতৎ । (পুনর্নেপথ্যে)

ঋষীণামুগ্রতপসাং যমুনাতীরবাসিনাম্‌ ।
লবণত্রাসিতঃ স্তোমঃ শরণ্যং ত্বামুপস্থিতঃ ॥ ৫০ ॥

রামঃ—আঃ কথমদ্যাপি রাক্ষসত্রাসঃ । তদ্‌ যাবদস্য দুরাত্মনো মাধুরস্য কুম্ভীনসীপুত্রস্যোন্মূলনায় শত্রুঘ্নং প্রেষয়ামি । (কতিচিৎপদানি গত্বা পুনর্নিবৃত্য) হা দেবি কথমেবং গতা ভবিষ্যসি । ভগবতি বসুন্ধরে সুশ্লাঘ্যাং দুহিতরমবেক্ষস্ব জানকীম্‌ ।

জনকানাং রঘূণাং চ যৎকৃৎস্নং গোত্রমঙ্গলম্‌ ।
যাং দেবযজনে পুণ্যে পুণ্যশীলামজীজনঃ ॥ ৫১ ॥

(ইতি রুদন্নিষ্ক্রান্তঃ ।

সীতা—হা সোম্ম অজ্জউত্ত কহিং সি । (সহসোত্থায় । (হদ্ধী হদ্ধী দুস্সিবিণেণ বিপ্পলদ্ধা অহং অজ্জউত্ত সুণ্ণং বিঅ অত্তাণং পেক্‌খামি । (বিলোক্য ।) হদ্ধী হদ্ধী এআইণিং মং পসুত্তং উজ্ঝিঅ গদো উজ্জউত্তো । কিং দাণীং এদং । হোদু । সে কুপ্পিস্সং জই তং পেক্‌খন্তী অত্তণো পহবিস্সং । কো এত্থ পরিঅণো । (হা সৌম্য আর্যপুত্র কুত্রাসি । হা ধিক্‌ হা ধিক্‌ দুঃস্বপ্নেন বিপ্রলব্ধাহমার্যপুত্রশূন্যমিব আত্মানং প্রেক্ষে । হা ধিক্‌ হা ধিক্‌ একাকিনীং মাং প্রসুপ্তামুজ্ঝিত্বা গত আর্যপুত্রঃ । কিমিদানীমেতৎ । ভবতু তস্মৈ কোপিষ্যামি যদি তং প্রেক্ষমাণাত্মনঃ প্রভবিষ্যামি । কোঽত্র পরিজনঃ ।)

(প্রবিশ্য ।)

দুর্মুখঃ—দেই কুমারলক্‌খণো বিণ্ণবেদি সজ্জো রহো । আরুহদু দেঈ ত্তি । (দেবি কুমারলক্ষ্মণো বিজ্ঞাপয়তি সজ্জো রথঃ । আরোহতু দেবীতি ।)

সীতা—ইঅং আরুহামি । (উত্থায় পরিক্রম্য) ফুরই মে গব্ভভারো সণিঅং গচ্ছহ্ম । (ইয়মারোহামি । স্ফুরতি মে গর্ভভারঃ । শনৈর্গচ্ছাবঃ ।)

দুর্মুখ—ইদো ইদো দেবী । (ইত ইতো দেবী ।)

সীতা—ণমো তপোধণাণং, নমো রহুউলদেঅদণং, ণমো অজ্জউত্তচরণকমলাণং, ণমো সঅলগুরুঅণাণং । (নমস্তপোধনেভ্যোঃ নমো রঘুকুলদেবতাভ্যো নমো আর্যপুত্রচরণকমলেভ্যো নমঃ সকলগুরুজনেভ্যঃ । (ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে ।)

॥ ইতি মহাকবি-শ্রীভবভূতিবিরচিত উত্তরামচরিতে চিত্রদর্শনো নাম প্রথমোঽঙ্কঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × × × ×

নেপথ্যে । স্বাগতং তপোধনায়াঃ ।

(ততঃ প্রবিশত্যধ্বগবেশা তাপসী !)

তাপসী—অয়ে বনদেবতেয়ং ফলকুসুমগর্ভেণ পল্লবার্ঘ্যেণ দূরান্মামুপতিষ্ঠতে ।

(প্রবিশ্য)

বনদেবতা—(অর্ঘ্যং বিকীর্য।)

যথেচ্ছং ভোগ্যাং বো বনমিদময়ং মে সুদিবসঃ
সতাং সদ্ভিঃ সঙ্গঃ কথমপি হি পুণ্যেন ভবতি।
তরুচ্ছায়া তোয়ং যদপি তপসো যোগ্যমশনং
ফলং বা মূলং বা তদপি ন পরাধীনমিহ বঃ ॥ ১ ॥

তাপসী—কিমত্রোচ্যতে।

প্রিয়প্রায়া বৃত্তির্বিনয়মধুরো বাচি নিয়মঃ
প্রকৃত্যা কল্যাণী মতিরনবগীতঃ পরিচয়ঃ।
পুরো বা পশ্চাদ্বা তদিদমবিপর্যাসিতরসং
রহস্যং সাধূনামনুপধি বিশুদ্ধং বিজয়তে ॥ ২ ॥

(উপবিশতঃ)

বনদেবতা—কাং পুনরত্রভবতীমবগচ্ছামি।

তাপসী—আত্রেয্যস্মি।

বনদেবতা—আর্যে আত্রেয়ি কুতঃ পুনরিহাগম্যতে। কিং প্রয়োজনো বা দণ্ডকারণ্য-প্রবেশঃ।

আত্রেয়ী—অস্মিন্নগস্ত্যপ্রমুখাঃ প্রদেশে
ভূয়াংস উদ্গীথবিদো বসন্তি।
তেভ্যোঽধিগন্তুং নিগমান্তবিদ্যাং
বাল্মীকিপার্শ্বাদিহ পর্যটামি ॥ ৩ ॥

বনদেবতা—যদা তাবদন্যেঽপি মুনয়স্তমেব হি পুরাণব্রহ্মবাদিনং প্রাচেতসমৃষিং ব্রহ্ম-পারায়ণায়োপাসতে তৎ কোঽয়মার্যায়া দীর্ঘপ্রবাসপ্রয়াসঃ।

আত্রেয়ী তত্র মহানধ্যয়নপ্রত্যূহ ইত্যেষ দীর্ঘপ্রবাসোঽঙ্গীকৃতঃ।

বনদেবতা—কীদৃশঃ।

আত্রেয়ী—তস্য ভগবতঃ কেনাপি দেবতাবিশেষেণ সর্বপ্রকারাদ্ভুতং স্তন্যত্যাগমাত্রকে বয়সি বর্তমানং দারকদ্বয়মুপনীতম্। তৎ খলু ন কেবলমৃষীণামপি তু চরাচরাণং ভূতামান্তরাণি তত্ত্বান্যুপস্নেহয়তি।

বনদেবতা—অপি তয়োর্নাম-সংবিজ্ঞানমস্তি।

আত্রেয়ী—তয়ৈব কিল দেবতয়া তয়োঃ কুশলবাবিতি নামনী প্রভাবশ্চাখ্যাতঃ।

বনদেবতা—কীদৃশঃ প্রভাবঃ।

আত্রেয়ী—তয়োঃ কিল সরহস্যানি জৃম্ভকাস্ত্রাণ্যাজন্মসিদ্ধানীতি।

বনদেবতা—অহো নু ভোশ্চিত্রমেতৎ।

আত্রেয়ী—তৌ চ ভাগবতা বাল্মীকিনা ধাত্রীকর্মতঃ পরিগৃহ্য পোষিতৌ রক্ষিতৌ চ। নিবৃত্তচৌলকর্মণোশ্চ তয়োস্ত্রয়ীবর্জমিতরাস্তিস্রো বিদ্যা সাবধানেন পরিনিষ্ঠাপিতাঃ। সমনন্তরং চ গর্ভৈকাদশে বর্ষে ক্ষাত্রেণ কল্পেনোপনীয় গুরুণা ত্রয়ীবিদ্যামধ্যাপিতৌ। ন হোতাভ্যামতিপ্রদীপ্তপ্রজ্ঞামেধাভ্যামস্মদাদেঃ সহাধ্যয়নযোগো২স্তি। যতঃ।

বিতরতি গুরুঃ প্রাজ্ঞে বিদ্যাং যথৈব তথা জড়ে
ন তু খলু তয়োর্জ্ঞানে শক্তিং করোত্যপহন্তি বা ।
ভবতি চ তয়োর্ভূয়ান্‌ ভেদঃ ফলং প্রতি তদ্‌ যথা
প্রভবতি শুচির্বিম্বগ্রাহে মণির্ন মৃদাং চয়ঃ ॥ ৪ ॥

বনদেবতা—অয়মসাবধ্যয়নপ্রত্যূহঃ ।

আত্রেয়ী—অপরশ্চ ।

বনদেবতা—অথাপরঃ কঃ ।

আত্রেয়ী—অথ স ব্রহ্মর্ষিরেকদা মাধ্যন্দিনসবনায় নদীং তমসামনুপ্রপন্নঃ । তত্র যুগ্মচারিণোঃ ক্রৌঞ্চয়োরেকং ব্যাধেন বিদ্যমানং দদর্শ ; আকস্মিকপ্রত্যবভাসাং চ দেবীং বাচমব্যতিকীর্ণামানুষ্টুভেন ছন্দসা পরিণতামভ্যুদৈরয়ৎ ।

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্‌ ॥ ৫ ॥

বনদেবতা—চিত্রমাম্নায়াদন্যো নূতনশ্ছন্দসামবতারঃ ।

আত্রেয়ী—তেন খলু পুনঃ সময়েন তং ভগবন্তমাবির্ভূতশব্দব্রহ্মপ্রকাশমৃষিমুপসঙ্গম্য ভগবান্‌ ভূতভাবনঃ পদ্মযোনিরবোচৎ—'ঋষে প্রবুদ্ধোঽসি বাগাত্মনি ব্রহ্মণি তদ্‌ব্রূহি রামচরিতম্‌ । অব্যাহতজ্যোতিরার্ষং তে প্রতিভাচক্ষুঃ । আদ্যঃ কবিরসি' ইত্যুক্ত্বা তত্রৈবান্তর্হিতঃ । অথ স ভগবান্‌ প্রাচেতসঃ প্রথমং মনুষ্যেষু শব্দব্রহ্মণস্তাদৃশং বিবর্তমিতিহাসং রামায়ণং প্রণিনায় ।

বনদেবতা—হন্ত তর্হি মণ্ডিতঃ সংসারঃ ।

আত্রেয়ী—তস্মাদবোচং তত্র হি মহানধ্যয়নপ্রত্যূহ ইতি !

বনদেবতা—যুজ্যতে ।

আত্রেয়ী—বিশ্রান্তাস্মি ভদ্রে । সংপ্রত্যগস্ত্যাশ্রমস্য পন্থানং ব্রূহি ।

বনদেবতা—ইতঃ পঞ্চবটীমনুপ্রবিশ্য গম্যতামনেন গোদাবরীতীরেণ ।

আত্রেয়ী—(সাস্রম্‌) অপ্যেতত্তপোবনম্‌ । অপ্যেষা পঞ্চবটী । অপি সরিদিয়ং গোদাবরী । অপ্যয়ং গিরিঃ প্রস্রবণঃ । অপি জনস্থানদেবতা বাসন্তী ত্বম্‌ ।

বনদেবতা—তথৈব তৎসর্বম্‌ ।

আত্রেয়ী—হা বৎসে জানকি ।

স এষ তে বল্লভশাখিবর্গঃ প্রাসঙ্গিকীনাং বিষয়ঃ কথানাম্‌ ।
ত্বাং নামশেষামপি দৃশ্যমানঃ প্রত্যক্ষদৃষ্টামিব নঃ করোতি ॥ ৬ ॥

বাসন্তী—(সভয়ম্‌ । স্বগতম্‌) কথং নামশেষামিত্যাহ । (প্রকাশম্‌) আর্যে কিমত্যাহিতং সীতাদেব্যাঃ ।

আত্রেয়ী—ন কেবলমত্যাহিতং সাপবাদমপি । (কর্ণে) এবমেবম্‌ ।

বাসন্তী—অহহ দারুণো দৈবনির্ঘাতঃ । (ইতি মূর্ছতি)

আত্রেয়ী—ভদ্রে সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি ।

বাসন্তী—হা প্রিয়সখি হা মহাভাগে ঈদৃশস্তে নির্মাণভাগঃ । হা রামভদ্র । অথবা অলং ত্বয়া । আর্যে আত্রেয়ি অথ তস্মাদরণ্যাৎ পরিত্যজ্য নিবৃত্তে লক্ষ্মণে সীতাদেব্যাঃ কিং বৃত্তমিতি কাচিদাস্তি প্রবৃত্তিঃ ।

আত্রেয়ী—নহি নহি।

বাসন্তী—হা কষ্টম্। আর্যারুন্ধতীবসিষ্ঠাধিষ্ঠিতেষু রঘুকদম্বকেষু জীবন্তীষু চ প্রবুদ্ধাসু রাজ্ঞীষু কথমিদং জাতম্।

আত্রেয়ী—ঋষ্যশৃঙ্গাশ্রমে গুরুজনস্তদাসীৎ। সম্প্রতি তু পরিসমাপ্তং তদ্ দ্বাদশবার্ষিকং সত্রম্। ঋষ্যশৃঙ্গেণ চ সম্পূজ্য বিসর্জিতা গুরবঃ। ততো ভগবত্যরুন্ধতী 'নাহং বধূবিরহিতামযোধ্যাং গমিষ্যামীত্যাহ। তদেব রাম-মাতৃভিরনুমোদিতম্। তদনুরোধাদ্ ভগবতো বসিষ্ঠস্য পরিশুদ্ধা বাচো বাল্মীকিতপোবনং গত্বা তত্র বৎস্যাম ইতি।

বাসন্তী—অথ স রাজা কিমাচারঃ সংপ্রতি।

আত্রেয়ী—তেন রাজ্ঞা ক্রতুরশ্বমেধঃ প্রক্রান্তঃ।

বাসন্তী—হা ধিক্ পরিণীতমপি।

আত্রেয়ী—শান্তং পাপম্। ন হি ন হি।

বাসন্তী—কা তর্হি যজ্ঞে সহধর্মচারিণী।

আত্রেয়ী—হিরন্ময়ী সীতাপ্রতিকৃতিঃ।

বাসন্তী—হন্ত ভোঃ।

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি ॥ ৭ ॥

আত্রেয়ী—বিসৃষ্টশ্চ বামদেবাভিমন্ত্রিতো মেধ্যোশ্চ। উপকল্পিতাশ্চ তস্য যথাশাস্ত্রং রক্ষিতারঃ। তেষামধিষ্ঠাতা চ লক্ষ্মণাত্মজশ্চন্দ্রকেতুরবাপ্তদিব্যাস্ত্রসম্প্রদায়শ্চতুরঙ্গ-সাধনান্বিতোঽনুপ্রহিতঃ।

বাসন্তী—(সস্নেহ কৌতুকাস্রম্) কুমারলক্ষ্মণস্যাপি পুত্রঃ। হন্ত মাতর্জীবামি।

আত্রেয়ী—অত্রান্তরে ব্রাহ্মণেন মৃতং পুত্রমুৎক্ষিপ্য রাজদ্বারে সোরস্তাডমব্রহ্মণ্যমুদ্ঘোষিতম্। ততো ন রাজাপচারমন্তরেণ প্রজানামকালমৃত্যুঃ সঞ্চরতীত্যাত্মদোষং নিরূপয়তি করুণাময়ে রামভদ্রে সহসৈবাশরীরিণী বাগুদচরৎ—

শম্বুকো নাম বৃষলঃ পৃথিব্যাং তপ্যতে তপঃ।
শীর্ষচ্ছেদ্যঃ স তে রাম তং হত্বা জীবয় দ্বিজম্ ॥ ৮ ॥

ইত্যুপশ্রুত্যৈবাকৃষ্টকৃপাণপাণিঃ পুষ্পকং বিমানমারুহ্য সর্বা দিশো বিদিশশ্চ শূদ্রতাপসান্বেষণায় জগৎপতিঃ সঞ্চরিতুমারব্ধবান্।

বাসন্তী—শম্বুকো নাম ধূমপঃ শূদ্রোঽস্মিন্নেব জনস্থানে তপশ্চরতি। তদপি নাম রামভদ্রঃ পুনরপীদং বনমলংকুর্যাৎ।

আত্রেয়ী—ভদ্রে আগম্যতেঽধুনা।

বাসন্তী—আর্যে আত্রেয়ি এবমস্তু। কঠোরীভূতস্তু দিবসঃ।

কণ্ডূলদ্বিপগণ্ডপিণ্ডকষণাকম্পেন সম্পাতিভি-
ঘর্মস্রংসিতবন্ধনৈঃ স্বকুসুমৈরর্চন্তি গোদাবরীম্।
ছায়াপস্কিরমাণবিষ্কিরমুখব্যাকৃষ্টকীটত্বচঃ
কূজৎক্লান্তকপোতকুক্কুটকুলাঃ কূলে কুলায়দ্রুমাঃ ॥ ৯ ॥

(ইতি পরিক্রম্য নিষ্ক্রান্তে)

॥ ইতি শুদ্ধবিষ্কম্ভকঃ ॥

(ততঃ প্রবিশতি পুষ্পকস্থঃ সদয়োদ্যতখড়্গো রামঃ)

রামঃ— হে হস্ত দক্ষিণ মৃতস্য শিশোর্দ্বিজস্য
জীবাতবে বিসৃজ শূদ্রমুনৌ কৃপাণম্‌ ।
রামস্য গাত্রমসি নির্ভরগর্ভখিন্ন-
সীতাবিবাসনপটোঃ করুণা কুতস্তে ॥ ১০ ॥

(কথঞ্চিৎপ্রহৃত্য) কৃতং রামসদৃশং কর্ম। অপি জীবেৎ স ব্রাহ্মণপুত্রঃ।

(প্রবিশ্য) দিব্যপুরুষঃ—জয়তু জয়তু দেবঃ।
দত্তাভয়ে ত্বয়ি যমাদপি দণ্ডধারে
সঞ্জীবিতঃ শিশুরসৌ মম চেয়মৃদ্ধিঃ।
শম্বুক এষ শিরসা চরণৌ নতস্তে
সৎসঙ্গজানি নিধনান্যপি তারয়ন্তি ॥ ১১ ॥

রামঃ—দ্বয়মপি প্রিয়ং নঃ। তদনুভূয়তামুগ্রস্য তপসঃ পরিপাকঃ।
যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ যত্র পুণ্যাশ্চ সম্পদঃ।
বৈরাজা নাম তে লোকাস্তৈজসাঃ সন্তু তে শিবাঃ ॥ ১২ ॥

শম্বুকঃ—যুষ্মৎপ্রসাদোপাদান এবৈব মহিমা। কিমত্র তপস্যা। অথবা মহদুপকৃতং তপসা।
অন্বেষ্টব্যো যদসি ভুবনে ভূতনাথঃ শরণ্যো
মামন্বিষ্যন্নিহ বৃষলকং যোজনানাং শতানি।
ক্রান্‌ত্বা প্রাপ্তঃ স ইহ তপসাং সংপ্রসাদোঽন্যথা চেৎ
ক্বাযোধ্যায়াঃ পুনরুপগমো দণ্ডকায়াং বনে বঃ ॥ ১৩ ॥

রামঃ—কিং নাম দণ্ডকেয়ম্‌। (সর্বতোঽবলোক্য) হা কথম্‌।
স্নিগ্ধশ্যামাঃ ক্বচিদপরতো ভীষণাভোগরূক্ষাঃ
স্থানে স্থানে মুখরককুভো ঝঙ্কৃতৈর্নির্ঝরাণাম্‌।
এতে তীর্থাশ্রমগিরিসরিদ্গর্তকান্তারমিশ্রাঃ
সন্দৃশ্যন্তে পরিচিতভুবো দণ্ডকারণ্যভাগাঃ ॥ ১৪ ॥

শম্বুক—দণ্ডকৈবৈষা। অত্র কিল পূর্বং নিবসতা দেবেন।
চতুর্দশসহস্রাণি চতুর্দশ চ রাক্ষসাঃ।
ত্রয়শ্চ দূষণখরত্রিমূর্ধানো রণে হতাঃ ॥ ১৫ ॥

যেন সিদ্ধক্ষেত্রেঽস্মিঞ্জনস্থানে মাদৃশামপি জানপদানামকুতোভয়ঃ সঞ্চারো জাতঃ।

রামঃ—ন কেবলং দণ্ডকা জনস্থানমপি।

শম্মুকঃ—বাঢ়ম্‌। এতানি খলু সর্বভূতরোমহর্ষণান্যুন্মত্তচণ্ডশ্বাপদকুলসঙ্কুলগিরিগহ্বরাণি জনস্থানপর্যন্তদীর্ঘারণ্যানি দক্ষিণাং দিশমভিবর্তন্তে। তথাহি—
নিষ্কূজস্তিমিতাঃ ক্বচিৎক্বচিদপি প্রোচ্চণ্ডসত্ত্বস্বনাঃ
স্বেচ্ছাসুপ্তগভীরভোগভুজগশ্বাসপ্রদীপ্তাগ্নয়ঃ।
সীমানঃ প্রদরোদরেষু বিরলস্বল্পাম্ভসো যাস্বয়ং
তৃষ্যদ্ভিঃ প্রতিসূর্যকৈরজগরস্বেদদ্রবঃ পীয়তে ॥ ১৬ ॥

রামঃ— পশ্যামি চ জনস্থানং ভূতপূর্বখরালয়ম্‌।
প্রত্যক্ষানিব বৃত্তান্তান্‌ পূর্বাননুভবামি চ ॥ ১৭ ॥

(সর্বতোঽবলোক্য) প্রিয়ারামা হি সর্বথা বৈদেহ্যাসীৎ। এতানি তানি নাম কান্তারাণি। কিমতঃ পরং ভয়ানকং স্যাৎ। (সাস্রম্)

ত্বয়া সহ নিবৎস্যামি বনেষু মধুগন্ধিষু ;
ইতীহারমতৈবাসৌ স্নেহস্তস্যাঃ স তাদৃশঃ ॥ ১৮ ॥

ন কিঞ্চিদপি কুর্বাণঃ সৌখ্যৈর্দুঃখান্যপোহতি।
তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়ো জনঃ ॥ ১৯ ॥

শম্বুকঃ—তদলমেভির্দুঃসহৈঃ। অথৈতানি মদকলময়ূরকণ্ঠকোমলচ্ছবিভিরবকীর্ণানি পর্বতৈরবিরলনিবিষ্টনীলবহলচ্ছায়তরুগণতরুষণ্ডমণ্ডিতান্যসংভ্রান্তবিবিধমৃগযূথানি পশ্যতু মহাভাগঃ প্রশান্তগম্ভীরাণি মধ্যমারণ্যকানি।

ইহ সমদশকুন্তাক্রান্তবানীরবীরুৎ-
প্রসবসুরভিশীতস্বচ্ছতোয়া বহন্তি।
ফলভরপরিণামশ্যামজম্বূনিকুঞ্জ-
স্খলনমুখরভূরিস্রোতসো নির্ঝরিণ্যঃ ॥ ২০ ॥

অপি চ ;

দধতি কুহরভাজামত্র ভল্লূকযূনা-
মনুরসিতগুরূণি স্ত্যানমম্বূকৃতানি।
শিশিরকটুকষায়ঃ স্ত্যায়তে সল্লকীনা-
মিভদলিতবিকীর্ণগ্রন্থিনিষ্যন্দগন্ধঃ ॥ ২১ ॥

রামঃ—(সবাষ্পস্তম্ভম্) ভদ্র শিবাস্তে পন্থানো দেবযানাঃ। প্রপদ্যস্ব পুণ্যেভ্যো লোকেভ্যঃ।

শম্বুকঃ—যাবৎপুরাণব্রহ্মবাদিনমগস্ত্যমৃষিমভিবাদ্য শাশ্বতং পদমনুপ্রবিশামি।

(ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

রামঃ—

এতৎপুনর্বনমহো কথমদ্য দৃষ্টং
যস্মিন্নভূম চিরমেব পুরা বসন্তঃ।
আরণ্যকাশ্চ গৃহিণশ্চ রতাঃ স্বধর্মে
সাংসারিকেষু চ সুখেষু বয়ং রসজ্ঞাঃ ॥ ২২ ॥

এতে ত এব গিরয়ো বিরুবন্ময়ূরা-
স্তান্যেব মত্তহরিণানি বনস্থলানি।
আমঞ্জুবঞ্জুললতানি চ তান্যমূনি
নীরন্ধ্রনীপনিচুলানি সরিত্তটানি ॥ ২৩ ॥

মেঘমালেব যশ্চায়মারাদিব বিভাব্যতে।
গিরিঃ প্রস্রবণঃ সোঽয়ং যত্র গোদাবরী নদী ॥ ২৪ ॥

অস্যৈবাসীন্মহতি শিখরে গৃধ্ররাজস্য বাস-
স্তস্যাধস্তাদ্বয়মপি রতাস্তেষু পর্ণোটজেষু ;
গোদাবর্যাঃ পয়সি বিততশ্যামলানোকহশ্রী-
রন্তঃ কূজন্মুখরশকুনো যত্র রম্যো বনান্তঃ ॥ ২৫ ॥

তদত্রৈব সা পঞ্চবটী যত্র চিরনিবাসেন বিবিধবিস্রম্ভাতিপ্রসঙ্গসাক্ষিণঃ প্রদেশাঃ

প্রিয়ায়াঃ প্রিয়সখী চ বাসন্তী নাম বনদেবতা। কিমিদমাপতিতমদ্য রামস্য। সম্প্রতি হি

চিরাদ্বেগারম্ভী প্রসৃত ইব তীব্রো বিষরসঃ
কুতশ্চিৎ সংবেগাৎ প্রচল ইব শল্যস্য শকলঃ।
ব্রণো রূঢ়গ্রন্থিঃ স্ফুটিত ইব হৃন্মর্মণি পুন-
র্ঘনীভূতঃ শোকো বিকলয়তি মাং নূতন ইব॥ ২৬॥

তথাপি তান্ পূর্বসুহৃদো ভূমিভাগান্ পশ্যামি। (নিরূপ্য।) অহো অনবস্থিতো ভূতসংনিবেশঃ। তথা হি।

পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাং
বিপর্যাসং যাতো ঘনবিরলভাবঃ ক্ষিতিরুহাম্।
বহোদৃষ্টং কালাদপরমিব মন্যে বনমিদং
নিবেশঃ শৈলানাং তদিদমিতি বুদ্ধিং দ্রঢ়য়তি॥ ২৭॥

হন্ত, পরিহরন্তমপি মামিতঃ পঞ্চবটীস্নেহো বলাদাকর্ষতীব (সকরুণম্)

যস্যাং তে দিবসাস্তয়া সহ ময়ানীতা স্বে গৃহে
যৎসম্বন্ধিকথাভিরেব সততং দীর্ঘাভিরাস্থীয়ত।
একঃ সম্প্রতি নাশিতপ্রিয়তমস্তামদ্য রামঃ কথং
পাপঃ পঞ্চবটীং বিলোকয়তু বা গচ্ছত্বসম্ভাব্য বা॥ ২৮॥

শম্বূকঃ—জয়তু জয়তু দেবঃ দেব ভগবানগস্ত্যো মত্তঃ শ্রুতভবৎসংনিধানস্ত্বামাহ—'পরিকল্পিতবিমানাবতরণমঙ্গলা প্রতীক্ষতে বৎসলা লোপামুদ্রা সর্বে চ মহর্ষয়ঃ। তদেহি সম্ভাবয়াস্মান্। অথ প্রজবিনা পুষ্পকেণ স্বদেশমুপগম্যাশ্বমেধায় সজ্জো ভবিষ্যসি' ইতি।

রামঃ—যথাজ্ঞাপয়তি ভগবান্।

শম্বূক—ইতস্তর্হি দেবঃ প্রবর্তয়তু পুষ্পকম্।

রামঃ—(পুষ্পকং প্রবর্তয়ন্) ভগবতি পঞ্চবটি গুরুজনোপরোধাৎ ক্ষণং ক্ষম্যতাময়মতিক্রমো রামস্য।

শম্বূকঃ—দেব পশ্য পশ্য।

গুঞ্জৎকুঞ্জকুটীরকৌশিকঘটাঘূৎকারবৎকীচক-
স্তম্বাডম্বরমূকমৌকুলিকুলঃ ক্রৌঞ্চাবতোঽয়ং গিরিঃ।
এতস্মিন্ প্রচলাকিনাং প্রচলতামুদ্বেজিতাঃ কূজিতৈ-
রুদ্বেল্লন্তি পুরাণরোহিণতরুস্কন্ধেষু কুম্ভীনসাঃ॥ ২৯॥

অপি চ—এতে তে কুহরেষু গদ্গদনদদ্গোদাবরীবারয়ো
মেঘালম্বিতমৌলিনীলশিখরাঃ ক্ষোণীভৃতো দক্ষিণাঃ।
অন্যোন্যপ্রতিঘাতসঙ্কুলচলৎ কল্লোলকোলাহলৈ-
রুত্তালাস্ত ইমে গভীরপয়সঃ পুণ্যাঃ সরিৎসঙ্গমাঃ॥ ৩০॥

(নিষ্ক্রান্তৌ।)

॥ ভবভূতিবিরচিত উত্তররামচরিতে 'পঞ্চবটীপ্রবেশো' নাম দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ॥

× × × × × × × × × × × × × **তৃতীয়োঽঙ্কঃ** × × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতি নদীদ্বয়ম্ ।)

একা—সখি মুরলে কিমসি সংভ্রান্তেব ।

মুরলা—সখি তমসে প্রেষিতাস্মি ভগবতোঽগস্তস্য পত্ন্যা লোপমুদ্রয়া সরিদ্বরাং গোদাবরীমভিধাতুম্ । জানাস্যেব যথা বধূপরিত্যাগাৎ প্রভৃতি ।

অনির্ভিন্নো গভীরত্বাদন্তর্গূঢ়ঘনব্যথঃ ।
পুটপাকপ্রতীকাশো রামস্য করুণো রসঃ ॥ ১ ॥

তেন চ তথাবিধেষ্টজনকষ্টবিনিপাতজন্মনা প্রকৃষ্টতাং গতেন দীর্ঘশোকসন্তানেন সাম্প্রত্যতিতরাং পরিক্ষীণো রামভদ্রঃ । তমবলোক্য কম্পিতমিব সবন্ধনং মে হৃদয়ম্ । অধুনা চ প্রতিনিবর্তমানেন রামভদ্রেণ নিয়তমেব পঞ্চবটীবনে বধূসহবাসবিস্রম্ভসাক্ষিণঃ প্রদেশা দ্রষ্টব্যাঃ । তেষু চ নিসর্গধীরস্যাপ্যেবংবিধায়ামবস্থায়ামতিগম্ভীরাভোগশোকক্ষোভসংবেগাৎ পদে পদে মহান্তি প্রমাদস্থানানি শঙ্কনীয়ানি রামভদ্রস্য । তদ্ভগবতি গোদাবরি ত্বয়া সাবধানয়া ভবিতব্যম্ ।

বীচীবাতৈঃ শীকরক্ষোদশীতৈ—
রাকর্ষদ্ভিঃ পদ্মকিঞ্জল্কগন্ধান্ ।
মোহে মোহে রামভদ্রস্য জীবং
স্বৈরং স্বৈরং প্রেরিতৈস্তর্পয়েতি ॥ ২ ॥

তমসা—উচিতমেব দাক্ষিণ্যং স্নেহস্য ! সঞ্জীবনোপায়স্তু মৌলিক এব রামভদ্রস্যাদ্য সন্নিহিতঃ ।

মুরলা—কথমিব ।

তমসা—শ্রূয়তাম্ । পুরা কিল বাল্মীকিতপোবনোপকণ্ঠাৎ পরিত্যজ্য বিবৃত্তে লক্ষ্মণে সীতাদেবী প্রাপ্তপ্রসববেদনমতিদুঃখসংবেগাদাত্মানং গঙ্গাপ্রবাহে নিক্ষিপ্তবতী । তদৈব তত্র দারকদ্বয়ং প্রসূতা । ভগবতীভ্যাং পৃথ্বীভাগীরথীভ্যামভ্যুপপন্না রসাতলং চ নীতা । স্তন্যত্যাগাৎ পরেণ চ দারকদ্বয়ং তস্যাঃ প্রাচেতসস্য মহর্ষের্গঙ্গাদেবী স্বয়মর্পিতবতী ।

মুরলা—(সবিস্ময়ম্ ।)

ঈদৃশানাং বিপাকোঽপি জায়তে পরমাদ্ভুতঃ ।
যত্রোপকরণীভাবমায়াত্যেবংবিধো জনঃ ॥ ৩ ॥

তমসা—ইদানীং তু শম্বুক-বৃত্তান্তেনানেন সম্ভাবিতজনস্থানাগমনং রামভদ্রং সরযূমুখাদুপশ্রুত্য ভগবতী ভাগীরথী যদেব ভগবত্যা লোপামুদ্রয়া স্নেহাদাশঙ্কিতং তদেবাশঙ্ক্য সীতাসমেতা কেনচিদিব গৃহাচারব্যপদেশেন গোদাবরীং বিলোকয়িতুমাগতা ।

মুরলা—সুচিন্তিতং ভগবত্যা ভাগীরথ্যা । রাজধানীস্থিতস্যাস্য খলু তৈস্তৈর্জগতামাভ্যুদয়িকৈঃ কার্যৈর্ব্যাপৃতস্য রামভদ্রস্য নিয়তাশ্চিত্তবিক্ষেপাঃ । অব্যগ্রস্য পুনরস্য শোকমাত্রদ্বিতীয়স্য পঞ্চবটীপ্রবেশো মহাননর্থ ইতি । তৎ কথমিদানীং সীতাদেব্যা রামভদ্র আশ্বাসনীয়ঃ স্যাৎ ।

তমসা—উক্তমত্র ভগবত্যা 'বৎসে দেবযজনসম্ভবে সীতে অদ্য খল্বায়ুষ্মতোঃ কুশলবয়োর্দ্বাদশস্য জন্মসংবৎসরস্য সংখ্যামঙ্গলগ্রন্থিরভিবর্ততে । তদাত্মনঃ পুরাণ-

শ্বশুরমেতাবতো মানবস্য রাজর্ষিবংশস্য প্রসবিতারং সবিতারমপহতপাপ্মানং দেবং স্বহস্তাবচিতৈঃ পুষ্পৈরুপতিষ্ঠস্ব। ন চ ত্বামবনিপৃষ্ঠচারিণীমস্মৎপ্রভাবাদ্বনদেবতা অপি দ্রক্ষ্যন্তি কিং পুনর্মর্ত্যাঃ' ইতি। অহমপ্যাজ্ঞাপিতা 'তমসে ত্বয়ি প্রকৃষ্টপ্রেমৈব বধূর্জানকী। অতস্ত্বমেবাস্যাঃ প্রত্যনন্তরীভব' ইতি। সাহমধুনা যথাদিষ্টমনুতিষ্ঠামি।

মুরলা—অহমপ্যেতং বৃত্তান্তং ভগবত্যৈ লোপামুদ্রায়ৈ নিবেদয়ামি। রামভদ্রোঽপ্যাগত এবেতি তর্কয়ামি।

তমসা—তদিয়ং গোদাবরীহ্রদান্নিষ্কম্য

পরিপাণ্ডুদুর্বলকপোলসুন্দরং
দধতী বিলোলকবরীকমাননম্।
করুণস্য মূর্তিরথবা শরীরিণী
বিরহব্যথেব বনমেতি জানকী ॥ ৪ ॥

মুরলা—ইয়ং হি সা।

কিসলয়মিব মুগ্ধং বন্ধনাদ্বিপ্রলূনং
হৃদয়কুসুমশোষী দারুণো দীর্ঘশোকঃ।
গ্লপয়তি পরিপাণ্ডু ক্ষামমস্যাঃ শরীরং
শরদিজ ইব ঘর্মঃ কেতকীগর্ভপত্রম্ ॥ ৫ ॥

(ইতি পরিক্রম্য নিষ্ক্রান্তে।)

শুদ্ধবিষ্কম্ভকঃ।

(নেপথ্যে।) প্রমাদঃ প্রমাদঃ।

(ততঃ প্রবিশতি পুষ্পাবচয়ব্যগ্রা সকরুণৌৎসুক্যমাকর্ণয়ন্তী সীতা।)

সীতা—অম্মহে জাণামি পিঅসহী মে বাসন্দী বাহরদি। (অহো জানামি প্রিয়সখী মে বাসন্তী ব্যাহরতি।) (পুনর্নেপথ্যে।) সীতাদেব্যা স্বকরকলিতৈঃ সল্লকীপল্লবাগ্রৈরগ্রে লোলঃ করিকলভকো যঃ পুরা বর্ধিতোঽভূৎ।

সীতা—কিং তস্স। (কিং তস্য।)

(পুনর্নেপথ্যে।) বধ্বা সার্ধং পয়সি বিহরন্ সোঽয়মন্যেন দর্পাদুদ্দামেন দ্বিরদপতিনা সন্নিপত্যাভিযুক্তঃ ॥৬॥

সীতা—(সসম্ভ্রমম্। কতিচিৎ পদানি গত্বা।) অজ্জউত্ত পরিত্তাহি পরিত্তাহি মহ তং পুত্তঅম্। (স্মৃতিমভিনীয় সবৈক্লব্যম্।) হদ্ধী। তাইং জ্জেব্ব চিরপরিচিদাইং অক্খরাইং পঞ্চবডীদংসণেণ মং মন্দভাইণিং অণুবন্ধন্তি। হা অজ্জউত্ত। (মূর্ছতি।) (আর্যপুত্র পরিত্রায়স্ব পরিত্রায়স্ব মম তং পুত্রকম্। হা ধিক্ হা ধিক্। তান্যেব চিরপরিচিতান্যক্ষরাণি পঞ্চবটীদর্শনেন মাং মন্দভাগিনীমনুবধ্নন্তি। হা আর্যপুত্র।

(প্রবিশ্য)

তমসা—বৎসে সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি। (নেপথ্যে) বিমানরাজ অত্রৈব স্থীয়তাম্।

সীতা—(সমাশ্বস্য সসাধ্বসোল্লাসম্) অম্মহে জলভরভরিদমেহমন্থরত্থণিদগম্ভীরমংসলো কুদো ণু এসো ভারদীণিগ্ঘোসো মরন্তকণ্ণবিবরং মং বি মন্দভাইণিং ঝত্তি অস্সু-

আবেদি। (অহো জলভরভরিতমেঘমন্থরস্তনিতগম্ভীরমাংসলঃ কুতো ন্বেষ ভারতীনির্ঘোষো ম্রিয়মাণকর্ণবিবরাং মামপি মন্দভাগিনীং ঝটিত্যুৎসুকয়তি।

তমসা—(সস্নেহাস্রম্) অয়ি বৎসে

অপরিস্ফুটনিস্বানে কুতস্তেঽপি ত্বমীদৃশী।
স্তনয়িত্নোর্ময়ূরীব চকিতোৎকণ্ঠিতং স্থিতা ॥৭॥

সীতা—ভঅবদি কিং ভণসি অপরিস্ফুডেত্তি। স্বরসংজোএণ পচ্চাভিজাণামি অজ্জউত্তেণ জেব্ব এদং বাহরিদম্। (ভগবতি কিং ভণস্যপরিস্ফুটেতি। স্বরসংযোগেন প্রত্যভিজানামি আর্যপুত্রেণৈব এতৎ ব্যাহৃতম্।)

তমসা—শ্রূয়তে তপস্যতঃ কিল শূদ্রস্য দন্ডধারণার্থমৈক্ষ্বাকো রাজা জনস্থানমাগত ইতি।

সীতা—দিট্‌ঠিআ অপরিহীণধম্মো ক্‌খু সো রাআ। (দিষ্ট্যা অপরিহীনধর্মঃ খলু ন রাজা।)

(নেপথ্যে)

যত্র দ্রুমা অপি মৃগা অপি বন্ধবো মে
যানি প্রিয়াসহচরশ্চিরমধ্যবাৎসম্।
এতানি তানি বহুনির্ঝরকন্দরাণি
গোদাবরীপরিসরস্য গিরেস্তটানি ॥৮॥

সীতা—(দৃষ্ট্বা) দিট্‌ঠিআ কহং পহাদচন্দমন্ডলাবান্ডুরপরিক্‌খামদুব্বলেন আআরেণ অঅং ণিঅসোম্মগম্ভীরাণুভাবমেত্তপচ্চহিজাণিজ্জো অজ্জউত্তো জেব্ব। ভঅবদি তমসে ধারেহি মং। (দিষ্ট্যা কথং প্রভাতচন্দ্রমন্ডলাপান্ডুরপরিক্ষামদুর্বলেনা-কারেণায়ং নিজসৌম্যগম্ভীরানুভাবমাত্রপ্রত্যভিজ্ঞাতব্য আর্যপুত্র এব। ভগবতি তমসে ধারয় মাম্। (ইতি তমসামাশ্লিষ্য মূর্ছতি)

তমসা—বৎসে সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি।

(নেপথ্যে।)

অন্তর্লীনস্য দুঃখাগ্নেরদ্যোদ্দামং জ্বলিষ্যতঃ।
উৎপীড় ইব ধূমস্য মোহঃ প্রাগাবৃণোতি মাম্ ॥৯॥

হা প্রিয়ে জানকি!

তমসা—(স্বগতম্।) ইদং তদাশঙ্কিতং গুরুজনেন।

সীতা—(সমাশ্বস্য।) হা কহং এদং। (হা কথমেতৎ।)

(পুনর্নেপথ্যে)

হা দেবি দন্ডকারণ্যবাসপ্রিয়সখি বিদেহরাজপুত্রি!

সীতা -হদ্ধী। মং মন্দভাইণিং বাহরিঅ আমীলন্তণেত্তণীলুপ্পলো মুচ্ছিদো জেব্ব। হা কহং ধরণিবট্‌ঠে ণিরুদ্ধণিস্সাসণীসহং বিপত্থখো। ভঅবদি তমসে পরিত্তাএহি পরিত্তাএহি। জীবাবেহি অজ্জউত্তং। (হা ধিক্ হা ধিক্। মাং মন্দভাগিনীং ব্যাহৃত্যামীলন্নেত্রনীলোৎপলো মূর্ছিত এব। হা কথং ধরণিপৃষ্ঠে নিরুদ্ধনিঃশ্বাসনিঃসহং বিপর্যস্তঃ। ভগবতি তমসে পরিত্রায়স্ব পরিত্রায়স্ব। জীবয়ার্যপুত্রম্। (ইতি পাদয়োঃ পততি)

তমসা— ত্বমেব ননু কল্যাণি সঞ্জীবয় জগৎপতিম্।
প্রিয়স্পর্শো হি পাণিস্তে তত্রৈষ নিরতো জনঃ ॥১০॥

সীতা—জং হোদু তং হোদু। জহা ভঅবদী আণবেদি। (যদ্ভবতু তদ্ভবতু। যথা ভগবত্যাজ্ঞাপয়তি।) (ইতি সসম্ভ্রমং নিষ্ক্রান্তা)

(ততঃ প্রবিশতি ভূম্যাং নিপতিতঃ সাস্রয়া সীতয়া স্পৃশ্যমানঃ সাহ্লাদোচ্ছ্বাসো রামঃ)

সীতা (কিঞ্চিৎসহর্ষম্) জাণে উণ পচ্চাঅদং বিঅ জীবিঅং তেল্লোঅস্স। (জানে পুনঃ প্রত্যাগতমিব জীবিতং ত্রৈলোক্যস্য।)

রামঃ—হন্ত ভোঃ কিমেতৎ।

আশ্চ্যোতনং নু হু হরিচন্দনপল্লবানাং
নিষ্পীড়িতেন্দুকরকন্দলজো নু সেকঃ।
আতপ্তজীবিতপুনঃপরিতর্পণোঽয়ং
সঞ্জীবনৌষধিরসো নু হৃদি প্রসিক্তঃ॥ ১১॥

অপি চ—

স্পর্শঃ পুরা পরিচিতো নিয়তং স এব
সঞ্জীবনশ্চ মনসঃ পরিতোষণশ্চ।
সন্তাপজাং সপদি যঃ পরিহৃত্য মূর্ছা-
মানন্দনেন জড়তাং পুনরাতনোতি॥ ১২॥

সীতা—(সসাধ্বসোৎকম্পমপসৃত্য) এত্তিঅ জেব্ব দাণিং মে বহুদরং। (এতাবদেবেদানীং মে বহুতরম্।)

রামঃ—(উপবিশ্য) ন খলু বৎবলয়া সীতাদেব্যাভ্যুপপন্নোঽস্মি।

সীতা—হদ্দী হদ্দী। কিং ত্তি মং অজ্জউত্তো মগ্গিস্সদি। (হা ধিক্ হা ধিক্। কিমিতি মামার্যপুত্রো মার্গিষ্যতে।)

রামঃ—ভবতু। পশ্যামি।

সীতা ভঅবদি তমসে ওসরহ্ম দাব। মং পেক্‌খিঅ অণব্ভণুণ্ণাদেণ সংণিহাণেণ রাআ অহিঅং কুপ্পিস্সদি। (ভগবতি তমসে অপসরাবস্তাবৎ। মাং প্রেক্ষ্যানভ্যনুজ্ঞাতেন সংনিধানেন রাজাধিকং কোপিষ্যতি।)

তমসা—অয়ি বৎসে ভাগীরথীপ্রসাদাদ্বনদেবতানামপ্যদৃশ্যাসি সংবৃত্তা।

সীতা—হুম, অত্থি এদং। (হুম, অস্ত্যেতৎ।)

রামঃ—হা প্রিয়ে জানকি।

সীতা—(সসাধ্বসগদ্‌গদম্) অজ্জউত্ত অসরিসং কখু এদং ইমস্স বুত্তন্তস্স। (সাস্রম্) অহবা কিং ত্তি বজ্জমই জম্মন্তরেষু বি পুণো অসংভাবিদদুল্লহদংসণস্স মং জেব্ব মন্দভাইণিং উদ্দিসিঅ বচ্ছলস্স এব্বংবাদিণো অজ্জউত্তস্স উবরি ণিরণুক্কোসা ভবিস্সং। অহং এদস্স হিঅঅং জাণামি মমাবি এসো। (আর্যপুত্র অসদৃশং খল্বেতদস্য বৃত্তান্তস্য। অথবা কিমিতি বজ্রময়ী জন্মান্তরেষ্বপি পুনরসম্ভাবিতদুর্লভদর্শনস্য মামেব মন্দভাগিনীমুদ্দিশ্য বৎসলস্যৈবংবাদিন আর্যপুত্রস্যোপরি নিরনুক্রোশা ভবিষ্যামি। অহমেতস্য হৃদয়ং জানামি মমাপ্যেষঃ।)

রামঃ—(সর্বতোঽবলোক্য সনির্বেদম্) হান কিঞ্চিদত্র।

সীতা—ভঅবদি তমসে তহা ণিক্কারণপরিচ্চাইণো বি এদস্স এব্বংবিষেণ দংসণেণ কেরিসী মে হিঅআবত্থা। (ভগবতি তমসে তথা নিষ্কারণপরিত্যাগিনোঽপ্যেতস্যৈবংবিধেন দর্শনেন কীদৃশী মে হৃদয়াবস্থা।)

তমসা—জানামি বৎসে জানামি ;

তটস্থং নৈরাশ্যাদপি চ কলুষং বিপ্রিয়বশা-
দ্বিয়োগে দীর্ঘেঽস্মিঞ্ঝটিতি ঘটনাৎ স্তম্ভিতমিব।
প্রসন্নং সৌজন্যাদ্দয়িতকরুণৈর্গাঢ়করুণং
দ্রবীভূতং প্রেম্না তব হৃদয়মস্মিন্ক্ষণ ইব ॥ ১৩ ॥

রামঃ—দেবি।

প্রসাদ ইব মূর্তস্তে স্পর্শঃ স্নেহার্দ্রশীতলঃ।
অদ্যাপ্যানন্দয়তি মাং ত্বং পুনঃ ক্বাসি নন্দিনী ॥ ১৪ ॥

সীতা—এদে ক্খু তে অগাধমাণসদংসিদসিণেহসংভারা আনন্দণিস্সন্দিণো সুহামআ অজ্জউত্তস্স উল্লাবা। জানং পচ্চএণ ণিক্কালণপরিচ্চাঅসল্লিদোবি বহুমদো মহ জম্মলাহো। (এতে খলু তেঽগাধমানসদর্শিতস্নেহসম্ভারা আনন্দনিষ্যন্দিনঃ সুধাময়া আর্যপুত্রস্যোল্লাপাঃ। যেষাং প্রত্যয়েন নিষ্কারণপরিত্যাগশল্যিতোঽপি বহুমতো মম জন্মলাভঃ।)

রামঃ—অথবা কুতঃ প্রিয়তমা। নূনং সঙ্কল্পাভ্যাসপাটবোপাদান এষ রামভদ্রস্য ভ্রমঃ।

(নেপথ্যে)

অহো মহান্ প্রমাদঃ প্রমাদঃ। ('সীতাদেব্যাঃ স্বকরকলিতৈঃ' ইত্যর্ধং পঠ্যতে)

রামঃ—(সকরুণৌৎসুক্যম্) কিং তস্য।

(পুনর্নেপথ্যে। 'বধ্বা সার্ধ' ইত্যুত্তরার্ধং পঠ্যতে)

সীতা—কো দাণিং অহিউজ্জিস্সদি। (ক ইদানীমভিযোক্ষ্যতে।)

রামঃ—ক্বাসৌ ক্বাসৌ দুরাত্মা যঃ প্রিয়ায়াঃ পুত্রকং বধূদ্বিতীয়মভিভবতি। ইত্যুত্তিষ্ঠতি)

(প্রবিশ্য সংভ্রান্তা)

বাসন্তী—কথং দেবো রঘুনন্দনঃ।

সীতা—কহং পিঅসহী মে বাসন্তী। (কথং প্রিয়সখী মে বাসন্তী।)

রাসন্তী—জয়তু জয়তু দেবঃ।

রামঃ—(নিরূপ্য) কথং দেব্যাঃ প্রিয়সখী বাসন্তী।

বাসন্তী—দেব ত্বর্যতাং ত্বর্যতাম্। ইতো জটায়ুশিখরস্য দক্ষিণেন সীতাতীর্থেন গোদাবরীমবতীর্য সম্ভাবয়তু দেব্যাঃ পুত্রকং দেবঃ।

সীতা—হা তাদ জডাও সুণ্ণং তুএ বিণা ইদং জণট্ঠাণম্। (হা তাত জটায়ো শূন্যং ত্বয়া বিনেদং জনস্থানম্)

রামঃ—অহহ হৃদয়মর্মচ্ছিদঃ খল্বমী কথোদ্ঘাতাঃ।

বাসন্তী—ইত ইতো দেবঃ।

সীতা—ভঅবদি সচ্চং জেব্ব বণদেবতা বি মং ন পেক্খন্দি। (ভগবতি সত্যমেব বনদেবতা অপি মাং ন প্রেক্ষন্তে।)

তমসা—অয়ি বৎসে সর্বদেবতাভ্যঃ প্রকৃষ্টতমমৈশ্বর্যং মন্দাকিনীদেব্যাস্তৎ কিমিত্যাশঙ্কসে।

সীতা—তদো অণুসরম্হ। (ততোঽনুসরাবঃ।)

(ইতি পরিক্রামতি)

রামঃ—ভগবতি গোদাবরি নমস্তে।

বাসন্তী—(নিরূপ্য) দেব মোদস্ব বিজয়িনা বধূদ্বিতীয়েন দেব্যাঃ পুত্রকেণ।

রামঃ—বিজয়তামায়ুষ্মান্।

সীতা—অম্মহে ঈদিসো মে পুত্তও সংবুত্তো। (অহো ঈদৃশো মে পুত্রকঃ সংবৃত্তঃ।)

রামঃ—হা দেবি দিষ্ট্যা বর্ধসে।

যেনোদ্গচ্ছদ্বিসকিসলয়স্নিগ্ধদন্তাঙ্কুরেণ
ব্যাকৃষ্টস্তে সুতনু লবলীপল্লবঃ কর্ণমূলাৎ।
সোঽয়ং পুত্রস্তব মদমুচাং বারণাং বিজেতা
যৎ কল্যাণং বয়সে তরুণে ভাজনং তস্য জাতঃ॥ ১৫॥

সীতা—অবিউত্তো দাণিং অঅং দীহাউ ইমাএ সোম্মদংসণাএ হোদু। (অবিযুক্ত ইদানীময়ং দীর্ঘায়ুরনয়া সৌম্যদর্শনয়া ভবতু।

রামঃ—সখি বাসন্তি পশ্য পশ্য কান্তানুবৃত্তিচাতুর্যমপি শিক্ষিতং বৎসেন।

লীলোৎখাতমৃণালকাণ্ডকবলচ্ছেদেষু সম্পাদিতাঃ
পুষ্যপুষ্করবাসিতস্য পয়সো গণ্ডূষসংক্রান্তয়ঃ।
সেকঃ শীকরিণা করেণ বিহিতঃ কামং বিরামে পুন-
র্যৎস্নেহাদনরালনালনলিনীপত্রাতপত্রং ধৃতম্॥ ১৬॥

সীতা—ভঅবদি তমসে অয়ং দাব ঈরিসো জাদো। দে উণ ণ আণামি কুসলবা এত্তিএণ কালেণ কেরিসা সংবুত্তেতি। (ভগবতি তমসে অয়ং তাবদীদৃশো জাতঃ। তৌ পুনর্ন জানামি কুশলবাবেতাবতা কালেন কীদৃশৌ সংবৃত্তাবিতি।)

তমসা—যাদৃশোঽয়ং তাদৃশৌ তাবপি।

সীতা—ঈরিসী অহং মন্দভাইনী জাএ ণ কেবলং ণিস্সহো অজ্জউত্তবিরহো বি। (ঈদৃশ্যহং মন্দভাগিনী যস্যা ন কেবলং নিঃসহ আর্যপুত্রবিরহঃ পুত্র-বিরহোঽপি।)

তমসা—ভবিতব্যতেয়মীদৃশী।

সীতা—কিংবা মএ পসূদাএ জেণ তারিসংপি মহ পুত্তআণং ঈসিবিরলকোমলধবল-দসণুজ্জলকবোলং অণুবন্ধমুদ্ধকাঅলীবিহসিদং ণিবন্ধকাঅসিহণ্ডঅং অমল-মুহপুণ্ডরীঅজুঅলং ণ পরিচুম্বিঅং অজ্জউত্তেণ। (কিং বা ময়া প্রসূতয়া যেন তাদৃশমপি মম পুত্রকয়োরীষদ্বিরলকোমলধবলদশনোজ্জ্বলকপোলমনুবন্ধমুগ্ধ-কাকলীবিহসিতং নিবন্ধকাকশিখণ্ডকমমলমুখপুণ্ডরীকযুগলং ন পরিচুম্বিত-মার্যপুত্রেণ।

তমসা—অস্তু দেবতাপ্রসাদাৎ।

সীতা—ভঅবদি তমসে এদিণা অবচ্চসংসুমরণেণ উস্সসিদপণ্হদত্থণী দাণিং পিদুণো সণ্ণিহাণেন খণমেত্তং সংসারিণীহ্মি সংবুত্তা। (ভগবতি তমসে এতেনাপত্য-সংস্মরণেনোচ্ছ্বসিতপ্রস্নুতস্তনী ইদানীং বৎসয়োঃ পিতুঃ সন্নিধানেন ক্ষণমাত্রং সংসারিণ্যস্মি সংবৃত্তা।)

তমসা—কিমত্রোচ্যতে। প্রসবঃ খলু প্রকর্ষপর্যন্তঃ স্নেহস্য। পরং চৈতদন্যোন্য-সংশ্লেষণং পিত্রোঃ।

অন্তঃকরতত্ত্বস্য দম্পত্যোঃ স্নেহসংশ্রয়াৎ।
আনন্দগ্রন্থিরেকোঽয়মপত্যমিতি পঠ্যতে॥ ১৭॥

বাসন্তী—ইতোঽপি দেবঃ পশ্যতু।

অনুদিবসমবর্ধয়ৎ প্রিয়া তে
যমচিরনির্গতমুগ্ধলোলবর্হম্ ।
মণিমুকুট ইবোচ্ছিখঃ কদম্বে
নর্দতি স এষ বধূসখঃ শিখণ্ডী ॥ ১৮ ॥

সীতা—(সকৌতুকস্নেহাস্রম্) এসো সো এসো সো। (এষ স এষ সঃ)

রামঃ—মোদস্ব বৎস মোদস্ব।

সীতা—এব্বং হোদু। (এবং ভবতু।)

রামঃ— ভ্রমিষু কৃতপুটান্তর্মণ্ডলাবৃত্তিচক্ষুঃ
প্রচলিতচটুলভ্রূতাণ্ডবৈর্মণ্ডয়ন্ত্যা।
করকিসলয়তালৈর্মুগ্ধয়া নর্ত্যমানং
সুতমিব মনসা ত্বাং বৎসলেন স্মরামি ॥ ১৯ ॥

হন্ত তির্যঞ্চোঽপি পরিচয়মনুরুধ্যন্তে।
কতিপয়কুসুমোদ্গমঃ কদম্বঃ
প্রিয়তময়া পরিবর্ধিতোঽয়মাসীৎ।

সীতা—(নিরূপ্য সাস্রম্ ।) সুট্ঠু পচ্চিহিআণিদং অজ্জউত্তেণ। (সুষ্ঠু প্রত্যভিজ্ঞাত- মার্যপুত্রেণ।)

রামঃ— স্মরতি গিরিময়ূরঃ এষ দেব্যাঃ
স্বজন ইবাত্র যতঃ প্রমোদমেতি ॥ ২০ ॥

বাসন্তী—অত্র তাবদাসনপরিগ্রহং করোতু দেবঃ। (রাম উপবিশতি।)

বাসন্তী— নীরন্ধ্রবালকদলীবনমধ্যবর্তি
কান্তাসখস্য শয়নীয়শিলাতলং তে।
অত্র স্থিতা তৃণমদাদ্বহুশো যদেভ্যঃ
সীতা ততো হরিণকৈর্ন বিমুচ্যতে স্ম ॥ ২১ ॥

রামঃ—ইদং তাবদশক্যমেব দ্রষ্টুম্। (ইত্যন্যতো রুদন্নুপবিশতি।)

সীতা—সহি বাসন্দি কিং তুএ কিদং অজ্জউত্তস্স মহ অ এদং সংসঅন্তীএ। হদ্ধী হদ্ধী। সো জেব্ব অজ্জউত্তো তং জেব্ব পঞ্চবডীবণং সা জেব্ব পিঅসহী বাসন্দী দে জেব্ব বিবিহবিস্সম্ভসক্খিণো গোদাবরীকাণণুদ্দেসা দে জেব্ব জাদণিব্বিসেসা মিঅপক্খিপাদবা সা জেব্ব চাহম্। মহ উণ মন্দভাইণীএ দীসন্তং বি সব্বং জেব্ব এদং ণত্থিত্তি সা ঈরিশো জীবলোঅস্স পরিণামো সংবুত্তো। (সখি বাসন্তি কিং ত্বয়া কৃতমার্যপুত্রস্য মম চৈতদ্দর্শয়ন্ত্যা। হা ধিক্ হা ধিক্। স এবার্যপুত্রস্তদেব পঞ্চবটীবনং সৈব প্রিয়সখী বাসন্তী ত এব বিবিধবিস্রম্ভ- সাক্ষিণো গোদাবরীকাননোদ্দেশাস্ত এব জাতনির্বিশেষা মৃগপাক্ষপাদপাদপাঃ সৈব চাহম্। মম পুনর্মন্দভাগ্যায়া দৃশ্যমানমপি সর্বমেবৈতন্নাস্তীতি তদীদৃশো জীবলোকস্য পরিণামঃ সংবৃত্তঃ।)

বাসন্তী—সখী সীতে কথং ন পশ্যসি রামভদ্রস্যাবস্থাম্।

নবকুবলয়স্নিগ্ধৈরঙ্গৈর্দদন্নয়নোৎসবং
সততমপি নঃ স্বেচ্ছাদৃশ্যো নবো নব এব যঃ।

বিকলকরণঃ পাণ্ডুচ্ছায়ঃ শুচা পরিদুর্বলঃ
কথমপি স ইত্যুন্নেতব্যস্তথাপি দৃশোঃ প্রিয়ঃ ॥ ২২ ॥

সীতা—পেক্‌খামি সহি পেক্‌খামি। (প্রেক্ষে সখি প্রেক্ষে)।

তমসা—পশ্যন্তী প্রিয়ং ভূয়াঃ ॥

সীতা—হা দেব্ব এসো মএ বিণা অহং বি এদেণ বিণেত্তি সিবিণেপি কেণ সংভাবিদং আসি। তা মুহুত্তমেত্তং জম্মন্তরাদো বিঅ লম্ধদংসণং বাহসলিলন্তরেষু পেক্‌খামি দাব বচ্ছলং অজ্জউত্তম্। (ইতি পশ্যন্তী স্থিতা) হা দৈব এষ ময়া বিনা অহমপ্যেতেন বিনেতি স্বপ্নেপি কেন সম্ভাবিতমাসীৎ। তন্মুহূর্তমাত্রং জন্মান্তরাদিব লব্ধদর্শনং বাষ্পসলিলান্তরেষু প্রেক্ষে তাবদ্বৎসলমার্যপুত্রম্।

তমসা—(পরিষ্বজ্য সাস্রম্)

বিলুলিতমতিপুরৈর্বাষ্পমানন্দশোক-
প্রভবমবসৃজন্তী পক্ষ্মলোত্তানদীর্ঘা।
স্নপয়তি হৃদয়েশং স্নেহনিষ্যন্দিনী তে
ধবলমধুরমুগ্ধা দুগ্ধকুল্যেব দৃষ্টিঃ ॥ ২৩ ॥

বাসন্তী— দদতু তরবঃ পুষ্পৈরর্ঘ্যং ফলৈশ্চ মধুশ্চ্যুতঃ
স্ফুটিতকমলামোদপ্রায়াঃ প্রবান্তু বনানিলাঃ।
কলমবিরলং রজ্যৎকণ্ঠাঃ ক্বণন্তু শকুন্তয়ঃ
পুনরিদময়ং দেবো রামঃ স্বয়ং বনমাগতঃ ॥ ২৪ ॥

রামঃ—এহি সখি বাসন্তি নন্বিতঃ স্থীয়তাম্।

বাসন্তী—(উপবিশ্য সাস্রম্) মহারাজ অপি কুশলং কুমারলক্ষ্মণস্য।

রামঃ—(অশ্রুতিমভিনীয়)

করকমলবিতীর্ণৈরম্বুনীবারশষ্পৈ-
স্তরুশকুনকুরঙ্গান্মৈথিলী যানপুষ্যৎ।
ভবতি মম বিকারস্তেষু দৃষ্টেষু কোঽপি
দ্রব ইব হৃদয়স্য প্রস্তরোদ্ভেদযোগ্যঃ ॥ ২৫ ॥

বাসন্তী—মহারাজ নমু পৃচ্ছামি অপি কুশলং কুমারলক্ষ্মণস্যেতি।

রামঃ—(আত্মগতম্) অয়ে মহারাজেতি নিষ্প্রণয়মামন্ত্রণপদং সৌমিত্রিমাত্রে চ বাষ্পস্খলিতাক্ষরঃ কুশলপ্রশ্নঃ। তথা মন্যে বিদিতসীতাবৃত্তান্তেয়মিতি। (প্রকাশম্) আং কুশলং কুমারস্য।

বাসন্তী—(রুদতী) অয়ি দেব কিং পরং দারুণঃ খল্বসি।

সীতা—সহি বাসন্দি কিং তুমং এব্বংবাদিনী হোসি। পিআরুহো ক্খু সব্বস্স অজ্জউত্তো বিসেসদো মহ পিঅসহীএ। (সখি বাসন্তি কিং ত্বমেবংবাদিনী ভবসি) প্রিয়ার্হঃ খলু সর্বস্যার্যপুত্রো বিশেষতো মম প্রিয়সখ্যাঃ।)

বাসন্তী— ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে।
ইত্যাদিভিঃ প্রিয়শতৈরনুরুধ্য মুগ্ধাং
তামেব শান্তমথবা কিমহোত্তরেণ ॥ ২৬ ॥

(ইতি মুহ্যতি)

তমসা—স্থানে বাক্যনিবৃত্তির্মোহশ্চ ॥
রামঃ—সখি সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি।
বাসন্তী—(সমাশ্বস্য) তৎকিমিদমকার্যমনুষ্ঠিতং দেবেন ॥
সীতা—সহি বাসন্দি বিরম বিরম! (সখি বাসন্তি বিরম বিরম)।
রামঃ—লোকো ন মৃষ্যতীতি!
বাসন্তী—কস্য হেতোঃ।
রামঃ—স এব জানাতি কিমপি।
তমসা—চিরাদুপালম্ভঃ।
বাসন্তী— অয়ি কঠোর যশঃ কিল তে প্রিয়ং
কিমযশো ননু ঘোরমতঃপরম্।
কিমভবদ্বিপিনে হরিণীদৃশঃ
কথয় নাথ কথং বত মন্যসে ॥ ২৭ ॥
সীতা—তুমং জেব্ব সহি বাসন্দি দারুণা কঠোরা অ জা এব্বং অজ্জউত্তং পলিত্তং পদীবেসি। (ত্বমেব সখি বাসন্তি দারুণা কঠোরা চ যৈবমার্যপুত্রং প্রদীপ্তং প্রদীপয়সি)।
তমসা—প্রণয় এবং ব্যাহরতি শোকশ্চ।
রামঃ—সখি কিমত্র মন্তব্যম্?
ত্রস্তৈকহায়নকুরঙ্গবিলোলদৃষ্টে-
স্তস্যাঃ পরিস্ফুরিতগর্ভভরালসায়াঃ।
জ্যোৎস্নাময়ীব মৃদুবালমৃণালকল্পা
ক্রব্যাদ্ভিরঙ্গলতিকা নিয়তং বিলুপ্তা ॥ ২৮ ।
সীতা—অজ্জউত্ত ধরামি এসা ধরামি। (আর্যপুত্র ধ্রিয়ে এষা ধ্রিয়ে)।
রামঃ—হা প্রিয়ে জানকি ক্বাসি।
সীতা—হদ্ধী হদ্ধী। অণ্ণো বিঅ অজ্জউত্তো পমুক্ককণ্ঠং রোইদি। (হা ধিক্ হা ধিক্। অন্য ইবার্যপুত্রঃ প্রমুক্তকণ্ঠং রোদিতি)।
তমসা—বৎসে সাম্প্রতিকমেবৈতৎ। কর্তব্যানি খলু দুঃখিতৈর্দুঃখনির্বাপণানি।
পূরোৎপীড়ে তটাকস্য পরীবাহঃ প্রতিক্রিয়া।
শোকক্ষোভে চ হৃদয়ং প্রলাপৈরেব ধার্যতে ॥ ২৯ ॥
বিশেষতো রামভদ্রস্য বহুপ্রকারকষ্টো জীবলোকঃ।
ইদং বিশ্বং পাল্যং বিধিবদভিযুক্তেন মনসা
প্রিয়াশোকো জীবং কুসুমমিব ঘর্মো গ্লপয়তি।
স্বয়ং কৃত্বা ত্যাগং বিলপনবিনোদোঽপ্যসুলভ-
স্তদদ্যাপ্যুচ্ছ্বাসো ভবতি ননু লাভো হি রুদিতম্ ॥ ৩০ ॥
রামঃ—কষ্টং ভোঃ কষ্টম্।
দলতি হৃদয়ং গাঢ়োদ্বেগং দ্বিধা তু ন ভিদ্যতে
বহতি বিকলঃ কায়ো মোহনং ন মুঞ্চতি চেতনাম্।
জ্বলয়তি তনূমন্তর্দাহঃ করোতি ন ভস্মসাৎ-
প্রহরতি বিধির্মর্মচ্ছেদী ন কৃন্ততি জীবিতম্ ॥ ৩১ ॥
সীতা—এব্বং ণেদং (এবং ন্বিদম্)।

রামঃ—হে ভবন্তঃ পৌরজানপদাঃ।

ন কিল ভবতাং দেব্যাঃ স্থানং গৃহেঽভিমতং তত-
স্তৃণমিব বনে শূন্যে ত্যক্তা ন চাপ্যনুশোচিতা।
চিরপরিচিতাস্তে তে ভাবাঃ পরিদ্রবয়ন্তি মা-
মিদমশরণৈরদ্যাস্মাভিঃ প্রসীদত রুদ্যতে ॥ ৩২ ॥

বাসন্তী—(স্বগতম্।) অতিগম্ভীরমাপূরণং মন্যুসম্ভারস্য। (প্রকাশম্) দেব অতিক্রান্তে ধৈর্যমবলম্ব্যতাম্।

রামঃ—সখি কিমুচ্যতে ধৈর্যমিতি।

দেব্যা শূন্যসা জগতো দ্বাদশঃ পরিবৎসরঃ।
প্রণষ্টমিব নামাপি ন চ রামো ন জীবতি ॥ ৩৩ ॥

সীতা—মোহিদম্হি এদেহিং অজ্জউত্ত বঅণেহিং। (মোহিতাস্ম্যেতৈরার্যপুত্রবচনৈঃ।)

তমসা—এবমেব বৎসে।

নৈতাঃ প্রিয়তমা বাচঃ স্নেহার্দ্রাঃ শোকদারুণাঃ।
এতাস্তা মধুনো ধারাঃ শ্চ্যোতন্তি সবিষাস্ত্বয়ি ॥ ৩৪ ॥

রামঃ—অয়ি বাসন্তি ময়া খলু

যথা তিরশ্চীনমলাতশল্যং
প্রত্যুপ্তমন্তঃ সবিষশ্চ দংশঃ
তথৈব তীব্রো হৃদি শোকশঙ্কু-
র্মর্মাণি কৃন্তন্নপি কিং ন সোঢ়ঃ ॥ ৩৫ ॥

সীতা—এব্বং ম্হি মন্দভাইনী পুণোবি আআসআরিণী অজ্জউত্তস্স। (এবমস্মি মন্দভাগিনী পুনরপ্যায়াসকারিণী আর্যপুত্রস্য)

রামঃ—এবমতিনিষ্কম্পস্তম্ভিতান্তঃকরণস্যাপি মম সংস্তুততত্তৎপ্রিয়বস্তুদর্শনাদুদ্দামোহয়মাবেগঃ। তথাহি।

বেলোল্লোলক্ষুভিকরুণোজ্জৃম্ভণস্তম্ভনার্থং
যো যো যত্নঃ কথমপি ময়া ধীয়তে তং তমন্তঃ॥
ভিত্ত্বা ভিত্ত্বা প্রসরতি বলাৎকোঽপি চেতোবিকার-
স্তোয়স্যেবাপ্রতিহতরয়ঃ সৈকতং সেতুমোঘঃ ॥ ৩৬ ॥

সীতা—এদিণা অজ্জউত্তস্স দুব্বারদারুণারম্ভেণ দুঃখসংখোএণ পরিমুসিঅণিঅদুক্খং কিম্পি পমুদ্ধং মে হিঅঅং। (এতেনার্যপুত্রস্য দুর্বারদারুণারম্ভেণ দুঃখসংক্ষোভেণ পরিমুষিতনিজদুঃখং কিমপি প্রমুগ্ধং মে হৃদয়ম্।)

বাসন্তী—(স্বগতম্।) কষ্টমভ্যাপন্নো দেবঃ। তদন্যতঃ ক্ষিপামি তাবৎ। (প্রকাশম্।) চিরপরিচিতানিদানীং জনস্থানভাগানবলোকনেন মানয়তু দেবঃ।

রামঃ—এবমস্তু। (ইত্যুত্থায় পরিক্রামতি।)

সীতা—সংদীবণ জেব্ব দুক্খস্স পিঅসহীএ বিণোদণোবাওত্তি তক্কেমি। (সন্দীপন এব দুঃখস্য প্রিয়সখ্যা বিনোদনোপায় ইতি তর্কয়ামি।)

বাসন্তী—(সকরুণম্।) দেব দেব

অস্মিন্নেব লতাগৃহে ত্বমভবস্তন্মার্গদত্তেক্ষণঃ
সা হংসৈঃ কৃতকৌতুকা চিরমভূদ্গোদাবরীসৈকতে।

আয়াস্ত্যা পরিদুর্মনায়িতমিব ত্বাং বীক্ষ্য বদ্ধস্তয়া
কাতর্যাদরবিন্দকুড্মলনিভো মুগ্ধঃ প্রণামাঞ্জলিঃ ॥ ৩৭ ॥

সীতা—দালুণাসি বাসন্তি দালুণাসি। জা এদেহিং হিঅঅমম্মগূঢ়সল্লসংঘট্টণেহিং পুণো পুণোবি মং মন্দভাইণিং অজ্জউত্তং অ সংদাবেসি! (দারুণাসি বাসন্তি দারুণাসি। যা এতৈর্হৃদয়মর্মগূঢ়শল্যসংঘট্টনৈঃ পুনঃ পুনরপি মাং মন্দভাগিনীমার্যপুত্রং চ সন্তাপয়সি।)

রামঃ—অয়ি চণ্ডি জানকি ইতস্ততো দৃশ্যসে ইব নানুকম্পসে।
হা হা দেবি স্ফুটতি হৃদয়ং ধ্বংসতে দেহবন্ধঃ।
শূন্যং মন্যে জগদবিরলজ্বলমন্তর্জ্বলামি।
সীদন্নন্ধে তমসি বিধুরো মজ্জতীবান্তরাত্মা-
বিষ্বঙ্মোহঃ স্থগয়তি কথং মন্দভাগ্যঃ করোমি ॥ ৩৮ ॥

(ইতি মূর্ছতি।)

সীতা—হদ্ধী হদ্ধী পুণোবি পমূঢ়ো অজ্জউত্তো। (হা ধিক্ হা ধিক্ পুনরপি প্রমূঢ় আর্যপুত্রঃ।)

বাসন্তী—দেব সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি।

সীতা—অজ্জউত্ত মং মন্দভাইণিং উদ্দিসিঅ সঅলজীবলোঅমঙ্গলাধারস্স দে বারংবারং সংসইদজীবিঅদালুণো দসাপরিণামো ত্তি হা হদম্হি। (ইতি মূর্ছতি।) (আর্যপুত্র মাং মন্দভাগিনীমুদ্দিশ্য সকলজীবলোকমঙ্গলাধারস্য তে বারংবারং সংশয়িতজীবিতদারুণো দশাপরিণাম ইতি হা হতাস্মি।)

তমসা—বৎসে সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি। পুনস্ত্বৎপাণিস্পর্শ এব সঞ্জীবনোপায়ো রামভদ্রস্য।

বাসন্তী—কথমদ্যাপি নোচ্ছ্বসিতি। হা প্রিয়সখি সীতে ক্বাসি সম্ভাবয়াত্মনো জীবিতেশ্বরম্। (সীতা সসম্ভ্রমমুপসৃত্য হৃদি ললাটে চ স্পৃশতি।)

বাসন্তী—দিষ্ট্যা প্রত্যাপন্নচেতনো রামভদ্রঃ।

রামঃ— আলিম্পন্নমৃতময়ৈরিব প্রলেপৈ-
রন্তর্বা বহিরপি বা শরীরধাতূন্।
সংস্পর্শঃ পুনরপি জীবয়ন্নকস্মা-
দানন্দাদপরমিবাদধাতি মোহম্ ॥ ৩৯ ॥

(আনন্দনিমীলিতাক্ষ এব) সখি বাসন্তি দিষ্ট্যা বর্ধসে।

বাসন্তী—দেব কথমিব।

রামঃ—সখি কিমন্যৎ। পুনঃ প্রাপ্তা জানকী।

বাসন্তী—অয়ি দেব রামভদ্র ক্ব সা।

রামঃ—(স্পর্শসুখমভিনীয়।) পশ্য নন্বিয়ং পুরত এব।

বাসন্তী—অয়ি দেব কিমিতি মর্মচ্ছেদদারুণৈরেভিঃ প্রলাপৈঃ প্রিয়সখীদুঃখদগ্ধামপি মাং পুনর্মন্দভাগ্যাং দহসি।

সীতা—ওসারদুং ইচ্ছাম্মি। এসো উণ চিরসম্ভাবসোম্মসীদলণ অজ্জউত্তপ্ফংসেণ দীহদারুণং বি ঝত্তি সংদাবং হরন্তেণ বজ্জলেবোবাণবন্ধো বিঅ সিঞ্জন্তণীসহবিবক্কহত্থো বেঅণসীলো অবসো বিঅ মে হত্থো। (অপসর্তুমিচ্ছামি। এষ

পুনঃ চিরসম্ভাবসৌম্যশীতলেন আর্যপুত্রস্পর্শেন দীর্ঘদারুণমপি ঝটিতি সন্তাপং বজ্রলোপোপনিবন্ধ ইব স্বিদ্যন্নিঃসহবিপর্যস্তো বেপনশীলোঽবশ ইব মে হস্তঃ।

রামঃ—সখি কুতঃ প্রলাপঃ।

গৃহীতো যঃ পূর্বং পরিণয়বিধৌ কঙ্কণধরঃ।
সুধাসূতেঃ পাদৈরমৃতশিশিরৈর্যঃ পরিচিতঃ॥

সীতা—অজ্জউত্ত সো জেব্ব দাণিং সি তুমং। (আর্যপুত্র স এবেদানীমসি ত্বম্।

রামঃ— স এবায়ং তস্যাস্তুহিননিকরোপম্যসুভগো।
ময়া লব্ধঃ পাণির্ললিতলবলীকন্দলনিভঃ॥ ৪০॥ (ইতি গৃহ্ণাতি)

সীতা—হদ্ধী হদ্ধী। অজ্জউত্তফরিসমোহিদাএ পমাদো কখু মে সংবুত্তো। (হা ধিক্ হা ধিক্। আর্যপুত্রস্পর্শমোহিতায়াঃ প্রমাদঃ খলু মে সংবৃত্তঃ।

রামঃ—সখি বাসন্তি আনন্দনিমীলিতেন্দ্রিয়ঃ সাধ্বসেন পরবানস্মি। তত্ত্বং তাবদেনাং ধারয়।

বাসন্তী—কষ্টমুন্মাদ এব।

(সীতা সসম্ভ্রমং হস্তমাক্ষিপ্যাপসর্পতি)

রামঃ—হা ধিক্ প্রমাদঃ।

করপল্লবঃ স তস্যাঃ সহসৈব জড়ো পরিভ্রষ্টঃ।
পরিকম্পিনঃ প্রকম্পী করান্মম স্বিদ্যতঃ স্বিদ্যন্॥ ৪১॥

সীতা—হদ্ধী হদ্ধী। অজ্জবি অণবত্থিদত্থিমিদমুঢ়ঘুম্মন্তণঅণো ণ পজ্জবত্থাবেদি অত্তাণঅং। (হা ধিক্ হা ধিক্। অদ্যাপ্যনবস্থিতস্তিমিতমূঢ়ঘূর্ণন্নয়নো ন পর্যবস্থাপয়ত্যাত্মানম্।

তমসা—(সস্নেহকৌতুকস্মিতং নির্বর্ণ্য)

সস্বেদরোমাঞ্চিতকম্পিতাঙ্গী
জাতা প্রিয়স্পর্শসুখেন বৎসা।
মরুন্নবাম্ভঃ-প্রবিধূতসিক্তা
কদম্বযষ্টিঃ স্ফুটকোরকেব॥ ৪২॥

সীতা—(স্বগতম্) অম্মহে অবসেন এদেণ অত্তাণএণ লজ্জাবিদম্হি ভঅবদীএ তমসা। কিং ত্তি কিল এসা মণ্ণিস্সদি এসো পরিচ্চাও এসো অহিসঙ্গোত্তি। (অহো অবশেনৈতেনাত্মনা লজ্জায়িতাস্মি ভগবত্যা তমসয়া। কিমিতি কিলৈষা মংস্যতে এষ পরিত্যাগ এষোঽভিষঙ্গ ইতি।

রামঃ—(সর্বতোঽবলোক্য) হা কথং নাস্ত্যেব। নন্বকরুণে বৈদেহি!

সীতা—সচ্চং অকরুণম্হি জা এব্বং বিহং তুমং পেকখন্দী জীবেমি জেব্ব। (সত্যমকরুণাস্মি যৈবংবিধং ত্বাং প্রেক্ষমাণা জীবাম্যেব।)

রামঃ—ক্কাসি দেবি প্রসীদ। ন মামেবংবিধং পরিত্যক্তুমর্হসি।

সীতা—অয়ি অজ্জউত্ত বিপ্পদীবং বিঅ এদং। (অয়ি আর্যপুত্র বিপ্রতীপমেবৈতৎ।)

বাসন্তী—দেব প্রসীদ প্রসীদ। স্বেনৈব লোকোত্তরেণ ধৈর্যেণ সংস্তম্ভয়াতিভূমিং গতমাত্মানম্। কুতোঽত্র মে প্রিয়সখী।

রামঃ—ব্যক্তং নাস্ত্যেব, কথমন্যথা বাসন্ত্যপি তাং ন পশ্যেৎ। অপি খলু স্বপ্ন এষ স্যাৎ।

ন চাস্মি সুপ্তঃ। কুতো রামস্য নিদ্রা। সর্বথা স এবৈষ ভগবাননেকবারপরিকল্পনানির্মিতো বিপ্রলম্ভঃ পুনরনুবধ্নাতি মাম্।

সীতা—মএ জেব্ব দারুণাএ বিপ্পলদ্ধো অজ্জউত্তো। (ময়ৈব দারুণয়া বিপ্রলব্ধ আর্যপুত্রঃ।)

বাসন্তী—দেব পশ্য পশ্য।

পৌলস্ত্যস্য জটায়ুষা বিঘটিতঃ কার্ষ্ণায়সোঽয়ং রথ-
স্তে চৈতে পুরতঃ পিশাচবদনাঃ কঙ্কালশেষাঃ খরাঃ।
খড়্গাচ্ছিন্নজটায়ুপক্ষতিরিতঃ সীতাং চলন্তীং বহ-
ন্নন্তর্ব্যাপৃতবিদ্যুদম্বুদ ইব দ্যামভ্যুদস্থাদরিঃ॥ ৪৩॥

সীতা—(সভয়ম্) অজ্জউত্ত তাদো বাবাদীঅদি অহং বি অবহরিজ্জামি। তা পরিত্তাহি। (আর্যপুত্র তাতো ব্যাপাদ্যতে অহমপ্যপহ্রিয়ে। তস্মাৎ পরিত্রায়স্ব।)

রামঃ—(সবেগমুত্থায়) আঃ পাপ তাতপ্রাণসীতাপহারিন্ ক্ব যাসি।

বাসন্তী—অয়ি দেব রাক্ষসকুলপ্রলয়ধূমকেতো কিমদ্যাপি তে মন্যুবিষয়ঃ।

সীতা—অম্মো অহং বি উব্ভন্তম্হি। (অহো অহমপ্যুদ্ভ্রান্তাস্মি।)

রামঃ—অন্য এবায়মধুনা বিপর্যয়ো বর্ততে।

উপায়ানাং ভাবাদবিরতবিনোদব্যতিকরৈ-
র্বিমর্দৈর্বীরাণাং জগতি জনিতাত্যদ্ভুতরসঃ।
বিয়োগো মুগ্ধাক্ষ্যাঃ স খলু রিপুঘাতাবধিরভূৎ
কথং তূষ্ণীং সহ্যো নিরবধিরয়ং ত্বপ্রতিবিধঃ॥ ৪৪॥

সীতা—ণিরবধিত্তি হা হদম্হি মন্দভাইণী। (নিরবধিরিতি হা হতাস্মি মন্দভাগিনী।)

রামঃ—হা কষ্টম্।

ব্যর্থং যত্র কপীন্দ্রসখ্যমপি মে বীর্যং হরীণাং বৃথা
প্রজ্ঞা জাম্ববতোঽপি যত্র ন গতিঃ পুত্রস্য বায়োরপি।
মার্গং যত্র ন বিশ্বকর্মতনয়ঃ কর্তুং নলোঽপি ক্ষমঃ
সৌমিত্রেরপি পত্রিণামবিষয়ে তত্র প্রিয়ে ক্বাসি মে॥ ৪৫॥

সীতা—বহুমণ্ণিদম্হি তং পুব্ববিরহং। (বহুমানিতাস্মি তং পূর্ববিরহম্।)

রামঃ—সখি বাসন্তি দুঃখায়ৈব সুহৃদামিদানীং রামস্য দর্শনম্। কিয়চ্চিরং ত্বাং রোদয়িষ্যামি। তদনুজানীহি মাং গমনায়।

সীতা—(সোদ্বেগমোহং তমসামাশ্লিষ্য) ভঅবদি তমসে গচ্ছদি দাণিং অজ্জউত্তো। (ইতি মূর্চ্ছতি) (ভগবতি তমসে গচ্ছতীদানীমার্যপুত্রঃ।)

তমসা—বৎসে সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি। নন্দাবামায়ুষ্মতোঃ কুশলবয়োর্বর্ধনমঙ্গলানি সম্পাদয়িতুং ভাগীরথীপদান্তিকমেব গচ্ছাবঃ।

সীতা—ভঅবদি পসীদ। খণমেত্তং বি দাব দুল্লহদংসণং জণং পেক্খামি। (ভগবতি প্রসীদ, ক্ষণমাত্রমপি তাবদ্দুর্লভদর্শনং জনং প্রেক্ষে।)

রামঃ—অস্তি চেদানীমশ্বমেধায় সহধর্মচারিণী মে।

সীতা—(সোৎকম্পম্) অজ্জউত্ত কা। (আর্যপুত্র কা।)

রামঃ—হিরণ্ময়ী সীতাপ্রতিকৃতিঃ।

সীতা—(সোচ্ছ্বাসাস্রম্) অজ্জউত্তো দাণিং সি তুমং। অম্মহে উক্খাণিদং দাণিং মে

পরিচ্চাঅলজ্জাসল্লং অজ্জউত্তেণ। (আর্যপুত্র ইদানীমসি ত্বম্। অহো উৎখাতমিদানীং মে পরিত্যাগলজ্জাশল্যমার্যপুত্রেণ।)

রামঃ—তত্রাপি তাবদ্বাষ্পদিগ্ধং চক্ষুর্বিনোদয়ামি।

সীতা—ধণ্ণা সা জা এব্বং অজ্জউত্তেণ বহুমণ্ণীঅদি জা অ অজ্জউত্ত বিণোদঅন্দী আঁসাণিবন্ধণং জাদা জীঅলোঅস্স। (ধন্যা সা যৈবমার্যপুত্রেণ বহুমন্যতে যা চার্যপুত্রং বিনোদয়ন্ত্যাশানিবন্ধনং জাতা জীবলোকস্য।)

তমসা—(সস্মিতস্নেহাস্রং পরিষ্বজ্য) অয়ি বৎসে এবমাত্মা স্তূয়তে।

সীতা—(সলজ্জমধোমুখী, স্বগতম্) পরিহসিদম্হি ভঅবদীএ। (পরিহসিতাস্মি ভগবত্যা)

বাসন্তী—মহানয়ং ব্যাতিকরোঽস্মাকং প্রসাদঃ। গমনং প্রতি যথা কার্যহানির্ন ভবতি তথা কার্যম্।

সীতা—পডিউলা দাণিং মে বাসন্দী সংবুত্তা। (প্রতিকুলেদানীং মে বাসন্তী সংবৃত্তা)।

তমসা—বৎসে এহি গচ্ছাবঃ।

সীতা—(সকষ্টম্) এব্বং করেম্হ। (এবং কুর্বঃ))।

তমসা—কথং বা গম্যতে। যস্যাস্তব

প্রত্যুপ্তস্যেব দয়িতে তৃষ্ণাদীর্ঘস্য চক্ষুষঃ।
মর্মচ্ছেদোপমৈর্যত্নৈঃ সন্নিকর্ষো নিরুধ্যতে ॥ ৪৬ ॥

সীতা—ণমো ণমো অপুব্বপুণ্ণজণিদদংসণাণং অজ্জউত্তচলণকমলাণং। (নমো নমোঽপূর্বপুণ্যজনিতদর্শনাভ্যামার্যপুত্রচরণকমলাভ্যাম্)। ইতি মূর্ছতি)

তমসা—বৎসে সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি।

সীতা—(সমাশ্বস্য) কিঅচ্চিরং বা মেহন্তরেণ পুন্নিমাচন্দস্স দংসণং। (কিয়চ্চিরং বা মেঘান্তরেণ পূর্ণিমাচন্দ্রস্য দর্শনম্।)

তমসা—অহো সংবিধানকম্।)

একো রসঃ করুণ এব নিমিত্তভেদা-
দ্ভিন্নঃ পৃথক্ পৃথগিবাশ্রয়তে বিবর্তান্।
আবর্তবুদ্বুদতরঙ্গময়ান্বিকারা-
নম্ভো যথা সলিলমেব হি তৎ সমস্তম্ ॥ ৪৭ ॥

রামঃ—অয়ি বিমানরাজ ইত ইতঃ!

(সর্বে উত্তিষ্ঠন্তি)

তমসাবাসন্ত্যৌ—(সীতারামৌ প্রতি)।

অবনিরমরসিন্ধুঃ সার্ধমস্মদ্বিধাভিঃ
স চ কুলপতিরাদ্যশ্ছন্দসাং যঃ প্রযোক্তা।
স চ মুনিরনুযাতারুন্ধতীকো বসিষ্ঠ-
স্ত্বয়ি বিতরতু ভদ্রং ভূয়সে মঙ্গলায় ॥ ৪৮ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি ভবভূতিরচিতে 'উত্তররামচরিতে' 'ছায়া' নাম তৃতীয়োঽঙ্কঃ সমাপ্তঃ ॥

(ততঃ প্রবিশতস্তাপসৌ)

একঃ—সৌধাতকে দৃশ্যতামদ্য ভূয়িষ্ঠসন্নিধাপিতাতিথিজনস্য সমধিকারম্ভরমণীয়তা ভগবতো বাল্মীকেরাশ্রমপদস্য। তথাহি

নীবারৌদনমণ্ডমুষ্ণমধুরং সদ্যঃ প্রসূতাপ্রিয়া-
পীতাদভ্যধিকং তপোবনমৃগঃ পর্যাপ্তমাচামতি।
গন্ধেন স্ফুরতা মনাগনুসৃতো ভক্তস্য সর্পিষ্মতঃ
কর্কন্ধুফলমিশ্রশাকপচনামোদঃ পরিস্তীর্যতে ॥ ১ ॥

সৌধাতকিঃ—সাঅদং অণেঅ পিআরাণং জিণ্ণকুচ্ছাণং অণজ্ঝাঅকালণাণম্। (স্বাগতমনেকপ্রকারাণাং জীর্ণকূর্চানামনধ্যায়কারণানাম্)।

প্রথমঃ—(বিহস্য) অপূর্বঃ কোঽপি তে বহুমানহেতুর্গুরুষু সৌধাতকে।

সৌধাতকিঃ—ভো দণ্ডাঅণ কিংণামহেও এসো মহন্দস্স ঠবিরসত্থস্স ধুরংধরো অজ্জঅহিদী আঅদো। (ভো দাণ্ডায়ন কিংনামধেয় এষ মহতঃ স্থবিরসার্থস্য ধুরন্ধরোঽদ্যাতিথিরাগতঃ।)

দাণ্ডায়নঃ—ধিক্ প্রহসনম্। নন্বয়মৃষ্যশৃঙ্গাশ্রমাদরুন্ধতীপুরস্কৃতান্ মহারাজদশরথস্য দারানধিষ্ঠায় ভগবান্ বসিষ্ঠঃ প্রাপ্তঃ। তৎ কিমেবং প্রলপসি।

সৌধাতকিঃ—হুং বসিট্ঠো। (হুং বসিষ্ঠঃ)।

দাণ্ডায়নঃ—অথ কিম্।

সৌধাতকিঃ—মএ উণ জাণিদং বগ্ঘো বা বিও বা এসোত্তি। (ময়া পুনর্জ্ঞাতং ব্যাঘ্রো বা বৃকো বৈষ ইতি।)

দাণ্ডায়নঃ—আঃ কিমুক্তং ভবতি।

সৌধাতকিঃ—জেণ পরাবডিদেণ জেব্ব সা বরাঈ কবিলা কল্লাণী মডমডাইআ। (যেন পরাপতিতেনৈব সা বরাকী কপিলা কল্যাণী মড়মড়ায়িতা।)

দাণ্ডায়নঃ—সমাংসো মধুপর্ক ইত্যাম্নায়ং বহুমন্যানাঃ শ্রোত্রিয়ায়াভ্যাগতায় বৎসতরীং মহোক্ষং বা মহাজং বা নির্বপন্তি গৃহমেধিনঃ। তং হি ধর্মং ধর্মসূত্রকারাঃ সমামনন্তি।

সৌধাতকিঃ—ভো ণিগিহীদোসি। (ভো নিগৃহীতোঽস্মি।)

দাণ্ডায়নঃ—কথমিব।

সৌধাতকিঃ—জেণ আঅদেসু বসিট্ঠমিস্সেসু বচ্ছদরী বিদাসিদা। অজ্জ জেব্ব পচ্চাঅদস্স রাএসিণো জণঅস্স ভঅবদা বম্মীইণা দহিমহূহিং জেব্ব ণিব্বত্তিদো মহুবক্কো। বচ্ছতরী উণ বিসজ্জিদা (যেনাগতেষু বসিষ্ঠমিশ্রেষু বৎসতরী বিশসিতা। অদ্যৈব প্রত্যাগতস্য রাজর্ষের্জনকস্য ভগবতা বাল্মীকিনা দধিমধুভ্যামেব নির্বর্তিতো মধুপর্কঃ। বৎসতরী পুনর্বিসর্জিতা।

দাণ্ডায়নঃ—অনিবৃত্তমাংসানামেবং কল্পমৃষয়ো মন্যন্তে। নিবৃত্তমাংসস্তু তত্রভবান্ জনকঃ

সৌধাতকিঃ—কিং ণিমিত্তং। (কিং নিমিত্তম্)।

দাণ্ডায়নঃ—স তদৈব দেব্যাঃ সীতায়াস্তাদৃশং [illegible] বৈখানসঃ সংবৃত্তঃ। তথাস্য কতিপয়ে সংবৎসরাশ্চন্দ্রদ্বীপতপোবনে [illegible]মানস্য।

সৌধাতকিঃ—তদো কিং ত্তি আঅদো। (ততঃ কিমত্যাগতঃ)।

দাণ্ডায়নঃ—চিরন্তনপ্রিয়সুহৃদং ভগবন্তং প্রাচেতসং দ্রষ্টুম্।

সৌধাতকিঃ—অবি অজ্জ সংবন্ধিণীহিং সমং সংবুত্তং দংসণং ণ বেত্তি। (অপ্যদ্য সম্বন্ধিনীভিঃ সমং সংবৃত্তমস্য দর্শনং ন বেতি)।

দাণ্ডায়নঃ—সম্প্রত্যেব ভগবতা বসিষ্ঠেন দেব্যাঃ কৌশল্যায়াঃ সকাশং ভগবত্যরুন্ধতী প্রহিতা যৎ স্বয়মুপেত্য বৈদেহো দ্রষ্টব্য ইতি।

সৌধাতকিঃ—জহ এদে ঠেঠবিরা পরস্পরং মিলিদা তহ অহ্মে বিত্তহিং সহ মিলিঅ অণজ্ঝাঅমহুস্সবং খেলন্তো মণেহ্ম। অহ কুখ সো জণত্ত। (ইতি পরিক্রামতঃ। যথৈতে স্থবিরাঃ পরস্পরং মিলিতাস্তথাবামপি বটুভিঃ সহ মিলিত্বা অধ্যায়মহোৎসবং খেলন্তো মানয়াবঃ। অথ ক্ব স জনকঃ।

দাণ্ডায়নঃ—তথায়ং ব্রহ্মবাদী পুরাণরাজর্ষির্জনকঃ প্রাচেতবসিষ্ঠাবুপাস্য সম্প্রত্যাশ্রমাদ্ বহিবৃক্ষমূলমধিতিষ্ঠতি। য এষঃ

হৃদি নিত্যানুষক্তেন সীতাশোকেন তপ্যতে।
অন্তঃপ্রসুপ্তদহনো জরন্নিব বনস্পতিঃ॥ ২॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

মিশ্রবিষ্কম্ভঃ

[ততঃ প্রবিশতি জনকঃ]

জনকঃ— অপত্যে যত্তাদৃগ্ দুরিতমভবত্তেন মহতা
বিষক্তস্তীব্রেণ ব্রণিতহৃদয়েন ব্যথয়তা।
পটুর্ধারাবাহী নব ইব চিরেণাপি হি ন মে
নিকৃন্তন্মর্মাণি ক্রকচ ইব মন্যুর্বিরমতি॥ ৩॥

কষ্টং এবং নাম জরয়া দুঃখেন চ দুরাসদেন ভূয়ঃ পরাকসান্তপনপ্রভৃতিভিস্তপোভিরাত্তরসধাতুরনবষ্টম্ভো নাদ্যাপি মম দগ্ধদেহঃ পততি। অন্ধতামিস্রা হ্যসূর্যা নাম তে লোকাস্তেভ্যঃ প্রতিবিধীয়ন্তে য আত্মঘাতিন ইত্যেবমৃষয়ো মন্যন্তে। অনেকসংবৎসরাতিক্রমেঽপি প্রতিক্ষণপরিভাবনাস্পষ্টনির্ভাসঃ প্রত্যগ্র ইব ন মে দারুণো দুঃখসংবেগঃ প্রশাম্যতি। অয়ি মাতর্দেবযজনসম্ভবে সীতে ঈদৃশস্তে নির্মাণভাগঃ পরিণতো যেন লজ্জয়া স্বচ্ছন্দমাক্রন্দিতুমপি ন শক্যতে। হা পুত্রি

অনিয়তরুদিতস্মিতং বিরাজৎ-
কতিপয়কোমলদন্তকুড্মলাগ্রম্।
বদনকমলকং শিশোঃ স্মরামি
স্খলদসমঞ্জসমঞ্জু জল্পিতং তে॥ ৪॥

ভগবতি বসুন্ধরে সত্যমতিদৃঢ়াসি।

ত্বং বহ্নির্মুনয়ো বসিষ্ঠগৃহিণী গঙ্গা চ যস্যা বিদু-
র্মাহাত্ম্যং যদি বা রঘোঃ কুলগুরুর্দেবঃ স্বয়ং ভাস্করঃ
বিদ্যাং বাগিব যামসূত ভবতী তদ্বত্তু যা দৈবতং
তস্যাস্ত্বদ্দুহিতস্তথা বিশসনং কিং দারুণেহমৃষ্যথাঃ॥ ৫॥

(নেপথ্যে) ইত ইতো ভগবতীমহাদেব্যৌ।

জনকঃ—(দৃষ্ট্বা) অয়ে গৃষ্টিনোপদিশ্যমানমার্গা ভগবত্যরুন্ধতী। (উত্থায়) কাং

পুনর্মহাদেবীত্যাহ। (নরূপ্য) হা হা কথমিয়ং মহারাজদশরথস্য ধর্মদারাঃ প্রিয়সখী মে কৌসল্যা এতৎপ্রত্যেতি সৈবেয়মিতি।

আসীদিয়ং দশরথস্য গৃহে যথা শ্রীঃ
শ্রীরেব বা কিমুপমানপদেন সৈষা।
কষ্টং বতান্যদিব দৈববশেন জাতা
দুঃখাত্মকং কিমপি ভূতমহো বিপাকঃ ॥ ৬ ॥

য এব মে জনঃ পূর্বমাসীন্মূর্তো মহোৎসবঃ।
ক্ষতে ক্ষারমিবাসহ্যং জাতং তস্যৈব দর্শনম্ ॥ ৭ ॥

(ততঃ প্রবিশত্যরুন্ধতী কৌসল্যা কঞ্চুকী চ)

অরুন্ধতী—ননু ব্রবীমি দ্রষ্টব্যঃ স্বয়মুপেত্যৈব বৈদেহ ইত্যেষ বঃ কুলগুরোরাদেশঃ। অত এব চাহং প্রেষিতা। তৎ কোঽয়ং পদে পদে মহাননধ্যবসায়ঃ।

কঞ্চুকী—দেবি সংস্তভ্যাত্মানমনুরুধ্যস্ব ভগবতো বসিষ্ঠস্যাদেশমিতি বিজ্ঞাপয়ামি।

কৌসল্যা—ঈরিসে কালে মিহিলাহিবো দিট্ঠব্বো ত্তি সমং জেব্ব সব্বাইং দুক্খাইং সমুব্ভবন্তি। তা ণ সক্কুণোমি উব্বট্টমাণমূলবন্ধণং হিঅঅং পজ্জবত্থাবেদুম্। (ঈদৃশে কালে মিথিলাধিপো যথা দ্রষ্টব্য ইতি সমমেব সর্বাণি দুঃখানি সমুদ্ভবন্তি। তন্ন শক্নোম্যুদ্বর্তমানমূলবন্ধনং হৃদয়ং পর্যবস্থাপয়িতুম্)।

অরুন্ধতী—অত্র কঃ সন্দেহঃ।

সন্তানবাহীন্যপি মানুষাণাং
দুঃখানি সদ্বন্ধুবিয়োগজানি।
দৃষ্টে জনে প্রেয়সি দুঃসহানি
স্রোতঃসহস্রৈরিব সংপ্লবন্তে ॥ ৮ ॥

কৌসল্যা—কহং ণু খু বচ্ছাএ বহূএ এবং গদে তস্সা পিদুণো রাএসিণো মে মুহং দংসঙ্ক। (কথং নু খলু বৎসায়া বধ্বা এবং গতে তস্যাঃ পিত্রে রাজর্ষয়ে মে মুখং দর্শয়ামঃ)।

অরুন্ধতী— এষ বঃ শ্লাঘ্যসম্বন্ধী জনকানাং কুলোদ্বহঃ।
যাজ্ঞবল্ক্যো মুনির্যস্মৈ ব্রহ্মপারায়ণং জগৌ ॥ ৯ ॥

কৌসল্যা—এসো সো মহারাঅস্স হিঅআণন্দণিব্বিসেসো বচ্ছাএ মে বহূএ পিদা রাএসী সীরদ্ধও। হদ্ধী হদ্ধী সম্ভারিদম্হি অণিব্বেদরমণীএ দিঅসে। হা দেব্ব সব্বং তং ণত্থি। (এষ স মহারাজস্য হৃদয়ানন্দনির্বিশেষো বৎসায়া মে বধ্বাঃ পিতা রাজর্ষিঃ সীরধ্বজঃ। হা ধিক্, হা ধিক্ সংস্মৃতাস্মি অনির্বেদরমণীয়ান্ দিবসান্। হা দৈব সর্বং তন্নাস্তি)।

জনকঃ—(উপসৃত্য) ভগবত্যরুন্ধতি! বৈদেহঃ সীরধ্বজোঽভিবাদয়তে।

যয়া পূতংমন্যো নিধিরপি পবিত্রস্য মহসঃ
পতিস্তে পূর্বেষামপি খলু গুরূণাং গুরুতমঃ।
ত্রিলোকীমঙ্গল্যামবনিতললীনেন শিরসা
জগদ্বন্দ্যাং দেবীমুষসমিব বন্দে ভগবতীম্ ॥ ১০ ॥

অরুন্ধতী—অক্ষরং তে জ্যোতিঃ প্রকাশতাম্। স ত্বাং পুনাতু দেবঃ পরো রজসাং য এষ তপতি।

জনকঃ—আর্য গৃষ্টে অপ্যনাময়মস্যাঃ প্রজাপালকস্য মাতুঃ।

কঞ্চুকী—(স্বগতম্) নিরবশেষমতিনিষ্ঠুরমনুপালব্ধাঃ স্মঃ। (প্রকাশম্।) রাজর্ষে অনেনৈব মন্যুনা চিরপরিত্যক্তরামভদ্রমুখচন্দ্রদর্শনাং নার্হসি দুঃখায়িতুমতিদুঃখিতাং দেবীম্। রামভদ্রস্যাপি দৈবদুর্যোগঃ কোঽপি। যৎ কিল সমন্ততঃ প্রবৃত্তবীভৎসকিংবদন্তীকাঃ পৌরজানপদা নাগ্নিশুদ্ধিমনলপকাঃ প্রতিযন্তীতি দারুণমনুষ্ঠিতং দেবেন।

জনকঃ—(সরোষম্) আঃ কোঽয়মগ্নির্নামাস্মৎপ্রসূপরিশোধনে। কষ্টমেবংবাদিনা জনেন রামভদ্রপরিভূতা অপি বয়ং পুনঃ পরিভূয়ামহে।

অরুন্ধতী—(নিশ্বস্য।) এবমেতৎ অগ্নিরিতি বৎসাং প্রতি পরিলঘূন্যক্ষরাণি। সীতেত্যেব পর্যাপ্তম্। হা বৎসে।

শিশুর্বা শিষ্যা বা যদসি মম তত্তিষ্ঠতু তথা
বিশুদ্ধেরুৎকর্ষস্ত্বয়ি তু মম ভক্তিং জনয়তি।
শিশুত্বং স্ত্রৈণং বা ভবতু ননু বন্দ্যাসি জগতাং
গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ ॥ ১১ ॥

কৌসল্যা—অহো উম্মীলন্তি মে হিঅঅবেঅণাও। (অহো উন্মীলন্তি মে হৃদয়বেদনাঃ।)
(ইতি মূর্ছতি।)

জনকঃ—হা কষ্টং কিমেতৎ।

অরুন্ধতী—রাজর্ষে কিমন্যৎ।

স রাজা তৎসৌখ্যং স চ শিশুজনস্তে চ দিবসাঃ
স্মৃতাবাবির্ভূতং ত্বয়ি সুহৃদি দৃষ্টে তদখিলম্।
বিপাকে ঘোরেঽস্মিন্নথ খলু বিমূঢ়া তব সখী
পুরন্ধ্রীণাং চিত্তং কুসুমসুকুমারং হি ভবতি ॥ ১২ ॥

জনকঃ—হন্ত হন্ত সর্বথা নৃশংসোঽস্মি সংবৃত্তঃ। যশ্চিরস্য দৃষ্টান্ প্রিয়সুহৃদঃ প্রিয়দারান্ স্নিগ্ধং পশ্যামি।

স সম্বন্ধী শ্লাঘ্যঃ প্রিয়সুহৃদসৌ তচ্চ হৃদয়ং
স চানন্দঃ সাক্ষাদপি চ নিখিলং জীবিতফলম্।
শরীরং জীবো বা যদধিকমতোঽন্যৎ প্রিয়তরং
মহারাজঃ শ্রীমান্ কিমিব মম নাসীদ্দশরথঃ ॥ ১৩ ॥

কষ্টমিয়মেব সা কৌসল্যা।

যদস্যাঃ পত্যুর্বা রহসি পরমং ন্যস্তমুভয়ো-
রভূদ্দম্পত্যোঃ পৃথগহমুপালম্ভবিষয়ঃ।
প্রসাদে কোপে বা তদনু মদধীনো বিধিরভু-
দলং বা তৎ স্মৃত্বা দহতি যদবস্কন্দ্য হৃদয়ম্ ॥ ১৪ ॥

অরুন্ধতী—হা কষ্টম্। অতিচিরনিরুদ্ধনিঃশ্বাসনিষ্পন্দং হৃদয়মস্যাঃ।

জনকঃ—হা প্রিয়সখি। (ইতি কমণ্ডলূদকেন সিঞ্চতি।)

কঞ্চুকী— স্নেহাদিব প্রকটয্য সুখপ্রদঃ
প্রথমমেকরসামনুকূলতাম্।
পুনরকাণ্ডবিবর্তনদারুণো
বিধিরহো বিশিনষ্টি মনোরুজম্ ॥ ১৫ ॥

কৌসল্যা—(আশ্বস্য) হা বচ্ছে জাণই কহিং সি। সুমরামি দে ণববিবাহলচ্ছী-পরিগ্গহেক্কমণ্ডনং পপ্ফুরন্তমুদ্ধবিহসিদং মুদ্ধমুহপুণ্ডরীঅং। আপ্ফুরন্তচন্দচন্দিঅসুন্দরেহিং অঙ্গেহিং পুণো বি মে জাদে উজ্জোএহি উচ্ছঙ্গম্। সব্বদা মহারাও ভণাদি। এসা রহুউলমহত্তরাণং বহূ অম্হাণং দু জণঅসুদা দুহিদেব্ব। (হা বৎসে জানকি কুত্রাসি। স্মরামি তে নববিবাহলক্ষ্মীপরিগ্রহৈকমণ্ডলং প্রস্ফুরচ্ছুদ্ধবিহসিতং মুগ্ধমুখপুণ্ডরীকম্। আস্ফুরচ্চন্দ্রচন্দ্রিকাসুন্দরৈরঙ্গৈঃ পুনরপি মে জাতে উদ্দ্যোতয়োৎসঙ্গম্। সর্বদা মহারাজো ভণতি এষা রঘুকুলমহত্তরাণাং বধূরস্মাকং ত জনকসুতা দুহিতৈব।)

কঞ্চুকী—যথাহ দেবী।
পঞ্চপ্রসূতেরপি তস্য রাজ্ঞঃ
প্রিয়ো বিশেষেণ সুবাহুশত্রুঃ।
বধূচতুষ্কেঽপি যথৈব শান্তা
প্রিয়া তনুজাস্য তথৈব সীতা ॥ ১৬ ॥

জনকঃ—হা প্রিয়সখ মহারাজ দশরথ এবমসি সর্বপ্রকারহৃদয়ঙ্গমঃ। কথং বিস্মর্যসে।
কন্যায়াঃ কিল পূজয়ন্তি পিতরো জামাতুরাপ্তং জনং
সম্বন্ধে বিপরীতমে। তদভূদারাধনং তে ময়ি।
ত্বং কালেন তথাবিধোঽপ্যপহৃতঃ সম্বন্ধবীজং চ ত-
দ্ঘোরেঽস্মিন্মম জীবলোকনরকে পপস্য ধিগ্জীবতম্ ॥ ১৭ ॥

কৌসল্যা—জাদে জাণই কিং করোমি। দিডবজ্জলেবপডিবদ্ধণিচ্চল হদজীবিদং মং মন্দভাইণীং ণ পডিচ্চঅদি। (জাতে জানকি কিং করোমি। দৃঢ়বজ্রলেপপ্রতিবদ্ধনিশ্চলং হতজীবিতং মাং মন্দভাগিনীং ন পরিত্যজতি।

অরুন্ধতী—আশ্বসিহি রাজপুত্রি বাষ্পবিশ্রামোঽপ্যন্তরে কর্তব্য এব। অন্যচ্চ কিং ন স্মরসি যদবোচদৃষ্যশৃঙ্গাশ্রমে যুষ্মাকং কুলগুরুর্ভবিতব্যং তথোৎপজাতমেব কিং তু কল্যাণোদর্কং ভবিষ্যতীতি।

কৌসল্যা—কুদো অদিক্কন্দমণোরহাএ মহ এদং। (কুতোঽতিক্রান্তমনোরথায়া মমৈতৎ।)

অরুন্ধতী—তৎ কিং মন্যসে রাজপুত্রি মৃষোদ্যং তদিতি। ন হীদং ক্ষত্রিয়েঽন্যথা মন্তব্যম্। ভবিতব্যমেব তেন।
আবির্ভূতজ্যোতিষাং ব্রাহ্মণানাং
যে ব্যাহারাস্তেষু মা সংশয়োঽভূৎ।
ভদ্রা হ্যেষাং বাচি লক্ষ্মীর্নিষিক্তা
নৈতে বাচং বিপ্লুতার্থাং বদন্তি ॥ ১৮ ॥

(নেপথ্যে কলকলঃ। সর্বে আকর্ণয়ন্তি।)

জনকঃ—অয়ে অদ্য খলু শিষ্টানধ্যায় ইত্যস্খলিতং খেলতাং বটূনাং কলকলঃ।

কৌসল্যা—সুলহসোক্খং দাব বালত্তণং হোদি। (নিরূপ্য।)অম্মহে এদাণং মজ্ঝে

কো এসো রামভদ্দস্স কোমারলচ্ছীসরিসেহিং সাবট্ঠম্ভেহিং মুদ্ধললিদেহিং অঙ্গেহিং অহ্মাণং লোঅণাইং সীঅলাবেদি। (স্থূলভসৌখ্যং তাবৎ বালত্বং ভবতি। অহো এতেষাং মধ্যে ক এষ রামভদ্রস্য কৌমারলক্ষ্মীসদৃশৈ সাবষ্টম্ভৈর্মুগ্ধললিতৈ-রঙ্গৈরস্মাকং লোচনানি শীতলয়তি।)

অরুন্ধতী—(অপবার্য সহর্ষবাষ্পম্।) ইদং নাম তদ্ভাগীরথীনিবেদিতরহস্যং কর্ণামৃতম্। ন ত্বেবং বিদ্মঃ কতরোঽয়মায়ুষ্মতোঃ কুশলবয়োরিতি। (প্রকাশম্)

কুবলয়দলস্নিগ্ধশ্যামঃ শিখণ্ডকমণ্ডনো
বটুপরিষদং পুণ্যশ্রীকঃ শ্রিয়েব সভাজয়ন্।
পুনরপি শিশুর্ভূতো বৎসঃ স মে রঘুনন্দনো
ঝটিতি কুরুতে দৃষ্টঃ কোঽয়ং দৃশোরমৃতাঞ্জনম্॥ ১৯॥

কঞ্চুকী—নূনং ক্ষত্রিয়ব্রহ্মচারী দারকোঽয়মিতি মন্যে।

জনকঃ—এবমেতৎ। তথা হি

চূড়াচুম্বিতকঙ্কপত্রমভিতস্তূণীরদ্বয়ং পৃষ্ঠতো
ভস্মস্তোকপবিত্রলাঞ্ছনমুরো ধত্তে ত্বচং রৌরবীম্।
মৌর্ব্যা মেখলয়া নিয়ন্ত্রিতমধোবাসশ্চ মাঞ্জিষ্ঠকং
পাণৌ কার্মুকমক্ষসূত্রবলয়ং দণ্ডোপরঃ পৈপ্পলঃ॥ ২০॥

ভগবত্যরুন্ধতি কিমুৎপ্রেক্ষসে কুতস্ত্যোঽয়মিতি।

অরুন্ধতী—অদ্যৈবাগতা বয়ম্।

জনকঃ—আর্য গৃষ্টে অতীব মে কৌতুকং বর্ততে তদ্ভগবন্তং বাল্মীকিমেব গত্বা পৃচ্ছ। ইমং চ বালকং ব্রূহি। বৎস কেঽপ্যেতে প্রবয়সস্ত্বাং দিদৃক্ষব ইতি।

কঞ্চুকী—যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।)

কৌসল্যা—কিং মন্নেধ এব্বং ভণিদো আআমিস্সদিত্তি। (কিং মন্যধ্বে এবং ভণিত আগমিষ্যতীতি।)

জনকঃ—ভিদ্যেব বা সদ্বৃত্তমীদৃশস্য নির্মাণস্য।

কৌসল্যা—(নিরূপ্য।) কহং সবিণআণিসামিদগিট্ঠিবঅণো বিসজ্জি দইসিদারও ইতোঽহিমুহং পাসরদো জেব্ব সো বচ্ছো। (কথং সবিনয়নিশামিতগৃষ্টিবচনো বিসর্জিতর্ষিদারক ইতোভিমুখং প্রসৃত এব স বৎসঃ।)

জনকঃ—(চিরং নির্বর্ণ্য।) ভোঃ কিমপ্যেতৎ।

মহিম্নামেতস্মিন্বিনয়শিশুতামৌগ্ধ্যমসৃণো
বিদগ্ধৈর্নির্গ্রাহ্যো ন পুনরবিদগ্ধৈরতিশয়ঃ।
মনো মে সংমোহস্থিরমপি হরত্যেষ বলবা-
নয়োধাতুং যদ্বৎপরিলঘুরয়স্কান্তশকলঃ॥ ২১॥

(প্রবিশ্য)

লবঃ—অজ্ঞাতনামক্রমাভিজনান্ পূজ্যানপি ন স্বতঃ কথমভিবাদয়িষ্যে। (বিচিন্ত্য।) অয়ং পুনরবিরুদ্ধঃ প্রকার ইতি বৃদ্ধেভ্যঃ শ্রূয়তে। (সবিনয়মুপসৃত্য।) এষ বো লবস্য শিরসা প্রণামপর্যায়ঃ।

অরুন্ধতীজনকৌ—কল্যাণিন্ আয়ুষ্মান্ ভূয়াঃ।

কৌসল্যা—জাদ চিরং জীব। (জাত চিরং জীব।)

অরুন্ধতী—এহি বৎস। (লবমুৎসঙ্গে গৃহীত্বাত্মগতম্।) দিষ্ট্যা ন কেবলমুৎসঙ্গশ্চিরান্মনোরথোঽপি মে সম্পূর্ণঃ।

কৌসল্যা—জাদ ইদো বি দাবএহি। (উৎসঙ্গে গৃহীত্বা।) অম্মহে ন কেবলং দরবঅসন্তণীলুপ্পলসামলুজ্জলেণ দেহবন্ধেণ কবলিদারবিন্দকেসরকসাঅকণ্ঠকলহংসণীণাদদীহরদীহরেণ সরেণ অ রামভদ্দং অণুহরদি। ণং কঠোরকমলগব্ভপম্হলো সরীরপ্ফং সো বি তারিসো জেব্ব বচ্ছস্স। জাদ পেক্খামি দাব দে মুহপুণ্ডঅং। (চিবুকমুন্নময্য নিরূপ্য সবাষ্পাকূতম্।) রাএসি কি ণ পেক্খসি ণিউণং ণিরূবজ্জন্তং সে মুহং বচ্ছাএ বহূএ মুহচন্দেণ সংবদদি জেব্ব। (জাতু ইতোঽপি তাবদেহি। অহো ন কেবলং দরাবসন্নীলোৎপলশ্যামলোজ্জ্বলেন দেহবন্ধেন কবলিতারবিন্দকেসরকষায়কণ্ঠকলহংসনিনাদদীর্ঘেণ স্বরেণ চ, রামভদ্রমনুহরতি। ননু কঠোরকমলগর্ভপক্ষ্মলঃ শরীরস্পর্শোঽপি তাদৃশ এব বৎসস্য। জাত প্রেক্ষে তাবত্তে মুখপুণ্ডরীকম্। রাজর্ষে কিং ন প্রেক্ষসে নিপুণং নিরূপ্যমাণমস্য মুখং বৎসায়া বধ্বা মুখচন্দ্রেণ সংবদত্যেব।)

জনকঃ—পশ্যামি সখি পশ্যামি।

কৌসল্যা—অম্মহে উম্মত্তীভূদং বিঅ মে হিঅঅং কিংপি এদোমুহং বিলবদি। (অহো উন্মত্তীভূতমিব মে হৃদয়ং কিমপীতোমুখং বিলপতি।)

জনকঃ—

> বৎসায়াশ্চ রঘূদ্বহস্য চ শিশাবস্মিন্নভিব্যজ্যতে
> সম্পূর্ণপ্রতিবিম্বতেব নিখিলা সেবাকৃতিঃ সা দ্যুতিঃ।
> সা বাণী বিনয়ঃ স এব সহজঃ পুণ্যানুভাবোঽপ্যসৌ
> হা হা দৈব কিমুৎপথৈর্মম মনঃ পারিপ্লবং ধাবতি ॥ ২২ ॥

কৌসল্যা—জাদ অত্থি দে মাদা স্মরসি বা তাদং। (জাত অস্তি তে মাতা স্মরসি বা তাতম্।

লবঃ—নহি নহি।

কৌসল্যা—অয়ি জাদ কহিদব্বং। (অয়ি জাত কথয়িতব্যং কথয়।)

লবঃ—এতাবদেব।

(নেপথ্যে)

ভোঃ ভোঃ সৈনিকাঃ। এষ খলু কুমারশ্চন্দ্রকেতুরাজ্ঞাপয়তি ন কেনচিদাশ্রমাভ্যর্ণভূময় আক্রমিতব্যা ইতি।

অরুন্ধতীজনকৌ—অয়ে মেধ্যাশ্বরক্ষাপ্রসঙ্গাদুপাগতো বৎসশ্চন্দ্রকেতুরদ্য দ্রষ্টব্য ইত্যহো সুদিবসঃ।

কৌসল্যা—বচ্ছলক্খণস্স পুত্তও আণবেদিত্তি অমিদবিন্দুসুন্দরাইং অক্খরাইং সুণীঅন্দি। (বৎসলক্ষ্মণস্য পুত্রক আজ্ঞাপয়তীত্যমৃতবিন্দুসুন্দরাণ্যক্ষরাণি শ্রূয়ন্তে।)

লবঃ—আর্য ক এষ চন্দ্রকেতুর্নাম্।

জনকঃ—জানাসি রামলক্ষ্মণৌ দাশরথী।

লবঃ—এতাবেব রামায়ণকথাপুরুষৌ।

জনকঃ—অথ কিম্।

লবঃ—তৎ কথং ন জানামি।

জনকঃ—তস্য লক্ষ্মণস্যায়মাত্মজশ্চন্দ্রকেতুঃ।

লবঃ—ঊর্মিলায়াঃ পুত্রস্তর্হি মৈথিলস্য রাজর্ষের্দৌহিত্রঃ।

অরুন্ধতী—(বিহস্য) আবিষ্কৃতং কথাপ্রাবীণ্যং বৎসেন।

জনকঃ—(বিচিন্ত্য) যদি ত্বমীদৃশঃ কথায়ামভিজ্ঞস্তদ্ব্রূহি তাবৎ পুত্রানমস্তেষাং দশরথাত্মজানাং কিয়ন্তি কিং নামধেয়ান্যপত্যানি কেষু কেষু দারেষু প্রসূতানীতি।

লবঃ—নায়ং কথাপ্রবিভাগোঽস্মাভিরন্যেন বা শ্রুতপূর্বঃ।

জনকঃ—কিং ন প্রণীত এব কবিনা।

লবঃ—প্রণীতো ন প্রকাশিতঃ। তস্যৈব কোঽপ্যেকদেশঃ সন্দর্ভান্তরেণ রসবানভিনেয়ার্থঃ কৃতঃ। তং চ স্বহস্তলিখিতং মুনির্ভগবান্ ব্যসৃজদ্ভগবতো ভরতস্য মুনেস্তৌর্যত্রিকসূত্রকারস্য।

জনকঃ—কিমর্থম্।

লবঃ—স কিল ভগবান্ ভরতস্তমপ্সরোভিঃ প্রয়োজয়িষ্যতীতি।

জনকঃ—সর্বমিদমাকূতবতস্মাকম্।

লবঃ—মহতী পুনস্তস্মিন্ ভগবতো বাল্মীকে[illegible] কার্মুকপাণীনাং হস্তেন তৎপুস্তকং ভরতাশ্রমং প্রতি প্রেষিত[illegible] প্রমাদাপনোদনার্থমস্মদ্ভ্রাতা প্রেষিতঃ।

কৌসল্যা—জাদ ভাদাবি দে অত্থি। (জাত ভ্রাতাপি তেঽস্তি।)

লবঃ—অস্ত্যার্যঃ কুশো নাম।

কৌসল্যা—জেট্ঠোত্তি ভণিদং হোদি। (জ্যেষ্ঠ ইতি ভণিতং ভবতি)।

লবঃ—এবমেতৎ। প্রসবক্রমেণ স কিল জ্যায়ান্।

জনকঃ—কিং যমজবায়ুষ্মন্তৌ।

লবঃ—অথ কিম্।

জনকঃ—বৎস কথয় কথাপ্রবন্ধস্য কীদৃশঃ পর্যন্তঃ।

লবঃ—অলীকপৌরাপবাদোদ্বিগ্নেন রাজ্ঞা নির্বাসিতাং দেবীং দেবযজনসম্ভবাং সীতামাসন্নপ্রসববেদনামেকাকিনীমরণ্যে লক্ষ্মণঃ পরিত্যজ্য প্রতিনিবৃত্ত ইতি।

কৌসল্যা—হা বচ্ছে মুদ্ধচন্দমুহি কো দাণিং দে সরীরকুসুমস্স ঝত্তি দিব্বদুব্বিলাসপরিণামো একলিআএ নিবডিদো। (হা বৎসে মুগ্ধচন্দ্রমুখি ক ইদানীং তে শরীরকুসুমস্য ঝটিতি দৈবদুর্বিলাসপরিণাম একাকিন্যা নিপতিতঃ)।

জনকঃ—হা বৎসে।

নূনং ত্বয়া পরিভবং চ বনং চ ঘোরং
তাং চ ব্যথাং প্রসবকালকৃতামবাপ্য।
ক্রব্যাদ্গণেষু পরিতঃ পরিবারয়ৎসু
সন্ত্রস্তয়া শরণমিত্যসকৃৎ স্মৃতোঽস্মি ॥ ২৩ ॥

লবঃ—(অরুন্ধতীং প্রতি) আর্যে কাবেতৌ।

অরুন্ধতী—ইয়ং কৌসল্যা। অয়ং চ জনকঃ।

লবঃ—(সবহুমানখেদকৌতুকং পশ্যতি)।

জনকঃ—অহো নির্দয়তা দুরাত্মনাং পৌরাণাম্। অহো রামস্য রাজ্ঞঃ ক্ষিপ্রকারিতা।

শ্রুতবৈশসবজ্রঘোরপতনং শশ্বন্মমোৎপশ্যতঃ।
ক্রোধস্য জ্বলিতুং ঝটিত্যবসরশ্চাপেন শাপেন বা ॥ ২৪ ॥

কৌসল্যা—(সভয়কম্পম্) ভঅবদি পরিত্তাহি পরিত্তাহি। পসাদেহি কুবিদং রাএসিম্।
(ভগবতি পরিত্রায়স্ব পরিত্রায়স্ব। প্রসাদয় কুপিতং রাজর্ষিম্)।

লবঃ—এতাদৃশ পরিভূতানাং প্রায়শ্চিত্তং মনস্বিনাম্।

অরুন্ধতী—রাজন্নপত্যং রামস্তে পাল্যাশ্চ কৃপণা জনাঃ।

জনকঃ— শান্তং বা রঘুনন্দনে তদুভয়ং যৎপুত্রভাণ্ডং হি মে।
ভূয়িষ্ঠদ্বিজবালবৃদ্ধবিকলস্ত্রৈণশ্চ পৌরো জনঃ ॥ ২৫ ॥

(প্রবিশ্য)

সংভ্রান্তা বটবঃ—কুমার কুমার অশ্বোঽশ্ব ইতি কোঽপি ভূতবিশেষো জনপদেষ্বনুশ্রূয়তে সোঽয়মধুনাস্মাভিঃ প্রত্যক্ষীকৃতঃ।

লবঃ—অশ্ব ইতি পশুসমাম্নায়ে সাংগ্রামিকে চ পঠ্যতে। তদ্ব্রূত কীদৃশঃ।

বটবঃ—শ্রূয়তাম্।

পশ্চাৎ পুচ্ছং বহতি বিপুলং তচ্চ ধূনোত্যজস্রং
দীর্ঘগ্রীবঃ স ভবতি খুরাস্তস্য চত্বার এব।
শষ্পাণ্যত্তি প্রকিরতি শকৃৎ পিণ্ডকানাম্রমাত্রান্
কিং বাখ্যাতৈর্ব্রজতি স পুনর্দূরমেহ্যেহি যামঃ ॥ ২৬ ॥

(ইত্যজিনে হস্তয়োশ্চাকর্ষন্তি)

লবঃ— সকৌতুকাপরাধবিনয়ম্) আর্যাঃ পশ্যত পশ্যত। এভিনীতোঽস্মি।

(ইতি ত্বরিতং পরিক্রামতি)

অরুন্ধতী জনকৌ—পূরয়তু কৌতুকং বৎসঃ।

কৌশল্যা—অরণ্ণগব্ভরূবালাবেহিং তুম্হে তোসিদা অম্হে অ। ভঅবদি জাণামি এবং অণালোঅন্তী বঞ্চিদা বিঅ তা অণ্ণদো ভবিঅ পেকখম্হ দাব.পলাঅন্তং দীহাউম্।
(অরণ্যগর্ভরূপালাপৈর্যুয়ং তোষিতা বয়ং চ। ভগবতি জানাম্যেতমনালোকয়ন্তী বঞ্চিতেব। তদন্যতো ভূত্বা প্রেক্ষামহে তাবৎ পলায়মানং দীর্ঘায়ুষম্)।

অরুন্ধতী—অতিজবেন দূরমতিক্রান্তঃ স চপলঃ কথং দৃশ্যতে।

(প্রবিশ্য)

কঞ্চুকী—ভগবান্বাল্মীকিরাহ জ্ঞাতব্যমেতদবসরে ভবদ্ভিরিতি।

জনকঃ—অতিগম্ভীরমেতৎ কিমপি। ভগবত্যরুন্ধতি সখি কৌসল্যে আর্যগৃষ্টে স্বয়মেব গত্বা ভগবন্তং প্রাচেতসং পশ্যামঃ ; (ইতি নিষ্ক্রান্তো বৃদ্ধবর্গঃ)

(প্রবিশ্য)

বটবঃ—পশ্যতু কুমারস্তদাশ্চর্যম্।

লবঃ—দৃষ্টমবগতং চ। নূনমাশ্বমেধিকোঽয়মশ্বঃ।

বটবঃ—কথং জ্ঞায়তে।

লবঃ—ননু মূর্খাঃ পঠিতমেব হি যুষ্মাভিরপি তৎ কাণ্ডম্। কিং ন পশ্যথ প্রত্যেকং শতসংখ্যাঃ কবচিনো দণ্ডিনো নিষঙ্গিণশ্চ রক্ষিতারঃ, তৎপ্রায়মেব বলমিদং দৃশ্যতে। যদীহ ন প্রত্যয়স্তদ্ গত্বা পৃচ্ছত।

বটবঃ—ভো ভোঃ কিং প্রয়োজনোঽয়মশ্বঃ পরিবৃতঃ পর্যটতি।

লবঃ—(সস্পৃহমাত্মগতম্।) অয়ে অশ্বমেধ ইতি নাম বিশ্ববিজয়িনাং ক্ষত্রিয়াণামূর্জস্বলঃ সর্বক্ষত্রপরিভাবী মহানুৎকর্ষনিকষঃ। (নেপথ্যে।)

যোঽয়মশ্বঃ পতাকেয়মথবা বীরঘোষণা।
সপ্তলোকৈকধীরস্য দশকণ্ঠকুলদ্বিষঃ ॥ ২৭ ॥

লবঃ—(সগর্বমিব।) অহো সন্দীপনান্যক্ষরাণি।

বটবঃ—কিমুচ্যতে। প্রাজ্ঞঃ খলু কুমারঃ

লবঃ—ভো ভোঃ, তৎকিমক্ষত্রিয়া পৃথিবী যদেবমুদ্ঘোষ্যতে। নেপথ্যে।) রে রে মহারাজং প্রতি কুতঃ ক্ষত্রিয়াঃ।

লবঃ—ধিগ্‌জাল্মান্।

যদি তে সন্তি সন্ত্যেব কেয়মদ্য বিভীষিকা।
কিমুক্তৈরেভিরধুনা তাং পতাকাং হরামি বঃ ॥ ২৮ ॥

ভো ভোঃ বটবঃ পরিবৃত্য লোষ্ট্রৈরভিঘ্নন্তো নয়নৈনমশ্বম্। এষ রোহিতানাং মধ্যে বরাকশ্চরতু।

(প্রবিশ্য সক্রোধদর্পঃ)

পুরুষঃ—ধিক্ চাপলং কিমুক্তবানসি। তীক্ষ্ণতরা হ্যায়ুধীয়শ্রেণয়ঃ শিশোরপি দৃপ্তাং বাচং ন সহন্তে। রাজপুত্রশ্চন্দ্রকেতুর্দুর্দান্তঃ। সোঽপ্যপূর্বারণ্যদর্শনাক্ষিপ্তহৃদয়ো ন যাবদায়াতি তাবত্ত্বরিতমনেন তরুগহনেনাপসর্পত।

বটবঃ—কুমার কৃতমনেনাশ্বেন। তর্জয়ন্তি বিস্ফুরিতশস্ত্রা কুমারমায়ুধীয়শ্রেণয়ঃ। দূরে চাশ্রমপদমিতস্তদেহি হরিণপ্লুতৈঃ পলায়ামহে।

লবঃ—(বিহস্য) কিং নাম বিস্ফুরন্তি শস্ত্রাণি। (ইতি ধনুরারোপয়ন্)

জ্যাজিহ্বয়া বলয়িতোৎকটকোটিদংষ্ট্র-
মুদ্গারিঘোরঘনঘর্ঘরঘোষমেতৎ।
গ্রাসপ্রসক্তহসদন্তকবক্ত্রযন্ত্র-
জৃম্ভাবিড়ম্বি বিকটোদরমস্তু চাপম্ ॥ ২৯ ॥

(ইতি যথোচিতং পরিক্রম্য নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি ভবভূতিবিরচিতে উত্তররামচরিতে 'কৌশল্যা-জনক যোগো' নাম চতুর্থোঽঙ্কঃ ॥

××××××××××××× পঞ্চমোঽঙ্ক ×××××××××××××

(নেপথ্যে)

ভো ভোঃ সৈনিকা জাতং জাতমবলম্বনমস্মাকম্।

নন্বেষ ত্বরিতসুমন্ত্রনুদ্যমান-
প্রোদ্বেল্লৎপ্রজবিতবাজিনা রথেন।
উৎখাতপ্রচলিতকোবিদারকেতুঃ
শ্রুত্বা নঃ প্রধনমুপৈতি চন্দ্রকেতুঃ ॥ ১ ॥

(ততঃ প্রবিশতি সুমন্ত্রসারথিনা রথেন ধনুষ্পাণিঃ সাদ্ভুতহর্ষসংভ্রমশ্চন্দ্রকেতুঃ)

চন্দ্রকেতুঃ—আর্য সুমন্ত্র

কিরাত কলিতাকিঞ্চিৎ কোপরজ্যন্মুখশ্রী-
রবিরতগুণগুঞ্জৎকোটিনা কার্মুকেণ।
সমরশিরসি চঞ্চৎ পঞ্চচূড়শ্চমূনা-
মুপরি শরতুষারং কোঽপ্যয়ং বীরপোতঃ ॥ ২ ॥

আশ্চর্যমাশ্চর্যম্।

মুনিজনশিশুরেকঃ সর্বতঃ সৈন্যকায়ে
নব ইব রঘুবংশস্যাপ্রসিদ্ধঃ প্ররোহঃ।
দলিতকরিকপোলগ্রান্থিটঙ্কারঘোর-
জ্বলিতশরসহস্রঃ কৌতুকং মে করোতি ॥ ৩ ॥

সুমন্ত্রঃ—আয়ুষ্মন্

অতিশয়িতসুরাসুরপ্রভাবং
শিশুমবলোক্য তথৈব তুল্যরূপম্।
কুশিকসুতমখদ্বিষাং প্রমাথে
ধৃতধনুষং রঘুনন্দনং স্মরামি ॥ ৪ ॥

চন্দ্রকেতুঃ—মম স্বেকমুদ্দিশ্য ভূয়সামারম্ভ ইতি হৃদয়মপত্রপতে।

অয়ং হি শিশুরেককো মদভরেণ ভূরিস্ফুরৎ-
করালকরকন্দলীজটিলশস্ত্রজালৈর্বলৈঃ।
ক্বণৎকনককিঙ্কিণীঝণঝণায়িত-স্যন্দনৈ-
রমন্দমদদুর্দিনদ্বিরদডামরৈরাবৃতঃ ॥ ৫ ॥

সুমন্ত্রঃ—বৎস এভিঃ সমস্তৈরপি কিমস্য কিং পুনর্ব্যস্তৈঃ।

চন্দ্রকেতুঃ—আর্য ত্বর্যতাং ত্বর্যতাম্। অনেন হি মহানাশ্রিতজনপ্রমাথোঽস্মাকমারব্ধঃ।
তথা হি—

আগর্জদ্গিরিকুঞ্জকুঞ্জরঘটানিস্তীর্ণকর্ণজ্বরং
জ্যানির্ঘোষমমন্দদুন্দুভিরবৈরাধ্মাতমুজ্জৃম্ভয়ন্।
বেল্লদ্ভৈরবরুণ্ডমুণ্ডনিকরৈর্বীরো বিধত্তে ভুবং
তৃপ্যৎ কালকরালবক্ত্রবিঘসব্যাকীর্যমাণামিব ॥ ৬ ॥

সুমন্ত্রঃ—(স্বগতম্) কথমীদৃশেন সহ বৎসস্য চন্দ্রকেতোর্দ্বন্দ্বসম্প্রহারমনুজানীমঃ।
(বিচিন্ত্য) অথবা ইক্ষ্বাকুকুলবৃদ্ধাঃ খলু বয়ম্। প্রত্যুপস্থিতে রণে চ কা গতিঃ।

চন্দ্রকেতুঃ—(সবিস্ময়লজ্জাসম্ভ্রমম্) হন্ত ধিক্। অপাবৃত্তান্যের সর্বতঃ সৈন্যানি মম।

সুমন্ত্রঃ—(রথবেগমভিনীয়) আয়ুষ্মন্; এষ তে বাগ্বিষয়ীভূতঃ স বীরঃ।

চন্দ্রকেতুঃ (বিস্মৃতিমভিনীয়) আর্য কিমস্য নামধেয়মাখ্যাতমাহ্বায়কৈঃ।

সুমন্ত্রঃ—লব ইতি।

চন্দ্রকেতুঃ—

ভো ভো লব মহাবাহো কিমেভিস্তব সৈনিকৈঃ
এষোঽহমেহি মামেব তেজস্তেজসি শাম্যতু ॥ ৭ ॥

সুমন্ত্রঃ—কুমার পশ্য পশ্য।

বিনিবর্তিত এষ বীরপোতঃ
পৃতনানির্মথনাত্ত্বয়োপহূতঃ।
স্তনয়িত্নুরবানিভাবলীনা-
মবমর্দাদিব দৃপ্তসিংহশাবঃ ॥ ৮ ॥

(ততঃ প্রবিশতি ধীরোদ্ধতপরিক্রমো লবঃ)

লবঃ—সাধু রাজপুত্র সাধু। সত্যমৈক্ষ্বাকঃ খল্বসি। তদহং পরাগত এবাস্মি।

(নেপথ্যে মহান্ কলকলঃ)

লবঃ—(সাবষ্টম্ভং পরাবৃত্য) আঃ কথমিদানীং ভগ্না অপি প্রতিনিবৃত্য যুদ্ধাভিসারিণঃ পর্যবষ্টম্ভয়ন্তি মাং চমূপতয়ঃ। ধিগ্ জাল্মান্!

অয়ং শৈলাঘাতক্ষুভিতবড়বাবক্ত্রহুতভুক্
প্রচণ্ডক্রোধার্চির্নিচয়কবলত্বং ব্রজতু মে।
সমন্তাদুৎসর্পদ্ঘনতুমুলহেলাকলকলঃ
পয়োরাশেরোঘঃ প্রলয়পবনাস্ফালিত ইব ॥ ৯ ॥

(সবেগং পরিক্রামতি)

চন্দ্রকেতুঃ—ভো ভোঃ কুমার।

অত্যদ্ভুতাদসি গুণাতিশয়াৎ প্রিয়ো মে
তস্মাৎ সখা ত্বমসি যন্মম তত্তবৈব।
তৎ কিং নিজে পরিজনে কদনং করোষি
নন্বেষ দর্পনিকষস্তব চন্দ্রকেতুঃ ॥ ১০ ॥

লবঃ—(সহর্ষসম্ভ্রমং পরাবৃত্য) অহো মহানুভবস্য প্রসন্নকর্কশা বীরবচনপ্রযুক্তি-র্বিকর্তনকুলকুমারস্য। তৎ কিমেভিরেনমেব তাবৎ সম্ভাবয়ামি।

(পুনর্নেপথ্যে কলকলঃ)

লবঃ—(সক্রোধনির্বেদম্) আঃ কদর্থিতোঽহমেভির্বীরসংবাদবিঘ্নকারিভিঃ পাপৈঃ।

(তদভিমুখং পরিক্রামতি)

চন্দ্রকেতুঃ—আর্য আর্য দৃশ্যতাং দ্রষ্টব্যমেতৎ।

দর্পেণ কৌতুকবতা ময়ি বদ্ধলক্ষ্যঃ
পশ্চাদ্বলৈরনুসৃতোঽয়মুদীর্ণধন্বা।
দ্বেধা সমুদ্ধতমরুত্তরলস্য ধত্তে
মেঘস্য মাঘবতচাপধরস্য লক্ষ্মীম্ ॥ ১১ ॥

সুমন্ত্রঃ—কুমার এবৈনং দ্রষ্টুমপি জানাতি। বয়ং তু কেবলং পরবন্তো বিস্ময়েন।

চন্দ্রকেতুঃ—ভো ভো রাজানঃ।

সংখ্যাতীতৈর্দ্বিরদতুরগস্যন্দনস্থৈঃ পদাতা-
বত্রৈকস্মিন্ কবচনিচিতৈর্মেধ্যচর্মোত্তরীয়ে।
কালজ্যেষ্ঠৈরভিনববয়ঃ কাম্যকায়ে ভবদ্ভি-
র্যোঽয়ং বদ্ধো যুধি সমভরস্তেন ধিগ্বো ধিগস্মান্ ॥ ১২ ॥

লবঃ—(সোন্মাথম্) আঃ কথমনুকম্পতে নাম। (বিচিন্ত্য) ভবতু। কালহরণপ্রতিষেধায় জৃম্ভকাস্ত্রেণ তাবৎ সৈন্যানি সংস্তম্ভয়ামি। (ইতি ধ্যানং নাটয়তি)

সুমন্ত্রঃ—তৎ কিমকস্মাদস্মৎসৈন্যঘোষঃ প্রশাম্যতি।

লবঃ—পশ্যাম্যেনমধুনা প্রগল্ভম্।

সুমন্ত্রঃ—(সসম্ভ্রমম্) বৎস মন্যে কুমারকেণানেন জৃম্ভকাস্ত্রমামন্ত্রিতমিতি।

চন্দ্রকেতুঃ—অত্র কঃ সন্দেহঃ।

ব্যতিকর ইব ভীমস্তামসো বৈদ্যুতশ্চ
প্রণিহিতমপি চক্ষুর্গ্রস্তমুক্তং হিনস্তি।
অথ লিখিতমিবৈতৎ সৈন্যমস্পন্দমাস্তে
নিয়তমজিতবীর্যং জৃম্ভতে জৃম্ভকাস্ত্রম্ ॥ ১৩ ॥

আশ্চর্যমাশ্চর্যম্।

পাতালোদরকুঞ্জপুঞ্জিততমঃ শ্যামৈর্নভো জৃম্ভকৈ-
রুত্তপ্তস্ফুরদারকূটকপিলজ্যোতির্জ্বলদ্দীপ্তিভিঃ।
কল্পাক্ষেপকঠোরভৈরবমরুদ্ব্যস্তৈরবস্তীর্যতে
নীলস্নেঘতড়িৎকড়ারকুহরৈর্বিন্ধ্যাদ্রিকূটৈরিব ॥ ১৪ ॥

সুমন্ত্রঃ—কুতঃ পুনরস্য জৃম্ভকাণামাগমঃ স্যাৎ।

চন্দ্রকেতুঃ—ভগবতঃ প্রাচেতসাদিতি মন্যামহে।

সুমন্ত্র—বৎস নৈতদেবমস্ত্রেষু বিশেষতো জৃম্ভকেষু।

যতঃ। কৃশাশ্বতনয়া হ্যেতে কৃশাশ্বাৎ কৌশিকং গতাঃ।
অথ তৎ সম্প্রদায়েন রামভদ্রে স্থিতা অপি ॥ ১৫ ॥

চন্দ্রকেতুঃ—অপরেঽপি প্রচীয়মানসত্ত্বপ্রকাশাঃ স্বয়ং সর্বমন্ত্রদৃশঃ পশ্যন্তি!

সুমন্ত্রঃ—বৎস সাবধানো ভব। পরাগতস্তে প্রতিবীরঃ।

কুমারৌ—(অন্যোন্য প্রতি।) অহো প্রিয়দর্শনঃ কুমারঃ। (সস্নেহানুরাগং নির্বর্ণ্য।)

যদৃচ্ছাসংবাদঃ কিমু কিমু গুণানামতিশয়ঃ
পুরাণো বা জন্মান্তরনিবিড়বন্ধঃ পরিচয়ঃ।
নিজো বা সম্বন্ধঃ কিমু বিধিবশাৎ কোঽপ্যবিদিতো
মমৈতস্মিন্ দৃষ্টে হৃদয়মবধানং রচয়তি ॥ ১৬ ॥

সুমন্ত্রঃ—ভূয়সা জীবিধর্ম এষ যদ্রসময়ী কস্যচিৎ কচিৎ প্রীতিঃ, যত্র লৌকিকানামুপ-চারস্তারামৈত্রকং চক্ষুরাগ ইতি। তমপ্রতিসংখ্যেয়মনিবন্ধনং প্রেমাণমামনন্তি।

অহেতুঃ পক্ষপাতো যস্তস্য নাস্তি প্রতিক্রিয়া।
স হি স্নেহাত্মকস্তন্তুরন্তর্মর্মাণি সীব্যতি ॥ ১৭ ॥

কুমারৌ—(অন্যোন্যমুদ্দিশ্য ;)

এতস্মিন্ মসৃণিতরাজপট্টকান্তে
মোক্তব্যাঃ কথমিব সায়কাঃ শরীরে।
যৎ প্রাপ্তৌ মম পরিরম্ভণাভিলাষা-
দুন্মীলৎপুলককদম্বমঙ্গমাস্তে ॥ ১৮ ॥

কিং ত্বাক্রান্তকঠোরতেজসি গতিঃ কা নাম শস্ত্রং বিনা
শস্ত্রেণাপি হি তেন কিং ন বিষয়ো জায়েত যস্যেদৃশঃ।
কিং বক্ষ্যত্যয়মুদ্যতায়ুধমুখং মামুদ্যতেহপ্যায়ুধে
বীরাণাং সময়ো হি দারুণরসঃ স্নেহক্রমং বাধতে ॥ ১৯ ॥

সুমন্ত্রঃ—(লবং নির্বর্ণ্য সাস্রমাত্মগতম্) পরিকল্পসে।

মনোরথস্য যদ্বীজং তদ্দৈবেনাদিতো হৃতম্।
লতায়াং পূর্বলূনায়াং প্রসবস্যোদ্ভবঃ কুতঃ॥ ২০॥

চন্দ্রকেতুঃ—অবতরাম্যার্য সুমন্ত্রস্যন্দনাৎ।

সুমন্ত্রঃ—তৎ কস্য হেতোঃ।

চন্দ্রকেতুঃ—একতস্তাবদয়ং বীরপুরুষঃ পূজিতো ভবতি। অপি চ খল্বার্য ক্ষাত্রধর্মঃ সমনুগতো ভবতি। ন রথিনঃ পাদচারমভিযুঞ্জন্তীতি শাস্ত্রবিদঃ পরিভাষন্তে।

সুমন্ত্রঃ—(স্বগতম্।) আঃ কষ্টাং দশামনুপ্রপন্নোঽস্মি।

কথং ন্যায্যমনুষ্ঠানং মাদৃশঃ প্রতিষেধতু
কথং বাভ্যনুজানাতু সাহসৈকরসাং ক্রিয়াম্॥ ২১॥

চন্দ্রকেতুঃ—যদা তাতমিশ্রা অপি পিতুঃ প্রিয়সখমর্থসংশয়েষ্বার্যমেব পৃচ্ছন্তি তৎ কিমার্যো বিমৃশতি।

সুমন্ত্রঃ—আয়ুষ্মন্ এবং যথাধর্মমভিন্যাসে।

এষ সাংগ্রামিকো ন্যায় এষ ধর্ম সনাতনঃ।
ইয়ং হি রঘুসিংহানাং বীরচারিত্রপদ্ধতিঃ॥ ২২॥

চন্দ্রকেতুঃ অপ্রতিরূপং বচনমার্যস্য।

ইতিহাসং পুরাণং চ ধর্মপ্রবচনানি চ
ভবন্ত এব জানন্তি রঘূণাং চ কুলস্থিতিম্॥ ২৩॥

সুমন্ত্রঃ—(সস্নেহস্রাং পরিষ্বজ্য)

জাতস্য তে পিতুরপীন্দ্রজিতো নিহন্তু—
র্বৎসস্য বৎস কতি নাম দিনান্যমূনি।
তস্যাপ্যপত্যমনুতিষ্ঠতি বীরধর্মং
দিষ্ট্যা গতঃ দশরথস্য কুলং প্রতিষ্ঠাম্॥ ২৪॥

চন্দ্রকেতুঃ—(সকটম্।)

অপ্রতিষ্ঠে রঘুজ্যেষ্ঠে কা প্রতিষ্ঠা কুলস্য নঃ।
ইতি দুঃখেন তপ্যন্তে ত্রয়ো নঃ পিতরোঽপরে॥ ২৫॥

সুমন্ত্রঃ—অহহ হৃদয়মর্মদারণান্যেব চন্দ্রকেতোর্বচনানি।

লবঃ—হন্তঃ মিশ্রীকৃতো রসক্রমো বর্ততে।

যথেন্দাবানন্দং ব্রজতি সমুপোঢ়ে কুমুদিনী
তথৈবাস্মিন্ দৃষ্টির্মম কলহকামঃ পুনরয়ম্।
রণৎকারক্রূরক্বণিতগুণগুঞ্জগুরুধনু-
র্ধৃতপ্রেমা বাহুর্বিকচবিকরালোল্বণরসঃ॥ ২৬॥

চন্দ্রকেতুঃ—(অবতরং রূপয়ন্) আর্য সাবিত্রশ্চন্দ্রকেতুরভিবাদয়তে।

সুমন্ত্রঃ—অহিতস্যৈব পরাজয়ায় মহানাদিবরাহঃ কল্পতাম্।

অপি চ—দৈবস্ত্বাং সবিতা ধিনোতু সমরে গোত্রস্য যস্তে পিতা
ত্বাং মৈত্রাবরুণোঽভিনন্দতু গুরুর্যস্তে গুরূণামপি।
ঐন্দ্রাবৈষ্ণবমাগ্নিমারুতমথো সৌপর্ণমোজাঽস্তু তে
দেয়াদেব চ রামলক্ষ্মণধনুর্জ্যাঘোষমন্ত্রো জয়ম্॥ ২৭॥

লবঃ— কুমার অতি হি নাম শোভসে রথস্য। কৃতং কৃতমত্যাদরেণ।
চন্দ্রকেতু—তর্হি মহাভাগোঽপ্যন্যং রথমলংকরোতু।
লবঃ—আর্য প্রত্যারোপয় রথোপরি রাজপুত্রম্।
সুমন্ত্রঃ—ত্বমপ্যনুরুধ্যস্ব চন্দ্রকেতোর্বচনম্।
লবঃ—কো বিচারঃ স্বেষূপকরণেষু। কিং ত্বরণ্যদো বয়মনভ্যস্তরথচর্যাঃ।
সুমন্ত্রঃ—জানাসি বৎস দর্পসৌজন্যয়োর্যথোচিতমাচরিতুম্। যদি পুনস্ত্বামীদৃশমৈক্ষ্বাকো রাজা রামভদ্রঃ পশ্যেত্তদা তস্য স্নেহেন হৃদয়মভিষ্যন্দেত।
লবঃ—আর্য সুজনঃ স রাজর্ষিঃ শ্রূয়তে। (সলজ্জমিব)

বয়মপি ন খল্বেবং প্রায়াঃ ক্রতুপ্রতিঘাতিনঃ
ক ইহ ন গুণৈস্তং রাজানং জনো বহু মন্যতে।
তদপি খলু মে স ব্যাহারবস্তুরঙ্গমরক্ষিণাং
বিকৃতিমখিলক্ষত্রাক্ষেপপ্রচণ্ডতয়াকরোৎ॥ ২৮॥

চন্দ্রকেতুঃ—(সস্মিতম্) কিং ন ভবতস্তাতপ্রতাপোৎকর্ষেঽপ্যমর্ষঃ।
লবঃ—অস্তত্বহামর্ষো মা ভূত্বা। এতত্তু পৃচ্ছামি। দান্তং হি রাজানং রাঘবং শৃণুমঃ। স কিল নাত্মনা ইত্যাপি নাস্য প্রজা বা দৃপ্তা জায়ন্তে তৎ কিং মনুষ্যাস্তস্য রাক্ষসীং বাচমুদীরয়ন্তি।

ঋষয়ো রাক্ষসীমাহুর্বাচমুন্মত্তদৃপ্তয়োঃ।
সা যোনিঃ সর্ববৈরাণাং সা হি লোকস্য নির্ঋতিঃ॥ ২৯॥

ইতি হ স্ম তাং নিন্দন্তি। অথেতরামভিষ্টুবন্তি

কামং দুগ্ধে বিপ্রকর্ষত্যলক্ষ্মীং
কীর্তিং সূতে দুষ্কৃতং যা হিনস্তি
তাং চাপ্যেতাং মাতরং মঙ্গলানাং
ধেনুং ধীরাঃ সূনৃতাং বাচমাহুঃ॥ ৩০॥

সুমন্ত্রঃ—পরিপূতস্বভাবোঽয়ং বত কুমারঃ প্রাচেতসান্তেবাসী। বদত্যয়মভিসম্পন্নমার্ষেণ সংস্কারেণ।
লবঃ—যৎ পুনশ্চন্দ্রকেতো বদসি কিং নু ভবতস্তাতপ্রতাপোৎকর্ষেঽপ্যমর্ষ ইতি তৎ পৃচ্ছামি কিং ব্যবস্থিতবিষয়ঃ ক্ষাত্রধর্ম ইতি।
সুমন্ত্র— নৈব খলু জানাসি দৈবমৈক্ষ্বাকং যেনৈবং বদসি। তদ্বিরমাতিপ্রসঙ্গাৎ।

সৈনিকানাং প্রমাথেন সত্যমোজায়িতং ত্বয়া।
জামদগ্ন্যস্য দমনে ন হি নির্বন্ধমর্হসি॥ ৩১॥

লবঃ— (সহাসম্) আর্য জামদগ্ন্যস্য দমনঃ স রাজেতি কোঽয়মুচ্চৈর্বাদঃ।

সিদ্ধং হ্যেতদ্বাচি বীর্যং দ্বিজানাং
বাহ্বোর্বীর্যং যত্তু তৎ ক্ষত্রিয়াণাম্।
শাস্ত্রগ্রাহী ব্রাহ্মণো জামদগ্ন্য
স্তস্মিন্দান্তে কা স্তুতিস্তস্য রাজ্ঞঃ॥ ৩২॥

চন্দ্রকেতুঃ—(সোন্মাদমিব) আর্য সুমন্ত্র কৃতমুত্তরোত্তরেণ।

কোঽপ্যেষ সম্প্রতি নবঃ পুরুষাবতারো
বীরো ন যস্য ভগবান্ ভৃগুনন্দনোঽপি।
পর্যাপ্তসপ্তভুবনাভয়দক্ষিণানি
পুণ্যানি তাতচরিতান্যপি যো ন বেদ ॥ ৩৩ ॥

লবঃ—কো হি রঘুপতেশ্চরিতং মহিমানং চ ন জানাতি। যদি নাম কিঞ্চিদস্তি বক্তব্যম্। অথবা শান্তম্।

বৃদ্ধাস্তে ন বিচারণীয়চরিতাস্তিষ্ঠন্তু কিং বর্ণ্যতে
সুন্দস্ত্রীমথনেঽপ্যকুণ্ঠযশসো লোকে মহান্তো হি তে।
যানি ত্রীণ্যপরাঙ্মুখান্যপি পদান্যাসন্ খরায়ে ধনে
যদ্বা কৌশলমিন্দ্রসূনুনিধনে তত্রাপ্যভিজ্ঞো জনঃ ॥ ৩৪ ॥

চন্দ্রকেতুঃ—আঃ, তাতাপবাদভিন্নমর্যাদ, অতি হি নাম প্রগল্ভসে।

লবঃ—অয়ে ময্যেব ভ্রূকুটীমুখঃ সংবৃত্তঃ।

সুমন্ত্রঃ—স্ফুরিতমনয়োঃ ক্রোধেন। তথা হি।

চূড়ামণ্ডলবন্ধনং তরলয়ত্যাকুতজো বেপথুঃ
কিঞ্চিৎ কোকনদচ্ছদস সদৃশ্যে নেত্রে স্বয়ং রজ্যতঃ।
ধত্তে কান্তিমকাণ্ডতাণ্ডবিতয়োর্ভঙ্গেন বক্ত্রং ভ্রুবো-
শ্চন্দ্রস্যোৎকটলাঞ্ছনস্য কমলস্যোদ্ভ্রান্তভৃঙ্গস্য চ ॥ ৩৫ ॥

কুমারৌ—তদিতো বিমর্দক্ষমাৎ ভূমিমবতরাবঃ।

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি ভবভূতিরচিতে উত্তররামচরিতে কুমারবিক্রমো নাম পঞ্চমোঽঙ্কঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × ষষ্ঠোঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতি বিমানেনোজ্জ্বলং বিদ্যাধরমিথুনম্)

বিদ্যাধরঃ—অহো নু খল্বনয়োর্বিকর্তনকুলকুমারয়োরকাণ্ডকলহপ্রচণ্ডয়োরুদ্দ্যোতিতক্ষত্রলক্ষ্মীকয়োরত্যদ্ভুতোদ্ভ্রান্তদেবাসুরাণি বিক্রান্তচরিতানি। তথাহি প্রিয়ে পশ্য পশ্য।

রণৎ ঝরণঝঞ্ঝণৎ ক্বণিতকিঙ্কণীকং ধনু-
র্ধ্বনদ্গুরুগুণাটনীকৃতকরাল কোলাহলম্।
বিতত্য কিরতোঃ শরানবিরতং পুনঃ শূরয়ো-
র্বিচিত্রমভিবর্ততে ভুবনভীমমায়োধনম্ ॥ ১ ॥
জৃম্ভিতং চ বিচিত্রায় মঙ্গলায় দ্বয়োরপি।
স্তনয়িত্নোরিবামন্দদুন্দুভেদুন্দুমায়িতম্ ॥ ২ ॥

তৎপ্রবর্তামনয়োঃ প্রবীরয়োরনবরতমবিরলমিলিতবিকচকনককমলকমনীয়সংহতিরমরতরুতরুণমণিমুকুলনিকরমকরন্দসুন্দরঃ পুষ্পনিপাতঃ।

বিদ্যাধরী—তা কিং তি উণ অআ ডবিপ্ফুরিদতড়িচ্ছডাকডারং বিঅ অম্বরং ঝত্তি সংবুত্তম্। (তৎ কিমিতি পুনরকাণ্ডবিস্ফুরিততড়িচ্ছটাকডারমিবাম্বরং ঝটিতি সংবৃত্তম্)।

বিদ্যাধরঃ—তৎ কিং নু খল্বদ্য

স্ফুটৎস্ফুরদ্ভ্রমিভ্রান্তমার্তণ্ডজ্যোতিরুজ্জ্বলঃ।
পুটভেদো ললাটস্থনীললোহিতচক্ষুষঃ ॥ ৩ ॥

আং জ্ঞাতম্। জাতক্ষোভেণ চন্দ্রকেতুনা প্রযুক্তমপ্রতিরূপমস্ত্রমাগ্নেয়ম্। যস্যায়মগ্নিচ্ছটাসম্পাতঃ। সম্প্রতি হি আশ্চর্যম্।

অবদগ্ধকর্বুরিতকেতুচামরৈরপযাতমেব হি বিমানমণ্ডলৈঃ।
দহতি ধ্বজাংশুকপটাবলীমিমাং নবকিংশুকদ্যুতিসবিভ্রমঃ শিখী ॥৪॥

প্রবৃত্ত এবায়মুচ্চণ্ডবজ্রখণ্ডাবস্ফোটপটুরবস্ফুলিঙ্গগুরুরুত্তালতুমুললোলিহানোজ্জ্বলজ্বালাসম্ভারভৈরবঃ ভগবানুষর্বুধঃ। প্রচণ্ডশ্চাস্য সর্বতঃ সন্তাপঃ। তৎ প্রিয়ামঙ্গেনাচ্ছাদ্য সুদূরমপসরামি। (তথা করোতি)।

বিদ্যাধরী—দিট্‌ঠিআ এদেন বিমলমুত্তাফলঅসীদলসিণিদ্ধমসিণমংসলেণ ণাহদেহফংসেণ আণন্দমন্দমউলিদঘুণ্ণন্তলোঅণাএ অন্ধোদিদো জেব্ব অন্দরিদো মে সংদাবো।

(দিষ্ট্যা এতেন বিমলমুক্তাফলকশীতলস্নিগ্ধমসৃণমাংসলেন নাথদেহস্পর্শেনানন্দমন্দমুকুলিতঘূর্ণমানলোচনায়া অর্ঘোদিত এবান্তরিতো মে সন্তাপঃ)।

বিদ্যাধরঃ—অয়ি কিমত্র ময়া কৃতম্। অথবা।

অকিঞ্চিদপি কুর্বাণঃ সৌখ্যৈর্দুঃখান্যপোহতি।
তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়ো জনঃ ॥ ৫ ॥

বিদ্যাধরী—কহং অবিরলবিলোলঘুণ্ণন্তবিজ্জুল্লদাবিলাসমংডিদেহিং মত্তমোরকণ্ঠসামলেহিং ওত্থরীঅদি ণমোঙ্গণং জলহরেহিং। (কথমবিরলবিলোলঘূর্ণমানবিদ্যুল্লতাবিলাসমণ্ডিতৈর্মত্তময়ূরকণ্ঠশ্যামলৈরবস্তীর্যতে নভোঙ্গনং জলধরৈঃ।

বিদ্যাধরঃ—হন্ত কুমারলবপ্রযুক্তবারুণাস্ত্রপ্রভাবঃ খল্বেষঃ। কথমবিরলপ্রবৃত্তবারিধারাসহস্রসম্পাতৈঃ প্রশান্তমেব পাবকাস্ত্রম্।

বিদ্যাধরী—পিঅং মে পিঅং মে। (প্রিয়ং মে প্রিয়ং মে)।

বিদ্যাধরঃ—হন্ত হন্ত ভোঃ সর্বমতিমাত্রং দোষায়। যৎপ্রলয়বাতাবলিক্ষোভগম্ভীরগুলুগুলায়মানমেঘমেদুরান্ধকারনীরন্ধ্রনদ্ধমিবএকবারবিশ্বগ্রসনবিকটবিকরাল কালমুখকন্দরবিবর্তমানমিব যুগান্তযোগনিদ্রানিরুদ্ধসর্বদ্বারনারায়ণোদরনিবিষ্টমিব ভূতজাতং প্রবেপতে। সাধু চন্দ্রকেতো সাধু। স্থানে বায়ব্যমস্ত্রমীরিতম্। যতঃ।

বিদ্যাকল্পেন মরুতা মেঘানাং ভূয়সামপি।
ব্রহ্মণীব বিবর্তানাং ক্বাপি প্রবিলয়ঃ কৃতঃ ॥ ৬ ॥

বিদ্যাধরী—ণাধ কো দাণিং এসো সম্ভমুক্‌খিত্তকরব্ভমিদোত্তরিআঞ্চলো দূরদো জেব্ব মহুরসিণিদ্ধবঅণপডিসিদ্ধজুদ্ধবাবারো এদাণং কুমারাণং অন্দরে বিমাণবরং ওদরাবেদি। (নাথ ক ইদানীমেষ সম্ভ্রমোৎক্ষিপ্তকরভ্রমিতোত্তরীয়াঞ্চলো দূরত এব মধুরস্নিগ্ধবচনপ্রতিষিদ্ধযুদ্ধব্যাপার এতয়োঃ কুমারয়োরন্তরে বিমানবরমবতারয়তি)।

বিদ্যাধরঃ—(দৃষ্ট্বা) এষ শম্বুকবধাৎ প্রতিনিবৃত্তো রঘুপতিঃ।

শান্তং মহাপুরুষসঙ্গদিতং নিশম্য তদ্গৌরবাৎ সমুপসংহৃতসম্প্রহারঃ।
শান্তো লবঃ প্রণত এব চ চন্দ্রকেতুঃ কল্যাণমস্তু সুতসঙ্গমনেন রাজ্ঞঃ ॥ ৭ ॥

তদিতস্তাবদেহি। (ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

মিশ্রবিষ্কম্ভকঃ।

(ততঃ প্রবিশতি রামো লবঃ প্রণতশ্চন্দ্রকেতুশ্চ)।

রামঃ—(পুষ্পকাদবতরন্)।

দিনকরকুলচন্দ্র চন্দ্রকেতো সরভসমেহি দৃঢ়ং পরিষ্বজস্ব।
তুহিনশকলশীতলৈস্তবাঙ্গৈঃ শমমুপযাতু মমাপি চিত্তদাহঃ ॥ ৮ ॥

(উত্থাপ্য সস্নেহাস্রং পরিষ্বজ্য)। অপি নাম কুশলং তব দিব্যাস্ত্রধরদেহস্য।

চন্দ্রকেতুঃ—কুশলমত্যদ্ভুতক্রিয়স্য প্রিয়দর্শনস্য লবস্য লাভাভ্যুদয়েন। তদ্বিজ্ঞাপয়ামি মামিব বিশেষেণ বা মত্তঃ স্নিগ্ধেন চক্ষুষা পশ্যত্বমুং বীরমনরালসাহসং তাতঃ।

রামঃ—(লবং নিরূপ্য) দিষ্ট্যা অতিগম্ভীরমধুরকল্যাণাকৃতিরয়ং বয়স্যো বৎসস্য !

ত্রাতুং লোকানিব পরিণতঃ কায়বানস্ত্রবেদঃ
ক্ষাত্রো ধর্মঃ শ্রিত ইব তনুং ব্রহ্মকোশস্য গুপ্ত্যৈ।
সামর্থ্যানামিব সমুদয়ঃ সঞ্চয়ো বা গুণানা-
মাবির্ভূয় স্থিত ইব জগৎ পুণ্যনির্মাণরাশিঃ ॥ ৯ ॥

লবঃ—(স্বগতম্) অহো পুণ্যানুভাবদর্শনোঽয়ং মহাপুরুষঃ।

আশ্বাসস্নেহভক্তীনামেকমায়তনং মহৎ।
প্রকৃষ্টস্যেব ধর্মস্য প্রসাদো মূর্তিসুন্দরঃ ॥ ১০ ॥

আশ্চর্যম্।

বিরোধা বিশ্রান্তঃ প্রসরতি রসো নির্বৃতিধন-
স্তদৌদ্ধত্যং ক্বাপি ব্রজতি বিনয়ঃ প্রহ্বয়তি মাম্।
ঝটিত্যস্মিন্দৃষ্টে কিমিব পরবানস্মি যদি বা
মহার্ঘস্তীর্থানামিব হি মহতাং কোঽপ্যতিশয়ঃ ॥ ১১ ॥

রামঃ—তৎ কিময়মেকপদ এব মে দুঃখবিশ্রামং দদাত্যুপস্নেহয়তি চ কুতোঽপি নিমিত্তাদন্তরাত্মানম্। অথবা স্নেহশ্চ নিমিত্তসব্যপেক্ষ ইতি বিপ্রতিষিদ্ধমেতৎ।

ব্যতিষজতি পদার্থানান্তরঃ কোঽপি হেতু
ন খলু বহিরুপাধীন্ প্রতীয়ঃ সংশ্রয়ন্তে।
বিকসতি হি পতঙ্গস্যোদয়ে পুণ্ডরীকং
দ্রবতি চ হিমরশ্মাবুদ্গতে চন্দ্রকান্তঃ ॥ ১২ ॥

লবঃ—চন্দ্রকেতো ক এতে।

চন্দ্রকেতুঃ—প্রিয়বয়স্য ননু তাতপাদাঃ।

লব—মমাপি তর্হি ধর্মতস্তথৈব। যতঃ প্রিয়বয়স্য ইতি ভবতোক্তম্। কিং তু চত্বারঃ খলু ভবতামেবং ব্যপদেশভাগিনস্তত্রভবন্তো রামায়ণকথাপুরুষাঃ। তদ্বিশেষং ব্রূহি।

চন্দ্রকেতুঃ—ননু জ্যেষ্ঠতাতপাদা ইত্যবেহি।

লবঃ—(সোল্লাসম্) কথং রঘুনাথ এব ! দিষ্ট্যা সুপ্রভাতমদ্য যদয়ং দেবো দৃষ্টঃ। (সবিনয়কৌতুকং নির্বর্ণ্য) তাত প্রাচেতসান্তেবাসী লবোঽভিবাদয়তে।

রামঃ—আয়ুষ্মন্ এহ্যেহি। (ইতি সস্নেহমালিঙ্গ্য) অয়ি বৎস কৃতং কৃতমতিবিনয়েন। অনেকবারমপরিশ্লথং পরিষ্বজস্ব মাম্।

পরিণতকঠোরপুষ্করগর্ভচ্ছদপীনমসৃণসুকুমারঃ।
নন্দয়তি চন্দ্রচন্দননিষ্যন্দজড়স্তব স্পর্শঃ ॥ ১৩ ॥

লবঃ—(স্বগতম্) ঈদৃশো মাং প্রত্যমীষামকারণস্নেহঃ। ময়া পুনরেভ্য এব দ্রোগ্ধুমজ্ঞেনায়ুধপরিগ্রহঃ কৃতঃ। (প্রকাশম্) মৃষ্যন্ত্বিদানীং লবস্য বালিশতাং তাতপাদাঃ।

রামঃ—কিমপরাদ্ধং বৎসেন।

চন্দ্রকেতুঃ—অশ্বানুযাত্রিকেভ্যস্তাতপ্রতাপাবিষ্করণমুপশ্রুত্য বীরায়িতমনেন।

রামঃ—নন্বয়মলঙ্কারঃ ক্ষত্রস্য।

ন তেজস্তেজস্বী প্রসৃতমপরেষাং বিষহতে
স তস্য স্বো ভাবঃ প্রকৃতিনিয়তত্বাদকৃতকঃ।
ময়ূখৈরশ্রান্তং তপতি যদি দেবো দিনকরঃ
কিমাগ্নেয়ো গ্রাবা নিকৃত ইব তেজাংসি বমতি ॥ ১৪ ॥

চন্দ্রকেতুঃ—অমর্ষোঽপ্যস্যৈব শোভতে মহাবীরস্য। পশ্যন্তু হি তাতপাদাঃ প্রিয়বয়স্যানিযুক্তজৃম্ভকাস্ত্রনিষ্কম্পস্তম্ভিতানি সর্বতঃ সৈন্যানি।

রামঃ—বৎস লব সংহ্রিয়তামস্ত্রম্। ত্বমপি চন্দ্রকেতো নির্ব্যাপারবিলক্ষিতানি সান্ত্বয় বলানি।

লবঃ—যথাজ্ঞাপয়তি তাতঃ। (ইতি প্রণিধানং নাটয়তি)

চন্দ্রকেতুঃ—যথাদিষ্টম্। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

লবঃ—তাত প্রশান্তমস্ত্রম্।

রামঃ—বৎস সরহস্যপ্রয়োগসংহারাণ্যস্ত্রাণ্যাম্নায়বন্তি।

ব্রহ্মাদয়ো ব্রহ্মহিতায় তপ্ত্বা পরঃ সহস্রাঃ শরদস্তপাংসি।
এতান্যপশ্যন্ গুরবঃ পুরাণাঃ স্বান্যেব তেজাংসি তপোময়ানি ॥ ১৫ ॥

অথৈতন্মন্ত্রপারায়ণোপনিষৎ ভগবান্ কৃশাশ্বঃ পরঃসহস্রসংবৎসরান্তেবাসিনে কৌশিকায় প্রোবাচ। স তু ভগবান্ মহ্যমিত্যেষ গুরুপূর্বানুক্রমঃ। কুমারস্য কুতঃ সম্প্রদায় ইতি পৃচ্ছামি।

লবঃ—স্বতঃপ্রকাশান্যাবয়োরস্ত্রাণি।

রামঃ—(বিচিন্ত্য) কিং ন সম্ভাব্যতে। প্রকৃষ্টপুণ্যপরিপাকোপাদানঃ কোঽপি মহিমা স্যাৎ। দ্বিবচনং তু কথম্।

লবঃ—ভ্রাতরাবাবাং যমৌ।

রামঃ—স তর্হি দ্বিতীয় কঃ। (নেপথ্যে) দাণ্ডায়নঃ—

আয়ুষ্মতঃ কিল লবস্য নরেন্দ্রসৈন্যৈ—
রায়োধনং ননু কিমাত্থ সখে তথেতি।
অদ্যাস্তমেতু ভুবনেষ্বধিরাজশব্দঃ
ক্ষত্রস্য শস্ত্রশিখিনঃ শমমদ্য যান্তু ॥ ১৬ ॥

রামঃ— অথ কোঽয়মিন্দ্রমণিমেচকচ্ছবিধ্বনিনৈব বন্ধপুলকং করোতি মাম্।
নবনীল-নীরধর-ধীরগর্জিতক্ষণবদ্ধকুড্মলকদম্বডম্বরম্ ॥ ১৭ ॥

লবঃ—অয়মসৌ মম জ্যায়ানার্যঃ কুশো নাম ভরতাশ্রমাৎ প্রতিনিবৃত্তঃ।

রামঃ—(সকৌতুকম্) বৎস ইত এবাহ্বয়ৈতমায়ুষ্মন্তম্।

লবঃ—এবম্। (ইতি পরিক্রামতি)

কুশঃ—(সাকূতহর্ষধৈর্যং ধনুরাস্ফালয়ন্)।

দত্তেন্দ্রাভয়দক্ষিণৈর্ভগবতো বৈবস্বতাদামনো-
দৃপ্তানাং দহনায় দীপিতনিজক্ষত্রপ্রতাপাগ্নিভিঃ।
আদিত্যৈর্যদি বিগ্রহো নৃপতিভির্ধন্যং মমৈতত্ততো
দীপ্তাস্ত্রস্ফুরদুগ্রদীধিতিশিখানীরাজিতজ্যং ধনুঃ ॥ ১৮ ॥

(ইতি বিকটং পরিক্রামতি।)

রামঃ—কোঽপ্যস্মিন্ ক্ষত্রিয়পোতকে পৌরুষাতিরেকঃ।

দৃষ্টিস্তৃণীকৃতজগত্ত্রয়সত্ত্বসারা
ধীরোদ্ধতা নময়তীব গতির্ধরিত্রীম্।
কৌমারকেঽপি গিরিবদ্গুরুতাং দধানো
বীরো রসঃ কিময়মেত্যুত দর্প এব ॥ ১৯ ॥

লবঃ—(উপসৃত্য।) জয়ত্বার্যঃ।

কুশঃ—নন্বায়ুষ্মন্ কিমিয়ং বার্তা যুদ্ধং যুদ্ধমিতি।

লবঃ—যৎকিঞ্চিদেতৎ। আর্যস্তু দৃপ্তভাবমুৎসৃজ্য বিনয়েন বর্ততাম্।

কুশঃ—কিমর্থম্।

লবঃ—যদত্র দেবো রঘুপতিস্তিষ্ঠতি। স চ স্নিহ্যত্যাবয়োরুৎকণ্ঠতেচ যুষ্মৎসন্নিকর্ষস্য।

কুশঃ—(সতর্কম্।) স রামায়ণকথানায়কো ব্রহ্মকোশস্য গোপায়িতা।

লবঃ—অথ কিম্।

কুশঃ—আশংসনীয়পুণ্যদর্শনঃ স মহাত্মা। কিং তু কথমস্মাভিরুপগন্তব্য ইতি ন সম্প্রধারয়ামি।

লবঃ—যথৈব গুরুস্তথোপসদনেন।

কুশঃ—কথং হি নামৈতৎ।

লবঃ—অত্যুদাত্ত সুজনশ্চন্দ্রকেতুরৌর্মিলেয়ঃ প্রিয়বয়স্যেতি সখ্যেন মামপতিষ্ঠতে। তেন তৎসম্বন্ধেন ধর্মতাত এবায়ং রাজর্ষিঃ।

কুশঃ—সম্প্রত্যবচনীয়ো রাজন্যোঽপি প্রশ্রয়ঃ।

(উভৌ পরিক্রামতঃ।)

লবঃ—পশ্যত্বেনমার্যো মহাপুরুষকারানুভাবগাম্ভীর্যসম্ভাব্যমানবিবিধলোকোত্তরসুচরিতাতিশয়ম্।

কুশঃ—(নিবর্ণ্য)

অহো প্রাসাদিকং রূপমনুভাবশ্চ পাবনঃ।
স্থানে রামায়ণকবির্দেবীং বাচং ব্যবীবৃতৎ ॥ ২০ ॥

(উপসৃত্য) তাত প্রাচেতসান্তেবাসী কুশোঽভিবাদয়তে।

রামঃ—এহ্যেহ্যায়ুষ্মন্।

অমৃতাধ্মাতজীমূতস্নিগ্ধসংহননস্য তে।
পরিষ্বঙ্গায় বাৎসল্যাদয়মুৎকণ্ঠতে জনঃ ॥ ২১ ॥

(পরিষ্বজ্য। স্বগতম্।) তৎকিমপত্যময়ং দারকঃ।

অঙ্গাদঙ্গাৎসৃত ইব নিজস্নেহজো দেহসারঃ
প্রাদুর্ভূয় স্থিত ইব বহিশ্চেতনাধাতুরেকঃ।
সান্দ্রানন্দক্ষুভিতহৃদয়প্রস্রবেনেব সৃষ্টো
গাত্রং শ্লেষে যদমৃতরসস্রোতসা সিঞ্চতীব ॥ ২২ ॥

লবঃ—তাত ললাটংতপো ঘর্মাংশুঃ। তদত্র সালবৃক্ষচ্ছায়ে মুহূর্তমাসনপরিগ্রহং করোতু তাতঃ।

রামঃ—যদভিরুচিতং বৎসস্য।

(সর্বে পরিক্রম্য যথোচিতমুপবিশন্তি।)

রামঃ—(স্বগতম্)

অহো প্রশ্রয়যোগেঽপি গতিস্থিত্যাসনাদয়ঃ।
সাম্রাজ্যশংসিনো ভাবাঃ কুশস্য চ লবস্য চ ॥ ২৩ ॥
বপুরবিযুতসিদ্ধা এব লক্ষ্মীবিলাসাঃ
প্রতিকলকমনীয়াং কান্তিমুদ্ভেদয়ন্তি।
অমলিনমিব চন্দ্রং রশ্ময়ঃ স্বে যথা বা
বিকসিতমরবিন্দং বিন্দবো মাকরন্দাঃ ॥ ২৪ ॥

ভূয়িষ্ঠাং চ রঘুকুলমারচ্ছায়ামনয়োঃ পশ্যামি।
কঠোরপারবতকণ্ঠমেচকং বপুর্বৃষস্কন্ধসুবন্ধুরাংসকম্।
প্রসন্নসিংহস্তিমিতং চ বীক্ষিতং ধ্বনিশ্চ মঙ্গল্যমৃদঙ্গমাংসলঃ ॥ ২৫ ॥

(নিপুণং নিরূপ্য।) অয়ে ন কেবলমস্মৎসম্বাদিন্যাকৃতিঃ।
অপি জনকসুতায়াস্তচ্চ তচ্চানুরূপং
স্ফুটমিহ শিশুযুগ্মে নৈপুণোন্নেয়মস্তি।
ননু পুনরিব তন্মে গোচরীভূতমক্ষ্ণো-
রভিনবশতপত্রশ্রীমদাস্যং প্রিয়ায়াঃ ॥ ২৬ ॥
শুক্লাচ্ছদন্তচ্ছবিসুন্দরেয়ং সৈবোষ্ঠমুদ্রা স চ কর্ণপাশঃ।
নেত্রে পুনর্যদ্যপি রক্তনীলে তথাপি সৌভাগ্যগুণঃ স এব ॥ ২৭ ॥

(বিচিন্ত্য) তদেতৎপ্রাচেতসাধ্যুষিতমরণ্যং যত্র কিল দেবী পরিত্যক্তা। ইয়ং চানয়োরাকৃতির্বয়োঽনুভাবশ্চ। যদপি স্বতঃপ্রকাশান্যস্ত্রাণীতি তত্র বিমৃশামি। অপি খলু তচ্চিত্রাদর্শনপ্রাসঙ্গিকমস্ত্রাভ্যনুজ্ঞানমুদ্ভূতং স্যাৎ। ন হ্যসাম্প্রদায়িকান্যস্ত্রাণি পূর্বেষামপ্যনুশুশ্রুম। অয়ং চ সংপ্লবমানমানমাত্মানং সুখাতিশয়ো হৃদয়স্য মে বিস্রম্ভয়তে। যমাবিতি চ ভূয়িষ্ঠমাত্মসংবাদঃ। ভূয়িষ্ঠং চ ময়া দ্বিধা প্রতিপন্নো দেব্যা গর্ভিণীভাব আসীৎ। (সাস্রম্)

পুরা রূঢ়ে স্নেহে পরিচয়বিকাসদুপচিতে
রহো বিশ্রব্ধায়া অপি সহজলজ্জাজড়দৃশঃ।
ময়ৈবাদৌ জ্ঞাতঃ করতলপরামর্শকলয়া
দ্বিধা গর্ভগ্রন্থিস্তদনু দিবসৈঃ কৈরপি তয়া ॥ ২৮ ॥

(রুদিত্বা) তৎ কিমেতৌ পৃচ্ছামি কেনচিদুপায়েন।

লবঃ—তাত কিমেতৎ।

বাষ্পবর্ষেণ নীতং বো জগন্মঙ্গলমাননম্ ॥
অবশ্যায়াবসিক্তস্য পুণ্ডরীকস্য চারুতাম্ ॥ ২৯ ॥

কুশঃ—অয়ি বৎস।

বিনা সীতাদেব্যা কিমিব হি ন দুঃখং রঘুপতেঃ
প্রিয়ানাশে কৃৎস্নং কিল জগদরণ্যং হি ভবতি।
স চ স্নেহস্তাবানয়মপি বিয়োগো নিরবধিঃ
কিমেবং ত্বং পৃচ্ছস্যনধিগতরামায়ণ ইব ॥ ৩০ ॥

রামঃ—(স্বগতম্) অয়ে তটস্থ আলাপঃ। কৃতং প্রশ্নেন। মুগ্ধহৃদয় কোঽয়মাকস্মিকস্তে পরিপ্লবো বিকারঃ। এবং চ নির্ভিন্নহৃদয়াবেগঃ শিশুজনেনাপ্যনুকম্পিতোঽস্মি। ভবতু তাবদন্তরয়ামি। (প্রকাশম্) বৎসৌ রামায়ণং রামায়ণমিতি শ্রূয়তে ভগবতো বাল্মীকেঃ সরস্বতীনিষ্যন্দঃ প্রশস্তিরাদিত্যবংশস্য। তত্র কৌতূহলেন যৎ কিঞ্চিচ্ছ্রোতুমিচ্ছামি।

কুশঃ—স কৃৎস্ন এব সন্দর্ভোঽস্মাভিরাবৃত্তঃ। স্মৃতিপ্রত্যুপস্থিতৌ তাবদিমৌ বালচরিতস্যান্ত্যেঽধ্যায়ে দ্বৌ শ্লোকৌ।

রামঃ—উদীর্য়তাং বৎসৌ।

কুশঃ—
প্রকৃত্যৈব প্রিয়া সীতা রামস্যাসীন্মহাত্মনঃ।
প্রিয়ভাবঃ স তু তয়া স্বগুণৈরেব বর্ধিতঃ ॥ ৩১ ॥
তথৈব রামঃ সীতায়াঃ প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়োঽভবৎ।
হৃদয়ং ত্বেব জানাতি প্রীতিযোগং পরস্পরম্ ॥ ৩২ ॥

রামঃ- কষ্টমতিদারুণোঽয়ং হৃদয়মর্মোদ্ঘাতঃ। হা দেবী এবং কিল তদাসীৎ। অহো নিরন্তরবিপর্যাসবিরসবৃত্তয়ো বিপ্রলম্ভপর্যবসায়িনস্তাপয়ন্তি সংসারবৃত্তান্তাঃ

ক্ব তাবানানন্দো নিরতিশয়বিস্রম্ভবহুলঃ
ক্ব বাঽন্যোন্যপ্রেম ক্ব চ নু গহনাঃ কৌতুকরসাঃ।
সুখে বা দুঃখে বা ক্ব নু খলু তদৈকং হৃদয়য়ো-
স্তথাপ্যেষ প্রাণঃ স্ফুরতি ন তু পাপো বিরমতি ॥ ৩৩ ॥

ভোঃ কষ্টম্।

প্রিয়াগুণসহস্রাণামেকোন্মীলনপেশলঃ
য এব দুঃস্মরঃ কালস্তমেব স্মারিতা বয়ম্ ॥ ৩৪ ॥

যদা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কৃতপদমহোভিঃ কতিপয়ৈ-
স্তদীর্ঘবিস্তারি স্তনমুকুলমাসীন্মৃগদৃশঃ।
বয়ঃ স্নেহাকূতব্যতিকরঘনো যত্র মদনঃ
প্রগল্ভব্যাপারঃ স্ফুরতি হৃদি মুগ্ধশ্চ বপুষি ॥ ৩৫ ॥

লবঃ—অয়ং চ মন্দাকিনীচিত্রকূটবনবিহারে সীতাদেবীমুদ্দিশ্য রঘুপতেঃ শ্লোকঃ—

ত্বদর্থমিব বিন্যস্তঃ শিলাপট্টোঽয়মগ্রতঃ।
যস্যায়মভিতঃ পুষ্পৈঃ প্রবৃষ্ট ইব কেসরঃ ॥ ৩৬ ॥

রামঃ—(সলজ্জাস্মিতস্নেহকরুণম্) অতি হি নাম মুগ্ধঃ শিশুজনঃ বিশেষতস্ত্বরণ্যচরঃ। হা দেবী স্মরসি বা তস্য প্রদেশস্য তৎসময়বিস্রম্ভাতিপ্রসঙ্গসাক্ষিণঃ।

প্রমাম্বুশিশিরীভবৎপ্রনৃতমন্দমন্দাকিনী-
মরুত্তরলিতালকাকুলললাটচন্দ্রদ্যুতি।
অকুংকুমকলংকিতোজ্জ্বলকপোলমুৎপ্রেক্ষ্যতে
নিরাভরণসুন্দরশ্রবণপাশমুগ্ধং মুখম্ ।। ৩৭ ।।

(স্তম্ভিত ইব স্থিতা। সকরুণম্) অহো ন খলু ভোঃ।

চিরং ধ্যাত্বা ধ্যাত্বা নিহিত ইব নির্মায় পুরতঃ
প্রবাসেপ্যাশ্বাসং ন খলু ন করোতি প্রিয়জনঃ।
জগচ্ছীর্ণারণ্যং ভবতি চ কলত্রব্যুপরমে
কুকুলানাং রাশৌ তদনু হৃদয়ং পচ্যত ইব ।। ৩৮ ।।

(নেপথ্যে)

বসিষ্ঠো বাল্মীকির্দশরথমহিষ্যোঽথ জনকঃ
সহৈবারুন্ধত্যা শিশুকলহমাকর্ণ্য সভয়াঃ।
জরাগ্রস্তৈর্গাত্রৈরথ খলু বিদূরাশ্রমতয়া
চিরেণাগচ্ছন্তি ত্বরিতমনসোঽপি শ্রমজড়াঃ ।। ৩৯ ।।

রামঃ—কথং ভগবত্যরুন্ধতীবসিষ্ঠোঽম্বাশ্চ জনমশ্চাত্রৈব, কষ্টং কথং খল্বেতে দ্রষ্টব্যাঃ। (সকরুণং বিলোক্য) অহহ তাতজনকোপি দৈবাদত্রৈবায়াত ইতি বজ্রেণেব তাড়িতোঽস্মি মন্দভাগ্যঃ।

সম্বন্ধস্পৃহণীয়তাপ্রমুদিতৈর্জুষ্টে বসিষ্ঠাদিভি-
দৃষ্টাপত্যবিবাহমঙ্গলমহে তত্তাতয়োঃ সঙ্গতম্।
পশ্যন্নীদৃশঃ পিতৃসখং বৃত্তে মহাবৈশসে
দীর্যে কিং ন সহস্রধাহমথবা রামেণ কিং দুষ্করম্ ।। ৪০ ।।

(নেপথ্যে)

ভো ভোঃ কষ্টং কষ্টম্।

অনুভাবাত্রসমবস্থিতশ্রিয়ং
সহসৈব বীক্ষ্য রঘুনাথমীদৃশম্।
প্রথমপ্রমূঢ়জনকপ্রবোধনাদ্
বিধুরাঃ প্রমোহমুপযান্তি মাতরঃ ।। ৪১ ।।

রামঃ—হা তাত হা মাতরঃ হা জনক

জনকানাং রঘূণাং চ যৎকৃৎস্নং গোত্রমঙ্গলম্।
তত্রাপ্যকরুণে পাপে বৃথা যঃ করুণা ময়ি ।। ৪২ ।।

যাবৎসম্ভাবয়ামি। (ইত্যুত্তিষ্ঠতি)

কুশলবৌ—ইত ইতস্তাতঃ।

(সকরুণাকুলং পরিক্রম্য নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)।

।। ইতি ভবভূতিবিরচিতে উত্তররামচরিতে 'কুমারপ্রত্যভিজ্ঞানো নাম ষষ্ঠোঽঙ্কঃ ।।

× × × × × × × × × **সপ্তমোঽঙ্কঃ** × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতি লক্ষ্মণঃ)

লক্ষ্মণঃ—ভো ভো অদ্য খলু ভগবতা বাল্মীকিনা সব্রহ্মক্ষত্রপৌরজানপদাঃ প্রজাঃ সহাস্মাভিরাহূয় কৃৎস্ন এবং সদেবাসুরতির্যগ্নাগনায়কনিকায়ঃ সচরাচরো ভূতগ্রামঃ স্বপ্রভাবেণ সন্নিধাপিতঃ। আদিষ্টশ্চাহমার্ষেণ—'বৎস লক্ষ্মণ ভগবতা বাল্মীকিনা স্বকৃতিমপ্সরোভিঃ প্রযুজ্যমানাং দ্রষ্টুমুপনিমন্ত্রিতাঃ স্মঃ ; তদ্গঙ্গাতীরমাতোদ্যস্থানমুপগম্য ক্রিয়তাং সমাজসন্নিবেশঃ' ইতি। কৃতশ্চ মর্ত্যামর্ত্যস্য ভূতগ্রামস্য সমুচিতস্থানসন্নিবেশো ময়া। অয়ং তু—

রাজ্যাশ্রমনিবাসেঽপি প্রাপ্তকষ্টমুনিব্রতঃ।
বাল্মীকিগৌরবাদার্য ইত এবাভিবর্ততে ॥ ১ ॥

(ততঃ প্রবিশতি রামঃ)

রামঃ—বৎস লক্ষ্মণ অপি স্থিতা রঙ্গপ্রাশ্নিকাঃ।

লক্ষ্মণঃ—অথ কিম্।

রাম ইমৌ পুনর্বৎসৌ কুশলবৌ কুমারচন্দ্রকেতুসমাং প্রতিপত্তিং লম্ভয়িতব্যৌ।

লক্ষ্মণঃ—প্রভুস্নেহপ্রত্যয়াত্তথৈব কৃতম্। ইদং চাস্তীর্ণং রাজাসনম্। তদুপবিশত্বার্যঃ।

রামঃ—(উপবিশতি)।

লক্ষ্মণঃ—প্রস্তূয়তাং ভোঃ।

সূত্রধারঃ—(প্রবিশ্য) ভো ভো ভগবান্ ভূতার্থবাদী প্রাচেতসঃ সস্থাবরজঙ্গমং জগদাজ্ঞাপয়তি যদিদমস্মাভিরার্ষেণ চক্ষুষা সমুদ্বীক্ষ্য পাবনং বচনামৃতং করুণাদ্ভুতরসং চ কিঞ্চিদুপনিবদ্ধং তত্র কার্যগৌরবাদবধাতব্যমিতি।

রামঃ—এতদুক্তং ভবতি। সাক্ষাৎকৃতধর্মাণ ঋষয়ঃ। তেষামমৃতম্ভরাণি ভগবতাং পরোরজাংসি প্রজ্ঞানানি ন ক্বচিদ্ব্যাহন্যন্ত ইত্যনভিশঙ্কনীয়ানীতি।

(নেপথ্যে)

হা অজ্জউত্ত হা কুমার লক্খণ এআইণিং অসরণং অরণ্ণে আসন্নপ্পসববেঅণং হদাসং সাবদা মং অহিলসন্দি। সাহং দাণিং মন্দভাইণী ভাঈরহীএ অত্তাণং ণিক্খিবিস্সম্। (হা আর্যপুত্র হা কুমার লক্ষ্মণ একাকিনীমশরণামরণ্য আসন্নপ্রসববেদনাং হতাশাং শ্বাপদা মামভিলষন্তি। সাহমিদানীং মন্দভাগিনী ভাগীরথ্যামাত্মানং নিক্ষেপ্স্যামি)।

লক্ষ্মণঃ—(আত্মগতম্) কষ্টং বতান্যদেব কিমপি।

সূত্রধারঃ—

বিশ্বম্ভরাত্মজা দেবী রাজ্ঞা ত্যক্তা মহাবনে।
প্রাপ্তপ্রসবমাত্মানং গঙ্গাদেব্যাং বিমুঞ্চতি ॥ ২ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

প্রস্তাবনা

রামঃ—(সাবেগম্) দেবি দেবি লক্ষ্মণমবেক্ষস্ব।

লক্ষ্মণঃ—আর্য নাটকমিদম্।

রামঃ—হা দেবি দণ্ডকারণ্যবাসপ্রিয়সখি এষ তে রামাদ্দৈবদুর্বিপাকঃ।

লক্ষ্মণঃ—আর্য দৃশ্যতাং তাবৎপ্রবন্ধার্থঃ)।

রামঃ—এষ সজ্জোঽস্মি বজ্রময়ঃ।

(ততঃ প্রবিশত্যুৎসাঙ্গতৈকৈকদারকাভ্যং পৃথিবীগঙ্গাভ্যামবলম্বিতা সীতা)

রামঃ—বৎস লক্ষ্মণ অসংবিজ্ঞাতমণিবন্ধনমন্ধতমসমিব প্রবিশামি ধারয় মাম্।

দেব্যৌ— সমাশ্বসিহি কল্যাণি দিষ্টা বৈদেহি বর্ধসে।
অন্তর্জলে প্রসূতাসি রঘুবংশধরৌ সুতৌ ॥ ৩ ॥

সীতা—(সমাশ্বস্য) দিট্‌ঠিআ দারএ পসূদহ্মি। হা অজ্জউত্ত। (দিষ্ট্যা দারকৌ প্রসূতাস্মি। হা আর্যপুত্র)।

লক্ষ্মণঃ—(পাদয়োর্নিপত্য) আর্য আর্য দিষ্ট্যা বর্ধামহে। কল্যাণপ্ররোহো রঘুবংশঃ। (বিলোক্য) হা হা কথং ক্ষুভিতবাষ্পোৎপীড়নির্ভরঃ প্রমুগ্ধ এবার্যঃ।
(বীজয়তি)

পৃথিবী—বৎসে সমাশ্বসিহি।

সীতা—(সমাশ্বস্য) ভঅবদীআ কা তুহ্মে। মং মুঞ্চহ। (ভগবত্যৌ কে যুবাম্। মাং মুঞ্চতম্)।

পৃথিবী—ইয়ং তে শ্বশুরকুলদেবতা ভাগীরথী।

সীতা—ভঅবদি ণমো দে। (ভগবতি নমস্তে)।

ভাগীরথী—চারিত্রোচিতাং কল্যাণসম্পদমধিগচ্ছ।

লক্ষ্মণঃ—অনুগৃহীতাঃ স্মঃ।

ভাগীরথী—ইয়ং তু জননী তে বিশ্বম্ভরা।

সীতা—হা অম্ব ঈদিসী অহং তুএ দিট্‌ঠা। (হা অম্ব ঈদৃশ্যহং ত্বয়া দৃষ্টা)।

পৃথিবী—এহি বৎসে এহি পুত্রি।

(উভৌ আলিঙ্গ্য মূর্ছতঃ)

লক্ষ্মণঃ—(সহর্ষম্) দিষ্ট্যা গঙ্গাপৃথিবীভ্যামভ্যুপপন্নার্যা।

রামঃ—(অবলোক্য) দিষ্ট্যা খল্বেতৎকরুণোত্তরং বর্ততে।

ভাগীরথী—অত্রভগবতী বিশ্বম্ভরাপি নাম ব্যথত ইতি জিতমপত্যস্নেহেন। যদ্বা সর্বসাধারণো হ্যেষ মানসো মোহগ্রন্থিশ্চেতনাবতামুপপ্লবঃ সংসারতন্তুঃ। দেবি ভূতধাত্রি বৎসে বৈদেহি সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি।

পৃথিবী—দেবী সীতাং কথমাশ্বসিমি।

সোঢ়শ্চিরং রাক্ষসমধ্যবাস-
স্ত্যাগো দ্বিতীয়ো হি সুদুঃসহোস্যাঃ।

ভাগীরথী— কো নাম পাকাভিমুখস্য জন্তো-
র্দ্বারাণি দৈবস্য পিধাতুমীষ্টে ॥ ৪ ॥

পৃথিবী—ভগবতি ভাগীরথি যুক্তমেতৎ সর্বং ন বো রামভদ্রস্য।

ণ প্রমাণীকৃতঃ পাণির্বাল্যে বালেন পীড়িতঃ।
নাহং ন জনকো নাগ্নির্নানুবৃত্তির্ন সন্ততিঃ ॥ ৫ ॥

সীতা—হা অজ্জউত্তং সুমরাবিদহ্মি। (হা আর্যপুত্রং স্মারিতাস্মি)।

পৃথিবী—আঃ কস্তবার্যপুত্রঃ।

সীতা—(সলজ্জাস্রম্) জহা বা অম্বা ভণাদি। (যথা বাম্বা ভণতি)।

রামঃ—অম্ব পৃথিবী, ঈদৃশোঽস্মি।

ভাগীরথী—ভগবতী বসুন্ধরে শরীরমসি সংসারস্য। তৎ কিমসংবিদানেব জামাতে কুপ্যসি।

ঘোরং লোকে বিততমযশো যা চ বহ্নৌ বিশুদ্ধি-
র্লঙ্কাদ্বীপে কথমিব জনস্তামিহ শ্রদ্দধাতু।
ইক্ষ্বাকুণাংকুলধনমিদং যৎসমারাধনীয়ঃ
কৃৎস্নো লোকস্তদিতি বিষমে কিং স বৎসঃ করোতু॥ ৬॥

লক্ষ্মণঃ—অব্যাহতান্তঃপ্রকাশা হি দেবতাঃ সত্ত্বেষু।
ভাগীরথী—তথাপ্যেষ তেঽঞ্জলিঃ।
রামঃ—অম্ব অনুবৃত্তস্ত্বয়া ভগীরথকুলে প্রসাদঃ!
পৃথিবী—দেবি নিত্যং প্রসন্নাস্মি বঃ কিং ত্বাপাতদুঃসহস্নেহসংবেগেনৈব ব্রবীমি। ন পুনর্ন জানামি সীতাস্নেহঃ রামভদ্রস্য।

দহ্যমানেন মনসা দৈবাদ্বৎসাং বিহায় সঃ।
লোকোত্তরেণ সত্ত্বেন প্রজাপুণ্যৈশ্চ জীবতি॥ ৭॥

রামঃ—সকরুণা হি গুরবো গর্ভরূপেষু।
সীতা—(রুদতী কৃতাঞ্জলিঃ) ণেদু মং অত্তণো অঙ্গেসু বিলঅং অম্বা। (নয়তু মামাত্মনোঽঙ্গেষু বিলয়মম্বা।)
রামঃ—কিমন্যদ্ব্রবীতু।
ভাগীরথী—শান্তম্। অবিলীনা সংবৎসরসহস্রাণি ভূয়াঃ।
পৃথিবী—বৎসে অবেক্ষণীয়ৌ তে পুত্রকৌ।
সীতা—অণাধম্হি। কিং এদেহিং। (অনাথাস্মি। কিমেতাভ্যাম্।)
রামং—হৃদয় বজ্রমসি।
ভাগীরথী—কথং ত্বং সনাথাপ্যনাথা।
সীতা—কেরিসং মম অভগ্গাএ সণাহত্তণম্। (কীদৃশঃ মে অভাগ্যায়াঃ সনাথত্বম্।)
দেব্যৌ—   জগন্মঙ্গলমাত্মানং কথং ত্বমবমন্যসে।
আবয়োরপি যৎসঙ্গাৎপবিত্রত্বং প্রকৃষ্যতে॥ ৮॥

লক্ষ্মণঃ—আর্য শ্রূয়তাম্।
রাম—শৃণ্যেতু লোকঃ।

(নেপথ্যে কলকলঃ)

রাম—অদ্ভুততরং কিমপি।
সীতা—কিং ত্তি আবন্ধকলকলং অন্তরিক্খং পজ্জলদি। (কিমিত্যাবন্ধকলকলন্তরিক্ষং প্রজ্বলতি।)
দেব্যৌ—জ্ঞাতম্,

কৃশাশ্বঃ কৌশিকো রাম ইতি যেষাং গুরুক্রমঃ।
প্রাদুর্ভবন্তি তান্যেব শস্ত্রাণি সহ জৃম্ভকৈঃ॥ ৯॥

(নেপথ্যে)

দেবি সীতে নমস্তেঽস্তু গতির্নঃ পুত্রকৌ হি তে।
আলেখ্যদর্শনাদেব যয়োর্দাতা রঘূদ্বহঃ॥ ১০॥

সীতা—দিট্ঠিআ অত্থদেবদাত্ত এদাত্ত। হা অজ্জউত্ত অজ্জাবি দে পসাদা পরিপ্ফুরন্দি।

(দিষ্ট্যা অগ্রদেবতা এতাঃ। হা আর্যপুত্র অদ্যাপি তে প্রসাদাঃ প্রতিস্ফুরন্তি।)

লক্ষ্মণঃ—উক্তমাসীদার্যেণ সর্বথেদানীং স্বংপ্রসূতিমুপস্থাস্যন্তীতি।

দেব্যৌ— নমো বঃ পরমাঙ্গল্যেভ্যো ধন্যাঃ স্মো বঃ পরিগ্রহাৎ।
কালে ধ্যাতৈরুপস্থেয়া বৎসয়োর্ভদ্রমস্তু বঃ ॥ ১১ ॥

রামঃ— ক্ষুভিতাঃ কামপি দশাং কুর্বন্তি মম সাম্প্রতম্।
বিস্ময়ানন্দসন্দর্ভজর্জরাঃ করুণোর্ময়ঃ ॥ ১২ ॥

দেব্যৌ—মোদস্ব বৎসে মোদস্ব। রামভদ্রতুল্যৌ তে পুত্রকাবিদানীং সংবৃত্তৌ।

সীতা—ভঅবদীও কো এদাণং খত্তিওচিদবিহিং কারইস্সদি। (ভগবত্যৌ ক এতয়োঃ ক্ষত্রিয়োচিতবিধিং কারয়িষ্যতি।

রামঃ— এষা বসিষ্ঠগুপ্তানাং রঘূণাং বংশনন্দিনী।
কষ্টং সীতাপি সুতয়োঃ সংস্কর্তারং ন বিন্দতি ॥ ১৩ ॥

ভাগীঃ—পুত্রি কিং তবানয়া চিন্তয়া। এতৌ হি বৎসৌ স্তন্যত্যাগাৎ পরেণ ভগবতো বাল্মীকেরর্পয়িষ্যামি। স এতয়োঃ ক্ষত্রকৃত্যং করিষ্যতি।

যথা বসিষ্ঠাঙ্গিরসাবৃষিঃ প্রাচেতসস্তথা।
জনকানাং রঘূণাং চ বংশয়োরুভয়োর্গুরুঃ ॥ ১৪ ॥

রামঃ—সুবিচিন্তিতং ভগবত্যা।

লক্ষ্মণঃ—আর্য সত্যং বিজ্ঞাপয়ামি তৈস্তৈরুপায়ৈরিমৌ বৎসৌ কুশলবাবুৎপ্রেক্ষে।

এতৌ হি জন্মসিদ্ধাস্ত্রৌ প্রাপ্তপ্রাচেতসাবুভৌ।
আর্যতুল্যাকৃতী বীরৌ বয়সা দ্বাদশাব্দিকৌ ॥ ১৫ ॥

রামঃ—বৎসাবিত্যেবাহং পরিপ্লবমানহৃদয়ঃ প্রমুগ্ধোঽস্মি।

পৃথিবী—এহি বৎসে পবিত্রীকুরু রসাতলম্।

রামঃ—হা প্রিয়ে লোকান্তরং গতাসি।

সীতা—ণেদু মং অত্তণো অঙ্গেসু বিলঅং অম্বা। ণ সহিস্সং ঈরিসং জীঅলোঅপরিভবং অণুভবিদুং। (নয়তু মামাত্মনোঽঙ্গেষু বিলয়মম্বা। ন সহিষ্যে ঈদৃশং জীবলোকপরিভবমনুভবিতুম্।)

রামঃ—কিমুত্তরং স্যাৎ।

পৃথিবী—মন্নিযোগতঃ স্তন্যত্যাগঃ যাবৎ পুত্রয়োরবেক্ষস্ব। পরেণ তু যথা রোচিষ্যতে তথা করিষ্যামি।

ভাগীঃ—এবং তাবৎ।

(ইতি নিষ্ক্রান্তে দেব্যৌ সীতা চ।)

রামঃ—কথং বিলয় এব বৈদেহ্যাঃ সম্পন্নঃ। হা দেবী দণ্ডকারণ্যবাসপ্রিয়সখি হা চরিত্রদেবতে লোকান্তরং পর্যবস্থিতাসি। (মূর্ছতি)

লক্ষ্মণঃ—ভগবান্ বাল্মীকে পরিত্রায়স্ব পরিত্রায়স্ব। এষ তে কাব্যার্থঃ।

(নেপথ্যে)

অপনীয়তামাতোদ্যম্। ভো ভো সজঙ্গমস্থাবরাঃ প্রাণভৃতো মর্ত্যামর্ত্যাঃ পশ্যতেদানীং মহর্ষিণা ভগবতা বাল্মীকিনাঽভ্যনুজ্ঞাতং পবিত্রমাশ্চর্যম্।

লক্ষ্মণঃ—(বিলোক্য)

মন্থাদিব ক্ষুভ্যতি গাঙ্গমম্ভো
ব্যাপ্তং চ দেবর্ষিভিরন্তরিক্ষম্।
আশ্চর্যমার্যা সহ দেবতাভ্যাং
গঙ্গামহীভ্যাং সলিলাদুদেতি ॥ ১৬ ॥

(পুনর্নেপথ্যে)

অরুন্ধতি জগদ্বন্দ্যে গঙ্গাপৃথ্যৌ জুষস্ব নৌ।
অর্পিতেয়ং তবাবাভ্যাং সীতা পুণ্যব্রতা বধূঃ ॥ ১৭ ॥

লক্ষ্মণঃ—অহো আশ্চর্যমাশ্চর্যম্। আর্য পশ্য পশ্য। (বিলোক্য) কণ্টমদ্যাপি নোচ্ছ্বসিত্যার্যঃ।

(ততঃ প্রবিশত্যরুন্ধতী সীতা চ।)

অরুন্ধতী— ত্বরস্ব বৎসে বৈদেহি মুঞ্চ শালীনশীলতাম্।
এহি জীবয় মে বৎসং সৌম্যস্পর্শেন পাণিনা ॥ ১৮ ॥

সীতা—(সসম্ভ্রমং স্পৃশন্তী) সমস্সসদু সমস্সসদু অজ্জউত্তো। (সমাশ্বসিত্বার্যপুত্রঃ)

রামঃ—(সমাশ্বস্য সানন্দম্) ভোঃ কিমেতৎ। (দৃষ্টা সহর্ষাদ্ভুতম্।) কথং দেবী। (সলজ্জম্) অয়ে অম্বা মে অরুন্ধতী সর্বে প্রহৃষ্যন্ত ঋষ্যশৃঙ্গশান্তাদয়োঽস্মদ্গুরবঃ।

অরুন্ধতী—বৎস এষা ভগবতী ভগীরথগৃহদেবতা সুপ্রসন্না গঙ্গা।

(নেপথ্যে)

জগৎপতে রামচন্দ্র স্মর্যতামালেখ্যদর্শনে মাং প্রত্যাত্মনো বচনং যথা সা ত্বমম্ব স্নুষায়ামরুন্ধতীব সীতায়াং শিবানুধ্যানপরা ভবেতি তত্রানৃণাস্মি জাতা।

অরুন্ধতী— ইয়ং তে শ্বশ্রূর্ভগবতী বসুন্ধরা।

(পুনর্নেপথ্যে)

উক্তমাসীদায়ুষ্মতা বৎসায়া পরিত্যাগে যথা ভগবতি বসুন্ধরে শ্লাঘ্যাং দুহিতর মবেক্ষস্ব জানকীমিতি। তদধুনা কৃতবচনাস্মি প্রভোর্বৎসস্যেতি।

রামঃ—কথং কৃতমহাপরাধো ভগবতীভ্যামনুকম্পিতঃ। প্রণমামি বঃ।

অরুন্ধতী— ভো ভোঃ পৌরজানপদাঃ, ইয়মধুনা ভগবতীভ্যাং বসুন্ধরাজাহ্নবীভ্যামেবং প্রশস্যমানা মমারুন্ধত্যাঃ সমর্পিতা পূর্বংচ ভগবতা বৈশ্বনারেণ নির্ণীতপুণ্যচারিত্রা সব্রহ্মকৈশ্চ দেবৈঃ সংস্তুতা সবিত্রকুলবধূর্দেবযজনসম্ভবা সীতাদেবী পরিগৃহ্যতামিতি কথমিহ ভবন্তো মন্যন্তে।

লক্ষ্মণঃ—আর্য এবমার্যয়ারুন্ধত্যা নির্ভর্ৎসিতাঃ পৌরজানপদাঃ কৃৎস্নশ্চ ভুতগ্রাম আর্যাং নমস্কুর্বন্তি। লোকপালাঃ সপ্তর্ষয়শ্চ পুষ্পবৃষ্টিভিরুপতিষ্ঠন্তে।

অরুন্ধতী—জগৎপতে রামচন্দ্র
নিযোজয় যথাধর্মং প্রিয়াং ত্বং ধর্মচারিণীম্।
হিরণ্ময্যাঃ প্রতিকৃতেঃ পুণ্যপ্রকৃতিমধ্বরে ॥ ১৯ ॥

সীতা—(স্বগতম্) জাণাদি অজ্জউত্তো সীদাএ দুক্খং পডিমজ্জিদুম্। (জানাত্যার্যপুত্রঃ সীতায়া দুঃখং পরিমার্ষ্টুম্।)

রামঃ—যথা ভগবত্যাদিশতি।

লক্ষ্মণঃ—কৃতার্থোঽস্মি।

সীতা—পচ্চুজ্জীবিদম্হি। (প্রত্যুজ্জীবিতাস্মি।
লক্ষ্মণঃ—আর্যে এষ নির্লজ্জো লক্ষ্মণঃ প্রণমতি।
সীতা—বচ্ছসরিসো তুমং চীরং জীঅ। বৎসসদৃশস্ত্বং চিরং জীব।
অরুন্ধতী—ভগবন্ বাল্মীকে উপনীয়েতামিমৌ সীতাগর্ভসম্ভবৌ রামভদ্রস্য পুত্রকৌ কুশলবৌ। (ইতি নিষ্ক্রান্তা)
রামলক্ষ্মণৌ—দিষ্ট্যা তথৈবৈতৎ।
সীতা—(সবাষ্পাকুলা) কহিং তে পুত্তআ মে। কুত্র তৌ পুত্রকৌ মম।

(ততঃ প্রবিশতি বাল্মীকিঃ কুশলবৌ চ)

বাল্মীকিঃ—বৎসৌ কুশলবৌ এষ বাং রঘুপতিঃ পিতা। এষ লক্ষ্মণঃ কনিষ্ঠতাতঃ। এষা সীতা জননী। এষ রাজর্ষির্জনকো মাতামহঃ।
সীতা—(সহর্ষকরুণাস্ভুং বিলোক্য।) কহং তাদো। (কথং তাতঃ।)
কুশলবৌ—হা তাত হা অম্ব হা মাতামহ।
রামলক্ষ্মণৌ—(সহর্ষমালিঙ্গ্য) ননু বৎসৌ পুণ্যৈঃ প্রাপ্তৌ স্থঃ।
সীতা—এহি জাদ কুস, এহি জাদ লব চিরস্স পরিস্সজহ মং লোঅন্দরগদং জণণিং।
(এহি জাত কুশ এহি জাত লব চিরস্য পরিষ্বজেথাং মাং লোকান্তরগতাং জননীম্।
কুশলবৌ—(তথা কৃত্বা) ধন্যৌ স্বঃ।
সীতা—ভঅবং এসা হং পণমামি। (ভগবন্ এষাহং প্রণমামি।)
বাল্মীকিঃ—বৎসে ঈদৃশ্যেব চিরং ভূয়াঃ।
সীতা—অম্মহে তাদো কুলগুরু অজ্জাঅণো সভত্তুঅও অজ্জা সন্তাদেঈ সলক্খণা সুপ্পসন্না অজ্জউত্তচলণা সমং কুশলবা বি দীসন্তী তা ণিব্ভরম্হি আণন্দেণ। (অহো তাতঃ কুলগুরুরার্যাজনঃ সভর্তৃকার্যা শান্তাদেবী সলক্ষ্মণাঃ সুপ্রসন্না আর্যপুত্রচরণাঃ সমং কুশলবাবপি দৃশ্যন্তে তন্নির্ভরাস্ম্যানন্দেন।)

(নেপথ্যে কলকলঃ)

বাল্মীকিঃ—(উত্থায়াবলোক্য চ) উৎখাতলবণো মধুরেশ্বরঃ প্রাপ্তঃ।
লক্ষ্মণঃ—সানুষঙ্গাণি কল্যাণানি।
রামঃ—সর্বমিদমনুভবন্নপি ন প্রত্যেমি। যদ্বা প্রকৃতিরিয়মভ্যুদয়ানাম্।
বাল্মীকিঃ—রামভদ্র উচ্যতাং কিং তে ভূয়ঃ প্রিয়মুপকরোমি।
রামঃ—অতঃপরমপি প্রিয়মস্তি। কিং ত্বিদং ভরতবাক্যমস্তু।

পাপেভ্যশ্চ পুনাতি বর্ধয়তি চ শ্রেয়াংসি সেয়ং কথা
মঙ্গল্যা চ মনোহরা চ জগতো মাতেব গঙ্গেব চ।
তামেতাং পরিভাবয়ন্ত্বভিনয়ৈর্বিন্যস্তরূপাং বুধাঃ
শব্দব্রহ্মবিদঃ কবেঃ পরিণতাং প্রাজ্ঞস্য বাণীমিমাম্ ॥ ২০ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি সম্মেলনং নাম সপ্তমোঽঙ্কঃ ॥

॥ ইতি মহাকবিশ্রীভবভূতিবিরচিতং উত্তররামচরিতং নাম নাটকং সমাপ্তম্ ॥

গীতগোবিন্দম্

চলো যাই, জয়দেব, গোকুল-ভবনে
তব সঙ্গে, যথা রঙ্গে তমালের তলে
শিখিপুচ্ছ-চূড়া শিরে, পীত ধড়া গলে
নাচে শ্যাম, বামে রাধা—সৌদামিনী ঘনে।
না পাই যাদবে যদি, তুমি কুতূহলে
পূরিও নিকুঞ্জরাজী বেণুর স্বননে!
ভুলিবে গোকূল-কুল এ তোমার ছলে,—
নাচিবে শিখিনী সুখে, গাবে পিকগণে,—
বহিবে সমীর ধীরে সুস্বরলহরী,—
মৃদুতর কলকলে কালিন্দী আপনি
চলিবে! আনন্দে শুনি সে মধুর ধ্বনি,
ধৈরজ ধরি কি রবে ব্রজের সুন্দরী?
মাধবের রব, কবি, ও তব বদনে,
কে আছে ভারতে ভক্ত নাহি ভাবি মনে?

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

ভূমিকা

বাংলার রবি জয়দেব কবি কান্তকোমলপদে।
করেছে সুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চনকোকনদে॥

জয়দেব বাংলারই কবি কিনা সে-সম্বন্ধে বিতর্ক থাকতে পারে কিন্তু তিনি যে কান্তকোমল পদে সংস্কৃতের স্বর্ণপদ্মকে সুরভি করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। জয়দেব সংস্কৃতের শেষ বড়ো কবি এবং বাংলা প্রভৃতি নব্য আর্যভাষায় রচিত কাব্যের গঙ্গোত্রি তাঁর গীতগোবিন্দ কাব্য।[১]

সময়

জয়দেব তাঁর সময় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে কিছু না বললেও ইঙ্গিত রেখেছেন অন্য কবিদের নামোল্লেখের মধ্যে।

বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্যগোবর্ধন-
স্পর্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ॥ (১.৪)

উমাপতিধর[২], গোবর্ধন[৩], শরণ[৪], ধোয়ী[৫] এবং জয়দেব সম্রাট লক্ষ্মণসেনের সভার পাঁচটি রত্ন বলে উল্লিখিত ঃ

গোবর্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ[৬] রত্নানি পঞ্চৈতে লক্ষ্মণস্য চ॥

লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে মোটামুটিভাবে ১১৭৯—১২০৫ সাল। তাই জয়দেবও ঐ সময়ের কবি বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। সুকুমার সেনের মতে 'জয়দেব দ্বাদশ শতকের শেষভাগে বর্তমান ছিলেন'।[৭]

১১২৭ বা ১২০৬ সালে শ্রীধর দাস রচিত সদুক্তিকর্ণামৃত সংকলিত হয়। সেই গ্রন্থে গীতগোবিন্দের পাঁচটি শ্লোক আছে। এ ছাড়া দুটি শ্লোকে যে রাজপ্রশস্তি আছে তা লক্ষ্মণসেনের প্রশস্তি বলেই মনে হয়। তার মধ্যে একটি শ্লোকে[৮] স্পষ্টতঃ বঙ্গপ্রিয় ও গৌড়েন্দ্র কথাটির উল্লেখ আছে—

লক্ষ্মীকেলিভুজঙ্গ। জঙ্গমহরে! সংকল্পকল্পদ্রুম!
শ্রেয়ঃসাধক অঙ্গ! সংগকলাগাঙ্গেয়! বঙ্গপ্রিয়!
গৌড়েন্দ্র! প্রতিরাজনায়ক! সভালংকার! কর্ণার্পিত-
প্রত্যর্থিক্ষিতিপাল! পালকসতাং! দৃষ্টোঽসি, তুষ্টা বয়ম্॥ (৩.১১.৫)

সদুক্তিকর্ণামৃতে গীতগোবিন্দে ব্যবহৃত তিনটি শ্লোক এবং গৌড়েন্দ্রপ্রশস্তিমূলক শ্লোকটি দেখে মনে হয় সদুক্তিকর্ণামৃত সংকলনের কিছু আগেই জয়দেবখ্যাতি বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। এই সময়টি লক্ষ্মণসেনের রাজত্বসীমার মধ্যেই পড়ছে।

জয়দেব যে লক্ষ্মণসেনেরই সভাসদ ছিলেন পরবর্তীকালে অনেকেই তা উল্লেখ করেছেন। মেবারের রানা কুম্ভ ১ম সর্গের ৪র্থ শ্লোকের টীকায় উমাপতিধর, জয়দেব, শরণ, গোবর্ধন, শ্রুতিধর[৯] এবং ধোয়ীর প্রসঙ্গে লিখেছেন—'ইতি ষট্ পণ্ডিতস্য রাজ্ঞো লক্ষ্মণসেনস্য প্রসিদ্ধা ইতি রূঢ়িঃ।' সনাতন গোস্বামী ভাগবতের বৈষ্ণবতোষিণী টীকায়

লিখেছেন,—'শ্রীজয়দেবসহচরেণ মহারাজলক্ষ্মণসেন-মন্ত্রিবরেণ উমাপতিধরেণ' ইত্যাদি। প্রায় একই সময়ে রাজা নরনারায়ণের সভাকবি শঙ্করধ্বজ ১ম সর্গের ৪র্থ শ্লোকের টীকায় লিখেছেন—'লক্ষ্মণসেনসভাসদাং স্বরূপকথনেন নিজোৎকর্ষপ্রতিপাদনেন স্বকাব্যমাহাত্ম্যং সূচয়তি।'

সেকশুভোদয়া গ্রন্থেও[১০] লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক হিসেবে জয়দেবের উল্লেখ আছে।

রূপগোস্বামী-সম্পাদিত 'পদ্যাবলী'তে লক্ষ্মণসেনের নামে দুটি শ্লোক আছে। সদুক্তিকর্ণামৃতে এই শ্লোকদুটির একটি যুবরাজ কেশবসেনের নামে চিহ্নিত।

আহূতাদ্য মহোৎসবে নিশি গৃহং শূন্যং বিমুচ্যাগতা
ক্ষীবঃ প্রৈষ্যজনঃ কথং কুলবধূরেকাকিনী যাস্যতি।
বৎস ত্বং তদিমং নয়ালমিতি শ্রুত্বা যশোদাগিরো
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি মধুরস্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ॥

যশোদা কৃষ্ণকে বলছেন, আমি ডেকেছি বলে আজকের উৎসবে রাধা এই রাতে শূন্য ঘর ফেলে চলে এসেছে। ভৃত্যেরা মধুপানে মত্ত। কুলবধূ একাই বা যাবে কী করে? অতএব, বৎস, তুমি একে ঘরে রেখে এসো। যশোদার একথা শুনে আনন্দিত রাধামাধবের মধুর-অলস দৃষ্টি জয়যুক্ত হোক।

এই শ্লোকটিতে যশোদা কৃষ্ণকে বলছেন রাধাকে বাড়ি নিয়ে যেতে, আর গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটিতে নন্দ শ্রীরাধাকে বলছেন কৃষ্ণকে বাড়ি নিয়ে যেতে। শেষ পঙক্তির বাক্-সাম্যও এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। রাজাকে বা যুবরাজকে খুশি করবার জন্যে জয়দেবই তাঁর রচিত শ্লোক অনুকরণে গীতগোবিন্দের শ্লোকটি লিখে থাকুন আর জয়দেবের অনুকরণে লক্ষ্মণসেন বা যুবরাজই শ্লোকটি লিখে থাকুন, উভয়ে যে সমকালীন ছিলেন তা বোঝা যায়।

দেশ

জয়দেব লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন এ কথা না হয় প্রতিপন্ন হল, কিন্তু তিনি কি বাঙালী ছিলেন? এমনও তো হতে পারে তিনি অন্য-কোনোখান থেকে লক্ষ্মণসেনের সভায় এসেছিলেন। জয়দেবকে নিজের নিজের অঞ্চলের বলে দাবি করছে বাংলা, উড়িষ্যা ও মিথিলা। গীতগোবিন্দের তৃতীয় সর্গে জয়দেব নিজেকে কেন্দুবিল্বসম্ভব বলেছেন ঃ

বর্ণিতং জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন।
কেন্দুবিল্ব-সমুদ্রসম্ভব-রোহিণীরমণেন॥ (৩.১০)

[কেন্দুবিল্ব-সমুদ্রজাত চন্দ্র জয়দেব সবিনয়ে হরির এই (বিলাপবাক্য) বর্ণনা করলেন]

এই কেন্দুবিল্ব বলতে বীরভূমের অজয়নদীর তীরে যে 'কেঁদলি' গ্রাম আমরা তাকেই বুঝি। জয়দেবের পূত-স্মৃতিকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরই এখানে যে-মেলা অনুষ্ঠিত হয় তাতে বহু ভক্ত বৈষ্ণব ও বাউলের সমাবেশ হয়। বগুড়ার বারইল গ্রাম-নিবাসী ধীরেন্দ্রনাথ বলসংগৃহীত প্রবাদ ও বিবরণে জয়দেবকে ঐ গ্রামের সাতক্রোশ পূর্ববর্তী 'কেন্দুলী' গ্রামের বলে দাবি করা হয়েছে। সেখানে নাকি আগে প্রতি বছর জয়দেবস্মরণে মেলাও বসত। 'জয়দেবঠাকুর' নামে একটা পুকুরও আছে সেখানে। গ্রামবাসীরা বলেন ঐ পুকুরের কাছেই জয়দেবের বসতবাড়ি ছিল।

উড়িষ্যার পুরীর কাছাকাছি 'প্রাচী' নদীর ধারেও 'কেন্দুলী' নামে একটি বড়ো গ্রাম আছে। উড়িষ্যা স্টেট মিউজিয়মের কিউরেটর শ্রীকেদারনাথ মহাপাত্র ১৯৬০ সালে লেখা

একটি বিশেষ রচনায় ঐ গ্রামটিকেই জয়দেবের জন্মভূমি কেন্দুবিল্ব বলে দাবি করেছেন। সেখানকার মূর্তিশিল্প বিশ্লেষণ করে বলেছেন জয়দেবের কৃষ্ণ-চেতনার উৎস আছে এই শিল্পে। উড়িষ্যার সাহিত্যে গীতগোবিন্দের প্রবল প্রভাবকেও তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের সমর্থক বলেলেন। কিন্তু এ যুক্তি ঠিক মেনে নেওয়া যায় না। কারণ গুজরাটী, হিন্দী ইত্যাদি ভারতের অন্যান্য অনেক ভাষার সাহিত্যেই তো গীতগোবিন্দের প্রবল প্রভাব পড়েছে। মিথিলাতেও 'কেন্দোলি' নামে এক গ্রাম আছে। মিথিলার কোনো কোনো পণ্ডিত ঐ গ্রামকে জয়দেবের জন্মভূমি বলেছেন। কিন্তু তাঁদের দাবির ভিত্তিও দুর্বল। মৈথিল সাহিত্যে প্রভাবের প্রসঙ্গই তাঁদের মূল যুক্তি।

সর্বদিক বিবেচনা করলে বাংলার বীরভূমের দাবিই জোরালো। দ্বিজমোহন দাস-রচিত 'ভক্তমাল' এবং বনমালী দাসের 'জয়দেবচরিত্রে' বীরভূমের কেঁদুলিকেই জয়দেবের বাসভূমি বলা হয়েছে। তা ছাড়া রাধার প্রাধান্য বাংলারই বৈশিষ্ট্য। উড়িষ্যা বা মিথিলার নয়। আর প্রভাবের কথা ধরলে, জয়দেবকে বাংলা গীতিকাব্যের আদি জনক বলতে হয়।

স্বজন-বন্ধু

জয়দেবের পিতার নাম ছিল ভোজদেব এবং মাতার নাম বামাদেবী। তাঁর একজন বন্ধুর নাম পরাশর। এই তথ্যের উৎস দ্বাদশ সর্গের শেষ শ্লোকটি :

শ্রীভোজদেবপ্রভবস্য বামাদেবীসুত শ্রীজয়দেবকস্য।
পরাশরাদিপ্রিয়বন্ধুকণ্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দকবিত্বমস্তু॥

জয়দেবের পত্নীর নাম ছিল পদ্মাবতী। 'পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্তী' (১.২), 'বিহিত-পদ্মাবতী-সুখসমাজে' (১১.২১), 'জয়তি পদ্মাবতীরমণজয়দেবকবিভারতী-ভণিতমতিশাতম্' (১৩.১০) এই সব উদ্ধৃতি এর সাক্ষ্য।

'সেকশুভোদয়া' গ্রন্থেও জয়দেবপত্নীর এ নাম সমর্থিত। টীকাকারেরা কেউ কেউ অবশ্য 'পদ্মাবতী' অর্থে লক্ষ্মী বা 'রাধা' ধরেছেন। প্রাচীন টীকাকার ধৃতিদাস বলেছেন 'পদ্মাবতী নাম জয়দেবভার্যা'। কেন্দুবিল্বসম্ভব রোহিণীরমণ এই বিশেষণটি দেখে কেউ কেউ বলেন রোহিণী তাঁর আর-এক স্ত্রীর নাম, কেউ কেউ মনে করেন 'রোহিণী' পদ্মাবতীরই আর-এক নাম। সহজিয়ারা বলেন রোহিণী কবির পরকীয়া।

পদ্মাবতীসহোদরা রোহিণী নামেতে।
তারে গুরু কৈল রস আস্বাদিতে॥

গঠন ও বিষয়বস্তু

গীতগোবিন্দকে জয়দেব 'মহাকাব্য' বলেছেন। 'সর্গবন্ধো মহাকাব্যম্'— বারোটি সর্গে তিনি এ কাব্যকে ভাগ করেছেন। কিন্তু মহাকাব্যের অন্যান্য লক্ষণ মেলাতে গেলে একে প্রচলিত অর্থে 'মহাকাব্য' বলা যাবে না।[১১] তবে কবি হয়তো বিষয়-মাহাত্ম্যকে মনে রেখে ঐ নামই বেছে নিয়েছেন। তাছাড়া সংস্কৃতসাহিত্যের ভাঙন শুরু হয়ে যখন নব্য ভারতীয় ভাষায় সাহিত্য রচনা হতে চলেছে। তখন রচনার আঙ্গিকেও ভাঙাগড়া খুবই স্বাভাবিক।

সুশীলকুমার দে বলেছেন : It should not be forgotten that the Gitagovinda was composed as an epoch when the classical Sanskrit literature was already on the declines, and when it was possible for such irregular types to come into existence, presumably through the

influence of musical and melodramatic tendencies of the vernacular literature; which was by this time emerging into definite existence.

(History of Sanskrit literature p. 394-95)

গীতগোবিন্দ মূলতঃ চব্বিশটি গানের পালা।[১২] একেকটি শ্লোক হল একেকটি পদ, আর পদের সমষ্টি হল পদাবলী। আটটি পদ নিয়ে এক-একটি গান বলে একে অষ্টপদীও বলা হয়েছে। একেকটি সর্গে এক বা একাধিক গান আছে। সেই গানগুলোর আগে এবং পরে বৃত্তছন্দে রচিত শ্লোকে কাহিনীসূত্রে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক সর্গের একেকটি বিশেষ নাম আছে, সেই নামটি ঐ সর্গের বিষয়বস্তুর মূল সুরটিকে ধরিয়ে দেবার জন্যে ভেবেচিন্তে প্রয়োগ করেছেন কবি।

প্রথম সর্গ ঃ সামোদ দামোদর

কন্দর্পক্লিষ্টা রাধা কৃষ্ণকে খুঁজছেন বৃন্দাবনের বনে বনে। কিন্তু সখী তাঁকে দেখিয়ে দিলেন তিনি অন্য নায়িকার সঙ্গে বিলাসে মত্ত। কৃষ্ণসোহাগের বহুস্মৃতির তরঙ্গ বয়ে গেল রাধার হৃদয় দিয়ে। কিন্তু সেই দামোদর আজ তাঁকে ছেড়ে অন্য নায়িকাকে নিয়ে আমোদে রত। এই সর্গের বক্তব্যটি তাই 'সামোদ-দামোদর' নামে চিহ্নিত।

দ্বিতীয় সর্গ ঃ অক্লেশ কেশব

সখীর কথায় ম্রিয়মাণ রাধা অন্য কুঞ্জে গেলেন। অন্য নারীর সঙ্গে মিলিত কৃষ্ণকে তিনি যেন প্রত্যক্ষ করছেন। তবু কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর মিলনস্মৃতি তিনি ভুলতে পারলেন না। কৃষ্ণ গোপীদের বিলাসকলা দেখে নিশ্চয় রাধাকেই বেশি করে স্মরণ করছেন। কবি বলছেন এই নবকেশব সকলের ক্লেশ দূর করুন। শেষের পঙ্‌ক্তিতে ফুটে উঠেছে 'অক্লেশ কেশব' নামের তাৎপর্য।

তৃতীয় সর্গ ঃ মুগ্ধ মধুসূদন

যাঁর জন্যে সংসারবাসনার শৃঙ্খল আনন্দে পরেছেন কৃষ্ণ সেই রাধাকে হৃদয়ে ধ্যান করতে করতে তিনি হঠাৎ ব্রজসুন্দরীদের সঙ্গ ত্যাগ করে চললেন। কোথাও তাঁকে না পেয়ে বিষণ্ণ মনে ভাবছেন—আমার বিরহে না জানি তিনি কী করছেন। তাঁর অভাবে আমারই বা কী কাজ ধনে জনে গৃহে। মুগ্ধ হয়ে হরি একথা ভাবছেন। তাই সর্গটির নাম 'মুগ্ধ মধুসূদন'।

চতুর্থ সর্গ ঃ স্নিগ্ধ মধুসূদন

রাধার এক সখীর কাছে কৃষ্ণ শুনলেন, রাধা তাঁর বিরহে সূর্যদগ্ধ কুসুমের মতো শুষ্ক। এ সংবাদ শুনে ভয়ভীত কৃষ্ণ স্নিগ্ধ হলেন, তাঁর দুশ্চিন্তা দূর হল। তাই সর্গের নাম হল 'স্নিগ্ধ মধুসূদন'।

পঞ্চম সর্গ ঃ সাকাঙ্ক্ষ পুণ্ডরীকাক্ষ

অন্যনারীসংসর্গ করেছেন বলে নিজেকে অপরাধী মনে করলেন কৃষ্ণ। তাই সখীর মুখে রাধার অবস্থার কথা শুনেও রাধার কাছে ছুটে যেতে পারলেন না তিনি। রাধাকেই সখী নিয়ে আসুক তাঁর কাছে—এই ইচ্ছা প্রকাশ করলেন কৃষ্ণ। সখী রাধাকে কৃষ্ণ-অভিসারে যেতে আহ্বান জানালো, কারণ তিনি যে 'সাকাঙ্ক্ষ'। সর্গটি তাই সার্থকনামা।

ষষ্ঠ সর্গ ঃ ধৃষ্ট বৈকুণ্ঠ

সখী এসে বলে শ্রীরাধা কৃষ্ণবিরহে বিহ্বল। তিনি নিজেকেই কৃষ্ণ মনে করে তন্ময় হয়ে আছেন। তাই কৃষ্ণের উচিত লজ্জা ত্যাগ করে নিজেই তাঁর কাছে যাওয়া। বিপরীত অভিসারে কৃষ্ণ ধৃষ্ট (অর্থাৎ নির্লজ্জ) হোন—সখীর এই আকূতিই এই সর্গে প্রকাশিত, নামের ইঙ্গিতও সেই দিকে।

সপ্তম সর্গ ঃ নাগর নারায়ণ

রাধা অধীর প্রতীক্ষায় থাকেন। পাতায় সামান্য শব্দ হলেও উন্মুখ হয়ে ওঠেন—বুঝি তিনি এই এলেন। কিন্তু কৃষ্ণ এলেন না। সখীর কাছে কান্নায় ভেঙে পড়েন রাধা। তাঁর চোখে ভাসে অন্য নারীর সঙ্গে বিলাসে মত্ত বহুনারীপ্রিয় নারায়ণের ছবি। তাই এ সর্গের এই নাম। 'নাগর' অর্থ বহুবল্লভ নারায়ণ।

অষ্টম সর্গ ঃ বিলক্ষ লক্ষ্মীপতি

কোনোমতে দুঃসহ বেদনায় রাত কাটালেন রাধা। ভোর হলে দেখলেন, কৃষ্ণ কুঞ্জদ্বারে, মুখে অনুনয়বাণী। রাধার চোখে পড়ে কৃষ্ণদেহে অন্য নারীসংসর্গের চিহ্ন। রাধা তাঁকে ভর্ৎসনা করতে থাকেন। বিলক্ষ অর্থাৎ বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকেন কৃষ্ণ। তাই সর্গটির নাম 'বিলক্ষ লক্ষ্মীপতি'।

নবম সর্গ ঃ মুগ্ধ মুকুন্দ

রাধা অভিমানে ফিরিয়ে দিলেন কৃষ্ণকে। কিন্তু যাকে ফিরিয়ে দিলেন তাঁর জন্যেই হলেন আকুল। সখী ভর্ৎসনা করে রাধাকে, মান করে এখন আবার কাঁদছ ? সখীরা হাসছে তোমাকে দেখে। সখী কৃষ্ণের কাছে গিয়ে রাধার অনুতাপের কথা বলেন। কৃষ্ণ মুগ্ধ হন রাধাপ্রকৃতি দেখে ঃ এই মান, আবার এই অনুতাপ ! সর্গটির নাম তাই 'মুগ্ধ মুকুন্দ'।

দশম সর্গ ঃ মুগ্ধ মাধব

রাধার মান কমে আসতে থাকে। কুঞ্জবনে নেমে আসে সন্ধ্যার অন্ধকার। বাতাস সুগন্ধ হল কার স্পর্শে ? কৃষ্ণ এলেন। রাধা চাইলেন সখীদের দিকে। সখীরা সরে গেল সেখান থেকে। মুগ্ধ কৃষ্ণ নতজানু হয়ে বললেন—দেহি পদপল্লবমুদারম্। সর্গটি কৃষ্ণের এই বিমুগ্ধ ভাবটিকেই রূপ দিয়েছে।

একাদশ সর্গ : সানন্দ গোবিন্দ

মিনতি জানিয়ে কৃষ্ণ প্রসন্ন করলেন রাধাকে। রাধা ভুলে গেলেন সব বেদনা। সখী মন্ত্রণা দিল—আর দেরি নয়। এবারে তোমার স্বর্ণমেখলায় রতিরণবাদ্য বেজে উঠুক। কটাক্ষ-ইঙ্গিতে গোবিন্দের দিকে তাকিয়ে রাধা প্রবেশ করলেন বাসক-গৃহে ! কৃষ্ণ হলেন আনন্দিত। সর্গটি তাই সার্থকনামা।

দ্বাদশ সর্গ ঃ সুপ্রীত পীতাম্বর

সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এবারে মিলন। কৃষ্ণ রাধার প্রীতিসম্পাদনে সফল, তাই তিনি 'সুপ্রীত'।

গীতগোবিন্দের গান

শ্রীবাসুদেবরতিকেলিকথাসমেত-
মেতং করোতি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধম্‌।

—জয়দেব তাঁর গীতকে বলেছেন প্রবন্ধ। প্রবন্ধগান 'নিবদ্ধ' অর্থাৎ ধাতুবন্ধ গানের অন্তর্ভুক্ত। ধাতু হচ্ছে গানের অবয়ব-বিভাগ : উদ্‌গ্রাহক, মেলাপক, ধ্রুব ও আভোগ। যে-অবয়বে গান আরম্ভ করা হয় তাকে উদ্‌গ্রাহক বলে। 'মেলাপক' মানে যা মিলিয়ে দেয় বা যোগ সাধন করে। প্রথম ধাতু উদ্‌গ্রাহক এবং তৃতীয় ধাতু ধ্রুবের মিলনসাধক অবয়বের নাম মেলাপক। 'ধ্রুব' ধাতুটি গানের সবগুলো কলি বা তুকে নিত্যবর্তমান। প্রবন্ধের অন্তিম অবয়বের নাম আভোগ, এই অংশেই সাধারণতঃ গীতরচয়িতার নাম বা ভণিতা থাকে। ধ্রুব এবং আভোগের মধ্যে যদি অন্য ধাতু থাকে তবে তার নাম অন্তর বা অন্তরা। গীতগোবিন্দের গান পঞ্চধাতুক। শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্রের মতে এটি ছায়ালগ বা সালগ সূড় শ্রেণীর প্রবন্ধ।

জয়দেব তাঁর চব্বিশটি প্রবন্ধ-গানে মালব, গুর্জরী, বসন্ত, রামকিরি, কর্ণাট, দেশবরাড়ি, গোণ্ডকিরি, ভৈরবী ও বিভাস রাগ প্রয়োগ করেছেন; বাংলাভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদও সুরে ও তালে গাওয়া হত। চর্যাপদের ৫০টি গানে প্রযুক্ত ১০টি রাগের মধ্যে জয়দেবব্যবহৃত গুর্জরী, রামকিরি, বরাড়ি (বলাড্ডী) ও ভৈরবীরাগের নাম পাওয়া যাচ্ছে। জয়দেবের দেশবরাড়ী মূলত দেশাখ (-গ) ও বরাড়ী রাগের মিশ্রণে গঠিত। দেশাখরাগ চর্যাপদে ব্যবহৃত হয়েছে।

জয়দেব-ব্যবহৃত রাগের লক্ষণ কী ছিল তা জানতে হলে আমাদের একমাত্র অবলম্বন লোচন পন্ডিতের রাগতরঙ্গিণী (দ্বাদশ শতকে বল্লালসেনের সময় লেখা) এবং তার কিছু পরে লেখা শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীতরত্নাকর। কিন্তু গানগুলো ঠিক ঐ পদ্ধতিতে গাওয়া হত কিনা তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। বড়ুচন্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তনে যে-সব রাগ ব্যবহৃত হয়েছে তার রাগরূপ সম্বন্ধেও একই সন্দেহ। তবে এ সময়ের সঙ্গীত যে উত্তর ভারতের সঙ্গীতপ্রবাহ থেকে অবিচ্ছিন্ন ছিল একথা বলা যেতে পারে। কিছু লোকায়ত সুর মার্গসঙ্গীতের মর্যাদায় উন্নীত হচ্ছিল। যেমন গোণ্ডকিরি আদিম গোন্ডদের মধ্যে প্রচলিত একটি সুর এমন হওয়া সম্ভব। জয়দেবের কর্ণাট রাগ ব্যবহার থেকে দক্ষিণী প্রভাবও অনুমান করা যেতে পারে। তা হতেই পারে, কারণ সেন বংশের রাজারা আদিতে কর্ণাটবাসীই ছিলেন।

জয়দেব যে-সব তালের উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে আছে : রূপক, নিঃসারুক, যতি, একতালী এবং অষ্টতালী। এসব তাল কীর্তনগানে এখনও শাস্ত্রোক্ত রীতিতেই ব্যবহৃত হয়। অষ্টতাল আটটি তালের সমষ্টি : আড়, দোজ, জ্যোতি (বা যতি), চন্দ্রশেখর, গঞ্জন, পঞ্চ, রূপক ও সম। 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি' গানটি এখনও অনেক কীর্তনগায়ক এই তালেই গেয়ে থাকেন।

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে 'গীতগোবিন্দ' যে-সুরে গাওয়া হয় তার উপর উড়িষ্যার লোকসঙ্গীতের প্রভাবই বেশি, জয়দেবোক্ত রাগরাগিণীর প্রভাব নেই। কীর্তনগায়কেরাও নিজস্ব সুরেই গীতগোবিন্দের গান গেয়ে থাকেন। গীতগোবিন্দের যে দু-একটি স্বরলিপি-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তা রাগাশ্রিত হলেও গীতগোবিন্দে উল্লিখিত রাগাশ্রয়ে নয়। জয়দেবের সময়ে গীতগোবিন্দে উল্লিখিত রাগগুলি কী সুরে গাওয়া হত তা

জানবার কোনো উপায় বোধহয় আজ নেই। কালক্রমে রাগরূপের পরিবর্তন ঘটেছে এবং সারা ভারতে প্রচলিত গীতগোবিন্দ একেক অঞ্চলে প্রচলিত জনপ্রিয় রাগ অথবা লোকায়ত সুরে গীত হতে থাকবে এই তো স্বাভাবিক।

গীতগোবিন্দের ছন্দ

গীতগোবিন্দে জয়দেব যে-সব সংস্কৃত বৃত্তছন্দ ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে শার্দুল-বিক্রীড়িত ছন্দই তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল মনে হয় কারণ ৭৭টি বৃত্তছন্দে লেখা শ্লোকের মধ্যে ৩৭টিই এই ছন্দে রচিত। কিন্তু এহ বাহ্য। জয়দেবের ছন্দনৈপুণ্যের পরিচয় মাত্রাছন্দে লেখা তার চব্বিশটি গানেই পাওয়া যাবে, এগুলোতে নয়। সংস্কৃত ছন্দকে বিদায় দিয়ে অপভ্রংশের ছন্দকে স্বাগত জানিয়েছে গীতগোবিন্দের গানগুলো। এই রকম একটি ছন্দ পাদাকুলক বা পজ্ঝটিকা (যার লক্ষণ ঃ প্রতিপদযমকিতষোড়শ-মাত্রা)।

বিহিতবিশদবিসকিসলয়বলয়া
জীবতি পরমিহ তব রতিকলয়া। গীত ১২, ৪

লক্ষণীয়, এখানে চারটি পাদ নেই, আছে দুইটি পাদ। একে বলা যেতে পারে জয়দেবী দ্বিপাদ পাদাকুলক।

পাদাকুলকের শেষের মাত্রাটি কমিয়ে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন ১৬-সংখ্যক গীতে ঃ

কনকনিকষরুচিশুচিবসনেন।
শ্বসিতি ন সা পরিজনহসনেন॥

জয়দেবের গীতছন্দ বিশ্লেষণ করলে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের চরণ বা পাদ পাওয়া যাবে, যার 'চাল' প্রধানতঃ চতুর্মাত্রিক, পঞ্চমাত্রিক ও সপ্তমাত্রিক ঃ

আগের উদাহরণগুলি সবই চতুর্মাত্রিক চাল।

পঞ্চমাত্রিক চলন

বদসি যদি | কিঞ্চিদপি | দন্তরুচি | কৌমুদী = ৫/৫/৫/৫

সপ্তমাত্রিক চলন

কিং করিষ্যতি | কিং বদিষ্যতি | সা চিরং বির | হেণ = ৭/৭/৭/৩ (অপূর্ণপদী)
কিং ধনেন জ | নেন কিং মম | জীবিতেন গৃ | হেণ

ত্রিমাত্রিক চলন পাওয়া যাবে মিশ্রছন্দগুলিতে যা বিভিন্ন মাত্রাদৈর্ঘ্যের 'গণে' গঠিত।

ধ্বনিত | মধুপ | সমূহে = ৩/৩/৫

শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন বলেছেন ঃ 'ছন্দের প্রসঙ্গ বলিতে গেলে এক বিষয়ে জয়দেব ভারতীয় সাহিত্যে অদ্যাবধি দ্বিতীয়রহিত। তাহা হইতেছে এক ছত্রের শ্লোক রচনা। মাঝখানে মিল থাকায় একছত্র হইলেও দৃশ্যে হিসাবে সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত।

শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল ললিতকলিত বনমাল॥'

কিংবদন্তী

চক্রদত্তের সংস্কৃত ভক্তমাল, নাভাজীকৃত ভক্তমাল এবং বীরভূমের কবি বনমালীদাসের 'জয়দেব-চরিত্র' এবং 'শেকশুভোদয়া'য় জয়দেবের কথা আছে। তবে মূলত কিংবদন্তীকে

আশ্রয় করেই এসব গ্রন্থে জয়দেবের জীবনকথা রচিত হয়েছে ; ভক্তমনের মাধুরীমণ্ডিত এই জীবনকথাটি সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

পুরীর জগন্নাথের মন্দিরে এলেন দক্ষিণদেশবাসী এক ব্রাহ্মণদম্পতি। নিঃসন্তান তাঁরা, সন্তানকামনায় ধর্না দিলেন এই মন্দিরে। সংকল্প করলেন সন্তান হলে জগন্নাথের সেবাতেই নিযুক্ত করবেন তাকে। স্বপ্নে পেলেন এক জ্যোতির্ময় মূর্তির আশীর্বাদ। সানন্দচিত্তে গৃহে ফিরলেন তাঁরা। তাঁদের ঘর আলো করে এল এক কন্যা। ব্রাহ্মণ কন্যার নাম দিলেন পদ্মাবতী। শৈশবেই সঙ্গীত ও নৃত্যে শিশুর অদ্ভুত দক্ষতা দেখা গেল। কন্যার বিশেষ-শিক্ষার ব্যবস্থাও করলেন ব্রাহ্মণ। যৌবনে পদ্মাবতী যেন হল 'প্রভাতরলং জ্যোতিঃ'। ব্রাহ্মণ সংকল্পের কথা ভুলতে চেয়েও পারলেন না। জগন্নাথের কাছেই সমর্পণ করলেন কন্যাকে। আবার স্বপ্ন ঃ ব্রাহ্মণ, তোমার কন্যা সাধারণ নয়, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যেই তার জন্ম। জয়দেব গোস্বামী নামে কেন্দুবিল্ব গ্রামে এক ব্রাহ্মণ আছে, সেই তোমার কন্যার পতি, কন্যা সমর্পণ করবে তাকে।

বহু অন্বেষণে অজয়ের ধারে এসে ব্রাহ্মণ পেলেন কেন্দুবিল্ব গ্রামের সন্ধান। জয়দেবের সন্ধানও পেলেন ঃ 'ভিক্ষা মেগে খায় সদা হরিনাম জপে'। কিন্তু দেবাদেশে ব্রাহ্মণ তাঁর কাছেই কন্যাগ্রহণের আবেদন জানালেন ;

ইয়ং মে তনয়া ব্রহ্মন্ জগন্নাথাজ্ঞয়া ময়া
নাম্না পদ্মাবতী তুভ্যং দীয়তেঽনুগৃহাণ তাম্ ।[১৩]

জয়দেব জানালেন আমি কন্যাদানের যোগ্য পাত্র নই, আমি দীন ও অনিকেতন, অতএব আমার কাছে এ আবেদন বৃথা।

কিন্তু ব্রাহ্মণ কন্যাকে বললেন, ইনিই তোমার স্বামী, তোমাকে এঁর কাছেই রেখে গেলাম। জয়দেব বললেন—

"কথং স্থাস্যসি কাননে ?"

পদ্মাবতী বললেন 'নাহমেকো ত্বয়ি স্থিতে'···

তুমি থাকতে তো আমি একা নই, বনে থাকতে পারব না কেন ?

জয়দেব গ্রহণ করলেন পদ্মাবতীকে। তাঁরা সমপ্রাণ হলেন, কৃষ্ণনাম গান করতে করতে নৃত্য-বিভোর হলেন ঃ

উভৌ তৌ দম্পতী তত্র একপ্রাণৌ বভূবতুঃ।
নৃত্যন্তৌ চাপি গায়ন্তৌ কৃষ্ণনামার্চনতৎপরৌ ॥[১৪]

একদিন জয়দেব ভাবলেন —নিজের লেখা কৃষ্ণগান গাইব। তাই তিনি গীতগোবিন্দ-রচনায় হাত দিলেন। একদিন লিখলেন ;

স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং

তার পরের পঙ্ক্তিটি তাঁর মনেই রয়ে গেল. লিখতে পারলেন না, কেমন করেই বা পারবেন ? 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' কৃষ্ণকণ্ঠে রাধার প্রতি এই পংক্তিযোজনা কি সঙ্গত ? কিন্তু আর অন্য কথাও তো কিছু মাথায় আসছে না। থাক তবে, পরে ভেবেচিন্তে দেখা যাবে—এই ভেবে জয়দেব নদীতে স্নান করতে গেলেন। পদ্মাবতী দেখলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বামী স্নান সেরে ফিরেছেন। আহারের শেষে জয়দেব বললেন—পুঁথিটি আনো তো পদ্মাবতী, ঐ পদটা শেষ করে ফেলি। জয়দেব লিখলেন ;

স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্ ।

লেখা শেষ করে জয়দেব বিশ্রামের জন্যে ঘরে গেলেন। পদ্মাবতী স্বামীর পাতে রোজকার মতো খেতে বসলেন। এমন সময়ে স্নান সেরে কৃষ্ণনাম গাইতে গাইতে জয়দেব বাড়িতে প্রবেশ করলেন। পদ্মাবতী অবাক—সে কী, এই তো আহারান্তে বিশ্রাম করতে গেলেন জয়দেব। জয়দেবও স্তম্ভিত—সে কী! আমাকে অভুক্ত রেখেই আজ পদ্মাবতী আহারে বসেছে! পদ্মাবতী বিশ্রামকক্ষে ছুটে গিয়ে দেখলেন কেউ নেই। বুঝলেন স্বয়ং কৃষ্ণ এসেছিলেন গৃহে। পুঁথি এনে জয়দেবকে দেখালেন, স্পষ্ট লেখা আছে ঃ

দেহি পদপল্লবমুদারম্ ।

কৃষ্ণস্পর্শধন্য গীতগোবিন্দকাব্যটি শেষ করলেন জয়দেব। রাধানাথের মন্দিরে গাইতে লাগলেন সেই গান। জয়দেবের নাম ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে। গৌড়রাজ লক্ষ্মণ-সেনের রাজসভাতেও গিয়ে পেঁছিল সেই নাম। লক্ষ্মণসেন সাদরে তাঁর সভায় স্থান দিলেন এই গীতস্রষ্টাকে।

গীতগোবিন্দের উৎস ও রাধাপ্রসঙ্গ

বাসন্তরাস পরিত্যাগ করে রাধার বিরহ, কৃষ্ণসন্ধান, মান-অভিমান ও মিলন—গীত-গোবিন্দের এই হল বিষয়বস্তু। হরিবংশ, ব্রহ্মপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে রাসের বর্ণনা থাকলেও রাধার উল্লেখ নেই। বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায় কৃষ্ণের অন্বেষণে গোপীরা বনে বনে ভ্রমণ করছেন এবং কৃষ্ণের চরণচিহ্নের সঙ্গে অন্য চরণচিহ্ন দেখে ঈর্ষান্বিতা হচ্ছেন। ভাগবত পুরাণে অনুরূপ চিহ্ন দেখে গোপীরা বললেন—

অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্ রহঃ ॥

ইনি নিশ্চয়ই ভগবান ঈশ্বর হরিকে আরাধনা করেছেন, তাই প্রীত হয়ে আমাদের ত্যাগ করে গোবিন্দ এঁকে নির্জনে এনেছেন।

বৈষ্ণবাচার্যদের অনেকেই 'আরাধিতঃ' বা 'রাধিতঃ' শব্দে 'রাধা' নামই দেখতে পেয়েছেন। সনাতন গোস্বামী তাঁর বৈষ্ণবতোষিণী টীকায় বলেছেন ঃ 'অনয়ৈব আরাধিতঃ আরাধ্যঃ বশীকৃতঃ ন ত্বস্মাভিঃ। রাধয়তি আরাধয়তীতি রাধেতি নামকারণঞ্চ দর্শিতম্।'

পদ্মপুরাণ ও মৎস্যপুরাণে স্পষ্টতঃ 'রাধা'র উল্লেখ আছে। তবে রাধাকৃষ্ণলীলার বিশদ উল্লেখ আছে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে। ভরা বসন্তে কৃষ্ণ বৃন্দাবনের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গোপীদের আনন্দবর্ধক বংশীধ্বনি করলেন। রাধা প্রথমে মূর্ছিতা হলেও পরে রাসমণ্ডলীতে প্রবেশ করলেন। পরে তিনি রাসমণ্ডল ত্যাগ করে রাধার সঙ্গে মিলিত হলেন—সুষ্বাপ রাধয়া সার্ধং রতিতল্পে মনোহরে।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে রাধাকৃষ্ণের বিহারবর্ণনায় রতিবিলাস বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই জন্যে মনে হয় গীতগোবিন্দরচনায় অন্যান্য পুরাণ বা সাহিত্যের প্রভাব থাকলেও জয়দেব বোধহয় ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের কাছেই বেশি ঋণী। অবশ্য ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের প্রামাণিকতা সন্দেহের অতীত নয়। এই পুরাণে রাধাকৃষ্ণলীলাবর্ণনায় বহু অংশই হয়তো প্রক্ষিপ্ত।

সাহিত্যে রাধার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় 'গাহা-সত্তসঈ'তে। এটি সাতবাহন হালের

একটি কবিতা-সংকলন। পণ্ডিতেরা এর ভাষা বিচার করে মনে করেন এই কবিতাগুলি ২০১ খৃষ্টাব্দ থেকে ৪৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত। সপ্তম শতকের কবি বাণভট্ট হর্ষচরিতে এই সংকলনগ্রন্থের উল্লেখ করেছেন; চমৎকার একটি পদে রাধা ও কৃষ্ণ উভয়ের একত্র উল্লেখ আছে ঃ

মুহমারুএণ তং কহ্ন গোরঅং বাহিআএ অবণেন্তো।
এতাণ বল্লবীণং অপ্পাণ বি গোরঅং হরসি॥ (১.৮৯)

হে কৃষ্ণ, তুমি মুখের হাওয়ায় রাধিকার (মুখের) ধুলো উড়িয়ে এই বল্লবীদের ও অন্যান্য নারীদের গৌরব হরণ করছ।

অষ্টম শতকের কবি ভট্টনারায়ণের লেখা বেণীসংহার নাটকের নান্দীশ্লোকে রাধার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণের অনুনয়ের উল্লেখ আছে। এর পর নবম শতকে আনন্দবর্ধনের 'ধ্বন্যালোকে' রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটি প্রাচীন শ্লোকের উল্লেখ মিলছে। এ শ্লোকে প্রবাসী কৃষ্ণ বৃন্দাবন থেকে আগত সখাকে জিজ্ঞেস করছেন, হে বন্ধু, সেই গোপাঙ্গনাদের বিলাসবন্ধু এবং রাধার গোপন সাক্ষী কালিন্দীতীরবর্তী লতাগৃহগুলির কুশল তো? দশম শতকে সংকলিত 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' গ্রন্থেও রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক বেশ-কিছু শ্লোক আছে। একাদশ শতকে বাক্‌পতিলিপিতে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক একটি সুন্দর শ্লোক পাওয়া যাচ্ছে ঃ 'লক্ষ্মীর মুখচন্দ্র যাকে সুখী করতে পারছে না, সমুদ্রবারিতেও যা প্রশমিত নয়, নিজের নাভিসরসীপদ্মেও যা শান্তি পায় নি, মুরারিপুর সেই রাধা-বিরহাতুর বপু তোমাদের রক্ষা করুক।'

একাদশ শতক পর্যন্ত এইভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ পেলেও একান্তভাবে রাধাকৃষ্ণকে নিয়ে লেখা পূর্ণাঙ্গ কাব্য পেলাম দ্বাদশ শতকে। তা হল জয়দেবের গীত-গোবিন্দ। লীলাশুক বিল্বমঙ্গল রচিত কৃষ্ণকর্ণামৃত কাব্যও দ্বাদশ শতকের কাছাকাছি কোনো সময়ে রচিত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব তাঁর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের সময় মহারত্ন মনে করে দুটি গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন, তার একটি 'ব্রহ্মসংহিতা' আরেকটি 'কৃষ্ণকর্ণামৃত'। পরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্যে কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থটির প্রভাব ব্যাপকভাবে পড়েছে। কৃষ্ণকর্ণামৃতের দাক্ষিণাত্য সংস্করণে অনেক শ্লোকেই রাধার উল্লেখ আছে, কিন্তু বাংলাদেশের সংস্করণে শুধু দুটি শ্লোকেই রাধার উল্লেখ পাওয়া যায়। অবশ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর টীকায় রাধার উল্লেখে বহু শ্লোক ব্যাখ্যা করেছেন। দ্বাদশ শতকে সংকলিত শ্রীধরদাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' জয়দেবের সমসাময়িক কবিদের রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক অনেক পদ আছে। এই যুগের সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণ পূর্ণত প্রতিষ্ঠিত। তবে জয়দেবের কাব্যটিতে রাধাকৃষ্ণলীলাকে যেমন একান্ত ও প্রবলভাবে পেলাম এমনটি অন্য কারো রচনায় নয়। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের ভাষায় ঃ রাধাকে আর এখানে ছিটেফোঁটারূপে পাইলাম না. সমগ্র কাব্যের কৃষ্ণ নায়ক, রাধাই নায়িকা, সখীগণ লীলাসহচরী।[১৫]

কাব্য-বিচার

গীতগোবিন্দের খ্যাতি ভারতের সমস্ত অঞ্চলে। বিদেশী মনীষীরাও জয়দেবকে জয়মাল্য দিতে কুণ্ঠিত হন নি। উইলিয়ম জোন্স প্রথম গীতগোবিন্দ অনুবাদ করেছিলেন ইংরেজিতে। সেই অনুবাদকে ভিত্তি করে F. H. Van Dalberg জার্মান ভাষায় তার অনুবাদ করেন।[১৬] গায়টে এই অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ হন। তিনি Schiller-কে লেখা

একটি পত্রে গীতগোবিন্দপ্রসঙ্গে লেখেন ঃ What struck me as remarkable are the extremely varied motives by which an extremely simple subject is made endless[১৭] গ্যয়্টে স্বয়ং এর অনুবাদ করবেন ভেবেছিলেন।[১৮] প্রখ্যাত সাহিত্য-রসিক Winternitz.[১৯] ও A. Berriedale Keith[২০] গীতগোবিন্দ সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের আলাবামা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭২ সালে প্রকাশিত ভিয়েনার প্রখ্যাত ভাষাবিদ Prof. Manfred Mayrhofer লিখিত একটি গ্রন্থের শেষে সংস্কৃত সাহিত্যের তিনটি উৎকৃষ্ট নমুনা হিসেবে ঋগ্‌বেদ, মহাভারত ও গীতগোবিন্দ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। বার্ণার্ড কলেজের প্রাচ্যবিদ্যা-গবেষণার আসোসিয়েট প্রফেসর বারবারা স্টোলার মিলার (Barbara Stoler Miller) ১৯৭১ সাল থেকে পাঁচবছর সারাভারত পর্যটন করে অক্লান্ত পরিশ্রমে Jayadeva's Gitagovinda : Love song of the Dark Lord নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর মতেও গীতগোবিন্দ 'a unique work in Indian literature.' দেশী-বিদেশী অধিকাংশ সমালোচকের মতেই এ কাব্যে মর্ত্যপ্রেম দিব্যপ্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে।

বিদ্যাসাগর গীতগোবিন্দকে 'অপূর্ব' না বললেও এর উৎকর্ষ সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ।[২১] গীতগোবিন্দকে একেবারে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। তখনকার বিলাসপ্রিয় ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ সমাজের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেছেন ঃ 'জয়দেব এই সময়ের সামাজিক অবতার; গীতগোবিন্দ এই সমাজের উক্তি। অতএব গীতগোবিন্দের শ্রীকৃষ্ণ কেবল বিলাসরসে রসিক কিশোর নায়ক। সেই কিশোর নায়কের মূর্তি, অপূর্ব মোহন মূর্তি; শব্দভাণ্ডারে যত সুকুমার কুসুম আছে, সকলগুলি বাছিয়া বাছিয়া চতুর গোস্বামী এই কিশোরকিশোরী রচিয়াছেন; আদিরসের ভাণ্ডারে যতগুলি স্নিগ্ধোজ্জ্বল রত্ন আছে, সবগুলিতে ইহা সাজাইয়াছেন; কিন্তু যে মহা গৌরবের জ্যোতি মহাভারতে ও ভাগবতে কৃষ্ণ-চরিত্রের উপর নিঃসৃত হইয়াছিল, এখানে তাহা অন্তর্হিত। ইন্দ্রিয়পরতার অন্ধকার ছায়া আসিয়া প্রখর সুখতৃষ্ণাতপ্ত আর্য পাঠককে শীতল করিতেছে।[২২] বিদ্যাপতি ও জয়দেব প্রবন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র জয়দেবের দেহময়তার দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন ঃ জয়দেব, বিদ্যাপতি উভয়েই রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কথা গীত করেন। কিন্তু জয়দেব যে প্রণয়গীত করিয়াছেন, তাহা বহিরিন্দ্রিয়ের অনুগামী। বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতা, বিশেষতঃ চণ্ডীদাসাদির কবিতা বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত।[২৩]

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং এবং প্রমথ চৌধুরী জয়দেবের বিলাসকলাকৌতূহলকে নিন্দা করেছেন, জয়দেবের কাব্যকলাকে মর্যাদা দেন নি। বলেন্দ্রনাথ তাঁর জয়দেব সম্পর্কীয় দীর্ঘ আলোচনার শেষে বলেছেন ঃ

'এই গীতগোবিন্দে গীত থাকিতে পারে, কিন্তু 'গোবিন্দ' আছেন কি না আমাদের সম্পূর্ণ সন্দেহ আছে'।[২]

'জয়দেব' নামের প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরীও বিষয়-নির্বাচনে জয়দেবের নিকৃষ্ট রুচি এবং বর্ণনা, অলঙ্কার প্রয়োগ ও ভাষাব্যবহারে দুর্বলতাকেই দেখিয়েছেন।[২৫]

আমাদের মনে হয় এইসব বিরুদ্ধ সমালোচনাগুলোর মধ্যে আতিশয্য আছে। জয়-দেব অন্য রসের কবিতাও লিখেছেন, কিন্তু যে-সময়ে আদিরসই হচ্ছে বাগ্মী সুর সেই সময়ে জয়দেবের পক্ষে ঐ রসকে আশ্রয় করেই কাব্যরচনা স্বাভাবিক, বিশেষতঃ তাঁকে যখন

গাইতে হবে রাজসভায়, যে-রাজসভায় স্বয়ং রাজা এবং কবিদের মধ্যেও ঐ রসেরই প্লাবন।[২৬] দেখতে হবে তিনি ঐ রস পরিবেশন করতে কোন্ আঙ্গিক ও বাগ্‌ভঙ্গী ব্যবহার করেছেন এবং তার পরিমিতিবোধ কতখানি। দেবদেবীদের বিলাস-বিহার বর্ণনা পূর্বসূরীদের কাছেই জয়দেব পেয়েছেন, রতিবর্ণনাতেও পূর্ববর্তী ও তৎকালীন কবিদের ধারাই তিনি অনুসরণ করেছেন, কিন্তু যে গীতিকবিতার প্রবাহেষ মধ্যে লাবণ্যমণ্ডিত ভাষায় তিনি তা উপস্থাপিত করেছেন তার মধ্যেই আছে তাঁর কবিত্বের স্বাক্ষর। এ বিষয়ে ডঃ সুশীলকুমার দে'র বক্তব্য স্মরণীয়ঃ Jaydeva's achievement lies more in direction of form than in the substance of his poem. It presents hardly any new ideas ; it scarecely describes any situation or emotion which earlier love-poets have not familiarized ; it only makes a skilful poetic use of all the connections and traditions of Sanskrit love poetry. But in pictorial and musical effect, which brings out the underlying emotions in a perfect blending of sound and sense, his work is a beautiful and finished production.'[২৭]

জয়দেব 'মর্ত্যপ্রেম'কে দিব্যপ্রেমে উন্নীত করতে পেরেছেন কিনা সে তর্ক উঠতেই পারে। প্রায় তিন শতক পরে রূপগোস্বামীর বৈষ্ণব রসশাস্ত্র গড়ে ওঠার পর নতুন দৃষ্টিতে গীতগোবিন্দের মূল্যায়ন হয় এবং গীতগোবিন্দ ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা পায়, দিব্য প্রেমই গীতগোবিন্দের প্রতিপাদ্য বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু জয়দেব গীতগোবিন্দ যখন লিখেছিলেন তখন বৈষ্ণবদর্শনের বিশেষ ছকে মিলিয়ে নিশ্চয় লেখেন নি। কৃষ্ণভজন তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য থাকলেও গীতসৃষ্টি ও শৃঙ্গারের চর্চাও যে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সে কথা গ্রন্থের উপসংহারে তিনি নিজেই বলেছেন ঃ

যদ্গান্ধর্বকলাসু কৌশলমনুধ্যানঞ্চ যদ্বৈষ্ণবং
যচ্ছৃঙ্গারবিবেকতত্ত্বমপি যৎ কাব্যেষু লীলায়িতম্ !
তৎ সর্বং জয়দেবপণ্ডিতকবেঃ কৃষ্ণৈকতানাত্মনঃ
সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্তু সুধিয়ঃ শ্রীগীতগোবিন্দতঃ। (১২. ২৭)

সুধীজন সানন্দে যদি গীতগোবিন্দকে নিছক কাব্য হিসেবেই দেখেন তবু তার মূল্য কমে না। গ্রন্থারম্ভেই তিনি মন জয় করে নেন ঃ

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ।

শব্দ দিয়ে ছবি ফোটানোর একটি সুন্দর উদাহরণ।

যখন জয়দেব বলেন 'কেতকীকুসুম যেন দিঙ্‌মণ্ডলের হাসি' (১. ৩২) বা দিগ্‌বধূবদনের চন্দনবিন্দুর মতো চাঁদ (৭. ১) তখন কি ধ্বনির সঙ্গে চিত্রও আমাদের চোখে ফোটে না ?

'পলাশগুলোকে যুবজনের হৃদয়-বিদীর্ণ-করা কামদেবের নখরের মতো মনে হচ্ছে' (১.৩০)

'মলয় পবন শৈত্যস্নানের জন্যে হিমালয়ের দিকে যাচ্ছে' (১. ৩৭),

'তিনি হাতের তালু থেকে কপোলকে মুক্ত করছেন না। দেখে মনে হচ্ছে যেন সন্ধ্যা বালচন্দ্রকে ধরে আছে'। (৪. ১৬)

'গোবিন্দের মনোরথের মতো অন্ধকারও গাঢ়তর হয়ে উঠল'। (৫. ১৮)—

যাঁরা বলেন অলঙ্কারপ্রয়োগে জয়দেব দুর্বল এবং একেবারেই গতানুগতিক এই ধরণের বহু প্রয়োগ এবং ৩.১১, ৩.১৪, .১১.১২ বা ১১.৩২—এই শ্লোকগুলো কি তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল ?

'মন তার দোষগুলো দূরে রেখে তাঁর স্মরণেই সন্তুষ্ট'। (২ ১০)

'তাকে ছাড়া আমার ধনে জনে জীবনে কী কাজ'। (৩.৪)

'আমি চেতনাহীন তবে কেন এই বিরহানল সহ্য করি ? (৭.৫)

'তোমাকে বহুক্ষণ অন্তরে বহন করে আমি ক্লান্ত।' (১১ ১২)

'তুমি আমার ভূষণ, তুমি আমার জীবন, তুমি আমার সংসারসাগরের রত্ন।' (১০ ৫) এই সব উক্তিতে মনের স্পর্শ, না দেহের ? গীতগোবিন্দে যাঁরা দেহসর্বস্বতা দেখেন এই ধরণের উক্তিগুলোতেও হয়তো তাঁরা দেহের পতাকাই উড়তে দেখবেন। বলতে ইচ্ছে করে জয়দেব যে দেহকে কাব্যমঞ্চে এনেছেন তা মনশ্ছিন্ন নয়। দেহকে অতিক্রম করবার প্রয়াসও একেবারে নেই তা নয়, তবে এ-কাব্যের পরিধিতে তা হয়তো সম্ভব হল না, সম্ভব ছিল না বলেই।

জয়দেবে যা পেলাম না তার জন্যে খেদ করব না, যা পেলাম তাতেই জয়দেবকে বড়ো কবি বলতে দ্বিধা করব না। নন্দনতত্ত্বের সূক্ষ্ম বিচারে ঘুরপাক যতই খাই না কেন মনের মধ্যে বাজতে থাকবে—

পততি পতত্রে বিচলিতপত্রে শঙ্কিতভবদুপযানম্

গীতগোবিন্দের প্রভাব

গীতগোবিন্দ সংস্কৃতে লেখা হলেও জয়দেব এই গ্রন্থে সংস্কৃতকে সশ্রদ্ধচিত্তে বিদায় দিয়ে কাব্যমঞ্চে স্বাগত জানালেন আধুনিক আর্যভাষার কবিদের। গীতগোবিন্দের প্রভাবেই পরবর্তীকালে বৈষ্ণবপদাবলীর স্রোতধারা বয়ে চলল। শুধু বৈষ্ণবপদাবলীরই নয় মঙ্গলকাব্যধারার উৎসও গীতগোবিন্দকে বলা যেতে পারে। জয়দেব নিজেই তাঁর গানকে বলেছেন 'মঙ্গল' গীতি ঃ

শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদম্
মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি।

মঙ্গল-কাব্যধারায় বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, আর এই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবার বহুলাংশে গীতগোবিন্দের কাছে ঋণী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গঠন, বিভাগ, নাট্যধর্মিতা ইত্যাদি নানা বিষয়ে গীতগোবিন্দের প্রভাব প্রত্যক্ষ। বড়ু চণ্ডী-দাস গীতগোবিন্দের বেশ কয়েকটি পদের একেবারে আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন। যেমন—নিন্দতি চন্দনম্ ইত্যাদি পদের অনুবাদ ঃ

নিন্দ এ চান্দ চন্দন রাধা সবখনে।
গরল সমান মানে মলয় পবনে॥
স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্।
সা মনুতে কৃশতনুরিব ভারম্॥

এরই প্রতিধ্বনি ঃ

তনের উপরে হারে। আল মানএ যেহেন ভারে।
আগতি হৃদয়ে খিনী রাধা চলিতে না পারে॥

রূপগোস্বামীর রসব্যাখ্যায় গীতগোবিন্দ ধর্মগ্রন্থের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবার ফলে সারা ভারতে গীতগোবিন্দ সমাদৃত হল। সহজিয়া এবং বল্লভাচারী সম্প্রদায়ও গীতগোবিন্দকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখলেন। বিঠ্ঠলেশ্বর (বল্লভাচার্যের পুত্র) গীতগোবিন্দের অনুকরণেই 'শৃঙ্গাররসমণ্ডল' রচনা করেন। গীতগোবিন্দ অনুকরণীয় কাব্য বিবেচিত হওয়ায় বৃহস্পতিমিশ্র, ধৃতিদাস, উদয়নাচার্য, রাণা কুম্ভ, নারায়ণ ভট্ট, পীতাম্বর, শঙ্কর মিশ্র প্রমুখ বিভিন্ন প্রদেশের পণ্ডিতেরা গীতগোবিন্দের টীকা রচনা করেন। গীতগোবিন্দের অনুকরণে গীতদিগম্বর, গীতগৌরী, গীতরাঘব, অভিনব গীতগোবিন্দ, সঙ্গীত মাধব, গোবিন্দবল্লভ-নাটক, ইত্যাদি গ্রন্থ রচিত হয়। এই সব গ্রন্থের রচয়িতা যথাক্রমে বংশমণি, তিরুমলরাজ, হরিশঙ্কর, গজপতিরাজ, পুরুষোত্তমদেব গোবিন্দদাস এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে গীতগোবিন্দের প্রভাব কম নয়। জয়দেবগীত রাগসঙ্গীতের ধারা বা রূপান্তরকে আজ আর জানবার উপায় নেই। তবু উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহু মন্দিরে গীতগোবিন্দের গান গাওয়া হয় এবং এই গানের চর্চার মধ্যে দিয়ে বহু বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়ে চলেছে। গীতগোবিন্দের প্রভাব বিশেষভাবে পড়েছে কীর্তন গানে। চৈতন্যদেবের সময় থেকেই কীর্তনের সূচনা। তিনি স্বরূপ দামোদরের কাছ থেকে গীতগোবিন্দের গানগুলি গভীর তৃপ্তি নিয়ে শুনতেন।[২৮] পদাবলী কীর্তনে গীতগোবিন্দের পদও গাওয়া হত। গীতগোবিন্দের গানের ধুয়াই কীর্তনের আখরের প্রেরণা এমন কথাও কেউ কেউ বলেন।

আধুনিক কালেও নৃত্য ও নৃত্যনাট্যে গীতগোবিন্দের গান প্রয়োগ করা হচ্ছে। বিষমমাত্রার পদগুলিতে ছন্দের অনুকরণে খোল বা পাখোয়াজে নতুন তাল সৃষ্টির প্রেরণাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

মধ্যযুগের ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পেও গীতগোবিন্দের পদসঞ্চার ঘটেছে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে। ভুবনেশ্বর, পুরী ও কোনারক এবং খাজুরাহোর ভাস্কর্যে গীতগোবিন্দে বর্ণিত অনেক ভাবমুহূর্তকে রূপায়িত করা হয়েছে। গুজরাট, রাজস্থান, বৃন্দাবন, বারাণসী, কাংড়া, বাশোলী, উড়িষ্যা, বাংলা, আসাম, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, কেরালা, তামিলনাড়ু ইত্যাদি বিস্তীর্ণ এলাকার চিত্রকলা এবং ভাস্কর্যে এ প্রভাব লক্ষণীয়।[২৯]

ষোড়শ শতকের সন্ত কবি নাভাজী দাস ভক্তমাল গ্রন্থে জয়দেবের স্তুতি গেয়ে বলেছেন ঃ

জয়দেব কবি নৃপচক্কবৈ,
খণ্ডমণ্ডলেশ্বর আণি কবি
প্রচুর ভয়ো তিহুঁলোক গীতগোবিন্দ উজাগর।

(কবি জয়দেব চক্রবর্তী রাজা। অন্য কবিরা খণ্ডমণ্ডলেশ্বর মাত্র। তিন লোকে গীতগোবিন্দ প্রচুর ভাবে উজ্জ্বল হয়েছে)

একটু অন্য ভাবে অর্থ করে তিহুঁলোক বলতে আমরা অনায়াসে বলতে পারি সাহিত্যলোক, সঙ্গীতলোক ও শিল্পলোক।

অনুবাদ প্রসঙ্গে

গীতগোবিন্দের অনুবাদ[৩০] এই গীতকাব্যের পদলালিত্য যে বাদ পড়বেই একথা না

বললেও চলে। এ প্রসঙ্গে শুধু একটা কথাই বলব! এ কাব্যে ধ্রুবপদের এক বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। অষ্টপদীর প্রত্যেকটি কলির সঙ্গে এই ধ্রুবপদের পুনরাবৃত্তি না ঘটলে গীতরচনার মাধুর্যটি ঠিক কানে বাজে না। তাই অনুবাদে ধ্রুবপদটিকে স্বতন্ত্র রাখবার চেষ্টা করেছি—কলির অন্য অংশের অন্বয়ে বেঁধে ফেললে এর মর্যাদাহানি হবে ভেবে। অনেক সময়ে এ কাজ বিশেষ দুরূহ হয়েছে। একটি উদাহরণ দিচ্ছি—

অনিলতরলকুবলয়নয়নেন
তপতি ন সা কিসলয়শয়নেন ॥
সখি যা রমিতা বনমালিনা ॥ ধ্রুবম্ ॥

(৭.১১)

এখানে ধ্রুবপদটিকে পৃথক রাখা কঠিন, কারণ 'বনমালিনা' পদের বিশেষণ 'অনিলতরলকুবলয়নয়নেন' মূলে কলিতে আছে! তবু বাক্যগঠনে বাগ্‌বিধি যথাসম্ভব বজায় রেখে ধ্রুবাংশটি প্রতি কলির শেষে পৃথক পঙ্‌ক্তিই রাখার চেষ্টা করেছি। যথাস্থানে দ্রষ্টব্য। আর-একটি কথা। সমাসবন্ধ সম্বোধনপদগুলোকে ভেঙে তাকে অন্য পদের সঙ্গে অন্বিত করিনি, কারণ তাতে সম্বোধন পদের বৈশিষ্ট্যই নষ্ট হয়।

অনুবাদ করেছি আর ভেবেছি—নাঃ কিছু হল না। জয়দেবের বাণীতে তাই সম্বোধন ক'রে বলি—

'ক্ষীর! নীরং রসন্তে'—
ক্ষীর! তুমি নীর হয়ে গেলে!

উল্লেখপঞ্জী

১ Jayadeva sang not only the swan song of the age which was passing away, but he also sang in the advent of a new age in Indian literature—the 'Vernacular' age. He thus stands at the juga sandhi, a confluence of two epochs. with a guiding hand for the new epoch that was coming. Jayadeva can fully be called 'The Last of the ancients and the First of the Moderns' In Indian poetry.

(Jayadeva : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (পৃঃ ২)

২. ইনি লক্ষ্মণসেনের সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের বৈষ্ণবতোষিণী টীকায় 'শ্রীজয়দেবসহচরেণ মহারাজলক্ষ্মণসেনমন্ত্রিবরেণ উমাপতিধরেণ' এই উল্লেখ আছে। গীতগোবিন্দের টীকাকার ধৃতিদাস উমাপতিধরকো 'সান্ধিবিগ্রহিক' বলে উল্লেখ করেছেন। উমাপতিধররচিত ৫ংশ্ল. কএকটি ট

বাচঃ পরং ভজন্ত্যেতা দেবি প্রণয়চাতুরীম্ ।
হৃদয়স্য তু সর্বস্বং ত্বমেবৈকপ্রিয়া মম ॥
(সদুক্তিকর্ণামৃত—ফার্মা কে. এল. প্রকাশিত, পৃঃ ২৩৪)

৩. নীলাম্বরের পুত্র, আর্যাসপ্তশতীর রচয়িতা। গোবর্ধনরচিত একটি শ্লোক ঃ
নাথানঙ্গনিদেশবর্তিনি জনে কস্তেভ্যসূয়ারস-
শ্চারোপিতসায়কস্য ভবতঃ কো নাম পাত্রং রুষঃ ।
মাকন্দাঙ্কুরকোমলে মনসি নঃ কো বাণমোক্ষগ্রহঃ ॥ (ঐ, পৃঃ ১৬৪)

৪. শরণরচিত একটি শ্লোক ঃ
পীযূষং বিষমপ্যসূত জলধিঃ কান্তেঃ কলঙ্কস্য চ
স্থানং শীতরুচিঃ স্বভাবকঠিনো দাতা চ কল্পদ্রুমঃ ।
অক্ষীণপ্রণয়ামৃতস্য কলুষৈরস্পৃষ্টমূর্তেরসং-
ক্ষিপ্তত্যাগরসোদয়স্য ভবতঃ সাম্যং সমভ্যেতু কঃ ॥ (ঐ, পৃঃ ৫৭২)

৫. পবনদূত কাব্যের রচয়িতা। এই কাব্যে ধোয়ী যুবরাজ লক্ষ্মণকেই নায়ক কল্পনা করেছেন ঃ
তস্মিন্নেকা কুবলয়বতী নাম গন্ধর্বকন্যা
মন্যে জৈত্র মৃদু কুসুমতোঽপ্যায়ুধং যা স্মরস্য ।
দৃষ্ট্বা দেবং ভুবনবিজয়ে লক্ষ্মণং ক্ষৌণিপালং
বালা সদ্যঃ কুসুমধনুষঃ সংবিধেয়ী বভূব ॥

৬. এখানে কবিরাজ বলতে সম্ভবতঃ ধোয়ীকেই বোঝাচ্ছে। It has been suggested with greater probability that the Kaviraja refers to Dhoyi, who is described by Jayedeva as Kavikshmapati and who styles himself similarly In his own Pavanaduta.
(—Verses 101, 103) (The History of Bengal Vol I, রমেশচন্দ্র মজুমদার পৃঃ ৩৬৩)

৭. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথমখণ্ড পূর্বার্ধ। (সুকুমার সেন পৃঃ ৪২)

৮ আর একটি শ্লোকেও লক্ষ্মণসেনের প্রশস্তি পাওয়া যায় ঃ
ত্বং চেলোল্লোললীনাং কলয়সি কুরুষে কর্ষণং কুন্তলানাং
ত্বং কাঞ্চীন্যঞ্চনায় প্রভবসি রভসাদঙ্গসঙ্গং করোষি ।
ইত্থং রাজেন্দ্র বন্দিস্তুতিভিরুপহিতোৎকম্পমেবাদ্য দীর্ঘং
নারীণামপ্যরীণাং হৃদয়মুদয়েত ত্বৎপদারাধনায় ॥
(সদুক্তিকর্ণামৃত Firma K. L. প্রকাশিত, পৃঃ ৩৯১)

৯. Jayadeva described him (Dhoyi) also as 'Srutidhara', an epithe over the interpretation of which as an intended compliment there has been much diversity of opinion.
(History of Bengal Vol. I p. 363)

Kumbba in his Commentary on the Gitagovinda is inclined to find a reference to a scholar named Srutidhara ; but most other scholiasts agree that it is an epithet of Dhoyi.
(History of Bengal Vol. p. 363 footnote)

১০. 'লক্ষ্মণসেনের সভায় এক আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্ন মুসলমান ফকিরের (সেখ)

আগমন হইয়াছিল। অমাত্যবর্গের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও রাজা ফকিরকে খাতির করিতে থাকেন, তাঁহাকে গৌড়ে মসজিদ নির্মাণ করিতে অনুমতি দেন এবং প্রচুর ভু-সম্পত্তি অর্পণ করেন।—এই মর্মে নানারূপ গল্পকথা সংযোগ করিয়া একখানি বই লেখা হইয়াছিল ষোড়শ শতকের শেষার্ধে অথবা তৎপরে। বইখানির নাম 'সেক শুভোদয়া'। ভাষা ভাঙ্গা-সংস্কৃত অর্থাৎ ব্যাকরণ অগ্রাহ্য করিয়া বাঙ্গালার ছাঁদে সংস্কৃত লিখিলে যেমন হয় তেমনি।'

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,
—সুকুমার সেন, ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ পৃঃ ৮৭

১১. The work calls itself a Kavya and conforms to the formal division into cantos but in reality it goes much beyond the stereotyped kavya prescribed by the rhetoricians and practised by the poets. Modern critics have found in it a lyrical drama (Lassen), a pastoral (Jones) an opera (Levi), a melodrama (Pischel) and a refined yatra (Von Schroeder).

A History of Sanskrit Literature
Vol. I. S. N Das Gupta & S K. De. p. 363

১২. 'গীতগোবিন্দকে নাট্যপ্রবন্ধ বলিতে পারি, এখনকার পরিভাষায় গীতিনাট্য বলিলে চলে।' ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস—সুকুমার সেন, পৃঃ ৩৬৬

গীতগোবিন্দ একান্তই গীতিকাব্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্বীকার করিতেই হয়, লোকায়ত নাট্যাভিনয়ের (যাত্রার ?) নাটকীয় লক্ষণও কিছুটা এই কাব্যে বর্তমান; বিশেষতঃ রাধার সখীদের অথবা স্বয়ং রাধা ও কৃষ্ণের কথোপকথনাত্মক গীতাংশে।

বাঙ্গালীর ইতিহাস, ১ম পর্ব—ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ৭৫৫

১৩-১৪. উদ্ধৃতি দু'টি চক্রদত্তের সংস্কৃত 'ভক্তমাল' গ্রন্থ থেকে।

১৫. শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত। পৃঃ ১৩৮।

১৬. Dalberg's version was based on the first English translation of the Gitagovindo by William Jones, published in the transactions of the Asiatic society, Calcutta in 1792 and reprinted in London in Asiatic Researches, 3 (1799) pp. 185—207.

—Jayadeva's Gitagovinda : Barbara Stoler Miller

১৭. উদ্ধৃতি L. D. Schmitz (London) অনূদিত 'Correspondence between Goethe and Schiller' থেকে।

১৮. '...and the great poet expresses his intention even to translate the poem.'

(A History of Indian literature
Voll. III. M. Winternitz. p. 147)

১৯ It is true that Jayadeva belongs to the greatest poetical genii of India. It is however astonishing that he was able to combine language that often resounds as pure music in our ears, with such an ornate and yet artificial a from. It is no wonder that in India the poem enjoys unusual popularity and has always found admirers even outside India.

A History of Indian literature Vol III
M. Winternitz p 147.

Jayadeva's work is a masterpiece and it surpasses in its completeness of effect any other Indian poem. It has all the perfection of the miniature word-picture which are so common in Sanskrit poetry, with the beauty which arises as Aristotle asserts from magnitude and arrangement.

(A History of Sanskrit literature
A. Berriedale Keith P. 194.)

২১. 'মহাকাব্যের রচনা যেরূপ মধুর, কোমল ও মনোহর সংস্কৃত ভাষায় সেরূপ রচনা অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এরূপ ললিত পদবিন্যাস শ্রবণমনোহর অনুপ্রাসচ্ছটা ও প্রসাদগুণ প্রায় কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। তাঁহার রচনা যেরূপ চমৎকারিণী, বর্ণনাও তদ্রূপ মনোহারিণী। জয়দেব রচনাবিষয়ে যেরূপ অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, যদি তাঁহার কবিত্বশক্তি তদনুযায়ী হইত, তাহা হইলে তাঁহার গীতগোবিন্দ এক অপূর্ব মহাকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। জয়দেব কালিদাস. ভবভূতি প্রভৃতি প্রধান প্রধান কবি হইতে অনেক ন্যূন বটেন, কিন্তু তাঁহার কবিত্বশক্তি নিতান্ত সামান্য নহে। বোধ হয়, বাঙ্গালা দেশে যত সংস্কৃত কবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, ইনিই তাহার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট।'
(সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত-সাহিত্য-শাস্ত্র-বিষয়ক প্রস্তাব, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)

২২. কৃষ্ণচরিত্র (প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ)।
বঙ্কিম রচনাবলী, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯০৩

২৩. 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব'—বিবিধ প্রবন্ধ (১ম খন্ড)।
বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খন্ড, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত পৃঃ ১৮৯

২৪. 'বলেন্দ্রনাথ'—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ প্রকাশিত, পৃঃ ৪২

২৫. 'জয়দেব'—প্রবন্ধ সংগ্রহ, প্রমথ চৌধুরী পৃঃ ১৭

২৬. 'বস্তুত এই যুগের সর্বোৎকৃষ্ট কাব্য এবং কবিতাগুলি ঐশ্বর্যবিলাসে এবং যৌন-কামবাসনায় মদির ও মধুর। রাজসভায় বসিয়া রাজা পাত্রমিত্রসভাসদ সকলে এইসব মদিরমধুর কাব্য উপভোগ করিতেন।' বাঙ্গালীর ইতিহাস, ১ম পর্ব।
ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ৫২৭

২৭. Ancient Indian Erotics and Erotic Literature :
Sushil Kumar De, পৃঃ ৫৫-৫৬

২৮. প্রাচীন বাংলা সঙ্গীত। রাজ্যেশ্বর মিত্র, পৃঃ ৬৫

২৯. আচার্য সুনীতিকুমার তাঁর রচিত 'Jayadeva' শীর্ষক monograph এ পঞ্চদশ ও সপ্তদশ অনুচ্ছেদে এবিষয়ে আলোচনা করেছেন !

৩০. গীতগোবিন্দের নানা সংস্করণে পাঠভেদ আছে। আমরা শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ' গ্রন্থের পাঠ অবলম্বন করেছি। এই প্রখ্যাত গবেষণাগ্রন্থটির কাছে আমরা নানাভাবে ঋণী।

গীতগোবিন্দ

প্রথম সর্গ

সামোদ দামোদর (সানন্দ কৃষ্ণ)

আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, বনভূমি তমালতরুতে শ্যামবর্ণ ; এখন রাত্রি, এ (কৃষ্ণ) ভীত, তাই হে রাধা, তুমি একে বাড়ি পেঁছে দাও। নন্দের নির্দেশে[১] এইভাবে যমুনাতীরে পথতরুকুঞ্জে চলিত রাধামাধবের বিজনকেলি জয়যুক্ত হোক[২] ।১

যাঁর মনোমন্দির বাগ্‌দেবীর চরণপাতে চিত্রিত—যিনি পদ্মাবতীর চরণের শ্রেষ্ঠ পরিচারক[৩], সেই জয়দেবকবি শ্রীকৃষ্ণের রতিকেলিকথা নিয়ে এই প্রবন্ধ[৪] (কাব্যগীতি) রচনা করেছেন ।২

যদি কৃষ্ণচিন্তায় মন সরস করতে হয়, যদি তাঁর বিলাসকলা জানবার কৌতূহল হয় তাহলে এই মধুর-কোমলকান্ত পদাবলী[৫]-স্বরূপ জয়দেবের বাণী শ্রবণ করো ।৩

(কবি) উমাপতিধর শুধু বাক্যকে পল্লবিত করেন, (কবি) শরণ দুরূহপদের রচনায় প্রশংসনীয়, শৃঙ্গাররসের সৎ ও উৎকৃষ্ট রচনায় আচার্য গোবর্ধনের প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই, শ্রুতিধর ধোয়ী কবিরাজ বলে বিশ্রুত। কিন্তু বাক্যের প্রয়োগবিশুদ্ধি একমাত্র জয়দেবই জানেন ।৪

গীত ॥ ১ ॥

(মালবরাগ ও রূপকতালে গেয়)

তুমি প্রলয়সমুদ্রের জলে নৌকারূপ গ্রহণ করে অক্লেশে বেদকে ধারণ কর। মীনরূপধারী হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরি ! তোমার জয় হোক ।৫ ধ্রুব

ধরণীধারণজনিত ঘর্ষণ-চিহ্নে গৌরবান্বিত তোমার সুবিপুল পৃষ্ঠদেশে ক্ষিতি (স্থির হয়ে) আছেন। কূর্মদেহধারী হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরি ! তোমার জয় হোক ।৬

চন্দ্রে যেমন কলঙ্ককলা মগ্ন হয়ে আছে তেমনি তোমার দশনশিখরে ধরণী লগ্ন হয়ে আছেন। বরাহরূপধারী হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরি। তোমার জয় হোক ।৭

তোমার করকমলের অদ্ভুত নখশৃঙ্গে হিরণ্যকশিপুর দেহভৃঙ্গ দলিত হয়। নৃসিংহ-রূপধারী হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরি ! তোমার জয় হোক ।৮

হে অদ্ভুত বামন ! তুমি পদক্ষেপে বলিকে ছলনা কর। তোমার পদনখের স্পর্শধন্য নীরে তুমি ত্রিভুবন পবিত্র কর। বামনরূপধারী হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরি ! তোমার জয় হোক ।৯

তুমি ক্ষাত্রিয়রক্তে যুক্ত জলে জগৎকে স্নান করিয়ে তার পাপ দূর কর, তার তাপ লাঘব কর। পরশুরামরূপধারী হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরি ! তোমার জয় হোক ।১০

তুমি দিক্‌পতিদের প্রার্থিত দশাননের মুণ্ড রণাঙ্গনের দিকে দিকে রমণীয় বলিরূপে বিতরণ কর। রামরূপধারী হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরি! তোমার জয় হোক।১১

তুমি শুভ্র শরীরে মেঘবর্ণ যে বসন পরিধান কর, তা কর্ষণভয়ে (তোমার সঙ্গে) মিলিত যমুনার কান্তি (নীলকান্তি) প্রকাশ করে। হলধররূপধারী হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরি! তোমার জয় হোক।১২

আহা সদয়হৃদয়ে পশুবধ দর্শন করিয়ে তুমি যজ্ঞবিধির প্রবর্তক বেদসমূহের নিন্দা কর। বুদ্ধরূপধারী হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরি! তোমার জয় হোক।১৩

ম্লেচ্ছদের বধ করবার জন্যে তুমি ধূমকেতুর মতো করাল অসি নিষ্কাশন কর।। কল্কিরূপধারী হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরি! তোমার জয় হোক।১৪

শ্রীজয়দেব-কবির এই উদার, সুখকর, কল্যাণকর এবং সংসার-সাররূপ এই বাণী শ্রবণ করো। হে কেশব হে জগদীশ, হে হরি, হে দশবিধরূপধারী! তোমার জয় হোক।১৫

হে কৃষ্ণ! যে তুমি বেদকে উদ্ধার করেছ, ত্রিভুবনের ভার বহন করেছ, ভূমণ্ডলকে উত্তোলন করেছ, দৈত্যকে (হিরণ্যকশিপুকে) দলন করেছ, বলিকে ছলনা করেছ, ক্ষত্রিয়কে সংহার করেছ, দশাননকে জয় করেছ, হলকর্ষণ করেছ, করুণা বিতরণ করেছ, ম্লেচ্ছকে নিধন করেছ, হে দশরূপধারী, সেই তোমাকে নমস্কার।১৬

গীত ॥ ২ ॥

(গুর্জরী-রাগে নিঃসার-তালে গেয়)

কমলার স্তনমণ্ডলে আশ্রিত, কুণ্ডলপরিহিত, ললিত-বনমালাশোভিত হে দেব, তোমার জয় হোক, হে হরি, তোমার জয় হোক।১৭

রবিমণ্ডলে ভূষিত, ভববন্ধনহারী, মুনিজনের মানসসরোবরের হংস! (হে দেব, তোমার জয় হোক, হে হরি, তোমার জয় হোক)।১৮

কালিয়নাগদমনকারী, জনমনোহারী, যদুকুলকমলের সূর্য! (হে দেব, তোমার জয় হোক, হে হরি, তোমার জয় হোক) ১৯

মধু, মুর ও নরকাসুরের বিনাশকারী, গরুড়বাহন, দেবতাদের রঙ্গবিহারের কারণ! (হে দেব, তোমার জয় হোক, হে হরি, তোমার জয় হোক)।২০

বিমল কমলের মতো নয়নমণ্ডিত সংসারবন্টনের মুক্তিদাতা ত্রিভুবনভবনের আধার! (হে দেব! তোমার জয় হোক, হে হরি, তোমার জয় হোক)।২১

জানকীভূষণ, দূষণজয়ী, সমরে দশাননের দমনকারী! (হে দেব! তোমার জয় হোক। হে হরি! তোমার জয় হোক)।২২

নবীনমেঘের মতো সুন্দর, মন্দরপর্বতধারী, কমলামুখচন্দ্রের চকোর, হে দেব! তোমার জয় হোক! হে হরি, তোমার জয় হোক।২৩

আমরা যে তোমার চরণে প্রণত তা জেনো, প্রণতদের কল্যাণ করো ।২৪

শ্রীজয়দেব কবির এই শৃঙ্গার⁶-গীতিগর্ভ মঙ্গলবন্দনা আনন্দ বিধান করে ।২৫

কৃষ্ণের যে বক্ষ কমলার স্তনতটের গাঢ় আলিঙ্গনে কুঙ্কুমচর্চিত হয়ে যেন (হৃদয়ের) অনুরাগই প্রকাশ করছে এবং যা (যে-বক্ষ) রতিক্রীড়াজনিত ঘর্মবারিতে পূর্ণ তা তোমাদের বাসনা পূরণ করুক ।২৬

একদিন বসন্তে দারুণ মদনপীড়াজনিত উৎকন্ঠায় ক্লিষ্টা হয়ে বনে বনে নানাভাবে কৃষ্ণের সন্ধানে ভ্রমণরতা, বাসন্তী কুসুমের মতো সুকুমার তনুতে শোভমানা রাধাকে সহচরী সরস বচনে বললেন— ২৭

গীত ॥ ৩ ॥

(যতি-তালের সমন্বয়ে বসন্তরাগে গেয়)

এই বসন্তে মলয়পবন ললিত-লবঙ্গলতার আলিঙ্গনে কোমল হয়েছে এবং ভ্রমরগুঞ্জন-মিশ্রিত কোকিলকূজনে কুঞ্জকুটির মুখরিত হয়েছে। হে সখী; বিরহি-জনের পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক এই সরস বসন্তে হরি বিহার করছেন এবং যুবতিজনের সঙ্গে নৃত্যরত হয়েছেন ।২৮॥ ধ্রুব

পথিকবধূরা উদ্দাম মদনবেদনায় ব্যাকুল হয়ে বিলাপ করছে এবং ভ্রমরসঙ্কুল কুসুমে বকুলতরুরা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছে।

(হে সখী, বিরহি-জনের পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক এই সরস বসন্তে হরি বিহার করছেন এবং যুবতিজনের সঙ্গে নৃত্যরত হয়েছেন) ।২৯

নবপল্লবিত তমালতরু-কস্তুরী সৌরভের ভাবে অভিভূত হয়েছে এবং (প্রস্ফুটিত) পলাশগুলোকে যুবজনের হৃদয়বিদীর্ণকারী কামদেবের নখরের মতো মনে হচ্ছে।

(হে সখী, বিরহি-জনের পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক এই সরস বসন্তে হরি বিহার করছেন এবং যুবতিজনের সঙ্গে নৃত্যরত হয়েছেন) ।৩০

বিকশিত কেশরকুসুম মদন-রাজার সুবর্ণদন্ডের মতো এবং ভ্রমরমন্ডিত পাটলি-পুষ্পরাজি কামদের তূণীরের মতো শোভা পাচ্ছে।

(হে সখী, বিরহি-জনের পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক এই সরস বসন্তে হরি বিহার করছেন এবং যুবতিজনের সঙ্গে নৃত্যরত হয়েছেন) ।৩১

জগৎকে লজ্জাহীন দেখে তরুণ বাতাবীগুলো যেন (পুষ্পচ্ছলে) হাসছে। বিরহি-দলনকারী বর্শাফলকের মতো কেতকী-কুসুমগুলো দেখে মনে হচ্ছে যেন দিঙ্মন্ডল দন্তবিকাশ করেছে।

(হে সখী, বিরহ-জনের পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক এই সরস বসন্তে হরি বিহার করছেন এবং যুবতিজনের সঙ্গে নৃত্যরত হয়েছেন)।৩২

(এই বসন্ত) মাধবীতরুর সৌরভে মনোরম, এবং নবমালিকাসুবাসে পূর্ণ, মুনি-জনের চিত্তবিক্ষেপকারী এবং তরুণদের অকারণ বন্ধু।

(হে সখী, বিরহি-জনের পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক এই সরস বসন্তে হরি বিহার করছেন এবং যুবতিজনের সঙ্গে নৃত্যরত হয়েছেন) ।৩৩

পল্লবিতা অতিমুক্তলতার আলিঙ্গনে আম্রতরু পুলকিত ও মুকুলিত ; বৃন্দাবনের বনরাজি প্রান্তচারী যমুনাজলে পবিত্র ।

(হে সখী, বিরহি-জনের পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক এই সরস বসন্তে হরি বিহার করছেন এবং যুবতিজনের সঙ্গে নৃত্যরত হয়েছেন) ।৩৪

হরিচরণের স্মৃতি যার সার, সরস বসন্তকালের বর্ণনা এবং তদনুগত মদনবিকার যার বিষয় শ্রীজয়দেবের এই বাণী (রসিকজনচিত্তে) তাই জাগ্রত করে ।৩৫

কামদেবের প্রাণতুল্য কেতকীগন্ধপ্রিয় পবন অর্ধবিকশিত মল্লিকাফুলের রেণুরাশি নিয়ে সুগন্ধিচূর্ণ রচনা করে কাননভূমিকে সুবাসিত ক'রে এই বসন্তে বিরহীদের চিত্ত দগ্ধ করছে ।৩৬

আজ (মলয়তরুর) কোটরবাসী সাপের কবলে থাকার ক্লেশেই যেন মলয়-পবন শৈত্যস্নানের জন্যে হিমাচলের দিকে যাচ্ছে। তাছাড়া, স্নিগ্ধ আম্রতরুর শিরে মুকুল দেখে আনন্দে কোকিলদের মধুর ও উত্তাল কুহু কুহু রব উঠছে ।৩৭

মধুগন্ধলুব্ধ ভ্রমরেরা যে উন্মীলিত আম্রমুকুলদলকে কম্পিত করছে তাতে ক্রীড়ারত কোকিলদের কলকাকলি কানে বিষ বর্ষণ করছে। এখনকার (বসন্তের) এমন এই দিনগুলো পথিকেরা কল্পনায় ক্ষণকালের জন্যে পাওয়া প্রাণসমা প্রিয়ার আগমনের আনন্দে কোনোরকমে (অতিকষ্টে) কাটাচ্ছে ।৩৮

বহু নারীর (ব্রজবধূর) আলিঙ্গনজনিত আবেগে যাঁর মনোমুগ্ধকর (রাধিকা)-বিলাসের লালসা স্ফুরিত হয়েছে অদূরে সেই কৃষ্ণকে দেখিয়ে সখী রাধাকে সম্মুখে ডেকে আবার বললেন ।৩৯

গীত ॥ ৪ ॥

(যতি-তাল সহকারে রামকিরি-রাগে গেয়)

পীতাম্বরপরিহিত বনমালীর নীল কলেবর চন্দনচর্চিত। ক্রীড়ারত হওয়ায় তাঁর মণিকুণ্ডল দুলছে, তারই দীপ্তিতে তাঁর কপোলদুটি মণ্ডিত হয়েছে এবং মৃদুহাসিতে তিনি শোভমান হয়েছেন। বিলাসমত্তা ও কেলিপরায়ণা মুগ্ধ বধূদের মধ্যে হরি এখানে বিরাজমান। ৪০ ॥ ধ্রুব

কোনো গোপবধূ পীন পয়োধরপীড়নে কৃষ্ণকে সানুরাগে আলিঙ্গন করে তাঁর সঙ্গে উন্নীত পঞ্চমরাগে গান করছেন।

(বিলাসমত্তা ও কেলিপরায়ণা মুগ্ধ বধূদের মধ্যে হরি এখানে বিরাজমান) ।৪১

কোনো মুগ্ধবধূ কৃষ্ণের মুখকমল ধ্যান করে চলেছেন, বিলাসবিলোল ক্রীড়ায় (দৃষ্টি নিক্ষেপে) যা কামভাব উদ্দীপিত করছে।

(বিলাসমত্তা ও কেলিপরায়ণা মুগ্ধ বধূদের মধ্যে হরি এখানে বিরাজমান) ।৪২

কোনো নিতম্ববতী কানে কানে কোনো কথা বলার ছলে তাঁর কপোলে মুখমণ্ডল স্থাপন করলে কৃষ্ণ পুলকিত হচ্ছেন এবং তিনি তাঁকে অনুকূল জেনে প্রিয়কে মধুর চুম্বন করছেন।

(বিলাসমত্তা ও কেলিপরায়ণা মুগ্ধ বধূদের মধ্যে হরি এখানে বিরাজমান ।৪৩

তিনি যমুনানদীতীরে মনোরম বেতসকুঞ্জে গেলে কেউ (কোনো যুবতি) কেলিকলা-কৌতুকে হাত দিয়ে তার উত্তরীয় আকর্ষণ করছেন।

(বিলাসমত্তা ও কেলিপরায়ণা মুগ্ধ বধূদের মধ্যে হরি এখানে বিরাজমান) ।৪৪

কোনো যুবতি মধুর মুরলীধ্বনির সঙ্গে করতালি দিয়ে তাল রক্ষা করছেন, তাতে তাঁর বলয়গুলো ধ্বনিত হচ্ছে। কৃষ্ণ রাসরসে নৃত্যপরায়ণা সহচরীর প্রশংসা করছেন।

(বিলাসমত্তা ও কেলিপরায়ণা মুগ্ধ বধূদের মধ্যে হরি এখানে বিরাজমান) ।৪৫

তিনি কাউকে আলিঙ্গন করছেন, কাউকে চুম্বন করছেন, কোনো যুবতীকে সোহাগ করছেন, কারও দিকে সাস্মিত কটাক্ষ নিক্ষেপ করছেন, আর-একজনের অনুগমন করছেন।

(বিলাসমত্তা ও কেলিপরায়ণা মুগ্ধ বধূদের মধ্যে হরি এখানে বিরাজমান) ।৪৬

বৃন্দাবনের বিপিনে শ্রীজয়দেববর্ণিত কেশবের এই অদ্ভুত, সুন্দর ও যশস্কর কেলি-রহস্য মঙ্গল সাধন করুক ।৪৭

মন অনুরঞ্জনে তিনি তাঁদের আনন্দ উৎপাদন করে তাঁর নীলোৎপলদলের মতো কোমল অঙ্গের লাবণ্যে সকলের আনন্দোৎসব বিধান করেছেন। চারদিক থেকে ব্রজাঙ্গনারা তাঁর প্রতি-অঙ্গ আলিঙ্গন করছেন। সখী! মুগ্ধ (নায়ক) কৃষ্ণ এই বসন্তে মূর্তিমান শৃঙ্গাররসরূপে বিহার করছেন ।৪৮

রাসোল্লাসে বিহ্বলা গোপাঙ্গনাদের সামনেই প্রেমান্ধ রাধা যাঁকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করেছিলেন এবং কী সুন্দর ও সুধাময় তোমার মুখ' এ কথা বলে গানের প্রশংসাচ্ছলে অদ্ভুতভাবে চুম্বন করেছিলেন, মধুর হাসিতে নিখিলচিত্তবিহারী সেই হরি তোমাদের রক্ষা করুন ।৪৯

॥ শ্রীগীতগোবিন্দমহাকাব্যে সামোদ-দামোদর নামে প্রথম সর্গ সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × দ্বিতীয় সর্গ × × × × × × × × × × × ×

অক্লেশ কেশব

হরি সকলকেই সম্প্রীতিতে সমাদর করে বনে বিহার করতে থাকলে নিজের উৎকর্ষ আর রইল না একথা ভেবে রাধা মনঃক্ষুণ্ণ[১] হয়ে অন্যত্র গেলেন এবং যার শিখর

ভ্রমরমণ্ডলীর গুঞ্জনে মধুর এমন এক লতাকুঞ্জে নির্জনে লীন হয়ে সখীকে গোপন কথা বলতে লাগলেন। ১॥

গীত ॥ ৫ ॥

(যতি-তালে গর্জুরী-রাগে গেয়)

যাঁর অধরসুধা-সঞ্চারে মোহন বাঁশি মধুরধ্বনিতে মুখরিত, ইতস্ততঃ কটাক্ষবিক্ষেপে শিরোদেশ সঞ্চালিত হওয়ায় যাঁর কুণ্ডল কপোলে আন্দোলিত আমার মন এইখানে রাসোৎসবে বিলাস ও পরিহাসে রত সেই হরিকে স্মরণ করছে। ২॥ ধ্রুব

কেশ অর্ধচন্দ্রের মতো ময়ূরপুচ্ছে বেষ্টিত থাকায় যিনি বিপুল ইন্দ্রধনু-রঞ্জিত নব মেঘের মতো শোভমান (আমার মন এইখানে রাসোৎসবে বিলাস ও পরিহাসে রত' সেই হরিকে স্মরণ করছে)। ৩॥

গোপকুলনিতম্বিনীদের মুখচুম্বনে যিনি অতি লুব্ধ, যাঁর বান্ধুলী-ফুলের মতো মধুর অধরপল্লব উল্লসিত স্মিতহাস্যে মণ্ডিত (আমার মন এইখানে রাসোৎসবে বিলাস ও পরিহাসে রত সেই হরিকে স্মরণ করছে)। ৪॥

যাঁর বিপুল-পুলক-মণ্ডিত ভুজপল্লবে সহস্র যুবতী বেষ্টিত (আলিঙ্গিত) যাঁর কর, চরণ ও বক্ষের মণিভূষণের কিরণে অন্ধকার বিদূরিত (আমার মন এইখানে রাসোৎসবে বিলাস ও পরিহাসে রত সেই হরিকে স্মরণ করছে)। ৫॥

যাঁর ললাটের চন্দনতিলক মেঘপুঞ্জবেষ্টিত চন্দ্রশোভাকে অতিক্রম করে, যাঁর হৃদয়-কপাট (রমণীদের) উন্নত স্তনমণ্ডলের মর্দনে নির্দয় (আমার মন এইখানে রাসোৎসবে বিলাস ও পরিহাসে রত সেই হরিকে স্মরণ করছে)। ৬॥

মনোহর মণিময় মকরাকৃতি কুণ্ডলে যাঁর কপোলদেশ শোভিত· মুনি, মানব, সুর ও অসুরদের পত্নীরা যাঁর অনুগত (রূপমুগ্ধ), যিনি পিতাম্বরকে ধারণ করে আছেন। (আমার মন এইখানে রাসোৎসবে বিলাস ও পরিহাসে রত সেই হরিকে স্মরণ করছে)। ৭॥

শ্রীজয়দেবকথিত এই অতি সুন্দর মোহন মধুসূদনের রূপ (-বর্ণনা) এখন পুণ্য-বানদের হরির স্মরণের জন্যে উপযুক্ত হল। ৮-৯॥

(কৃষ্ণ অন্য-গোপীদের সঙ্গে বিহারে মত্ত তবু তাঁর প্রতি আকৃষ্ট, সখার এই জিজ্ঞাসার উত্তরে রাধা বললেন—)

আমাকে ছেড়ে তিনি অন্য যুবতীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে বিহারে রত তবু সেই কৃষ্ণেই আমার মন অনুরক্ত, কী করব? আমাব মন তাঁর গুণরাশিকেই বড়ো করে দেখছে, ভুলেও রুষ্ট হচ্ছে না, তাঁর দোষ দূরে সরিয়ে রেখে সন্তোষই বহন করছে। ১০॥

গীত ॥ ৬॥

(মালবরাগের একতালে গেয়ে)

আমি রাত্রে নিভৃত নিকুঞ্জগৃহে গেলে যিনি গোপনে লুকিয়ে থাকেন এবং চকিতে

চারদিকে চেয়ে দেখছি বলে[২] প্রবল রতিরসে হেসে ওঠেন, আমার বিলাসবাসনা যাঁর চিত্তকে অস্থির করে রাখে, সখী, সেই উদার কেশিহন্তা কৃষ্ণের সঙ্গে আমার মিলন ঘটিয়ে দাও। ১১ ॥ ধ্রুব

প্রথম সমাগমে আমাকে লজ্জিত দেখে যিনি অত্যন্ত পটুবচনে উৎসুক হন এবং আমি মৃদুমধুর বচনে সহাস্যে আলাপ করতে থাকলে যিনি আমার জঘন-বসন শিথিল করে দেন, (সখী, সেই উদার কেশিহন্তা কৃষ্ণের সঙ্গে আমার মিলন ঘটিয়ে দাও)। ১২

আমি কিশলয়শয্যায় শয়ন করলে যিনি অনেকক্ষণ আমার বুকে শুয়ে থাকেন এবং আমি আলিঙ্গন করে চুম্বন করলে যিনি প্রত্যালিঙ্গন করে আমার অধর পান করেন, (সখী, সেই উদার কেশিহন্তা কৃষ্ণের সঙ্গে আমার মিলন ঘটিয়ে দাও)।১৩

রতি-আলসে আমার নয়ন নিমীলিত হয়ে এলে যাঁর সুন্দর কপোল রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, আমার সমস্ত দেহ ঘর্মসিক্ত হলে যিনি মদনমদে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে ওঠেন, (হে সখী, সেই উদার কেশিহন্তা কৃষ্ণের সঙ্গে আমার মিলন ঘটিয়ে দাও)।১৪

আমি কোকিলকণ্ঠে কূজন[৩] (অস্ফুট উক্তি) করলে যিনি রতিশাস্ত্রবিচক্ষণতায় আমাকে পরাজিত করেন, আমার কেশপাশ বিস্রস্ত হলে এবং (কবরীর) কুসুমরাশি শিথিল হলে যিনি আমার ঘন স্তনভার নখাঙ্কিত করেন, (সখী, সেই কেশিহন্তা কৃষ্ণের সঙ্গে আমার মিলন ঘটিয়ে দাও)। ১৫

আমার চরণের মণিনূপুর ধ্বনিত হতে থাকলে যাঁর কামকলা পূর্ণতা লাভ করে, আমার মুখর মেখলা ছিন্ন হলে যিনি কেশ গ্রহণ করে আমাকে চুম্বন করেন, (সখী, সেই কেশিহন্তা কৃষ্ণের সঙ্গে আমার নিলন ঘটিয়ে দাও)। ১৬

আমি রতিসুখকালে রসালস হলে যিনি নয়নকমল ঈষৎ নিমীলিত করেন, আমার দেহলতা অবসন্ন হয়ে পড়লে যাঁর মনোরম কামবাসনা পুনরুদ্রিক্ত হয়, (হে সখী, সেই কেশিহন্তা মধুসূদনের সঙ্গে আমার মিলন ঘটিয়ে দাও)। ১৭

শ্রীজয়দেববর্ণিত এবং উৎকণ্ঠিত গোপবধূ-কথিত মধুসূদনের এই শৃঙ্গারচরিত (ভক্তজনের হৃদয়ে) অনায়াস-সুখ বিস্তার করুক। ১৮

কুটিল ভ্রূলতাযুক্তা গোপাঙ্গনারা অপাঙ্গভঙ্গীতে তাঁকে দেখতে থাকলেও আমাকে দেখে যাঁর কপোলদেশ স্বেদসিক্ত হয়, হাত থেকে বিলাসবেণু স্খলিত হয় এবং যাঁর মুগ্ধ মুখ স্মিতসুধায় মণ্ডিত হয়, আমি কাননে ব্রজাঙ্গনাবেষ্টিত সেই গোবিন্দকে দেখছি এবং আনন্দ অনুভব করছি। ১৯

এই স্বল্প-পুষ্পে-শোভিত নবীন অশোক-লতিকার দিকে আমি তাকাতে পারছি না, এই বাপীতটের উদ্যানবায়ু আমাকে সন্তাপিত করছে। হে সখী! ভ্রাম্যমাণ ভ্রমর-গুঞ্জনে মুখরিত এই রমণীয় আমের মুকুলও আমাকে আনন্দ দান করছে না। ২০

যিনি গোপীদের আকুতিময় হাসি, শিথিলতর কেশপাশ, উল্লসিত কটাক্ষবিক্ষেপ, ছল করে বাহুমূলে তুলে স্তনপ্রদর্শন ইত্যাদি মনোহর ভাববিলাস দেখেও অন্তরে রাধার উৎকর্ষ দীর্ঘকাল বিচার করে দেখেন[৪] এবং অন্য নারীর প্রতি নিরাসক্ত হন সেই নব (চিরনবীন) কেশব তোমাদের ক্লেশ হরণ করুন। ২১

॥ শ্রীগীতগোবিন্দমহাকাব্যে অক্লেশকেশব নামে দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥

×××××××××××× তৃতীয় সর্গ ×××××××××××××

মুগ্ধ মধুসূদন

কংসারি কৃষ্ণও সংসারবাসনার বন্ধন-শৃঙ্খলাস্বরূপিণী রাধাকে হৃদয়ে ধারণ করে[১] ব্রজসুন্দরীদের ত্যাগ করলেন[২]। ১

মদনবাণক্ষতে ব্যথিতচিত্ত মাধব[৩] অনুতপ্ত হয়ে তাঁকে (রাধাকে) ইতস্তত অনুসন্ধান করে (না পেয়ে) যমুনাতটস্থ কুঞ্জে বিষাদে মগ্ন হলেন। ২

গীত ॥ ৭ ॥

(যতিতালে গুর্জরী রাগে গেয়)

আমাকে (গোপ)-বধূবৃন্দে পরিবেষ্টিত দেখে ইনি চলে যাচ্ছেন দেখেও নিজেকে অপরাধী মনে করে অত্যন্ত ভয়ে তাঁকে নিবারণ করলাম না। হরি! হরি! তিনি নিজেকে অনাদৃতা মনে করে যেন কুপিতা হয়েই চলে গেলেন। ৩

(আমার) দীর্ঘ বিরহে তিনি কী করবেন, কী বলবেন জানি না। তাঁকে ছাড়া আমার ধনে-জনে-জীবনে বা ভবনে কী কাজ? (হরি! হরি! তিনি নিজেকে অনাদৃতা মনে করে যেন কুপিতা হয়েই চলে গেলেন)। ৪

আমি তাঁর কোপকুটিল ভ্রূলতাযুক্ত মুখের কথা ভাবছি। রক্তপদ্মের উপরে যেন আকুল ভ্রমর ভ্রাম্যমাণ। (হরি হরি! তিনি নিজেকে অনাদৃতা মনে করে যেন কুপিতা হয়েই চলে গেলেন)। ৫

তিনি আমার হৃদয়ে সন্নিহিতা বলে প্রগাঢ়ভাবে আমি তাঁর সঙ্গে নিত্য রমণশীল। তাই তাঁকে বনে অনুসরণ করছি কেন? কেনই বা বৃথা তাঁর জন্যে বিলাপ করছি? (হরি হরি! তিনি নিজেকে অনাদৃতা মনে করে যেন কুপিতা হয়েই চলে গেলেন)। ৬

হে তন্বী! বুঝেছি ঈর্ষায় তোমার হৃদয় খিন্ন হয়েছে। কিন্তু কোথায় গিয়েছ জানি না, তাই কাছে গিয়ে তোমাকে অনুনয় করতে পারছি না। (হরি হরি! তিনি নিজেকে অনাদৃতা মনে করে যেন কুপিতা হয়েই চলে গেলেন)। ৭

আমার সামনে দিয়েই তুমি যাতায়াত করছ দেখতে পাচ্ছি।[৪] তবে কেন আমাকে

আগের মতো সাদরে আলিঙ্গন করছ না (হরি হরি। তিনি নিজেকে অনাদৃতা মনে করে যেন কুপিতা হয়েই চলে গেলেন)। ৮ ॥

সুন্দরী ! ক্ষমা করো। এমন আর-কিছু করব না। দেখা দাও। আমি মদনপীড়ায় কাতর (হরি হরি ! তিনি নিজেকে অনাদৃতা মনে করে যেন কুপিতা হয়েই চলে গেলেন)। ৯ ॥

কেন্দুবিল্বরূপ সমুদ্রজাত রোহিণীকান্ত (চন্দ্র) বিনীত জয়দেব কৃষ্ণের গাথা বর্ণনা করলেন)। ১০ ॥

হৃদয়ে মৃণালের হার, বাসুকি নয়। গলায় নীলোৎপলের দাম, গরলদ্যুতি নয়। অঙ্গে শ্বেতচন্দন, ভস্ম নয়। আমি প্রিয়াবিরহিত। হে অনঙ্গ, ক্রোধে ছুটে আসছ কেন ? তুমি আমাকে হরভ্রমে প্রহার কোরো না। ১১ ॥

হে মদন ! ঐ আম্রমুকুলরূপ বাণ তুমি হাতে নিয়ো না, ধনুকে গুণ আরোপ কোরো না। তুমি ক্রীড়াচ্ছলে বিশ্বকে জয় করেছ। মূর্ছিতকে আঘাত করে আর তোমার কোন্ পৌরুষ প্রকাশিত হবে ? সেই মৃগনয়নার (রাধার) মদনোদ্দীপক কটাক্ষ-শরজালে-জর্জরিত আমার মন একটুও সুস্থ হয় নি। ১২ ॥

তাঁর ভ্রূপক্ষ্মরূপ ধনু, অপাঙ্গ-তরঙ্গরূপ শর এবং নয়নের আকর্ণ বিস্তৃতিরূপ গুণ স্মরণে আমার মনে হচ্ছে কামদেব যেন বিশ্ব জয় করে তাঁর জয়শ্রীর সাক্ষাৎ অধিদেবতা রাধার কাছে নিজের অস্ত্রগুলো অর্পণ করেছেন। ১৩ ॥

হে তন্বঙ্গি ! তোমার ভ্রূচাপে নিহিত কটাক্ষবাণ আমার মর্মপীড়া সৃষ্টি করুক, তোমার শ্যামবর্ণ কুটিল কেশপাশ আমাকে বধ করার উদ্যোগ করুক, তোমার রাগযুক্ত বিম্বাধর মোহবিস্তার করুক, কিন্তু তোমার সুবর্তুল[৬] স্তনমণ্ডল কেন আমার প্রাণ নিয়ে খেলা করছে ? (যা বক্র, যা কুটিল, যা রাগযুক্ত তার পক্ষে বক্রতা, কুটিলতা এবং মত্ততা স্বভাবিক, কিন্তু যার সৎ স্বভাব তার এমন নিষ্ঠুরতা কেন ?)। ১৪ ॥

তিনি কাছে না থাকলেই তাঁর চিন্তায় আমার মন সমাধিমগ্ন। তাঁর সেই সুখস্পর্শ, সেই তরল দৃষ্টিবিভ্রম, সেই মুখপদ্মের সৌরভ, বচনের সেই সুধানিঃস্যন্দী চতুরতা, বিম্বাধরের সেই মাধুরী আমি অনুভব করছি। কিন্তু তবুও আমার বিরহবেদনা বাড়ছে কেন[৭] ? ১৫ ॥

ঘাড় বেঁকিয়ে, চূড়া হেলিয়ে, কুণ্ডল দুলিয়ে মোহনবাঁশির সুরে গোপাঙ্গনাদের বিমুগ্ধ করে তাঁদের অলক্ষ্যে রাধার মুখচন্দ্রে মুগ্ধ মধুসূদনের যে কটাক্ষ-তরঙ্গ আন্দোলিত হয় তা তোমাদের মঙ্গলবিধান করুক। ১৬ ॥

॥ শ্রীগীতগোবিন্দমহাকাব্যে মুগ্ধ মধুসূদন নামে তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥

স্নিগ্ধ মধুসূদন

যমুনাতীরে বেতসকুঞ্জে অসহায়ভাবে অবস্থিত প্রেমোচ্ছ্বাসে উদ্ভ্রান্ত মাধবকে রাধার সখী বললেন—। ১॥

গীত ॥ ৮ ॥

(যতি-তালে কর্ণাটরাগে গেয়)

রাধা চন্দন ও চন্দ্রকে নিন্দা করছেন, এবং অধীর হয়ে দুঃখ করছেন। সর্পগৃহ-সংসর্গের দরুন মলয়পবনকেও গরল বলে মনে করছেন।

হে মাধব! তিনি তোমার বিরহে কাতর হয়ে মদনবাণের ভয়েই যেন তোমাতে (তোমার চিন্তায়) লীন হয়েছেন[১]। ২॥ ধ্রুব

তার হৃদয়ে মদনবাণ অনবরত এসে পড়ছে, তাই তোমাকে রক্ষা করবার জন্যে তাঁর হৃদয়মর্মে (সেখানে তুমি আছ বলে) বিশাল ও সজল পদ্মপত্র স্থাপন করে বর্ম রচনা করছেন। (হে মাধব! তিনি তোমার বিরহে কাতর হয়ে মদনবাণের ভয়েই যেন তোমাতে লীন হয়েছেন। ৩॥

প্রচুর বিলাসকলায় কমনীয় কুসুমশয্যা এখন রাধার কাছে মদনের শর-শয্যা বলে মনে হচ্ছে। তোমার আলিঙ্গন-সুখের আশায় ব্রতের (ব্রতপালনের) মতো তিনি ঐ কুসুমশয়ন আশ্রয় করেছেন। (হে মাধব! তিনি তোমার বিরহে কাতর হয়ে মদন-বাণের ভয়েই যেন তোমাতে লীন হয়েছেন)। ৪॥

তিনি কমনীয় মুখকমল বহন করছেন যা মেঘের মতো অবিরল জলবর্ষণ করছে, যেন বিকট রাহুর দন্তদলনে চাঁদ থেকে অমৃত বর্ষণ হচ্ছে। (হে মাধব! তিনি তোমার বিরহে কাতর হয়ে মদনবাণের ভয়েই যেন তোমাতে লীন হয়েছেন)। ৫॥

সাক্ষাৎ কন্দর্পবোধে কস্তুরী দিয়ে তিনি একান্তে তোমার মূর্তি আঁকছেন। তার নিচের দিকে মকর এঁকে এবং হাতে বাণস্বরূপ আমার মুকুল অর্পণ করে প্রণাম করছেন। (হে মাধব! তিনি তোমার বিরহে কাতর হয়ে মদনবাণের ভয়েই যেন তোমাতে লীন হয়েছেন)। ৬॥

বারবার বলছেন, হে মাধব! আমি তোমার চরণে পড়ে থাকলাম। তুমি বিমুখ হলে এখন সুধানিধিও (চাঁদও) আমাকে দগ্ধ করবে। (হে মাধব! তিনি তোমার বিরহে কাতর হয়ে মদনবাণের ভয়েই যেন তোমাতে লীন হয়েছেন)। ৭॥

তিনি দুর্লভ-তোমাকে ধ্যানে কল্পনা করে (কল্পিত মূর্তির) সামনে বিলাপ করছেন, হাসছেন, দুঃখ করছেন, কাঁদছেন, এদিক ওদিক ছুটছেন এবং (কল্পিত মিলনে) তাপ দূর করছেন। (হে মাধব! তিনি তোমার বিরহে কাতর হয়ে মদন-বাণের ভয়েই যেন তোমাতে লীন হয়েছেন)। ৮॥

যদি মানস অভিনয়ে আনন্দ পেতে চান তবে শ্রীজয়দেবকথিত হরিবিরহাকুল গোপযুবতীর (রাধার) এই সখীবচন বারবার পাঠ করুন। ৯॥

তোমার বিরহে রাধার কাছে আবাস অরণ্যের মতো, প্রিয়সখীকুল অগ্নিশিখার মতো, নিজের নিশ্বাস দাবানলের মতো, এবং (বধোদ্যত) ব্যাঘ্রলীলা² আচরণ করে কন্দর্পও যমের মতো। হায় তিনি নিজেও দেখি (ব্যাধজালে বদ্ধ) হরিণীর মতো॥ ১০॥

গীত ॥ ৯ ॥

(একতালে দেশরাগে গেয়)

কৃশতনু সেই রাধিকা স্তনে নিহিত মনোহর হারকেও ভার বলে মনে করছেন।
হে কেশব এ তোমারই বিরহে।১১॥ ধ্রুব

দেহে লিপ্ত সরস ও মসৃণ চন্দনকে তিনি সশঙ্ক মনে বিষ বলে মনে করছেন।
(হে কেশব এ তোমারই বিরহে)। ১২

অপরিমেয় দাহময় কামাগ্নির মতো তিনি নিঃশ্বাস বয়ে বেড়াচ্ছেন।
(হে কেশব এ তোমারই বিরহে)। ১৩

মৃণাল থেকে বিচ্ছিন্ন সজল কমলের মতো তাঁর নয়নকমল (তোমার দর্শন-প্রতীক্ষায়) চারদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে অশ্রুকণা ছড়িয়ে দিচ্ছে।
(হে কেশব এ তোমারই বিরহে) ১৪

কিশলয়শয্যা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করেও তিনি অগ্নি বলে মনে করছেন।
(হে কেশব এ তোমারই বিরহে)। ১৫

তিনি হাতের তালু থেকে কপোলকে মুক্ত করছেন না। দেখে মনে হচ্ছে যেন সন্ধ্যা বালচন্দ্রকে ধরে আছে।
(হে কেশব এ তোমারই বিরহে)। ১৬

তিনি বিরহে-বিহিত মরণ নিশ্চিত জেনে (পরজন্মে যাতে তোমাকে পান সেই) কামনা নিয়ে 'হরি হরি' এই নাম জপ করছেন।
(হে কেশব এ তোমারই বিরহে)। ১৭

শ্রীজয়দেবরচিত এই গীত কেশবচরণে উপনীত ভক্তদের সুখদান করুক। ১৮

মদনজ্বরে তিনি কখনও রোমাঞ্চিত হচ্ছেন, কখনও শিউরে উঠছেন, কখনও বিলাপ করছেন, কখনও উৎকট কল্পনা করছেন, কখনও কাঁপছেন, কখনও একাগ্র মনে তোমাকে চিন্তা করছেন, কখনও বিহ্বল হয়ে পড়ছেন, কখনও নয়নদুটি নিমীলিত করে রয়েছেন, কখনও ভূমিতে পতিত হচ্ছেন, কখনও বা হঠাৎ উঠে চলতে গিয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ছেন।³ হে স্বর্গবৈদ্যোপম কৃষ্ণ! তাঁর এই অত্যধিক দাহজ্বরে যদি তুমি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে রসদান কর তাহলে কি সেই বরতনু অবশ্যই প্রাণলাভ করবেন না? তাঁর অন্য-কোনো অবলম্বন যে পরিত্যক্ত হয়েছে। ১৯

মদনাতুরা রাধিকার ব্যাধির একমাত্র ওষুধ তোমার অঙ্গসঙ্গরূপ অমৃত। হে অশ্বিনীকুমারের মতো সুবৈদ্য! তুমি যদি তাঁকে রোগমুক্ত না কর তা হলে তোমাকে উপেন্দ্রের বজ্রের⁴ চেয়েও কঠিনতর বলে মনে করব। ২০

মদনজ্বরে রাধার দেহ অত্যন্ত কাতর হলেও তাঁর মন চন্দ্র, চন্দন, পদ্ম ইত্যাদির কথা ভেবেও অধীর হচ্ছে, কিন্তু কী আশ্চর্য ! তাঁর একমাত্র প্রিয় স্নিগ্ধকলেবর তোমাকে একান্তে ধ্যান করে (তোমার আসার প্রতীক্ষায়) এখনও তিনি জীবিত রয়েছেন। ২১

যিনি আগে ক্ষণকালের জন্যেও তোমার বিরহ সহ্য করেন নি, চোখের পলক পড়লেও যিনি ক্ষুণ্ণ হতেন তিনি এখন পুষ্পিতাগ্র রসালশাখা দেখে তোমার দীর্ঘ বিরহে কেমন করে প্রাণ ধারণ করবেন ! ২২

বৃষ্টিব্যাকুল গোকুলবাসীদের রক্ষার জন্যে কংসরিপুর যে বাহু সদর্পে গোবর্ধন-পর্বত ধারণ করেছিল এবং তখন গোপীদের আনন্দচুম্বনে যে বাহু তাঁদের কপালের সিঁদুরে মুদ্রাঙ্কিত হয়েছিল, গোপবেষী কৃষ্ণের সেই বাহু তোমাদের মঙ্গল বিধান করুক। ২৩

॥ শ্রীগীতগোবিন্দমহাকাব্যে স্নিগ্ধমধুসূদন নামে চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ॥

××××××+×××××× **পঞ্চম সর্গ** ×××××××××××××

সাকাঙ্ক্ষ পুণ্ডরীকাক্ষ

আমি এখানেই রইলাম। তুমি যাও। আমার কথা বলে তুমি রাধাকে নিয়ে এসো। এই ভাবে কৃষ্ণনিযুক্তা সখী রাধার কাছে গিয়ে তাঁকে আবার বললেন। ১

গীত ॥ ১০ ॥

(রূপক তালে দেশবরাড়ী রাগে গেয়)

কামতৃষ্ণা উদ্দীপিত করে মলয়পবন প্রবাহিত হচ্ছে, বিরহীদের হৃদয় দলিত করতে অজস্র ফুল ফুটছে। (এমন সময়ে) সখী, তোমার বিরহে বনমালী অবসন্ন হয়ে পড়ছেন। ২ ॥ ধ্রুব

চাঁদের কিরণ দগ্ধ করতে থাকলে তিনি যেন মরণ অনুকরণ করছেন (মৃতপ্রায় হয়ে পড়ছেন)। মদনবাণ বর্ষিত হলে আরও বিহ্বল হয়ে বিলাপ করছেন।
(সখী, তোমার বিরহে বনমালী অবসন্ন হয়ে পড়ছেন)। ৩

ভ্রমরেরা গুঞ্জন করলে তিনি কানে হাত দিচ্ছেন। মনে বিচ্ছেদবেদনা প্রবল হয়ে ওঠায় প্রতি রজনীতেই যাতনা ভোগ করছেন।
(সখী, তোমার বিরহে বনমালী অবসন্ন হয়ে পড়ছেন)। ৪

ললিত বাসভবন ত্যাগ করে তিনি বনে বনে বাস করছেন এবং ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে তোমার নাম উচ্চারণ করে বহু বিলাপ করছেন।
(সখী, তোমার বিরহে বনমালী অবসন্ন হয়ে পড়ছেন)। ৫

কবি জয়দেব গীত (কৃষ্ণের) বিরহবিলাসকথায় (অর্থাৎ সেকথা শ্রবণে ও গানে)

অর্জিত পুণ্যে যাঁদের মনে (কৃষ্ণ)-প্রেমোচ্ছ্বাসরূপ সম্পদ সঞ্চিত হয় তাঁদের মনে হরি উদিত হোন। ৬

আগে যে নিকুঞ্জে তোমার সঙ্গে মিলনে মাধব রতিক্রিয়ায় পূর্ণকাম হয়েছিলেন সেই মন্মথমহাতীর্থে তোমাকে নিরন্তর ধ্যান করে এবং তোমারই আলাপরূপ মন্ত্রাক্ষর জপ করে আবার তোমার কুচকুম্ভের প্রগাঢ় আলিঙ্গনরূপ অমৃত প্রার্থনা করছেন। ৭

গীত ॥ ১১ ॥

(গুর্জরীরাগে একতালে গেয়)

হে নিতম্বিনী! তোমার হৃদয়েশ্বর মদনমনোহর বেশে রতিসুখের সারভূত অভিসারে[২] গমন করেছেন। তুমি গমনে বিলম্ব কোরো না। তাঁর অনুসরণ করো!

বনমালী ধীর-সমীরসেবিত যমুনাতীরে আছেন। ৮ ॥ ধ্রুব

তিনি তোমার নাম নিয়ে সংকেত করে মৃদু স্বরে বেণুবাদন করছেন। তোমার অঙ্গস্পৃষ্ট বায়ুচালিত ধূলিকণাকে তিনি ধন্য মনে করছেন।

(বনমালী ধীর-সমীরসেবিত যমুনাতীরে আছেন)। ৯

পাখি এসে বসলে পাতা নড়ে উঠছে, তিনি ভাবছেন বুঝি তুমি এলে। অমনি তিনি শয্যা রচনা করছেন এবং চকিতনয়নে তোমার পথ চেয়ে আছেন।

(বনমালী ধীর-সমীরসেবিত যমুনাতীরে আছেন)। ১০

তোমার চঞ্চল মুখর নূপুর ত্যাগ করো, কারণ বিহারের সময় তা চঞ্চলতা প্রকাশ করে শত্রু হয়ে ওঠে। সখী! নীল নিচোল পরিধান করে তিমিরপুঞ্জে আবৃত কুঞ্জে চলো।

(বনমালী ধীর-সমীরসেবিত যমুনাতীরে আছেন)। ১১

মেঘে চঞ্চল বলাকার মতো হারশোভিত মুরারির বুকে কৃতপুণ্যের পরিণামস্বরূপ বিপরীত রতিকালে তুমি স্থির বিদ্যুতের মতো শোভা পাবে[৩]।

(বনমালী ধীর-সমীরসেবিত যমুনাতীরে আছেন)। ১২

হে পংকজাক্ষী, পল্লব-শয্যায় শয়ন করে তুমি (তাঁকে দিয়ে) তোমার মেখলা হরণ করিও এবং জঘনদেশের আবরণ মুক্ত করিও। তা হলে তা জঘনদেশ (কৃষ্ণের কাছে) নিরাবরণ মণির মতো আনন্দের কারণ হবে।

(বনমালী ধীর-সমীরসেবিত যমুনাতীরে আছেন)। ১৩

হরি অভিমানী, এখন রাত্রি। রাত্রিও কিন্তু শেষ হতে চলেছে। অতএব আমার কথা রাখো। অবিলম্বে মধুরিপুর কামনা পূর্ণ করো।

(বনমালী ধীর-সমীরসেবিত যমুনাতীরে আছেন)। ১৪

হরিসেবক শ্রীজয়দেব এই গান রচনা করলেন। তোমরা (ভাগবতজন) প্রফুল্লহৃদয়ে, পরম সদয় ও সুকৃতবাঞ্ছিত হরিকে বন্দনা করো। ১৫

হে সখী, তোমার প্রিয় মদনবেদনায় ক্লিষ্ট হয়ে আছেন। তিনি বার বার দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন মুহুর্মুহু চারদিকে চেয়ে দেখছেন, আবার কখনও কুঞ্জে প্রবেশ করছেন এবং অস্ফুটস্বরে বহু বিলাপ করছেন, কখনও বা শয্যা রচনা করে ব্যাকুল হয়ে চেয়ে দেখছেন। ১৬

তোমার প্রতিকূলতার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য সম্পূর্ণ অস্তমিত হল, গোবিন্দের মনোরথের মতো অন্ধকারও গাঢ়তর হয়ে উঠল। চক্রবাকীর মতো করুণস্বরে আমি দীর্ঘ সময় ধরে তোমাকে এই অনুরোধ করছি। অতএব, হে মুগ্ধে, বিলম্ব করে এই সুন্দর অভিসারের লগ্ন ব্যর্থ করে দিও না। ১৭

পরস্পর অন্বেষণে ভ্রমণ করতে করতে যখন তোমরা মিলিত হবে, সম্ভাষণে দুজন দুজনকে চিনে নেবে এবং প্রথমে আলিঙ্গন, পরে চুম্বন, তারপর নখাঘাত, কামাভিব্যক্তি, সম্ভ্রম ও রসাবেশে রতিক্রিয়ায় যখন প্রীত হবে, তখন সেই অন্ধকারে দম্পতীর লজ্জামিশ্রিত কী অপূর্ব রসই না সৃষ্টি হবে! ১৮

হে সুমুখী! সভয়চকিত দৃষ্টিপাতে, অন্ধকার পথে প্রতিটি তরুতলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে করে ধীর পদক্ষেপে কোনোরকমে তুমি তাঁর কাছে যাও। সেই নির্জনে তোমার অনঙ্গতরঙ্গিত দেহ-দর্শনে ভাগ্যবান তিনি কৃতার্থ হোন। ১৯

শ্রীরাধার মুগ্ধমুখকমলের মধুকর, ত্রিলোকের শিরোমুকুটের (বৃন্দাবনের) প্রসাধন-যোগ্য নীলমণি, সংসারভার-হরণে কৃতান্ততুল্য, অনায়াসে ব্রজাঙ্গনাদের সন্তুষ্টিসাধক প্রদোষরূপ কংসধ্বংসকারী ধূমকেতু দেবকীনন্দন কৃষ্ণ তোমাকে রক্ষা করুন। ২০

॥ শ্রীগীতগোবিন্দমহাকাব্যে অভিসারিকাবর্ণনে 'সাকাঙ্ক্ষপুণ্ডরীকাক্ষ' নামে পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × **ষষ্ঠ সর্গ** × × × × × × × × × × × × ×

ধৃষ্ট বৈকুণ্ঠ

তারপর লতাগৃহে চিরানুরক্তা রাধাকে অভিসারে অসমর্থা দেখে সখী মদনসন্তপ্ত গোবিন্দকে[১] তাঁর কথা বলতে লাগলেন—। ১

গীত ॥ ১২ ॥

(রূপকতালে গোণ্ডকিরীরাগে গেয়)

তিনি নির্জনে তাঁর অধরের মধুর মধু-পানরত তোমাকেই দিকে দিকে প্রত্যক্ষ করছেন। হে নাথ, হে হরি! রাধা কুঞ্জগৃহে অবসন্ন হয়ে পড়ছেন। ২

তোমার অভিসারের উৎসাহে কয়েক পা চলেই পড়ে যাচ্ছেন।
(হে নাথ, হে হরি, রাধা কুঞ্জগৃহে অবসন্ন হয়ে পড়ছেন)। ৩

তিনি (তাপনিবারণের জন্যে) বিশদ মৃণাল ও পল্লববলয় ধারণ করে তোমার রতিকলা উপভোগের আশাতেই বেঁচে আছেন।

(হে নাথ, হে হরি ! রাধা কুঞ্জগৃহে অবসন্ন হয়ে পড়ছেন)। ৪

তিনি বারবার তোমার বেশবাস ধারণ করে তাই দেখছেন এবং আমিই কৃষ্ণ একথা ভাবছেন।

(হে নাথ, হে হরি ! রাধা কুঞ্জগৃহে অবসন্ন হয়ে পড়ছেন)। ৫

হরি কেন অবিলম্বে অভিসারে আসছেন না একথা সখীকে বারবার জিজ্ঞাসা করছেন।

(হে নাথ, হে হরি ! রাধা কুঞ্জগৃহে অবসন্ন হয়ে পড়ছেন)। ৬

হরি এসেছেন মনে করে মেঘের মতো ঘন অন্ধকারকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করছেন।

(হে নাথ, হে হরি ! রাধা কুঞ্জগৃহে অবসন্ন হয়ে পড়েছেন)। ৭

তোমার দেরি হওয়াতে বাসকসজ্জায়[১] প্রতীক্ষমাণা তিনি লজ্জা ত্যাগ করে বিলাপ এবং অশ্রুবিসর্জন করছেন।

(হে নাথ, হে হরি ! রাধা কুঞ্জগৃহে অবসন্ন হয়ে পড়েছেন)। ৮

শ্রীজয়দেবকবির এই গানে রসিকজনের আনন্দের উদ্রেক হোক। ৯

হে শঠ ! প্রবল কন্দর্পভাবনায় (তোমার) প্রেমসমুদ্রে নিমগ্না ধ্যানমগ্না মৃগাক্ষী কখনও রোমাঞ্চিতা হচ্ছেন, কখনও শীৎকার করছেন, কখনও অন্তর্বেদনায় ব্যাকুল হয়ে বিলাপ করছে। ১০

তিনি অঙ্গে নানা অলঙ্কার ধারণ করছেন। গাছের পাতা নড়লেও তুমি এসেছ মনে করে শয্যারচনা করছেন, কখনও বা বহুক্ষণ তোমারই ধ্যান করছেন। এইভাবে বেশবাহুল্য, আগমনকল্পনা, শয্যারচনা এবং আলাপনের জন্যে কৃতসংকল্পা রাধা তোমাকে না পেয়ে রাত্রি যাপন করতে পারছেন না। ১১

'তুমি এই কালসাপের ঘরে (কৃষ্ণের সম্ভোগস্থানে) ভান্ডীর তরুতলে বিশ্রাম করছ কেন ? ঐ তো আনন্দময় নন্দনিকেতন দেখা যাচ্ছে। ওখানে যাচ্ছ না কেন ? রাধাপ্রেরিত পথিক-দূতের মুখে তাঁর এই সংকেতবাণী শুনে কৃষ্ণ তাঁর পিতা নন্দের কাছে তার মর্ম গোপন করার জন্যে পথিকের উদ্দেশ্যে যে প্রশংসাবাক্য ব্যবহার করেছিলেন তা জয়যুক্ত হোক। ১২

॥ শ্রীগীতগোবিন্দমহাকাব্যে 'ধৃষ্ট বৈকুণ্ঠ' নামে ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × সমপ্ত সর্গ × × × × × × × × × × × × ×

নাগর নারায়ণ

ইতিমধ্যে কুলটাদের (পরকীয়া নায়িকাদের) অভিসারে বিঘ্ন ঘটানোর দরুন যে পাপ তারই প্রতিফলস্বরূপ অঙ্গে কলঙ্ক চিহ্ন ধারণ করে[১] দিগ্‌বধূবদনের চন্দন-বিন্দুর মতো[২] চাঁদ কিরণজালে বৃন্দাবনকে আলোকিত করল। ১

জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ল, তবুও কৃষ্ণ আসতে দেরি করছেন দেখে বিরহবিধুরা রাধা উচ্চকণ্ঠে নানাভাবে বিলাপ ও পরিতাপ করতে লাগলেন। ২

গীত ॥ ১৩ ॥

(মালবরাগ এবং যতিতালে গেয়)

নির্দিষ্ট সময়েও হরি বনে এলেন না, হায়, আমার অমল রূপযৌবন বিফল হল।[৪] প্রিয়সখীর কথায় আমি প্রতারিত হয়েছি, এখন আমি কার কাছে আশ্রয় নেব ? ৩ ধ্রুব

যাঁর সঙ্গে মিলনের জন্যে আমি এই গহন বনে এলাম, তিনি আমার হৃদয় মদনশরে বিদ্ধ করলেন।

(প্রিয়সখীর কথায় আমি প্রতারিত হয়েছি, এখন আমি কার কাছে আশ্রয় নেব ?)৪

ব্যর্থ দেহে (জীবন ধারণের চেয়ে) আমার মরণই প্রিয়। আমি চেতনাহীন, তবে কেন এই বিরহানল সহ্য করি ?

(প্রিয়সখীর কথায় আমি প্রতারিত হয়েছি, এখন আমি কার কাছে আশ্রয় নেব ?)৫

হায়, এই মধুর বসন্তরাত্রি আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। না জানি কোন্ পুণ্যবতী কৃষ্ণের মিলনসুখ অনুভব করছে।

(প্রিয়সখীর কথায় আমি প্রতারিত হয়েছি, এখন আমি কার কাছে আশ্রয় নেব ?)৬

হায়, আমি কঙ্কণাদি মণিভূষণ ধারণ করলাম, কিন্তু কৃষ্ণের বিরহানল বয়ে এনে সে সবই আমাকে অত্যন্ত পীড়া দিচ্ছে।

(প্রিয়সখীর কথায় আমি প্রতারিত হয়েছি, এখন আমি কার কাছে আশ্রয় নেব ?)৭

আমার বুকের এই মালাও আমার কুসুমকোমল দেহকে নিষ্ঠুর মদনবাণের মতো আঘাত করছে।

(প্রিয়সখীর কথায় আমি প্রতারিত হয়েছি, এখন আমি কার কাছে আশ্রয় নেব ?)৮

আমি বেতসবনকে ভয় না করে এখানে রইলাম। কিন্তু মধুসূদন আমার কথা মনেও আনলেন না। ৯

হরিচরণে শরণাগত জয়দেব-কবির এই বাণী কোমল কলাবতী যুবতীর মতো (ভক্তজনের) হৃদয়ে বাস করুক। (অর্থাৎ কোমলাঙ্গী এবং রতিকলানিপুণা যুবতী যেমন যুবজনচিত্তে বিরাজ করে জয়দেব-কবির বাণীও তেমনি ভক্তজনচিত্তে বিরাজ করুক)। ১০

সংকেতনির্দিষ্ট মনোহর বেতসলতাকুঞ্জে প্রিয়তম তো এখনও এলেন না ? তিনি কি তবে অন্য-কোনো নায়িকার অভিসারে গিয়েছেন, না কি বন্ধুরা ক্রীড়াচ্ছলে তাঁকে আটকে রেখেছেন ? তিনি কি বনের মধ্যে (পথ হারিয়ে) উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরছেন ? হয়তো (আমার বিরহে) অবসন্ন মনে তিনি মোটেই পথ চলতে পারছেন না। ১১

এমন সময়ে মাধবকে না নিয়ে সখী ফিরলেন। তাঁকে বিষাদে নীরব দেখে তিনি আশঙ্কা করলেন জনার্দন অন্য-কোনো নায়িকার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। তিনি যেন স্বচক্ষে তাঁকে দেখছেন এই ভাবেই বলতে লাগলেন—। ১২

গীত ॥ ১৪ ॥

(বসন্তরাগ এবং যতিতালে গেয়)

সে রতিরণোচিত বেশে সজ্জিতা। তার কেশপাশ কিছুটা শিথিল হয়েছে, ফুলদল ভ্রষ্ট হয়েছে। আমার চেয়ে বেশি গুণের অধিকারিণী কোনো যুবতী মধুরিপুর সঙ্গে বিলাসে মত্তা।১৩ ধ্রুব

কৃষ্ণের আলিঙ্গনে তার মদনবিভ্রম প্রকাশিত হয়েছে, তার কুচকলসের উপরে হার কাঁপছে।

(আমার চেয়ে বেশি গুণের অধিকারিণী কোনো যুবতী মধুরিপুর সঙ্গে বিলাসে মত্তা)।১৪

বিস্রস্ত চূর্ণকুন্তলে তার মুখচন্দ্র সুন্দর দেখাচ্ছে। তাঁর (কৃষ্ণের) অধরপানের সুখাবেশে তার চোখদুটি নিমীলিত হয়েছে।

(আমার চেয়ে বেশি গুণের অধিকারিণী কোনো যুবতী মধুরিপুর সঙ্গে বিলাসে মত্তা)।১৫

তার ললিত কপোলে কুণ্ডল দুলছে এবং জঘন আন্দোলিত হওয়ায় মেখলা মধুর হয়েছে।

(আমার চেয়ে বেশি গুণের অধিকারিণী কোনো যুবতী মধুরিপুর সঙ্গে বিলাসে মত্তা)।১৬

দয়িতকে দেখে সে কখনও লজ্জিত হচ্ছে, কখনও হাসছে, কখনও রতিরসের অনুভবে নানারকম অস্ফুট শব্দ করছে।

(আমার চেয়ে বেশি গুণের অধিকারিণী কোনো যুবতী মধুরিপুর সঙ্গে বিলাসে মত্তা)।১৭

সে কখনও বিপুল পুলকে প্রবলভাবে কাঁপছে. (ঘন ঘন) শ্বাস ও নিমীলিত নয়নে মদনাবেশ প্রকাশ করছে।

(আমার চেয়ে বেশি গুণের অধিকারিণী কোনো যুবতী মধুরিপুর সঙ্গে বিলাসে মত্তা)।১৮

ঘর্মকণায় তার শরীর রমণীয় হয়েছে। রতিরণে নিপুণা সেই যুবতী (কৃষ্ণের) বুকে লুটিয়ে পড়ছে।

(আমার চেয়ে বেশি গুণের অধিকারিণী কোনো যুবতী মধুরিপুর সঙ্গে বিলাসে মত্তা)।১৯

শ্রীজয়দেবগীত হরির এই রতিবিলাস কলি-কলুষ ধ্বংস করুক ॥ ২০ ॥

(শ্রীরাধা বললেন)

মদনবন্ধু চাঁদ বিরহপাণ্ডুর কৃষ্ণের মুখপদ্মের কান্তি বহন করছে। তাই সে (অস্তমিত হবার সময়) সন্তপ্তদের বেদনা দূর করেও আমার হৃদয়ে মদনবেদনাকে তীব্র করে তুলছে।২১

গীত ॥ ১৫ ॥

(গুর্জরীরাগে একতালে গেয়)

কামোদ্দীপ্ত রমণীমুখে তিনি চাঁদের মৃগচিহ্নের মতো কস্তুরীতিলক এঁকে দিচ্ছেন এবং চুম্বনের জন্যে অধরে অধর যোগ করছেন।

রতিরণে বিজয়ী মুরারি এখন যমুনাপুলিনের বনে রতিরঙ্গে মেতে আছেন।২২ধ্রুব

তার (সেই যুবতীর) ঘনমেঘের মতো সুন্দর মদনমৃগের বিহারকাননস্বরূপ যে-কেশপাশের বর্ণনায় তাঁর (কৃষ্ণের) তরুণ আনন সতত মুখর, তা তিনি বিদ্যুতের মতো কমনীয় কুরবক[৬] ফুল দিয়ে সাজাচ্ছেন।

(রতিরণে বিজয়ী মুরারি এখন যমুনাপুলিনের বনে রতিরঙ্গে মেতে আছেন)।২৩

তিনি তার কস্তুরীশোভিত নখচিহ্নরূপ চন্দ্রে ভূষিত কুচযুগরূপ গগনে মুক্তাহাররূপ নক্ষত্রাবলী স্থাপন করছেন।

(রতিরণে বিজয়ী মুরারি এখন যমুনাপুলিনের বনে রতিরঙ্গে মেতে আছেন)।২৪

তিনি তার হিমশীতল করতলরূপ নলিনীদলে শোভিত মৃণালনিন্দিত বাহুযুগলে মরকতকঙ্করূপ ভ্রমরাবলী অর্পণ করেছেন।

(রতিরণে বিজয়ী মুরারি এখন যমুনাপুলিনের বনে রতিরঙ্গে মেতে আছেন)।২৫

রতির আশ্রয় ও কামদেবের কামকাননের মতো তার যে বিপুল জঘনদল তাঁর বাসনাকে উদ্দীপিত করে তাতে মণিময় মেখলা নিক্ষেপ করছেন যা তোরণদ্বারে শোভিত মালাকেও উপহাস করে।

(রতিরণে বিজয়ী মুরারি এখন যমুনাপুলিনের বনে রতিরঙ্গে মেতে আছেন)।২৬

নখরূপ মণিরাশিতে বিভূষিত কমলার নিলয়স্বরূপ তার পদপল্লব অলক্ত-আভরণে সজ্জিত করে তিনি হৃদয়ে স্থাপন করছেন।

(রতিরণে বিজয়ী মুরারি এখন যমুনাপুলিনের বনে রতিরঙ্গে মেতে আছেন)।২৭

সখী! হলধরের খল[৭], সহোদরটি যখন অন্য-কারো সঙ্গে[৮] প্রবল ও রমণীয়রূপে রতিরঙ্গে মত্ত তখন আমি বৃথাই কেন দীর্ঘকাল বিরসভাবে এই কুঞ্জে বসে আছি বলো?

(রতিরণে বিজয়ী মুরারি এখন যমুনাপুলিনের বনে রতিরঙ্গে মেতে আছেন)।২৮

যিনি (শৃঙ্গার-রসপানে) হরিগুণ বর্ণনা করলেন সেই কৃষ্ণপদসেবক কবিপতি জয়দেবে যেন কলিযুগোচিত পাপ বাস না করে।২৯

হে সখী, হে দূতী! যদি সেই নিষ্ঠুর শঠ[৯] না আসে তাতে তুমি ব্যথিত হচ্ছ কেন? তিনি বহুবল্লভ, স্বচ্ছন্দে বহু যুবতীর সঙ্গে বিহার করবেন তাতে তোমার দোষ কী?[১০] দেখো, দয়িতের গুণে (রজ্জুবন্ধনে) আকৃষ্ট হয়ে উৎকণ্ঠা এবং আর্তিতে এই চিত্ত বিদীর্ণ হয়ে নিজেই তার অভিসারে যাবে।৩০

গীত ॥ ১৬ ॥

(দেশবরাড়ীরাগ এবং রূপক তালে গেয়)

পল্লবশয্যায় সে তাপিত হয় না, পবনসঞ্চালিত নীলোৎপলের মতো যার নয়ন, হে সখী সেই বনমালী যাকে রতিসুখ দান করেছেন। ৩১ ধ্রুব

মদনবাণে সে বিদীর্ণ হয় না,—বিকসিত পদ্মের মতো সুন্দর মুখ যার, (হে সখী, সেই বনমালী যাকে রতিসুখ দান করেছেন)। ৩২

মলয়পবন তাকে দগ্ধ করতে পারে না—অমৃতের চেয়ে যার বচন মধুর ও কোমল, (হে সখী, সেই বনমালী যাকে রতিসুখ দান করেছেন)। ৩৩

চন্দ্রকিরণের সন্তাপে যে লুটিয়ে পড়ে না, স্থলপদ্মের মতো মনোহর যার চরণ, (হে সখী, সেই বনমালী যাকে রতিসুখ দান করেছেন)। ৩৪

বিরহভারে তার হৃদয় বিদীর্ণ হয় না, সজলমেঘরাশির মতো যে মনোহর, (হে সখী, সেই বনমালী যাকে রতিসুখ দান করেছেন)। ৩৫

পরিজনদের উপহাসে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে না, নিকষপাষাণে কষিত স্বর্ণরেখার মতো যার উজ্জ্বল বসন, (হে সখী, সেই বনমালী যাকে রতিসুখ দান করেছেন)। ৩৬

শোকাদি অতি করুণরসাত্মক পীড়া সে বহন করে না, সকল ভুবনের যুবজনদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, (হে সখী, সেই বনমালী যাকে রতিসুখ দান করেছেন)। ৩৭

শ্রীজয়দেব-গীত (রাধার) এই বিলাপবচনের সঙ্গে শ্রীহরি তোমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করুন। ৩৮

হে কামদেবের আনন্দবিধায়ক মলয়পবন! প্রসন্ন হও, প্রতিকূলতা ত্যাগ করো। হে জগৎপ্রাণ! মাধবকে মুহূর্তের জন্যে আমার সামনে দিয়ে তারপর আমার প্রাণ হরণ করো। ৩৯

যাতে (যে কৃষ্ণে) চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ায় সখীসঙ্গ রিপুসঙ্গের মতো, হিমবাহ অগ্নিতুল্য, এবং চন্দ্রকিরণ বিষের মতো পীড়াদায়ক হয়েছে, আমার হৃদয় এখনও তার দিকেই সবলে ধাবিত। কমলনয়নাদের কাম (প্রিয়সঙ্গাভিলাষ) সত্যিই প্রতিকূল এবং একান্ত দুর্বার।৪০

হে মলয়পবন! আমাকে তাপ দাও। হে পঞ্চবাণ! আমার প্রাণ নাও। আমি আর ঘরে ফিরব না। হে যমভগিনী যমুনা! আমাকে ক্ষমা করে আর কী হবে। তোমার তরঙ্গে আমাকে অভিষিক্ত করো (নিমজ্জিত করো) আমার দেহের জ্বালা জুড়োক। ৪১

একদিন প্রভাতে সচকিতে কৃষ্ণকে নীলাম্বর-পরিহিত ও শ্রীরাধার বুকে উত্তরীয়ের মতো করে পীতাম্বর জড়ানো দেখে সখীরা হেসে উঠলে যিনি স্মিতমুখে সলজ্জ অপাঙ্গভঙ্গিতে রাধার মুখে কটাক্ষপাত করেছিলেন সেই নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ জগতের আনন্দ-বর্ধন করুন। ৪২

॥ শ্রীগীতগোবিন্দমহাকাব্যে বিপ্রলব্ধা বর্ণনায় নাগরনারায়ণ নামে সপ্তম সর্গ সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × × অষ্টম সর্গ × × × × × × × × × × × × × ×

বিলক্ষ লক্ষ্মীপতি

তারপর, কোনোরকমে (অতিকষ্টে) যামিনী[১] যাপন করলেন[২]। প্রভাতে সম্মুখে প্রণত প্রিয় অনুনয়বচন বলতে থাকলে, মদনশরে জর্জরিত হলেও তাঁকে প্রবল অসূয়া[৩] নিয়ে বললেন — ।১

গীত ॥ ১৭ ॥

(ভৈরবীরাগে এবং যতিতালে গেয়)

গত রজনীর গুরু জাগরণে লোহিতবর্ণ, অর্ধ-নিমীলিত এবং রতিরসে আবিষ্ট তোমার নয়ন (অন্য যুবতীর প্রতি) তোমার অনুরাগ প্রকাশ করছে। হরি হরি! মাধব! তুমি যাও। কেশব! তুমি যাও। আর কপটকাকুতি করতে হবে না। হে কমললোচন, তার কাছেই যাও যে তোমার বিষাদ দূর করবে। ২ ধ্রুব

তার কজ্জলমলিন নয়ন চুম্বনে তোমার অরুণ অধর নীলবর্ণ ধারণ করে তোমার অঙ্গের অনুরূপতা লাভ করেছে। (হরি হরি! মাধব! তুমি যাও। কেশব! তুমি যাও। আর কপটকাকুতি করতে হবে না। হে কমললোচন, তার কাছেই যাও যে তোমার বিষাদ দূর করবে)। ৩

রতিরণে খরনখরে রেখাঙ্কিত হওয়ায় তোমার শ্যামল কলেবর যেন মরকতফলকে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রতিরণের জয়পত্র বহন করছে[৪]। (হরি হরি! মাধব! তুমি যাও। কেশব! তুমি যাও। আর কপটকাকুতি করতে হবে না। হে কমললোচন, তার কাছেই যাও যে তোমার বিষাদ দূর করবে)। ৪

তাঁর চরণকমলের আলতার ছোপলাগা তোমার জ্বলন্ত বুক যেন মদনতরুর নব-পল্লবদলকে বাহিরে এনে দেখাচ্ছে। (হরি হরি! মাধব! তুমি যাও। কেশব! তুমি যাও। আর কপটকাকুতি করতে হবে না। হে কমললোচন, তার কাছেই যাও যে তোমার বিষাদ দূর করবে)। ৫

তোমার অধরে তার দন্তক্ষত আমার চিত্তকে পীড়া দিচ্ছে। এখনও কী করে তোমার এই দেহ আমার সঙ্গে সে অভিন্ন একথা বলছে? (হরি হরি! মাধব! তুমি যাও। কেশব! তুমি যাও। আর কপটকাকুতি করতে হবে না। হে কমললোচন, তার কাছেই যাও যে তোমার বিষাদ দূর করবে)। ৬

হে কৃষ্ণ! তোমার মনও নিশ্চয় তোমার দেহের মতোই অত্যন্ত মলিন। তা না হলে তোমারই অনুগতা মদনশরপীড়িতা একটি অবলাকে কেন বঞ্চনা করছ? (হরি হরি! মাধব! তুমি যাও। কেশব! তুমি যাও। আর কপটকাকুতি করতে হবে না। হে কমললোচন, তার কাছেই যাও যে তোমার বিষাদ দূর করবে)। ৭

তুমি অবলাবধ করার জন্যেই বনে বনে ভ্রমণ কর, এ আর বিচিত্র কী? পুতনাই তো

তোমার বধূবধে-নির্দয় শিশুচরিত্র ঘোষণা করছে[৫]। (হরি হরি! মাধব! তুমি যাও। কেশব! তুমি যাও। আর কপটকাকুতি করতে হবে না। হে কমললোচন, তার কাছেই যাও যে তোমার বিষাদ দূর করবে)। ৮

হে সুধীজন, আপনারা শ্রীজয়দেবকথিত রতিবঞ্চিতা খণ্ডিতা যুবতীর বিলাপকথা শ্রবণ করুন যা সুধার মতো মধুর এবং স্বর্গেও দুর্লভ। ৯

হে প্রবঞ্চক! প্রেয়সীর চরণের অলক্তে রঞ্জিত অরুণবর্ণ তোমার বক্ষ ভিতরের অনুরাগ বাহিরে প্রকট করে তুলছে। তোমাকে (এই অবস্থায়) দেখে আমার সঙ্গে তোমার প্রখ্যাত প্রণয়ের বিচ্ছেদ হয়েছে বলে আমার যে শোক হয়েছে তার চেয়েও বেশি লজ্জা আমাকে অভিভূত করেছে। ১০

কংসরিপু কৃষ্ণের যে-বাঁশির সুর হরিণনয়নাদের মনকে মাতিয়ে তুলতে, তাদের মাথা ঘুরিয়ে দিতে, (কণ্ঠ থেকে) চঞ্চল মন্দারমালা খসিয়ে দিতে এবং তাদের স্তম্ভন, আকর্ষণ ও বশীকরণ করতে মহামন্ত্রস্বরূপ এবং যা দৃপ্ত দানবদলিত দেবতাদের দুর্বার দুঃখ ও বিষাদ দূর করে, সেই বাঁশির সুর তোমাদের মঙ্গলবিধান করুক। ১১

॥ শ্রীগীতগোবিন্দমহাকাব্যে খণ্ডিতা বর্ণনায় 'বিলক্ষ লক্ষ্মীপতি' নামে অষ্টম সর্গ সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × নবম সর্গ × × × × × × × × × × × ×

মুগ্ধ মুকুন্দ

তারপর মদনসন্তপ্তা রতিরসবঞ্চিতা বিষণ্ণা এবং হরিচরিত্র-অনুচিন্তনে মগ্না কলহান্তরিতা[১] রাধাকে সখী নির্জনে বললেন—। ১

গীত ॥ ১৮ ॥

(রামকিরীরাগ এবং যতি-তালে গেয়)

হরি অভিসারে এসেছেন, মৃদু হাওয়া বইছে। (তাঁকে ছেড়ে) ঘরে গিয়ে বেশি সুখ আর কী পাবে? হে মানিনী! মাধবের উপর আর মান কোরো না। ২ ॥ ধ্রুব

তাল-ফলের চেয়েও গুরু এবং অতি মনোহর কুচকলসকে কেন বিফল করছ? (হে মানিনী! মাধবের উপর আর মান কোরো না)।৩

তোমাকে তো একথা বারবার অনেক করে বলেছি যে অতিমনোহর হরিকে ত্যাগ কোরো না। (হে মানিনী! মাধবের উপর আর মান কোরো না)।৪

কেন বিষণ্ণ হচ্ছ এবং বিফল হয়ে রোদন করছ। সমস্ত[২] যুবতীজন হাসছে। (হে মানিনী! মাধবের উপর আর মান কোরো না)।৫

সজল পদ্মপত্রে প্রস্তুত শয্যায় শয়ান হরিকে দেখো। নয়ন সফল করো। (হে মানিনী! মাধবের উপর আর মান কোরো না)।৬

মনে এই গুরুতর দুঃখ কেন নিজেই সৃষ্টি করছ ? এই বিচ্ছেদ অবাঞ্ছিত ; আমার কথা শোনো। (হে মানিনী ! মাধবের উপর আর মান কোরো না)।৭

হরি আসুন, নানা মধুর কথা বলুন। হৃদয়কে কাতর করে তুলছ কেন ? (হে মানিনী ! মাধবের উপর আর মান কোরো না ।৮

শ্রীজয়দেবভণিত অতিমধুর এই কৃষ্ণকথা রসিকজনকে[৩] আনন্দ দিক ।৯

যে স্নেহকাতর তার প্রতি তুমি যে কঠোর হলে, যে প্রণত তার প্রতি তুমি যে উদাসীন হলে, যে অনুরক্ত তার প্রতি তুমি যে বিদ্বিষ্ট হলে, যে প্রিয় উন্মুখ তার প্রতি তুমি যে বিমুখ হলে, তার ফলে, হে বিপরীতকারিণী ! চন্দনের অনুলেপনও তোমার কাছে বিষের মতো, চন্দ্রও সূর্যের মতো, হিম আগুনের মতো এবং রতিক্রীড়ার আনন্দ যন্ত্রণা বলে মনে হবে ।১০

বিপুল আনন্দে অধীর ইন্দ্রাদি দেবতারা মহা সমাদরে প্রণত হলে তাঁদের মুকুটের ইন্দ্রনীল মণিরাশি যে চরণকমলে ভ্রমরাবলীর শোভা ধারণ করে এবং মকরন্দসুন্দর বিগলিত মন্দাকিনীর স্বচ্ছন্দ ধারায় শীতল হয়, অশুভনাশের জন্যে শ্রীগোবিন্দের সেই চরণকমল বন্দনা করি ।১১

॥ শ্রীগোবিন্দমহাকাব্যে কলহান্তরিতা-বর্ণনায় 'মুগ্ধ মুকুন্দ' নামে
নবম সর্গ সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × দশম সর্গ × × × × × × × × × × × × ×

মুগ্ধ মাধব

সন্ধ্যা হলে রাধার ক্রোধ কিছুটা প্রশমিত হল, বহু দীর্ঘশ্বাস ফেলায় তাঁকে দুর্বল দেখাচ্ছিল। এমন সময় যমুনার কাছে এলেন কৃষ্ণ। রাধা সলজ্জভাবে সখীর মুখের দিকে তাকালে তিনি সানন্দে গদ্‌গদবচনে বললেন—।১

গীত ॥ ১৯ ॥

(দেশবরাড়ীরাগ এবং অষ্টতালে গেয়)

যদি কিছু বল, তোমার দন্তপঙ্‌ক্তির জ্যোৎস্না আমার (অন্তরের) অতিঘোর অন্ধকার দূর করবে। তোমার মুখশশী তোমার কম্পিত অধরের মধুপানের জন্যে আমার নয়নচকোরকে পিপাসিত করে তুলছে।[১]

হে প্রেয়সী ! হে সুচরিতা (আমার উপর) অকারণ মান ত্যাগ করো। সেই সময় থেকেই মদনানল আমার মনকে দগ্ধ করছে। তোমার মুখকমলের মধুপান করতে দাও। ২ ॥ ধ্রুব

হে সুদতী ! যদি সত্যিই আমার উপর তোমার ক্রোধ হয়ে থাকে তাহলে তীক্ষ্ম নয়ন-

বাণের আঘাত দাও। আমাকে ভুজবন্ধনে বাঁধো, (অধর) দংশন করো। অথবা যাতে তোমার সুখ হয় তাই করো। (হে প্রেয়সী! হে সুচরিতা! অকারণ মান ত্যাগ করো। সেই সময় থেকেই মদনানল আমার মনকে দগ্ধ করছে। তোমার মুখকমলের মধু পান করতে দাও)।৩

তুমি আমার ভূষণ, তুমি আমার জীবন, তুমি আমার সংসারসাগরের রত্ন। তুমি আমার প্রতি সর্বদা অনুকূল হও—এ আমার হৃদয়ের একান্ত অভিলাষ (হে প্রেয়সী! হে সুচরিতা! অকারণ মান ত্যাগ করো। সেই সময় থেকেই মদনানল আমার মনকে দগ্ধ করছে। তোমার মুখকমলের মধু পান করতে দাও)।৪

হে তন্বী! তোমার নয়ন নীলোৎপলবর্ণ হলেও এখন রক্তপদ্মের রূপ ধারণ করেছে। মদনবাণরূপে যদি তা আমার কৃষ্ণদেহকে অনুরঞ্জিত করতে পারে তা তোমার নয়নের যোগ্য কাজই হবে। হে প্রেয়সী! হে সুচরিতা! অকারণ মান ত্যাগ করো। সেই সময় থেকেই মদনানল আমার মনকে দগ্ধ করছে। তোমার মুখকমলের মধু পান করতে দাও।৫

তোমার কুচকুম্ভদুটির উপর মণিমালা স্ফুরিত হোক, তোমার হৃদয়দেশ রঞ্জিত করুক। তোমার ঘন জঘনমণ্ডলে মেখলাও ধ্বনিত হোক এবং মদননির্দেশ ঘোষণা করুক। (হে প্রেয়সী! হে সুচরিতা! অকারণ মান ত্যাগ করো। সেই সময় থেকেই মদনানল আমার মনকে দগ্ধ করছে। তোমার মুখকমলের মধু পান করতে দাও)।৬

হে মধুরভাষিণী! তুমি আদেশ দাও। যা স্থলকমলকে সৌন্দর্যে পরাজিত করে, যা আমার হৃদয়কে আনন্দিত করে, রতিরঙ্গে যা পরম শোভা সৃষ্টি করে তোমার সেই চরণযুগলকে আমি সরস ও উজ্জ্বল অলক্তরাগে রঞ্জিত করি। (হে প্রেয়সী! হে সুচরিতা! অকারণ মান ত্যাগ করো। সেই সময় থেকেই মদনানল আমার মনকে দগ্ধ করছে। তোমার মুখকমলের মধু পান করতে দাও)।৭

কামবিষনাশক ভূষণস্বরূপ তোমার মনোহর পদপল্লব আমার মাথায় রাখো।[২] আমার মধ্যে দারুণ মদনানল জ্বলছে। তোমার চরণস্পর্শে সেই দহনজনিত বিকার দূর করো। (হে প্রেয়সী! হে সুচরিতা! অকারণ মান ত্যাগ করো। সেই সময় থেকেই মদনানল আমার মনকে দগ্ধ করছে। তোমার মুখকমলের মধু পান করতে দাও)।৮

পদ্মাবতীপতি শ্রীজয়দেবকবিভণিত শ্রীরাধার প্রতি উক্ত এই চটুল চাটুদক্ষ এবং মনোরম বাণী জয়যুক্ত হোক।৯

হে আতঙ্কিতা! তুমি শঙ্কা পরিত্যাগ করো। (তোমার) ঘনস্তন ও জঘন সর্বদা আমার যে-অন্তরকে অধিকার করে আছে তাতে অন্য-কারো প্রবেশের অবকাশ কোথায়? অতনু (কামদেব) ছাড়া এমন ভাগ্যবান কেউ নেই যে আমার অন্তরে প্রবেশ করে।[৩] হে প্রণয়িনী আলিঙ্গনে অনুমতি দাও।১০

হে মুগ্ধা[৪] ! তুমি আমাকে নির্দয়-দন্তদংশন, বাহুলতার বন্ধন এবং নিবিড় স্তনের পীড়ন দাও। হে চণ্ডী ! তুমি সুখলাভ করো। চণ্ডাল[৫] মদনের বিষম বাণে আমার প্রাণ না যায় তা দেখো।১১

হে শশিমুখী ! যুবজনের মোহসৃষ্টিকারিণী করাল কালসাপিনীর মতো তোমার ভঙ্গুর ভ্রূলতা। যুবকদের তজ্জনিত ভয় দূর করার জন্যে তোমার মদির অধরসুধাই একমাত্র সিদ্ধ মন্ত্র।১২

হে তন্বী তোমার বৃথা মৌন আমাকে ব্যথিত করছে। পঞ্চমস্বর বিস্তারিত করো (অর্থাৎ মধুর স্বরে কথা বলো)। হে তরুণী ! মধুরালাপে[৬] এবং কৃপাদৃষ্টিতে তাপ দূর করো। হে সুমুখী ! বিমুখতা ত্যাগ করো, আমাকে ত্যাগ কোরো না। হে মুগ্ধা ! অত্যন্ত স্নিগ্ধ তোমার প্রীতিভাজন এই মানুষটি নিজেই তোমার কাছে এসেছে।১৩

হে চণ্ডী ! বন্ধুক[৭]-ফুলের মতো (রক্তবর্ণ) তোমার এই অধরে মধুক-ফুলের স্নিগ্ধ পাণ্ডুর) শোভা। গণ্ডদেশে, হে চণ্ডি, শোভা পাচ্ছে নীলপদ্মের সৌন্দর্যকে খর্ব-করা নয়ন, তিলফুলের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত নাক। হে কুন্দাভদন্তী প্রিয়া ! পুষ্পবাণ (কামদেব) কেবল তোমার মুখসেবা করেই বিশ্বকে জয় করেন।১৪

হে তন্বী ! তোমার নয়নপঙ্‌ক্তি মদালসা, মুখচ্ছবি ইন্দুসন্দীপনী, গতি মনোরমা, উরুদ্বয় রম্ভাকে পরাজিত করে ; তোমার রতি (নানা দক্ষতায় মণ্ডিত বলে) কলাবতী, ভ্রূ (চিত্রলিপির মতো বলে) চিত্রলেখা। হে তন্বী ! তুমি পৃথিবীতে থেকেও স্বর্গের অপ্সরাদের ধারণ কর[৮]।১৫

কুবলয়াপীড়[৯] নামে হাতির সঙ্গে যুদ্ধে তার কুম্ভবিদারণের সময়ে রাধার পীনস্তন মনে পড়ায় ক্ষণকালের জন্যে যাঁর দেহ ঘর্মাক্ত এবং নয়ন নিমীলিত হয়েছিল এবং যাঁর সেই অবস্থা দেখে কংসপক্ষীয়েরা 'জয় হল বলে' আনন্দধ্বনি দিয়েছিল কিন্তু যিনি (প্রকৃতিস্থ হয়ে) হাতিটিকে দূরে নিক্ষেপ করে শত্রুপক্ষের বিভ্রান্তি-কোলাহলের কারণ হয়েছিলেন সেই শ্রীহরি তোমাদের প্রীতিবিধান করুন।১৬

॥ শ্রীগীতগোবিন্দকাব্যে মানিনী-বর্ণনায় মুগ্ধ মাধব' নামে দশম সর্গ সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × একাদশ সর্গ × × × × × × × × × × × × ×

সানন্দ গোবিন্দ

বহুক্ষণ অনুনয়-বচনে মৃগাক্ষীকে প্রসন্ন করে কেশব সজ্জিত হয়ে কুঞ্জশয্যায় গেলে দৃষ্টি-আবরক সন্ধ্যাসমাগমে সুন্দর সাজে সজ্জিতা বিষাদযুক্তা রাধাকে কোনো-এক সখী বললেন— ।১

গীত ॥ ২০ ॥

(বসন্তরাগ এবং যতিতালে গেয়)

চাটু-বচন প্রয়োগ করে এবং (তোমার) চরণে প্রণিপাত করে তিনি এখন মনোহর

বেতসলতাকুঞ্জে কেলিশয্যায় রয়েছেন। মুগ্ধা রাধিকা! অনুগত কৃষ্ণকে অনুসরণ করো। ২ ॥ ধ্রুব

হে নিতম্বিনী! হে স্তনভারতমণ্ডিতা! ঈষৎ মন্থর চরণে মণিময় নূপুরধ্বনিতে হংসরবকে পরাজিত করে অগ্রসর হও। (মুগ্ধা রাধিকা! অনুগত কৃষ্ণকে অনুসরণ করো)। ৩

তরুণীজনমোহন মধুরিপুর অতি রমণীয় বচন শোনো। মদনাদেশ-প্রচারক কোকিলদের সঙ্গে ভাব করো[১] (তাদের উপর আর বিদ্বেষ পোষণ কোরো না)। (মুগ্ধা রাধিকা! অনুগত কৃষ্ণকে অনুসরণ করো)। ৪

হে করভোরু। পবন-সঞ্চালিত কিশলয়-করে লতারা তোমাকে (অভিসারে) যাবার জন্যে সংকেত দিচ্ছে। অতএব আর দেরি কোরো না। (মুগ্ধা রাধিকা! অনুগত কৃষ্ণকে অনুসরণ করো)। ৫

তোমার ঐ মনোহর হার-রূপ বিমলজলধারামণ্ডিত কুচকুম্ভকে জিজ্ঞাসা করো। অনঙ্গতরঙ্গবেগে (তোমার বুকের) ঐ যে কম্পন তাতে কৃষ্ণের (ভবিষ্যৎ)-আলিঙ্গনই সূচিত হচ্ছে। (মুগ্ধা রাধিকা! অনুগত কৃষ্ণের অনুসরণ করো)। ৬

তোমার দেহ যে রতিরণসজ্জায় সজ্জিত হয়েছে তা সমস্ত সখীই জেনেছেন। অতএব হে রণপ্রবীণা! লজ্জা ত্যাগ করে মেখলারূপ ডিণ্ডিমবাদ্য বাজিয়ে তুমি সোৎসাহে অগ্রসর হও। (মুগ্ধা রাধিকা! অনুগত কৃষ্ণকে অনুসরণ করো)। ৭

মদনবাণের মতো সুন্দর নখে শোভিত করে সখীকে অবলম্বন ক'রে লীলায়িত ভঙ্গীতে চলো। তোমার আগমনবার্তা কঙ্কণধ্বনিতে কৃষ্ণকে জানিয়ে দাও। (মুগ্ধা রাধিকা! অনুগত কৃষ্ণকে অনুসরণ করো)। ৮

শ্রীজয়দেববাণী কণ্ঠহারের চেয়েও মনোহর, রমণীর চেয়েও মনোমোহন। যাঁদের চিত্ত কৃষ্ণে সমর্পিত এই বাণী অবিরাম তাঁদের কণ্ঠতটে বিরাজ করুক[২]। ৯

সখী! সে এসে আমাকে দেখবে, প্রেমালাপ করবে, সর্বাঙ্গ-আলিঙ্গনে প্রীতিলাভ করবে এবং রতিরঙ্গে মাতবে। অন্ধকারে আবৃত কুঞ্জে তুমি এসেছ মনে করে তিনি তোমাকে যেন দেখছেন, (রসাবেশে) কম্পিত পুলকিত, আনন্দিত ও ঘর্মাক্ত হচ্ছেন, তোমার প্রত্যুদ্‌গমন করছেন ও মূর্ছিত হয়ে পড়ছেন।১০

সখী, কুঞ্জে অভিসারে যাবার জন্যে যারা ত্বরান্বিতা সেই ধূর্তা সুনয়নীদের চোখে অঞ্জন, কানে তমালস্তবক, মাথায় নীলোৎপল, স্তনে কস্তুরীচিত্র নিক্ষেপ করে নীল-নীচোলের মতো মনোরম অন্ধকার চারদিকে তাদের সর্বাঙ্গ আলিঙ্গন করে চলেছে।১১

(তোমার মতো) কুঙ্কুমগৌরাঙ্গী অভিসারিকাদের দেহপ্রভা সম্মুখে বিচ্ছুরিত হওয়ায় তমালদলের মতো গাঢ়নীল অন্ধকারকে তাদের প্রেমরূপ সুবর্ণের (বিশুদ্ধি)-পরীক্ষায় রেখাঙ্কিত নিকষপাষাণ বলে মনে হয়।১২

তারপর হারাবলী, তরল (ধুকধুকি) স্বর্ণমেখলা, মঞ্জীর ও কঙ্কণমণির প্রভায়

আলোকিত নিকুঞ্জের দ্বারে কৃষ্ণদর্শনে লজ্জিতা সখীকে (রাধাকে) ইনি (শ্রীরাধার সখী) বললেন—।১৩

গীত ॥ ২১ ॥

(দেশবরাড়ী রাগ এবং রূপক তালে)

অতিমনোহর কুঞ্জতলে কেলিকুঞ্জে রতিরসাবেশে সহাস্যমুখে বিলাসে মত্ত হও। (রাধা ! মাধবের কাছে এখানে (এই কেলিকুঞ্জে) প্রবেশ করো !১৪ ধ্রুব

হে কুচ-কলস-কম্পিতহারা ! নবজাত অশোকপল্লবে রচিত শ্রেষ্ঠ শয্যায় বিলাসে মত্ত হও। (রাধা ! মাধবের কাছে এই কেলিকুঞ্জে প্রবেশ করো)।১৫

হে কুসুমকোমলাঙ্গী ! কুসুমচয়রচিত শৃঙ্গারকুটিরে বিলাসে মত্ত হও ! (রাধা ! মাধবের কাছে এই কেলিকুঞ্জে প্রবেশ করো)।১৬

অয়ি রতিসমুচিত-ললিতগীত-নিপুণা ! চঞ্চল মলয়পবনে সুরভি ও শীতল কেলি-গৃহে বিলাসে মত্ত হও। (রাধা ! মাধবের কাছে এই কেলিকুঞ্জে প্রবেশ করো)।১৭

অয়ি অলস-পীনজঘনা ! বহুলতায় আচ্ছন্ন নবপল্লবঘন কেলিগৃহে বিলাসে মত্ত হও। (রাধা ! মাধবের কাছে এই কেলিকুঞ্জে প্রবেশ করো)।১৮

অয়ি রতিরসরঙ্গিণী ! মধুমত্ত ভ্রমরকুলগুঞ্জিত কুঞ্জে বিলাসে মত্ত মও। (রাধা মাধবের কাছে এই কেলিকুঞ্জে প্রবেশ করো)।১৯

অয়ি শিখরাভ-দন্তকান্তিময়ী ! সুমধুর কোকিলরবমুখরিত কুঞ্জে বিলাসে মত্ত হও। (রাধা ! মাধবের কাছে এই কেলিকুঞ্জে প্রবেশ করো)।২০

পদ্মাবতীর সুখরাশির যিনি সাধক কবিরাজাধিরাজ[৩] সেই জয়দেব এই গীতরচনায় মত্ত। হে কৃষ্ণ ! তুমি মঙ্গলবর্ষণ করো[৪]।২১

তোমাকে বহুক্ষণ অন্তরে বহন করে তিনি অত্যন্ত শ্রান্ত এবং মদনসন্তাপে নিদারুণ সন্তপ্ত (তিনি তোমার সুধাময় বিম্বাধর পান করতে চান। তুমি তাঁর অঙ্ক (ক্রোড়) অলংকৃত করো। তোমার কটাক্ষলক্ষ্মীর কণামাত্রে যাকে তুমি কিনেছ সেই দাস যদি তোমার পাদপদ্মের সেবা করে তাতে সংকোচ করার কী আছে ?২২

গোবিন্দে তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি রেখে তিনি সভয়ে এবং সানন্দে মনোহর নূপুরধ্বনি তুলে কুঞ্জগৃহে প্রবেশ করলেন।২৩

গীত ॥ ২২ ॥

(বরাড়ীরাগ এবং রূপকতালে গেয়)

চন্দ্রদর্শনে সমুদ্র যেমন চঞ্চল ও তুঙ্গতরঙ্গসংকুল হয়ে ওঠে রাধার মুখদর্শনে তাঁর মধ্যেও নানান্ ভাব-বিকার দেখা গেল। তিনি একনিষ্ঠ চির-বিলাসপ্রিয় হরিকে দেখলেন যাঁর মুখমণ্ডল বিপুল আনন্দের অধীন, যাতে রতিবাসনা প্রকট।২৪॥ধ্রুব

যমুনাজলস্রোতে উত্থিত ফেনপুঞ্জের মতো লম্বমান বিমল মুক্তা-হারে তাঁর বক্ষঃস্থল শোভমান। (তিনি একনিষ্ঠ চির-বিলাসপ্রিয় হরিকে দেখলেন যাঁর মুখমণ্ডল, বিপুল আনন্দের অধীন, যাতে রতিবাসনা প্রকট)। ২৫

তাঁর পীতাম্বরপরিহিত শ্যামল-কোমল-কলেবর পীত-পরাগরাশিতে বেষ্টিতমূল নীলোৎপলের মতো দেখাচ্ছে। (তিনি একনিষ্ঠ চির-বিলাসপ্রিয় হরিকে দেখলেন যাঁর মুখমণ্ডল বিপুল আনন্দের অধীন, যাতে রতিবাসনা প্রকট)। ২৬

তাঁর রতিরাগমণ্ডিত চঞ্চল কটাক্ষশোভিত মুখটিকে প্রস্ফুটিত পদ্মের মধ্যে ক্রীড়াশীল খঞ্জনযুগশোভিত শরৎকালীন তড়াগের মতো মনে হচ্ছে। (তিনি একনিষ্ঠ চির-বিলাসপ্রিয় হরিকে দেখলেন যাঁর মুখমণ্ডল বিপুল আনন্দের অধীন, যাতে রতিবাসনা প্রকট)। ২৭

তাঁর মুখকমলে মিলিত হয়ে কুণ্ডলশোভা সূর্যমণ্ডলের মতো হয়েছে। তাঁর স্মিতহাস্যে রমণীয় ও উল্লসিত অধরপল্লব রতিলোভ জাগাচ্ছে। (তিনি একনিষ্ঠ চির-বিলাসপ্রিয় হরিকে দেখলেন যাঁর মুখমণ্ডল বিপুল আনন্দের অধীন, যাতে রতিবাসনা প্রকট)। ২৮

তাঁর পুষ্পসজ্জিত কেশদাম চন্দ্রকিরণে অনুরঞ্জিত মেঘের মতো সুন্দর দেখাচ্ছে, এবং তাঁর ললাটিকার নির্মল চন্দনতিলক অন্ধকারে উদিত চন্দ্রমণ্ডলের মতো শোভা পাচ্ছে। (তিনি একনিষ্ঠ চির-বিলাসপ্রিয় হরিকে দেখলেন তাঁর মুখমণ্ডল আনন্দের অধীন, যাতে রতিবাসনা প্রকট)।২৯

রতিকেলিকলার উদ্ভাবনে অধীর, মণিরাশির কিরণে সমুজ্জ্বল ভূষণের দীপ্তিতে রমণীয়, এবং বিপুল পুলকে রোমাঞ্চিত। (তিনি একনিষ্ঠ চির-বিলাসপ্রিয় হরিকে দেখলেন যাঁর মুখমণ্ডল আনন্দের অধীন, যাতে রতিবাসনা প্রকট)। ৩০

শ্রীজয়দেবের এই গান যাঁর সুষমাসম্পদ দ্বিগুণিত করছে পুণ্যফলের সারভূত সেই হরিকে হৃদয়ে স্থাপন করে তোমরা প্রণাম করো। ৩১

প্রিয়তমাকে দেখবার সময়ে রাধার চোখদুটি অপাঙ্গ অতিক্রম করে শ্রবণপথ পর্যন্ত যেতে চাইল, এই (অতি) প্রয়াসের ফলে (কৃষ্ণের উপর) পড়ে গেল,[৫] তারা-দুটি চঞ্চল হয়ে উঠল। দুচোখ থেকে ঝরে পড়ল আনন্দাশ্রু। মনে হল তা যেন ঘর্মবিন্দুর ধারা। ৩২

সতর্ক সখীরা কপট কণ্ডূয়নের ছলে হাসি চেপে কুঞ্জ থেকে বাইরে গেলে মৃগনয়না (রাধা) শয্যাপার্শ্বে এগিয়ে গেলেন এবং মদনবাণের সন্নিবেশে সুন্দর প্রিয়ের মুখ দেখতে লাগলেন। সেই অবস্থায় তাঁকে দেখে লজ্জাও যেন সলজ্জভাবে দূরে পালিয়ে গেল। ৩৩

বহু যুদ্ধে কুবলয়পীড় নামে হাতিটিকে বধ করায় তাঁর কুম্ভস্থ সিঁদুরে এবং প্রকীর্ণ রক্তবিন্দুতে শোভিত যাঁর বাহুকে জয়লক্ষ্মীসমর্পিত মন্দারকুসুমে পূজিত বলে মনে হয়েছিল কৃষ্ণের সেই বাহু জয়যুক্ত হোক। ৩৪

॥ শ্রীগিতগোবিন্দমহাকাব্যে অভিসারিকা-বর্ণনায় 'সানন্দ গোবিন্দ' নামে একাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥

সুপ্রীত পীতাম্বর

সখীরা চলে গেলে অল্পলজ্জানির্ভর মদনশরের বশে জাগ্রত অভিলাষ বৃদ্ধি পেলে রাধা স্মিতহাস্যে অধরকে যেন স্নান করালেন। সরসচিত্তা রাধাকে বার বার নবপল্লবাচিত লতায় দৃষ্টিপাত করতে দেখে শ্রীহরি প্রিয়াকে বললেন—[১] ।১

গীত ॥ ২৩ ॥

(বিভাসরাগ এবং একতালে গেয়)

হে কামিনী, এই পল্লবশয্যায় তুমি চরণকমল স্থাপন করো। তোমার পদপল্লবরূপ শত্রুর কাছে এই সুশোভিত পল্লবশয়ন পরাজয় অনুভব করুক। হে রাধিকা, অনুগত নারায়ণকে ক্ষণকালের জন্যে ভজনা করো।২ ॥ধ্রুব

অনেক দূর থেকে এসেছ। অনুমতি দাও, আমি আমার করকমলে তোমার সেবা করি। আমার মতই (তোমার) পদানুগত্যে ধীর নূপুরকে ক্ষণকালের জন্যে শয্যায় স্থান দাও। (হে রাধিকা, অনুগত নারায়ণকে ক্ষণকালেব জন্যে ভজনা করো)।৩

তোমার মুখচন্দ্রে নিঃসৃত অমৃতকল্প অনুকূল বচন রচনা করো। আমি বিরহ-বাধার মতো তোমার বক্ষের স্তনরোধক দুকূলটি অপসারিত করি। (হে রাধিকা, অনুগত নারায়ণকে ক্ষণকালের জন্যে ভজনা করো)।৪

প্রিয়-আলিঙ্গনের আবেগে (যেন) মণ্ডিত বলি, পুলকিত অতিদুর্লভ তোমার ঐ কুচকলস আমার বক্ষে স্থাপন করে আমার মদনসন্তাপ দূর করো। (হে রাধিকা অনুগত নারায়ণকে ক্ষণকালের জন্যে ভজনা করো)।৫

হে ভামিনী[২] ! তোমাতে নিহিতচিত্ত বিরহানলে দগ্ধদেহ এবং বিলাসাভাবে মৃতপ্রায় এই দাসকে তোমার অধরের সুধারস দিয়ে বাঁচাও। (হে রাধিকা অনুগত নারায়ণকে ক্ষণকালের জন্যে ভজনা করো)।৬

হে চন্দ্রমুখী ! তোমার কণ্ঠস্বরের অনুকরণে মণিমেখলার ধ্বনি তোলো। আমার কানদুটি কুহুরবে বিকল হয়েছে। আমার চির-অবসাদ দূর করো। (হে রাধিকা, অনুগত নারায়ণকে ক্ষণকালের জন্যে ভজনা করো)।৭

তোমার অকারণ ক্রোধে আমাকে বিহ্বল দেখেই যেন তোমার চোখ লজ্জায় নিমীলিত হচ্ছে। এই অবজ্ঞা থেকে বিরত হও। রতিপ্রতিকূলতা ত্যাগ করো। (হে রাধিকা, অনুগত নারায়ণকে ক্ষণকালের জন্যে ভজনা করো)।৮

প্রতি পদে কৃষ্ণের আনন্দপ্রকাশক শ্রীজয়দেব-রচিত এই গীতি রসিকজনের চিত্তে কৃষ্ণের রতিরসাস্বাদজনিত আনন্দ সৃষ্টি করুক।৯

রতিকলাযুদ্ধে রোমাঞ্চ নিবিড়-আলিঙ্গনের বিঘ্ন হল, নিমেষ মুখদর্শন-লালসার

প্রতিবন্ধক হল, নর্মকথা অধরসুধাপানের প্রতিকূল হল। কিন্তু রতিরণকলার এইসব বিঘ্ন তাঁদের দুজনের উদ্ভূত আনন্দে প্রীতিকর হয়েছিল।১০

কান্ত (প্রিয়ার) ভুজলতায় সংযমিত, পয়োধরভারে পীড়িত, নখপ্রহারে ক্ষতবিক্ষত, নিতম্বতাড়নে আহত, (কেশাকর্ষণে আনমিত এবং অধরসুধাপানে সংজ্ঞাহীন) হয়েও কী এক অনির্বচনীয় তৃপ্তি লাভ করলেন। কামের গতি কী বিচিত্র[৩]!১১

মদনচিহ্নিত রতিকেলিসংকুল রণারম্ভে তিনি (রাধা) তাঁর বুকে উঠে সাহস করে যা করবেন ভেবেছিলেন তাতেই তাঁর নিতম্ব নিস্পন্দ, বাহুলতা শিথিল, বক্ষ কম্পিত এবং নয়ন নিমীলিত হয়েছিল। পৌরুষরসে নারীরা কী করে সিদ্ধিলাভ করবে?১২

হর্ষোৎকর্ষে অবসন্না মৃগাক্ষীর শ্বাসস্ফীত স্তনযুগল আলিঙ্গন করে ধন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অধরসুধা পান করতে লাগলেন। তখন তাঁর (রাধার) দৃষ্টি নিমীলিত। কপোল রোমাঞ্চিত, অধর অবিচ্ছিন্ন শীৎকারবশে অব্যক্ত-ব্যাকুল কেলিকূজনে বিকশিত দন্তপঙ্‌ক্তির শুভ্র দীপ্তিতে ধৌত হচ্ছিল।১৩

তাঁর বুক নখক্ষতে পাটল হয়েছে, ঘুমের আবেশে চোখ লাল, ঠোঁটের রক্তবর্ণ চুম্বনে ধুয়ে গিয়েছে, আলুলিত কুন্তলের মালা খসে পড়েছে, মেখলার প্রান্ত একটু শিথিল। শ্রীরাধার দেহের (সুরতচিহ্নরূপ) এই মদনবাণ প্রভাতে পতির[৪] নয়নে নিবিষ্ট হলেও মনে গিয়ে বিঁধল—কী অদ্ভুত!১৪

শ্রীমতীর কেশপাশ আলুলায়িত, অলক স্থানভ্রষ্ট, কপোল ঘর্মসিক্ত, অধর-সৌন্দর্য দংশনে বিক্ষত, মাল্য বিমর্দিত, মেখলা স্থানচ্যুত এবং কুচকলস-শোভায় হার তিরস্কৃত। তিনি এই অবস্থায় হাত দিয়ে স্তন ও নিতম্বদেশ আচ্ছাদন করে সলজ্জ দৃষ্টিপাতে আমাকে পরম প্রীতি দান করছেন।১৫

মাধব যখন একথা মনে মনে বলছিলেন তখন রতিক্রিয়ার শেষে নিতান্ত অবসন্নদেহা সেই রাধা সাদরে এবং সানন্দে গোবিন্দকে একথা বললেন— ।১৬

গীত ॥ ২৪ ॥

(রামকিরীরাগে যতিতালে গেয়)

হে যদুনন্দন! তোমার চন্দনের চেয়েও শীতল করে মদনের মঙ্গলকলসের মতো আমার এই পয়োধরে তুমি মৃগমদের পত্রলেখা এঁকে দাও।[৫] তিনি হৃদয়ের আনন্দ-বিধায়ক কেলিপরায়ণ যদুনন্দকে একথা বললেন।১৭ ধ্রুব

হে প্রিয়, মদনের প্রক্ষিপ্ত বাণের মতো আমার এই নয়নের ভ্রমরনিন্দিত অঞ্জন তোমার অধরচুম্বনে মুছে গিয়েছে। তুমি তা সমুজ্জ্বল করে দাও। (তিনি হৃদয়ের আনন্দবিধায়ক কেলিপরায়ণ যদুনন্দনকে একথা বললেন)।১৮

হে মঙ্গলবেশধর! আমার এই শ্রবণমণ্ডলে (কানে) নয়নকুরঙ্গের তরঙ্গবিকাশের প্রতিরোধক মদনের পাশস্বরূপ কুণ্ডল পরিয়ে দাও। (তিনি হৃদয়ের আনন্দবিধায়ক কেলিপরায়ণ যদুনন্দনকে একথা বললেন)।১৯

প্রফুল্ল কমলনিন্দিত আমার মুখমণ্ডলে বিস্রস্ত চূর্ণকুন্তল দেখে সখীরা পরিহাস করছে। তুমি আমার মুখের উপরে সুন্দর স্থির ভ্রমরক[৬] (ভ্রমরপঙ্ক্তির মতো অলকাবলী) সুবিন্যস্ত করে দাও। (তিনি হৃদয়ের আনন্দবিধায়ক কেলিপরায়ণ যদুনন্দনকে একথা বললেন)।২০

হে কমলানন! আমার বালচন্দ্রের মতো ললাট থেকে ঘর্মজল মুছে দিয়ে তাতে মৃগাঙ্কচিহ্নের মতো মনোরম কস্তুরীতিলক এঁকে দাও। (তিনি হৃদয়ের আনন্দবিধায়ক কেলিপরায়ণ যদুনন্দনকে একথা বললেন)।২১

হে মানদ! মদনের (রথ)-ধ্বজের চামরস্বরূপ ময়ূরপিচ্ছপ্রতিস্পর্ধী আমার মনোরম কেশকলাপ রতিকালে আলুলায়িত হয়েছে। তুমি তা সংযত করে ফুল দিয়ে সাজাও। (তিনি হৃদয়ের আনন্দবিধায়ক কেলিপরায়ণ যদুনন্দনকে একথা বললেন)।২২

হে শুভাশয়; অনঙ্গমাতঙ্গের কন্দরস্বরূপ আমার এই সরসঘন সুন্দর জঘন মণি-মেখলার আভরণে এবং বসনে ভূষিত করো। (তিনি হৃদয়ের আনন্দবিধায়ক কেলিপরায়ণ যদুনন্দনকে একথা বললেন)।২৩

হরিচরণস্মরণরূপ অমৃতে নির্মিত কলির পাপরূপ জ্বরনাশক এবং (সজ্জনে) ভূষণস্বরূপ শ্রীজয়দেবের মনোজ্ঞবচনে সদয় হৃদয় অর্পণ করো।২৪

আমার স্তনযুগলে পত্ররচনা করো, কপোলে (চন্দন-) চিত্র, জঘনে কাঞ্চি, কবরীতে মালা, করে কঙ্কণ, চরণে নূপুর দাও। তিনি (রাধা) এই অনুরোধ করলে পীতাম্বরও প্রীত হয়ে তাই করলেন[৭]।২৫

পাদপদ্মসেবিকা সমুদ্রতনয়াকে (লক্ষ্মীকে) শত শত নয়নে দেখার জন্যে (শেষ-) পর্যঙ্কশায়ী—সর্বব্যাপী রূপধারী যে হরি, বাসুকির ফণাশ্রেণীর মণিরাশিতে নিজের বহুবিম্বময় কায়ব্যূহ রচনা করেছিলেন, তিনি তোমাদের রক্ষা করুন।২৬

হে সুধীবৃন্দ! যদি গান্ধর্বকলাচয়ে, বৈষ্ণব অনুধ্যানে, শৃঙ্গার বিবেকতত্ত্ব এবং কাব্যগত রসলীলাদিবিষয়ে নৈপুণ্যলাভের বাসনা থাকে তাহলে সানন্দে কৃষ্ণগতপ্রাণ পণ্ডিত জয়দেবকবির শ্রীগীতগোবিন্দ থেকেই তা আয়ত্ত করুন।২৭

শ্রীজয়দেবের এই শৃঙ্গারসারস্বত কাব্য যতদিন থাকবে ততদিন—হে মধু! তোমার আর মধুরতা নাই। হে শর্করা তুমি কঙ্করের মতোই কঠিন। হে দ্রাক্ষা! তোমার দিকে কে তাকাবে? হে অমৃত! তুমি মৃত। হে ক্ষীর! জলের মতোই তোমার স্বাদ। হে সহকার! তুমি ক্রন্দন করো! হে কান্তাধর! তুমি রসাতলে যাও।২৮

ভোজদেবের ঔরসে ও বামাদেবীর গর্ভে জাত সন্তান শ্রীজয়দেবের রচিত এই গীত-গোবিন্দকাব্য পরাশরাদি প্রিয় বন্ধুদের কণ্ঠে বিরাজ করুক।২৯

॥ শ্রীগীতগোবিন্দমহাকাব্যে স্বাধীনভর্তৃকা-বর্ণনায় 'সুপ্রীত পীতাম্বর' নামে
দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥

প্রথম সর্গ

১. 'নন্দনিদেশে' এই পদটি নানাভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। কেউ অর্থ করেন নন্দাখ্য-বংশীনিদেশে', কেউ 'আনন্দনির্দেশে', কেউ বা 'নন্দসান্নিধ্যে'। পূজারী গোস্বামী 'নন্দ' শব্দের অর্থ করেছেন সখী (নন্দয়তীতি নন্দঃ, নন্দনিদেশঃ = শ্রীরাধায়াঃ সখীবচনম্ তস্মাৎ চলিতয়োঃ'। পূজারী গোস্বামীর মতে শ্লোকটির অর্থ দাঁড়ায় এইরকম—আকাশ মেঘে ঢাকা, বনভূমি তমালতরুতে শ্যামবর্ণ। (তার উপরে) এখন রাত্রি। (অভিসারের এই হল উপযুক্ত সময়।) অন্য-গোপীসংসর্গের দরুন কৃষ্ণ ভীরু, তাই হে রাধা তুমি একে গৃহে (বিলাসগৃহে অর্থাৎ কুঞ্জে) নিয়ে যাও। সখীর এই আনন্দবার্তায় রাধা কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হলেন। যমুনাকূলে পথের পাশের প্রতি-তরুকুঞ্জে রাধাকৃষ্ণের এই বিজনকেলি জয়যুক্ত হোক।

প্রাচীন টীকাকার ধৃতিদাস 'নন্দ' অর্থে গোপরাজ-নন্দই ধরেছেন। তিনি বলেছেন নন্দ কুপিত হয়ে রাধাকে বলেছেন 'তুমি যেমন শিশু কৃষ্ণকে গোষ্ঠে এনেছ এই দুর্যোগে তুমিই তাকে বাড়ি নিয়ে যাও। ('রাধে অবিচারপরায়ণে কিমিতি ত্বয়া শিশুরয়ং কৃষ্ণ ইহানীতঃ, তত্ত্বয়ৈব নেতব্যোহয়মিতি কোপাক্ষেপ-বচনরূপোহয়ং নিদেশঃ')

অনেক টীকাকারই মনে করেন এই শ্লোকটিতে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের শ্রীকৃষ্ণ জন্ম-খণ্ডের ঘটনাটির ইঙ্গিত আছে।

দ্বাদশ সর্গের ৪নং টীকা দ্রষ্টব্য।

২. এই শ্লোকটির প্রভাবে রচিত কবি সুরদাসের একটি কবিতা স্মরণীয় ঃ

> গগন গরজি ঘহরাই জুরী ঘটাকারী।
> পৌন ঝকঝোর চপলা চমকি চহুঁ ওর
> সুবন তল চিতৈ নন্দ ডরত ভারী॥
> কহো বৃষভানুকী কুঁবরি সোঁবোলিকৈ
> রাধিকা কাহ্ন ঘর লিয়ে জারী।

আকাশে ঘনঘটা—মেঘের গর্জন, বাতাসে ঝড়ের বেগ, চারদিকে বিদ্যুতের চমক। ছেলের দিকে তাকিয়ে নন্দের খুব ভয় হল। বৃষভানুর কুমারীকে বললেন, রাধিকা, তুমি কানাইকে ঘরে নিয়ে যাও।

৩. 'পদ্মাবতী' শব্দটি 'লক্ষ্মী' অথবা সর্বলক্ষ্মীময়ী 'রাধা' অর্থে নেওয়া যেতে পারে। 'পদ্মাবতী' এখানে ঐ নামের জয়দেবপত্নীকেও বোঝাতে পারে—সে-ক্ষেত্রে অর্থ হবে পদ্মাবতীর নৃত্যচক্রে যে নিত্যবর্তমান অথবা পদ্মাবতীর নৃত্যের যে শ্রেষ্ঠ পরিচালক।

প্রাসঙ্গিক টীকা ঃ

ক লক্ষ্মীচরণসেবকাগ্রণীঃ। পদ্মং করেঽস্তি যস্যাঃ সা পদ্মাবতী লক্ষ্মীঃ। 'শরাদীনাং চ' ইতি দীর্ঘঃ। পদ্মাবতী তস্য কলত্রমেকে বদন্তি যত্তন্ন বিচারচারু।

(—রসিকপ্রিয়া (রাণা কুম্ভরচিত)

রাণাকুম্ভ 'পদ্মাবতী'কে জয়দেবপত্নী বলা যুক্তিযুক্ত মনে করছেন না। কারণ

'রহো বিহায় ক্বচ নাপি দৃষ্টং
সতাং স্বকান্তাপ্রণয়াদিকং তু।'

(ভাবার্থঃ সজ্জনেরা স্বকান্তার প্রতি প্রণয়াদিপ্রদর্শন গোপনেই করেন প্রকাশ্যে নয়)

খ. পদ্মাবতী নাম জয়দেবপত্নী তস্যাশ্চরণয়ো যচ্চারণং সঞ্চারণম্ নর্তনমিতি যাবৎ। তেন চক্রবর্তী নটসার্বভৌম ইত্যর্থ।

—রসমঞ্জরী (শঙ্কর মিত্র রচিত)

গ. পদ্মাবতী শ্রীরাধা তস্যাশ্চরণয়োর্নিমিত্তভূতয়োরেব চারণচক্রবর্তী নতর্কশ্রেষ্ঠঃ। নৃত্যাদিনা সদা তদারাধনতৎপর ইত্যর্থঃ। অনেন তৎপ্রধানোপাসনাত্মানো দর্শিতা।

—বালবোধিনী (পূজারী গোস্বামী রচিত)

৪. প্রবন্ধগীত নিবন্ধগীতের অন্তর্ভুক্ত।

(ভূমিকায় সঙ্গীতপ্রসঙ্গে আলোচনা দ্রষ্টব্য)

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে আলবার সম্প্রদায় নিজেদের নায়িকা এবং কৃষ্ণকে নায়ক মনে করে রাগমার্গে ভজনা করতেন। তাঁদের ভজনগুলোর চার হাজার গান 'দিব্যপ্রবন্ধ' নামে প্রসিদ্ধ।

'প্রবন্ধ' শব্দের ব্যুৎপত্তি-বিশ্লেষণে গোস্বামী বলেছেন—প্রকর্ষেণ বাধ্যতে শ্রোতৃণাং হৃদয়ম্ অস্মান্নিতি প্রবন্ধঃ।

৫. 'পদাবলী শব্দটি দেখতে সংস্কৃতের মতো হলেও আসলে তা নয়, সংস্কৃত সম্ভাব্য পদাবারিক শব্দের (অর্থ পদাভরণ, পদাবরণ নূপুর ; শব্দটির আধুনিক রূপ 'পায়েল') প্রাকৃত রূপান্তর ('পআআরিঅ') থেকে সংস্কৃতায়িত রূপ। শব্দটি আধুনিক 'পায়েল' (পাঁয়জোর' অর্থেই ব্যবহৃত।...... সংস্কৃত সাহিত্যে বাণীনর্তনা প্রথিত—'বাণী নরীনৃত্যতে'। জয়দেব এখানে 'পদাবলী' শব্দে একটু দ্ব্যর্থ পুরে দিয়েছেন—পদ্য ও পায়েল দুই-ই বোঝাতে। জয়দেবের এই প্রয়োগ থেকেই পদসমূহ' অর্থাৎ কবিতার ছত্র-সমাবেশ—একটি সম্পূর্ণ গীতিরচনা - এই অর্থ এসে গেল।'

(সাহিত্য একাডেমি প্রকাশিত, ডঃ সুকুমার সেন সংকলিত 'বৈষ্ণব পদাবলী', পৃষ্ঠা ১৩)

এই শব্দতত্ত্বের আলোকে শ্রীসেন আলোচ্য পদটির অনুবাদ করছেনঃ 'যদি হরিকে স্মরণ করে মন ভক্তি-আর্দ্র করতে চাও, যদি নৃত্যগীতকলায় ঔৎসুক্য থাকে তাহলে তখন শোনো মধুর কান্ত নূপুর-পরা জয়দেবের সরস্বতীকে (অর্থাৎ জয়দেবের বাণীর নাচ)।'

৬. শৃঙ্গার (শৃঙ্গ—ঋ+ঘঞ্), অধিকরণে। শৃঙ্গের (মন্মথের) আর (আগমন) যাহাতে, বহুব্রীহি।

শৃঙ্গং হি মন্মথোদ্ভেদস্তদাগমনহেতুকঃ।
উত্তমপ্রকৃতিপ্রায়া রসঃ শৃঙ্গার উচ্যতে॥ —সাহিত্যদর্পণ

বৈষ্ণবশাস্ত্রমতে শৃঙ্গার কামগন্ধহীন রতি।

৭. বৈষ্ণবাচার্যদের মতে রস থেকেই 'রাস' শব্দ এসেছে ঃ 'প্রেমরস-পরিপাক-বিলাস-বিশেষাত্মকঃ ক্রীড়াবিশেষঃ রাসঃ'। বৈষ্ণবরসশাস্ত্রে 'রাস' একটি আধ্যাত্মিক রূপক। প্রেমরসাস্বাদের জন্যে মূর্তরসব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধা ও গোপাঙ্গনাদের সঙ্গে যে চিদানন্দময়ী ক্রীড়া তাই রসলীলা বা রাসোল্লাস।

দ্বিতীয় সর্গ

১. 'ন মানিনী সহতেঽন্যসঙ্গমম্'—ভট্টিকাব্যম্, ২।৬

২. 'কুত্র কৃষ্ণো বসতীতি গবেষিতুমভিসরন্তীং
সখ্যো মাং মাদ্রাক্ষুরিতি লজ্জয়া ত্রাসোৎকম্পেনেতি। —রসিকপ্রিয়া

৩. 'পিক-শিখি-কলহংসপ্রায়পক্ষিব্রজানাং
স্বরিতমনুকরোত্যঙ্গনা মন্মথার্তা।, (পঞ্চসায়কম্)
'দাত্যূহ-লাবক-ময়ূর-কপোত-হংস-পারাবতাদিরুতবদ্ধ্বনিতং রতান্তে।'
(রসিকসর্বস্ব)

৪. হাল-রচিত গাহা-সত্তসঈতে রাধার এই উৎকর্ষদ্যোতক একটি শ্লোক এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় ঃ

মুখমারুএণ তং কহ্ন গোরঅং রাহিআএ অবনেন্তো।
এতাণ বলবীণং অন্নাণ বি গোরঅং হরসি।১।৮৯

(সংস্কৃতরূপ—মুখমারুতেন ত্বং কৃষ্ণ গোরজং রাধিকায়াঃ অপনয়ন্ এতানাং বল্লবীনাম্ অন্যানাম্ অপি গৌরবং হরসি)

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, তুমি মুখমারুতে রাধিকার (মুখলগ্ন) গোরজ (ধূলি) অপনয়ন ক'রে এই বল্লবীদের ও অন্যান্য নারীদের গৌরব হরণ করছে।

তৃতীয় সর্গ

১ঃ শারদরাসের কথা স্মরণ ক'রে

২. 'যথা কশ্চিদ্বিবেকী পুরুষ ঃ তারতম্যেন সারবস্তুনিশ্চয়াৎ তদেকচিত্তঃ তদন্যং সর্বং ত্যজতি তথায়মপি তাস্তত্যাজ। —পূজারী গোস্বামী

সুন্দরীপদেন বহুবচনেন সৌন্দর্যবতীরপি তত্যাজেতি কথনেন কৃষ্ণস্য রাধায়ামনুরাগাতিশয়ো ধ্বনিতঃ। —রসমঞ্জরী

৩. অত্র মাধবপদেন মা লক্ষ্মীস্তস্যা অপি ধবঃ স্বামী যদ্বিরহাকুলো বভূবেতি রাধায়াঃ সৌভাগ্যাধিক্যং ধ্বনিতম্। —রসমঞ্জরী

৪. বিরহিণো হি চিন্তানুষঙ্গাৎ সর্বত্তস্তামেব পশ্যন্তি। তথাচোক্তম্—'প্রাসাদে সা পথি পথি চ সা পৃষ্ঠতঃ সা পুরঃ সা/পর্যঙ্কে সা দিশি দিশি চ সা তদ্বিয়োগাতুরস্য। / হংহো চেতঃ প্রকৃতিরপরা নাস্তি তে কাপি সা/সা সা সা সা জগতি সকলে কোঽয়মদ্বৈতবাদঃ। —রসমঞ্জরী

৫. স্তনমণ্ডলের বিশেষণ 'সদ্‌বৃত্ত' কথাটি দ্ব্যর্থক ১. সুবর্তুল ২. সচ্চরিত্র। দ্বিতীয় অর্থটির তাৎপর্য ঃ যে সচ্চরিত্র সে পরের প্রাণনাশ করেছে এমন কোথাও দেখা যায় না।. ('সদাচারবতাং পরপ্রাণবিনাশনং ন কাপি দৃষ্টম্—রসিকপ্রিয়া)

৬. তথা চ তত্তদিন্দ্রিয়াণাং স্বস্বাভিমতবিষয়ালাভে এব বিরহঃ সম্ভবতি। মম চ তত্তদিন্দ্রিয়াণাং বিষয়বিচ্ছেদস্যাভাবান্মনসস্তচ্চিন্তনৈকপরত্বাত্তয়া সহ বিশ্লেষ এব নাস্তীতি কথং বিরহজন্যব্যাধিসম্ভব ইতি ভাবঃ। —রসমঞ্জরী

চতুর্থ সর্গ

১. রাধা এখানে বিরহোৎকণ্ঠিতা নায়িকা।

লক্ষণ ঃ সমুচিতেঽপ্যাহ্নি প্রবাসী নৈতি বল্লভঃ।
সা স্মরানলসন্তপ্তা বিরহোৎকণ্ঠিতা মতা ॥ —ভরত

২. 'শার্দূলবিক্রীড়িত' কথাটি যেমন 'ব্যাঘ্রলীলা' বোঝাচ্ছে, তেমনি কৌশলে এই শ্লোকটি যে 'শার্দূলবিক্রীড়িত' ছন্দে লেখা তাও বোঝাচ্ছে।
শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দের লক্ষণ ঃ সূর্যাশ্বৈর্মসজস্ততাঃ সগুরবঃ শার্দূলবিক্রীড়িতম্।

৩. এই-সবই সাত্ত্বিক লক্ষণ ঃ

স্তম্ভঃ স্বেদোঽথ স্বরভঙ্গোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয়াবিত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকা মতাঃ ॥

৪. 'উপেন্দ্রবজ্রাদপি দারুণোঽসি = উপেন্দ্রের বজ্রের চেয়েও দারুণ। রাধা কৃষ্ণ উপেন্দ্রকে পৃথক্ করেছেন ঃ উপেন্দ্র! বজ্রাদপি দারুণোঽসি—হে উপেন্দ্র! তাহলে তুমি বজ্রের চেয়েও কঠিন। এক্ষেত্রে 'উপেন্দ্র'র অর্থ 'কৃষ্ণ'। একসঙ্গে ধরলে উপেন্দ্র আর ইন্দ্র হবে সমার্থক।

৫. 'আম্রশাখার বিশেষণ 'পুষ্পিতাগ্রা'। শ্লোকটির ছন্দও ঐ নামের।

লক্ষণ ঃ অযুজি নযুগরেফতো যকারো
যুজি চ নজৌ জরগাশ্চ পুষ্পিতাগ্রা।

৬. গোবর্ধনপর্বতধারণের পৌরাণিক বৃত্তান্ত ঃ
একবার ব্রজধামে অনাবৃষ্টির ফলে শস্যহানির সম্ভাবনা দেখা দেয়। ব্রজবাসীরা ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করতে যজ্ঞের ব্যবস্থা করল। কৃষ্ণ ইন্দ্রকে পূজা করতে নিষেধ করে তাদের গোবর্ধনপর্বত পূজা করতে বললেন। ইন্দ্রোৎসব বন্ধ হওয়ায় ইন্দ্র অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাতে বৃন্দাবন ধ্বংস করতে উদ্যত হলেন। তখন কৃষ্ণ গোকুল ও গোপদের রক্ষা করার জন্যে গোবর্ধনপর্বত উৎপাটন করে ছত্রের মতো ধারণ করেন। সাতদিন ও সাতরাত্রি বর্ষণের ফলেও বৃন্দাবনবাসীদের কোনো অনিষ্ট হল না। ইন্দ্রের অনুচরেরা বিফল হলেন।

পঞ্চম সর্গ

১. 'সহসা মম গমনেন মানোঽতিগাঢ়ো ভবেৎ' —বালবোধিনী
(আমি হঠাৎ গেলে তাঁর মান অত্যন্ত গাঢ় হবে—কৃষ্ণ একথাই বলতে চান)

২. অভিসারিকা লক্ষণ

যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাভিসরত্যপি
সা জ্যোৎস্নাতামসীযানযোগ্যবেশাভিসারিকা।

সজ্জয়া স্বাঙ্গলীনেব নিঃশব্দাখিলমণ্ডনা
কৃতাবগুণ্ঠা স্নিগ্ধৈক-সখীযুক্তা প্রিয়ং ব্রজেৎ ॥
—উজ্জ্বলনীলমণি (৫ম অধ্যায়)

যিনি কান্তকে সংকেতস্থানে আনেন বা নিজে কান্তের সংকেতস্থানে যান তাঁকে অভিসারিকা বলে। তাঁকে সহজে কেউ দেখে না ফেলে তার জন্যে জ্যোৎস্নায় তাঁকে শুভ্র বাস পরতে হবে আর অন্ধকার রাতে কালো রঙের পরিচ্ছদ পরবেন তিনি। অলংকারের ধ্বনি না হয় সে বিষয়ে তাঁকে সচেতন হতে হবে। তিনি অবগুন্ঠন নেবেন এবং সখীর সঙ্গে প্রিয়ের কাছে যাবেন।
রাধা এখানে 'তমোভিসারিকা'। কারণ তার অভিসার অন্ধকারে।

৩. মূলে 'রাজসি' পদটি 'রাজিষ্যসি' অর্থে ব্যবহৃত, অর্থাৎ ভবিষ্যৎসামীপ্যে বর্তমানের প্রয়োগ।

ষষ্ঠ সর্গ

১. Govinda is prabably a Prakritic form of gopendra (gov' inda) which means 'chief of the cowherds'. It can also be derived from go √ vid to mean 'protector of cows.' In either case, the epithet refers to Krishna's adolescence in the forest among the pastoral people of Vraja —Barbara Stoler Miller লিখিত Jaydeva's Gitagovinda' গ্রন্থের ভূমিকা-টীকা থেকে।

২. যে নায়িকা প্রিয়তমের আগমনপ্রতীক্ষায় নিজের দেহ ও মিলনকুঞ্জ সজ্জিত করেন এবং প্রিয়তমের সঙ্গে সম্ভোগ কল্পনা করে সখীর সঙ্গে কৌতুকালাপ করতে করতে দূতীর পথের দিকে চেয়ে থাকেন তাঁকে বাসকসজ্জিতা বলে। লক্ষণ—

স্ববাসকবশাৎ কান্তে
সমেষ্যতি নিজং বপুঃ।
সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ
যা সা বাসকসজ্জিতা ॥
চেষ্টা চাস্যাঃ স্মরক্রীড়াসংকল্পো
বর্ত্মবীক্ষণং।
সখী বিনোদবার্তা চ
মুহুর্দূতীক্ষণাদয়ঃ ॥ —উজ্জ্বলনীলমণি ৫

শৃঙ্গারতিলকে—
'ভবেদ্বাসকসজ্জাসৌ সজ্জিতাঙ্গ-রতালয়া'।

৩ কৃষ্ণ-ভোগি-ভবন =
১) কৃষ্ণসর্পের আবাসস্থল
২) সম্ভোগশীল কৃষ্ণের বিহারস্থান

সানন্দ নন্দাস্পদ =
১) আনন্দপূর্ণ নন্দের গৃহ
২) উৎসবপূর্ণ আনন্দনিকেতন

সপ্তম সর্গ

১. কুলটাদের প্রয়োজন ছিল অন্ধকারের। কিন্তু চাঁদ আলো ফেলল তাদেরই পথে। এ তাদের সঙ্গে অকারণ শত্রুতা, এরই ফলে চাঁদ কলংকী।
('যঃ কশ্চন যস্য কস্যচন মার্গঘাতং করোতি স কলঙ্কী ভবত্যেব')

২. উপমাটি চাঁদের পূর্ণতার দ্যোতক।

৩. এখানে নায়িকা 'বিপ্রলব্ধা'।

৪. প্রিয়ের ভালোবাসার জন্যেই চারুতা।
('প্রিয়স্য সৌভাগ্যফলা হি চারুতা)

৫. এখানে বিপরীত-রতি দ্যোতিত।
('যুবতী বিলসতীত্যনেন কামিকর্তৃকবিলাসাকথনাদ্বিপরীতরতমুক্তম্—রসমঞ্জরী) এখানে 'মধুরিপু' পদে কৃষ্ণের মাধুর্যে অনভিজ্ঞতা দ্যোতিত। তাই স্বল্পগুণাও তার কাছে অধিকগুণা বলে প্রতিভাত।
(মধুরিপুরিত্যনেন তস্য মাধুর্যানভিজ্ঞত্বং দ্যোত্যতে। তেন অধিকগুণেত্যনেন মত্তো হীনেতি ব্যজ্যতে।—রসিকপ্রিয়া)

৬. 'কুরুচি' ফুল।

৭. হলধরের সহোদর বলায় নায়কের অবৈদগ্ধ্য দ্যোতিত। আমাকে অভিসারে ডেকে অন্যের সঙ্গে রমণে তার খলত্ব।
(মামভিসার্য অন্যয়া সহ রমণাদ্ধরেঃ খলত্বম্—বালবোধিনী)

৮. এখানে সেই নায়িকা 'স্বাধীনভর্তৃকা'। (যার রতিগুণে আকৃষ্ট নায়ক তার পার্শ্ব ত্যাগ করে না। বিচিত্র বিভ্রমে আসক্তা সেই নায়িকাকে স্বাধীনভর্তৃকা বলে)

৯, 'শঠঃ গূঢ়াপরাধকৃৎ'। (রসার্ণবসুধাকরঃ)

১০. এখানে রাধা দূতীর প্রতিই সন্দিগ্ধা কোনো কোনো টীকাকার এমন মনে করেন। 'তোমাকে পাঠালাম কৃষ্ণের কাছে, কৃষ্ণ তোমাতেই অনুরাগিণী হলেন, তোমার আর কী দোষ বলো। তিনি বহুবল্লভ এ তো জানা কথা। তবে তোমাকেও বলি, সখ্যের মর্যাদা তুমি ভালো ভাবেই দিলে'।—রাধার যেন এই বক্তব্য।

অষ্টম সর্গ

১. প্রিয়বিরহে রাতটি অতিদীর্ঘ বলে মনে হল। 'যামিনী' পদটির এই তাৎপর্য
('অত্র যামিনীপদেন প্রিয়বিরহে অতিদীর্ঘত্বং ধ্বনিতম্'—রসমঞ্জরী)

২. নায়িকা খণ্ডিতা।

৩. 'মানিনীনাং হি প্রিয়াগ্রতো মানোঽতিমানমেতি'।

৪. নায়ক ধৃষ্ট ঃ
'ব্যক্তান্যযুবতিলক্ষ্যোঽপি নির্ভয়ঃ।—রসার্ণবসুধাকরঃ

নবম সর্গ

১. যে নায়িকা সখীজনের সামনে পদানত প্রিয়তমকে ত্যাগ করে পরে অনুতপ্ত হয় তাকে কলহান্তরিতা বলে। প্রলাপ, সন্তাপ, গ্লানি ও দীর্ঘশ্বাস কলহান্তরিতার লক্ষণ।

যা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রুষা
নিরস্য পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা হি সা।
অস্যাঃ প্রলাপ-সন্তাপ-গ্লানি-নিশ্বসিতাদয়ঃ।

—উজ্জ্বলনীলমণি

তুলনীয় ঃ

আন্ধল প্রেমে পহিলে নাহি হেরলুঁ
সো বহু-বল্লভ কান।
আদর সাধে বাদ করি তা সঞে
অহর্নিশি জলত পরান। —গোবিন্দদাস

২. যুবতিসভার বিশেষণ 'সকলা' পদের শিষ্ট অর্থ ঃ চতুঃষষ্টিকলানিপুণা।
৩. রসিকজনম্ ='কৃষ্ণভক্তিরসাস্বাদগৃহীতং শৃঙ্গারাদিরসাস্বাদপরম্'। —রসমঞ্জরী

দশম সর্গ

১. তুলনীয়—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ুচণ্ডীদাস এই গীতটির অনুকরণে লিখেছেন ঃ

যদি কিছু বোল বোলসি তবে
দশনরুচি তোহ্মারে।
হরে দুরুবার ভয় আন্ধকার
সুন্দরি রাধা আহ্মারে।
তোমার বদন সংপুন চান্দ আধর
আমিআঁ লোভে।
পরতেখ তোর নয়নচকোরযুগল
নিশ্চল শোভে॥ ইত্যাদি

২. সূর্যসন্তাপ ঃ শিরসি পল্লবাদিস্থাপনেন শাম্যতীতি ধ্বনিঃ।
৩. মনের দুয়োর দিয়েই সে (অন্য কেউ) প্রবেশ করবে। কিন্তু সেই দুয়োর তো বন্ধ (অন্যের কাছে বন্ধ), তাই মনে দেহধারীর প্রবেশ অসম্ভব। একান্ত বি-দেহ (আনন্দ)-ই সেখানে প্রবেশ করতে পারে। অর্থাৎ আমায় মদন-সন্তপ্ত মন তোমার আলিঙ্গনই একান্তভাবে কামনা করছে।
৪. মুগ্ধে! =আত্মহিতানাভিজ্ঞে। (পূজারী গোস্বামী)। (নিজের ভালো কিসে তা যে বোঝে না সেই মুগ্ধ)।
৫. 'দুষ্টচেষ্টত্বাৎ' (পূজারী গোস্বামী)। অর্থাৎ দুর্বৃত্ততার জন্যেই বদনের ঐ বিশেষণ।

৬. তুলনীয় ঃ যদি শব্দমন্ত্রে সংসার জয় করিবে তবে তোমার কণ্ঠে যেন পঞ্চম স্বর লাগে। —বসন্তের কোকিল, বঙ্কিমচন্দ্র
মধুর স্বর হিসেবে পঞ্চমস্বরের খ্যাতি। এই স্বরটি কোকিলকণ্ঠজাত বলে প্রাচীনেরা মনে করতেন। স্বড়্জং রৌতি ময়ূর ইত্যাদি।

৭ বন্ধুক—বাঁধুলিফুল (রক্তবর্ণ পুষ্পবিশেষ)।

৮. মদালসা, ইন্দুমতী, মনোরমা, রম্ভা কলাবতী, চিত্রলেখা—এরা সব স্বর্গের প্রধানা অপ্সরা। পৃথিবীতে থেকেও তুমি এদের আশ্রয়স্থল হয়ে আছ।

৯. কুবলয়পীড় – কংসের হাতি।

একাদশ সর্গ

১. 'কিসলয়কম্পচ্ছলেনাসমঞ্জসমসহমানো লতাসমূহোঽপি ত্বাং প্রেরয়তীতি ভাবঃ অথবা অগ্রে পল্লবিতবৃক্ষাদিদর্শনং যাত্রায়াং ফলসিদ্ধিসূচকম্। তদুক্তং শকুন-শাস্ত্রে—বামে মধুরবাক্‌পক্ষী বৃক্ষঃ পল্লবিতোঽগ্রতঃ। অনুকূলো বহন্ বায়ুঃ প্রয়াণে শুভসূচকঃ॥ ইতি।' —রসমঞ্জরী

২. ভক্তিরসের সঙ্গে শৃঙ্গাররসের মিলন দ্যোতিত।

৩. এ কি আত্মবিকত্থন না উপাধি-মাত্রোল্লেখ ? নিত্যত্বসর্বোত্তমত্বনিশ্চয়াবেশেনাত্মানং বহুমন্যমানস্য কবিরাজরাজ ইতি প্রৌঢ়োক্তিরিয়ম্। —বালবোধিনী

৪. 'পদ্মাবতীর' অর্থ এখানে রাধা বা লক্ষ্মী ধরলে অনুবাদটি দাঁড়াবে—হে কৃষ্ণ! কবিরাজরাজ জয়দেবরচিত রাধা বা লক্ষ্মীর আনন্দবর্ধক এই সঙ্গীতে তুমি মঙ্গল বিধান করো।

৫. যোঽত্যন্তং গচ্ছতি সোঽপি পততি ইত্যর্থঃ—বালবোধিনী। কেউ পড়ে গেলে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় এবং কেউ আমাকে দেখে ফেলল না তো ?—এই ভেবে চঞ্চল চোখে সলজ্জভাবে চারদিকে তাকায়। (যঃ কশ্চিৎ পততি সোঽপি ঝটিত্যুত্থায় কেনাপি কিমহং দৃষ্ট ইতি তরলতারং কৃত্বা লজ্জয়া দিশোঽবলোকয়তি ইত্যভিপ্রায়ঃ)। —ঐ

দ্বাদশ সর্গ

১. এখানে নায়িকা স্বাধীনভর্তৃকা।
লক্ষণ ঃ
প্রিয়তম অধীন হয়ে সর্বদা যে নায়িকার কাছে থাকেন তাকে স্বাধীনভর্তৃকা বলে—

স্বায়ত্তাসন্নদয়িতা ভবেৎ স্বাধীনভর্তৃকা।
সলিলারণ্যবিক্রীড়া-কুসুমাবচয়াদিকৃৎ॥

—উজ্জ্বলনীলমণি ৫

২. বক্রদৃষ্টাবলোকনাৎ ভামিনীত্যুক্তম্। —বালবোধিনী

৩. যস্য বন্ধনাদি ক্রিয়তে স প্রীতিং ন প্রাপ্নোতি।
অয়ং তু তাদৃশোঽপি প্রীতিমাপ॥

—রসমঞ্জরী

৪. লক্ষণীয় ঃ কৃষ্ণকে 'পতি' বলা হয়েছে।
শ্রীরাধা কৃষ্ণের গোলোকলীলায় নিত্য-স্বকীয়া কিন্তু মর্ত্যবৃন্দাবনলীলায় পরকীয়া। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ব্রহ্মা বিধি-অনুসারে রাধাকে কৃষ্ণের হাতে সমর্পণ করছেন সে কাহিনী আছে।
তুলনীয় ঃ গর্গসংহিতায়,—নন্দ রাধাকে বলেছেন ঃ
গৃহাণ রাধে নিজনাথমঙ্কাৎ
—হে রাধা! আমার কোল থেকে নিজের স্বামীকে গ্রহণ করো।
—গর্গসংহিতা, গোলক খণ্ড, ১৬শ অধ্যায়।
লক্ষণীয় ঃ ৫ম সর্গের ১৮নং শ্লোকে 'দম্পতী' শব্দের প্রয়োগ ঃ আশ্লেষাদনু-চুম্বনাদনু ইত্যাদি ঃ

৫. মঙ্গলার্থকলশো হি পয়ঃপূর্ণো ভবতি স্থনীলাম্রপল্লবৈরুপচিতশ্চ। এবমত্র পয়োধস্যোচিতী। অনেন ময়ূরপদকং নাম নখরক্ষতং ব্যজ্যতে।

—রসিকপ্রিয়া

৬. মুখস্য কমলত্বেন অলকস্য ভ্রমরত্বেন নিরূপিতম্।

—বালবোধিনী

৭. প্রীত হয়ে তাই করেন। এখানে নায়িকা প্রগল্ভা, নায়ক 'দক্ষিণ'। প্রগল্ভা-নায়িকার লক্ষণ—
লব্ধা পতিং প্রগল্ভা স্যাৎ সমস্তরতকোবিদা;
আক্রান্তনায়িকা বাঢ়ং বিরাজদ্বিভ্রমা যথা॥
স্বামিন্ ভঙ্গুরয়ালকং সতিলকং ভালং বিলাসিন্ কুরু
প্রাণেশত্রুটিতং পয়োধরযুগে হারং পুনর্যোজয়।
ইত্যুক্তা সুরতাবসানসুখিতা সম্পূর্ণচন্দ্রাননা
স্পৃষ্টা তেন তথৈব জাতপুলকা প্রাপ্তা পুনর্মোহম্॥
দক্ষিণ নায়কের লক্ষণ—
যো গৌরবং ভয়ং প্রেম দাক্ষিণ্যং পূর্বযোষিতি
ন মুঞ্চত্যনুরক্তোঽপি জ্ঞেয়োঽসৌ দক্ষিণো যথা।

গীতগোবিন্দম্

প্রথমঃ সর্গঃ

সামোদ-দামোদরঃ

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ ॥ ১ ॥

বাগ্‌দেবতাচরিতচিত্রিতচিত্তসদ্মা
পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্তী।
শ্রীবাসুদেবরতিকেলিকথাসমেত-
মেতং করোতি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধম্ ॥ ২ ॥

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্ ॥ ৩ ॥

বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্যগোবর্ধন-
স্পর্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ ॥ ৪ ॥

গীতম্ ॥ ১ ॥

মালবরাগেণ রূপকতালেন চ গীয়তে—

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং।
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্ ॥
কেশব, ধৃতমীনশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥ ৫ ॥ধ্রুবম্

ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে।
ধরণিধরণকিণচক্রগরিষ্ঠে ॥
কেশব, ধৃতকূর্মশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥ ৬ ॥

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না।
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব, ধৃতশূকররূপ, জয় জগদীশ হরে ॥ ৭ ॥

তব কর-কমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং ।
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্ ॥
কেশব, ধৃতনরহরিরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥ ৮ ॥

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন ।
পদনখনীরজনিতজনপাবন ॥
কেশব, ধৃতবামনরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥ ৯ ॥

ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্ ॥
কেশব, ধৃতভৃগুপতিরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥ ১০ ॥

বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতিকমনীয়ং ।
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্ ॥
কেশব, ধৃতরামশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥ ১১ ॥

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং ।
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভম্ ॥
কেশব, ধৃতহলধররূপ, জয় জগদীশ হরে ॥ ১২ ॥

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং ।
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্ ॥
কেশব, ধৃতবুদ্ধশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥ ১৩ ॥

ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং ।
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্ ॥
কেশব, ধৃতকল্কিশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥ ১৪ ॥

শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারং ।
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্ ॥
কেশব, ধৃতদশবিধরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥ ১৫ ॥

বেদানুদ্ধরতে জগন্নিবহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্বতে ।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ ॥ ১৬ ॥

গীতম্ ॥ ২ ॥

গুর্জরীরাগেণ নিঃসারতালেন চ গীয়তে—
শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল কলিতললিতবনমাল ॥
জয় জয় দেব হরে ॥ ১৭ ॥

দিনমণিমণ্ডলমণ্ডন ভবখণ্ডন মুনিজনমানসহংস ॥ ১৮ ॥
কালিয়বিষধরগঞ্জন জনরঞ্জন যদুকুলনলিনদিনেশ ॥ ১৯ ॥
মধুমুরনরকবিনাশন গরুড়াসন সুরকুলকেলিনিদান ॥ ২০ ॥
অমলকমলদললোচন ভবমোচন ত্রিভুবনভবননিধান ॥ ২১ ॥
জনকসুতাকৃতভূষণ জিতদূষণ সমরশমিতদশকণ্ঠ ॥ ২২ ॥
অভিনবজলধরসুন্দর ধৃতমন্দর শ্রীমুখচন্দ্রচকোর ॥ ২৩ ॥
তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুরু কুশলং প্রণতেষু ॥ ২৪ ॥
শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি ॥ ২৫ ॥

পদ্মাপয়োধরতটীপরিরম্ভলগ্ন-
কাশ্মীরমুদ্রিতমুরো মধুসূদনস্য ।
ব্যক্তানুরাগমিব খেলদনঙ্গখেদ-
স্বেদাম্বুপূরমনুপূরয়তু প্রিয়ং বঃ ॥ ২৬ ॥

বসন্তে বাসন্তী-কুসুম-সুকুমারৈরবয়বৈ-
র্ভ্রমন্তীং কান্তারে বহুবিহিতকৃষ্ণানুসরণাম্ ।
অমন্দং কন্দর্পজ্বরজনিতচিন্তাকুলতয়া
বলদ্বাধাং রাধাং সরসমিদমূচে সহচরী ॥ ২৭ ॥

গীতম্ ॥ ৩ ॥

বসন্তরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে ।—

ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে ।
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে ॥
বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে ।
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে ॥ ২৮ ॥

উন্মদমনমনোরথপথিকবধূজনজনিতবিলাপে ।
অলিকুলসংকুলকুসুমসমূহনিরাকুলবকুলকলাপে ॥ ২৯ ॥

মৃগমদসৌরভরভসবশংবদনবদলমালতমালে ।
যুবজনহৃদয়বিদারণমনসিজনখরুচিকিংশুকজালে ॥ ৩০ ॥

মদনমহীপতিকনকদণ্ডরুচিকেশরকুসুমবিকাশে ।
মিলিতশিলীমুখপাটলিপটলকৃতস্মরতূণবিলাসে ॥ ৩১ ॥

বিগলিতলজ্জিতজগদবলোকনতরুণকরুণকৃতহাসে ।
বিরহিনিকৃন্তনকুন্তমুখাকৃতিকেতকদন্তুরিতাশে ॥ ৩২ ॥

মাধবিকাপরিমলললিতে নবমালিকয়াতিসুগন্ধৌ ।
মুনিমনসামপি মোহনকারিণি তরুণাকারণবন্ধৌ ॥ ৩৩ ॥

স্ফুরদতিমুক্তলতাপরিরম্ভণপুলকিতমুকুলিতচুতে ।
বৃন্দাবনবিপিনে পরিসরপরিগতযমুনাজলপূতে ॥ ৩৪ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতমিদমুদয়তি হরিচরণস্মৃতিসারম্ ।
সরসবসন্তসময়বনবর্ণনমনুগতমদনবিকারম্ ॥ ৩৫ ॥

দরবিদলিতমল্লীবল্লিচঞ্চৎপরাগপ্রকটিতপটবাসৈর্বাসয়ন্ কাননানি ।
ইহ হি দহতি চেতঃ কেতকীগন্ধবন্ধুঃ প্রসরদসমবাণবদ্গন্ধবাহঃ ॥ ৩৬ ॥

অদ্যোৎসঙ্গবসদ্ভুজঙ্গকবলক্লেশাদিবেশাচলং
প্রালেয়প্লবনেচ্ছয়ানুসরতি শ্রীখণ্ডশৈলানিলঃ ।
কিঞ্চ স্নিগ্ধরসালমৌলিমুকুলান্যালোক্য হর্ষোদয়া-
দুন্মীলন্তি কুহূঃ কুহূরিতি কলোত্তালাঃ পিকানাং গিরঃ ॥ ৩৭ ॥

উন্মীলন্মধুগন্ধলুব্ধমধুপব্যাধূতচূতাঙ্কুর-
ক্রীড়ৎকোকিলকাকলীকলকলৈরুদ্গীর্ণকর্ণজ্বরাঃ ।
নীয়ন্তে পথিকৈঃ কথং কথমপি ধ্যানাবধানক্ষণ-
প্রাপ্তপ্রাণসমাসমাগমরসোল্লাসৈরমী বাসরাঃ ॥ ৩৮ ।

অনেকনারীপরিরম্ভসংভ্রমস্ফুরন্মনোহারিবিলসলালসম্ ।
মুরারিমারাদুপদর্শয়ন্ত্যসৌ সখীসমক্ষং পুনরাহ রাধিকাম্ ॥ ৩৯ ॥

গীতম্ ॥ ৪ ॥

রামকিরীরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে—

চন্দনচর্চিতনীলকলেবরপীতবসনবনমালী ।
কেলিচলন্মণিকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডযুগস্মিতশালী ॥
হরিরিহ মুগ্ধবধূনিকরে বিলাসিনি বিলসতি কেলিপরে ॥ ৪০ ॥ধ্রুবম্

পীনপয়োধরভারভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাগম্ ।
গোপবধূরনুগায়তি কাচিদুদঞ্চিতপঞ্চমরাগম্ ॥ ৪১ ॥

কাপি বিলাসবিলোলবিলোচনখেলনজনিতমনোজম্ ।
ধ্যায়তি মুগ্ধবধূরধিকং মধুসূদনবদনসরোজম্ ॥ ৪২ ॥

কাপি কপোলতলে মিলিতা লপিতুং কিমপি শ্রুতিমূলে ।
চারু চুচুম্ব নিতম্ববতী দয়িতং পুলকৈরনুকূলে ॥ ৪৩ ॥

কেলিকলাকুতুকেন চ কাচিদমুং যমুনাজলকূলে ।
মঞ্জুলবঞ্জুলকুঞ্জগতং বিচকর্ষ করেণ দুকূলে ॥ ৪৪ ॥

করতলতালতরলবলয়াবলিকলিতকলস্বনবংশে ।
রাসরসে সহনৃত্যপরা হরিণা যুবতিঃ প্রশশংসে ॥ ৪৫ ॥

শ্লিষ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি কামপি রময়তি রামাম্ ।
পশ্যতি সস্মিতচারুপরামপরামনুগচ্ছতি বামাম্ ॥ ৪৬ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতমিদমদ্ভুতকেশবকেলিরহস্যম্ ।
বৃন্দাবনবিপিনে ললিতং বিতনোতু শুভানি যশস্যম্ ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্ ।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি ॥ ৪৮ ॥

রাসোল্লাসভরেণ বিভ্রমভৃতামাভীরবামভ্রুবাম্
অভ্যর্ণে পরিরভ্য নির্ভরমুরঃ প্রেমান্ধয়া রাধয়া ।
সাধু ত্বদ্বদনং সুধাময়মিতি ব্যাহৃত্য গীতস্তুতি-
ব্যাজাদুদ্ভটচুম্বিতঃ স্মিতমনোহারী হরিঃ পাতু বঃ ॥ ৪৯ ॥

॥ ইতি শ্রীগীতগোবিন্দমহাকাব্যে সামোদ-দামোদরো নাম প্রথমঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × + × × × × × দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × ×

অক্লেশ-কেশবঃ

বিহরতি বনে রাধা সাধারণপ্রণয়ে হরৌ
বিগলিতনিজোৎকর্ষাদীর্ষ্যাবশেন গতান্যতঃ ।
ক্বচিদপি লতাকুঞ্জে গুঞ্জন্মধুব্রতমণ্ডলী-
মুখরশিখরে লীনা দীনাপ্যুবাচ রহঃ সখীম্ ॥ ১ ॥

গীতম্ ॥ ৫ ॥

গুর্জরীরাগযতিতালভ্যাং গীয়তে—

সঞ্চরদধরসুধামধুরধ্বনিমুখরিতমোহনবংশম্ ।
বলিতদৃগঞ্চলচঞ্চলমৌলিকপোলবিলোল বিতংসম্ ॥
রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্ ।
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্ ॥ ২ ॥ধ্রুবম্

চন্দ্রকচারুময়ূরশিখণ্ডমণ্ডলয়িতকেশম্ ।
প্রচুরপুরন্দরধনুরনুরঞ্জিতমেদুরমুদিরসুবেশম্ ॥ ৩ ॥

গোপকদম্বনিতম্ববতীমুখচুম্বনলম্ভিতলোভম্ ।
বন্ধুজীবমধুরাধর-পল্লবমুল্লসিতস্মিতশোভম্ ॥ ৪ ॥

বিপুলপুলকভুজপল্লববলয়িতবল্লবযুবতিসহস্রম্ ।
করচরণোরসি মণিগণভূষণকিরণবিভিন্নতমিস্রম্ ॥ ৫ ॥

জলদপটলবলদিন্দুবিনিন্দকচন্দনতিলকললাটম্ ।
পীনপয়োধরপরিসরমর্দননির্দয়হৃদয়কবাটম্ ॥ ৬ ॥

মণিময়মকরমনোহরকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডমুদারম্ ।
পীতবসনমনুগতমুনিমনুজসুরাসুরবরপরিবারম্ ॥ ৭ ॥

বিশদকদম্বতলে মিলিতং কলিকলুষভয়ং শময়ন্তম্ ।
মামপি কিমপি তরঙ্গদনঙ্গদৃশা মনসা রময়ন্তম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতমতিসুন্দর মোহন-মধুরিপু-রূপম্ ।
হরিচরণস্মরণং প্রতি সংপ্রতি পুণ্যবতামনুরূপম্ ॥ ৯ ॥

গণয়তি গুণগ্রামং ভামং ভ্রমাদপি নেহতে
বহতি চ পরিতোষং দোষং বিমুঞ্চতি দূরতঃ ।
যুবতিষু বলত্তৃষ্ণে কৃষ্ণে বিহারিণি মাং বিনা
পুনরপি মনো বামং কামং করোতি করোমি কিম্ ॥ ১০ ॥

গীতম্ ॥ ৬ ॥

মালবরাগৈকতালী-তালাভ্যাং গীয়তে—

নিভৃতকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তম্ ।
চকিতবিলোকিত-সকলদিশা রতিরভসরসেন হসন্তম্ ॥
সখি হে কেশিমথনমুদারম্ ।
রময় ময়া সহ মদনমনোরথভাবিতয়া সবিকারম্ ॥ ১১ ॥ **ধ্রুবম্**

প্রথম-সমাগম-লজ্জিতয়া-পটুচাটু-শতৈরনুকূলম্ ।
মৃদুমধুরস্মিতভাষিতয়া শিথিলীকৃত-জঘন-দুকূলম্ ॥ ১২ ॥

কিশলয়শয়ননিবেশিতয়া চিরমুরসি মমৈব-শয়ানম্ ।
কৃতপরিরম্ভণ-চুম্বনয়া পরিরভ্য কৃতাধরপানম্ ॥ ১৩ ॥

অলস-নিমীলিত-লোচনয়া পুলকাবলি-ললিতকপোলম্ ।
শ্রমজল-সকল-কলেবরয়া বরমদন-মদাদতিলোলম্ ॥ ১৪ ॥

কোকিল-কলরবকূজিতয়া জিতমনসিজ-তন্ত্রবিচারম্ ।
শ্লথকুসুমাকুল-কুন্তলয়া নখলিখিত-ঘনস্তনভারম্ ॥ ১৫ ॥

চরণরণিত-মণিনূপুরয়া পরিপূরিতসুরতবিতানম্ ।
মুখরবিশৃঙ্খলমেখলয়া সকচগ্রহ-চুম্বনদানম্ ॥ ১৬ ॥

রতিসুখসময়-রসালসয়া দরমুকুলিত-নয়নসরোজম্ ।
নিঃসহনিপতিত-তনুলতয়া মধুসূদনমুদিত-মনোজম্ ॥ ১৭ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতমিদমতিশয়-মধুরিপু-নিধুবনশীলম্ ।
সুখমুৎকণ্ঠিত-গোপবধূ-কথিতং বিতনোতু সলীলম্ ॥ ১৮ ॥

হস্তস্রস্ত-বিলাসবংশমনৃজু-ভ্রূবল্লিমদ্বল্লবী-
বৃন্দোৎসারি-দৃগন্তবীক্ষিতমতিস্বেদার্দ্রগণ্ডস্থলম্ ॥
মামুদ্বীক্ষ্য বিলক্ষিতস্মিতসুধামুগ্ধাননং কাননে ।
গোবিন্দং ব্রজসুন্দরীগণবৃতং পশ্যামি হৃষ্যামি চ ॥ ১৯ ॥

দূরালোকঃ স্তোকস্তবক-নবকাশোকলতিকা-
বিকাশঃ কাসারোপবনপবনোঽপি ব্যথয়তি ।
অপি ভ্রাম্যদ্ভৃঙ্গীরণিতরমণীয়া ন মুকুল—
প্রসূতিশ্চূতানাং সখি শিখরিণীয়ং সুখয়তি ॥ ২০ ॥

সাকূত-স্মিতমাকুলাকুল-গলদ্ধম্মিল্লমুল্লাসিত-
ভ্রূবল্লীকমলীক-দর্শিতভুজমূলার্ধ-দৃষ্টস্তনম্ ।
গোপীনাং নিভৃতং নিরীক্ষ্য গমিতাকাঙ্ক্ষশ্চিরং চিন্তয়-
ন্নন্তর্মুগ্ধমনোহরং হরতু বঃ ক্লেশং নবঃ কেশবঃ ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দমহাকাব্যে অক্লেশকেশবো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ২ ॥

× × × × × × × × × × × ×   **তৃতীয়ঃ সর্গঃ**   × × × × × × × × × × × × ×

মুগ্ধ মধুসূদনঃ

কংসারিরপি সংসার-বাসনাবন্ধ-শৃঙ্খলম্ ।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥ ১ ॥

ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকামনঙ্গবাণ-ব্রণখিন্ন-মানসঃ ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী-তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ ॥ ২ ॥

গীতম্ ॥ ৭ ॥

গুর্জরীরাগেণ যতিতালেন চ গীয়তে—

মামিয়ং চলিতা বিলোক্য বৃতং বধূনিচয়েন ।
সাপরাধতয়া ময়াপি ন বারিতাতিভয়েন ॥
হরি হরি হতাদরতয়া গতা সা কুপিতেব ॥ ৩ ॥ ধ্রুবম্

কিং করিষ্যতি কিং বদিষ্যতি সা চিরং বিরহেণ।
কিং ধনেন জনেন কিং মম জীবিতেন গৃহেণ ॥ ৪ ॥

চিন্তয়ামি তদাননং কুটিল-ভ্রূকোপভরেণ।
শোণপদ্মমিবোপরি ভ্রমতাকুলং ভ্রমরেণ ॥ ৫ ॥

তামহং হৃদি সঙ্গতামনিশং ভৃশং রময়ামি।
কিং বনেঽনুসরামি তামিহ কিং বৃথা বিলপামি ॥ ৬ ॥

তন্বি খিন্নমসূয়য়া হৃদং তবাকলয়ামি।
তন্ন বেদ্মি কুতো গতাসি ন তেন তেঽনুনয়ামি ॥ ৭ ॥

দৃশ্যসে পুরতো গতাগতমেব মে বিদধাসি !
কিং পুরেব সসম্ভ্রমং পরিরম্ভণং ন দদাসি ॥ ৮ ॥

ক্ষম্যতামপরং কদাপি তবেদৃশং ন করোমি।
দেহি সুন্দরি দর্শনং মম মন্মথেন দুনোমি ॥ ৯ ॥

বর্ণিতং জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন।
কেন্দুবিল্ব-সমুদ্র-সম্ভবরোহিণীরমণেন ॥ ১০ ॥

হৃদি বিসলতাহারো নায়ং ভুজঙ্গমনায়কঃ
কুবলয়দলশ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলদ্যুতিঃ।
মলয়জরজো নেদং ভস্ম প্রিয়ারহিতে ময়ি
প্রহর ন হরভ্রান্ত্যানঙ্গ ক্রুধা কিমু ধাবসি ॥ ১১ ॥

পাণৌ মা কুরু চূতশায়কমমুং মা চাপমারোপয়
ক্রীড়ানির্জিতবিশ্ব মূর্ছিতজনাঘাতেন কিং পৌরুষম্।
তস্যা এব মৃগীদৃশো মনসিজপ্রেঙ্খৎকটাক্ষাশুগ-
শ্রেণীজর্জরিতং মনাগপি মনো নাদ্যাপি সংধুক্ষতে ॥ ১২ ॥

ভ্রূপল্লবং ধনুরপাঙ্গতরঙ্গিতানি
বাণা গুণঃ শ্রবণপালিরিতি স্মরেণ।
তস্যামনঙ্গ-জয়ঙ্গ-জঙ্গম-দেবতায়া-
মস্ত্রাণি নির্জিত-জগন্তি কিমর্পিতানি ॥ ১৩ ॥

ভ্রূচাপে নিহতঃ কটাক্ষবিশিখো নির্মাতু মর্মব্যথাং
শ্যামাত্মা কুটিলঃ করোতু কবরীভারেঽপি মারোদ্যমম্।
মোহস্তাবদয়ঞ্চ তন্বি তনুতাং বিম্বাধরো রাগবান্
সদ্‌বৃত্ত-স্তনমণ্ডলস্তব কথং প্রাণৈর্মম ক্রীড়তি ॥ ১৪ ॥

তানি স্পর্শসুখানি তে চ তরলাঃ স্নিগ্ধা দৃশোর্বিভ্রমা—
স্তদ্বক্ত্রাম্বুজসৌরভং স চ সুধাস্যন্দী গিরাং বক্রিমা।
সা বিম্বাধরমাধুরীতি বিষয়াসঙ্গেঽপি চেন্মানসং
তস্যাং লগ্নসমাধি হন্ত বিরহব্যাধিঃ কথং বর্ধতে ॥ ১৫ ॥

তির্যক্‌কণ্ঠবিলোল মৌলিতরলোত্তংসস্য বংশোচ্চরদ্‌—
গীতিস্থানকৃতাবধানললনালক্ষৈর্ন সংলক্ষিতাঃ।
সম্মুগ্ধং মধুসূদনস্য মধুরে রাধামুখেন্দৌ মৃদু-
স্পন্দং কন্দলিতাশ্চিরং দধতু বঃ ক্ষেমং কটাক্ষোর্ময়ঃ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দমহাকাব্যে মুগ্ধ মধুসূদনো নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ৩ ॥

× × × × × × × × × × × × × চতুর্থঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × × ×

স্নিগ্ধ-মধুসূদনঃ

যমুনাতীর-বানীর-নিকুঞ্জে মন্দমাস্থিতম্‌।
প্রাহ প্রেমভরোদ্‌ভ্রান্তং মাধবং রাধিকা-সখী ॥ ১ ॥

গীতম্‌ ॥ ৮ ॥

কর্ণাটরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে

নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্‌
ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরম্‌ ॥
সা বিরহে তব দীনা।
মাধব মনসিজবিশিখভয়াদিব ভাবনয়া ত্বয়ি লীনা ॥ ২ ॥ ধ্রুবম্‌ ।

অবিরলনিপতিতমদনশরাদিব ভবদবনায় বিশালম্‌।
স্বহৃদয়মর্মণি বর্ম করোতি সজলনলিনীদলজালম্‌ ॥ ৩ ॥

কুসুমবিশিখশরতল্পমনল্পবিলাসকলা-কমনীয়ম্‌।
ব্রতমিব তব পরিরম্ভসুখায় করোতি কুসুমশয়নীয়ম্‌ ॥ ৪ ॥

বহতি চ বলিত-বিলোচন-জলধরমাননকমলমুদারম্‌।
বিধুমিব বিকটবিধুন্তুদদন্তদলন-গলিতামৃতধারম্‌ ॥ ৫ ॥

বিলিখতি রহসি কুরঙ্গমদেন ভবন্তমসমশরভূতম্‌।
প্রণমতি মকরমধো বিনিধায় করে চ শরং নবচূতম্‌ ॥ ৬ ॥

প্রতিপদমিদমপি নিগদতি মাধব তব চরণে পতিতাহম্‌।
ত্বয়ি বিমুখে ময়ি সপদি সুধানিধিরপি তনুতে তনুদাহম্‌ ॥ ৭ ॥

ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্প্য ভবন্তমতীবদুরাপম্।
বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতমিদমধিকং যদি মনসা নটনীয়ম্।
হরি-বিরহাকুল-বল্লবযুবতি-সখীবচনং পঠনীয়ম্ ॥ ৯ ॥

আবাসো বিপিনায়তে প্রিয়সখীমালাপি জ্বালায়তে
তাপোঽপি শ্বসিতেন দাবদহনজ্বালাকলাপায়তে।
সাপি তদ্বিরহেণ হন্ত হরিণীরূপায়তে হা কথং
কন্দর্পোঽপি যমায়তে বিরচয়ঞ্ছার্দূলবিক্রীড়িতম্ ॥ ১০ ॥

গীতম্ ॥ ৯ ॥

দেশাখারাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে—

স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্।
সা মনুতে কৃশতনুরিব ভারম্।
রাধিকা তব বিরহে কেশব ॥ ১১ ॥ ধ্রুবম্

সরসমসৃণমপি মলয়জপঙ্কম্।
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম্ ॥ ১২ ॥

শ্বসিতপবনমনুপমপরিণাহম্।
মদনদহনমিব বহতি সদাহম্ ॥ ১৩ ॥

দিশি দিশি কিরতি সজলকণজালম্।
নয়ননলিনমিব বিদলিতনালম্ ॥ ১৪ ॥

নয়নবিষয়মপি কিশলয়তল্পম্।
গণয়তি বিহিতহুতাশবিকল্পম্ ॥ ১৫ ॥

ত্যজতি ন পাণিতলেন কপোলম্।
বালশশিনমিব সায়মলোলম্ ॥ ১৬ ॥

হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামম্।
বিরহবিহিতমরণেব নিকামম্ ॥ ১৭ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতমিতি গীতম্।
সুখয়তু কেশবপদমুপনীতম্ ॥ ১৮ ॥

সা রোমাঞ্চতি শীৎকরোতি বিলপত্যুৎকম্পতে তাম্যতি
ধ্যায়ত্যুদ্ভ্রমতি প্রমীলতি পতত্যুদ্যাতি মূর্চ্ছত্যপি।
এতাবত্যতনুজ্বরে বরতনুর্জীবেন্ন কিন্তে রসাৎ।
স্ববৈদ্যপ্রতিম প্রসীদসি যদি ত্যক্তোঽন্যথা হস্তকঃ ॥ ১৯ ॥

স্মরাতুরাং দৈবতবৈদ্যহৃদ্য ত্বদঙ্গসঙ্গামৃতমাত্রসাধ্যাম্ ।
বিমুক্তবাধাং কুরুষে ন রাধামুপেন্দ্রবজ্রাদপি দারুণোঽসি ॥ ২০ ॥

কন্দর্পজ্বরসংজ্বরাতুর-তনোরাশ্চর্যমস্যাশ্চিরং
চেতশ্চন্দন-চন্দ্রমঃকমলিনীচিন্তাসু সন্তাম্যতি ।
কিন্তু ক্ষান্তিরসেন শীতলতরং ত্বামেকমেব প্রিয়ং
ধ্যায়ন্তী রহসি স্থিতা কথমপি ক্ষীণা ক্ষণং প্রাণিতি ॥ ২১ ॥

ক্ষণমপি বিরহঃ পুরা ন সেহে
নয়ন-নিমীলন-খিন্নয়া যয়া তে ।
শ্বসিতি কথমসৌ রসালশাখাং
চিরবিরহেণ বিলোক্য পুষ্পিতাগ্রাম্ ॥ ২২ ॥

বৃষ্টিব্যাকুল-গোকুলাবন-রসাদুদ্ধৃত্য গোবর্ধনং
বিভ্রদ্বল্লব-বল্লভাভিরধিকানন্দাচ্চিরং চুম্বিতঃ ।
দর্পেণৈব তদর্পিতাধরতটী-সিন্দুরমুদ্রাঙ্কিতো
বাহুর্গোপতনোস্তনোতু ভবতাং শ্রেয়াংসি কংসদ্বিষঃ ॥ ২৩ ॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে স্নিগ্ধমধুসূদনো নাম চতুর্থঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × **পঞ্চমঃ সর্গঃ** × × × × × × × × × × × × ×

সাকাঙ্ক্ষপুণ্ডরীকাক্ষঃ

অহমিহ নিবসামি যাহি রাধামনুনয় মদ্বচনেন চানয়েথাঃ ।
ইতি মধুরিপুণা সখী নিযুক্তা স্বয়মিদমেত্য পুনর্জগাদ রাধাম্ ॥ ১ ॥

গীতম্ ॥ ১০ ॥

দেশবরাড়ীরাগ-রূপকতালাভ্যাং গীয়তে—

বহতি মলয়সমীরে মদনমুপনিধায় ।
স্ফুটতি কুসুমনিকরে বিরহিহৃদয়দলনায় ।
সখী সীদতি তব বিরহে বনমালী ॥ ২ ॥ধ্রুবম্

দহতি শিশিরময়ুখে মরণমনুকরোতি ।
পততি মদনবিশিখে বিলপতি বিকলতরোঽতি ॥ ৩ ॥

ধ্বনতি মধুপসমূহে শ্রবণমপি দধাতি ।
মনসি বলিতবিরহে নিশি নিশি রুজমুপযাতি ॥ ৪ ॥

বসতি বিপিনবিতানে ত্যজতি ললিতধাম ।
লুঠতি ধরণিশয়নে বহু বিলপতি তব নাম ॥ ৫ ॥

ভণতি কবিজয়দেবে বিরহবিলসিতেন ।
মনসি রভসবিভবে হরিরুদয়তু সুকৃতেন ॥ ৬ ॥

পূর্বং যত্র সমং ত্বয়া রতিপতেরাসাদিতাঃ সিদ্ধয়-
স্তস্মিন্নেব নিকুঞ্জমন্মথমহাতীর্থে পুনর্মাধবঃ ।
ধ্যায়ংস্তামনিশং জপন্নপি তবৈবালাপমন্ত্রাক্ষরং
ভূয়স্ত্বৎকুচকুম্ভনির্ভরপরীরম্ভামৃতং বাঞ্ছতি ॥ ৭ ॥

গীতম্ ॥ ১১ ॥

গুর্জরীরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে—

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্ ।
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্ ॥ ৮ ॥

ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী ।
নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্ ।
বহু মনুতে ননু তে তনুসঙ্গতপবনচলিতমপি রেণুম্ ॥ ৯ ॥ ধ্রুবম্

পততি পতত্রে বিচলিতপত্রে শঙ্কিতভবদুপযানম্ ।
রচয়তি শয়নম্ সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্ ॥ ১০ ॥

মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলম্ ।
চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম্ ॥ ১১ ॥

উরসি মুরারেরুপহিতহারে ঘন ইব তরলবলাকে ।
তড়িদিব পীতে রতিবিপরীতে রাজসি সুকৃতবিপাকে ॥ ১২ ॥

বিগলিতবসনং পরিহৃতরসনং ঘটয় জঘনমপিধানম্ ।
কিশলয়শয়নে পঙ্কজনয়নে নিধিমিব হর্ষনিধানম্ ॥ ১৩ ॥

হরিরভিমানী রজনিরিদানীমিয়মপি যাতি বিরামম্ ।
কুরু মম বচনং সত্বররচনং পূরয় মধুরিপুকামম্ ॥ ১৪ ॥

শ্রীজয়দেবে কৃতহরিসেবে ভণতি পরমরমণীয়ম্ ।
প্রমুদিতহৃদয়ং হরিমতিসদয়ং নমত সুকৃতকমনীয়ম্ ॥ ১৫ ॥

বিকিরতি মুহুঃ শ্বাসানাশাঃ পুরো মুহুরীক্ষতে
প্রবিশতি মুহুঃ কুঞ্জং গুঞ্জন্মুহুর্বহু তাম্যতি ।
রচয়তি মুহুঃ শয্যাং পর্যাকুলং মুহুরীক্ষতে
মদনকদনক্লান্তঃ কান্তে প্রিয়স্তব বর্ততে ॥ ১৬ ॥

স্বধাম্যেন সমং সমগ্রমধুনা তিগ্মাংশুরস্তংগতো
গোবিন্দস্য মনোরথেন চ সমং প্রাপ্তং তমঃ সান্দ্রতাম্ ।
কোকানাং করুণস্বনেন সদৃশী দীর্ঘা মদভ্যর্থনা
তন্মুগ্ধে বিফলং বিলম্বনমসৌ রম্যোঽভিসারক্ষণঃ ॥ ১৭ ॥

আশ্লেষাদনুচুম্বনাদনু নখোল্লেখাদনু স্বান্তজ-
প্রোদ্বোধাদনু সংভ্রমাদনু রতারম্ভাদনু প্রীতয়োঃ ।
অন্যার্থং গতয়োর্ভ্রমান্মিলিতয়োঃ সম্ভাষণৈর্জানতো-
র্দম্পত্যোরিহ কো ন কো ন তমসি ব্রীড়াবিমিশ্রো রসঃ ॥ ১৮ ॥

সভয়চকিতং বিন্যস্যন্তীং দৃশো তিমিরে পথি
প্রতিতরু মুহুঃ স্থিত্বা মন্দং পদানি বিতন্বতীম্ ।
কথমপি রহঃ প্রাপ্তামঙ্গৈরনঙ্গতরঙ্গিভিঃ
সুমুখি সুভগঃ পশ্যন্ স ত্বামুপৈতু কৃতার্থতাম্ ॥ ১৯ ॥

রাধা-মুগ্ধ-মুখারবিন্দ-মধুপস্ত্রৈলোক্য-মৌলিস্থলী-
নেপথ্যোচিত-নীলরত্নমবনী-ভারাবতারান্তকঃ ।
স্বচ্ছন্দ-ব্রজসুন্দরীজন-মনস্তোষ-প্রদোষশ্চিরং
কংসধ্বংসন-ধূমকেতুরবতু ত্বাং দেবকীনন্দনঃ ॥ ২০ ॥

॥ ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যেঽভিসারিকাবর্ণনে
'সাকাঙ্ক্ষপুণ্ডরীকাক্ষো' নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × ষষ্ঠঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × × ×

অথ তাং গন্তুমশক্তাং চিরমনুরক্তাং লতাগৃহে দৃষ্টা ।
তচ্চরিতং গোবিন্দে মনসিজমন্দে সখী প্রাহ ॥ ১ ॥

গীতম্ ॥ ১২ ॥

গোণ্ডকিরীরাগেণ রূপকতালেন চ গীয়তে—

পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তম্ ।
তদধরমধুরমধূনি পিবন্তম্ ॥
নাথ হরে সীদতি রাধা বাসগৃহে ॥ ২ ॥ ধ্রুবম্

ত্বদভিসরণরভসেন বলন্তী ।
পততি পদানি কিয়ন্তি চলন্তী ॥ ৩ ॥

বিহিতবিশদবিসকিশলয়বলয়া ।
জীবতি পরমিহ তব রতিকলয়া ॥ ৪ ॥

মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা ।
মধুরিপুরহমিতিভাবনশীলা ॥ ৫ ॥

ত্বরিতমুপৈতি ন কথমভিসারম্ ।
হরিরিতি বদতি সখীমনুবারম্ ॥ ৬ ॥

শ্লিষ্যতি চুম্বতি জলধরকল্পম্ ।
হরিরুপগত ইতি তিমিরমনল্পম্ ॥ ৭ ॥

ভবতি বিলম্বিনি বিগলিতলজ্জা ।
বিলপতি রোদিতি বাসকসজ্জা ॥ ৮ ॥

শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতম্ ।
রসিকজনং তনুতামতিমুদিতম্ ॥ ৯ ॥

বিপুলপুলকপালিঃ স্ফীতশীৎকারমন্ত-
র্জনিতজড়িমকাকুব্যাকুলং ব্যাহরন্তী ।
তব কিতব বিধায়ামন্দকন্দর্পচিন্তাং
রসজলধিনিমগ্না ধ্যানলগ্না মৃগাক্ষী ॥ ১০ ॥

অঙ্গেষ্বাভরণং করোতি বহুশঃ পত্রেঽপি সঞ্চারিণি
প্রাপ্তং ত্বাং পরিশঙ্কতে বিতনুতে শয্যাং চিরং ধ্যায়তি ।
ইত্যাকল্পবিকল্পতল্পরচনাসঙ্কল্পলীলাশত-
ব্যাসক্তাপি বিনা ত্বয়া বরতনুর্নৈষা নিশাং নেষ্যতি ॥ ১১ ॥

কিং বিশ্রাম্যসি কৃষ্ণভোগিভবনে ভাণ্ডীরভূমীরুহে
ভ্রাতর্যাহি ন দৃষ্টিগোচরমিতঃ সানন্দনন্দাস্পদম্ ।
রাধায়া বচনং তদধ্বগমুখান্নন্দান্তিকে গোপতো
গোবিন্দস্য জয়ন্তি সায়মতিথি-প্রাশস্ত্যগর্ভা গিরঃ ॥ ১২ ॥

॥ ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে বাসকসজ্জাবর্ণনে ধৃষ্টবৈকুণ্ঠো নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × × সপ্তমঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × × × ×

নাগর-নারায়ণঃ

অত্রান্তরে চ কুলটাকুলবর্ত্মপাত-
সঞ্জাতপাতক ইব স্ফুটলাঞ্ছনশ্রীঃ ।
বৃন্দাবনান্তরমদীপয়দংশুজালৈ-
র্দিক্সুন্দরীবদনচন্দনবিন্দুরিন্দুঃ ॥ ১ ॥

প্রসরতি শশধরবিম্বে বিহিতবিলম্বে চ মাধবে বিধুরা।
বিরচিতবিবিধবিলাপং সা পরিতাপং চকারোচ্চৈঃ ॥ ২ ॥

গীতম্ ॥ ১৩ ॥

মালবরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে—

কথিতসময়েঽপি হরিরহহ ন যযৌ বনম্।
মম বিফলমিদমমলাপি রূপযৌবনম্ ॥
যামি হে কমিহ শরণং সখীজনবচনবঞ্চিতা ॥ ৩ ॥ ধ্রুবম্

যদনুগমনায় নিশি গহনমপি শীলিতম্।
তেন মম হৃদয়মিদমসমশরকীলিতম্ ॥ ৪ ॥

মম মরণমেব বরমতিবিতথকেতনা।
কিমিহ বিষহামি বিরহানলমচেতনা ॥ ৫ ॥

মামহহ বিধুরয়তি মধুরমধুযামিনী।
কাপি হরিমনুভবতি কৃতসুকৃতকামিনী ॥ ৬ ॥

অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণম্।
হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণম্ ॥ ৭ ॥

কুসুমসুকুমারতনুমতনুশরলীলয়া।
স্রগপি হৃদি হন্তি মামতিবিষমশীলয়া ॥ ৮ ॥

অহমিহ নিবসামি ন গণিতবনবেতসা।
স্মরতি মধুসূদনো মামপি ন চেতসা ॥ ৯ ॥

হরিচরণশরণজয়দেবকবিভারতী।
বসতু হৃদি যুবতিরিব কোমলকলাবতী ॥ ১০ ॥

তৎ কিং কামপি কামিনীমভিসৃতঃ কিংবা কলাকেলিভি-
র্বদ্ধো বন্ধুভিরন্ধকারিণি বণাভ্যর্ণে কিমুদ্‌ভ্রাম্যতি।
কান্তঃ ক্লান্তমনা মনাগপি পথি প্রস্থাতুমেবাক্ষমঃ
সঙ্কেতীকৃতমঞ্জুবঞ্জুললতাকুঞ্জেঽপি যন্নাগতঃ ॥ ১১ ॥

অথাগতাং মাধবমন্তরেণ সখীমিয়ং বীক্ষ্য বিষাদমূকাম্।
বিশঙ্কমানা রমিতং কয়াপি জনার্দনং দৃষ্টবদেতদাহ ॥ ১২ ॥

গীতম্ ॥ ১৪ ॥

বসন্তরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে—

স্মরসমরোচিতবিরচিতবেশা।
গলিতকুসুমদরবিলুলিতকেশা ॥
কাপি মধুরিপুণা বিলসতি যুবতিরধিকগুণা ॥ ১৩ ॥ ধ্রুবম্

হরিপরিরম্ভণবলিতবিকারা ।
কুচকলসোপরি তরলিতহারা ॥ ১৪ ॥

বিচলদলককলিতাননচন্দ্রা ।
তদধরপানরভসকৃততন্দ্রা ॥ ১৫ ॥

চঞ্চলকুণ্ডলললিতকপোলা ।
মুখরিতরসনজঘনগতিলোলা ॥ ১৬ ॥

দয়িতবিলোকিতলজ্জিতহসিতা ।
বহুবিধকূজিতরতিরসরসিতা ॥ ১৭ ॥

বিপুলপুলকপৃথুবেপথুভঙ্গা ।
শ্বসিতনিমীলিতবিকসদনঙ্গা ॥ ১৮ ॥

শ্রমজলকণভরসুভগশরীরা ।
পরিপতিতোরসি রতিরণধীরা ॥ ১৯ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতহরিরমিতম্ ।
কলিকলুষং জনয়তু পরিশমিতম্ ॥ ২০ ॥

বিরহপাণ্ডুমুরারিমুখাম্বুজ-
দ্যুতিরয়ং তিরয়ন্নপি বেদনাম্ ।
বিধুরতীব তনোতি মনোভুবঃ
সুহৃদয়ে হৃদয়ে মদনব্যথাম্ ॥ ২১ ॥

গীতম্ ॥ ১৫ ॥

গুর্জরীরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে—

সমুদিতমদনে রমণীবদনে চুম্বনবলিতাধরে ।
মৃগমদতিলকং লিখতি সপুলকং মৃগমিব রজনীকরে ।
রমতে যমুনাপুলিনবনে বিজয়ী মুরারিরধুনা ॥ ২২ ॥ ধ্রুবম্

ঘনচয়রুচিরে রচয়তি চিকুরে তরলিততরুণাননে ।
কুরুবককুসুমং চপলাসুষমং রতিপতিমৃগকাননে ॥ ২৩ ॥

ঘটয়তি সুঘনে কুচযুগগগনে মৃগমদরুচিরুষিতে ।
মণিসরমমলং তারকপটলং নখপদশশিভূষিতে ॥ ২৪ ॥

জিতবিসশকলে মৃদুভুজযুগলে করতলনলিনীদলে ।
মরকতবলয়ং মধুকরনিচয়ং বিতরতি হিমশীতলে ॥ ২৫ ॥

রতিগৃহজঘনে বিপুলাপঘনে মনসিজকনকাসনে।
মণিময়রসনং তোরণহসনং বিকিরতি কৃতবাসনে ॥ ২৬ ॥

চরণকিশলয়ে কমলানিলয়ে নখমণিগণপূজিতে।
বহিরপবরণং যাবকভরণং জনয়তি হৃদি যোজিতে ॥ ২৭ ॥

রময়তি সুভৃশং কামপি সুদৃশং খলহলধরসোদরে।
কিমফলমবসং চিরমিহ বিরসং বদ সখি বিটপোদরে ॥ ২৮ ॥

ইহ রসভণনে কৃতহরিগুণনে মধুরিপুপদসেবকে।
কলিযুগচরিতং ন বসতু দুরিতং কবিনৃপজয়দেবকে ॥ ২৯ ॥

নায়াতঃ সখি নির্দয়ো যদি শঠস্ত্বং দূতি কিং দূয়সে
স্বচ্ছন্দং বহুবল্লভঃ স রমতে কিং তত্র তে দূষণম্।

পশ্যাদ্য প্রিয়সঙ্গমায় দয়িতস্যাকৃষ্যমাণাং গুণৈ-
রুৎকণ্ঠার্তিভরাদিব স্ফুটদিদং চেতঃ স্বয়ং যাস্যতি ॥ ৩০ ॥

গীতম্ ॥ ১৬ ॥

দেশবরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাং গীয়তে—

অনিলতরলকুবলয়নয়নেন।
তপতি ন সা কিশলয়শয়নেন ॥
সখি যা রমিতা বনমালিনা ॥ ৩১ ॥ধ্রুবম্

বিকসিতসরসিজললিতমুখেন।
স্ফুটতি ন সা মনসিজবিশিখেন ॥ ৩২ ॥

অমৃতমধুরমৃদুতরবচনেন।
জ্বলতি ন সা মলয়জপবনেন ॥ ৩৩ ॥

স্থল-জলরুহ-রুচিকর-চরণেন।
লুঠতি ন সা হিমকরকিরণেন ॥ ৩৪ ॥

সজলজলদসমুদয়-রুচিরেণ।
দলতি ন সা হৃদি বিরহভরেণ ॥ ৩৫ ॥

কনকনিকষরুচিশুচিবসনেন।
শ্বসিতি ন সা পরিজনহসনেন ॥ ৩৬ ॥

সকলভুবন-জন-বর-তরুণেন।
বহতি ন সা রুজমতিকরুণেন ॥ ৩৭ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতবচনেন।
প্রবিশতু হরিরপি হৃদয়মনেন ॥ ৩৮ ॥

মনোভবানন্দনচন্দনানিল
প্রসীদ রে দক্ষিণ মুঞ্চ বামতাম্।
ক্ষণং জগৎপ্রাণ বিধায় মাধবং
পুরো মম প্রাণহরো ভবিষ্যসি ॥ ৩৯ ॥

রিপুরিব সখীসংবাসোঽয়ং শিখীব হিমানিলো
বিষমিব সুধারশ্মির্যস্মিন্ দুনোতি মনোগতে।
হৃদয়মদয়ে তস্মিন্নেবং পুনর্বলতে বলাৎ
কুবলয়দৃশাং বামঃ কামো নিকামনিরঙ্কুশঃ ॥ ৪০ ॥

বাধাং বিধেহি মলয়ানিল পঞ্চবাণ
প্রাণান্ গৃহাণ ন গৃহং পুনরাশ্রয়িষ্যে।
কিন্তে কৃতান্তভগিনি ক্ষময়া তরঙ্গৈ-
রঙ্গানি সিঞ্চ মম শাম্যতু দেহদাহঃ ॥ ৪১ ॥

প্রাতর্নীলনিচোলমচ্যুতমুরঃ সম্বীতপীতাংশুকং
রাধায়াশ্চকিতং বিলোক্য হসতি স্বৈরং সখীমণ্ডলে।
ব্রীড়াচঞ্চলমঞ্চলং নয়নয়োরাধায় রাধাননে
স্মেরস্মেরমুখোঽয়মস্তু জগদানন্দায় নন্দাত্মজঃ ॥ ৪২ ॥

॥ ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে বিপ্রলব্ধাবর্ণনে
'নাগরনারায়ণো' নাম সপ্তমঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × অষ্টমঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × ×

বিলক্ষ-লক্ষ্মীপতিঃ

অথ কথমপি যামিনীং বিনীয়
স্মরশরজর্জরিতাপি সা প্রভাতে।
অনুনয়বচনং বদন্তমগ্রে
প্রণতমপি প্রিয়মাহ সাভ্যসূয়ম্ ॥ ১ ॥

গীতম্ ॥ ১৭ ॥

ভৈরবীরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে—

রজনিজনিতগুরুজাগররাগকষায়িতমলসনিমেষম্।
বহতি নয়ননমনুরাগমিব স্ফুটমুদিতরসাভিনিবেশম্ ॥

হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতববাদম্।
তামনুসর সরসীরুহলোচন যা তব হরতি বিষাদম্ ॥ ২ ॥ধ্রুবম্

কজ্জ্বলমলিনবিলোচনচুম্বনবিরচিতনীলিমরূপম্।
দশনবসনমরুণং তব কৃষ্ণ তনোতি তনোরনুরূপম্ ॥ ৩ ॥

বপুরনুহরতি তব স্মরসঙ্গরখরনখরক্ষতরেখম্ :
মরকতশকলকলিতকলধৌতলিপেরিব রতিজয়লেখম্ ॥ ৪ ॥

চরণকমলগলদলক্তকসিক্তমিদং তব হৃদয়মুদারম্।
দর্শয়তীব বহির্মদনদ্রুমনবকিশলয়পরিবারম্ ॥ ৫ ॥

দশনপদং ভবদধরগতং মম জনয়তি চেতসি খেদম্।
কথয়তি কথমধুনাপি ময়া সহ তব বপুরেতদভেদম্ ॥ ৬ ॥

বহিরিব মলিনতরং তব কৃষ্ণ মনোঽপি ভবিষ্যতি নূনম্।
কথমথ বঞ্চয়সে জনমনুগতমসমশরজ্বরদূনম্ ॥ ৭ ॥

ভ্রমতি ভবানবলাকবলায় বনেষু কিমত্র বিচিত্রম্।
প্রথয়তি পূতনিকৈব বধূবধনির্দয়বালচরিত্রম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতরতিবঞ্চিতখণ্ডিতযুবতিবিলাপম্।
শৃণুত সুধামধুরং বিবুধা বিবুধালয়তোঽপি দুরাপম্ ॥ ৯ ॥

তবেদং পশ্যন্ত্যাঃ প্রসরদনুরাগং বহিরিব
প্রিয়াপাদালক্তচ্ছুরিতমরুণচ্ছায়হৃদয়ম্।
মমাদ্য প্রখ্যাতপ্রণয়ভরভঙ্গেন কিতব
ত্বদালোকঃ শোকাদপি কিমপি লজ্জাং জনয়তি ॥ ১০ ॥

অন্তর্মোহনমৌলিঘূর্ণনচলন্মন্দারবিস্রংসন-
স্তব্ধাকর্ষণদৃষ্টিহর্ষণমহামন্ত্রঃ কুরঙ্গীদৃশাম্।

দৃপ্যদ্দানবদূয়মানদিবিষদ্দুর্বারদুঃখাপদাং
ভ্রংশঃ কংসরিপোর্ব্যপোহয়তু বঃ শ্রেয়াংসি বংশীরবঃ ॥ ১১ ॥

॥ ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে খণ্ডিতাবর্ণনে
'বিলক্ষ-লক্ষ্মীপতি'র্নামাষ্টমঃ' সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × **নবমঃ সর্গঃ** × × × × × × × × × × × ×

মুগ্ধ-মুকুন্দঃ

তামথ মন্মথখিন্নাং রতিরসভিন্নাং বিষাদসম্পন্নাম্।
অনুচিন্তিতহরিচরিতাং কলহান্তরিতামুবাচ রহঃ সখী ॥ ১ ॥

গীতম্ ॥ ১৮ ॥

রামকিরীরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে।—

হরিরভিসরতি বহতি মৃদুপবনে।
কিমপরমধিকসুখং সখি ভবনে ॥
মাধবে মা কুরু মানিনি মানময়ে ॥ ২ ॥ ধ্রুবম্।

তালফলাদপি গুরুমতিসরসম্।
কিমু বিফলং কুরুষে কুচকলসম্ ॥ ৩ ॥

কতি ন কথিতমিদমনুপদমচিরম্।
মা পরিহর হরিমতিশয়রুচিরম্ ॥ ৪ ॥

কিমিতি বিষীদসি রোদিষি বিকলা।
বিহসতি যুবতিসভা তব সকলা ॥ ৫ ॥

সজলনলিনীদলশীলিতশয়নে।
হরিমবলোকয় সফলয় নয়নে ॥ ৬ ॥

জনয়সি মনসি কিমিতি গুরুখেদম্।
শৃণু মম বচনমনীহিতভেদম্ ॥ ৭ ॥

হরিরুপযাতু বদতু বহু মধুরম্।
কিমিতি করোষি হৃদয়মতিবিধুরম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতমতিললিতম্।
সুখয়তু রসিকজনং হরিচরিতম্ ॥ ৯ ॥

স্নিগ্ধে যৎ পরুষাসি যৎ প্রণমতি স্তব্ধাসি যদ্রাগিণি
দ্বেষস্থাসি যদুন্মুখে বিমুখতাং যাতাসি তস্মিন্ প্রিয়ে।
তদ্‌যুক্তং বিপরীতকারিণি তব শ্রীখণ্ডচর্চা বিষং
শীতাংশুস্তপনো হিমং হুতবহঃ ক্রীড়ামুদো যাতনাঃ ॥ ১০ ॥

সান্দ্রানন্দপুরন্দরাদিদিবিষদ্‌বৃন্দৈরমন্দাদরা-
দানম্রৈর্মুকুটেন্দ্রনীলমণিভিঃ সন্দর্শিতেন্দীবরম্।
স্বচ্ছন্দং মকরন্দসুন্দরগলন্মন্দাকিনীমেদুরং
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দমশুভস্কন্দায় বন্দামহে ॥ ১১ ॥

॥ ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে কলহান্তরিতাবর্ণনে
মুগ্ধমুকুন্দো নাম নবমঃ সর্গঃ ॥

মুগ্ধ-মাধবঃ

অত্রান্তরে মসৃণরোষবশামসীম-
নিঃশ্বাসনিঃসহমুখীং সুমুখীমুপেত্য।
সব্রীড়মীক্ষিতসখীবদনাং প্রদোষে
সানন্দগদ্‌গদপদং হরিরিত্যুবাচ ॥ ১ ॥

গীতম্‌ ॥ ১৯ ॥

দেশবরাড়ীরাগাষ্টতালীতালাভ্যাং গীয়তে।—

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্‌।
স্ফুরদধরসীধবে তব বদন-চন্দ্রমা
রোচয়তি লোচন-চকোরম্‌ ॥

প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্‌।
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসম্‌
দেহি মুখকমলমধুপানম্‌ ॥ ২ ধ্রুবম্‌ ॥

সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী
দেহি খরনয়নশরঘাতম্‌।
ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনম্‌
যেন বা ভবতি সুখজাতম্‌ ॥ ৩ ॥

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনম্‌
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্‌।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্‌ ॥ ৪ ॥

নীল-নলিনাভমপি তন্বি তব লোচনং
ধারয়তি কোকনদরূপম্‌।
কুসুমশর-বাণ-ভাবেন যদি রঞ্জয়সি
কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপম্‌ ॥ ৫ ॥

স্ফুরতু কুচকুম্ভয়োরুপরি মণিমঞ্জরী
রঞ্জয়তু তব হৃদয়দেশম্‌
রসতু রসনাপি তব-ঘন-জঘনমণ্ডলে
ঘোষয়তু মন্মথনিদেশম্‌ ॥ ৬ ॥

স্থল-কমলগঞ্জনং মম হৃদয়গঞ্জনম্
জনিত-রতি-রঙ্গ পরভাগম্ ।
ভণ মসৃণ-বাণি করবাণি চরণদ্বয়ম্
সরস-লসদলক্তক-রাগম্ ॥ ৭ ॥

স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্
দেহি পদ-পল্লবমুদারম্ ।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো
হরতু তদুপাহিত-বিকারম্ ॥ ৮ ॥

ইতি চটুল-চাটু-পটু-চারু মুরবৈরিণো-
রাধিকামধি বচনজাতম্ ।
জয়তি পদ্মাবতী-রমণ-জয়দেব-কবি-
ভারতী-ভণিতমতিশাতম্ ॥ ৯ ॥

পরিহর কৃতাতঙ্কে শঙ্কাং ত্বয়া সততং ঘন-
স্তন-জঘনয়াক্রান্তে স্বান্তে পরানবকাশিনি ।
বিশতি বিতনোরন্যো ধন্যো ন কোঽপি মমান্তরং
প্রণয়িনি পরীরম্ভারম্ভে বিধেহি বিধেয়তাম্ ॥ ১০ ॥

মুগ্ধে বিধেহি ময়ি নির্দয়-দন্তদংশ-
দোর্বল্লিবন্ধ-নিবিড়-স্তনপীড়নানি ।
চণ্ডি ত্বমেব মুদমঞ্চ ন পঞ্চবাণ—
চাণ্ডালকাণ্ড-দলনাদসবঃ প্রয়ান্তু ॥ ১১ ॥

শশিমুখি তব ভাতি ভঙ্গুর-ভ্রূ-
র্যুবজন-মোহ-করাল-কালসর্পী ।
তদুদিত-ভয়ভঞ্জনায় যূনাং
ত্বদধর-সীধু-সুধৈব সিদ্ধমন্ত্রঃ ॥ ১২ ॥

ব্যথয়তি বৃথা মৌনং তন্বি প্রপঞ্চয় পঞ্চমং
তরুণি মধুরালাপৈস্তাপং বিনোদয় দৃষ্টিভিঃ ।
সুমুখি বিমুখীভাবং তাবদ্বিমুঞ্চ ন মুঞ্চ মাং
স্বয়মতিশয়-স্নিগ্ধো মুগ্ধে প্রিয়োঽয়মুপস্থিতঃ ॥ ১৩ ॥

বন্ধুকদ্যুতিবান্ধবোঽয়মধরঃ স্নিগ্ধো মধুকচ্ছবি-
র্গণ্ডে চণ্ডি চকাস্তি নীলনলিন-শ্রীমোচনং লোচনম্ ।
নাসাভ্যেতি তিল-প্রসূন-পদবীং কুন্দাভদন্তি প্রিয়ে
প্রায়স্তন্মুখসেবয়া বিজয়তে বিশ্বং স পুষ্পায়ুধঃ ॥ ১৪ ॥

দৃশো তব মদালসে বদনমিন্দুসন্দীপনং
গতির্জন-মনোরমা বিজিত-রম্ভমূরুদ্বয়ম্ ।
রতিস্তব কলাবতী রুচিরচিত্রলেখে ভ্রুবা-
বহো বিবুধ-যৌবতং বহসি তন্বি পৃথ্বীগতা ॥ ১৫ ॥

প্রীতিং বস্তনুতাং হরিঃ কুবলয়াপীড়েন সার্ধং রণে
রাধাপীনপয়োধরস্মরণকৃৎকুম্ভেন সম্ভেদবান্ ।
যত্র স্বিদ্যতি মীলতি ক্ষণমথ ক্ষিপ্তে দ্বিপে তৎক্ষণাৎ
কংসস্যালমভূজ্জিতং জিতমিতি ব্যামোহকোলাহলঃ ॥ ১৬ ॥

× × × × × × × × × × × × একাদশঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × × ×

সানন্দ গোবিন্দঃ

সুচিরমনুনয়েন প্রীণয়িত্বা মৃগাক্ষীং
গতবতি কৃতবেশে কেশবে কুঞ্জশয্যাম্ ।
রচিতরুচিরভূষাং দৃষ্টিমোষে প্রদোষে
স্ফুরতি নিরবসাদাং কাপি রাধাং জগাদ ॥ ১ ॥

গীতম্ ॥ ২০ ॥

বসন্তরাগ-যতিতালাভ্যাং গীয়তে—

বিরচিত-চাটু-বচন-রচনং চরণে রচিত-প্রণিপাতম্ ।
সম্প্রতি মঞ্জুল-বঞ্জুল-সীমনি কেলিশয়নমনুযাতম্ ॥
মুগ্ধে মধু-মথনমনুগতমনুসর রাধিকে ॥ ২ ॥ ধ্রুবম্

ঘন-জঘন-স্তন-ভারভরে দর-মন্থর চরণবিহারম্
মুখরিতমণিমঞ্জীরমুপৈহি বিধেহি মরালনিকারম্ ॥ ৩ ॥

শৃণু রমণীয়তরং তরুণীজন-মোহন-মধুরিপু-রাবম্ ।
কুসুম-শরাসন-শাসন-বন্দিনি পিকনিকরে ভজ ভাবম্ ॥ ৪ ॥

অনিল-তরল-কিশলয়নিকরেণ করেণ লতানিকুরম্বম্ ।
প্রেরণমিব করভোরু করোতি গতিং প্রতি মুঞ্চ বিলম্বম্ ॥ ৫ ॥

স্ফুরিতমনঙ্গ-তরঙ্গ-বশাদিব সূচিত-হরি-পরিরম্ভম্ ।
পৃচ্ছ মনোহর-হার-বিমল-জলধারমমুং কুচকুম্ভম্ ॥ ৬ ॥

অধিগতমখিল-সখীভিরিদং তব বপুরপি রতিরণসজ্জম্ ।
চণ্ডি রণিত-রসনা-রব-ডিণ্ডিমমভিসর সরসমলজ্জম্ ॥ ৭ ॥

স্মর-শরসুভগ-নখেন করেণ সখীমবলম্ব্য সলীলম্‌ ।
চল বলয়ক্বণিতৈরববোধয় হরিমপি নিজগতিশীলম্‌ ॥ ৮ ॥

শ্রীজয়দেব-ভণিতমধরীকৃত-হারমুদাসিত-বামম্‌ ।
হরি-বিনিহিত-মনসামধিতিষ্ঠতু কণ্ঠ-তটীমবিরামম্‌ ॥ ৯ ॥

সা মাং দ্রক্ষ্যতি বক্ষ্যতি স্মরকথাং প্রত্যঙ্গমালিঙ্গনৈঃ
প্রীতিং যাস্যতি রংস্যতে সখি সমাগত্যেতি সঞ্চিন্তয়ন্‌ ।
স ত্বাং পশ্যতি বেপতে পুলকয়ত্যানন্দতি স্বিদ্যতি
প্রত্যুদ্‌গচ্ছতি মূর্চ্ছতি স্থিরতমঃপুঞ্জে নিকুঞ্জে প্রিয়ঃ ॥ ১০ ॥

অক্ষ্ণোর্নিক্ষিপদঞ্জনং শ্রবণয়োস্তাপিঞ্ছগুচ্ছাবলীং
মূর্ধ্নি শ্যামসরোজদাম কুচয়োঃ কস্তূরিকাপত্রকম্‌ ।
ধূর্তানামভিসারসত্বরহৃদাং বিষ্বঙ্‌নিকুঞ্জে সখি
ধ্বান্তং নীলনিচোলচারু সুদৃশাং প্রত্যঙ্গমালিঙ্গতি ॥ ১১ ॥

কাশ্মীর গৌরব-পুষামভিসারিকাণা-
মাবদ্ধ-রেখমভিতো রুচিমঞ্জরীভিঃ ।
এতত্তমাল-দল-নীলতমং তমিস্রং
তৎপ্রেমহেমনিকষোপলতাং তনোতি ॥ ১২ ॥

হারাবলী-তরল-কাঞ্চন-কাঞ্চিদাম-
মঞ্জীর-কঙ্কণমণি-দ্যুতিদীপিতস্য ।
দ্বারে নিকুঞ্জনিলয়স্য হরিং বিলোক্য
ব্রীড়াবতীমথ সখীমিয়মিত্যুবাচ ॥ ১৩ ॥

গীতম্‌ ॥ ২১ ॥

দেশবরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাং গীয়তে—

মঞ্জুতরকুঞ্জতলকেলিসদনে ।
বিলস রতি-রভস হসিতবদনে ॥
প্রবিশ রাধে মাধব-সমীপমিহ ॥ ১৪ ॥ ধ্রুবম্‌

নব-ভবদশোকদল-শয়নসারে ।
বিলস কুচকলস-তরলহারে ॥ ১৫ ॥

কুসুমচয়রচিত-শুচিবাসগেহে ।
বিলস কুসুম-সুকুমারদেহে ॥ ১৬ ॥

চলমলয়বনপবন-সুরভি-শীতে ।
বিলস রতিবলিত-ললিতগীতে ॥ ১৭ ॥

বিতত-বহুবল্লি-নবপল্লব-ঘনে।
বিলস চিরমলস-পীন-জঘনে ॥ ১৮।

মধুমুদিত-মধুপকুল-কলিতরাবে।
বিলস মদনরস-সরসভাবে ॥ ১৯ ॥

মধুরতর পিকনিকর-নিনদ-মুখরে।
বিলস দশনরুচি-রুচির-শিখরে ॥ ২০ ॥

বিহিত-পদ্মাবতী-সুখসমাজে।
কুরু মুরারে মঙ্গলশতানি।
ভণতি জয়দেব-কবিরাজ-রাজে ॥ ২১ ॥

সা সসাধ্বস-সানন্দং গোবিন্দে লোল-লোচনা।
শিঞ্জান-মঞ্জু-মঞ্জীরং প্রবিবেশ নিবেশনম্ ॥ ২২ ॥

গীতম্ ॥ ২২ ॥

বরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাং গীয়তে—

রাধাবদন-বিলোকন-বিকসিত-বিবিধ-বিকার-বিভঙ্গম্
জলনিধিমিব বিধুমণ্ডল-দর্শন-তরলিত-তুঙ্গ-তরঙ্গম্ ॥ ২৩ ॥

হরিমেকরসং চিরমভিলষিত-বিলাসম্
সা দদর্শ গুরুহর্ষ-বশংবদ-বদনমঙ্গ-বিকাশম্ ॥ ২৪ ॥

হারমমলতর-তারমুরসি দধতং পরিলম্ব্য বিদূরম্।
স্ফুটতরফেন-কদম্ব-করম্বিতমিব যমুনাজল-পূরম্ ॥ ২৫ ॥

শ্যামলমৃদুল-কলেবর-মণ্ডলমধিগতগৌরদুকূলম্।
নীলনলিনমিব পীতপরাগ-পটলভর-বলয়িতমূলম্ ॥ ২৬ ॥

তরল-দৃগঞ্চল-বলন-মনোহর-বদনজনিত-রতিরাগম্।
স্ফুটকমলোদর-খেলিত-খঞ্জন-যুগমিব শরদি তড়াগম্ ॥ ২৭ ॥

বদনকমল-পরিশীলন-মিলিত-মিহিরসম-কুণ্ডলশোভম্!
স্মিতরুচিরুচির-সমুল্লসিতাধরপল্লব-কৃতরতিলোভম্ ॥ ২৮ ॥

শশিকিরণ-চ্ছুরিতোদর-জলধর-সুন্দর-সকুসুমকেশম্।
তিমিরোদিত-বিধুমণ্ডল-নির্মল-মলয়জ তিলকনিবেশম্ ॥ ২৯ ॥

বিপুল-পুলক-ভর-দন্তুরিতং রতিকেলি-কলাভিরধীরম্।
মণিগণ-কিরণ-সমূহ-সমুজ্জ্বল-ভূষণ-সুভগ-শরীরম্ ॥ ৩০ ॥

শ্রীজয়দেবভণিত-বিভবদ্বিগুণকৃত-ভূষণভারম্ ।
প্রণমত হৃদি বিনিধায় হরিং সুচিরং সুকৃতোদয়সারম্ ॥ ৩১ ॥

অতিক্রম্যাপাঙ্গং শ্রবণপথপর্যন্তগমন—
প্রয়াসেনৈবাক্ষ্ণোস্তরলতরতারং-পতিতয়োঃ ।
তদানীং রাধায়াঃ প্রিয়তম-সমালোকসময়ে
পপাত স্বেদাম্বুপ্রসর ইব হর্ষাশ্রুনিকরঃ ॥ ৩২ ॥

ভজন্ত্যাস্তল্পান্তং কৃতকপটকণ্ডূতি-পিহিত-
স্মিতং যাতে গেহাদ্বহিরবহিতালীপরিজনে ।
প্রিয়াস্যং পশ্যন্ত্যাঃ স্মরশরসমাকূতসুভগং
সলজ্জা লজ্জাপি ব্যগমদিব দূরং মৃগদৃশঃ ॥ ৩৩ ॥

জয়শ্রীবিন্যস্তৈর্মহিত ইব মন্দারকুসুমৈঃ
স্বয়ং সিন্দূরেণ দ্বিপ-রণমুদা মুদ্রিত ইব ।
ভুজাপীড়ক্রীড়াহতকুবলয়াপীড়করিণঃ
প্রকীর্ণাসৃগ্বিন্দুর্জয়তি ভুজদন্ডো মুরজিতঃ ॥ ৩৪ ॥

॥ ইতি শ্রীগীতগোবিন্দমহাকাব্যে অভিসারিকাবর্ণনে সানন্দগোবিন্দো নাম একাদশ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × **দ্বাদশঃ সর্গঃ** × × × × × × × × × × × × ×

সুপ্রীত-পীতাম্বরঃ

গতবতি সখীবৃন্দে মন্দত্রপাভরনির্ভর-
স্মরশরবশাকূতস্ফীতস্মিতস্নপিতাধরাম্ ।
সরসমনসং দৃষ্ট্বা রাধাং মুহুর্নবপল্লব-
প্রসবশয়নে নিক্ষিপ্তাক্ষীমুবাচ হরিঃ প্রিয়াম্ ॥ ১ ॥

গীতম্ ॥ ২৩ ॥

বিভাষরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে—

কিশলয়শয়নতলে কুরু কামিনি চরণনলিনবিনিবেশম্ ।
তব পদপল্লববৈরি পরাভবমিদমনুভবতু সুবেশম্ ॥
ক্ষণমধুনা নারায়ণমনুগতমনুভজ রাধিকে ॥ ২ ॥ ধ্রুবম্

করকমলেন করোমি চরণমহমাগমিতাসি বিদূরম্ ।
ক্ষণমুপকুরু শয়নোপরি মামিব নূপুরমনুগতিশূরম্ ॥ ৩ ॥

বদনসুধানিধি-গলিতমমৃতমিব রচয় বচনমনুকূলম্ ।
বিরহমিবাপনয়ামি পয়োধররোধকমুরসি দুকূলম্ ॥ ৪ ॥

প্রিয়পরিরম্ভণরভসবলিতমিব পুলকিতমতিদুরবাপম্।
মদুরসি কুচকলসং বিনিবেশয় শোষয় মনসিজতাপম্ ॥ ৫ ॥

অধরসুধারসমুপনয় ভামিনি জীবয় মৃতমিব দাসম্।
ত্বয়ি বিনিহিতমনসং বিরহানলদগ্ধবপুষমবিলাসম্ ॥ ৬ ॥

শশিমুখি মুখরয় মণিরসনাগুণমনুগুণকণ্ঠনিনাদম্
শ্রুতিপুটযুগলে পিকরুতবিকলে শময় চিরাদবসাদম্ ॥ ৭ ॥

মামতিবিফলরুষা বিফলীকৃতমবলোকিতমধুনেদম্।
মীলতি লজ্জিতমিব নয়নং তব বিরম বিসৃজ রতিখেদম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতমিদমনুপদনিগদিতমধুরিপুমোদম্।
জনয়তু রসিকজনেষু মনোরমরতিরসভাববিনোদম্ ॥ ৯ ॥

প্রত্যূহঃ পুলকাঙ্কুরেণ নিবিড়াশ্লেষে নিমেষেণ চ
ক্রীড়াকূতবিলোকিতেঽধরসুধাপানে কথানর্মভিঃ।
আনন্দাধিগমেন মন্মথকলাযুদ্ধেঽপি প্রিয়ম্ভাবুকঃ ॥ ১০ ॥

দোর্ভ্যাং সংযমিতঃ পয়োধরভরেণাপীড়িতঃ পানিজৈ-
রাবিদ্ধো দশনৈঃ ক্ষতাধরপুটঃ শ্রোণীতটেনাহতঃ
কান্তঃ কামপি তৃপ্তিমাপ তদহো কাংস্য বামা গতিঃ ॥ ১১ ॥

মারাঙ্কে রতিকেলিসংকুলরণারম্ভে তয়া সাহস-
প্রায়ং কান্তজয়ায় কিঞ্চিদুপরি প্রারম্ভি যৎ সম্ভ্রমাৎ।
নিষ্পন্দা জঘনস্থলী শিথিলিতা দোর্বল্লিরুৎকম্পিতং
বক্ষো মীলিতমক্ষি পৌরুষরসঃ স্ত্রীণাং কুতঃ সিধ্যতি ॥ ১২ ॥

মীলদ্দৃষ্টিমিলৎকপোলপুলকং শীৎকারধারাবশা-
দব্যক্তাকুলকেলিকাকুবিকসদ্দন্তাংশুধৌতাধরম্।
শ্বাসোন্নদ্ধপয়োধরোপরি পরিষ্বঙ্গী কুরঙ্গীদৃশো
হর্ষোৎকর্ষবিমুক্তিনিঃসহতনোর্ধন্যো ধয়ত্যাননম্ ॥ ১৩ ॥

তস্যাঃ পাটলপাণিজাঙ্কিতমুরো নিদ্রাকষায়ে দৃশৌ
নির্ধৌতোঽধরশোণিমা বিলুলিতাঃ স্রস্তস্রজো মূর্ধজাঃ।
কাঞ্চীদাম দরশ্লথাঞ্চলমিতি প্রাতর্নিখাতৈদৃশো-
রেভিঃ কামশরৈস্তদদ্ভুতমভূৎ পত্যুর্মনঃ কীলিতম্ ॥ ১৪ ॥

ব্যালোলঃ কেশপাশস্তরলিতমলকৈঃ স্বেদলোলৌ কপোলৌ
ক্লিষ্টা দষ্টাধরশ্রীঃ কুচকলসরুচা হারিতা হারযষ্টিঃ
কাঞ্চী কাঞ্চিদ্গতাশাং স্তনজঘনপদং পাণিমাচ্ছাদ্য সদ্যঃ
পশ্যন্তী সত্রপং মাং তদপি বিলুলিতস্রগ্ধরেয়ং ধিনোতি ॥ ১৫ ॥

ইতি মনসা নিগদন্তং সুরতান্তে সা নিতান্তখিন্নাঙ্গী।
রাধা জগাদ সাদরমিদমানন্দেন গোবিন্দম্ ॥ ১৬ ॥

গীতম্ ॥ ২৪ ॥

রামকিরীরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে।

কুরু যদুনন্দন চন্দনশিশিরতরেণ করেণ পয়োধরে।
মৃগমদপত্রকমত্র মনোভবমঙ্গলকলসসহোদরে ॥
নিজগাদ সা যদুনন্দনে ক্রীড়তি হৃদয়ানন্দনে ॥ ১৭ ॥ ধ্রুবম্

অলিকুলগঞ্জনসঞ্জনকং রতিনায়কসায়কমোচনে।
ত্বদধরচুম্বনলম্বিতকজ্জলমুজ্জলয় প্রিয় লোচনে ॥ ১৮ ॥

নয়নকুরঙ্গতরঙ্গবিকাশনিরাসকরে শ্রুতিমণ্ডলে।
মনসিজপাশবিলাসধরে শুভবেশ নিবেশয় কুণ্ডলে ॥ ১৯ ॥

ভ্রমরচয়ং রচয়ন্তমুপরি রুচিরং সুচিরং মম সম্মুখে।
জিতকমলে বিমলে পরিকর্ময় নর্মজনকমলকং মুখে ॥ ২০ ॥

মৃগমদরসবলিতং ললিতং কুরু তিলকমলিকরজনীকরে।
বিহিতকলঙ্ককলং কমলানন বিশ্রমিতশ্রমশীকরে ॥ ২১ ॥

মম রুচিরে চিকুরে কুরু মানদ মানসজধ্বজচামরে।
রতিগলিতে ললিতে কুসুমানি শিখণ্ডিশিখণ্ডকডামরে ॥ ২২ ॥

সরসঘনে জঘনে মম শম্বরদারণবারণকন্দরে।
মণিরসনাবসনাভরণানি শুভাশয় বাসয় সুন্দরে ॥ ২৩ ॥

শ্রীজয়দেববচসি রুচিরে হৃদয়ং সদয়ং কুরু মন্ডনে।
হরিচরণস্মরণামৃতনির্মিতকলিকলুষজ্বরখন্ডনে ॥ ২৪ ॥

রচয় কুচয়োঃ পত্রং চিত্রং কুরুষ্ব কপোলয়ো-
র্ঘটয় জঘনে কাঞ্চীমঞ্চ স্রজা কবরীভরম্।
কলয় বলয়শ্রেণীং পাণৌ পদে কুরু নূপুরা-
বিতি নিগদিতঃ প্রীতঃ পীতাম্বরোঽপি তথাকরোৎ ॥ ২৫ ॥

পর্যঙ্কীকৃতনাগনায়কফণাশ্রেণীমণীনাং গণে
সংক্রান্তপ্রতিবিম্বসংবলনয়া বিভ্রদ্বিভুপ্রক্রিয়াম্।
পদাম্ভোরুহধারিবারিধিসুতামক্ষ্ণাং দিদৃক্ষুঃ শতৈঃ
কায়ব্যূহমিবাচরন্নুপচিতীভূতো হরিঃ পাতু বঃ ॥ ২৬ ॥

যদ্গান্ধর্বকলাসু কৌশলমনুধ্যানঞ্চ যদ্বৈষ্ণবং
যচ্ছৃঙ্গারবিবেকতত্ত্বমপি যৎ কাব্যেষু লীলায়িতম্।

তৎ সর্বং জয়দেবপণ্ডিতকবেঃ কৃষ্ণৈকতানাত্মনঃ
সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্তু সুধিয়ঃ শ্রীগীতগোবিন্দতঃ ॥ ২৭ ॥

সাধ্বী মাধ্বীক চিন্তা ন ভবতি ভবতঃ শর্করে কর্কশাসি
দ্রাক্ষে দ্রক্ষ্যন্তি কে ত্বামমৃত মৃতমসি ক্ষীর নীরং রসস্তে।
মাকন্দ ক্রন্দ কান্তাধর ধরণিতলং গচ্ছ যচ্ছন্তি যাব-
দ্ভাবং শৃঙ্গারসারস্বতমিহ জয়দেবস্য বিষ্বগ্বচাংসি ॥ ২৮ ॥

শ্রীভোজদেবপ্রভবস্য বামাদেবীসুতশ্রীজয়দেবকস্য।
পরাশরাদিপ্রিয়বন্ধুকণ্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দকবিত্বমস্তু ॥ ২৯ ॥

॥ ইতি শ্রীজয়দেবকৃতৌ গীতগোবিন্দে মহাকাব্যে সুপ্রীত-পীতাম্বরো নাম
দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥

সমাপ্তমিদং কাব্যম্।

কৃষ্ণ মিশ্র

প্রবোধচন্দ্রোদয়ম্

ভূমিকা

নাট্যকার

নাটকের প্রস্তাবনায় জনৈক গোপালের উল্লেখ আছে। এই গোপাল চেদিরাজ কর্ণকে পরাজিত করে বন্ধু কীর্তিবর্মাকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কর্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গোপাল হয়তো কীর্তিবর্মার মিত্রশক্তিরূপে যোগদান করেছিলেন, কিন্তু টীকাকার মহেশ্বর বলছেন, গোপাল ছিলেন কীর্তিবর্মার সেনাপতি। যাই হোক, কীর্তিবর্মার এই জয়লাভের স্মরণেই নাটকটি রচিত হয়েছিল।

নাট্যকারের সময়কাল নির্ণয় করার ব্যাপারে বিশেষ সমস্যা কিছু নেই। ১০৪২ খ্রীস্টাব্দের একটি অনুশাসনে চেদিরাজ কর্ণের উল্লেখ আছে; এই কীর্তিবর্মারই দেওগর অনুশাসনের তারিখ ১০৯৮ খ্রীস্টাব্দ; সুতরাং এই সিদ্ধান্ত করা চলে যে, নাট্যকার কৃষ্ণ মিশ্র একাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের লেখক ছিলেন। লেখক সম্পর্কে এ কথাও বলা হয়, তিনি নাকি শঙ্করের অনুবর্তী অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁর অনেক শিষ্য ছিল—শিষ্যদের মধ্যে একজন কাব্যে উৎসাহী ছিলেন, দর্শনে তার কোনো আগ্রহ ছিল না; তাকে অদ্বৈততত্ত্ব শেখাবার জন্যই নাকি ভাগবতের পুরঞ্জয়োপাখ্যানের আদর্শে রচিত হয়েছিল এই রূপকধর্মী নাটকটি। এতে শঙ্করের অদ্বৈততত্ত্বকে তুলে ধরা হয়েছে এবং বিদ্রূপ করা হয়েছে অন্যান্য ধর্মমতকে।

প্রবোধচন্দ্রোদয় ছয় অঙ্কে সমাপ্ত এক রূপক নাটক। কিন্তু এই জাতীয় নাটক রচনার প্রথম প্রবর্তনার কৃতিত্ব তাঁকে দেওয়া সঙ্গত হবে না—তিনি প্রাচীন ঐতিহ্যই অনুসরণ করেছেন মাত্র। অচেতন বস্তু বা গুণের ব্যক্তিরূপকল্পনা বৈদিক সাহিত্যেও দেখা যায়ঃ বাক্ ও মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের বিতর্কমূলক সংলাপ প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে (অধ্যায় ২৫—২৮) পুরঞ্জয়ের কাহিনীতে দার্শনিক রূপকের লক্ষণটি দুর্লক্ষ্য নয়। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে H. Luders মধ্য এশিয়ার তুরফান থেকে যে তালপাতার খণ্ডিত পুঁথিগুলি আবিষ্কার করেছিলেন তাতে ছিল অশ্বঘোষ-রচিত একটি নাটকের বিশ্লিষ্ট অংশ। সৌভাগ্যবশত এটি নাটকের শেষাংশ; ওখানে, নবম অঙ্কের শেষে, অর্থাৎ সমাপ্তিতে নাটক ও নাট্যকারের নাম উল্লিখিত হয়েছে 'সুবর্ণাক্ষীপুত্র, অশ্বঘোষরচিত 'সারিপুত্র প্রকরণ'।

আবিষ্কৃত অংশগুলোর মধ্যে আরও দুটি নাটকের খণ্ডিত অংশ ছিল। এদের মধ্যে একটি রূপকলক্ষণাক্রান্ত। আবিষ্কৃত দৃশ্যাংশটুকুর বিষয়বস্তু এই—দৃশ্যে প্রবেশ করেছে বুদ্ধি, ধৃতি ও কীর্তি। তাদের কণ্ঠে শোনা গেল—বুদ্ধপ্রশস্তি, 'বুদ্ধ মানবনামধারী এক আলোকশিখা।' কীর্তি প্রশ্ন করেছে—'বুদ্ধ এখন কোথায় আছেন?' বুদ্ধি উত্তর দিচ্ছে—'অলৌকিক শক্তিকে কোনো সীমাতে বেঁধে রাখা যায় না, সুতরাং প্রথমেই প্রশ্ন করা উচিত, বুদ্ধ কোথায় নেই? তিনি পাখির মতো আকাশে বিহার করেন, জলের মতো প্রবেশ করেন পৃথিবীর অভ্যন্তরে। তিনি নিজের রূপকেই বহুগুণিত করে আকাশকে বাধ্য করেন জলধারা বর্ষণ করতে; সন্ধ্যাসূর্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল মেঘখণ্ডের মতোই তিনি আকাশে বিরাজিত থাকেন।"

এই সময়ে এক বিচিত্র জ্যোতিতে মণ্ডিত হয়ে প্রবেশ করলেন বুদ্ধ।

দ্বিতীয় নাটকটির যে সামান্য অংশ হস্তগত হয়েছে তা থেকে মূল নাটকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা কঠিন—তবে নাটকে অন্তর্ভুক্ত চরিত্রগুলি সম্পর্কে একটা ধারণা করা যেতে পারে। এই নাট্যাংশে বুদ্ধ, শারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন তো আছেনই—তা ছাড়া আছেন এক মুনি, জনৈক ব্রাহ্মণ, বিদূষক ও জনৈকা বারাঙ্গনা (মগধবতী)। পরবর্তী নাটকগুলিতে বিদূষকের যে ভূমিকা, এখানেও সেই ভূমিকাই; অর্থাৎ ইনি যথারীতি ক্ষুধার্ত এবং ভোজনবিলাসী, বিভিন্ন কৌতুককর দৃশ্যের অধিনায়ক। দুষ্ট, ধূর্ত এসব চরিত্র তো আছেই। দুষ্ট, ধূর্ত, নায়ক প্রভৃতি নামহীন চরিত্রের আত্মপ্রকাশ ভাসের চারুদত্ত বা হর্ষের নাগানন্দ নাটকেও দেখা যায়।

প্রথমাট রূপকলক্ষণাক্রান্ত, একথা বলেছি। মনে হওয়া স্বাভাবিক যে-খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকেই লৌকিক সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই জাতীয় রূপকনাটক রচনার ধারা হয়তো প্রবাহিত ছিল -সুদক্ষ শিল্পীর অভাবে সেই ধারা এখন লুপ্ত। কৃষ্ণ মিশ্রের পরবর্তী কালেও রূপকনাটক রচনা তেমন উৎসাহ নিয়ে অনুসৃত হয় নি—তবু কবি কর্ণপুরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়', ভূদেব শুক্ল রচিত 'ধর্মবিজয়', যশঃপালের 'মোহপরাজয়', বেঙ্কটনাথের 'সঙ্কল্পসূর্যোদয়', নৃসিংহের 'অনুমিতি পরিণয়' প্রভৃতি নাটকেব উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রবোধচন্দ্রোদয়

ঊনবিংশ শতকে পাশ্চাত্যদেশে 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকটির পঠন-পাঠন চলেছে এবং এর ফলে বিভিন্ন ভাষায় নাটকটির অনুবাদও হয়েছে।

দুইভাবে এই সমাসবন্ধ পদটির বিগ্রহবাক্য সম্ভব ঃ

১ প্রবোধঃ এব চন্দ্রঃ = প্রবোধচন্দ্রঃ, তস্য উদয়ঃ।

২. চন্দ্রস্য উদয়ঃ = চন্দ্রোদয়ঃ, প্রবোধ এব চন্দ্রোদয়ঃ।

প্রথম বিগ্রহবাক্যে প্রবোধ অর্থাৎ জাগরণকে চন্দ্রের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা হয়েছে, দ্বিতীয়টিতে 'চন্দ্রোদয়ে'র সঙ্গে 'প্রবোধকে এক করে ভাবা হয়েছে। প্রবোধরূপ চন্দ্রের উদয়—এই অর্থেই কৃষ্ণ মিশ্র পদটিকে গ্রহণ করেছিলেন, মনে হয়। প্রথম অঙ্কে 'কাম' বলছে—'সা খলু প্রবোধচন্দ্রেণ ভ্রাত্রা সমং জনয়িতব্যা।'

কিন্তু নাটকে উপস্থাপিত দার্শনিক তথ্য উপলব্ধি করবার আগে এর বিষয়বস্তুটুকু বুঝে নেওয়া দরকার। প্রাসঙ্গিক কয়েকটি চরিত্র ও আখ্যান অঙ্কানুসারে এখানে সাজিয়ে দেওয়া হল—এই নাটক মানবমনের আত্মিক সংগ্রামের এক বিশদ চিত্র ঃ

পুরুষ অর্থাৎ আত্মা মায়ার মন্ত্রে মোহাচ্ছন্ন—মায়া তার স্ত্রী; মন তাদের সন্তান; মনের দুই স্ত্রী—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি; পুত্র মোহ প্রবৃত্তির, নিবৃত্তির পুত্র বিবেক। মোহের স্ত্রী মিথ্যাদৃষ্টি, বিবেকের দুই স্ত্রী মতি ও উপনিষদ্ (সত্যজ্ঞান)। বিবেক ও উপনিষদের কন্যা বিদ্যা; বিবেক ও উপনিষদের পুত্র 'প্রবোধচন্দ্র'।

প্রথম অঙ্কের সূচনাতেই কাম ও রতির প্রবেশ; এরা মোহ ও মিথ্যাদৃষ্টির অনুচর। কামের মুখে দম্ভোক্তি শোনা গেল, ঈপ্সিত লাভের পথে সে অনেক দূর এগিয়ে গেছে, একটি মাত্র আশঙ্কার কারণ হচ্ছে সেই প্রাচীন ভবিষ্যদ্বাণী—অর্থাৎ বিবেক ও উপনিষদের মিলনে একদিন বিদ্যা ও প্রবোধের জন্ম হবে। কিন্তু দীর্ঘকাল এরা বিচ্ছিন্ন, এদের মধ্যে মিলনের সম্ভাবনা আপাতত নেই।

রাজা বিবেক প্রবেশ করতেই এরা দু'জন পালিয়ে গেল। মঞ্চে এলেন বিবেক ও তার অন্যতমা স্ত্রী মতি। ওদের কথাবার্তায় বোঝা গেল, বিবেক ও উপনিষদের মিলনে প্রবোধের জন্ম হোক এটি মতিরও ইচ্ছা। উপনিষদ্ বিবেকের আর এক স্ত্রী, তবু এতে তার কোন ঈর্ষার উদয় হবে না।

(প্রথম অঙ্ক)

এদিকে রাজা মোহ (মুদ্রিত নাটকে 'মহামোহ' বলা হয়েছে) সিংহাসনচ্যুতির আশঙ্কায় ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। বিবেকের আদেশে শম, দম প্রভৃতি চলে গিয়েছে বিভিন্ন তীর্থস্থানে। তাদের লক্ষ্য মানুষের মুক্তির পথ প্রশস্ত করা। মোহ বুঝতে পেরেছে, তার বংশের ধ্বংস আসন্ন। অন্যের মুক্তির পথ বন্ধ করতে হবে। জগতে মুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ তীর্থ বারাণসী; সুতরাং মোহের আদেশে দম্ভ চলে এসেছে বারাণসীতে। এখানে তার অধিকার অক্ষুণ্ণ।

দম্ভের পিতামহ অহংকার বারাণসীতে এসে তার আত্মীয়-স্বজনদের দেখতে পেয়ে বেশ খুশিই হলেন! মোহ এল রাজসমারোহে; বস্তুবাদী চার্বাকের সঙ্গে তার দেখা হল—মোহ আশ্বস্ত হল এই কথা শুনে যে, তার এই অভিযানে চার্বাকের সমর্থন পাওয়া যাবে।

কিন্তু অশুভ সংবাদও আছে। কর্তব্যবোধ বিদ্রোহ করছে, উপনিষদ্ বিবেকের সঙ্গে মিলনের দিন গুনছে, মোহের আদেশে শ্রদ্ধার কন্যা শান্তি কারাগারে বন্দিনী, মোহের স্ত্রী মিথ্যাদৃষ্টির চক্রান্তে উপনিষদ্ থেকে শ্রদ্ধাকে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছে।

(দ্বিতীয় অঙ্ক)

তৃতীয় অঙ্কে শান্তিকে দেখা গেল, শান্তির সঙ্গে করুণাকেও। করুণা ওর বন্ধু। শান্তি তার মা শ্রদ্ধাকে হারিয়েছে, দারুণ হতাশায় সে আত্মরক্ষার সঙ্কল্প করেছে—ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছে করুণা। দিগম্বরের জৈনধর্মে, কাপালিকের ধর্মে সর্বত্র সে শ্রদ্ধাকে খুঁজে বেড়ালো—কিন্তু তার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হল।

(তৃতীয় অঙ্ক)

এদিকে কাপালিক-প্রেরিত এক মহাভৈরবীর গ্রাস থেকে শ্রদ্ধা কোনোরকমে মুক্তি পেয়েছে —তাকে রক্ষা করেছেন দেবী বিষ্ণুভক্তি। দেবী তাকে আদেশ করছেন—বিবেককে জানাও। তিনি যেন কাম ও ক্রোধকে পরাজিত করেন, তবেই বৈরাগ্যের উদয় হবে—তিনি যথাসময়ে প্রাণায়াম প্রভৃতির সাহায্যে সৈন্যদের অনুপ্রাণিত করবেন—তারপর ঋতম্ভরা প্রভৃতি দেবীগণ, শান্তি প্রভৃতি কৌশলের সাহায্যে এগিয়ে আসবেন; তাঁরাই উপনিষদ্ দেবীর সঙ্গে বিবেকের মিলনে প্রবোধোদয়ের ব্যবস্থা করবেন।

বিষ্ণুভক্তি দেবীর কাছ থেকে এই নির্দেশ নিয়ে এল শ্রদ্ধা রাজা বিবেকের কাছে। বিবেক তাঁর নেতাদের সংহত করলেন—ক্রোধের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন ক্ষমা, কামের বিরুদ্ধে এলেন বস্তুবিচার, লোভের বিরুদ্ধে সন্তোষ। তিনি নিজে চলে গেলেন বারাণসীতে। মোহ এবং বিবেকের দলে যুদ্ধ শুরু হল।

(চতুর্থ অঙ্ক)

যুদ্ধের অবসান হল। জড়বাদ পরাভূত হল, অন্যান্য ধর্মমত সত্যধর্মের শক্তিতে নির্মূল হয়ে গেল। বৌদ্ধধর্ম নিরাশ্রয় হয়ে পলাতক হল—দিগম্বর জৈন, কাপালিক, শৈবমত পরাস্ত হল। মোহ আর তার সন্তানসন্ততিরা মৃত্যুবরণ করল। কিন্তু

মায়াচ্ছন্ন পুরুষের (মানবের) মন অশান্ত হয়ে উঠল—মোহ এবং প্রবৃত্তির বিনাশে সান্ত্বনা কোথায়! ব্যাসের মতবাদ এল, এল বেদান্তের দার্শনিক ভাবনা তার ভ্রান্ত মনকে মোহমুক্ত করতে—সে স্থির করল, এরপর সে সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করবে, সঙ্গে থাকবে তার অন্যতমা স্ত্রী নিবৃত্তি, অর্থাৎ বৈরাগ্য।

(পঞ্চম অঙ্ক)

ষষ্ঠ অঙ্কে দেখা গেল আদিমানবকে; কিন্তু তার মন এখনও মোহাচ্ছন্ন। মোহ মৃত্যুবরণের পূর্বে তার সমস্ত অশুভ শক্তি তার বিরুদ্ধে লাগিয়েছিল—তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল মায়া। কিন্তু বিবেকের ইঙ্গিতে সে তার ভ্রম বুঝতে পারল; শত্রুরা হল বিতাড়িত। এরপর হৃদয়ের শান্তি বিবেকের সঙ্গে উপনিষদের মিলন সুসম্পূর্ণ করল। তাদের মিলনের প্রথম অলৌকিক সন্তান বিচারবুদ্ধি। বাধা যা এল বিচার-বুদ্ধি তার নিরসন করল। বিষ্ণুভক্তি এসে এই মিলনকে অভ্যর্থনা জানালো। আদি-পুরুষ নবজাত প্রবোধচন্দ্রকে সানন্দে গ্রহণ করলেন। পরম উপলব্ধির আনন্দ ব্যক্ত হল তার কণ্ঠে ঃ

মোহান্ধকারমবধূয় বিকল্পনিদ্রাম্
উন্মথ্য কোঽপ্যজনি বোধতুষাররশ্মিঃ।
শ্রদ্ধাবিবেকমতিশান্তিযমাদি যেন
বিষ্ণ্বাত্মকং স্ফুরতি বিষ্ণুরহম্ স একঃ।

অন্ধকারের যবনিকা সরে গিয়েছে—এখন সুপ্রভাত। মোহের অন্ধকার যিনি দূরীভূত করেন—সন্দেহের রাত্রিরও তিনিই অবসান ঘটিয়েছেন। ঐ তো প্রবোধচন্দ্রের উদয় হচ্ছে—তার সাহায্যে এসেছে শ্রদ্ধা বিবেক শান্তি—মতি। সবাই বিষ্ণুর প্রতিরূপ—আমিই বিষ্ণু!

(ষষ্ঠ অঙ্ক)

বিশ্লেষণ ঃ দার্শনিক তথ্য

নাটকে একই বংশের সন্তানসন্ততির মধ্যে বিরোধের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে—যেন আর এক মহাভারতীয় আখ্যান। এতে একটি আখ্যান আছে, প্রেমচিত্রেরও অভাব নেই; কিন্তু আশ্চর্য কৌশলে এতে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ এবং বৈষ্ণবের ভক্তিবাদ একই ধারায় মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। নাটকে কমেডির উপকরণও কিছু আছে; অহঙ্কার ও মিথ্যার মধ্যে সংলাপ বা বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম, কাপালিক প্রভৃতির দৃশ্য অনুসরণ করলেই তা বুঝতে পারা যাবে। তবু নাটক বলতে যা বোঝা যায় তা এতে নেই। চরিত্রগুলি পোষা পাখির মতোই তত্ত্বকথা প্রকাশ করে যাচ্ছে, কাহিনীতে আগ্রহ সৃষ্টির তেমন তাগিদ কোথাও নেই। বাস্তবতাও বহুক্ষেত্রে অক্ষুণ্ন থাকে নি। এই নাটকে প্রতীক চরিত্রগুলির সঙ্গে কথা বলছে সচেতন চরিত্র। এখানে চার্বাক, কাপালিক, দিগম্বর জৈনও আছে—পাশাপাশি ক্রোধ লোভ, অহঙ্কার, মোহ—এরাও আছে।

কৃষ্ণমিশ্র চেয়েছিলেন বৈষ্ণব বেদন্তের প্রচার। এতে মায়াবাদ, অদ্বৈতবাদের কথা আছে তবু এ নাটক ভক্তিমূলক। এই ধরনের ভক্তিমূলক বেদান্ত অধ্যাত্ম রামায়ণেও প্রচারিত হয়েছে, ভাগবতপুরাণেও এর কথা আছে। এসব গ্রন্থে বিষ্ণু ও ব্রহ্ম এক; এদের বৈষ্ণববাদ পরবর্তী বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদ থেকে পৃথক—কেননা তা দ্বৈতবাদী। শঙ্কর বৈষ্ণবীয় পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন কিন্তু তাঁর রচিত গ্রন্থে ভক্তিবাদের উপর

কোনো জোর নেই। ভাগবতপুরাণের সঙ্গে কৃষ্ণ মিশ্রের পরিচয় ছিল কিনা আমাদের জানা নেই কিন্তু ঐ পুরাণের মতোই তিনি মায়াবাদ ও বিষ্ণুভক্তির সমন্বয় করেছেন। তাঁর মতে জগতের স্রষ্টা, অর্থাৎ বিষ্ণুর অর্চনা হল বীজ—যথার্থ জ্ঞানের উপলব্ধি (প্রবোধ) হল সেই বীজের ফল।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে মায়ামাত্র সেই সত্য নাটকের প্রথম শ্লোকে উদ্ঘাটিত হয়েছে :

মধ্যাহ্নমরীচিকাস্বিব পয়ঃপূরো যদজ্ঞানতঃ
খং বায়ুর্জ্বলনো জলং ক্ষিতিরিতি ত্রৈলোক্যমুন্মীলতি
যৎ তত্ত্বং বিদুষা নিমীলতি পুনঃ স্রগ্‌ভোগিভোগোপমং
সান্দ্রানন্দমুপাস্মহে তদমলং স্বাত্মাববোধং মহঃ।

(অনুবাদ দ্রষ্টব্য, ১ম অঙ্ক ১ম শ্লোক)

ষষ্ঠ অঙ্কে বিবেকের কণ্ঠেও অনুরূপ শ্লোক উচ্চারিত হয়েছে :

অম্ভঃ শীতকরান্তরিক্ষ নগর স্বপ্নেন্দ্রজালাদিবৎ
কার্যং মেয়মসত্যমেতদুদয়ধ্বংসাদিযুক্তং জগৎ
শুক্তৌ রূপ্যমিব স্রজীব ভুজগঃ স্বাত্মাববোধে হরা-
বজ্ঞাতে প্রভবত্যথাস্তময়তে তত্ত্বাববোধোদয়াৎ॥

(অনুবাদ দ্রষ্টব্য ৬ষ্ঠ অঙ্ক ২২ নং শ্লোক)

এই দু'টি শ্লোকেরই মর্মার্থ—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। পরম সত্য এবং একমাত্র সত্যকে এখানে বলা হয়েছে—হরি অর্থাৎ বিষ্ণু। সত্যের জ্ঞান হলে জগতের এই দৃশ্য রূপ লুপ্ত হয়ে যাবে। সত্যের জ্ঞান অর্থাৎ 'তত্ত্বাববোধ'। নিজের হৃদয়ে এই জ্ঞানের উদয়কে (প্রবোধ) বিষ্ণুর সঙ্গে একাত্ম করে দেখা হয়েছে। মায়ার আবরণ অপসারিত না হলে এই জ্ঞান জন্মে না।

এই নাটকে মায়াচ্ছন্ন মানবকে বলা হয়েছে 'পুরুষ'—দর্শনে যেগুলো 'মায়ার ফল' রূপে বর্ণিত, এই নাটকে তারা মায়ার সন্তান। প্রথমে মায়া প্রসব করলেন তার প্রথম সন্তান মন—তারপর বিশ্বভুবন।

নাটকে মন কোথাও চিত্ত, কোথাও অন্তরাত্মারূপে বর্ণিত। মন এমন ভাব দেখায় যেন সে নিজেই বিশ্বের প্রভু! মায়া তাকে ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত করেছেন—নিজে কাজ করে যাচ্ছেন মহিষীর মতো।

মন মোহগ্রস্ত হয়েই কাজ করে, যখন মোহের ক্রিয়া আর থাকে না তখন সত্য-মিথ্যার শুদ্ধ জ্ঞান সম্ভব হয়। এই জন্যেই এই নাটকে মনের দুই স্ত্রী কল্পিত হয়েছে,—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ; প্রবৃত্তির পুত্র মোহ, নিবৃত্তির পুত্র বিবেক।

সংগ্রামের ইতিহাস

(ক) **অন্তরের বাধা :** বিচিত্র মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পুরুষের ক্রমিক উত্তরণ এবং অদ্বৈত উপলব্ধি—আলোচ্য নাটকের প্রধান বিষয়বস্তু।

মায়া-দ্বারা প্রলুব্ধ পুরুষ সাংসারিক বস্তুতে আকৃষ্ট—মন ও অহঙ্কার যেন তাকে দাসত্বের শৃংখলে বন্ধ রেখেছে। সে ক্রমশ ঔদ্ধত্য, ক্রোধ, লোভ ও ভোগের পথে এগিয়ে যাচ্ছে, তার মনে সত্যাসত্য নির্ণয়ের শক্তি মাঝে মাঝে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই নাটকে বিবেক ও মতি স্বামীস্ত্রী রূপে কল্পিত। মোহ ও ভ্রান্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম

ক্রমশ জটিল হয়ে ওঠে—ভক্তি, শ্রদ্ধা, শান্তি, সন্তোষ, ক্ষমা, মৈত্রী, করুণা—এরা বিবেকের অনুচর—সবাই পুরুষের মোহমুক্তির জন্যে এগিয়ে আসে। কিন্তু মোহ সদা জাগ্রত, পুরুষের ভক্তি থাকা সত্ত্বেও মুক্তির আলো দেখা গেল না।

মোহের প্রভাব দূর করতে হলে কাম, ক্রোধ প্রভৃতিকে নির্মূল করতে হবে—তা না হলে বৈরাগ্যের উদয় সম্ভব নয়। এর সঙ্গে মৈত্রী, করুণা, আনন্দ (মুদিতা) ও বৈরাগ্য প্রভৃতিরও অনুশীলন প্রয়োজন।

অনেক ভেবে বিবেক এই সিদ্ধান্তে এল—সমস্ত মোহের মূলে রয়েছে অজ্ঞান (অবোধ) ভক্তি দিয়ে একে জয় করতে হবে। এরপর বস্তুবিচার ধ্বংস করল কামকে, ক্ষমা বশীভূত করল ক্রোধকে—সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধের অনুচরগণ অর্থাৎ পারুষ্য, মান, মাৎসর্য, হিংসা প্রভৃতিও বশ্যতা স্বীকার করল। তারপর সন্তোষ জয় করল লোভকে।

(খ) **বাইরের বাধা ঃ** বিবেক-শক্তির সাহায্যে পুরুষ ক্রমে ক্রমে অন্তরের নৈতিক বাধাগুলি অপসারিত করতে পেরেছে। এবার বাইরে বাধা।

এই সংগ্রামে পুরুষকে প্রথমেই একটি সত্য উপলব্ধি করতে হচ্ছে যে কোনো অ-বৈদিক সম্প্রদায় তাকে মুক্তির সন্ধান দিতে পারবে না। এই সংগ্রামে বিষ্ণুভক্তি রয়েছে আড়ালে—তার সঙ্গে আছে শান্তি।

ওদিকে মোহ এখনও অপরাজিত! পুরুষ এখনও স্থির করতে পারছে না কোন্ ধর্ম বা দর্শন সে গ্রহণ করবে। সে স্থির করতে পারছে না—চার্বাকের নেতিবাদ, বৌদ্ধ বা জৈন ধর্মনীতি, শৈবধর্ম বা কাপালিকের ধর্ম—বা এমনি আরো সব ধর্মের মধ্যে কোনটি গ্রহণ করবে? যতক্ষণ এইসব মত ও পথ ভ্রান্ত প্রমাণিত না হয় ততক্ষণ বিষ্ণুভক্তিকেই বা কেমন করে একমাত্র আশ্রয় রূপে গ্রহণ করবেন? দিনে দিনে সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে ওঠে।

(গ) **অনুশীলন ঃ** বিদ্যা এল পুরুষের সাহায্যে। ধীরে ধীরে বেদবিরোধী মতগুলি পরাস্ত হল। বিষ্ণুভক্তির পুনরাবির্ভাব ঘটালো—সেই পাঠালো পুরুষের মনে বিদ্যার দেবী সরস্বতীকে—পুরুষের মন সাধারণভাবেই মায়াচ্ছন্ন; তবু এর মধ্যেই মায়াপসারণের কাজ চলতে লাগল।

মনের সন্তানদের (ঘৃণা, লজ্জা, কাম প্রভৃতি) মৃত্যু ঘটেছে—মন তাই ম্রিয়মাণ। এমনকি প্রবৃত্তিরও অবসান হয়েছে। মন এই সঙ্কটে আত্মহত্যার সঙ্কল্প গ্রহণ করে। তখন সরস্বতী এসে ধীরে ধীরে নানা শিক্ষা ও উপদেশের মধ্য দিয়ে তার আধ্যাত্মিক জাগরণ (প্রবোধ) ঘটালো। মন তখন বুঝতে পারে বৈরাগ্যের তাৎপর্য। কিন্তু অন্যতমা স্ত্রী প্রবৃত্তির মৃত্যু ঘটেছে—নিবৃত্তিকে নিয়েই সে এখন সংসার রচনায় প্রস্তুত। শম, দম, সন্তোষ প্রভৃতি তার পুত্রেরাই এখন তার সেবা করবে; যম, নিয়ম প্রভৃতি হবে তার মন্ত্রী; বিবেক ও তার স্ত্রী উনিষদ্ অভিষিক্ত হবে যুবরাজ-পদে। বিষ্ণুভক্তি তার মনকে প্রসন্ন করার জন্যে পাঠাবেন মৈত্রী, প্রীতি, করুণা, মতি—এই চার ভগিনীকে।

(ঘ) **অদ্বৈতবাদে দীক্ষা ঃ** মায়াবাদের তাৎপর্য পুরুষ এবার উপলব্ধি করতে পেরেছে—কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার একাত্মতা তার কাছে এখনও দুর্বোধ্য। তার প্রশ্ন—আমি আর পরব্রহ্ম এক হব কী করে! উপনিষৎ উত্তর দিচ্ছেন (ষষ্ঠ অঙ্ক, শ্লোক ২৫):

অসৌ ত্বদন্যো ন সনাতনঃ পুমান্
ভবান্ন দেবাৎ পুরুষোত্তমাৎ পরঃ।
স এষ ভিন্ন স্ত্বদনাদিমায়য়া
দ্বিধেব বিম্বং সলিলে বিবস্বতঃ।

—পরমাত্মা তোমার থেকে পৃথক কিছু নন, তুমিও তার থেকে পৃথক কিছু নও, অনাদি মায়ার প্রভাবে জলে সূর্যবিম্বের মতোই তাকে পৃথক মনে হচ্ছে।

তবু পুরুষ একথা মেনে নিতে পারে না যে তার মত সীমাবদ্ধ, জরা ও মৃত্যুর অধীন এই দেহসত্তা পরমাত্মার তুল্য! 'তৎ ত্বম্ অসি' (তুমিই সেই)—এই বাক্যের তাৎপর্য সে বুঝতে পারে না, কেননা 'তৎ' ও 'ত্বম্' সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই।

কিন্তু এই উপনিষদের তত্ত্বব্যাখ্যার আলোকেই পুরুষের জ্ঞানোদয় হতে থাকে, ষষ্ঠ অঙ্কের ২৮ সংখ্যক শ্লোকে সেই জ্ঞানোদয় (প্রবোধচন্দ্রোদয়) এর কথা বলা হয়েছে—

কন্যেয়ং সহসা সমং পরিকরৈর্মোহং গ্রসন্তী ভজ—
ত্যন্তর্ধানমুপৈতি চৈকপুরুষং শ্রীমান্‌প্রবোধোদয়ঃ।

(৬ ২৮)

অর্থাৎ সেই কন্যা (ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান) সহসা অনুচরসহ মোহকে গ্রাস করে অন্তর্হিত হল; ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উদয় হল পুরুষের মনে! তখন তার পরম উপলব্ধি—'বিশ্বাত্মকঃ স্ফুরতি বিষ্ণুরহং স এষঃ', অর্থাৎ বিষ্ণুই সমগ্র বিশ্বে প্রকাশিত হচ্ছেন, আর আমিই সেই বিষ্ণু।

নাটক পাঠের পর

Dr. Keith বলেছেন, 'It would be idle to pretend that the play has any dramatic force. Its chief merits are its effective and stately stanzas of moral and philosophical contact'—অর্থাৎ 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' বিশেষ নাটকীয় গুণে সমৃদ্ধ এমন ভাবা বোধহয় সঙ্গত হবে না। এ নাটকের প্রধান গুণ এর নৈতিক এবং দার্শনিক ভাবসমৃদ্ধ শ্লোকগুলি।

এ-জাতীয় নাটক রচনায় নাটকীয়তা রক্ষা করা খুবই কঠিন, কেননা নাট্যকারের প্রধান লক্ষ্য থাকে মূল প্রতিপাদ্য ভাবটি চরিত্রগুলির মাধ্যমে যথাযথ প্রকাশিত হচ্ছে কিনা তার দিকে। এ নাটক তত্ত্বপ্রধান সন্দেহ নেই; এর বিষয়বস্তু—সত্যানুসন্ধানে তৎপর মায়াচ্ছন্ন পুরুষ—সত্যের উপলব্ধি করতে গিয়েই সে উপনিষদকে আশ্রয় করেছে—অন্যান্য অবৈদিক দর্শনগুলোকে পরীক্ষা করেছে। প্রথমে যজ্ঞবিদ্যা, পরে মীমাংসা, তর্কবিদ্যা, ন্যায়, বৈশেষিক ও সাংখ্য সবগুলিই বিশ্লেষিত হয়েছে—এবং পরিত্যক্ত হয়েছে। বৈদিক দর্শনও বাদ পড়ে নি।

নাটকের উদ্দেশ্য যাই থাক, কৃষ্ণ মিশ্র প্রচলিত নাটকের রূপ ও রীতিকেই গ্রহণ করেছেন। সূত্রধার, প্রস্তাবনা, নান্দী—সবই (বিদূষক বাদে) নিতে হয়েছে, আর বিমূর্ত ভাবগুলিকে বিচিত্র নামেভূষিত করে তিনি মঞ্চে উপস্থিত করেছেন! কিন্তু স্ত্রী-পুরুষ ভেদে সর্বত্র নামকরণ রূপকের অনুষঙ্গী হতে পারে নি। চরিত্র অসংখ্য, কোনো চরিত্রের নাম উল্লিখিত, কোনো চরিত্র মঞ্চে আবির্ভূত!

অনসূয়া	অনুকম্পা	অনৃত (মিথ্যা)
অহঙ্কার	উপনিষৎ	উপেক্ষা
ঋতম্ভরা	করুণা	কাম
ক্রোধ	ক্ষমা	চার্বাক
তৃষ্ণা	দম	দম্ভ
দিগম্বর	দৈন্য	ধর্ম
নিদিধ্যাসন	নিয়ম	নিবৃত্তি
পরগুণাধিক্য	পরমেশ্বর	পরোৎকর্ষ সম্ভাবনা
পারুষ্য	পাষন্ড	পুরুষ
পৈশুন্যবাক্	প্রবোধ	প্রবৃত্তি
প্রাণায়াম	মতি	মদ
মন	মমতাবাসনা	মাৎসর্য
মান	মায়া	মিথ্যাদৃষ্টি
মীমাংসা	মুদিতা	মৈত্রী
মোক্ষ	মোহ	যম
রতি	লোভ	বস্তুবিচার
বিদ্যা	বিভ্রমাবতী	বিবেক
বিষ্ণুভক্তি	বৈরাগ্য	শম
শোক	শান্তি	শ্রদ্ধা
সঙ্গ	সঙ্কল্প	সন্তোষ
সরস্বতী	সৌগত	হিংসা

বিচিত্র ভাবের প্রতিনিধি উপরের বিভিন্ন চরিত্র। যেখানে নারী-চরিত্রের কল্পনা সেখানে অনসূয়া করুণা, মৈত্রী, বিদ্যা, সরস্বতী, ক্ষমা বেশ চলে কিন্তু তাই বলে উপেক্ষা, উপনিষৎ, মীমাংসা, বিভ্রমাবতী, বিষ্ণুভক্তি, মিথ্যাদৃষ্টি অচল , যেখানে পুরুষ-চরিত্রের কল্পনা সেখানে ধর্ম, দম্ভ, মোহ হয়তো চলে কিন্তু নিদিধ্যাসন, বস্তুবিচার, পরগুণাধিক্য, প্রাণায়াম প্রভৃতি নাম অত্যন্ত অধিক বাস্তবগন্ধী—এরা এলে রূপকের আবরণ ভেঙে যাবার আশঙ্কা থাকে পদে পদে।

নামকরণপ্রসঙ্গে আর একটি কথাও মনে জাগে। আলোচ্য নাটকে রক্তমাংসে গঠিত বাস্তব চরিত্রও আছে, যেমন—ক্ষপণক, কাপালিক, দিগম্বর প্রভৃতি। অস্বস্তি বোধ হয় তখন যখন দেখি, এরা কথা বলছেন করুণা শ্রদ্ধা ও শান্তির সঙ্গে ; রূপ ও অরূপ-লোকের মধ্যে এই সংলাপের যোগসূত্র অনেকটা যেন অস্বাভাবিক মনে হতে থাকে।

তবু নাটকের প্রধান আকর্ষণ—এর সহজ ও স্বচ্ছ ভাষা আর কবিত্বময় কল্পনা। এই আকর্ষণই শেষ পর্যন্ত দর্শক ও পাঠকচিত্তকে আকৃষ্ট করে রাখে। রূপক নাটক সংস্কৃত সাহিত্যে এক অভিনব প্রচেষ্টা সন্দেহ নেই। নাটকটিতে বৈদান্তিকের অদ্বৈত-বাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে বৈষ্ণবীয় ভক্তিতত্ত্ব! অর্থাৎ ভক্তির পথে অদ্বৈতবোধ! দ্বৈতবাদের সাধনপথে অদ্বৈততত্ত্বের উপলব্ধি—ধর্ম-সাধনার ইতিহাসে এ কল্পনা অভিনব সন্দেহ নেই।

ছন্দে কবির আশ্চর্য দক্ষতা স্বীকার্য, শার্দূলবিক্রীড়িত (এই ছন্দের প্রয়োগে

নাট্যকার বিশেষ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন) এবং বসন্ততিলক ছন্দে রচিত শ্লোকগুলি সুন্দর। ছন্দোবন্ধ প্রাকৃত শ্লোকগুলিকেও উপেক্ষা করা কঠিন।

মনীষী Winternitz এই নাটকটি সম্পর্কে একটি সুন্দর মন্তব্য করেছেন: 'In case, however, one expects to find in this allegorical drama nothing but pedantic artificiality of a scholar, he will be agreeably surprised. He will be simply impressed also with the real pieces of poetry in this work that does not lack in dramatically exciting handling. Here the characters are less stereotyped and move vividly sketched than in several other dramas and what should be probably most surprising, humour too comes into the play. Although there is no Vidusaka, in Act III the priests of the heterodox sects are caricatured with blunt humour'

সংস্কৃতানুরাগী বহু দেশী ও বিদেশী মনীষী সমালোচক প্রবোধচন্দ্রোদয়ের স্তুতি রচনা করেছেন, এখানে তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। রূপক রচনার ইতিহাসেও নাটকটি গৌরবের আসন পেয়েছে।

অবশ্য এ-জাতীয় নাটকরচনায় স্বাভাবিক ভাবেই কতকগুলো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তবু এ-কথা মেনে নিতে দ্বিধা নেই, কৃষ্ণ মিশ্র অনেকাংশে সফল হয়েছেন এবং সংস্কৃত রূপকনাটক রচনার ক্ষেত্রে 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' একটি বিশিষ্ট গৌরবেরও অধিকারী হয়ে আছে। ভাষার স্বচ্ছতা, আবেগমধুর ভাব এবং গভীর চিন্তামূলক শ্লোক এই নাটকে কাব্যরসমণ্ডিত হয়ে পাঠক ও দর্শককে আকৃষ্ট করে রাখে। সার্থক পরিহাস-নিপুণতাও এই নাটকের অন্যতম সম্পদ। কিন্তু তাঁর তত্ত্বপ্রকাশের উৎসাহ কোথাও এমন আন্তরিক হয়ে উঠতে পারে নি—তাঁর কাব্যকল্পনাও নাটকে এমন আকর্ষণীয় রূপ নিতে পারে নি যা বিমূর্ত ভাবগুলিকে সহজেই ব্যক্তিত্বের কবচে সুরক্ষিত রেখে পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারে। ফলে চরিত্রগুলি বাস্তবতার মর্যাদা পায় নি—দর্শকের সামনে তারা চলাফেরা করছে যেন অনেকটা অশরীরী ছায়ার মতো।

সূক্তিরত্নাবলী

১ সের্ষ্যং প্রায়েণ যোষিতাং ভবতি হৃদয়ম্। (প্রথম অঙ্ক)
নারীহৃদয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঈর্ষান্বিত।

২ মূর্খবহুলং জগৎ। (প্রথম অঙ্ক)
এ জগৎ মূর্খে পূর্ণ।

৩. অহো নিরঙ্কুশাঃ জড়ধিয়ঃ। (দ্বিতীয় অঙ্ক)
হায়, মূর্খতার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।

৪. ন খলু ভবানুবন্ধঃ প্রেমা কালেনাপি বিঘট্যতে। (দ্বিতীয় অঙ্ক)
মহাকাল অনুভূতিযুক্ত প্রেমের কোনো ক্ষতি করতে পারে না।

৫. ধর্মস্য কামাদপক্রান্তস্য কুত্র প্রবৃত্তিঃ। (তৃতীয় অঙ্ক)
কামনা থেকে ভ্রষ্ট হলে ধর্ম কোথায় কাজ করবে ?

৬. নারীতি নাম প্রধানমস্ত্রং কামস্য। (চতুর্থ অঙ্ক)
নারী মদনদেবতার প্রধান অস্ত্র।

৭. বেত্রবতি, ক্রোধস্য বিজয়ায় ক্ষমেবাহূয়তাম্। (চতুর্থ অঙ্ক)
বেত্রবতি, ক্রোধকে জয় করতে এখন ক্ষমাকে ডেকে পাঠাও।

৮. আহূয়তাং লোভস্য জেতা সন্তোষঃ। (চতুর্থ অঙ্ক)
লোভকে যে জয় করবে সেই সন্তোষকে ডাকো।

৯. বীরাঃ পরস্য পরিবাদগিরঃ সহন্তে। (চতুর্থ অঙ্ক)
সাহসীরাই অন্যের তিরস্কারবাণী সহ্য করে।

১০. অগ্নেঃ শেষমৃণাচ্ছেষং শত্রোঃ শেষং ন শেষয়েৎ। (পঞ্চম অঙ্ক)
অগ্নির শেষ, ঋণের শেষ ও শত্রুর শেষ রাখতে নেই।

১১. কো মোহস্তত্র কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ। (পঞ্চম অঙ্ক)
যিনি সর্বজীবের মধ্যেই সেই পরম একক বিরাজিত দেখতে পান তার কোনো মোহ বা শোক থাকে না।

কুশীলব

পুরুষ-চরিত্র

আত্মা	বিবেকের পিতামহ
মন	আত্মার পুত্র
কামদেব	মনের প্রবৃত্তিপক্ষের পুত্র মহামোহের অনুচর
অলঙ্কার	মনের প্রবৃত্তিপক্ষের পুত্র, মহামোহের অনুচর
ক্রোধ	মনের প্রবৃত্তিপক্ষের পুত্র, মহামোহের অনুচর
মহামোহ	মনের প্রবৃত্তিপক্ষের পুত্র ও প্রবৃত্তিপক্ষের রাজা
বিবেক	মনের নিবৃত্তিপক্ষের পুত্র, নিবৃত্তিপক্ষের রাজা
বৈরাগ্য	মনের নিবৃত্তিপক্ষের দ্বিতীয় পুত্র
লোভ	অহঙ্কারের পুত্র
দম্ভ	লোভের পুত্র
বটু	দম্ভের পরিচারক
চার্বাক	মহামোহের অনুচর (নাস্তিক্যবাদী)
দিগম্বর জৈন বৌদ্ধভিক্ষু কাপালিক সোমসিদ্ধান্ত	মহামোহের অনুচর
বস্তুবিচার ও সন্তোষ	বিবেকের অনুচর
সঙ্কল্প	মনের মন্ত্রী
নিদিধ্যাসন	বিষ্ণুভক্তির আত্মীয়
প্রবোধচন্দ্র	বিবেকের পুত্র

স্ত্রী-চরিত্র

রতি	কামের স্ত্রী
মতি	বিবেকের স্ত্রী
উপনিষদ	বিবেকের দ্বিতীয়া স্ত্রী
তৃষ্ণা	লোভের স্ত্রী
হিংসা	ক্রোধের স্ত্রী
বিভ্রমবতী	মিথ্যাদৃষ্টির সহচরী
মিথ্যাদৃষ্টি	মহামোহের উপপত্নী
শান্তি	শ্রদ্ধার কন্যা
করুণা	শান্তির সখী
শ্রদ্ধা—সাত্ত্বিকী ব্যাস—সরস্বতী	বিষ্ণুভক্তির সহচরী
দিগম্বরের মতানুসারিণী শ্রদ্ধা সোমসিদ্ধান্তের মতানুসারিণী শ্রদ্ধা বৌদ্ধভিক্ষুর মতানুসারিণী শ্রদ্ধা	তামসী শ্রদ্ধা
বিষ্ণুভক্তি	উপনিষৎ সখী
মৈত্রী ক্ষমা	বিষ্ণুভক্তির দাসী

প্রবোধচন্দ্রোদয়

প্রথম অংক

নিবিড় আনন্দময় সেই বিশুদ্ধ জ্যোতিকে আমি বন্দনা করি—যাকে নিজের আত্মস্বরূপেই জানতে হয়! যাকে না জানতে পারলে এই ত্রিভুবন কেবলমাত্র ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম রূপেই প্রতিভাত হতে থাকে—যেন মধ্যাহ্ন সূর্যের আলোকে দীপ্ত জলপ্রবাহ। যাকে জানলে ত্রিভুবনের অস্তিত্ব জ্ঞানীর দৃষ্টিতে মাল্যে সর্পভ্রমের মতোই লুপ্ত হয়ে যায়। ১ ॥

তাছাড়া, যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় নিয়মিত করেছেন অর্ধচন্দ্র শোভিতং সেই সংযমী দেবতার অন্তরজ্যোতির জয় হোউক। অন্তঃস্থিত নাড়িতে বায়ুবেগ রুদ্ধ হওয়ায় যে জ্যোতি তাঁর ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবিষ্ট, নিবিড় আনন্দের সঙ্গে যে জ্যোতি একীভূত, আত্মসন্ধানের শান্তিতে যা প্রকাশিত, যা জগদ্ব্যাপী—যেন ললাটস্থ প্রত্যক্ষ নেত্র থেকেই তা অভিব্যক্ত হয়েছে।

(নান্দীর শেষে সূত্রধারের প্রবেশ)

সূত্রধার—অধিক বাগ্‌বিস্তারে প্রয়োজন নেই। বিখ্যাত রাজা গোপাল—তাঁর চরণকমল প্রণত সামন্ত রাজগণের চূড়ামণিনিঃসৃত কিরণে আলোকিত: প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীদের বক্ষদ্বার উৎপাটন করে তিনি নৃসিংহরূপে[২] প্রকাশিত; প্রবল নরপতিসমুদ্রের প্রবাহে নিমগ্ন পৃথিবীকে উদ্ধার করে তিনি মহাবরাহ রূপে[৩] আবির্ভূত; তাঁর কীর্তি সকল দিকেই প্রকাশিত—দিগ্‌বিলাসিনীগণের কর্ণশোভী লতা-পল্লবের মতো। সকল দিগ্‌হস্তীদের কর্ণ আন্দোলিত হচ্ছে—ফলে যে বায়ুর উদ্গম হচ্ছে তাতে তাঁর প্রতাপের অনল জ্বলে উঠছে। এই গোপাল আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন—'অকৃত্রিম বন্ধু কীর্তিবর্মার দিগ্বিজয়-ব্যাপারে লিপ্ত থাকায় আমাদের ব্রহ্মরসাস্বাদনে বিঘ্ন ঘটেছে, আমাদের দিনগুলি বিষয়রসের আস্বাদনে কলুষিত, কিন্তু এখন আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে—কারণ, রাজার শত্রুগণ পরাজিত, পৃথিবী বিখ্যাত মন্ত্রীদের দ্বারা সুরক্ষিত, সমুদ্রমেখলা পৃথিবীর উপরে তাঁর প্রভুত্ব সামন্ত রাজগণের শিরোমাল্যের দ্বারা অভিনন্দিত। ৩ ॥

এখন, আমরা শান্তরসপ্রধান কোনো নাটকের অভিনয়ে আত্মবিনোদন করতে ইচ্ছুক। সুতরাং আমাদের গুরু শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নামক যে নাটকটি রচনা করে পূর্বেই তোমাকে দিয়েছেন তা আজ নৃপতি কীর্তিবর্মার সম্মুখে অভিনয়ের ব্যবস্থা করো। রাজা তার পরিষদ্‌বর্গ নিয়ে সেই অভিনয় দর্শনে কৌতূহলী হয়ে আছেন। তাই হোক্, আমি বাড়ি গিয়ে গৃহিণীকে ডেকে সঙ্গীতের ব্যবস্থা করি। (পরিক্রমণ করে তারপর নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে) আর্যে, এইদিকে।

(নটীর প্রবেশ)

নটী—এই আমি এসেছি। আর্যপুত্র, আপনি আদেশ করুন আপনার কোন্ নির্দেশ পালন করব।

সূত্রধার—আর্যে তুমি তো জানোই—

রাজা গোপালের প্রতাপ আলোকের শিখার মতো ত্রিভুবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে, শত্রুনৃপতিসেনারূপ মহারণ্যে তা শিখার মতো জ্বলে উঠেছে, বিশ্বে তার যশ সর্বত্র পসারিত; তিনি তাঁর তরবারির সাহায্যে একা রাজগণকে পরাজিত করে শ্রেষ্ঠ নরপতি কীর্তিবর্মাকে সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ৪ ॥

তাছাড়া, যে সব যুদ্ধক্ষেত্রে পিশাচরমণীরা রাক্ষসরমণীদের সুন্দর হস্তে নিনাদিত নরকপালে নির্মিত করতালের শব্দে নৃত্য করছে—তারা যুদ্ধে নিহত হস্তীকুম্ভের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত প্রবল বায়ুর শব্দে তারই কীর্তি ঘোষণা করছে। ৫ ॥

তিনি সম্প্রতি শান্তি পথের পথিক। নিজের আনন্দের জন্যে তিনিই আমাকে আদেশ করেছেন—'প্ররোধচন্দ্রোদয়' নাটক অভিনয় করাও। তাহলে নাটকের পাত্রপাত্রীদের সাজসজ্জা করতে বলো।

নটী—আর্যপুত্র, আশ্চর্য! আশ্চর্য! যিনি কেবলমাত্র বাহুশক্তিতে রাজগণকে পরাজিত করেছেন, কৃষ্ণের মতো যেন কর্ণসেনা সাগর মন্থন করে সমরবিজয়লক্ষ্মীকে ক্ষীরসমুদ্র পাইয়ে দিয়েছেন (অর্থাৎ, স্বস্থানে প্রতিষ্ঠাপিত করেছেন); সেখানে অশ্ববাহিনী ছিল তরঙ্গমালার মতো, আকর্ণ আকৃষ্ট ধনু থেকে নিক্ষিপ্ত শর সেই বাহিনী বিধ্বস্ত করেছিল; সেখানে উন্নতদেহ হস্তিদল ছিল পর্বতমালার মতো, তাদের বধ করা হয়েছিল অবিরাম নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ অস্ত্রে; সেখানে পদাতিক বাহিনী ছিল জনরাশির মতো—তা মন্থন করা হয়েছিল তার বাহুরূপ মন্থর দণ্ডে[৪]। তিনি এমন শমগুণের অধিকারী হলেন কীভাবে—যা মুনিগণের পক্ষেও শ্লাঘনীয়?

সূত্রধার—আর্যে, ব্রহ্মজ্যোতির স্বভাবই শান্ত, কোনো কারণে হলেও আবার স্বভাবধর্মেই ফিরে আসে। চেদিরাজ ছিলেন পার্থিব নরপতিদের পক্ষে বন্যাস্বরূপ, প্রলয়ের অগ্নির মতো নিষ্ঠুর; তাঁর দ্বারা উন্মূলিত চন্দ্রবংশীয় নৃপতিদের পৃথিবীর আধিপত্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই এই শক্তির জাগরণ। দেখো, প্রলয়কালীন বায়ুতে বিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্র সমগ্র পর্বতগুলিকে ডুবিয়ে দেয়—এখন তারও শান্ত ও প্রসাদগুণ ফিরে এসেছে, আর সে মর্যাদা লঙ্ঘন করে না। ৬ ॥

তাছাড়া, ভগবান নারায়ণের অংশজাত যে সকল মহামানব প্রাণীর কল্যাণের জন্যে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন—বীর্যই ছিল তাঁদের অলঙ্কার; তাঁরা এসেছিলেন লক্ষ্য সাধনের জন্যে, আবার তাঁরা প্রশান্ত হয়ে যান। পরশুরামের কথাই ভেবে দেখো না—একুশবার তিনি রক্তের নদীতে স্নান করেছিলেন[৫], নিহত ক্ষত্রিয় রাজাদের পঙ্কে পরিণত মজ্জা, মাংস ও মস্তিষ্কে পূর্ণ সেই রক্তধারা! ৭ ॥

সকলের কাছেই এ-কথা বিদিত যে তাঁর নির্দয় কুঠার নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের বাদ দিয়ে ভীষণ শব্দে রাজন্যবর্গের উন্নত স্কন্ধ খণ্ডিত করতে সুদক্ষ! জমদগ্নিপুত্র সেই পরশুরামও রাজন্যবংশ ধ্বংস করে ভূ-ভার লাঘব করেছেন; কঠোর তপস্যায় তাঁর ক্রোধাগ্নি প্রশমিত হয়েছে। ৮ ॥

রাজা গোপালও এখন সঙ্কল্প সাধন করে পূর্ণ প্রশান্তি ভোগ করছেন। বিবেক যেমন মোহকে জয় করে জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করছেন।

(নেপথ্যে)

ওরে দুর্বৃত্ত নটাধম ! আমরা বেঁচে থাকতে বিবেকের হস্তে আমাদের রাজা মোহের পরাজয়ের কথা বলিস্ কোন্ সাহসে ?

সূত্রধার—(সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে) আর্যে, তুমি এই দিকে এসো। এই যে সুন্দর কামদেব রতির সঙ্গে এই দিকেই আসছেন ; মদ্যপানে তার দৃষ্টি চঞ্চল, সেই নয়নেই তিনি সকলকে মুগ্ধ করেছেন। তার দেহ রতির পূর্ণবিকশিত কুচভারে নিপীড়িত—তার ফলে রোমাঞ্চিত হয়েছে তার বাহু। ১০ ॥

মনে হচ্ছে, আমার কথায় তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন। সুতরাং এই স্থান আমাদের বর্জন করাই ভালো। (উভয়ের প্রস্থান)

প্রস্তাবনা

(তারপর প্রবেশ করলেন যথানির্দিষ্ট কাম ও রতি)

কাম—('ওরে দুর্বৃত্ত নটাধম' ইত্যাদি পুনরায় পাঠ করে সক্রোধে)

ওরে নটাধম, শাস্ত্রপাঠজাত বিবেক কেবলমাত্র বিদ্বান ব্যক্তিদের মনেই বাস করে ; ততক্ষণই বাস করে যতক্ষণ পদ্মনয়না রমণীর চক্ষু থেকে দৃষ্টিশর তাদের উপর বর্ষিত না হয়। ১১ ॥

তাছাড়া, সুন্দর গৃহ, সুনয়না তরুণী, গুঞ্জনরত ভ্রমরশোভিত লতা, নব বিকশিত মল্লিকা, সুগন্ধ বায়ু আর চন্দ্রালোকিত রাত্রি—চারপাশে বর্তমান আমার এই সফল অস্ত্রগুলিই যদি জয়ী হয় তবে এই বিবেকের সাফল্য কোথায় ? প্রবোধের জন্মই বা কী করে সম্ভব ? ১২ ॥

রতি—আর্যপুত্র, আমার মনে হয় আমাদের মহারাজ মহামোহের শত্রু এই বিবেক নিশ্চয়ই খুব শক্তিমান।

কাম—প্রিয়ে, বিবেক থেকে তোমার এই স্ত্রীজাতি সুলভ ভয় জাগল কী করে ? দেখো, ওগো শোভনোরু, আমার ধনু ও শর পুষ্পনির্মিত হলেও দেবদানবে পূর্ণ এই নিখিল বিশ্ব আমার আদেশ লঙ্ঘন করে মুহূর্তকালও ধৈর্য রাখতে পারে না। ১৩ ॥

কারণ, অহল্যার কাছে উপপতিরূপে এসেছিলেন ইন্দ্র ; প্রজাস্রষ্টা ব্রহ্মা নিজের কন্যায় আসক্ত হয়েছিলেন, চন্দ্র তার গুরুস্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন ; এইভাবে প্রায় সকলকেই আমি নিষিদ্ধ পথে বিচরণ করতে বাধ্য করেছি। লোককে বিভ্রান্ত করতে আমার অস্ত্রসমূহের কোনো আয়াসের দরকার হয় না। ১৪ ॥

রতি—আর্যপুত্র ! হয়তো তাই। তবু শত্রু যদি মহা সহায়যুক্ত হয়, তাকে ভয় করা উচিত। কেননা শোনা যায়—সংযম, নিয়ম প্রভৃতি এর অমাত্যগণ খুব শক্তিশালী

কাম—প্রিয়ে, রাজা বিবেকের সংযম প্রভৃতি যে আটজন মন্ত্রীকে শক্তিমান ভাবছ—আমরা আক্রমণ করার আগেই তাদের বিবেকের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে। কারণ, ক্রোধের সামনে অহিংসা কতক্ষণ থাকবে ? আমার সামনে ব্রহ্মচর্য প্রভৃতির অস্তিত্ব কতক্ষণ ? লোভের সামনে সত্য, অস্তেয় (চৌর্যহীনতা), অপরিগ্রহ (অনধিকার) প্রভৃতি কতক্ষণ যুঝবে ? ১৫ ॥

আসল কথা—সংযম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ইন্দ্রিয়সংহরণ, ধ্যান, ধারণা,

সমাধি প্রভৃতি আট শক্তি একমাত্র নির্বিকার চিত্তের দ্বারা লভ্য—তাই তাদের ধ্বংস সহজ। একমাত্র নারীশক্তিই তাদের সর্বনাশ সাধনে সক্ষম। সুতরাং তারা আছে আমারই শাসনে।

নারীদের দৃষ্টি, আলাপ, বিলাস, পরিহাস, কামলীলা এবং আলিঙ্গন প্রভৃতির স্মৃতিও মনের বিকার ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ট ॥ ১৬ ॥

তাছাড়া এই মন্ত্রিগণ আমার প্রভুর প্রিয় মত্ততা, মাৎসর্য, দম্ভ, লোভ প্রভৃতির সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত হয়ে অধর্মকেই আশ্রয় করবে।

রতি—আর্যপুত্র, আমি শুনেছি, আপনি এবং বিবেক, শম, সংযম প্রভৃতির একই উৎস!

কাম—আঃ, তুমি কি বলতে চাও আমাদের একই উৎস? তবে আমাদের পিতা একই, একথা সত্য। কারণ—প্রথম পুরুষের সঙ্গে মায়ার মিলনে যে পুত্রের জন্ম হল তার নাম মন—তিনি এই ত্রিলোক সৃষ্টি করার পর আমাদের দুটি বংশও সৃষ্টি করলেন ॥ ১৭ ॥

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি তার ধর্মপত্নী; প্রবৃত্তির গর্ভজাত মহামোহ একটি বংশের প্রধান—নিবৃত্তি দ্বিতীয় বংশের জননী, বিবেক তার প্রধান।

রতি—আর্যপুত্র, তাই যদি হবে, তবে ভ্রাতাদের মধ্যে এমন শত্রুতা কেন?

কাম—প্রিয়ে! একই বস্তুর জন্যে ভ্রাতাদের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়—একথা তো পৃথিবীর লোক ভালোভাবেই জানে। কেবলমাত্র ভূমির জন্যে কুরু ও পাণ্ডবদের মধ্যে তীব্র বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল যা পরিণামে হয়েছিল লোকক্ষয়কারী ॥ ১৮ ॥

এই সমগ্র জগৎ আমাদের পিতার অর্জিত—আমরা তা অধিকার করেছি, কারণ পিতার কাছে আমরাই প্রিয়। তাদের কে-ই বা জানে? তাই ঐ পাপীর দল এখন আমাদের এবং সেই সঙ্গে পিতাকেও উন্মূলিত করতে উদ্যত হয়েছে।

রতি—আর্যপুত্র, পাপ শান্ত হোক। কিন্তু শুধু ঈর্ষাবশতই কি ওরা এইভাবে পাপানুষ্ঠান করে যাচ্ছে? তারা কি কোনো উপায়ের কথা ভেবেছে?

কাম—প্রিয়ে! (আখ্যানভাগের) একটি নিগূঢ় বীজ রয়েছে।

রতি—তাহলে আপনি তো আমার কাছে প্রকাশ করছেন না কেন?

কাম—প্রিয়ে, তুমি স্ত্রীলোক, স্বভাবতই ভীরু। তাই ঐ পাপীদের নিদারুণ কর্মকথা তোমাকে বলা হয় নি।

রতি—কী ধরনের কাজ, আর্যপুত্র?

কাম—প্রিয়ে, তুমি ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না। যারা নিরাশ, এটা তাদেরই পক্ষে আশাজনক। কিংবদন্তী শোনা যাচ্ছে—আমাদের বংশে কালরাত্রিস্বরূপা বিদ্যা নামে এক দানবী জন্মগ্রহণ করবেন।

রতি—(সভয়ে) কী ভয়ানক! আমাদের বংশে দানবী? ভাবতে গিয়ে আমার বুক কেঁপে উঠছে!

কাম—ভয় পেয়ো না প্রিয়ে, ভয় পেয়ো না। এটা কিংবদন্তী মাত্র!

রতি—তাহলে এই দানবী কী করতে যাচ্ছে?

কাম—প্রিয়ে, এবিষয়ে প্রজাপতির এই বাণী শোনো—

যে পুরুষ সমস্ত আসঙ্গ ত্যাগ করেছে তার এক স্ত্রী—নাম মায়া; পুরুষের স্পৃষ্ট না হয়েও সে 'মন' নামক এক পুত্রসন্তান প্রসব করেছে—তারপর সে

যথাক্রমে ত্রিলোকের জন্ম দিয়েছে ॥ ১৯ ॥

সেই মন থেকেই আবার এক কন্যার জন্ম হবে—তার নাম বিদ্যা ; সে তোমার পিতা, ভ্রাতা মাতা—এবং সমস্ত বংশকেই গ্রাস করবে[৭]।

রতি—(সভয়ে, কাঁপতে কাঁপতে) আর্যপুত্র, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।

(স্বামীকে আলিঙ্গন করল)

কাম—(স্পর্শসুখের অভিনয় করে, আত্মগতভাবে) চঞ্চল নয়নতারকাযুক্তা রমণীর আলিঙ্গন, যে আলিঙ্গন দেহে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে, যে আলিঙ্গন ভয়ে কম্পমান উন্নত বক্ষের সংস্পর্শে আসার জন্যে পরম সুখকর—সেই আলিঙ্গনে ওর লতাসদৃশ বাহু আমাকে জড়িয়ে রেখেছে—বাহুতে মূল্যবান রত্নের মধুর শব্দ আমার আনন্দ এবং মোহ দুই-ই সৃষ্টি করছে। (দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করে, প্রকাশ্যে) ভয় পেয়ো না প্রিয়ে, ভয় পেয়ো না। আমরা জীবিত থাকতে বিদ্যার জন্ম কীভাবে সম্ভব ?

রতি—আচ্ছা, এই দানবীর আবির্ভাব কি আপনার প্রতিপক্ষীয়গণ মেনে নিয়েছেন ?

কাম—হ্যাঁ, তিনি ও তাঁর ভ্রাতা প্রবোধচন্দ্র, উপনিষদ্ দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন—জনয়িতা হবেন বিবেক ; শম দম প্রভৃতি সকলেই এই ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন।

রতি—আর্যপুত্র ! এরা সব নিজেদের সংহারকারিণী বিদ্যার আবির্ভাবের কথা জেনে আনন্দ করছে কেন ?

কাম—প্রিয়ে, যারা বংশনাশে উদ্যত তাদের মনে—'এটা নিজের অথবা ওটা পরের এই ভাবনা কেন জাগবে ?

দেখো, যারা স্বভাবতই কলঙ্কিত এবং কুটিল তাদের জন্ম আবার তাদেরই সৃষ্টিকর্তার এবং নিজেদেরও ধ্বংসের হেতু হয়ে থাকে। ধূম মেঘে পরিণত হয়ে অগ্নিকে বিনাশ করে নিজেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ॥ ২১ ॥

নেপথ্যে

আঃ পাপী, দুরাত্মা ! আমাদেরই পাপকারী বলে নিন্দিত করছ ?

যে ব্যক্তি গর্বিত, ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করতে জানেন না এবং যিনি অসৎ পথ অবলম্বন করেন তিনি গুরু হলেও পরিত্যাজ্য ॥ ২২ ॥

পুরাণবিদগণ পুরাণের এই বার্তা উল্লেখ করে থাকেন। যিনি জগতের পতি তাকেও আমাদের পিতা অহঙ্কারের দ্বারা পরিচালিত হয়ে বন্দী করেছেন—সেই বন্ধনকেই দৃঢ় করে তুলেছে মোহ আর অন্যেরা।

কাম—(দেখে) প্রিয়ে, আমাদের বংশে যিনি জ্যেষ্ঠ সেই বিবেক দেবী মতির সঙ্গে এই দিকেই আসছেন। ঘন তুষারে আচ্ছন্ন চন্দ্রের মতো তার দেহকান্তি অত্যন্ত নিষ্প্রভ ; যারা নিজেদের মনোবৃত্তি অনুসরণ করে সেই রাগ প্রভৃতির দ্বারা যেন তিনি তিরস্কৃত ; তার দেহ কৃশ, মানই তার ঐশ্বর্য ! ২৩ ॥

আমাদের পক্ষে এখানে থাকা আর সঙ্গত নয় ! (উভয়ের প্রস্থান)

বিষ্কম্ভক[৮]

(তারপর রাজা বিবেক ও মতি প্রবেশ করলেন)

রাজা—(চিন্তা করে) প্রিয়ে, তুমি কি এই দর্পী কামের স্পর্ধিত বচন শুনেছ—সে আমাদেরই পাপকারী বলে নিন্দিত করছে ?

মতি—আর্যপুত্র! কেউ কি নিজের দোষ বুঝতে পারে ?

রাজা—দেখো, আজ কতদিন হয়ে গেল, অহঙ্কারের অনুচর পাপী ও ধূর্ত মদ প্রভৃতিরা আমায় নিষ্কলঙ্ক, চিদানন্দময় জগৎপ্রভুকে বন্দী করে রেখেছে—ফলে তিনি অত্যন্ত দীনদশা প্রাপ্ত হয়েছেন! ২৪॥

আজ ওরা-ই হল ধার্মিক আর আমরা তাঁর মুক্তিসাধনে উদ্যোগী হয়েছি, আমরাই হলাম পাপী! হায়, দুর্বৃত্তগণ এইভাবেই জয়লাভ করে থাকে!

মতি—আর্যপুত্র, আমি শুনেছি সেই পরমপুরুষ স্বভাবতই আনন্দময় ও সুন্দর, তিনি নিত্য জ্যোতির্ময় এবং ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করে বর্তমান। তাহলে কী করে এই দুর্বৃত্তেরা তাকে বেঁধে মহামোহের সাগরে নিক্ষেপ করল ?

রাজা—প্রিয়ে, যিনি অবিচ্ছিন্ন ধৃতি ও অক্ষয় শান্তির অধিকারী, যিনি সর্বসাফল্যের আশ্রয়, যিনি নীতিমান ও স্বচ্ছহৃদয়, যার বুদ্ধি সর্বত্র উচ্চ প্রশংসিত—তিনিও রমণীর দ্বারা প্রতারিত হয়ে স্বাভাবিক সাহস ত্যাগ করেন। পুরুষ নিজেও মায়ার সংসর্গে তাই করেছিলেন—এতো সবাই জানে! ২৫॥

মতি—আর্যপুত্র, দীপ্তিমান মহাসাগরের তুল্য যার প্রকাশ সেই পুরুষকে যে মায়া অভিভূত করে রেখেছে—এ যেন সহস্ররশ্মি-সূর্যকে এক খণ্ড অন্ধকার দিয়ে ঢেকে রাখা!

রাজা—প্রিয়ে, বিচারহীন মূর্খতায় মায়া সিদ্ধিলাভ করেছে, বিলাসিনী বারাঙ্গনার মতোই সে মিথ্যা মনোভাবের অভিনয় করে পরমপুরুষকে প্রতারিত করেছে। দেখো, স্ফটিকের মতোই যিনি দীপ্তিমান ও দুর্ভেদ্য, মায়ার লীলায় তাঁর মধ্যে একটু বিকৃতি হয়তো আসবে—কিন্তু মায়ার আলিঙ্গন তাঁর দীপ্তিকে আচ্ছন্ন করতে পারবে না, সামান্য অধীর করে তুলবে, এইমাত্র। ২৬॥

মতি—আর্যপুত্র! দুর্বিনীতা মায়া সেই উদারচরিত্র পুরুষকে প্রতারিত করছে—তার কারণ কী ?

রাজা—কোনো উদ্দেশ্য বা কারণেই কথা ভেবে মায়া কাজ করে না। এটা হল স্ত্রী-পিশাচীদের স্বভাব। দেখ, তারা মানুষের কোমলহৃদয়ে প্রবেশ করে, তাদের মুগ্ধ করে, মোহগ্রস্ত করে—তাদের তিরস্কার করে তারপর আবার প্রসন্ন করে—পরিণামে তাদের বিষাদগ্রস্ত করে। এমন কি কিছু আছে যা স্ত্রী-লোকেরা করতে পারে না ? অবশ্য এতে অন্য একটি কারণও আছে। ২৭॥

মতি—আর্যপুত্র, সেই কারণটি কী ?

রাজা—এই দুশ্চরিত্রা রমণী এইরকম ভেবেছিল, 'আমি বিগতযৌবনা, বর্ষীয়সী। এই পুরাণপুরুষ স্বভাবতই বিষয়ভোগে বিমুখ। সুতরাং আমার পুত্রকেই পরমেশ্বরের পদে প্রতিষ্ঠিত করব।' তার মন নামক পুত্র তার খুব কাছে ছিল বলেই মাতার ইচ্ছা অনুযায়ী নবদ্বার পুরী (দেহ) নির্মাণ করল যেন সে পিতৃরূপই পেয়েছে এইভাবে। সে একা হলেও বহুরূপে নিজেকে বিভক্ত করে তাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে। তারপর সে নিজেকে কাজের জন্যে দায়ী করছে পুরুষকে যেমন বর্ণ প্রভৃতি প্রতিফলনের জন্য দায়ী করা হয় মণিকে। ২৮॥

মতি—আর্যপুত্র, মাতা যেমন পুত্রও তেমনি হয়েছে।

রাজা—তারপর তার পৌত্র, মনের পুত্র অহঙ্কার এসে তাকে আলিঙ্গন করল, তখন

ঈশ্বরভাবে পুরুষ ভাবলেন—আমি জন্মগ্রহণ করেছি, এই আমার পিতা, মাতা, দেহ, স্ত্রী, পরিবার, পুত্র, মিত্র, শত্রু ধন, বল, বিদ্যা, সুহৃদ,-আত্মীয়—এইভাবে বিচিত্র স্বপ্ন দেখতে দেখতে তিনি ভুলেই গেলেই নিজের স্বভাবধর্ম, তারপর অজ্ঞানের নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লেন।

মতি—আর্যপুত্র, পুরুষের চিত্তে প্রবোধের উদয় কেমন করে হবে—দীর্ঘ নিদ্রায় জাগরণের আশা যেখানে দূরীভূত ?

রাজা—(লজ্জায় মুখ নত করলেন)

মতি—আপনি আমার কথার উত্তর না দিয়ে লজ্জায় মাথা নত করে নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন কেন ?

রাজা—প্রিয়ে, রমণীদের হৃদয় প্রায়ই ঈর্ষাকলুষিত হয়ে থাকে। তাই নিজেকে অপরাধী মনে করছি।

মতি—আর্যপুত্র, যে-সব রমণী প্রেমে অনুপ্রেরিত স্বামীদের ঈপ্সিত কর্মে অথবা স্বামীদের ধর্মকর্মে বিঘ্ন ঘটায় তারা তো স্বতন্ত্র প্রকৃতির।

রাজা—প্রিয়ে, দীর্ঘ বিরহের ফলে মানিনী ও ঈর্ষান্বিতা উপনিষদ্-দেবীর সঙ্গে আমার মিলন হবে, এ মিলন সম্ভব হবে শান্তি প্রভৃতির অনুকূল সাহায্যে। তুমি যদি কিছুকালের জন্যে বিষয়ভোগে নিবৃত্ত হয়ে নীরবে থাক, যখন জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটবে তখনই হবে প্রবোধের জন্ম। ৩০ ॥

মতি—আর্যপুত্র, যদি দৃঢ়বদ্ধ বংশপ্রভুর বন্ধনমোচন ঘটে তাহলে আপনি নিত্য তাঁর সঙ্গে (উপনিষদ্-দেবীর) মিলিত থাকুন। এটি আমার কাছে নিশ্চয়ই প্রিয়।

রাজা—প্রিয়ে, তুমি যদি এভাবে প্রসন্ন থাক তবে বলতে হবে, আমার মনোরথ সিদ্ধ হয়েছে। কারণ—জগতের আদি ও অনন্ত প্রভু যিনি ত্রিভুবনের উৎস—তাকে মানুষ বহুখণ্ডে ভাগ করে নগরে নগরে ছড়িয়ে দিয়েছে। আমি বিদ্যার সাহায্যে ব্রহ্ম-হন্তা তাদের ধ্বংস যথা বিধি করে ব্রহ্মের সঙ্গে তাদের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করব। এই হবে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। ৩১ ॥

তবে তাই হোক। পরিকল্পনাকে কাজে রূপ দেবার জন্যে শম ও দম প্রভৃতিদের নিযুক্ত করি।

(মতি ও বিবেকের প্রস্থান)

॥ শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রবিরচিত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের সংসারাবতার নামক প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × দ্বিতীয় অঙ্ক × × × × × × × × × × × ×

(তারপর প্রবেশ করলেন দম্ভ)

দম্ভ—মহারাজ মহামোহ আমাকে এইভাবে আদেশ করেছেন—'বৎস দম্ভ, বিবেক তার অমাত্যদের সঙ্গে শপথপূর্বক ঘোষণা করেছেন—প্রবোধচন্দ্রের উদয় হবে। শম, দম প্রভৃতির বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে পাঠানো হয়েছে। আমার বংশনাশ অদূরবর্তী—তোমারা অবহিত থেকে এর প্রতিবিধান করো। পৃথিবীতে মুক্তি-লাভের জন্য শ্রেষ্ঠ তীর্থ বারাণসী— তুমি সেখানে গিয়ে চারিবর্ণের মুক্তিপথে বাধা সৃষ্টি করতে তৎপর হও।'

এখন বারাণসী অনেকটা আমার অধিকারেই এসেছে; প্রভুর যথানির্দিষ্ট আদেশও পালন করেছি। এখন আমার বশীভূত লোকেরা চন্দ্রালোকিত রাত্রিগুলি বারাঙ্গনাগৃহে মদের গন্ধে ভরা রমণীমুখ এবং অধরপানে আমোদিত থেকে গাঢ় মদনোৎসবের আনন্দে কাটায়, আর দিনে ভাণ করছে তারা যেন সর্বজ্ঞ, যেন তারা দীক্ষিত, যেন তারা দীর্ঘকাল যাবৎ অগ্নিহোত্র যজ্ঞে সুনিপুণ—যেন তারা ব্রহ্মজ্ঞ এবং তাপস। এইভাবে এইসব ধূর্ত ব্যক্তি জগৎকে প্রতারিত করছে। (দেখে) কে এই পথিক ভাগীরথী পার হয়ে এখন এইদিকেই আসছেন? ॥ ১ ॥

তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে যেন তিনি অভিমানের দহনে জ্বলছেন, যেন তিনি ত্রিলোকগ্রাসে উদ্যত; যেন তিনি বাক্যের দ্বারা তাদের তিরস্কার করছেন এবং জ্ঞানের দ্বারা উপহাস করছেন। মনে হচ্ছে ইনি দক্ষিণ রাঢ়া-দেশ থেকে আগত। যাই হোক মাননীয় অহঙ্কারের এই বৃত্তান্ত অনুসরণ করব।

(যথাবর্ণিত অহঙ্কারের প্রবেশ)

অহঙ্কার—হায়, জগৎ মূর্খে পূর্ণ[৩]। কারণ এরা গুরু প্রভাকরের[৪] বক্তব্য শোনে নি, কুমারিল ভট্টের[৫] দর্শনের কথা জানে না, শালিকের তত্ত্ব[৬] জানে না, বৃহস্পতির[৭] আর কথা কী? এরা মহোদধির[৮] সুন্দর উক্তিগুলির অর্থ বোঝে না, মহাব্রতের[৯] সূক্ষ্ম বস্তুবিচারের সঙ্গেও পরিচিত নয়। তাহলে এই নরপশুগণ কীভাবে নিশ্চিত হয়ে আছে? ॥ ৩ ॥

(দেখে) এরা সেই সমস্ত লোক যারা অর্থ না বুঝে বেদ অধ্যয়ন করে এবং এইভাবে বেদের অর্থ কলুষিত করে দেয়। (অন্যদিকে গিয়ে) এরা ভিক্ষালাভের সুবিধার জন্যেই মুনিবর অবলম্বন করেছে; মুণ্ডিতমস্তক এইসব লোক মনে করে যে এরাই পণ্ডিত—এইভাবে এরা বেদান্তশাস্ত্রকে বিপন্ন করছে। (হেসে) বেদান্তশাস্ত্র প্রত্যক্ষাদিলব্ধ অভিজ্ঞতার বিরোধী শিক্ষাই দিয়ে থাকে, এই বেদান্ত যদি শাস্ত্র হয় তবে বৌদ্ধেরা কী অপরাধ করছে[১০]? সুতরাং এদের বাক্যশ্রবণই অনিষ্টকর ॥ ৪ ॥

(পুনরায় অন্যদিকে গিয়ে) এই যে এখানে আছে শৈব এবং পাশুপতগণ; এরা অনেক কষ্টে অক্ষপাদের[১১] মতো আয়ত্ত করেছে—এরা পশুতুল্য, পাষণ্ড। এদের সঙ্গে বাক্যালাপ করলেও লোকে নরকে গমন করে। সুতরাং এদের দর্শনপথের বাইরে দূরে রাখাই উচিত। (পুনরায় অন্য দিকে গিয়ে) এই যে এরা গঙ্গাতীরে বিন্যস্ত শিলায় উজ্জ্বল কুশাসনে বসে আছে, গঙ্গাতরঙ্গের সংস্পর্শে শিলাগুলি শীতল; এদের হাতে কুশতৃণ আর কমণ্ডলুশোভিত এক বৃহৎ দম্ভ; অঙ্গুলির অগ্রভাব রত রয়েছে (ভগবানের নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে) রুদ্রাক্ষমালার অক্ষগণনায়। এরা প্রতারকের দল, ধনীর অর্থ আত্মসাৎ করাব এদের কাজ! (পুনরায় অন্যদিকে গিয়ে) এরা ত্রিদণ্ডীর[১২] বেশে জীবিকা নির্বাহ করছে—এরা দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদ, কোনো মতই অনুসরণ করে না। (অন্যদিকে তাকিয়ে) তাইতো, এই আশ্রমটি কার? দিব্যনদী গঙ্গার খুব কাছেই এখানে সহস্র ধৌত শ্বেতবস্ত্র—দরজার খুব কাছেই প্রোথিত উচ্চ বংশদণ্ডের উপরে উড়ছে; এখানে মাটিতে সাজানো রয়েছে দৃষদ-উপল[১৩],

সমিধ[১৪], চাষাল[১৫], উলূখল[১৬] আর মুসল[১৭]! সব কিছুই যোগসাধনের উপকরণ), এখানকার আকাশ অবিরাম ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন—সেই ধোঁয়া নিরন্তর আহুতির ফলে সুগন্ধি! নিশ্চয়ই এটি কোনো গৃহস্থের আবাস! আচ্ছা এটি তো অতি পবিত্র তীর্থস্থান, এখানে আমরা দু' তিন দিন থাকতে পারি। (প্রবেশ অভিনয়) (তারপরে চেয়ে দেখে)—আরে ললাট, বাহু, উদর, বক্ষ, কণ্ঠ, ওষ্ঠ, পৃষ্ঠ, চিবুক, উরু, কপোল, জানু- মাটির ফোঁটায় চিহ্নিত, চূড়াগ্র, কর্ণ, কটি, পাণি দর্ভাঙ্কুর-বিরাজিত,—মূর্তিমান্ দম্ভের মতো দেখতে লাগছে। (কাছে গিয়ে) আপনার কল্যাণ হোক।

(দম্ভ 'হুম্'—এই শব্দ উচ্চারণ করে তাকে বাধা দিল।
এর পর বটুর[১৮] প্রবেশ)

বটু—(ব্যস্ততার সঙ্গে) ওগো ব্রাহ্মণ, দূরেই থাকো। এই আশ্রমে পাদপ্রক্ষালন করে প্রবেশ করতে হবে।

অহঙ্কার—(সক্রোধে) ওরে দুরাত্মন্! আমি তো এসেছি তুরুস্কদেশে[১৯]; এখানে তো গৃহীরা পাদ্য-আসন দিয়েও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অতিথিদের অভ্যর্থনা করে না।

(দম্ভ হস্তের ইঙ্গিতে তাকে শান্ত করলেন)

বটু—পূজ্যপাদ আচার্য বলছেন—আপনি বহু দূরদেশ থেকে এসেছেন, আপনারা রা আপনার কুলশীল সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছুই জানি না।

অহঙ্কার—আঃ! আমাদের কুলশীল বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে নাকি? শোনো—
গৌড় একটি অনুপম দেশ—সেই দেশের অন্তর্গত 'রাঢ়াপুরী' এক অনুপম নগরী; সেখানে 'ভূরিশ্রেষ্ঠক' নামে এক শ্রেষ্ঠ নিবাস—নিবাসের শ্রেষ্ঠ হলেন আমার পিতা। তাঁর উচ্চবংশীয় পুত্রদের কথা কে না শুনেছে? জ্ঞানে চরিত্রে বিবেক-বুদ্ধিতে, সাহসে, বিনয়ে এবং কর্তব্যপালনে আমি আবার তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! ॥ ৭ ॥

(দম্ভ বটুর দিকে তাকালেন)

বটু—(তাম্রপাত্র নিয়ে) ভদ্র! পাদপ্রক্ষালন করুন।

অহঙ্কার—তাই হোক! এতে আর আপত্তির কী থাকতে পারে? আমি তাই করি।

(পা ধুয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন)

(দম্ভ ওষ্ঠ দংশন করে বটুর দিকে তাকালেন)

বটু—দূরে থাকুন। বাতাসে আপনার স্বেদবিন্দু সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে!

অহঙ্কার—আঃ ব্রাহ্মণত্বের এ এক নতুন প্রকাশ বটে!

বটু—হে ব্রাহ্মণ, তাই ঠিক। কারণ,
পাদস্পর্শ না করেই পৃথিবীর নরপতিগণ তাদের চূড়ামণির দীপ্তিতে এঁর পাদপীঠের সম্মুখস্থ ভূমি আলোকিত করে তোলেন ॥ ৮ ॥

অহংকার—(স্বগত) ও, এই দেশ দম্ভের দ্বারা অধিকৃত (প্রকাশ্যে) বেশ, আমি এই আসনেই বসি! (বসতে উদ্যত হলেন)

বটু—না—না, পূজ্যপাদ আচার্যের আসনে অন্য কেউ বসতে পারে না।

অহঙ্কার—আঃ দুরাত্মন্! দক্ষিণ রাঢ়প্রদেশে আমাদের শুচিতা প্রসিদ্ধ—আমরাও এই আসনে বসতে পারব না? মূর্খ। তবে শোনু—

আমার মাতা সদ্‌বংশসম্ভূতা নন, কিন্তু আমি এক বিখ্যাত বংশের কন্যাকে বিবাহ করেছি।৯ এ বিষয়ে আমি পিতা অপেক্ষাও বড়ো। আমার শ্যালকের ভাগিনেয়ের এক কন্যা মিথ্যা অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিল—কিন্তু আমার স্ত্রীর সঙ্গে এর সম্পর্ক থাকায় প্রেয়সী হলেও আমার স্ত্রীকে আমি ত্যাগ করেছি।[২০]

দম্ভ—ওহে ব্রাহ্মণ, তা সত্য হলেও আপনি আমাদের বিষয়ে কিছুই জানেন না। কারণ, আমি একবার পদ্মযোনি ব্রহ্মার গৃহে উপস্থিত হয়েছিলাম—তখন সমবেত মুনিগণ সকলেই আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ১০ ॥ আমাকে সবিনয়ে অভ্যর্থনা জানালেন ব্রহ্মা; তারপর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গোময়-সলিলের দ্বারা শুচিকৃত নিজের উরুস্থলে আমাকে বসালেন।[২১]

অহঙ্কার—(স্বগত) অহো, দাম্ভিক ব্রাহ্মণের কী অত্যুক্তি! (চিন্তা করে) হয়তো ইনি স্বয়ং দম্ভ! তাই হোক! (প্রকাশ্যে) এত গর্বের কী কারণ? (সক্রোধে) ওরে, কে-ই বা ইন্দ্র, কে-ই বা ব্রহ্মা, কোথায় বা এই জগতে মুনিদের উৎসভূমি! আমার তপস্যার শক্তি জেনে রাখো, সেই শক্তিতে শত ইন্দ্র, শত ব্রহ্মা এবং শত মুনিরও পতন ঘটে! ১১ ॥

দম্ভ—(দেখে সানন্দে) তাই তো এ যে আমাদের পূজনীয় পিতামহ—অহঙ্কার। আর্য, আমি লোভের পুত্র দম্ভ, আপানাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

অহঙ্কার—বৎস, আয়ুষ্মান হও। দ্বাপরযুগের অবসানে আমি তোমাকে শিশু অবস্থায় দেখেছিলাম। তারপর দীর্ঘকাল অতীত হয়েছে, আমি এখন বর্ধক্যগ্রস্ত, তাই তোমাকে ঠিক চিনতে পারি নি। তোমার পুত্র অনৃতের কুশল তো?

দম্ভ—হ্যাঁ। মহামোহের আদেশে সে এখন এখানেই আছে, আমি তাঁকে ছাড়া মুহূর্তকালও থাকতে পারি না।[২২]

অহঙ্কার—তোমার মাতা পিতা, তৃষ্ণা এবং লোভ—তারা ভালো আছে তো?

দম্ভ—তাঁরাও রাজা মহামোহের আদেশে এইখানেই আছেন। তাদের ছাড়া আমি মুহূর্তকালও থাকতে পারি না। কোন্ প্রায়াজনে আপনি এখানে এসে আমাদের অনুগৃহীত করেছেন?

অহঙ্কার বৎস, আমি শুনেছি বিবেক মহামোহের গুরুতর ক্ষতিসাধন করেছে। আমি এই সংবাদটি জানবার জন্যেই এখানে এসেছি।

দম্ভ—আপনাকে স্বাগত জানাই। শোনা যাচ্ছে, মহারাজও ইন্দ্রলোক থেকে আজ এখানে আসছেন—তিনি নাকি বারাণসীতেই রাজধানী স্থাপন করতে চান।

অহঙ্কার—মোহ যে সর্বাত্মকভাবে বারাণসীতেই অবস্থানের সঙ্কল্প করেছেন—তার কারণ?

দম্ভ—আর্য, বিবেককে বাধা দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। কারণ—ব্রহ্মার অমর পুরী বারাণসী বিদ্যা ও আধ্যাত্মিক চেতনার (প্রবোধের) জন্মস্থান, বিবেক চায় আমাদের বংশ ধ্বংস করতে—তাই এখানে তার স্থায়িভাবে অবস্থানের সঙ্কল্প।১২ ॥

অহঙ্কার—(সভয়ে) তাই যদি হয় তবে তার এই সঙ্কল্পের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ব্যর্থ। কারণ এখানে ত্রিপুরজয়ী শিব যারা পরম সত্য কী তা জানে না সেইসব অজ্ঞান ব্যক্তিদের প্রতি করুণার্দ্রচিত্ত হয়ে—তাদের শেষ জীবনে এই আধ্যাত্মিক জাগরণের উদ্বোধন করেন যার বলে তারা ভবভয় দূর করতে সমর্থ হয়।১৩ ॥

দম্ভ—সে কথা সত্য, কিন্তু কাম ও ক্রোধ যাদের অভিভূত করেছে তাদের পক্ষে এটি

সম্ভব নয়। তীর্থযাত্রী সাধু ব্যক্তিগণ বলে থাকেন—যাদের হস্ত, পদ, মন, জ্ঞান, তপস্যা এবং জননেন্দ্রিয় সংযত তারাই এই তীর্থস্থানের ফল লাভ করে থাকেন। ১৪॥

নেপথ্যে

শোনো পুরবাসিগণ, রাজা মহামোহ এখানে উপস্থিত! তাই স্ফটিক ও মণিখচিত শিলাবেদীগুলি চন্দনের ধারায় সুসংস্কৃত করা হোক. ফোয়ারাগুলি খুলে দাও, তাদের জলধারা গৃহের চারিধারে প্রসারিত হোক, বৃহৎ মণিখচিত উজ্জ্বল তোরণগুলি ঊর্ধ্বে উত্তোলিত হোক এবং প্রাসাদশীর্ষে নানাবর্ণের বিচিত্র পতাকা শোভা বিস্তার করুক। ১৫॥

দম্ভ—আর্য, মহারাজ নিকটবর্তী হয়েছেন, আপনি এগিয়ে গিয়ে সাক্ষাৎ করুন—তাতে অভ্যর্থনা জানানো হবে।

অহঙ্কার—তাই হোক।

(উভয়েই প্রস্থান)

(প্রবেশক)

(মহামোহ প্রবেশ করলেন—উপযুক্ত মহিমায় ভূষিত হয়ে, সঙ্গে অনুচরবর্গ)

মহামোহ—(হেসে) অহো, মূর্খের কোন শাসন নেই! দেহের অতিরিক্ত এক আত্মা আছে, সে পরলোকে গিয়ে ফলভোগ করে—এই যে মত, এটা হল আকাশস্থ বৃক্ষের কুসুম থেকে স্বাদু ফলের আশা পোষণ করা। ১৬॥

যা তাদের কল্পনারই সৃষ্টি তার অস্তিত্ব মেনে নিয়ে দুষ্টবুদ্ধি ব্যক্তিগণ জগৎকে প্রতারিত করছে। যে বস্তু নেই তা আছে এই মিথ্যা প্রচার করে বহু বাচাল আস্তিক সত্যবাদী নাস্তিকদের নিন্দা করে বেড়ায়। বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করা যাক। যখন দেহ ধ্বংস হয়ে তখন কি কেউ দেখেছে দেহাতিরিক্ত কোনো আত্মা নূতন পরিণামে চেতনায় সঞ্জীবিত হচ্ছে? ১৭॥

তারা কেবল জগৎকেই নয়, নিজেদেরও প্রত্যারিত করে। কারণ মুখ প্রভৃতি অবয়বের সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও জাতিবর্ণভেদ কোথা থেকে আসে? আমাদের বা অপরের কোনো সম্পদ এবং স্ত্রীলোক—এই দুই-এর মধ্যে কোনো পার্থক্যই আমরা স্বীকার করি না। ১৮॥ প্রাণিহিংসা, স্ত্রীলোকদের স্বৈরিণীতা, পরের সম্পদ গ্রহণ—এই সব বিষয়ে কার্যাকার্য বিচার যা কিছু তা পৌরুষহীন ব্যক্তিরাই করে থাকে।

(চিন্তা করে, সগর্বে) সব দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় লোকায়তই একমাত্র শাস্ত্র। এই শাস্ত্রমতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ, পৃথিবী, জল, তেজ তেজ ও বায়ু এরাই হল তত্ত্ব, ভৌতিক পদার্থগুলি অর্থ ও কাম মানুষের একমাত্র লক্ষ্য। ভৌতিকপদার্থগুলি নিজস্ব চেতনাতেই সক্রিয় হয়ে উঠে। পরলোক নেই, মৃত্যুই মোক্ষ। বাচস্পতি আমাদের ভাবনার অনুসরণ করে এই শাস্ত্র প্রণয়ন ক'রে চার্বাককে দান করেন—তিনি শিষ্যানুক্রমে এই শাস্ত্র ভূতলে প্রচারিত করেছেন।

(শিষ্যের সঙ্গে চার্বাকের প্রবেশ)

চার্বাক—বৎস, জেনে রাখো, দন্ডনীতিই বিদ্যা—কৃষিবিদ্যা ও বাণিজ্য এরই অন্তর্ভুক্ত। তিন বেদ কতকগুলি প্রতারকের প্রলাপোক্তি। তারা স্বর্গের কথা বললেও তাতে বিশেষত্ব কিছু নেই। দেখো—

পুরোহিত যজ্ঞে কতকগুলো যজ্ঞীয় বস্তুর ধ্বংস করেন—

তার ফলেই যদি স্বর্গলাভ সম্ভব হয় তবে দাবাগ্নি-দগ্ধ বৃক্ষ থেকেও যথেষ্ট ফল আশা করা যেতে পারে।

আরও দেখো, যজ্ঞে পশু নিহত হলে সেই পশু স্বর্গে যাবে এই যদি মনে করা হয় তবে যজমান নিজের পিতাকে বধ করেন না কেন ? ২০ ॥

তাছাড়া—যদি শ্রাদ্ধে প্রদত্ত অন্নপিণ্ড মৃতব্যক্তিদের তৃপ্তিবর্ধন করতে পারে তবে তৈল নির্বাপিত দীপশিখাকে বর্ধিত করতে পারে না কেন ? ২১ ॥

শিষ্য—আচার্য, যদি খাওয়া এবং পান করা-ই পুরুষের পরমার্থ হয় তাহলে এই সকল মুনি সংসারসুখ ত্যাগ করে পরাক, সান্তপন ষষ্ঠক[২৪] প্রভৃতি তপস্যায় নিজেদের পীড়িত করছে কেন ?

চার্বাক—শঠ রচিত বেদের আশা-মোদকের আশ্বাসে এই মূর্খেরা প্রতারিত। দেখ—আয়তলোচনা রমণীদের সেই আলিঙ্গনই বা কোথায়—যে আলিঙ্গনে বাহুদ্বয় স্কন্ধদেশকে নিপীড়িত করে, আর যে আলিঙ্গন উন্নত কুচযুগলের পীড়নে সুখকর এবং কোথায়ই বা ভিক্ষাবৃত্তি, উপবাস, তপস্যা, আর সূর্যের খরতাপের শোষণ—যে তাপে এই সব মূর্খের দেহ জীর্ণ হতে থাকে ! ২২ ॥

শিষ্য—আচার্য ! এই তপস্বিগণ বলে থাকেন দুঃখের সঙ্গে মিশ্রিত বলেই সাংসারিক সুখ ত্যাগ করা উচিত।

চার্বাক—(হেসে) আঃ ! এই সবই হল নরপশুদের মূর্খতার প্রকাশ ॥ ২৩ ॥

দুঃখের সঙ্গে মিশ্রিত বলেই বিষয়সুখ ত্যাগ করতে হবে—এটি হল মূর্খদের বিচার। নিজের কল্যাণ যে চায় এমন কোনো পুরুষ তুষ ও ধূলায় আচ্ছন্ন বলেই ধানকে পরিত্যাগ করে ?

মহামোহ—তাইতো, দীর্ঘকাল পরে প্রমাণবাক্য শুনে আমার কর্ণযুগল তৃপ্ত হল। (দেখে, সানন্দে) এ যে প্রিয় বন্ধু চার্বাক ![২৫]

চার্বাক—(দেখে) স্বয়ং মহারাজ মহামোহ ! (কাছে গিয়ে) মহারাজের জয় হোক ! চার্বাক আপনাকে প্রণাম করছে !

মহামোহ—চার্বাক, তোমাকে স্বাগত জানাই। এইখানে বসো।

চার্বাক—(বসে) কলির সাষ্টাঙ্গ প্রণাম গ্রহণ করুন।

মহামোহ—ওহে কলি, তোমার অব্যাহত কল্যাণ হোক।

চার্বাক—আপনার আশীর্বাদে সর্বত্রই কুশল। আপনার আদিষ্ট কাজ সবই শেষ করে আপনার চরণে নিবেদন করতে এসেছি।

কারণ—আপনার মহান আদেশলাভের পর শত্রুর নিপাত করে সে তা পালন করেছে। সে এখন সুখী—গভীর আনন্দে তার মুখমণ্ডল প্রসন্ন—সে আজ ধন্য। তাই সে এখন আপনার চরণকমলে প্রণত। ২৪ ॥

মহামোহ—কিন্তু কলি কতটুকু কাজ করেছে ?

চার্বাক—দেব ! ধার্মিক ব্যক্তিরা যাতে বেদ-প্রদর্শিত পথ ত্যাগ করে ইচ্ছামত বিচরণ করে, সে তাই করেছে। এ কৃতিত্বে কলির গৌরব নেই, আমারও নেই—আপনার পৌরুষই এখানে প্রভাব বিস্তার করেছে। ২৫ ॥

উত্তর-পশ্চিমাংশের ব্যক্তিগণ বেদত্রয় ত্যাগ করেছেন—প্রশান্তি বা সংযমের কথা ছেড়েই দিলাম। অন্যান্য স্থানেও তিন বেদ এখন জীবিকার উপায় মাত্র।

আচার্য বৃহস্পতি বলেছেন—

অগ্নিতে আহুতি, বেদত্রয়, ত্রিদণ্ডবহন এবং দেহে ভস্মানুলেপন—তাদেরই জীবিকার উপায় যাদের প্রজ্ঞা নেই, পৌরুষও নেই। কুরুক্ষেত্র এবং অন্যান্য স্থানে জ্ঞানের জন্ম হবে বা আধ্যাত্মিক জাগরণ ঘটবে আপনি স্বপ্নেও এমন কিছুতেই আশঙ্কা করবেন না। ২৬ ॥

মহামোহ—সুন্দর কাজ করেছে—এই মহৎ তীর্থক্ষেত্র তাহলে ব্যর্থ করা হয়েছে।

চার্বাক—দেব. আর, আর-একটি সংবাদও নিবেদন করতে চাই!

মহামোহ—কী সেই সংবাদ?

চার্বাক—বিষ্ণুভক্তি[২৬] নামে এক যোগিনী আছে, তার অসামান্য প্রভাব। কলি অবশ্য তার প্রচার কমিয়ে এনেছে। কিন্তু যারা আশীর্বাদে ধন্য হয়েছে—তাদের দিকে তাকাতেও সাহস পাই না। আপনি তার সম্পর্কে একটু অবহিত থাকবেন।

মহামোহ—(সভয়ে স্বগত) তার মহাপ্রভাবের কথা সর্বত্র প্রচারিত—সে স্বভাবতই আমাদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন—তাকে ধ্বংস করা কঠিন। যাই হোক (আত্মগতভাবে) অত্যন্ত অমঙ্গলজনক কিছু হলেও ভবিষ্যতে একটা ব্যবস্থা নিতেই হবে। (প্রকাশ্যে) এই ব্যাপারে কোনো শঙ্কা না করাই কর্তব্য। কাম এবং ক্রোধ যেখানে রয়েছে তখন বিষ্ণুভক্তি কোথায় আবির্ভূত হবে?

চার্বাক—তবু শত্রু ক্ষুদ্র হলেও জয়াভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে তার সম্পর্কে নিশ্চেষ্ট থাকা অনুচিত। কারণ কণ্টকের অংকুর সূক্ষ্ম হলেও পায়ে যেমন যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে তেমনি ক্ষুদ্র শত্রুও রাজাদের পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। ২৭ ॥

মহামোহ—(নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে) ওহে, এখানে কে আছে?

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবারিক—আপনার জয় হোক। আদেশ করুন, প্রভু!

মহামোহ—ওহে অসৎসঙ্গ! তুমি গিয়ে কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ ও মাৎসর্য প্রভৃতিদের এই নির্দেশ দাও তারা যেন অবহিত থেকে যোগিনী বিষ্ণুভক্তিকে হত্যা করে।

দৌবারিক—প্রভুর যেমন আদেশ! (প্রস্থান)

(তারপর পত্র হাতে নিয়ে জনৈক পুরুষের প্রবেশ)

পুরুষ—আমি উৎকল থেকে আসছি। সেখানে সাগরের তীরে পুরুষোত্তমের মন্দির আছে। সেখান থেকে আমার প্রভু, দম্ভ আর মান আমাকে রাজার কাছে পাঠিয়েছেন। এই তো বারাণসী, এই যে রাজার প্রাসাদ। প্রবেশ করা যাক, (প্রবেশ করে) মহারাজ চার্বাকের সংগে কী যেন কথা বলছেন। এঁর কাছেই যাই। প্রভুর জয় হোক! এই পত্রটি দেখুন; এটি প্রয়োজনীয়।

(পত্র হাতে দিল)

মহামোহ—(পত্র হাতে নিয়ে) কোথা থেকে আসছ তুমি?

পুরুষ—আমি পুরুষোত্তম মন্দির থেকে আসছি।

মহামোহ—(স্বগত) নিশ্চয়ই ঘোরতর অমঙ্গল কিছু ঘটেছে। (প্রকাশ্যে) চার্বাক, তুমি যাও। কর্তব্য বিষয়ে সতর্ক থেকো।

চার্বাক—প্রভুর যেমন আদেশ! (প্রস্থান)

মহামোহ—(পত্র পাঠ করলেন) 'পুরুষোত্তম থেকে দম্ভ এবং মান বারাণসীবাসী

রাজাধিরাজ পরমেশ্বর মহামোহকে প্রণিপাতপূর্বক জানাচ্ছেন যে—এখানকার মঙ্গল; কিন্তু শান্তিদেবী তার মা শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেকের দূত হয়ে দেবী উপনিষদকে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে দিনরাত বোঝাচ্ছেন[২৭]। এদিকে কামের সহচর হয়েও ধর্মের চরিত্রে কিছু বৈরাগ্যের প্রভাব দেখা যাচ্ছে। কাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি কোথায় যেন প্রচ্ছন্ন থেকে বিচরণ করছেন। এখন, এসব সংবাদ জানবার পর আপনি যা করেন।' (সক্রোধে) কী আশ্চর্য! এই দুই মূর্খ শান্তিকেও ভয় পাচ্ছে? কাম প্রভৃতি যখন প্রতিপক্ষ তখন এটা কী করে সম্ভব? কেননা, ব্রহ্মা কেবলমাত্র বিশ্বসৃষ্টি ব্যাপারেই নিরত। দক্ষ-যজ্ঞবিনাশী শিবের নয়ন গৌরীর বাহুর আলিঙ্গনে সানন্দে চঞ্চল; দৈত্যশত্রু বিষ্ণু সমুদ্রে শয়ান, তাঁর বক্ষ লক্ষ্মীদেবীর কপোলস্থিত অঙ্গরাগে রঞ্জিত; অন্য সাধারণ প্রাণী শান্তিলাভ করবে তার সম্ভাবনা কোথায়? ২৮॥ (পুরুষকে বললেন) চলে যাও মূর্খ! যথাসম্ভব দ্রুত গিয়ে এই সংবাদ দাও—'আমরা জানতে পেরেছি ধর্ম অত্যন্ত নীচমনা—তাকে এক মুহূর্তের জন্যে বিশ্বাস করা সঙ্গত হবে না। তাকে অবিলম্বে বন্দী করতে হবে।'

পুরুষ—আপনার যেমন আদেশ। (প্রস্থান)

মহামোহ—(চিন্তা করে, স্বগত) শান্তির বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করব? অথবা অন্য কোনো ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই! ক্রোধ আর লোভ যথেষ্ট! (উচ্চকণ্ঠে) কে এখানে?

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবারিক—আদেশ করুন প্রভু!

মযামোহ—ক্রোধ ও লোভকে ডেকে আনো।

দৌবারিক—প্রভুর যেমন আদেশ! (প্রস্থান)

(ক্রোধ ও লোভের প্রবেশ)

ক্রোধ—আমি শুনেছি, শান্তি, শ্রদ্ধা ও বিষ্ণুভক্তি মহারাজের বিরুদ্ধাচরণ করছে। আশ্চর্য! আমি বেঁচে থাকতে নিজেদের সম্পর্কে এদের এই অবহেলা কিসের জন্যে? কারণ আমি এই বিশ্বকে অন্ধ ও বধির করব, সচেতনকে অচেতন করব; ফলে কর্তব্য নির্ধারণে তারা অক্ষম হবে, হিতোপদেশ শুনবে না—জ্ঞানী ব্যক্তিও যা শিখেছেন, মনে করতে পারবেন না॥ ২৯॥

লোভ—আর আমি যাদের ধরে রেখেছি, কামনার নদী পরম্পরা তারা অতিক্রম করে আসতে পারে না, তবে তারা শান্তির কথা চিন্তা করবে কখন? দেখো সখা, 'এই যে যাদের গণ্ডস্থলে মদধারা গড়িয়ে পড়ছে, এই হাতিগুলি আমার', 'বায়ু অপেক্ষা দ্রুতগামী এই অশ্বগুলি আমার', আমার আরও বেশি চাই,' 'এইটুকু আমার আয়ত্ত হয়েছে', 'আরও এইটুকু লাভ করব'—এইভাবে এই লোকগুলি যা পেয়েছে তার চেয়েও অধিক কিছু পাবার জন্যে অধীর হয়ে উঠছে—যাদের মন এইভাবে নানা চিন্তায় জর্জরিত, তাদের শান্তি লাভের আশা কোথায়? ৩০॥

ক্রোধ—সখে, তুমি আমার প্রভাব জান। দেবরাজ ইন্দ্র ত্বষ্টার পুত্র বৃত্রকে বধ করেছিলেন; চন্দ্রশেখর শিব ব্রহ্মার মস্তক ছিন্ন করেছিলেন এবং বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের পুত্রদের নিধন করেছিলেন[২৮]। তাছাড়া, আমিও বিদ্যাযুক্ত, খ্যাতি-

যুক্ত, সদাচারমণ্ডিত, মহাশক্তিভূষিত বংশগুলিকে মুহূর্তের মধ্যে চিহ্নিচহ্ন করে দিতে পারি। ৩১ ॥

লোভ—তৃষ্ণা, এদিকে এসো।

(তৃষ্ণার প্রবেশ)

তৃষ্ণা—আর্যপুত্রের কী আদেশ ?

লোভ—প্রিয়ে, শোনো। দেবী তৃষ্ণে! তুমি যদি প্রসন্ন হও; যাদের মন দীর্ঘ আশা-রজ্জুতে বন্ধ—যারা প্রথমে ক্ষেত্র; পরে গ্রাম, বনভূমি, নগর, জনপদ, দ্বীপ,—অবশেষে পৃথিবী পর্যন্ত অধিকারের আশা পোষণ করে, আরও অধিক চাই—এই যাদের কামনা, তুমি যদি তাদের মনে ব্যাপ্ত হয়ে থাকতে পার তবে লক্ষ ভুবন লাভের পরেও প্রাণীদের জীবনে আর কোথায় থাকবে শান্তির আশা ? ৩২ ॥

তৃষ্ণা—আর্যপুত্র! আমি আমার স্বধর্ম অনুসারেই তো এই কর্মে নিযুক্ত আছি। এখন, আর্যপুত্রের যখন আদেশ, তখন কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডেও আমার উদর-পূর্তি হবে না।

ক্রোধ—হিংসা, এখানে এসো।

(হিংসার প্রবেশ)

হিংসা—আমি এসেছি। আদেশ করুন আর্যপুত্র!

ক্রোধ—প্রিয়ে, তুমি যখন আমার সহধর্মিণী, তখন মাতাপিতার বধও আমার কাছে তুচ্ছ ব্যাপার। কারণ, এই পিশাচী মাতাই বা কে ? কে-ই বা আমার পিতা, কারা-ই বা এই কীটতুল্য ভ্রাতৃগণ ? বধ্য এই আত্মীয়-স্বজন, এবং কুটিল ও ধূর্ত বন্ধুদের দ্বারা পরিচালিত এদের জ্ঞাতিগণও বধ্য! ৩৩ ॥ (হস্ত মুষ্টিবন্ধ করে) এদের বংশের এই আবির্ভাবকে যতদিন না সমগ্রভাবে নিঃশেষ করতে পারি ততদিন আমার এই দীপ্যমান ক্রোধবহ্নির স্ফুলিঙ্গ নির্বাপিত হবে না।

(সকলেই সমীপবর্তী হল)

সকলে—প্রভুর জয় হোক।

মহামোহ—শ্রদ্ধার কন্যা শান্তি আমাদের শত্রু। খুব সতর্ক থেকে তাকে হত্যা করতে হবে।

সকলে—প্রভুর যেমন আদেশ!

(সকলের প্রস্থান)

মহামোহ—'শ্রদ্ধার কন্যা'—এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কৌশলের কথা মনে পড়ছে। ব্যাপারটা এই—শান্তির মাতা শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা তো পরনির্ভর। সুতরাং যে-কোনো উপায়ে হোক আমরা উপনিষদের কাছ থেকে শ্রদ্ধাকে দূরে সরিয়ে রাখব। শান্তি অত্যন্ত কোমল, মাতৃবিচ্ছেদ সে সইতে পারবে না—এই বিচ্ছেদেই তার মৃত্যু ঘটবে। শ্রদ্ধাকে ধরে আনতে বিলাসিনী মিথ্যাদৃষ্টিই পারবে। এই কাজে তাকে নিযুক্ত করা যাক। (পাশে তাকিয়ে) বিভ্রমাবতি, অবিলম্বে বিলাসিনী মিথ্যাদৃষ্টিকে ডেকে আনো।

বিভ্রমাবতী—প্রভুর যেমন আদেশ!

(প্রস্থান ও পরে মিথ্যাদৃষ্টির সঙ্গে প্রবেশ)

মিথ্যাদৃষ্টি—সখি, দীর্ঘকাল মহারাজের সঙ্গে দেখা নেই, কেমন করে ওর মুখের দিকে

তাকাব ? তিনি আমাকে তিরস্কার করবেন না তো ?

বিভ্রমাবতী—সখি, তোমার মুখ দেখে মহারাজ নিজেকেই ভুলে যাবেন। তোমাকে কী করে তিরস্কার করবেন ?

মিথ্যাদৃষ্টি—সখি, আমাকে মিথ্যে ভাগ্যবতী বলে ঠাট্টা করছ কেন ?

বিভ্রমাবতী—এখুনি দেখতে পাবে সৌভাগ্যের অলীকত্ব ! কিন্তু নিদ্রালু দেখতে পাচ্ছি প্রিয়সখীর চোখ দুটি। তা প্রিয় সখীর লোচনের নিদ্রাহীনতার কারণ কী ?

মিথ্যাদৃষ্টি—সখি, একজনের যিনি প্রিয়া তারই তো চোখে ঘুম নেই, আমাদের মতো যারা 'সর্ববল্লভা',[২৯] তাদের তো কথাই নেই !

বিভ্রমাবতী—কে কে প্রিয়সখীর বল্লভ ?

মিথ্যাদৃষ্টি—সখি, প্রথমে রাজা, তারপর কাম, ক্রোম, লোভ, অহঙ্কার। অথবা সবিস্তারে বলার কোনো প্রয়োজন নেই। এই বংশে যে-ই জন্মগ্রহণ করেছে—বালক, যুবক, বা বৃদ্ধ—কেউ আমাকে ছাড়া দিনরাত্রি উপভোগ করতে পারে না ; আমি তাদের হৃদয়ে নিহিত থাকি।

বিভ্রমাবতী—কিন্তু আমি শুনেছি কামের প্রিয়া রতি, ক্রোধের প্রিয়া হিংসা, লোভের প্রিয়া তৃষ্ণা, তুমি তাদের স্বামীর সঙ্গে প্রতিদিন রমণ করেও তাদের ঈর্ষা সৃষ্টি করছ না—এ কেমন করে সম্ভব ?

মিথ্যাদৃষ্টি—ঈর্ষার কথা তুলছ কেন, সখি ; তারাও তো আমাকে ছাড়া মুহূর্তকালও উপভোগ করতে পারে না।

বিভ্রমাবতী—সখি, সেই জন্যেই আমি বলেছি, তোমার মতো ভাগ্যবতী পৃথিবীতে আর নেই। যে সপত্নীগণ এই ভাগ্যের অধিকারিণী নয় তারাও তোমাকে প্রসন্ন করতে চায়। সখি, আমি তোমাকে অন্য কিছু বলব। তোমার চোখে নিদ্রালুতা, শ্লথবিন্যস্ত চরণে নূপুরের ঝঙ্কার অনুরণিত হচ্ছে—এ অবস্থায় রাজার কাছে গেলে রাজার মনে সন্দেহ হতে পারে।

মিথ্যাদৃষ্টি—এতে সন্দেহের কী আছে ? আমাদের এই 'অবিনয়' তো মহারাজের নিয়োগের জন্যেই। তাছাড়া, আমার দর্শনমাত্রে যারা প্রসন্ন হয়—তাদের কাছে যেতে আবার ভয় কী ?

মহামোহ—(দেখে) তাই তো ! প্রিয়া মিথ্যাদৃষ্টি এসে পড়েছে। সুন্দর গতিতে সে আসছে ; চলতে গিয়ে বাহু উত্তোলনের জন্যে কঙ্কণের ঝঙ্কার শোনা যাচ্ছে, শ্রোণিভারে সে ক্লান্ত, কিঞ্চিৎ স্থানভ্রষ্ট মালাটিকে যথাস্থানে নিবেশিত করার ছলে যখন সে লীলায় বাহু উত্তোলন করছে তখনই তাঁর বক্ষঃস্থলে। নখক্ষতগুলি ব্যক্ত হয়ে পড়েছে। নীলপদ্মমালার ন্যায় দীর্ঘ নয়নের দৃষ্টিতে সে মনকে আকর্ষণ করছে। ৩৪॥

বিভ্রমাবতী—এই যে মহারাজ। প্রিয় সখি, কাছে যাও।

মিথ্যাদৃষ্টি (কাছে গিয়ে) মহারাজের জয় হোক।

মহামোহ—প্রিয়ে ! তোমার সুপুষ্ট উরু নিয়ে আমার জানুতে উপবেশন করো—তোমার বক্ষের নখক্ষত উন্মুক্ত করে আমাকে আলিঙ্গন করো। ওগো মৃগনয়না, হিমালয়কন্যা পার্বতী শঙ্করের ক্রোড়ে বসে যে শোভা বিস্তার করেছিলেন তারই অনুকরণ করো। ৩৫॥

(মিথ্যাদৃষ্টি মৃদু হেসে তা-ই করলেন)

মহামোহ—(আলিঙ্গনের সুখ অনুভব ক'রে) প্রিয়ার আলিঙ্গনে আমার যৌবন যেন ফিরে এসেছে। কেননা, প্রেমের এক প্রবল এবং নূতন অনুভূতি আমার মনকে ব্যাকুল করে তুলেছে; চঞ্চল মনে অতীতে সেসব ভাবের সঞ্চার ঘটত, বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশে যে গভীর আনন্দের আবির্ভাব হত—তা-ই যেন অনুভব করছি। ৩৬ ॥

মিথ্যাদৃষ্টি—মহারাজ! নবযৌবন আমারও ফিরে এসেছে; ভাবের ঐক্যজাত প্রেমকে কাল নষ্ট করতে পারে পারে না। মহারাজ আদেশ করুন, কেন আমাকে স্মরণ করেছেন বলুন।

মহামোহ—প্রিয়ে! যে হৃদয়ের বাইরে থাকে তাকেই লোকে স্মরণ করে; কিন্তু তুমি আছ আমার মনের প্রাচীরে শোভিতা এক চিত্রিতা মূর্তি'র মতো। ৩৭ ॥

মিথ্যাদৃষ্টি—আপনার বিশেষ অনুগ্রহ!

মহামোহ—তোমার ছলা-কলা সম্পূর্ণ উন্মোচিত করেই তুমি সর্বত্র বিচরণ করো। আর-একটি কথা। 'দাসীপুত্রী' [৩০] শ্রদ্ধা বিবেকের সঙ্গে উপনিষদের মিলন ঘটাবার আয়োজনে উদ্যোগী হয়েছে—সুতরাং তুমি আমার বিরুদ্ধচারিণী সেই পাপীয়সীকে, সেই বারাঙ্গনাকে কেশে আকর্ষণ করে নিয়ে এসে পাষণ্ডদের মধ্যে ছেড়ে দাও। ৩৮ ॥

মিথ্যাদৃষ্টি—প্রভু যা চান তার'সব কিছু যদি এ-ই হয়ে থাকে তবে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। বলামাত্র আপনার দাসী শ্রদ্ধা আজ্ঞা পালন করবে। আমি যখন তাকে বলব, ধর্ম মিথ্যা, মুক্তি মিথ্যা, বেদের পথ মিথ্যা, সুখের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে ব'লে শাস্ত্রের বাণীও মিথ্যা, স্বর্গফলও মিথ্যা—তখন উপনিষদ্ তো দূরের কথা সে বেদের পথই ত্যাগ করবে। তাছাড়া, আমি শ্রদ্ধাকে উপনিষদ থেকে, বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আসব। আমি শুধু তাকে বলব বেদমার্গে'র বিচ্যুতির কথা, মোক্ষ পরিকল্পনার দুর্বলতার কথা, যেখানে কোনো সুখের আশ্বাস নেই।

মহামোহ—যদি তাই হয়, আমি ভাবব, আমার প্রিয়া আমার জন্যে একটি প্রিয় কাজ করলেন। (পুনরায় আলিঙ্গনপূর্বক চুম্বন করলেন)

মিথ্যা দৃষ্টি—প্রভু যখন ওভাবে প্রকাশ্যে ব্যবহার করেন—আমাদের লজ্জা হয়।

মহামোহ—তাই হোক, চলো ঘরে যাই। (সকলের প্রস্থান)

॥ শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রবিরচিত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের 'মহামোহ প্রধান' নামক দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × তৃতীয় অংক × × × × × × × × × × × × ×

(শান্তি ও করুণার প্রবেশ)

শান্তি—মা, মা, কোথায় তুমি? আমাকে তোমার প্রীতিজনক দর্শন দাও! যার আনন্দ ছিল বনভূমি, যেখানে হরিণের ভয় থেকে মুক্ত, পর্বতশ্রেণীতে যেখানে জলধারা প্রবহমান , যার আনন্দ ছিল পুণ্যভূমিতে, সতত তপোনিরত তপস্বিজনে—তিনি এখন বধ্যভূমিতে উপস্থিত কপিল গাভীর মতো পাষণ্ডহস্তে নিপীড়িত হয়ে কেমন করে প্রাণ ধারণ করবেন? ১ ॥

অথবা, তাঁর জীবনের আশা করে কোনো লাভ নেই। কারণ—আমাকে না দেখে শ্রদ্ধা স্নান করেন না, ভোজন করেন না, জলপানও করেন না। আমাকে ছেড়ে তিনি এক মুহূর্তও জীবন ধারণ করেন না। ২॥

তাহলে শ্রদ্ধা ছাড়া শান্তির মুহূর্তকালের জীবনও বিড়ম্বনামাত্র। সখী করুণা, আমার জন্যে চিতা প্রস্তুত করো। অবিলম্বে অগ্নিতে প্রবেশ করে তাঁর সহচরী হব।

করুণা—(অশ্রুপূর্ণ নয়নে) সখি, ভীষণ অগ্নিশিখার মতো দুঃসহ এই কথাগুলো বলে আমাকে মৃত্যুর মুখে নিয়ে যাচ্ছ। তুমি প্রসন্ন হও, কিছুকালের জন্যে জীবন রক্ষা করো। এর মধ্যে আমি নিপুণভাবে সন্ধান নিয়ে দেখব—মুনিজনে ভরা পুণ্যাশ্রমযুক্ত ভাগীরথী তীরগুলির কোথাও তিনি মহামোহের ভয়ে কোনো-রকমে লুকিয়ে বাস করছেন কিনা।

শান্তি—সখি, তুমি আর কী খুঁজবে? আমি তো কত খুঁজে দেখলাম! নদীর কূলে কূলে যে মুনিগণ বাস করছেন, যেখানে বালুকাময় তীরভূমি নীবার ধান্যের দ্বার বিচিত্র, আমি যজমানদের গৃহে গৃহে খুঁজেছি, যেখানে যজ্ঞীয় কাষ্ঠ, চষাল এবং চমসে যথারীতি শোভিত[১]; আমি তাকে খুঁজেছি চার আশ্রমের[২] মানুষদের মধ্যে—কিন্তু কোথাও শ্রদ্ধার কথা শুনি নি। ৩॥

করুণা—সখি. আমি এই কথাই বলি। শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকস্বভাবাপন্না; যদি তাই হয়ে থাকে তবে তাঁর এই দুর্গতি সম্ভব মনে হয় না; তাঁর মতো পুণ্যবতী রমণী এরকম অসম্ভাবনীয় দুর্দশার অধীন হতে পারেন না।

শান্তি—সখি, দৈব যদি বিরোধী হয় তবে কী-না সম্ভব? কারণ—জনকদুহিতা শ্রীরূপা সীতা দশানন রাবণের গৃহে বাস করেছিলেন; দেবীত্রয়ীকে (তিন বেদ) দানবেরা পাতালে নিয়ে গিয়েছিল[৩]; গন্ধর্বকন্যা মদালসাকে দৈত্যরাজ পাতালকেতু ছলে অপহরণ করেছিলেন[৪]। হায়, দৈবের ক্রিয়াকলাপ বিরোধী এবং নিষ্ঠুর। তাই, এই সব বিধাতারই লীলা, এইভাবেই গ্রহণ করতে হবে। তাই হোক, এই অধার্মিক নাস্তিকদের গৃহে খুঁজে দেখব। ৪॥

করুণা—সখি, তাই হোক। (সম্মুখে অগ্রসর হয়ে, সভয়ে) সখি, রাক্ষস! রাক্ষস!

শান্তি—কে এই রাক্ষস?

করুণা—দেখো সখি, দেখো! ওর দেহ থেকে মল গলে পড়ছে, ফলে দেখতে এত বীভৎস হয়েছে যে দেখা যায় না। মাথার কেশপাশ উন্মূলিত, বসনহীন, কুদর্শন। হাতে একটি ময়ূরের পালক নিয়ে সে এইদিকেই আসছে।

শান্তি—সখি, লোকটা রাক্ষস নয়; এ নির্বীর্য!

করুণা—তাহলে এ কে?

শান্তি—মনে হয় কোনো পিশাচ।

করুণা—উজ্জ্বল সূর্য আকাশে প্রকাশিত—তার দীপ্ত কিরণমালায় ভুবনপ্রদেশগুলি আলোকিত—এ অবস্থায় পিশাচের অবকাশ কোথায়?

শান্তি—তাহলে হয়তো এ কোনো দুর্বৃত্ত নারকী—সম্প্রতি নরক থেকে মুক্ত হয়ে এসেছে। (দেখো চিন্তা করে) ও, এইবার বুঝতে পেরেছি; এ হল দিগম্বর

জৈন—মহামোহ একে পাঠিয়েছেন। সুতরাং সর্বথা দূরে থেকেই এর দর্শন বর্জন করতে হবে। (মুখ ফেরালেন)

করুণা—সখি, একটু দাঁড়াও—শ্রদ্ধাকে খুঁজে দেখি।

(দু'জনে অপেক্ষা করতে লাগল ; তারপর প্রবেশ করল)

দিগম্বর—অর্হৎকে প্রণাম ! নবদ্বারশোভিত[৫] পুরীর মধ্যে (অর্থাৎ দেহের মধ্যে) আত্মা দীপের মতো দীপ্যমান ; এই সত্য মহাজিন উচ্চারণ করেছেন—এই পরম সত্য মুক্তিরূপ সুখ দান করতে সমর্থ। (অগ্রসর হল, পরে আকাশের দিকে তাকিয়ে) শিষ্যগণ ! তোমরা শোনো ! অবিশুদ্ধ মলপিণ্ড এই দেহ সমস্ত জলরাশিতে কীভাবে শোধন করা যায় ? বিশুদ্ধ স্বভাব আত্মাকে মুনিসেবার মাধ্যমেই জানতে হয়। কী বললে ? কী জাতীয় মুনিসেবা ? তাহলে শোনো : দূরে থেকে তাদের চরণে প্রণাম করতে হবে ; তাদের সৎকার করে মিষ্ট খাবার দিতে হবে ; তারা যখন স্ত্রীদের সঙ্গে রমণ করবেন তখন তাদের ঈর্ষা করবে না। ৫, ৬ ॥

(নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে) শ্রদ্ধে, এদিকে এস।

(দুজনে সভয় দৃষ্টিতে তাকাল ; অনুরূপ বেশে শ্রদ্ধার প্রবেশ)

শ্রদ্ধা—আপনি রাজবংশীয়—কী আদেশ আপনার ?

দিগম্বর—এক মুহূর্তের জন্যেও শিষ্যসম্প্রদায়কে ত্যাগ কোরো না।

শ্রদ্ধা—রাজপুরুষের যেমন আদেশ। (প্রস্থান)

করুণা—সখি, আশ্বস্ত হও ! সখীর (শ্রদ্ধা) নাম শুনেই তুমি ভয় পেয়ো না। আমি হিংসার কাছে শুনেছি নাস্তিকদেরও শ্রদ্ধা আছে, তবে সে অন্ধকারের কন্যা, এ বোধহয় তামসী শ্রদ্ধাই হবে।

শান্তি—(আশ্বস্ত হয়ে) সখি, তাই বটে ! কারণ এই দুরাচারা, কুদর্শনা, দুরাশা কোনো রকমেই সদাচারা, সুদর্শনা আমার মাকে অনুকরণ করতে পারে না। ৭ ॥

যাই হোক। বৌদ্ধদের আবাসে তাকে খুঁজব।

(শান্তি ও করুণা পদচারণা করতে লাগল : তারপর পুস্তক হস্তে এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রবেশ)

ভিক্ষু—(চিন্তা করে) হে উপাসকবৃন্দ ! বিশ্বপ্রকৃতিতে সব কিছু বস্তুই ক্ষণস্থায়ী এবং আত্মাবিহীন ; কোনো কিছুরই আত্মা নেই। তাদের দেখে মনে হয়—তারা বাইরে বর্তমান, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা চেতনায় প্রতিফলিত হয় সত্তাহীন ছায়ার মতো—যখন বাসনার বিলুপ্তি ঘটে। ৮ ॥

(পরিক্রমা করতে করতে সগর্বে) বুদ্ধের ধর্ম সুন্দর ! এই ধর্মেই আছে ইন্দ্রিয়ভোগ এবং মুক্তি ! কারণ সুন্দর গৃহে বাস, খুশিমত বারাঙ্গনার উপর অধিকার, ইচ্ছেমতো পছন্দ অনুযায়ী খাদ্য, কোমল শয্যায় শয়ন প্রভৃতির অধিকারী হয়ে যারা শ্রদ্ধাসহকারে বুদ্ধের আরাধনা করে তারা চন্দ্রালোকিত রাত্রি যুবতীগণের পর্যাপ্ত অঙ্গদানের আনন্দে বিহ্বল হয়ে সুখে কাটায়। ৯ ॥

করুণা—সখি, তরুণ তালতরুর মতো উন্নত, কষায় ও ধূসরবর্ণের লম্বা কেশযুক্ত এবং মুণ্ডিতমস্তক এই লোকটি কে ?

শান্তি—ইনি একজন বৌদ্ধ।

ভিক্ষু—হে ভিক্ষুগণ, উপাসকগণ! ভগবান সুগতের অমৃততুল্য বাণী শ্রবণ করো। (পুস্তক থেকে পাঠ করলেন) আমি দিব্যদৃষ্টিতে লোকের সুগতি এবং দুর্গতি দেখতে পাচ্ছি। সমস্ত সংস্কার ক্ষণিকের—স্থায়ী কোনো আত্মা নেই। সুতরাং ভিক্ষুগণ তোমাদের স্ত্রীদের যখন অধিকার করে তখন তাদের ঈর্ষা কোরো না। ঈর্ষা চিত্তের মলস্বরূপ। (নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে) শ্রদ্ধে, এদিকে এসো—

(শ্রদ্ধার প্রবেশ)

শ্রদ্ধা—আদেশ করুন রাজপুরুষ!

ভিক্ষু—সকল সময় ভিক্ষু ও উপাসকদের আলিঙ্গন করে থাকো।

শ্রদ্ধা—রাজপুরুষের যেমন আদেশ। (প্রস্থান)

শান্তি—একটিও তামসী শ্রদ্ধা।[৬]

করুণা—তাই বটে!

দিগম্বর—(ভিক্ষুকে দেখে উচ্চকণ্ঠে) ওহে ভিক্ষু এদিকে এসো, আমি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করব।

ভিক্ষু—(সক্রোধে) আঃ পিশাচাকৃতি! এভাবে প্রলাপ বকছ কেন?

দিগম্বর—ওহে ক্রোধ সংবরণ করো; আমি তোমাকে শাস্ত্রবিষয়ে কিছু প্রশ্ন করব।

ভিক্ষু—ওহে জৈন, শাস্ত্রকথাও জান নাকি? আচ্ছা, দেখা যাক, (কাছে গিয়ে) কী তোমার প্রশ্ন বলো!

দিগম্বর—তুমি তো ক্ষণস্থায়ী, তবে কার জন্যে এই ব্রত পালন করছ?

ভিক্ষু—শোনো, এতে আমার দেহে অনুপ্রবিষ্ট শুদ্ধজ্ঞান সম্বলিত অন্য কেউ যখন বাসনারহিত হবে তখন মুক্তি পাবে।

দিগম্বর—মূর্খ! কবে কখন কোনো একজন লোক মুক্তি পাবে—এতে তোমার কী উপকার হবে, তুমি তো এখনই নষ্ট হয়ে যাচ্ছ? আর-একটি প্রশ্ন—কে তোমাকে এই ধর্মে উপদেশ দিয়েছেন?

ভিক্ষু—সর্বজ্ঞ বুদ্ধ এই ধর্মের কথা বলেছেন।

দিগম্বর—বুদ্ধ যে সর্বজ্ঞ একথা কী করে জানলে?

ভিক্ষু—বুদ্ধ যে শিক্ষা প্রচার করেছেন তাতেই প্রমাণিত যে তিনি সর্বজ্ঞ।

দিগম্বর—তুমি বুদ্ধিহীন! যদি তাঁর উক্তি শুনেই ধরে নাও তিনি সর্বজ্ঞ—তাহলে আমিও বলছি, আমি সব জানি; তুমি, তোমার পিতামহ প্রভৃতি সাতপুরুষ আমার ক্রীতদাস!

ভিক্ষু—(সক্রোধে) আঃ পাপী, পিশাচ! নোংরা কোথাকার! আমি তোমার দাস হতে গেলাম কেন?

দিগম্বর—ওরে বারাঙ্গনা-বিহারী দুষ্ট পরিব্রাজক! আমি একটি দৃষ্টান্ত দিলাম, এইমাত্র। নিভৃতে তোমাকে তোমার প্রিয় একটি উপদেশ দিতে চাই। বুদ্ধের মতবাদ ছেড়ে দিয়ে, অর্হতের মত আশ্রয় করে দিগম্বরের ধর্মে দীক্ষিত হও।

ভিক্ষু—আঃ দুরাত্মা, তুমি নিজে নষ্ট, পরকেও নষ্ট করতে চাও? নিজের শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা ত্যাগ করে সংসারে কোন্ অভিজাত ব্যক্তি চাইবে তোমার মতো ঘৃণ্য পিশাচত্ব বরণ করতে? তাছাড়া, অর্হতের প্রচারিত দর্শনে কার শ্রদ্ধা আছে? ১০ ॥

দিগম্বর—গ্রহনক্ষত্রের গতি, চন্দ্রসূর্যের গ্রহণ, নষ্ট বিষয়ের পুনঃপ্রাপ্তি প্রভৃতি সম্পর্কে, ভগবান্ অর্হৎ যে সত্যজ্ঞানের সন্ধান দিয়েছেন তাতেই তাঁর সর্বজ্ঞতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ভিক্ষু—জ্যোতিষের অতীন্দ্রিয় বিধিবিধান অনাদি কাল থেকেই চলে আসছে, এই জ্ঞানের দ্বারা প্রতারিত হয়েই তুমি দুঃখজনক ব্রত আশ্রয় করেছ। কারণ—দেহের দ্বারা সীমিত আত্মা অন্য সঙ্গতি ছাড়া কিরূপে ত্রিলোকের জ্ঞান অর্জন করতে পারে, আমাকে বলো! প্রদীপের যত উজ্জ্বল শিখাই থাকুক, কলসীর মধ্যে রক্ষিত হয়ে কিরূপে সে গৃহের মধ্যস্থিত অন্য বস্তুগুলোকে আলোকিত করতে পারে? ১১॥

সুতরাং দেখা যাচ্ছে—বুদ্ধের মত সাক্ষাৎ সুখকর এবং পরম রমণীয়; অর্হতের মত লোকদ্বয় বিরোধী—বুদ্ধের মতই গ্রহণীয়।

শান্তি—সখি, চল আমরা অন্যত্র যাই।

করুণা—তাই হোক।

(উভয়ে পদচারণা করতে লাগলেন)

শান্তি—(সামনের দিকে তাকিয়ে) এই যে আমাদের সামনে সোমসিদ্ধান্ত। এসো, এখানেও আমরা অনুসরণ করি।

(তরপর কাপালিকবেশী সোমসিদ্ধান্তের প্রবেশ)

কাপালিক—(পরিক্রমণ করে) আমি সুন্দরভাবে নরাস্থিমালায় ভূষিত, শ্মশানে বাস করি, নরকপালের পাত্র থেকে ভোজন করি। যোগাস্থানে আমার নয়ন বিশুদ্ধ—সেই দৃষ্টিতে আমি পৃথিবীকে দেখছি, এখানে মানুষেরা মতবাদ বিষয়ে পরস্পর ভিন্ন, কিন্তু ঈশ্বর থেকে অভিন্ন। ১২॥

দিগম্বর—কাপালিকের ব্রত ধারণ করেছে—কে এই পুরুষ? তাহলে, একেও জিজ্ঞাসা করি। (কাছে গিয়ে) ওরে নরাস্থি-মুণ্ডমালাধারী কাপালিক, তোমার মোক্ষপথই বা কী?

কাপালিক—ওহে জৈন সন্ন্যাসী, আমাদের ধর্ম কী তা জেনে নাও—আমরা অগ্নিতে নরমাংসের আহুতি দিয়ে থাকি—মস্তিষ্ক, অন্ত্র ও মজ্জায় পরিপূরিত সেই আহুতি। ব্রাহ্মণের মাথার খুলিতে রক্ষিত মদ্য পান করে আমরা ভোজন সমাধা করি। পুরুষোপহারের আহুতি নিবেদন করে আমাদের দেবতা মহাভৈরবের অর্চনা করতে হয়—সদ্যশ্ছিন্ন সুদৃঢ় কণ্ঠ থেকে উৎসারিত রক্তধারায় সেই আহুতি উজ্জ্বল। ১৩॥

ভিক্ষু—(দুই কান ঢেকে) বুদ্ধ, হায় বুদ্ধ! কী নিষ্ঠুর ধর্মচর্চা!

দিগম্বর—অর্হৎ! অর্হৎ! ঘোরতর পাপী কেউ এই হতভাগ্যকে প্রতারিত করেছে!

কাপালিক—(সক্রোধে)

আঃ অমঙ্গল নেড়ামাথা টিকিওয়ালা চুলছেঁড়া নাস্তিক, ওহে! তুমি বলছ, যে ভবানীপতি শিবের মহিমা বেদান্তে প্রতিষ্ঠিত, যিনি চতুর্দশ ভুবনের সৃষ্টি, স্থিতি, ও ধ্বংসের অধিনায়ক—তিনি প্রতারক? আমি তোমাকে এই ধর্মের মহিমা বুঝিয়ে দিচ্ছি!

দেবগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ বিষ্ণু ও শিবকে এবং অন্যান্য দেবতাকেও

আমি এখানে নিয়ে আসতে পারি, আমি আকাশের নক্ষত্রদের গতিপথ রুদ্ধ করতে পারি। পর্বত ও নগরীসহ এই পৃথিবীকে জলপ্লাবিত করতে পারি আর একথাও জেনে রাখো—সেই প্লাবিত পৃথিবীর সমস্ত জলরাশি এক মুহূর্তে পান করে ফেলতেও পারি। ১৪॥

দিগম্বর—ওরে কাপালিক! তাই আমি বলছিলাম—কোনো ইন্দ্রজালিক মায়া দেখিতে তোমাকে প্রতারিত করেছেন।

কাপালিক—আঃ দুরাত্মা! আবার সেই পরমেশ্বরকে 'ইন্দ্রজালিক' আখ্যা দিয়ে নিন্দিত করছ? এর দৌরাত্ম্য আর সহ্য করা যায় না! (খড়্গ তুলে) যথেষ্ট হয়েছে! এই ভীষণ খড়্গে এর কণ্ঠ ছিন্ন করে যে ঘন ফেনিল বুদ্বুদের মতো রক্তধারা উৎসারিত হবে তার দ্বারা আমি ভর্গের (শিবের) স্ত্রীকে তৃপ্ত করব—এরই সঙ্গে তৃপ্ত হবে ডমরুনিনাদে আহূত ভৃত্যের দল। ১৫॥

(খড়্গ উত্তোলন করলেন)

দিগম্বর—(সভয়ে) হে মহাভাগ! অহিংসা পরম ধর্ম।

(এই বলে ভিক্ষুর ক্রোড়ে উঠলেন)

ভিক্ষু—(কাপালিককে নিষিদ্ধ করে) হে মহাভাগ! কৌতুকবশত বাক্‌কলহে প্রবৃত্ত হয়েছিল এই তপস্বী—একে প্রহার করা অনুচিত।

(কাপালিক খড়্গ রেখে দিলেন)

দিগম্বর—(আশ্বস্ত হয়ে) হে মহাভাগ! যদি আপনার ভীষণ ক্রোধ প্রশমিত হয়ে থাকে, তবে আপনাকে একটি প্রশ্ন করব।

কাপালিক—কী প্রশ্ন করবে, করো।

দিগম্বর—আমি আপনাদের মহান ধর্মের কথা শুনেছি। কিন্তু আপনার মতে সুখ বা মুক্তির প্রকৃতি কী?

কাপালিক—শোনো। বিষয়ভোগ ছাড়া সুখের অস্তিত্ব দেখা যায় না কোথাও। মুক্তিকে যদি বলা হয় আত্মার আনন্দবোধহীন এক অবস্থা তবে সেই পাথরের অবস্থা কীভাবে প্রার্থনার বিষয় হতে পারে? পার্বতীরূপা নিজের প্রিয়া দ্বারা আলিঙ্গিত থেকে মুক্তপুরুষ সানন্দে ক্রীড়া করেন—একথা বলেছেন মৃড়ানীপতি শিব[৯]। ১৬॥

ভিক্ষু—হে মহাভাগ! যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়জয় করে নি সে মুক্তি পেতে পারে একথা অশ্রদ্ধেয়।

জৈন—ওহে কাপালিক! যদি ক্রুদ্ধ না হও তাহলে বলি। যে দেহধারী ইন্দ্রিয়ের বশীভূত, সে মুক্তিলাভ করবে—এটি বিরুদ্ধ কথা।

কাপালিক—(স্বগত) এদের শ্রদ্ধা নেই—তাই অন্তর কলুষিত। তাই হোক। (প্রকাশ্যে) শ্রদ্ধে, এখানে এসো।

(কাপালিনীরূপিণী শ্রদ্ধার প্রবেশ)

করুণা—সখি, দেখো, দেখো। রজস্-এর কন্যা শ্রদ্ধা! এই লাস্যময়ী রমণীর নিদ্রালু নয়নদুটি নীলপদ্মের মতো চঞ্চল, নরাস্থিমালায় সুচারুভাবে ইনি সজ্জিতা, শ্রোণি ও পীনস্তনভারে আনতা—পূর্ণ চন্দ্রের মতোই এর মুখ। ১৭॥

শ্রদ্ধা—(পরিক্রমণ করে) আমি এসেছি। আদেশ করুন প্রভু।

কাপালিক—প্রিয়ে, নিদারুণ অভিমানী এই ভিক্ষুকে গ্রহণ করো।

(শ্রদ্ধা ভিক্ষুকে আলিঙ্গন করে)

ভিক্ষু—(সানন্দে আলিঙ্গন করে রোমাঞ্চের অভিনয় করলেন—তারপর জনান্তিকে) অহো, কাপালিনীর স্পর্শ কী সুখকর! কারণ—কতবার আমি পীনপয়োধরা বিধবা রমণীদের গাঢ়ভাবে এবং প্রচণ্ড অনুরাগে দুই বাহু জড়িয়ে আলিঙ্গন করেছি। কিন্তু বুদ্ধের নামে শপথ করে বলছি—আজ এই কাপালিনীর সুপুষ্ট স্তনযুগলের পীড়নে যে আনন্দ পেলাম, তেমন আর কোথাও পাই নি। ১৮॥

অহো, কাপালিকদের আচার কী মধুর—এই ধর্ম বিস্ময়কর! সোমসিদ্ধান্তও প্রশংসার যোগ্য। হে মহাভাগ, বুদ্ধের অনুশাসন আমরা সম্পূর্ণভাবেই ত্যাগ করেছি। পরমেশ্বরের এই ধর্মনীতিই আমরা গ্রহণ করেছি। সুতরাং আপনি আমার গুরু, আমি আপনার শিষ্য—পরমেশ্বরের ধর্মে[১০] আমাকে দীক্ষা দিন।

দিগম্বর—ওহে ভিক্ষুক, কাপালিনীর স্পর্শে তুমি দূষিত। তুমি দূরে সরে যাও।

ভিক্ষু—ওরে মূর্খ! কাপালিনীর আলিঙ্গনের মহোৎসব থেকে তুমি বঞ্চিত।

কাপালিক—প্রিয়ে, এই দিগম্বরকে গ্রহণ করো।

(কাপালিনী দিগম্বরকে আলিঙ্গন করলেন)

দিগম্বর—(রামাঞ্চের অভিনয় করে) হায় অর্হৎ! হায় অর্হৎ! কাপালিনীর স্পর্শ কী আনন্দময়! ওগো সুন্দরি, আমাকে অবার আলিঙ্গন করো (স্বগত) আমার ইন্দ্রিয়বিকার উপস্থিত হয়েছে। এর কি কোনো প্রতিকার আছে? আমি কী করব? এই ময়ূরপুচ্ছের গুচ্ছ দিয়ে দেহ আচ্ছাদন করি। ওগো পীনোন্নতস্তনযুগলে তুমি সুন্দরী, ভীরু হরিণের নয়নের মতো তোমার নয়ন—কাপালিনীরীতিতে অনুরাগ ব্যক্ত করে তুমি যদি আমাকে নিয়ে উপভোগ কর, তবে দিগম্বরের দল কী করবে? ১৯॥

নিশ্চয়ই কাপালিকের দর্শনই সুখ ও মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়। ওগো কাপালিক, আমি এখন তোমার দাস, মহাভৈরবের ধর্মে আমাকে দীক্ষা দাও।

কাপালিক—এখানে উপবেশন করো।

(দু'জনে বসল, কাপালিক পাত্র হাতে নিয়ে ধ্যান করতে লাগল)

শ্রদ্ধা – ভগবন্, পাত্র সুরায় পূর্ণ করেছি।

কাপালিক—(পান করে অবশিষ্ট ভিক্ষু ও দিগম্বরকে দিলেন।) মর্তজীবনের পরম ভেষজ এই পবিত্র সুরা পান করো। ভৈরব বলেছেন—পশু বন্ধন মুক্ত করার উপায় এই সুরা। ২০॥

(দু'জনে চিন্তা করতে লাগলেন)

দিগম্বর আমাদের অর্হতের অনুশাসনে সুরাপানের অনুমোদন নেই।

ভিক্ষু—কাপালিকের উচ্ছিষ্ট এই সুরা কেমন করে পান করি?

কাপালিক—(চিন্তা করে জনান্তিকে) শ্রদ্ধে, কী ভবেছো? এই দুটি লোকের পশুত্ব এখনও দূরীভূত হয় নি—তাই আমার মুখস্পৃষ্ট এই সুরাকে ভাবছে অপবিত্র। তাহলে তুমি তোমার মুখমদিরায় একে পবিত্র করে দাও, তারপর

এদের নিবেদন করো। সাধু ব্যক্তিরা তো বলেই থাকেন—'রমণীর মুখ সর্বদাই শুচি।'

শ্রদ্ধা—প্রভুর যেমন আদেশ !

(পানপাত্র নিয়ে পীতাবশিষ্ট সুরা ওদের হাতে তুলে দিলেন)

ভিক্ষু—এ তো মহাপ্রসাদ ! (পাত্র নিয়ে তা থেকে পান করলেন)

আহা সুরার কী সৌন্দর্য ! কতবার বারাঙ্গনাদের সঙ্গে সুরাপান করেছি—সেই সুরা পূর্ণ বিকশিত বকুলের গন্ধে মধুর এবং সুন্দরীদের মুখের স্পর্শে স্নিগ্ধ ! আমার মনে হয়, কাপালিনীর মুখমদিরার সংস্পর্শে সুরভি এই সুরা না পেয়েই দেবগণ অমৃতের জন্যে আগ্রহী হন[১১] ॥ ২১

দিগম্বর—ওরে ভিক্ষু, সবটুকু পান করে ফেলো না। কাপালিনীর মুখোচ্ছিষ্ট মদিরা আমার জন্যেও রেখো। (ভিক্ষু দিগম্বরকে পাত্র দিলেন)

দিগম্বর—(পান করে) অহো সুরার কী মাধুর্য, কী স্বাদ, কী গন্ধ, কী সুগন্ধ ! অর্হতের অনুশাসনের পাল্লায় পড়ে আমি এই সুরাসারে বঞ্চিত ছিলাম ! ওহে ভিক্ষু আমার অঙ্গ টলছে, আমি ঘুমাব !

ভিক্ষু—চলো, তাই করি। (দু'জনে নিদ্রার উদ্যোগ করল)

কাপালিক—প্রিয়ে, বিনা মূল্যে এই দুটো দাসকে কিনেছি। এসো নৃত্য করি।

(দুজনেই নৃত্য শুরু করল)

দিগম্বর—ওরে ভিক্ষু, এই কাপালিক অথবা আচার্য কাপালিনীর সঙ্গে সুন্দর নৃত্য করছে। আমরাও নৃত্য করব।

ভিক্ষু—প্রভু, এই দর্শন বড় অদ্ভুত—এখানে কষ্ট ছাড়াই মানুষের প্রার্থনা পূরণ হয়।

(মত্ততা হেতু দু'জনে শিথিলভাবে নৃত্য করতে লাগল)

দিগম্বর—(১৯নং শ্লোক আবৃত্তি করল)।

কাপালিক—এর মধ্যে বিস্ময়ের কী আছে ? আমাদের দর্শনে ইন্দ্রিয়বিষয় ত্যাগ না করেও অষ্টসিদ্ধি[১২] লাভ করা চলে এবং তাদের উৎকৃষ্ট ফলগুলিও করায়ত্ত হয়। বশীকরণ, আকর্ষণ, প্রশমন, প্রক্ষোভন, উদ্ঘাটন প্রভৃতি প্রাচীন সিদ্ধিগুলি জ্ঞানীর পক্ষে যোগের বাধা। ২২ ॥

দিগম্বর—ওহে কাপালিক ! (চিন্তা করে) অথবা আচার্য, আচার্যরাজ, কুলাচার্য !

ভিক্ষু—(হেসে) অনভ্যাস হেতু অতিমাত্রায় সুরা পান করে লোকটা জ্ঞান হারিয়েছে। এর মত্ততা দূর করার চেষ্টা করা হোক।

কাপালিক—তাই হোক। (নিজের মুখের উচ্ছিষ্ট তাম্বুল দিগম্বরের মুখে দিল)

দিগম্বর—(সুস্থ হয়ে) আচার্য ? আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করি। আপনার এই সুরার যে আকর্ষণশক্তি তা কি নারী এবং পুরুষে বর্তমান ?

কাপালিক—বিশেষভাবে এই প্রশ্ন করার কী অর্থ ? বিদ্যাধরী হোক, নাগ বা দেবতার স্ত্রী হোক বা কোনো যক্ষকন্যা হোক, ত্রিলোকে আমি যা-ই কামনা করি, তাকেই আমি আমার জ্ঞানের বলে এখানে উপস্থিত করতে পারি। ২৩ ॥

দিগম্বর—গণনায় আমি জেনেছি যে আমরা সবাই মহামোহের ভৃত্য।

উভয়ে—আপনি যথার্থ জেনেছেন, তাই বটে !

দিগম্বর—রাজার কোনো সেবা আমাদের ভেবে দেখা দরকার।

কাপালিক—কী সেই সেবা ?

দিগম্বর—রাজার আদেশ, সত্ত্বকন্যা শ্রদ্ধাকে খ‍ুঁজে আনতে হবে।

কাপালিক—বলো, কোথায় এই দাসীপুত্রী ? আমার জ্ঞানের বলে এক্ষুণি তাকে এখানে উপস্থিত করছি।

(দিগম্বর খাঁড় দিয়ে গুণতে লাগল)

শান্তি—সখি, মনে হচ্ছে, এই হতভাগ্যরা আমার মাকে নিয়েই কথা বলছে ; মন দিয়ে শোনা যাক্।

করুণা—সখি, তাই করি। (দুজনে শুনতে লাগল)

দিগম্বর—(একটি শ্লোক উচ্চারণ করে) জলে নেই, স্থলেও নেই। বিষ্ণুভক্তির সঙ্গে সে মহাপুরুষদের হৃদয়ে অবস্থান করছে। ২৪ ॥

করুণা—(সহর্ষে) সখি, তুমি ভাগ্যবতী। শ্রদ্ধা আছেন বিষ্ণুভক্তির সঙ্গে।

(শান্তি আনন্দের অভিনয় করলেন)

ভিক্ষু—তাহলে কাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধর্ম এখন কোথায় আছেন ?

দিগম্বর—(আবার গণনা করে) জলে নেই, বনেও নেই, গিরিগহ্বরে নেই, পাতালেও নেই—মহাত্মাদের হৃদয়ে বিষ্ণুভক্তির সঙ্গে তিনি আছেন। ২৫ ॥

কাপালিক—(সবিষাদে) হায় মহারাজের এখন গভীর সংকট ! কারণ, বিষ্ণুভক্তি একাই ফলপ্রাপ্তির পক্ষে যথেষ্ট—সেখানে আছেন সত্ত্বকন্যা শ্রদ্ধা[১৩] ; কামমুক্ত ধর্মও সেখানে ! তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস বিবেক তার সিদ্ধির পথে।

তাহলে, প্রাণের বিনিময়ে প্রভুর কাজ আমাদের করতে হবে। আমি ধর্ম ও শ্রদ্ধাকে আনবার জন্যে মহাভৈরবী বিদ্যাকে পাঠাচ্ছি। ২৬ ॥ (সকলের প্রস্থান)

শান্তি—এই হতভাগ্যদের প্রচেষ্টার কথা আমরাও দেবী বিষ্ণুভক্তির কাছে নিবেদন করি।

(উভয়ের প্রস্থান)

॥ শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র বিরচিত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নামক নাটকের 'পাষণ্ড বিড়ম্বননামক তৃতীয় অংক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × চতুর্থ অংক × × × × × × × × × × × × ×

(মৈত্রীর প্রবেশ)

মৈত্রী—সখি মুদিতার কাছে আমি শুনেছি যে মহাভৈরবী কর্তৃক গ্রাসের ভয় থেকে প্রিয়সখী শ্রদ্ধাকে দেবী বিষ্ণুভক্তি রক্ষা করেছেন। আমার হৃদয় বড়ো উৎকণ্ঠিত, কখন আমি তার দেখা পাব ?

(শ্রদ্ধার প্রবেশ)

শ্রদ্ধা—(ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে) হায় ! সেই ভীষণদর্শনা মহাভৈরবীকে যেন এখনও দেখতে পাচ্ছি—কানে নরপালের কুণ্ডল, দুই চোখ থেকে যেন বিদ্যুতের ছটা বেরিয়ে আসছে, অগ্নিশিখার মতোই রক্তাভ তার কেশপাশ, চন্দ্রকলাঙ্কুর মতো দন্তপঙ্‌ক্তির মধ্যে লোল জিহ্বা দীপ্তিমান ! আমি যেন ভয়ে কদলীপত্রের মতো কাঁপছি।[১] ১ ॥

মৈত্রী – হায়, এই আমার সখী শ্রদ্ধা—হৃদয় ভয়ে বিহ্বল, এইজন্যে অঙ্গ কাঁপছে। আপন

মনেই কী যেন বলছে : আমি সামনে আছি, তবু আমাকে দেখতে পাচ্ছে না। সুতরাং আমিই তার সঙ্গে কথা বলি। প্রিয় সখি শ্রদ্ধে ! কী ব্যাপার ! তোমার মন এত ব্যাকুল যে আমাকেও দেখতে পাচ্ছ না ?

শ্রদ্ধা—(দেখে, নিঃশ্বাস ফেলে) হায়, এ যে আমার প্রিয় সখী মৈত্রী ! কালরাত্রির করাল মুখে দন্তপঙ্‌ক্তির মধ্যে আমি নিষ্পিষ্ট হতে যাচ্ছিলাম। আমি কি এ জন্মেই তোমার দেখা পেলাম ? তবে এসো, গাঢ়ভাবে আমাকে আলিঙ্গন কর।২ ॥

মৈত্রী—(আলিঙ্গন করে) সখি, বিষ্ণুভক্তির প্রভাবে তো মহাভৈরবীর শক্তি ক্ষীণ হয়েছে, তবে আজও তোমার দেহ কাঁপছে কেন ?

(শ্রদ্ধা প্রথম শ্লোকটি আবৃত্তি করলেন)

মৈত্রী—(সভয়ে) হতাশার রূপই ভীষণ ! তারপর সে এসে কী করল ?

শ্রদ্ধা—সেই ভীষণরূপিণী রমণী বাজপাখির মতো আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, একহাতে দু' পায়ে টেনে আমাকে তুলে নিল, অন্য হাতে ধর্মকে নিয়ে হঠাৎ যে আকাশে উঠে গেল—যেমন শকুনি একখণ্ড মাংস তুলে নেয় আর সেই মাংসখণ্ড তার নখের আগায় জ্বলতে থাকে ! ৩ ॥

মৈত্রী—হায় ধিক ! হায় ধিক ! (মূর্ছিত হলেন)

শ্রদ্ধা—সখি আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও !

মৈত্রী—(আশ্বস্ত হয়ে) তারপর তারপর ?

শ্রদ্ধা—তারপর আমাদের অসহায় আর্তস্বর শুনে দেবী বিষ্ণুভক্তির হৃদয় করুণায় বিগলিত হল ; তিনি ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন—তার চক্ষু রক্তিম, ভীষণ ও ভ্রূভঙ্গ কুটিল ! তখন মহাভৈরবী ভূমিতে ছিটকে এসে পড়ল, তার মস্তকের অস্থি চূর্ণ হয়ে গেল, মনে হল বজ্রাহত কোনো পর্বতের শিলাখণ্ড ছড়িয়ে আছে। ৪ ॥

মৈত্রী—নিরাপদে তোমাকে উদ্ধার করা হয়েছে, তুমি যেন ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মুখ থেকে ভ্রষ্ট এক মৃগী। আমার ভাগ্য, তোমাকে জীবিত অবস্থায় দেখতে পেলাম।

শ্রদ্ধা—তারপর দেবী সাগ্রহে বললেন—'আমাকে পর্যন্ত তুচ্ছ করে হতভাগ্য মহামোহ কপট কল্পনায় প্রবৃত্ত হয়েছে, আমি একে সমূলে ধ্বংস করব। দেবী আমাকে আদেশ করলেন—শ্রদ্ধা তুমি যাও, বিবেককে গিয়ে বলো—কাম ক্রোধ প্রভৃতিকে জয় করবার জন্যে যেন উদ্যোগী হয়। এই জয়ের পরে হবে বৈরাগ্যের উদয়। আমিও নির্দিষ্টকালে প্রাণায়াম, নামকীর্তন প্রভৃতির সাহায্যে তোমাদের সৈন্যদলকে অনুপ্রাণিত করব।'

ঋতম্ভরা প্রভৃতি দেবীগণ ও শান্তি প্রভৃতি কৌশল প্রয়োগ করে উপনিষৎ দেবীর সঙ্গে মহারাজের মিলনে যাতে প্রবোধ-এর জন্ম হয়—সেই ব্যবস্থা করবেন। তাই এখন বিবেকের কাছে যাচ্ছি। কিন্তু তুমি কী করে দিন কাটাচ্ছ ?

মৈত্রী—আমরা চার ভগিনী বিবেকের কার্যসিদ্ধির জন্যেই মনস্বীদের হৃদয়ে অবস্থান করছি (সংস্কৃত ভাষা আশ্রয় করে) আমি মৈত্রী, তারা সুখী প্রাণে আমাকে ধ্যান করবেন, দুঃখিজনে চিন্তা করবেন অনুকম্পাকে, পুণ্যকর্মে ধ্যান করবেন মুদিতাকে (সন্তুষ্টিকে), আর উপেক্ষাকে চিন্তা করবেন কুবুদ্ধির উদয়ে। ৫ ॥ এইভাবে রাগলোভদ্বেষাদিদোষকলুষ অন্তরাত্মাও নির্মল হয়ে উঠবে। এইভাবে

আমরা চার ভগিনী তার কার্যসিদ্ধির ব্যাপারে নিযুক্ত থেকে দিন কাটাচ্ছি। প্রিয় সখি, এখন মহারাজকে কোথায় পাবে ?

শ্রদ্ধা—দেবী বিষ্ণুভক্তি এবিষয়ে বলেছেন—রাঢ়[৩] নামে এক দেশ আছে—সেখানে আছে 'চক্রতীর্থ', ভাগীরথীর নিকটবর্তী প্রদেশগুলির মধ্যে এই চক্রতীর্থ অলঙ্কার স্বরূপ। সেখানে কোনোরূপে প্রাণ ধারণ করে বিচারপূর্বক ব্যাকুল হৃদয়ে উপনিষৎ দেবীর সঙ্গে মিলনের জন্যে রাজা তপস্যা করছেন।

মৈত্রী—তাহলে প্রিয় সখি, তুমি যাও, আমিও কর্তব্য পালন করি।

শ্রদ্ধা—তাই হোক।

বিষ্কম্ভক

(তারপর প্রবেশ করলেন রাজা ও প্রতিহারী)

রাজা—আঃ দুরাত্মা পাপী মহামোহ ! সকল রকমে তুমি লোকসমাজের সর্বনাশ করেছ শান্ত, অনন্ত মহিমান্বিত, নির্মল নিস্তরঙ্গ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মানন্দসমুদ্রে মগ্ন থেকেও সে অল্পমাত্র জলপান করতে পারছে না—এদিকে শ্রান্ত হয়েও তুচ্ছ মৃগতৃষ্ণিকা-রূপী সমুদ্রের জল নিজের স্বরূপ বুঝতে না পেরে সে পান করছে, আচমন করছে, সেই জলে অবগাহন করছে, আমোদ করছে, ডুবছে আবার উঠছে ! ৬ ॥

অথবা সংসারচক্রের পরিচালক মহামোহের অবোধই এর মূলে। কারও নিবৃত্তি হয় তত্ত্বাবরোধ থেকে। কারণ এই সংসারতরুর মূল অজ্ঞান—মূলের সঙ্গে একে বিনাশ করতে হলে বিশ্বেশ্বরের আরাধনার বীজ থেকে জাত তত্ত্বজ্ঞান ছাড়া অন্য উপায় নেই। ৭ ॥

পুণ্যবানদের ঈপ্সিত অর্থে দেবগণ সাহায্য করে থাকেন বিপথগামীকে সহোদরও পরিত্যাগ করে—তত্ত্ববিদগণ এই রকম বলেন। দেবী বিষ্ণুভক্তি নির্দেশ দিয়েছেন—কামাদির বিজয় ব্যাপারে উদ্যোগ করুন, আমিও আপনার পক্ষ হয়ে সাহায্য করব। ও-পক্ষে কাম প্রথম বীর, বস্তুবিচারই তাকে জয় করতে পারবে। তাই হোক, বিজয়লাভের জন্যে তাকেই আদেশ করি। বেত্রবতি ! বস্তুবিচারকে ডেকে পাঠাও।

প্রতিহারী—মহারাজের যেমন আদেশ।

(প্রস্থান এবং বস্তুবিচারকে নিয়ে প্রবেশ)

বস্তুবিচার—অহো ! বিচারশূন্য যে সৌন্দর্যাভিমান তাতেই পুষ্ট হতভাগ্য কাম এই জগৎকে প্রতারিত করেছে ; কিংবা মহামোহ নিজেই এই প্রতারণার মূলে ! কারণ, পণ্ডিত হয়েও মানুষ অপবিত্র মাংসাদি গঠিত স্ত্রীলোক দেখে অভ্যর্থনা করে—সুন্দরি ! সুভ্রূ ! কমলনয়নে ! বিপুলনিতম্বভারে ! পুষ্টোন্নতস্তনে !—প্রভৃতি বিশেষণে তার স্তব করে ; শুধু স্তব করে না, মত্ত হয়, আনন্দলাভ করে, কেলি করে এবং তার গুণকীর্তন করে। মোহের কী কুকীর্তি ! ৮ ॥

যারা বস্তুর স্বরূপ বিচার করতে জানেন সেই সব তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী ব্যক্তিগণও মাংসকর্দমে সন্নিবদ্ধ অস্থিপঞ্জরময়ী, স্বভাবতই দুর্গন্ধি এবং বীভৎসবেশা নারীকে দেখেন—তবু তাদের বৈরাগ্য হয় না। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এখানে অন্যের গুণ আরোপ করা হচ্ছে। কারণ, মুক্তাহার, ঝঙ্কারমুখর মণিময় স্বর্ণনূপুর, সুগন্ধ-

যুক্ত কুঙ্কুমের অঙ্গরাগ, বিচিত্র ও সুগন্ধি পুষ্পমালা, পরিধানে নানাবর্ণের পট্টবস্ত্র ! এই সব সৌন্দর্যই মন্দবুদ্ধিদের দ্বারা কল্পিত ! যারা বাইরে ও অন্তরে বস্তুর বিশ্লেষণ করতে পারেন তাদের দৃষ্টিতে এ তো নারী নামে এক নরক সৃষ্টি ! ৯ ॥

(আকাশের দিকে তাকিয়ে) আঃ পাপী কামচণ্ডাল ! কেন এই নারীকে উপলক্ষ্য করেই মানুষকে এমনভাবে তুমি ব্যাকুল করে তুলেছ যে তার কোনো অবলম্বনই নেই ! এই রকম সব মনে করা হয়—এই চন্দ্রমুখী বালিকা আমাকে কামনা করে সানন্দে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, এই নীলকমলনয়না নারী তার সুপুষ্ট স্তন যাতে পীড়িত হয় এমনভাবে আমাকে আলিঙ্গন করছে ! ওরে মূঢ় পশু, কে ইচ্ছে করছে, কে তোমাকে দেখছে ? মাংস এবং অস্থি দিয়ে নির্মিত এই নারী কিছুই জানে না, কিছুই দেখে না—দেখে শুধু অমূর্ত এক পুরুষ ![৪] ১০ ॥

প্রতিহারী—হে মহাভাগ, এইদিকে আসুন। (দুজনে পরিক্রমা করলেন)

প্রতিহারী—এই যে মহারাজ বসে আছেন—আপনি কাছে এগিয়ে যান।

বস্তুবিচার—(কাছে গিয়ে) মহারাজের জয় হোক। বস্তুবিচার আপনাকে প্রণাম জানাচ্ছে।

রাজা—এইখানে উপবেশন করো।

বস্তুবিচার—(উপবেশন করে) দেব ! আপনার ভৃত্য উপস্থিত, আদেশ করে আমাকে অনুগৃহীত করুন।

রাজা—মহামোহের সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম বেধেছে। এই যুদ্ধে কাম তার প্রধান বীর—প্রতিস্পর্ধী বীররূপে আমরা আপনাকে নির্বাচিত করেছি।

বস্তুবিচার—কৃতার্থ হলাম, কেননা প্রভু আমাকেই সম্মানিত করেছেন।

রাজা—কিন্তু কোন্ শাস্ত্রবিদ্যায় আপনি কামকে জয় করবেন ?

বস্তুবিচার—আঃ কাম তো পঞ্চশর - পুষ্পধনু ; অর্থাৎ পাঁচটি মাত্র শর তা-ও ফুলের তৈরি ; ওকে জয় করতে হলে আবার শাস্ত্রের প্রশ্ন ? আমি অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই অনুপস্থিতিতে স্ত্রীলোকের স্মরণ, অথবা উপস্থিতিতে দর্শন—অন্তরে কামপ্রবেশের এই দু'টি দ্বার যে-কোনো উপায়ে রুদ্ধ করব। কী করে করব ? আমি প্রতি মুহূর্তে চিন্তা করব বার্ধক্যে দেহের বর্ণহীনতার কথা কিংবা অস্থিপঞ্জরময় দেহের বীভৎসতার কথা। এইভাবে আমি কামকে নির্মূল করব। ১১ ॥

রাজা—ভালো কথা ! সাধু প্রস্তাব !

বস্তুবিচার—তাছাড়া প্রশস্ত তীরযুক্ত নদীসমূহ তীব্রবেগে নির্ঝরের ধারা এসে শিলাস্তর মসৃণ করে দিচ্ছে এমনি সব পর্বত, নিবিড় বনভূমি—আর সেখানে মিলিত হয়েছেন পণ্ডিতগণ ; তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে ব্যাসরচিত শান্তিবচন ! আপনি বলুন, সেখানে মারীই বা কোথায়—কোথায় বা কামের প্রভাব ! ১২ ॥

নারীই কামের প্রধান অস্ত্র—নারী পরাজিত হলে তার সহায়গণ ব্যর্থ হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাবে। কারণ চন্দনতুল্য সুশীতল চন্দ্র, চন্দ্রের আলোকে শুভ রাত্রি, গুঞ্জনমুখর ভ্রমরমাল্য, বিলাস-কাননের নিকটেই বসন্তোদয়, বর্ষায় মেঘাচ্ছন্ন

দিন, কদম্বপুষ্পের স্পর্শে সুগন্ধি বায়ু এবং শৃঙ্গার প্রভৃতি কামের বন্ধুগণ—সকলেই পরাজিত হবে নারীর জয়ে। তাহলে আর অধিক বিলম্বে দরকার নেই; আদেশ করুন প্রভু! ১৩ ॥

সেই আমি বেদ-পুরাণ-ইতিহাসের যুক্তিবিচারের দ্বারা চারদিক থেকে শরতুল্য যুক্তির সাহায্যে শত্রুদের বলনাশ করে কামকে নির্মূল করব—যেমন গাণ্ডীবধারী অর্জুন শরজালে কুরুসৈন্য নাশ করে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বধ করেছিলেন[৫]। ১৪ ॥

রাজা – তবে আপনি শত্রুজয়ের উপযুক্ত সজ্জা গ্রহণ করুন।

বস্তুবিচার—প্রভুর যেমন আদেশ। (প্রণামপূর্বক প্রস্থান)

রাজা—বেত্রবতি, ক্রোধকে জয় করতে ক্ষমাকে ডেকে পাঠাও।

প্রতিহারী—প্রভুর যেমন আদেশ। (প্রস্থান ও ক্ষমাকে সঙ্গে করে প্রবেশ)

ক্ষমা—ক্রোধের অন্ধকার বিস্তৃত করে, তাতে ভ্রূকুটির ভীষণ তরঙ্গ আর সেই সঙ্গে সন্ধ্যার কিরণতুল্য রক্তিমদৃষ্টি নিক্ষেপ করে এইরকম শত্রুরা যে পরনিন্দা উচ্চারণ করে—ধৈর্যশালী ব্যক্তিগণ নিষ্কম্প, নির্মল ও গভীর সাগরের মতো তা অবিরাম সহ্য করে থাকেন। (সগৌরবে নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করে) আমি! ১৫ ॥

আমি! ক্রোধের জয়ে আমিই একমাত্র শ্লাঘনীয়—আমার বাক্যে অবসাদ নেই, মাথার পীড়া নেই, মনের সন্তাপ নেই, দেহের পরস্পর সংঘর্ষ নেই, হিংসার প্রাণিহনন প্রভৃতি অনর্থযোগও নেই। ১৬ ॥ (উভয়ে পরিক্রমণ করলেন)

প্রতিহারী—এই যে প্রভু! প্রিয়সখি, আপনি এগিয়ে যান।

ক্ষমা—(এগিয়ে এসে) মহারাজের জয় হোক্। প্রভুর দাসী ক্ষমা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানাচ্ছে।

রাজা—ক্ষমা, তুমি এইখানে বসো।

ক্ষমা—(উপবেশন করে) আদেশ করুন প্রভু। এই দাসীকে কেন ডেকেছেন?

রাজা—বর্তমান যুদ্ধে দুরাত্মা ক্রোধকে তোমায় জয় করতে হবে।

ক্ষমা—প্রভু আদেশ করলে আমি মহামোহকে পর্যন্ত জয় করবার শক্তি রাখি—ক্রোধ তো তার অনুচর মাত্র! আমি অচিরেই জয় করব। যে অকারণে বেদপাঠে, দেবযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠানে বাধা দেয়, যার নয়ন থেকে অবিরাম ক্রোধ স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে উঠছে, তাকে আমি ধ্বংস করব—কাত্যায়নী যেমন মহিষকে বধ করেছিলেন[৬]। ১৭ ॥

রাজা—ক্ষমা, কী উপায়ে তুমি ক্রোধকে জয় করবে তা শুনতে চাই।

ক্ষমা—বলছি মহারাজ! কেউ ক্রুদ্ধ হলে হাসিমুখে তা উপেক্ষা করব, আবেগাবিষ্টের প্রতি প্রসন্ন ভাব দেখাব, নিন্দা করলে তার কুশল প্রশ্ন করব, প্রহার করলে বলব, আমার আজ পাপনাশ হল—এই ব'লে আনন্দ নিবেদন করব। ইন্দ্রিয়পরবশ এই ব্যক্তি দৈবাৎ এইভাবে বিপন্ন হয়েছে—এই ভেবে যদি হৃদয় করুণায় সিক্ত হয় তবে ক্রোধের আবির্ভাব কীভাবে হবে? ১৮ ॥

রাজা – সাধু! সাধু!

ক্ষমা—মহারাজ ক্রোধকে জয় করতে পারলেই হিংসা কঠোরতা, মান, মাৎসর্য প্রভৃতিও অনায়াসে পরাজিত হবে।

রাজা—তবে বিজয়লাভের উদ্দেশ্যে তুমি যাত্রা করো।

ক্ষমা—যে আজ্ঞে মহারাজ। (প্রস্থান)

রাজা—বেত্রবতি, এখন লোভকে জয় করার জন্যে সন্তোষকে ডেকে পাঠাও।

প্রতিহারী—যে আজ্ঞে মহারাজ! (প্রস্থান, সন্তোষের সঙ্গে পুনঃ প্রবেশ)

সন্তোষ—(চিন্তা করে, অনুকম্পার সঙ্গে) বনে বনে কতো বিচিত্রতরুর ফল ইচ্ছানুযায়ী অনায়াসে পাওয়া যায়; স্থানে স্থানে পুণ্য নদী, সেখানে মধুর ও সুশীতল জল মেলে, কোমল লতা-পাতায় রচিত সুখস্পর্শযুক্ত শয্যাও বিছানো রয়েছে—তবু দীনু ব্যক্তিরা ধনীর দুয়ারে দুঃখের তাপ সহ্য করে। ১৯॥ (আকাশের দিকে তাকিয়ে) ওরে মূর্খ, ওরে লুব্ধ, এই মোহ নিশ্চয়ই নির্মূল করা কঠিন। কারণ, তোর প্রচেষ্টা কতবার না ব্যর্থ হয়েছে! মৃগতৃষ্ণিকার সাগরের মতো' তোর এই তুচ্ছ ধনতৃষ্ণা; তবু প্রত্যাশার বিরাম নেই, হৃদয়ও শতধা বিদীর্ণ হয় না। নিশ্চয়ই তোর হৃদয় বজ্রপ্রস্তরে গঠিত! ২০॥

তাছাড়া, লোভান্ধ তোর এই প্রয়াস ভাবতে অদ্ভুত লাগে। কারণ, এই লভ্য ধন লাভ করেছি, একে মূলধন করে আবার তা বাড়াব। এইভাবে তোরা দিনরাত লব্ধ ধনের চিন্তায় মত্ত। তোরা বুঝতে পারিস না, পিশাচী আশা তোদের মহালোভের অন্ধকারে রেখে সবলে গ্রাস করবে। ২১॥

তাছাড়া, যদি কোনরূপে ধন লব্ধ হয় তবু সেই ধনের ব্যয় বা নাশ অবশ্যম্ভাবী, উভয়তঃ তোর ধন-বিয়োগ আছে। (তাহলে) ধনার্জন না করাই কি শ্রেয় নয় বল তো? নাকি ধননাশই উপাদেয়? (ওরে) লব্ধের বিনাশ অনেক বেশি কষ্ট দেয়, ধনের অভাব তা করে না। ২২॥ আরোও শোন্ মাথার উপরে মৃত্যু নৃত্য করছে, জরারূপী ভীষণ সর্প তোকে গ্রাস করছে, পুত্রমিত্রকলত্রাদিরূপী গৃধ্র তোর অর্জিত যা কিছু সব আত্মসাৎ করছে। সুতরাং লোভজনিত ধূলিজাল বোধজলে ধৌত করে সন্তোষামৃতসাগরে ক্ষণমাত্র মগ্ন হলে সুখে জীবন ধারণ করতে পারবি। ২৩॥

প্রতিহারী—এই যে মহারাজ, আপনি এগিয়ে যান।

সন্তোষ—(কাছে এসে) মহারাজের জয় হোক। আমি সন্তোষ, আপনাকে প্রণাম করছি।

রাজা—এইখানে বসো। (নিজের কাছে বসালেন।)

সন্তোষ—(সবিনয়ে উপবেশন করে) আপনার ভৃত্য উপস্থিত, আপনি আদেশ করুন।

রাজা—তোমার প্রভাব আমি জানি। এখানে বিলম্ব করার প্রয়োজন নেই। তুমি লোভকে জয় করার জন্যে বারাণসী যাত্রা করো।

সন্তোষ—আপনার যেমন আদেশ। লোভ নানামুখী, সে ত্রিলোক জয় করেছে, কিন্তু আমি তাকে নিশ্চয়ই জয় করে বিকল অবস্থায় তাকে চূর্ণ করব যেমন ব্রাহ্মণও দেবতার বধ এবং বন্ধনে লুব্ধ রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করেছিলেন রাম। ২৪॥ (প্রস্থান)

(তারপর প্রবেশ করল বিনীতবেশী এক পুরুষ)

পুরুষ—মহারাজ! যুদ্ধে বিজয় যাত্রার মঙ্গলদ্রব্য আহরণ করা হয়েছে, গণক যাত্রার

শুভ সময় স্থির করে দিয়েছেন।

রাজা—যদি তাই হয় তবে সেনাপতিদের সেনা পাঠাবার আদেশ দিতে বলো।

পুরুষ—যে আজ্ঞে মহারাজ। (প্রস্থান)

নেপথ্যে—ওহে সৈনিকগণ, শোনো। যাদের গণ্ডফলক থেকে চ্যুত মদিরাধারায় ভৃঙ্গগণ মদে মত্ত হয়ে ওঠে, সেই-সব শ্রেষ্ঠ হস্তী সজ্জিত করো, যাদের বেগে বায়ু পরাভূত সেই সব প্রচন্ডগতি অশ্ব রথে যুক্ত করো; বর্শার ফলকে ফলকে দিগন্তে নীলপদ্মের বন সৃষ্টি করতে করতে পদাতিকগণ সবেগে যাত্রা করুক—এবং হস্তে তরবারি ধারণ করে অশ্বারোহীরাও পড়ে থাকুক। ২৫ ॥

রাজা—এখন মঙ্গলাচরণ করে যাত্রা করি। (পার্শ্বচরের প্রতি) ওহে, আমার সংগ্রামের জন্যে নির্দিষ্ট রথ সজ্জিত করে আনতে বলো।

পারিপার্শ্বক—যে আজ্ঞে মহারাজ। (প্রস্থান)

(তারপর সারথি সজ্জীকৃত রথ নিয়ে প্রবেশ করলেন)

সারথি—জীব[৮]! রথ সুসজ্জিত, আপনি আরোহণ করুন।

(রাজা মাঙ্গলিকবিধি অনুযায়ী রথে আরোহণের অভিনয় করলেন)

সারথি—(রথের গতি লক্ষ্য করে) আয়ুষ্মন্, দেখুন! দেখুন! খুরের অগ্রভাগে ভূমি চুম্বন করে অশ্বগণ রথখানিকে গগনসীমায় নিয়ে যাচ্ছে। অশ্বের এমনি প্রচণ্ড বেগ—সেই গতিবেগ অনুমিত হচ্ছে শুধু খুরোত্থিত পথের ধূলায়। ২৬ ॥

রথের কী ভীষণ ঘর্ঘর শব্দ, মনে হয় সাগর মন্থনের শব্দ হচ্ছে!

এই যে অল্প দূরেই আপনার দৃষ্টিপথে ত্রিলোকপাবনী বারাণসী নগরী! চন্দ্রকিরণের মতো এই সব সৌধশিখর শুভ্রবর্ণ—ধারাযন্ত্রের[৯] জলে সৌধশিখরগুলি মুখর—সেখানে বিচিত্র পতাকাগুলি ঊর্ধ্বে শোভিত—দেখে মনে হচ্ছে নির্মল শরতের মেঘপ্রান্তে বিলসিত বিদ্যুতের লেখা! ২৭ ॥

প্রত্যেকটি মুকুলে লগ্ন হয়ে ভ্রমর গুঞ্জন করছে, পূর্ণ প্রস্ফুটিত পুষ্প থেকে রস ঝরে পড়ছে—মনে হচ্ছে বর্ষা এসেছে! পুষ্পগন্ধে দিক সুরভিত! নিবিড় শ্যামায়মান এবং ঘনচ্ছায়াযুক্ত তরুশ্রেণী নগরের উদ্যানভূমি পর্যন্ত প্রসারিত; সমীরণও যেন পাশুপত ব্রতধারী তাপসের মতো গঙ্গাজলে অভিষিক্ত। তাই সমীরণ গঙ্গাজলে সিক্ত হয়ে, শুভ্রপুষ্পের রেণুকণা অঙ্গে মেখে খসে পড়া ফুলগুলি দিয়ে যেন চন্দ্রশেখরের অর্চনা করছে, ভ্রমরগুঞ্জনের ছলে বন্দনাপাঠ করছে—লতাবাহুর আন্দোলন থেকে মনে হয় যেন নৃত্য করছে। ২৮ ॥

রাজা—(সানন্দে লক্ষ্য করলেন) চন্দ্রশেখর শিবের বাসভূমি এই বারাণসীপুরী আমার অন্তরে আত্মানন্দের উদ্বোধন করে চিত্ত আকর্ষণ করছে। আত্মজ্ঞানরূপী বিদ্যা যেন অন্ধকার দূর করে মুক্তির স্বাদ এনে দিচ্ছে। এখানে ধারার কণ্ঠবিলম্বিনী কুটিল মুক্তাবলীর মতো শোভিতা এই গঙ্গা ফেনহাস্যে চন্দ্রকলাকে উপহাস করছে। ২৯ ॥

সারথি—(পরিক্রমণ করে) মহারাজ, দেখুন, দেখুন! এই সেই ভাগীরথীতীরের অলঙ্কারস্বরূপ ভগবান আদিকেশব নামক বিষ্ণুর পবিত্র মন্দির!

রাজা—(দেখে সহর্ষে) একী! ইনি সেই দেবতা যাকে পুরাবিদ্‌গণ এই পুণ্যক্ষেত্রের

আত্মরূপে বর্ণনা করে থাকেন ! এখানে পুণ্যবান ব্যক্তিরা দেহ ত্যাগ করে এই দেবতার মধ্যেই বিলীন হন। ৩০ ॥

সারথি—মহারাজ, দেখুন, দেখুন ! এই কাম, ক্রোধ লোভ প্রভৃতি আমাদের দেখেই এই স্থান থেকে দূরে পালিয়ে যাচ্ছে।

রাজা—তাই বটে ! এখন এসো আমরা প্রভুর অভীষ্টসিদ্ধির জন্যে ভগবান আদি কেশবকে প্রণাম করি। (রথ থেকে নেমে প্রবেশ করলেন, তারপর চারদিক দেখে) ভগবন্, তোমার জয় হোক ! দেবসেনা চূড়ামণিশ্রেণী তোমার পাদপীঠে লুণ্ঠিত ; তাদের নখপ্রভা খদ্যোতের দীপ্তিতে প্রকাশমান, তোমার পাদপদ্ম যে স্বর্ণপীঠে বিরাজিত—নখশোভায় সেই পাদপীঠ বিচিত্রিত ! তুমি দ্বৈত-ভ্রান্তিসন্তপ্ত ত্রিলোকের ভ্রমনিদ্রা হরণে একমাত্র সুদক্ষ দেবতা !

বরাহ মূর্তিধারণ করে জলমগ্ন পৃথিবীকে তুমি উদ্ধার করেছিলে—তাতে তোমার দংষ্ট্রাগ্রভাগ খিন্ন হয়েছিল—তবু তাতেই তুমি কত মহাগিরি বিদীর্ণ করেছিল ! পাদবিক্ষেপে তুমি ত্রিলোক অধিকার করেছিল ! প্রবল ভুজবলে গোবর্ধনগিরি উত্তোলন করে—ছত্ররূপে তা ধারণ করে ইন্দ্রের প্রেরিত আকস্মিক ও প্রচণ্ড অতিবৃষ্টি থেকে গোকুলবাসীদের রক্ষা করেছিলে—তাতে বিস্মিত হয়েছিল সমগ্র বিশ্ব !

প্রভু, অসুরবধূদের বিধবা করে তাদের সীমন্তে সিন্দূরে তুমি সূর্যদেহ লেপন করেছিল, তাই সূর্য লোহিতবর্ণ, আবার তুমি নরসিংহরূপে ত্রস্ত হিরণ্য-কশিপুর বক্ষ বিদীর্ণ করেছিলে, তোমার অপ্রতিহত এবং দীপ্ত নখশ্রেণী থেকে বিগলিত রক্তধারায় ত্রিভুবন মগ্ন হয়েছিল ; যখন ত্রিলোকের শত্রু কৈটভ-অসুরের কঠিন কণ্ঠাস্থি তুমি ছেদন করেছিল তখন তোমার সুদর্শনচক্র থেকে উল্কাছটার মতো জ্যোতি নির্গত হয়ে তোমার শক্তি জগতে প্রকটিত করেছিল। সমুদ্র-মন্থন কালে বাহুবলে তুমি মন্দরপর্বতকে মন্থনদণ্ডে পরিণত করে ক্ষীরোদ-সাগরকে আলোড়িত করেছিলে। সেই সাগর থেকে লক্ষ্মী উঠে এসে তোমাকে ভুজপাশে আলিঙ্গন করলেন, সেই আলিঙ্গনে তার পীনস্তনের পত্রাবলীচিহ্ন তোমার বক্ষঃস্থলে পড়েছিল। এখন সেখানে মুক্তামালা শোভিত।

হে বৈকুণ্ঠদেব ! তোমাকে আমি প্রণাম করি। সংসারের বন্ধন ছিন্ন করে এই ভক্তকে তুমি জ্ঞান দাও।

(মন্দির থেকে নির্গত হয়ে চারদিক দেখলেন—তারপর) সারথি ! এই উৎকৃষ্ট স্থান বারাণসীই আমাদের বাসযোগ্য। এইখানে শিবিরসন্নিবেশ করব। (প্রস্থান)

॥ শ্রীকৃষ্ণমিশ্রবিরচিত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের 'বিবেকোদ্যোগ' নামক চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × × পঞ্চম অংক × × × × × × × × × × × × × ×

(শ্রদ্ধার প্রবেশ)

শ্রদ্ধা—(চিন্তা করে) এই তো প্রসিদ্ধ পথ। কেননা, জ্ঞাতিদের মধ্যে শত্রুতাজনিত ক্রোধ সমস্ত বংশ দগ্ধ করে, যেমন প্রচণ্ড বায়ুতাড়নে বড়ো বড়ো বৃক্ষের সংঘর্ষজাত অগ্নি বনকে দহন করে। (অশ্রুসিক্ত নয়নে) জ্ঞাতিবিনাশজনিত নিদারুণ শোকাগ্নি নির্বাপিত করা কঠিন। ১ ॥

শত শত বিচারবুদ্ধিরূপ মেঘও তা নেভাতে পারে না। তাই—সমুদ্র, পৃথিবী, পর্বত নদী—এদেরও ধ্বংস যখন নিশ্চয় ঘটবে তখন শীর্ণ তৃণবৎ লঘু প্রাণীদের বিনাশের আর কথা কী? তাহলেও জ্ঞাতির বিনাশজনিত এক তীব্র শোকাগ্নি সকলবিবেক বুদ্ধি উন্মথিত করে হৃদয় দগ্ধ করছে। ২ ॥

তাই বংশের মূলস্বরূপ কামক্রোধ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের বিনাশে জ্বলন্ত এ শোকাগ্নি আমার পক্ষে মর্মচ্ছেদী—আমার দেহ তা শোষণ করছে, আমার অন্তরাত্মাও দহন করছে। ৩ ॥

(চিন্তা করে) দেবী বিষ্ণুভক্তি আমাকে আদেশ করেছেন—বৎসে, আমি এখানে থেকে হিংসা-প্রধান সংগ্রাম দেখতে পারব না, আমি এখন বারাণসী ছেড়ে শালগ্রাম নামক ভাগবত ক্ষেত্রে গিয়ে কিছুকাল বাস করব, তুমি সেখানে গিয়ে যথাযথ যুদ্ধের বৃত্তান্ত আমাকে জানাবে। তাই আমি এখন দেবীর নিকটে গিয়ে সমরবৃত্তান্ত তাকে জানাই। (পরিক্রমা করে এবং দেখে) এই যে চক্রতীর্থ! এখানে স্বয়ং সংসারসাগর-পার-করানো তরণীর কর্ণধার শ্রীহরি বাস করেন (প্রণাম করে), এই যে ভগবতী বিষ্ণুভক্তি সাধুজনবেষ্টিত হয়ে শান্তির সঙ্গে কী যেন কথা বলছেন। এইবার তবে কাছে যাই। (পরিক্রমা)

(বিষ্ণুভক্তি ও শান্তির প্রবেশ)

শান্তি—দেবি, আপনাকে গভীরভাবে চিন্তাব্যাকুল মনে হচ্ছে।

বিষ্ণুভক্তি—বৎসে, এই বীরক্ষয়ী মহাযুদ্ধে, শক্তিমান মহামোহের আক্রমণে না জানি বৎস বিবেকের কী ঘটেছে, তাই আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল।

শান্তি—এ বিষয়ে আর চিন্তার কী আছে? আপনার অনুগ্রহ থাকলে মহারাজ বিবেকের নিশ্চয়ই জয় হবে।

বিষ্ণুভক্তি—বৎসে আত্মীয়জনের অভ্যুদয় প্রমাণিত হলেও তাদের অনিষ্টশঙ্কা মনকে ব্যাকুল করে তোলে। ৪ ॥

বিশেষত, শ্রদ্ধা বহুকাল আসে না, তাই আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে।

শ্রদ্ধা—(কাছে এসে) দেবি, প্রণাম!

বিষ্ণুভক্তি—এসো এসো এস শ্রদ্ধা। মঙ্গল তো?

শান্তি—মা, আমি প্রণাম করছি।

শ্রদ্ধা—বৎসে, এসো আমাকে আলিঙ্গন করো। (শান্তি আলিঙ্গন করল) দেবি, বিষ্ণুভক্তির অনুগ্রহে মুনিচিত্তের অধিকারিণী হও!

বিষ্ণুভক্তি—এখন সেখানকার ঘটনা বলো।

শ্রদ্ধা—দেবীর বিরুদ্ধাচারীদের যা হওয়া উচিত তা-ই হয়েছে।

বিষ্ণুভক্তি—সবিস্তারে বলো।

শ্রদ্ধা—দেবি, শুনুন। আদি কেশবের মন্দির থেকে আপনি ফিরে আসবার পর ভগবান ভাস্কর কিঞ্চিৎ রক্তবর্ণ কিরণ বিকীর্ণ করতে লাগলেন—সেই সময়ে বিজয়ঘোষণায় আহূয়মান শ্রেষ্ঠ বীরবর্গের সিংহনাদে দিগ্‌দিগন্ত বধির হয়ে গেল, রথাশ্বের খুরোত্থিত ধূলিজালে সূর্যমণ্ডল আচ্ছন্ন হল, মদমত্ত হস্তিগণের কুম্ভস্থিত সিঁদুরে দশদিক সন্ধ্যার মতো মনে হতে লাগল, তাদের ও আমাদের সৈন্যসাগরের মধ্যে প্রলয় মেঘগর্জনের মতো ভীষণ শব্দ উত্থিত হল! সেই সময়ে মহারাজ বিবেক ন্যায়দর্শনকে দূত করে মহামোহের কাছে

পাঠিয়ে দিলেন। ন্যায়দর্শন সেখানে গিয়ে মহামোহকে এইরকম বললেন—বিষ্ণুর মন্দির, নদীকুল, পুণ্যবন আর পুণ্যবানদের মন ত্যাগ করে তুমি অনুচরসহ ম্লেচ্ছদেশে চলে যাও—নতুবা খড়্গাঘাতে তোমার প্রতি অঙ্গ খণ্ডিত হবে—সেই খণ্ডিত অঙ্গ থেকে বিগলিত রক্তধারা পান করে ফেরুগণ (শৃগালগণ) ফেউ ফেউ শব্দ করে আনন্দোৎসবে মত্ত হবে। ৫ ॥

বিষ্ণুভক্তি—তারপর? তারপর?

শ্রদ্ধা—তারপর দেবি! মহামোহ ললাটে ভীষণ ভ্রূকুটি বিস্তার করে বলল—'হতভাগা বিবেক এই দুর্নীতির ফল ভোগ করুক!' এই বলে পাষণ্ড তর্কশাস্ত্রের সঙ্গে পাষণ্ডদের[১] (বৌদ্ধ চার্বাকযোগকারী জৈনকাপালিকাদি) যুদ্ধে পাঠাল। ইতিমধ্যে আমাদেরও সৈন্যগণের সামনে—বেদ-উপবেদষড়ঙ্গ[২] পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতিতে বিভূষিত হওয়া শ্রীসম্পন্না এবং পদ্মহস্তা, চন্দ্রের তুল্য কান্তিযুক্ত সরস্বতী সহসা আবির্ভূত হলেন। ৬ ॥

বিষ্ণুভক্তি—তারপর? তাপর?

শ্রদ্ধা—তারপর বৈষ্ণব, শৈব, সৌর প্রভৃতি শাস্ত্র দেবীর নিকটে উপস্থিত হলেন।

বিষ্ণুভক্তি—তারপর? তারপর?

শ্রদ্ধা—তারপর—সাংখ্য (কপিল) ন্যায় (অক্ষপাদ) বৈশেষিক (কণাদ) মহাভাষ্য (পতঞ্জলি) শাস্ত্রাদিতে পরিবৃত হয়ে এবং ন্যায়শাস্ত্রের শতবাহু বিস্তারে দশদিক উদ্ভাসিত করে ধর্মেন্দুকান্তিমুখী[৩] মীমাংসা—যেন অপর এক ত্রয়ী (বেদবিদ্যা) বা ত্রিনয়নী (দুর্গা) বা কাত্যায়নী—সমরে উৎসুক হয়ে বাগ্‌দেবীর সামনে আবির্ভূতা হলেন। ৭ ॥

শান্তি—(সবিস্ময়ে) কী আশ্চর্য! স্বভাব-প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পরবিরুদ্ধ শাস্ত্রগুলির মধ্যে কিরূপে মিলন ঘটল?

শ্রদ্ধা—বৎসে, শত্রুর আক্রমণে সমান বংশজাত জনগণ পরস্পরবিরোধী হলেও একত্র মিলিত হয় এবং সেই মিলনে লক্ষ্মীলাভ ঘটে। এইহেতু, বেদপ্রসূত এই সকল শাস্ত্রের মধ্যে তত্ত্ববিচারে অবান্তর বিরোধ থাকলেও বেদরক্ষা ও নাস্তিক পক্ষের খণ্ডন বিষয়ে তাদের মধ্যে ঐক্য সহজেই হয়। ৮ ॥

কারণ, সেই এক অনন্ত, শান্ত, অদ্বিতীয় জন্মরহিত পরম জ্যোতিকেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের উন্মীলনে কেউ ব্রহ্মা বলে আরাধনা করেন, কেউ বিষ্ণু বলে পূজা করেন, কেউ বা অর্চনা করেন শিব বলে। জলের প্রবাহগুলি যেমন নানাপথে এসে সাগরে পতিত হয়, তেমনি নানা শাস্ত্র বিভিন্ন পথে বেদমূল জগদীশ্বরকেই প্রাপ্ত হয়। ৯ ॥

বিষ্ণুভক্তি—তারপর? তারপর?

শ্রদ্ধা—তারপর দেবি, উভয় পক্ষের চতুরঙ্গিনী সেনা (হস্তী অশ্ব, রথ পদাতিক) পরস্পর অজস্র প্রহার বর্ষণ করে তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। বহু রক্তনদী সেখানে খরবেগে প্রবাহিত হল, মাংসপঙ্কে দীন কঙ্ক[৪] পক্ষীরা ক্ষুধিত হয়ে এসে বসল। বাণে জর্জরিত হয়ে যেসব বিশাল হস্তী ভূপতিত হল—তাদের দেহে আহত হয়ে রাজছত্রগুলি ভেঙে চূর্ণ হয়ে গেল। ১০ ॥

সেই ভীষণ যুদ্ধে বৌদ্ধশাস্ত্র পাষন্ড শাস্ত্রগুলির অগ্রবর্তী ছিল; ওদের পরস্পরের সংঘাতে বৌদ্ধশাস্ত্রের বিনাশ হল। এইভাবে মূল বিনষ্ট হওয়ায় অন্য পাষণ্ড শাস্ত্রগুলি বেদান্তাদি শাস্ত্রসাগরে ভেসে গেল। এই দেখে বৌদ্ধেরা

সিন্ধু, গান্ধার, পারসিক, মগধ, কলিঙ্গ প্রভৃতি ম্লেচ্ছপ্রধান দেশে প্রবেশ করল। পাষণ্ড দিগম্বর, কাপালিক সোমসিদ্ধান্ত প্রভৃতিরা পামর (অতি নীচ) জাতিপূর্ণ পাঞ্চাল, মালভ, আভীর দেশে গিয়ে সাগরোপান্তে গুপ্তভাবে বিচরণ করতে লাগল—নাস্তিকদের তর্কশাস্ত্রগুলিও ন্যায় ও মীমাংসার দারুণ প্রহারে জর্জরিত হয়ে বৌদ্ধশাস্ত্রের অনুগামী হল।

বিষ্ণুভক্তি—তারপর ? তারপর ?

শ্রদ্ধা—তারপর বস্তুবিচার কামকে বধ করলেন, ক্ষমা সংহার করলেন ক্রোধ, হিংসা ও নিষ্ঠুরতাকে; লোভ, তৃষ্ণা দৈন্য মিথ্যা, চৌর্য ও প্রতিগ্রহকে দমন করলেন সন্তোষ; আর অনসূয়া জয় করলেন মাৎসর্যকে, পরোৎকর্ষকামনা জয় করলেন মদনকে, মানকে দমন করলেন পরগুণাধিক্য।

বিষ্ণুভক্তি—(সহর্ষে) সবকিছুই সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এখন মনোহর সংবাদ কী ?

শ্রদ্ধা—দেবি! মহামোহ যোগবিঘ্নের সঙ্গে কোথায় যে লুকিয়ে আছে তা জানা যাচ্ছে না।

বিষ্ণুভক্তি—তবে তো দেখছি মহা-অনর্থের এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে। একে নাশ করা কর্তব্য। কেননা স্থায়ী সম্পদকামী বিজ্ঞ ব্যক্তি উপেক্ষা প্রদর্শন করে অগ্নির শেষ, ঋণের শেষ আর শত্রুর শেষ রেখে দেন না। আচ্ছা, মনের সংবাদ কী ? ১১ ॥

শ্রদ্ধা—দেবি তিনিও পুত্রপৌত্রাদির বিনাশজনিত শোকে বিহ্বল হয়ে প্রাণ বিসর্জনে উদ্যত হয়েছিলেন।

বিষ্ণুভক্তি—(ঈষৎ হেসে) যদি তাই হয়, তবে তো আমরা সবাই কৃতার্থ হই, আত্ম-পুরুষও পরম শান্তি লাভ করেন। কিন্তু সেই দুরাত্মার মৃত্যু কোথায় ?

শ্রদ্ধা—দেবি! আপনি যে প্রবোধের জন্মদানে সঙ্কল্প করেছেন সেই প্রবোধের উদয় হলেই মন আর দেহের সঙ্গে থাকতে পারবে না।

বিষ্ণুভক্তি—তাই হোক। আমি বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্যে ব্যাসকৃত সরস্বতীকে (বেদান্ত দর্শন) পাঠাচ্ছি।

প্রবেশক

(মন ও সঙ্কল্পের প্রবেশ)

মন—(সাশ্রুলোচনে) হায় পুত্রগণ! তোমরা কোথায় গেলে, আমাকে প্রিয়দর্শন দাও! ওগো রাগ-দ্বেষ-মদ-মাৎসর্য—তোমরা আমাকে আলিঙ্গন করো। আমার দেহ অবসন্ন হয়ে আসছে। (চারদিকে চেয়ে বিহ্বল ভাবে) কই, এই অনাথ বৃদ্ধের সঙ্গে কেউ যে কথা বলছে না। অসূয়া প্রভৃতি আমার সেই কন্যারা কোথায় ? কোথায় আশা তৃষ্ণা হিংসা প্রভৃতি পুত্রবধূগণ ? তারাও কি দুর্ভাগ্যক্রমে একই সময়ে দৈবকর্তৃক অপহৃত হল ? হায় হায়!

এই শোকজ্বর বিষানলের মতো আমার সমস্ত অঙ্গে সঞ্চারিত হচ্ছে, আমার মর্মস্থল দহন করছে। আমার সর্বদেহে বিষম বেদনা। আমার চেতনা বিলুপ্ত হচ্ছে, হৃদয়ের চেতনা যেন নির্বাপিত হচ্ছে—এই শোকানল আমার সমস্ত জীবন গ্রাস করছে ॥ ১২ ॥ (মূর্ছিত হয়ে পড়লেন)

সঙ্কল্প—(অশ্রুপাতসহকারে) মহারাজ, আশ্বস্ত হোন।

মন—(আশ্বস্ত হয়ে) কী ! আমাকে এই অবস্থায় দেখে দেবী প্রবৃত্তিও আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন না !

সঙ্কল্প—(সাশ্রুলোচনে) মহারাজ ! দেবী প্রবৃত্তি এখন আর কোথায়—পুত্রশোকানলে দগ্ধ হয়ে বিদীর্ণ হৃদয়ে তিনি প্রাণত্যাগ করেছেন।[৬]

মন—হায় প্রিয়ে, কোথায় তুমি, উত্তর দাও ! তুমি তো আমাকে ছাড়া স্বপ্নেও সুখ-ভোগ কর নি—তোমাকে ছাড়া আমিও তো নিদ্রায়, শয়নে মৃতবৎ পড়ে থাকতাম । নিষ্ঠুর বিধাতা তোমাকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছেন—তবু মন বেঁচে আছে ! নিশ্চয়ই প্রযত্ন ছাড়া জীবনের অবসান ঘটে না ॥ ১৩ ॥

(পুনরায় মূর্ছা)

সঙ্কল্প—মহারাজ ! আশ্বস্ত হোন, আশ্বস্ত হোন ।

মন—(আশ্বস্ত হয়ে) আর আমার জীবনধারণের প্রয়োজন নেই । সংকল্প তুমি আমার চিতা রচনা করো । আমি চিতানলে প্রবেশ করে শোকানল নির্বাপিত করি ।

(ব্যাস সরস্বতীর প্রবেশ)

সরস্বতী—ভগবতী বিষ্ণুভক্তি আমাকে পাঠিয়ে দিলেন । তিনি বললেন—'সখি সরস্বতি ! মন সন্তানশোকে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছে, তুমি গিয়ে তাকে সান্ত্বনা দাও, যাতে তার বৈরাগ্য জাগে সেই চেষ্টা করো ।' তাই হোক ; এইবার আমি তার কাছে যাই । (কাছে গিয়ে) বৎস, তুমি শোকে এত অধীর হয়েছ কেন ? তুমি তো জান, সংসারে সমস্ত বস্তুই অনিত্য ; আর তাছাড়া, তুমি তো ইতিহাসের উপাখ্যানও পড়েছ । দেখ শতকল্পজীবী ব্রহ্মা, ইন্দ্র, দেবাসুর, মনু প্রভৃতি মুনি আর কোটি কোটি সাগর, ভুবন—সবই তো কালে নষ্ট হয় । তবে এই পাঞ্চভৌতিক দেহ যখন সমুদ্রের ফেনার মতো পঞ্চভুতে মিলিয়ে যায় তখন মানুষ শোক করে—হায় হায়, এ কী মোহ ! ॥ ১৪ ॥

সুতরাং বস্তুর অনিত্যতা সম্পর্কে চিন্তা করো । যিনি নিত্যই অনিত্যবস্তু দর্শন করেন, শোকাবেগ তাকে স্পর্শ করতে পারে না । কেননা, এক ব্রহ্ম—অদ্বিতীয়, তিনিই কেবল নিত্য সত্য—অন্য যা দেখ সব কিছুই অসত্য ॥ ১৫ ॥

সমস্ত বস্তুর মধ্যে সেই এককে যে দেখতে পায় তার কাছে কোথায় শোক, কোথায় মোহ ?[৭]

মন—ভগবতি, শোককলুষিত মনে বিবেকই স্থান পায় না, অনিত্যতার চিন্তা কী করে করবে ?

সরস্বতী—বৎস, স্নেহদোষেই এই সব হয়ে থাকে । স্নেহ যে সকল অনর্থের বীজ একথা তো প্রসিদ্ধ । দেখ, প্রিয়া-নামে ক্লেশরাশি—সেই তো বিষবহ্নির বীজ , এই বীজ প্রথমে মানুষ বপন করে ; শীঘ্রই তা থেকে হয় অংকুরের উদ্গম—সেই অঙ্কুর স্নেহময় কিন্তু বজ্রাগ্নিগর্ভ । তা থেকে একদিন জন্মে শতদীপ্ত শাখাযুক্ত শোক-বৃক্ষ । এই শোকবৃক্ষই তুষানলের মতো মানবদেহ দগ্ধ করে ॥ ১৬ ॥

মন—তা সত্য, কিন্তু তবু শোকাগ্নিদগ্ধ প্রাণ আমি আর ধারণ করতে পারছি না ; আমার পরম সৌভাগ্য যে অন্তিমকালে আপনার দেখা পেলাম ।

সরস্বতী—তোমার এই আত্মহত্যার চেষ্টাও মহাপাপ ! তাছাড়া, অপকারীদের জন্যে তোমার এত আদিখ্যেতা কেন ? দেখো, এই পুত্রকলত্র প্রভৃতি কখনও তোমার

উপকার করে নি, করে না, কোনোকালেই করবে না। এরা মানুষের সুখের কারণ নয়—শুধু এদের বিচ্ছেদে মানুষের মর্মচ্ছেদ হয়—এইমাত্র। তথাপি মানুষ তাদের জন্যে কত ক্লেশ বহন করে! ১৭ ॥

আরও দেখো—তাদের জন্যে তুমি কত ভরা নদী পার না হয়েছ, কত না পাহাড়-পর্বত লঙ্ঘন করেছ, কত-না হিংস্র জন্তুপূর্ণ ভীষণ বনভূমিতে প্রবেশ করেছ! এই পাপিষ্ঠেরা কত না কঠিন ব্রত তোমাকে দিয়ে পালন করিয়েছে। তোমাকে হয়তো তাদের সম্মুখীন হতে হয়েছে—যারা ধনমত্ততার কালিমায় মলিন এবং কুটিল তথা দুর্দর্শন ॥ ১৮ ॥

মন—দেবি, সে কথা সত্য। তবু, দীর্ঘকাল যত্নে লালিত হয়ে যারা হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান করে সেই-সব আত্মজের বিচ্ছেদ-দুঃখ মর্মচ্ছেদ অপেক্ষাও অধিক ক্লেশকর। ১৯ ॥

সরস্বতী—বৎস, 'এটি আমার'—এই মমতা এবং চিরকাল আমার এটি থাকুক'—এই বাসনা, মোহের কারণ। কথায় বলে—গৃহপালিত মুরগীকে বেড়ালে খেলে যেমন দুঃখ হয়, তেমনটা হয় না মমতাশূন্য চড়ুই বা ইঁদুর খেলে ॥ ২০ ॥

সুতরাং সমস্ত অনর্থের মূল এই মমত্ববোধকে উচ্ছেদ করতেই যত্ন করা প্রয়োজন। দেখো, দেহ থেকে কতই-না কীট উৎপন্ন হয়—লোকে সেই সব কত যত্ন করে হাত দিয়ে দূর করে দেয়—তাদের 'অপত্য' নাম দিয়ে তাদের শোকেই এই দেহকে ক্লিষ্ট করা পৃথিবীর মানুষের মোহ ছাড়া আর কী! ২১ ॥

মন—দেবি, সে কথা সত্য; তবু মমতার গ্রন্থি দুশ্ছেদ্য। (চিন্তা করে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে) আপনি আমাকে সব দিক থেকেই রক্ষা করেছেন। (সরস্বতী-দেবীর চরণে পতিত হলেন।)

সরস্বতী—বৎস, তোমার মন এখন উপদেশ গ্রহণে সক্ষম। সুতরাং আরও কিছু বলি, শোনো। পিতা, পুত্র অথবা বন্ধু মৃত্যুমুখে পতিত হলে মূর্খেরাই শোকের বশে উদরতাড়ন করতে থাকে। জ্ঞানীদের মনে এই অসার ও পরিণামে দুঃখকর সংসারে বিচ্ছেদ বৈরাগ্যকেই দৃঢ় করে এবং শান্তিসুখ এনে দেয়। ২২ ॥

(বৈরাগ্যের প্রবেশ)

বৈরাগ্য—(চিন্তা করে) নীল পদ্মের প্রান্তের সূক্ষ্ম এবং আয়ত চর্ম দিয়ে যদি বিধাতা এই দেহকে আচ্ছাদন করে না দিতেন তাহলে তো গৃধ্র, কাক, ব্যাঘ্র দেহের উপর পড়ে কাঁচা মাংস ও দেহচ্যুত রক্ত ভোজন করত—কে কোন্ উপায়ে তাদের বাধা দিতে পারত? ২৩ ॥

তাছাড়া বিষয়জনিত রস অগ্নিশিখার মতোই চঞ্চল, তার আনন্দ পরিণামে দুঃখজনক, এই দেহ সঙ্কটের আশ্রয়, ধনের প্রাচুর্যও দুঃখময়, এই সংসার বিষাদে পূর্ণ নারী অনন্ত অনর্থের মূল—তবু মানুষ এই ভয়ংকর পথেই বিচরণ করে, আত্মজ্ঞানে কেউ উৎসাহিত হয় না। ২৪ ॥

সরস্বতী—বৎস, বৈরাগ্য তোমার কাছে উপস্থিত, একে সম্ভাষণ করো।

মন—বৎস, তুমি কোথায়?

বৈরাগ্য—(কাছে এসে) এই যে আমি প্রণাম করছি।

মন—বৎস, জন্মগ্রহণ করেই তুমি আমাকে ত্যাগ করে গিয়েছিলে, এখন আমাকে

আলিঙ্গন করো। (বৈরাগ্য মনকে আলিঙ্গন করলেন)

বৎস, তোমাকে দেখে আমার শোকের উপশম হল।

বৈরাগ্য—পিতঃ, এতে আর শোক কিসের? পথে যেতে যেতে পান্থের সঙ্গে পান্থের মিলন ঘটে; নদীস্রোতে পড়ে যাওয়া তরুতে তরুতে সঙ্গম হয়, আকাশে (বিরুদ্ধ বায়ুবেগে) মেঘে মেঘে স্পর্শ হয়, সাগরের বুকে বণিকের দল পরস্পর মিলিত হয়—সেইরূপ পিতামাতা ভ্রাতা, পুত্র, বন্ধু ও প্রিয়জনের বিচ্ছেদের জন্যেই মিলন ঘটে—একথা জেনে বিজ্ঞজনেরা কেন শোক করবেন? ২৫ ॥

মন—(সানন্দে) দেবি, পুত্রের কথাই সত্য! তাহলে আপনি এবার বুঝে দেখুন। মমতার পাশে আবদ্ধ এক প্রাণী—সেই মমতার পাশও অভ্যাসবশে দৃঢ়, এমন প্রাণীকে মায়াপাশ থেকে মুক্ত করার কোনো উপায় আপনি জানেন কি? ২৬ ॥

সরস্বতী—বৎস, মমত্ববন্ধন থেকে মুক্ত হবার প্রথম উপায় বস্তুর অনিত্যতা সম্পর্কে ভাবনা। কারণ এই ব্যায়ত বিশাল বিশ্বে তোমার কত কোটি পিতা, ভার্যা, পুত্র, পিতৃব্য, পিতামহ চলে গেছেন। সুতরাং হৃদয়ে এই কথাই বার বার ধ্যান করো যে বন্ধুমিলন বিদ্যুৎপ্রকাশের মতোই ক্ষণস্থায়ী—এই ধ্যানের ফলে সুখী হবে। ২৭ ॥

মন—ভগবতী! আপনার অনুগ্রহে আমার মোহ দূরীভূত হয়েছে। আমার হৃদয় যদিও আপনার মুখচন্দ্র থেকে বিগলিত সুধাধারায় স্নাত—তবু তা দুঃখের তরঙ্গে কলুষিত হচ্ছে। এই অশ্রুসিক্ত শোকগ্রস্ততা থেকে যাতে মুক্তি পাই—দেবি, এমন কোনো প্রতিকারের চেষ্টা করুন। ২৮ ॥

সরস্বতী—বৎস, এই বিষয়ে মুনিগণই ব্যবস্থা দিয়ে গেছেন—যে-সব মর্মচ্ছেদী দুঃখ অপ্রার্থিত, হঠাৎ উপস্থিত হয়—তাদের প্রবল আক্রমণ থেকে মুক্তির উপায় 'অচিন্তা'। ২৯ ॥

মন—তা সত্য দেবি! এই মনটিকে শাসন করা অত্যন্ত কঠিন। শাসন করলেও কত বিচিত্র চিন্তাতরঙ্গে মন বিপর্যস্ত হতে থাকে যেমন বার বার বায়ু দ্বারা চালিত মেঘের খন্ডে চাঁদ আচ্ছন্ন হয়। ৩০ ॥

সরস্বতী—বৎস শোনো, এ হল চিত্তের বিকার! সুতরাং কোনো একটি শান্ত বিষয়ে মন স্থির করো!

মন—আমাকে অনুগ্রহ করুন, ভগবতি! সেই শান্ত বিষয়টি কী?

সরস্বতী—বৎস, বিষয়টি গোপনীয়। তা হলেও যারা সতাই আর্ত—তাদের উপদেশ-দানে কোনো দোষ নেই। অবিরাম শ্রীহরির ধ্যান করো—যাঁর দেহবর্ণ মেঘের মতোই শ্যাম, কণ্ঠে অনুপম মুক্তাহার, হস্তে কেয়ূর, মস্তকশীর্ষে কিরীট। অথবা ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হও—যিনি গ্রীষ্মের সুশীতল হ্রদের মতো। এইভাবে নিজের পক্ষে কল্যাণকর শান্তি উপভোগ করো। ৩১ ॥

মন—তাই বটে! এখন সেই নবীনযৌবনা নারী, সেই ভ্রমরগুঞ্জন-মুখরিত বৃক্ষ, সেই মৃদু সমীরণ—নবপ্রস্ফুটিত মল্লিকার গন্ধে সুরভিত; কিন্তু আমার মন আজ উদাত্ত বিবেকের বলে অন্ধকার থেকে মুক্ত—সে দেখছে এইসব যেন মৃগতৃষ্ণিকার বারিরাশি! ৩২ ॥

সরস্বতী—বৎস, তাহলেও গৃহী ব্যক্তির ক্ষণকালও অনাশ্রমী হয়ে থাকতে নেই।

সুতরাং আজ থেকে নিবৃত্তিই হবেন তোমার সহধর্মিণী ![১]

মন—(সলজ্জে) আপনার যেমন আদেশ।

সরস্বতী—শম দম সন্তোষ প্রভৃতি তোমার পুত্রগণ তোমার সেবা করুক—যমনিয়মাদি হবেন অমাত্যবর্গ। তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র বিবেক তোমার অনুগ্রহে উপনিষৎদেবীর সঙ্গে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হোক। আর মৈত্রী, দয়া, ক্ষমা তিতিক্ষা—এই যে চারভগিনীকে ভগবতী বিষ্ণুভক্তি পরিচারিকা করে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন—এদের উপর প্রসন্ন থেকো।

মন—ভগবতী! আপনার সমস্ত আদেশই শিরোধার্য। (সহর্ষে পদতলে পতিত হলেন)

সরস্বতী—এখন সাম্রাজ্য উপভোগ করো। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম—এদের প্রতি সাদর দৃষ্টি রেখো। এদের সহচর্যেই একদিন তুমি স্বাভাবিক স্বাস্থ্য লাভ করে যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত হবে—তোমার স্বাস্থ্য ফিরে এলে তোমার জীবাত্মাও প্রকৃতিস্থ হবেন। কারণ, এক এবং নিত্য হয়েও তোমার সঙ্গবশে আত্মা জন্মমৃত্যু-জরাযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তি লাভ করে বিচিত্র মূর্তি ধারণ করছেন। তিনি মায়ামেঘে অভিভূত—সাগরের তরঙ্গে সূর্যের মতো বহুরূপধারী। কোনোরূপে বহুর্মুখী মনকে সংহত করে তুমি যদি শান্ত হয়ে থাকতে পার, তাহলে আত্মা তার সহজ এবং স্বকীয় শান্তরূপে প্রতিভাত হবেন—স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিফলিত সূর্যের মতো। ৩৩ ॥

তাই হোক। এখন জ্ঞাতিদের তর্পণের জন্যে ভাগীরথীর জলে অবতরণ করো।

মন—যথা আজ্ঞা দেবী।

(সকলে প্রস্থান)

॥ শ্রীকৃষ্ণমিশ্রবিরচিত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের 'বৈরাগ্যোৎপত্তি' নামক পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × ষষ্ঠ অংক × × × × × × × × × × × × ×

(শান্তির প্রবেশ)

শান্তি—মহারাজ বিবেক আমাকে এইভাবে আদেশ করলেন—বৎসে, তুমি তো জান, মনের পুত্রগণ নিহত হয়েছে, মোহ নিরুদ্দেশ[১]—বৈরাগ্য লাভ করে মনও প্রশান্তি লাভ করেছে, পঞ্চক্লেশও[২] বিলীন হয়েছে, আত্মপুরুষ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় (প্রবোধের জন্ম) সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। ১

সুতরাং তুমি উপনিষৎদেবীকে অনুনয় করে শীঘ্র আমার কাছে নিয়ে এসো। (দেখে) এই যে, আমার মা কী একটা কথা বলতে বলতে একদিকেই আসছেন।

(শ্রদ্ধার প্রবেশ)

শ্রদ্ধা—আজ দীর্ঘকাল পরে রাজবংশ সঙ্কটমুক্ত দেখে আমার নয়ন যেন অমৃতরসে পূর্ণ হল—অসাধুর যেখানে দণ্ড, যম প্রভৃতি সাধুজনেরা যেখানে পূজ্য, আর যেখানে দেবানুজীবী বশ্যগণ জগৎপতির আরাধনা করে থাকে। ২ ॥

শান্তি—(কাছে গিয়ে) মা কী বকতে বকতে যাচ্ছ ?

(শ্রদ্ধা দ্বিতীয় শ্লোকটি পাঠ করলেন)

শান্তি—এখন মনের প্রতি জগৎপতি আত্মার কী মনোভাব বলো তো ?

শ্রদ্ধা—বধ্য বন্দীর প্রতি যে ভাব হয়ে থাকে।

শান্তি—তাহলে প্রভু আত্মাই স্বরাজ্য অলঙ্কৃত করবেন ?

শ্রদ্ধা—তাই বটে। যখন তিনি (আত্মানুসন্ধানে রত থেকে) নিজের মধ্যেই দীপ্তি পান তখন তিনি স্বারাট[৩]—তিনিই আবার সমস্ত সৃষ্টিতে দীপ্তিমান হন, তখন তিনি সম্রাট[৪]।

শান্তি—তাহলে মায়ার প্রতি তাঁর কিরূপ অনুগ্রহ ?

শ্রদ্ধা—মায়ার প্রতি নিগ্রহের কথা না বলে অনুগ্রহের কথা কেন বলছ! আত্মা মায়াকে সকল অনর্থের বীজ জেনে তাকে নিগ্রহের যোগ্য মনে করেন।

শান্তি—তাই যদি হয় তবে এখন রাজকুলের অবস্থা কী ?

শ্রদ্ধা—শোনো। 'নিত্য এবং অনিত্য বস্তুর সন্ধান'ই তাঁর প্রিয়, বৈরাগ্যই একমাত্র বন্ধু, যমাদি তাঁর প্রকৃত সঙ্গী ; শম, দম প্রভৃতি তাঁর অনুচর, মৈত্রী প্রভৃতি তাঁর পরিচারিকা, মুক্তিকামনা তাঁর একমাত্র নিত্যসঙ্গিনী, তাঁর শত্রু মোহ, মমতা, সঙ্কল্প ও আসঙ্গ প্রভৃতিই তাঁর কাছে এখন উচ্ছেদযোগ্য ॥ ৩ ॥

শান্তি—এখন ধর্মের সঙ্গে আত্মার কেমন প্রণয় ?

শ্রদ্ধা—বৈরাগ্যের সংসর্গে আসার পর থেকে তিনি ঐহিক ও পারত্রিক—সকল ভোগবিলাসেই বিরত হয়েছেন।

তার ফলে তিনি ক্ষয়শীল পুণ্যফলকে তেমনি ভয় করেন—যেমন ভয় করেন পাপের ফল নরককে। এইভাবে কামনার বিষয় সম্পর্কে সমস্ত চিন্তা ত্যাগ করে তিনি কোনোরকমে পুণ্যকর্ম করে যাচ্ছেন ॥ ৪ ॥

কিন্তু অন্তরাত্মা সম্পর্কে তাঁর প্রবণতা লক্ষ্য করে ধর্ম ভাবছেন—তাঁর কার্যসিদ্ধি হয়েছে, সুতরাং তাঁরও আর কিছু করণীয় নেই।

শান্তি—আচ্ছা, মহামোহ যেসব মোহধর্মীদের সঙ্গে নিয়ে আত্মগোপন করেছিল তাদের সংবাদ কী ?

শ্রদ্ধা—বৎসে, সেই হতভাগ্য মহামোহ দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে আত্মাকে প্রলুব্ধ করবার জন্যে মোহধর্মীদের সঙ্গে মধুমতী বিদ্যাকে পাঠিয়েছিল ; উদ্দেশ্য এদের প্রতি অনুরক্ত হলে স্বামী বিবেক-উপনিষদের কথা চিন্তা করবেন না।

শান্তি—তারপর ? তারপর ?

শ্রদ্ধা—তারপর তারা আত্মার নিকটে গিয়ে একরকম ইন্দ্রজাল মায়া বিস্তার করল। যেমন আত্মা শতেক যোজন দূর থেকে শব্দ শুনতে পেলেন। বেদ, পুরাণ, ভারতকথা, তর্কবিদ্যা প্রভৃতির বাঙ্ময় রূপ আবির্ভূত হল তার সামনে। তিনি ইচ্ছা অনুসারে বিশুদ্ধ পদ যোজনা করে কত শাস্ত্র, কত কাব্য রচনা করলেন, তারপর তিনি সকল লোকে ভ্রমণ করতে লাগলেন—শেষে দেখতে পেলেন দীপ্তিময়ী মেরুস্থিত রত্নস্থলী ॥ ৫ ॥

আত্মা যখন মধুমতীসিদ্ধির[৫] অধিকারে তখন সেই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ তাঁকে অনুরোধ করতে লাগল—ওগো তুমি এখানে এসো, এখানে জন্ম নেই, মৃত্যু নেই—এই স্থান সহজ! এই দেখো কত বিচিত্র-বেশ-বিলাসিনী রূপ-

লাবণ্যময়ী প্রণয়কোমলা বিদ্যাধর রমণী মঙ্গলার্ঘ্য নিয়ে তোমার অভ্যর্থনার জন্যে উপস্থিত। তুমি এসো, কারণ এখানে নদীর তীরভূমি স্বর্ণবালুকাময়ী; নারী কমলাননা এবং বিশালজঘনা। এখানকার বনশ্রেণী মরকতদলের মতোই কোমলা। নিজপুণ্যে অর্জিত সর্বভোগ এইখানেই ভোগ করো ॥ ৬ ॥

শান্তি—তারপর? তারপর?

শ্রদ্ধা—বৎসে, সেই কথা শুনে মায়া বলল—আত্মার পক্ষে এ তো শ্লাঘনীয়! মন অনুমোদন করল, সংকল্প উৎসাহ দিল, মনে হল—আত্মা যেন সদ্বন্ধুদের মধ্যেই আছেন।

শান্তি—(সখেদে হায় ধিক! আত্মা আবার সেই সংসারজালে পতিত হলেন?

শ্রদ্ধা—না, না তা নয়!

শান্তি—তারপর? তারপর?

শ্রদ্ধা—এই সময়ে আত্মার পার্শ্ববর্তী তর্ক তাদের সকলের প্রতি ক্রোধকষায়িত নেত্রে দৃষ্টিপাত করে বললেন—স্বামিন্, এটা কী করে সম্ভব যে আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না, এই সব বিষয়ামিষলুব্ধ বঞ্চকদের কথায় আবার সেই বিষয়রূপ অঙ্গাররাশির মধ্যে পতিত হচ্ছেন? আপনি মায়াময় ভবসাগর পার হবার জন্যে যে যোগতরীতে সম্প্রতি আরোহণ করেছেন সেই তরী ত্যাগ করে মত্ততাহেতু অঙ্গারের নদীতে ঝাঁপ দেবেন? ॥ ৭ ॥

শান্তি—তারপর? তারপর?

শ্রদ্ধা—তারপর সেই কথা শুনে—আত্মা মধুমতীকে উপেক্ষা করলেন, বললেন, 'বিষয়ের মঙ্গল হোক, আমার তাতে প্রয়োজন নেই।'

শান্তি—ঠিক হয়েছে! মা! এখন তুমি কোথায় যাচ্ছ?

শ্রদ্ধা—আত্মা আমাকে আদেশ করেছেন—আমি বিবেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।

শান্তি—তাহলে তুমি দ্রুত তার কাছে যাও।

শ্রদ্ধা—তাই আমি মহারাজের কাছে যাচ্ছি।

শ্রদ্ধা—মহারাজাও আমাকে উপনিষৎকে আনতে বলেছেন। এখন আমরা আদিষ্ট সম্পন্ন করি। (উভয়ের প্রস্থান)

॥ প্রবেশক ॥

(আত্মা-পুরুষের প্রবেশ)

পুরুষ—আহা, দেবী বিষ্ণুভক্তির কী মহিমা! তাঁর প্রসাদেই আমি ক্লেশের ভীষণ তরঙ্গ উত্তীর্ণ হয়েছি, মমতার ভ্রমগুলিকে বর্জন করেছি; মিত্র, কলত্র, বন্ধুরূপী মকরের গ্রাস শিথিল করেছি, ক্রোধের বাড়বানল নির্বাপিত করেছি; তৃষার লতা-পাশও আজ ছিন্ন, ঘোর সংসারসাগর পার হতে আর অল্পই বাকী ॥ ৮ ॥

(উপনিষৎ ও শান্তির প্রবেশ)

উপনিষৎ—সখি, 'আমি যেন অন্যের স্ত্রী'—এইভাবে উপেক্ষা করে যে নিষ্ঠুর স্বামী আমাকে এতকাল একাকিনী অবস্থায় ত্যাগ করেছেন তার মুখের দিকে আমি কেমন করে তাকাব?

শান্তি—দেবি, যিনি ভীষণ সঙ্কটে পড়েছিলেন তাকে কেন আপনি তিরস্কার করছেন?

উপনিষৎ—সখি, আমার দুর্দশা তুমি দেখ নি তাই একথা বলতে পারলে! শোনো তবে—

আমার বাহুর কঙ্কণমণি ভগ্ন ও দলিত করেছে, চূড়ার রত্ন লুণ্ঠন করে কেশপাশ দূষিত করছে, বিবেক বর্জন করে কোন্ দুরাত্মা না আমাকে দাবি করতে চেষ্টা করছে ! ৯ ॥

শান্তি—এ সবই মহামোহের অপচেষ্টা, মহারাজ বিবেকের এতে কোনো অপরাধ নেই। কেননা, এর আগে মহামোহই ক্রোধাদির দ্বারা মনকে বুঝিয়ে বিবেককে তোমার কাছ থেকে বিতাড়িত করে। স্বামী বিপন্ন হলে তার জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকাই কুলবধূদের স্বাভাবিক ধর্ম। এখন তবে আপনি দর্শন দিয়ে, প্রিয়ভাষণ করে স্বামীর তুষ্টিসাধন করুন। এখন শত্রু বিনষ্ট হয়েছে—আপনার সমস্ত মনোরথ পূর্ণ হয়েছে।

উপনিষৎ—সখি, আমি যখন এখানে ফিরে এলাম তখন আমার কন্যা গীতা আমাকে গোপনে বলেছিল—'তোমার স্বামী ও আত্ম-পুরুষের প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর দিয়ে তুষ্টি বিধান করো—তাহলেই 'প্রবোধের উৎপত্তি হবে।' কিন্তু এখন আমি গুরুজনদের সামনে কেমন করে ধৃষ্টতা প্রকাশ করব ?

শান্তি—দেবি, ভগবতী গীতার বাক্য বিচারের ঊর্ধ্বে। ভগবতী বিষ্ণুভক্তিও এই কথা বিবেকের কাছে বলেছেন। এখন স্বামী ও আদিপুরুষকে দর্শন দিয়ে তুষ্ট করুন।

উপনিষৎ—আচ্ছা, তুমি যেমন বলছ। (উভয়ে পরিক্রমা করলেন)

(রাজা, বিবেক ও শ্রদ্ধার প্রবেশ)

রাজা—বৎসে শান্তি কি আমার প্রিয়া উপনিষৎকে দেখতে পাবে ?

শ্রদ্ধা—মহারাজ, নির্দেশ নিয়েই শান্তি তার কাছে গেছে—তাকে দেখতে পাবে না কেন ?

রাজা—কী রকম ?

শ্রদ্ধা—মহারাজ ! দেবী বিষ্ণুভক্তি তো আগেই বলেছেন যে দেবী উপনিষৎ তর্কবিদ্যার ভয়ে মন্দর পর্বতে বিষ্ণুর মন্দিরে গীতার সঙ্গে বাস করছেন।

রাজা—তর্কবিদ্যার কাছ থেকে আবার ভয় কিসের ?

শ্রদ্ধা—এ কথা তিনিই ব্যাখ্যা করবেন। এখন আসুন মহারাজ ! ঐ দেখুন আত্ম-পুরুষ আপনার আগমন প্রতীক্ষায় নির্জনে বসে আছেন।

রাজা—(কাছে গিয়ে) প্রভো, অভিবাদন করি।

পুরুষ—রীতিবিরুদ্ধ এই আনুষ্ঠানিকতা। তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ, উপদেশদানে তুমি আমার পিতৃস্থানীয় হয়েছ। কারণ, প্রাচীনকালে দেবগণ ধর্মের পথ ভুলে গিয়ে পুত্রদের সেই কথা জিজ্ঞেস করতেন। পুত্রগণও ধর্মের উপদেশ দিতে গিয়ে জ্ঞানের দ্বারা সব কিছু আয়ত্ত করে বলতেন—হে পুত্রগণ, মন দিয়ে শোনো। ১০ ॥

—তুমিও এখন সর্বপ্রকারে পিতার মতো আমার সঙ্গে ব্যবহার করো, এইটেই বিধিসঙ্গত।

শান্তি—দেবি, ঐ দেখুন প্রভু আত্মাপুরুষ বিবেকের সঙ্গে নির্জনে বসে আছেন। আপনি কাছে এগিয়ে যান।

(উপনিষৎ অগ্রসর হলেন)

শান্তি—প্রভো, ইনি দেবী উপনিষৎ, আপনাকে প্রণাম করতে এসেছেন।

পুরুষ—না—না, ইনি আমাকে তত্ত্বজ্ঞান দিয়েছেন, ইনি আমার মাতৃতুল্য পূজনীয়া ।
অথবা অনুগ্রহদানের ব্যাপারে দেবী ও মাতার মধ্যে অনেক পার্থক্য। ১১ ॥
মাতা মমতার বন্ধন দৃঢ় করেন, আর দেবী সেই বন্ধন ছেদন করেন।
(উপনিষৎ বিবেককে দেখে নমস্কার করে দূরে উপবেশন করলেন)

পুরুষ—মাতা! এতকাল কোথায় কাটালে তা আমাদের বলো।

উপনিষৎ—প্রভো, এতদিন মাঠের চত্বরে ও শূন্য দেবালয়ে মুখর মূর্খের সঙ্গে দিন কাটিয়েছি। ১২ ॥

পুরুষ—তোমার দর্শন সম্পর্কে কিছু কি তারা জানে?

উপনিষৎ—না। কিন্তু (১২ নং শ্লোকের দ্বিতীয়াংশে) তারা কৃত্রিম অনুমানের সাহায্যে অর্থ না বুঝে তার ব্যাখ্যা করে যাচ্ছিল—দ্রাবিড়-অঙ্গনার[৬] মতো অস্পষ্ট ভাষায়। নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী পরের অর্থ গ্রহণ করাই এই আলোচনার উদ্দেশ্য।

পুরুষ—তারপর? তারপর?

উপনিষৎ—তারপর একদিন পথে যজ্ঞবিদ্যার দেখা পেলাম, মৃগচর্ম অগ্নি, যজ্ঞীয় কাষ্ঠ, ঘৃত, যজ্ঞপাত্র, যজ্ঞপণ্ড, অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞের দ্বারা পূর্ণভাবে যার পদ্ধতির উপদেশ দেওয়া হয়েছে। ১৩ ॥

পুরুষ—তারপর? তারপর?

উপনিষৎ—তারপর আমি ভাবলাম—এই শাস্ত্রভারবাহিনী যজ্ঞবিদ্যা কি আমার তত্ত্ব জানতে পারবে? আচ্ছা এর সঙ্গেই না হয় কিছুদিন কাটানো যাক।

পুরুষ—তারপর?

উপনিষৎ—তারপর আমি তার কাছে গেলাম। তিনি বললেন—'ভদ্রে, তুমি কি মনে করে এসেছ?' আমি বললাম—আর্যে, আমি অনাথা আপনার সঙ্গে বাস করতে ইচ্ছা করি।'

পুরুষ—তারপর?

উপনিষৎ—তারপর আমি বললাম যাঁর থেকে এই বিশ্বের উদয় হয়েছে, যার মধ্যে বিশ্ব আনন্দে ক্রীড়া করে এবং যার মধ্যে লীন হয়ে যায়; যাঁর প্রভায় এই বিশ্ব প্রদীপ্ত; যিনি সহজানন্দ তেজের আধার, যিনি ক্রিয়ারহিত, শান্ত চিরন্তন এবং সর্বভূতেশ্বর—দ্বৈতবোধের অন্ধকার অতিক্রম করে, পুনর্জন্ম এড়াতে পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা যাঁর মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকেন, আমি সেই পুরুষের মহিমা কীর্তন করব। ১৪ ॥

তখন যজ্ঞবিদ্যা চিন্তা করে বললেন—যিনি অকর্তা পুরুষ তিনি ঈশ্বর হবেন কেমন করে? ক্রিয়া সংসারপাশ ছেদন করতে পারে, তত্ত্বজ্ঞানের সে-শক্তি নেই। ক্রিয়ানুষ্ঠান করেই মানুষ সংসারবন্ধন ছিন্ন করে, শান্ত মনে শতবৎসর বাঁচতে চায়। ১৫ ॥

সুতরাং তোমাকে গ্রহণ করে আমার কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ হবে না। তবে যদি পাপপুণ্যের কর্তা ও ভোক্তা জীবাত্মার স্তবস্তুতির জন্যে এখানে কিছুকাল থাকতে ইচ্ছে কর তাতে আর দোষ কোথায়?

রাজা (উপহাসের কণ্ঠে) কী আশ্চর্য ! যজ্ঞকুণ্ডের ধোঁয়ায় তার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হওয়ায় তার বুদ্ধিও লুপ্ত হয়েছে তাই এমন কুতর্কের দ্বারা পরিচালিতা ! লৌহ স্বভাবতই অচল ও অচেতন—কিন্তু চুম্বকের কাছে এলে তার বলেই সঞ্চালিত হয় ; তেমনি বিশ্বদ্রষ্টার দৃষ্টিমাত্রে প্রেরিত হয়ে মায়া সমস্ত জগতে প্রসারিত হয়। ঈশ্বরের ঐশীশক্তি মায়াতেই অধিষ্ঠিত।১৬ ॥ সুতরাং যারা অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন তাঁরা ভাবেন, 'ঈশ্বব নেই'। যে কর্ম অজ্ঞানেরই ফল তার সাহায্যেই যজ্ঞবিদ্যা চান সংসার লোপ করতে—এ যেন অন্ধকার দিয়েই অন্ধকার নাশের কামনা ! স্বভাবতই ক্ষয়শীল এই অন্ধকার—সপ্তভুবন যাঁর আলোকে দীপ্যমান, তাকে জেনেই জ্ঞানিগণ মৃত্যু অতিক্রম করেন। সংসার থেকে মুক্তির অন্য কোনো পথ নেই। ১৭ ॥

পুরুষ—তারপর ?

উপনিষৎ—তখন যজ্ঞবিদ্যা একটু চিন্তা করে বললেন—সখি, তোমার সংসর্গে থাকলে আমার ছাত্রগণ বাসনা ত্যাগ করে কর্মকাণ্ডে উদাসীন হয়ে উঠবে। সুতরাং তুমি অনুগ্রহ করে অন্য কোনো ঈপ্সিত স্থানে যাও।

পুরুষ—তারপর ?

উপনিষৎ – তারপর আমি তাকে ছেড়ে চলে এলাম।

পুরুষ—তারপর ?

উপনিষৎ—তারপর কর্মকাণ্ডের সহচরী মীমাংসার সঙ্গে দেখা হল। শ্রুতি, স্মৃতি প্রমাণ প্রভৃতি তাঁর অনুগত থেকে নির্দেশ দিচ্ছেন—কর্মভেদে কীভাবে অধিকার ভেদ হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে। তিনিও সেইসব কর্মে বিচিত্র অঙ্গ যোজনা করেছেন—এইসব অঙ্গের মধ্যে আছে কিছু সাক্ষাৎ উপদেশে প্রাপ্ত, কিছু বা অন্যত্র প্রমাণের বলে প্রাপ্ত। ১৮ ॥

পুরুষ—তারপর ?

উপনিষৎ—তারপর তাঁকেও আশ্রয়ের কথা বলায় তিনি বললেন—এখানে থেকে তুমি কী করবে ? আমি আগের মতোই বললাম, 'যার থেকে এই বিশ্বের উদয় হয়েছে' ইত্যাদি কথাও (১৪ নং) আবৃত্তি করলাম।

পুরুষ—তারপর ?

উপনিষৎ—তখন মীমাংসা পার্শ্ববর্তী শিষ্যদের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—'যে পুরুষ দেহ থেকে পৃথক এবং অন্যলোকে উপভোগের যোগ্য সেই পুরুষের প্রতিপাদন আমাদের প্রয়োজন—এই প্রতিপাদন যাতে মীমাংসা মতানুযায়ী এবং বিচার সহিষ্ণু হয় তাই করো। শিষ্যদের মধ্যে কেউ এই কথায় অনুমোদন জানালো ; কিন্তু মীমাংসার হৃদয়দেবতাস্বরূপ 'কুমারিল স্বামী' নামক লব্ধ-প্রতিষ্ঠ এক শিষ্য বললেন—'দেবি ! উপনিষৎ কর্মফলভোক্তা জীবাত্মার উপাসনা করেন না—ইনি উপাসনা করেন অকর্তা, অভোক্তা ঈশ্বরকে। এই ঈশ্বর কর্মের যোগ্য নন। তখন অন্য এক শিষ্য প্রশ্ন করলেন—'এই লৌকিক পুরুষ জীবাত্মা ছাড়া ঈশ্বর নামে আর কেউ আছেন কি ? তখন কুমারিল স্বামী হেসে বললেন—আছেন বই কি ! একজন আছেন তিনি প্রাণীদের কর্ম প্রত্যক্ষ করেন, অন্যজনের বুদ্ধি মোহগ্রস্ত , একজন ভোগ করতে ইচ্ছুক

অন্যে প্রার্থীকে ফলদান করেন, একজন কর্মফলের দ্বারা শাসিত, অন্যে দেহধারীদের শাসক। যিনি নিঃসঙ্গ, কর্মে অলিপ্ত তাকে কর্তারূপে গ্রহণ কিরূপে করা যায়। ১৯

রাজা—(সহর্ষে) সাধু কুমারিল স্বামী সাধু! আয়ুষ্মন, তুমিও যথার্থ জ্ঞানী!
দুই পক্ষী সহচর, পরস্পর সখা—নিরন্তর এক বৃক্ষ আলিঙ্গন ক'রে আছে। তাদের মধ্যে একজন সুপক্ক পিপ্পল ফল ভক্ষণ করেন; অন্যে অনশনে থেকে কেবলমাত্র তা দর্শন করেন। ২০ ॥

পুরুষ—তারপর?

উপনিষৎ—তখন আমি মীমাংসার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

পুরুষ—তারপর?

উপনিষৎ—তারপর তর্কবিদ্যার সঙ্গে আমার দেখা হল, দেখলাম, বহু শিষ্য তার সেবায় নিযুক্ত। কোনও এক তর্কবিদ্যা—'জীবাত্মা ও ঈশ্বর ভিন্ন' এই বিশেষ দ্বৈতবাদ প্রচার করছে (বৈশেষিক), কোনো এক তর্কবিদ্যা (ন্যায়) ছল, জাতি ও নিগ্রহ প্রভৃতি যুক্তিপরম্পরায় জল্প, বাদ ও বিতণ্ডা প্রভৃতিতে মত্ত। অন্য আর এক সম্প্রদায় (সাংখ্য) প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ প্রচার করেছে—সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনায় তারা মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতি তত্ত্বগণনায় ব্যস্ত[৮]। ২১ ॥

পুরুষ—তারপর? তারপর?

উপনিষৎ—আমি তাদের কাছে গেলাম। তারা প্রশ্ন করায়—'যার থেকে এই বিশ্বের উদয়' (শ্লোক ১৪) এইসব কথা বললাম। তখন তারা প্রকাশ্যেই উপহাস করে আমাকে বললেন—আঃ বাচাল! পরমাণু থেকে তো বিশ্ব উৎপন্ন হয়েছে, ঈশ্বর কেবল নিমিত্তকারণমাত্র। অন্য এক তর্কবিদ্যা সক্রোধে বললেন—ওরে পাপীয়সি! ঈশ্বর বিকারধর্মী এই কথা বলে কেন তাঁর উপর আরোপ করছ বিনাশধর্মিতা! শোনো, প্রকৃতি থেকেই বিশ্বের উৎপত্তি!

রাজা—হায়, তর্কপরায়ণ তর্কবিদ্যার সম্প্রদায়গুলি একথাও জানে না যে ঘটাদির ন্যায় সকল কার্যই প্রমেয়[৯] কারণ থেকে উৎপন্ন। সুতরাং পরমাণু প্রাধান্যবাদও বর্জনীয়। তাছাড়া জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র, অন্তরীক্ষগত পুরী, স্বপ্ন ও ইন্দ্রজাল প্রভৃতি যেমন মিথ্যা তেমনি এই জগৎ কার্য, জ্ঞানগম্য, অসত্য, উৎপত্তিও ধ্বংসযুক্ত—তাই মিথ্যা। এই মিথ্যাবোধ উৎপন্ন হয় যখন স্বপ্রকাশ বিষ্ণুর তত্ত্ব অজ্ঞাত থাকে—তত্ত্ববোধ উদিত হলে শুক্তিতে রজতবোধের মতো, মাল্যে সর্পবোধের মতোই ভ্রম দূরীভূত হয়। ২২ ॥
ঈশ্বরে যে বিকারের শঙ্কা করা হচ্ছে তা হল মুগ্ধবধূর বাক্‌চাপল্যের মতো।[১০] কারণ সেই নিত্য-ব্যক্ত, নির্মল, নির্বিকার, নিরবয়ব শান্ত জ্যোতি যিনি আনন্দস্বরূপ, বিশ্বসৃষ্টির কার্যে তাঁর স্বরূপে বিকৃতি ঘটে কিরূপে সম্ভব? নীলোৎপলবলবর্ণ মেঘমালা যে আকাশে উদিত হয়, তাতে আকাশের কি বিকৃতি ঘটে? ২৩ ॥

পুরুষ—সাধু! সাধু! বুদ্ধিমান বিবেকের এই কথায় আমি প্রীত হলাম। (উপনিষদের প্রতি) তারপর?

উপনিষৎ—তখন সেই তর্কবিদ্যারা সকলেই ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—'অহো, নাস্তিক্য পথ অনুসরণ করে এ বলছে, বিশ্বের লয়ে মুক্তি হয়—সুতরাং হয়—সুতরাং একে শাসন করা দরকার।' এই বলে তারা হৈ হৈ করে ছুটে এলেন। আমার নিগ্রহ করবার জন্যে।

পুরুষ—(সভয়ে) তারপর ? তারপর ?

উপনিষৎ—আমি দ্রুত গিয়ে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করলাম। সেখানে মন্দারপর্বতের শিলানির্মিত মধুসূদনের মন্দিরের কাছেই উপস্থিত হলাম। তখন আমার বাহুর কঙ্কণমণি ভগ্ন, চূর্ণ ও বিদলিত, তারা চূড়ার রত্ন অপহরণ করে কেশপাশ কলঙ্কিত করল। তখন আমার এইরূপ অবস্থা। (২৪ সংখ্যক শ্লোকের প্রথমাংশ) ॥

পুরুষ—তারপর ?

উপনিষৎ—তারপর সেই দেবালয় থেকে কতকগুলি গদাধারী পুরুষ বেরিয়ে এসে তাদের নির্দয়ভাবে প্রহার করায় তারা দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করল।

রাজা—(সহর্ষে) তোমার প্রতি এমন অত্যাচার যারা করে, তাদের বিশ্বসাক্ষী ভগবান কখনই সহ্য করেন না।

পুরুষ—তারপর ?

উপনিষৎ—তখন আমার মুক্তাহার চূর্ণ, অঙ্গ থেকে বসন বিচ্যুত, সেই অবস্থায় ভীত হয়ে আমি গীতার আশ্রমে নূপুর খসে পড়া পায়ে প্রবেশ করলাম। (২৪ সংখ্যক শ্লোকের দ্বিতীয়াংশ) ॥ তখন বৎস গীতা আমাকে আসতে দেখে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে, 'মা, মা' বলে আমাকে আলিঙ্গন করে বসতে বলল। তারপর সব ঘটনা আমার কাছে শুনে আমাকে বলল—এতে তুমি দুঃখ কোরো না মা। অসুরস্বভাব যারা তোমাকে অপ্রমাণ করে ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াবে ঈশ্বরই তাদের শাস্তি দেবেন। ভগবান তাদের সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন, তাই গীতায় আছে—'এই সংসারজন্মে সেই সব ধর্মদ্বেষী নিষ্ঠুর অশুভ নরাধমদের আমি বার বার আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করব' (অর্থাৎ অসুর জন্ম পাওয়াব)।

পুরুষ—(কৌতূহলের সঙ্গে) দেবি, অনুগ্রহ করে বলুন, এই যে ভগবানের কথা বললেন, ইনি কে ?

উপনিষৎ—(কোপের ভাণ করে) যিনি অন্ধের মতো আত্মাকে চিনতে পারেন না তাকে কী বলে বোঝাব ?

পুরুষ—(সহর্ষে) তবে আত্মাই কি ভগবান ? তিনিই কি পরমেশ্বর ?

উপনিষৎ—তাই বটে ! কারণ, সেই সনাতন পুরুষ তোমা থেকে ভিন্ন কেউ নন—তুমিও সেই পুরুষোত্তম থেকে ভিন্ন কেউ নও। অনাদি মায়ার বশে তিনি তোমার থেকে ভিন্ন রূপে প্রতিবিম্বিত হন, জলে প্রতিবিম্বিত দ্বিতীয় সূর্যের মতো। ২৫ ॥

পুরুষ—(বিবেকের প্রতি) বৎস, ভগবতী উপনিষৎ দেবী যা বললেন তার তাৎপর্য আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমি দেহাদি অবয়বসবুক্ত—দেহে দেহে ভিন্ন ; আমি জরামরণধর্মী—সেই আমাকে ইনি বলেছেন সত্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ এবং জ্ঞানস্বরূপ ? ২৬ ॥

বিবেক—পদের অর্থ অজ্ঞাত বলেই বাক্যের অর্থ বুঝতে পারছেন না। আপনি যা বলছেন তা সত্য।

পুরুষ—কীভাবে পদার্থজ্ঞান হয় তার উপায় আমাকে বলো।

বিবেক—শুনুন! 'আমিই ইনি'—এই কথা বার বার চিন্তা ক'রে—ইনি ঘটও নন, পটও নন, 'ইনি আমি', বার বার এই ধ্যান করলে—একদিন বাইরের বিশ্ব লুপ্ত হবে, আত্মজ্ঞানের উদয় হবে। তখন 'তৎ ত্বম অসি' অর্থাৎ তিনিই তুমি এই বাক্য শুনলে সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ সত্তার উপলব্ধি হবে—তিনি ব্যক্ত হবেন। ২৭॥

পুরুষ—(সহর্ষে) যা কিছু শুনেছে তার অর্থ নিয়েই ও ভাবছে।

(নিদিধ্যাসনের[১২] প্রবেশ)

নিদিধ্যাসন—দেবী বিষ্ণুভক্তি আমাকে আদেশ করেছেন—আমার গূঢ় অভিপ্রায় তুমি বিবেকের সঙ্গে উপনিষৎকে বোঝাবে। তুমি থাকবে পুরুষের মধ্যে। (দেখে) এই যে দেবী উপনিষৎ বিবেক ও পুরুষের নিকটেই আছেন। তবে কাছেই যাই—(কাছে গিয়ে জনান্তিকে উপনিষদের প্রতি) দেবী বিষ্ণুভক্তি বলেছেন—দেবীগণ ইচ্ছামাত্রেই গর্ভবতী হতে পারেন। ধ্যানযোগে আমি জানতে পেরেছি —তুমি সন্তানসম্ভবা। তোমার গর্ভে আছে নিষ্ঠুরপ্রকৃতি বিদ্যা নামে এক কন্যা আর পুত্র প্রবোধোদয়। এখন সঙ্কর্ষণী বিদ্যার প্রভাবে তুমি বিদ্যাকে মনে সংক্রামিত করো, আর প্রবোধকে আত্মার নিকটে সমর্পণ করে বিবেককে সঙ্গে নিয়ে আমার কাছে চলে এসো।

উপনিষৎ—দেবী বিষ্ণুভক্তির যা আদেশ। (বিবেকের সঙ্গে প্রস্থান)

(নিদিধ্যাসন পুরুষকে আশ্রয় করলেন, পুরুষ ধ্যানে মগ্ন হলেন)

নেপথ্যে—আশ্চর্য! আশ্চর্য!

বিদ্যুতের মতো উদ্দাম জ্বলন্ত তেজে দশদিক উজ্জ্বল করে প্রত্যগ্রস্ফুটিত উৎকট অস্থিযুক্ত মনোবক্ষ ভেদ করে এই কন্যা সহসা অনুচর সহ মহামোহকে গ্রাস করে অন্তর্হিত হয়েছে; আর সেই সময়ে প্রবোধের উদয় হল পুরুষে। ২৮॥

(প্রবোধোদয়ের প্রবেশ)

প্রবোধোদয়—আমি সেই প্রবোধোদয় যে অভ্যুদিত হলে ত্রিভুবন সহজ প্রকাশশীল হয়ে আর এরকম বিতর্কের পথ নেয় না, যেমন—একি ব্যাপ্ত না গুপ্ত, উদিত না প্ররোচিত, সৃত না বিসর্পিত, কিছু একটা, না কিছুই না। ২৯॥

এই যে আত্মা—ওর কাছে যাই। (কাছে গিয়ে) ভগবন্, আমি প্রবোধচন্দ্র, আপনার কাছে এসেছি—আপনাকে অভিবাদন করি।

পুরুষ—(সানন্দে) এস বৎস আমাকে আলিঙ্গন করো।

(প্রবোধোদয় আলিঙ্গন করলেন)

পুরুষ—(সানন্দে) অন্ধকার স্তর ভেদ করে প্রভাতের উদয় হয়েছে। মোহের অন্ধকার বিনাশ করে, ভ্রমের নিদ্রা ভাঙিয়ে দিয়ে এক শীতল রশ্মির মতো প্রবোধ উদিত হল। শ্রদ্ধা, বিবেক, মতি, শান্তি, সংযম প্রভৃতির সাহায্যে এক বিশ্বাত্মক অনুভূতি আমার মধ্যে স্ফুরিত হচ্ছে—'আমিই সেই বিষ্ণু।'৩০॥

ভগবতী বিষ্ণুভক্তির অনুগ্রহে আমি এখন সর্বপ্রকারে কৃতার্থ হলাম—আমি আজ

থেকে স্বায়ম্ভুব মুনিবৃত্তি নিলাম—কারো সঙ্গে কামনা করি না, কারও সঙ্গে বাক্যালাপে প্রয়োজন নেই, ফলাফল বিচার না করে দিগ্‌বিদিকে ভ্রমণ করি। আমি আর কিছুই চাই না—ক্রোধ, শোক, মোহভয় আমি সবকিছুই ত্যাগ করেছি। ৩১ ॥

(বিষ্ণুভক্তির প্রবেশ)

বিষ্ণুভক্তি—(সানন্দে কাছে এসে) আমার সকল কামনা দ্রুত সার্থকতা লাভ করেছে—যাতে করে আজ তোমাকে দেখছি, তোমার সকল শত্রু অভিভূত হয়েছে।

পুরুষ—দেবী বিষ্ণুভক্তির অনুগ্রহ হলে কোন্ বস্তু আর দুর্লভ থাকতে পারে?

(পদতলে পতিত হলেন)

বিষ্ণুভক্তি—(তাকে উঠিয়ে নিলেন) ওঠ বৎস। আর তোমার কি প্রিয় করতে পারি?

পুরুষ—এর চেয়ে প্রিয় আর কী হতে পারে। কারণ বিবেকের শত্রুরা পরাজিত—সে আজ কৃতার্থ; আমিও নির্মল হয়ে সদানন্দময় আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি। ৩২ ॥ তবু আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ হোক—

(ভরতবাক্য)

মেঘ পৃথিবীকে পর্যাপ্ত প্রার্থিত বর্ষণ দান করুক, নৃপতিগণ সমস্ত বাধা অতিক্রম করে পৃথিবী শাসন করুক, মহান জনেরা, তোমার প্রসাদে যাঁদের চিত্তের অন্ধকার চৈতন্যের উদয়ে উপহত হয়েছে, বিষয়াসক্তি এবং তজ্জনিত আতঙ্করূপ পঙ্কে ভরা এই সংসার-সমুদ্র পার হয়ে যাক। ৩৩ ॥ (সকলের প্রস্থান)

॥ শ্রীকৃষ্ণমিশ্রবিরচিত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের 'জীবন্মুক্তি' নামক ষষ্ঠ অঙ্ক সমাপ্ত ॥

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক সমাপ্ত

প্রসঙ্গ কথা

প্রথম অংক

১· চন্দ্রার্ধযুক্ত মৌলি (মস্তক) যার অর্থাৎ শিব।

২· দশাবতারের একটি রূপ। 'কেশবধৃত নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে।' জয়দেব—গীতগোবিন্দ।

৩· শূকরয়রূপধারী বিষ্ণুর কথা বলা হয়েছে। মহাপ্রলয়ের জলে ধরণী নিমগ্ন হলে বরাহরূপী বিষ্ণু তার দ্রংষ্ট্রার অগ্রভাগে পৃথিবীকে ধারণ করেছিলেন—'বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না'—জয়দেব

৪· রাজা গোপালের শক্তিবর্ণনা। কর্ণের সেনা সাগরতুল্য, রাজা গোপালের বাহু মন্দরপর্বত—বাহুরূপ মন্দরপর্বতের সাহায্যে তিনি সেনাসাগর মন্থন করেছিলেন,—নটীর সংলাপে আছে—'কর্ণসেনাসাগরং নির্মথ্য।'

৫· পরশুরামের কাহিনী স্মরণ করতে হবে। এঁর পিতা জমদগ্নি—মাতার নাম রেণুকা। বলদৃপ্ত অসুর কার্তবীর্যার্জুন এঁর হস্তে নিহত হন। কার্তবীর্যের পুত্রগণ পিতৃবধে ক্রুদ্ধ হয়ে জমদগ্নিকে বিনাশ করেন। পরশুরাম তাদের বধ করেন এবং একুশবার (ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ) পৃথিবী ক্ষত্রিয়হীন করে রুধিরহ্রদে পিতৃতর্পণ করেন। পরশুরাম দশাবতারের অন্যতম।

৬· যে রাক্ষসী জন্মগ্রহণ করবে—তার নাম বিদ্যা। এই বিদ্যারূপিণী রাক্ষসী—সকলকে গ্রাস করবে—এই কথাই কাম রতিকে বলছে।—১৯-সংখ্যক শ্লোকের শেষ-চরণটি লক্ষণীয়—'তাতস্তে সহোদরাশ্চ জননী সর্বং চ ভক্ষ্যং কুলম্।' এই ভীতিজনক কিংবদন্তীর কাহিনী রতিকে শোনাবার আর একটু গূঢ় উদ্দেশ্য রয়েছে। কাম জানত ভয় পেয়ে রতি তাঁর আলিঙ্গনে ধরা দেবে। নাটকে দেখা যাচ্ছে, কামের স্বপ্ন সার্থক হয়েছে।

৭· বিদ্যার উদয় হলে মোহ থাকবে না; দম্ভ, লোভ, অহঙ্কার প্রভৃতিও থাকবে না। যথার্থ বিদ্যার স্পর্শে সব কুপ্রবৃত্তির অবসান ঘটবে—এই আধ্যাত্মিক তাৎপর্যটুকু বুঝে নিতে হবে। বিদ্যাকে রাক্ষসী কল্পনা করার কারণ তাকে নিষ্ঠুর কর্ম করতে হবে। টীকায় আছে—'ক্রূরকর্মকরণাৎ রাক্ষসীত্যুক্তিঃ।'

৮· নাটকের নীরস অংশ সামাজিকগণের পক্ষে বিরক্তিকর—তাই অপ্রধান পাত্রের মুখে তা সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয়। নাটকের এই অংশকে বলা হয় 'বিষ্কম্ভক'—অঙ্কের আদিতে 'বিষ্কম্ভক' থাকে। 'প্রবেশক' থাকে দুই অঙ্কের মধ্যে—দুইয়েরই উদ্দেশ্য এক।

৯· রাজা বিবেক তাঁর স্ত্রী রতিকে বলছেন—অন্য স্ত্রী উপনিষদের সঙ্গে মিলন হলে প্রবোধের জন্ম হবে। 'যদি উপনিষদ্ দেব্যাঃ ময়া সহ সঙ্গমঃ'—কিন্তু পরে ষষ্ঠ অঙ্কে বলা হয়েছে—'সঙ্কল্পযোনয়ঃ দেবতা ভবন্তি।'

দ্বিতীয় অঙ্ক

১· মহারাজ মহামোহ—কোনো কোনো সংস্করণে কেবল 'মাহ' বলেই উল্লেখ করা হয়েছে।

২. নাট্যকারের কল্পনা—প্রবোধের জন্ম অর্থাৎ তত্ত্ববোধের জাগরণ হবে পুণ্যক্ষেত্র কাশীতে। এই পুণ্যকর্মে সাহায্য করবেন বিবেক—এই উদ্দেশ্যেই শম, দম প্রভৃতিকে কাশীতে পাঠানো হয়েছে। সুতরাং মহামোহের অনুচর দম্ভ, কাম, লোভ ক্রোধ প্রভৃতির মধ্যেও প্রতিরোধের সঙ্কল্প জেগেছে। পৃথিবীর পরম মুক্তিক্ষেত্র বারাণসী প্রবোধোদয়ের উপযুক্ত স্থান—তাই প্রতিপক্ষের এই আতঙ্ক।

৩. চরিত্র অনুযায়ী ভাষা লক্ষণীয়—দম্ভ বলেছে—'তদিদানীং বশীকৃতভূয়িষ্ঠা ময়া বারাণসী'—বারাণসী তো আমারই দখলে। একটু পরে অহঙ্কার মঞ্চে এসেই বলে—'অহো মূর্খবহুলং জগৎ' অর্থাৎ জগৎ মূর্খে ভরা!

৪. প্রভাকর মীমাংসা দর্শনের এক বিখ্যাত পণ্ডিত ইনি 'গৌড় মীমাংসক' এবং 'গুরু' নামে পরিচিত ছিলেন। খুব সম্ভবতঃ ৬০০ খ্রীস্টাব্দে এঁর বৃহতী নামক টীকা রচিত হয়েছিল।

৫. কুমারিল ভট্ট—কেউ কেউ বলেন প্রভাকর কুমারিলের পূর্ববর্তী, কিন্তু লোক-পরম্পরায় তিনি কুমারিলের ছাত্র বলে পরিচিত। ভারতীয় মীমাংসা দর্শনে কুমারিল একটি বিখ্যাত নাম। তিনি বৌদ্ধ মতবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। শ্লোকবার্তিক, তন্ত্রবার্তিক ও টুপ্‌টীকা—কুমারিলের তিনটি মহৎ সৃষ্টি। কুমারিল শঙ্করের পূর্ববর্তী।

৬. শালিক প্রভাকরের মতাবলম্বী—একজন মীমাংসক; শালিকা গ্রন্থের নাম।

৭. বাচস্পতি তাঁর ন্যায়ভাষ্যের জন্যে বিখ্যাত। এখানে 'বাচস্পতি' বলতে তাঁর রচিত গ্রন্থ বোঝাচ্ছে।

৮. মহোদধি—জনৈক পূর্বমীমাংসক।

৯ মূলে শব্দটি আছে 'মাহাব্রতম্'—অর্থাৎ মহাব্রত নামক এক পণ্ডিতের মতো। ইনি মহোদধির প্রতিস্পর্ধী ছিলেন।

১০. অহঙ্কারের উক্তি। বেদান্ত প্রত্যক্ষসত্যের বিরুদ্ধে বলে, এই বেদান্ত যদি শাস্ত্র হয়, তবে বৌদ্ধশাস্ত্র কী অপরাধ করেছে? কোনো অপরাধ করেনি এইটিই তাৎপর্য। বেদান্তবিরোধী উক্তি।

১১. অক্ষপাদ—'ন্যায়দর্শন' প্রণেতা গৌতন মুনি। বেদব্যাস গৌতমপ্রণীত ন্যায়-সূত্রের নিন্দা করেছিলেন তাই গৌতম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—তিনি আর বেদব্যাসের মুখ দেখবেন না। পরে বেদব্যাসের স্তবে প্রসন্ন হয়ে তিনি তার মুখদর্শন করেছিলেন, তবে স্বাভাবিক চক্ষু দিয়ে নয়, চরণে চক্ষু সৃষ্টি করে। সেই থেকে তাঁর নাম 'অক্ষপাদ'।

১২. ত্রিদণ্ডির বেশে অর্থাৎ সন্ন্যাসীর বেশে। ত্রিদণ্ডধারী—বাঙ্-মনঃ-কায়-দণ্ড-বিশিষ্ট।

১৩. দৃষদ্ উপল—পেষণাধার শিলা, পাটা

১৪. সমিধ—যজ্ঞীয় কাষ্ঠ।

১৫. চষাল—যজ্ঞীয় পশুবন্ধনের কাষ্ঠ।

১৬: উলূখল (উদূখল) তণ্ডুলাদি পেষণের পাত্র; এই পাত্র কাষ্ঠনির্মিত; প্রায় এক ফুট গভীর।

১৭. মুসল—পেষণের যন্ত্র; তের থেকে সতের পর্যন্ত যেসব বস্তুর উল্লেখ করা

হয়েছে সবই যজ্ঞীয় উপকরণ। টীকায় আছে—'কৃষ্ণাজিনমারভ্য মুসলান্তানি যজ্ঞপাত্রাণি'। কৃষ্ণাজিন—কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম। মূলে এই শব্দগুলি পরপর আছে—কৃষ্ণাজিন, দৃষদ্‌উপল, সমিধ্‌, চষাল, উলূখল, মুসল।

১৮. বটু—(বালক) ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী। তুলনীয় কুমারসম্ভব—'কিমপ্যয়ং বটুঃ পুনর্বিবক্ষুঃ' (৫.৮৩)। শকুন্তলায় আছে—'চপলোঽয়ং বটুঃ' (দ্বিতীয় অঙ্ক)।

১৯. তুরুষ্ক—তুরুষ্ক দেশ (তুর্কিস্তান—Turkey) এখানে ব্রাহ্মণবটু বলছে—পা ধুয়ে আশ্রমে প্রবেশ করতে হবে। এতে অহঙ্কার ক্রুদ্ধ হয়ে বলছে—সে কী! একি 'তুরুষ্ক' দেশে এলাম নাকি! সেখানে তো শুনেছি, গৃহীরা মাননীয় অতিথিদের আসন বা পা ধোবার জল দিয়েও অভ্যর্থনা করে না।' বলা বাহুল্য, অহঙ্কারের আক্ষরিক অর্থে নিলে চলবে না। 'তুরুষ্ক দেশে' নিশ্চয়ই এমন কোনো অদ্ভুত নিয়ম নেই, থাকতেও পারে না। উচ্চারণ বিভ্রাটে 'তুরুষ্ক' শব্দটিও একটু অদ্ভুত রূপ নিয়েছে।

২০. অহঙ্কার যে গৌরবের কথা বলছে তা সম্বন্ধজনিত। বক্তব্য এই—আমি সৎ বংশের কন্যা বিবাহ করেছি। সঙ্গে সঙ্গে আচার-নিষ্ঠতার কথাও এসে পড়েছে। সেই প্রিয়তমা স্ত্রীকেও ত্যাগ করতে আমি দ্বিধাবোধ করি নি। কিসের জন্যে ত্যাগ? আমার শ্যালকের যে ভাগিনেয়—তার যে কন্যা, সে একবার মিথ্যা অভিযুক্ত হয়েছিল, কিন্তু অভিযোগের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার জন্যেই স্ত্রীবর্জন!

২১. দম্ভের দম্ভোক্তি এখানে সীমাতিশায়ী। আত্মগৌরব প্রচার করতে গিয়ে সে বলছে—'আমি একবার ব্রহ্মের গৃহে গিয়েছিলাম। সেখানে মুনি ঋষি যারা ছিলেন, আমাকে দেখে তাঁরা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ব্রহ্মা ছুটে এলেন আমাকে অভ্যর্থনা করতে। তারপর তিনি আদর করে নিজের উরুতে আমাকে বসালেন। সেই 'উরু'ও আবার গোবরজলে ধুয়ে পবিত্র করে নিলেন—নইলে আমি বসব কেমন করে?' মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

২২ অহঙ্কারের প্রশ্ন—তোমার ছেলে 'অনৃত' ভাল আছে তো? দম্ভের উত্তর হ্যাঁ, আমার কাছেই আছে—ওকে ছাড়া আমি এক মুহূর্তও থাকতে পারি না!' পুত্রের নাম 'অনৃত' অর্থাৎ 'মিথ্যা'—মিথ্যা ছাড়া দম্ভের চলে কি?

২৩ লোকায়ত দর্শনের মূলতত্ত্ব নাটকে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। এই মতবাদে প্রত্যক্ষ প্রমাণই একমাত্র প্রমাণ। ভূত সংখ্যায় চারিটি—পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু। অর্থ ও কাম পুরুষার্থ, পরলোক নেই, মৃত্যুই হল অপবর্গ। লোকায়ত শব্দটির অর্থ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ভোগের জগতের দিকে চালিত। এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা চার্বাক।

২৪. পরাক—পর অক (দুঃখ) যাতে—বারদিনের উপবাসযুক্ত কৃচ্ছ্র ব্রত বিশেষ; জনৈক টীকাকার অর্থ করেছেন 'যজ্ঞীয় খড়্গ'—এই অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়; সান্তপন—ব্রতবিশেষের নাম, এই ব্রতে গব্যদুগ্ধ গব্যদধি, গোমূত্র, গোময় ও গব্যঘৃত পান করে পরদিন নিরম্বু উপবাস করতে হয়। ষষ্ঠকঃ—এটিও প্রায়শ্চিত্ত ব্রত; এই ব্রতে প্রত্যেক তৃতীয় দিবসে সায়ংকালে অন্নগ্রহণ করতে

হয়। প্রাকৃতে আছে—'পলাঅ-সাংতবন সট্ঠকা'—সংকৃতরূপ-'পরাক সান্তপন ষট্ঠকাঃ'।

২৫. চার্বাকের কাহিনী আছে মহাভারতের শল্যপর্বে'ও শান্তিপর্বে', এছাড়া বিষ্ণু-পুরাণ ও মনুসংহিতায়। সেখানে চার্বাকের মতবাদকে দেখানো হয়েছে প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী রূপে। মাধবের সর্বদর্শনসংগ্রহের প্রথম পরিচ্ছেদে এই মতবাদের এক সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে।

২৬. বিষ্ণুভক্তি নাটকের এক কেন্দ্রীয় চরিত্র—এর ক্রিয়া সর্বত্র প্রসারিত। বিষ্ণুভক্তি মোহের শত্রু, মোহের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চলেছে তাতে বিষ্ণুভক্তির সঙ্গে যোগ দিয়েছে শ্রদ্ধা ও শান্তি; সে শ্রদ্ধা ও শান্তিকে পাঠিয়েছে বিবেকের কাছে, কাম, ক্রোধ প্রভৃতিকে জয় করতে। সে উপলব্ধি করেছে—মোহই মানুষের সমস্ত দুখের মূল, এবং মনই মোহের উৎসভূমি। আলোচ্য নাটকে এই সংগ্রামের ছবি বিস্তৃতভাবে দেখানো হয়েছে। নাট্যকারের মূল বক্তব্য, অদ্বৈতসাধনায় মানুষের মুক্তি—কিন্তু এই সাধনা করতে হবে ভক্তির পথে।

২৭. মহামোহের কাছে মদ ও মানের পত্র। পত্রে বলা হয়েছে—শান্তি তার মাতা শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেকের দূতীরূপে দেবী উপনিষৎকে দিনরাত বোঝাচ্ছে (অর্হনিশং প্রবোধয়তি) বিবেকের সঙ্গে মিলিত হও।

২৮. ক্রোধের উক্তি। ক্রোধ তার বন্ধু লোভকে আশ্বস্ত করছে—'আমার অসীম প্রভাবের কথা তো তোমার জানাই আছে; দেবরাজ ইন্দ্রপুত্র বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন, শিব ব্রহ্মার শিরশ্ছেদন করেছিলেন এবং বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের পুত্রদের হত্যা করেছিলেন—সে কি আমার প্রভাবেই নয়? ভাবটা এই, ইচ্ছে করলে আমি কী না করতে পারি! এই উদ্ধত উক্তি ক্রোধেরই অনুরূপ, সন্দেহ নেই।

২৯. মিথ্যাদৃষ্টির সান্ত্বনাবাক্য। বিভ্রমাবতী তার সখী; সখীকে তার প্রশ্ন—চোখে যে অনিদ্রার লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি, ব্যাপার কী?
বিভ্রমাবতীর উত্তর—যে রমণী একটিমাত্র পুরুষের প্রিয়া—তার চোখেও তো ঘুম থাকে না, আর আমরা তো 'সর্বজনবল্লভা'।
মিথ্যাদৃষ্টি বলল—তার মানে? কার কার প্রিয়া তুমি?
বিভ্রমাবতী জবাব দিল—রাজা মহামোহ কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার। তাছাড়া এই কুলে যার জন্ম—বালক হোক, যুবা হোক, বৃদ্ধ হোক—আমাকে ছাড়া কার চলে?

৩০. সংস্কৃতে 'দাস্যাঃ পুত্রী' ঘৃণ্য তিরস্কারের ভাষা। এখানে মহামোহের বক্তব্য—শ্রদ্ধা, বিবেক ও উপনিষদের মিলনে নীচ কুট্টিনীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। টীকায় আছে 'ষষ্ঠ্যাঃ আক্রোশে, ইতি অনুকূলকুট্টিনী স্ত্রীপুরুষসংযোগকারিণী ইত্যুচ্যতে।

তৃতীয় অঙ্ক

১. মূল শ্লোকে (৩ সংখ্যক) সম্পূর্ণ সমাসবদ্ধ শব্দটি এইরূপ—'সমিচ্ছবালচমস-

ব্যাপ্তা' (সমিৎ+চষাল+চমস+ব্যাপ্তা) অর্থাৎ যজ্ঞীয় কাষ্ঠ,, যজ্ঞীয় পশু-বন্ধনের কাষ্ঠ, যজ্ঞপাত্র।

২. ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস—এই চার আশ্রম।

৩. ঋক, সাম ও যজু—এই তিন বেদ।

৪. দৈব প্রতিকূল হলে সবকিছুই ঘটে—তারই কয়েকটি উদাহরণ শান্তি এখানে দিয়েছে। জনকদুহিতা সীতা রাবণের গৃহে বাস করেছিলেন, তিন বেদবিদ্যা অপহরণ করে দৈত্যগণ নরকে নিয়ে গিয়েছিল। গন্ধর্বকন্যা মদালসাকে দৈত্যরাজ পাতালকেতু কৌশলে অপহরণ করেছিলেন, শান্তি বলছে—'বিষমা বামা বিধে বৃত্তয়ঃ।'

৫. নবদ্বার পুরী—দুই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ, পায়ু, উপস্থ—এই নব ছিদ্রযুক্ত দেহপুরী।

৬. করুণার বক্তব্য এই—'আমি হিংসার কাছে শুনেছি যে পাষন্ড নাস্তিকদেরও শ্রদ্ধা আছে তবে সেই শ্রদ্ধা অন্ধকারের কন্যা—সুতরাং 'তামসী'।

৭. অর্থাৎ—জৈন দেবতা।

৮. কেশমুণ্ডক—কেশোৎপাটক (তিরস্কারের ভাষা)।

৯. মৃড়ানীপতি—মৃড়ানী—দুর্গা; মৃড়ানীপতি—শিব। 'মৃড়' অর্থও শিব। মৃড়স্য পত্নী—মৃড়ানী (উমা) মৃড়ানীপতি—শিব।

১০. পারমেশ্বরী ধর্ম বলা হয়েছে বৈদিক ধর্মকে।

১১ সুরার স্তুতিবিষয়ক শ্লোক। ভিক্ষু মদ্যপান করে বলছে—দেবগণ অমৃত পান করে থাকেন কিন্তু কাপালিনীর মুখমদিরা সুরভিত এই সুরা পান করলে তাদের আর অমৃতের জন্যে আগ্রহ থাকত না। অর্থাৎ এই সুরা স্বর্গের অমৃত অপেক্ষা অধিক স্পৃহনীয়।

১২ অষ্টসিদ্ধি—অষ্টবিধ ঐশ্বর্য ঃ

অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা
ঈশিত্বং চ বশিত্বং চ তথা কামাবসায়িতা।

১৩. সত্ত্বগুণের কন্যা শ্রদ্ধা—তাই একে বলা হয়েছে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা। তামসী শ্রদ্ধার কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ অঙ্ক

১ আমার মন ভয়ে কদলীপত্রের মতো কাঁপছে—মহাভৈরবীর গ্রাস থেকে মুক্ত শ্রদ্ধার উক্তি। এই উপমা সংস্কৃতসাহিত্যে পরিচিত। কেউ অর্থ করেছেন—পতাকার মতো কাঁপছে। অবশ্য পতাকার মতো কাঁপলে আপত্তির কিছু নেই। 'কদল' শব্দের অর্থ পতাকাও হয়।

২. প্রাকৃতভাষায় শ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলতে বলতে মৈত্রী সহসা এখানে সংস্কৃত ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। আগাগোড়া প্রাকৃতে বলতে বলতে হঠাৎ সংস্কৃতের অনুসরণ কতকটা অস্বাভাবিক, নাট্যশাস্ত্র বিরোধী তো বটেই। টীকাকার সমর্থন করে লিখছেন—'অত্র সংস্কৃতাশ্রয়ণং শ্রদ্ধায়াঃ শীঘ্রপ্রতিপত্ত্যর্থম্'—অর্থাৎ শ্রদ্ধা যাতে তাড়াতাড়ি বুঝে নিতে পারেন তার জন্যে সংস্কৃতবাচন। এই যুক্তি

হাস্যকর। সংস্কৃত নাটকে সংস্কৃতভাষীরাও প্রাকৃত জানতেন, বুঝতেন—প্রাকৃতভাষীরাও সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ ছিলেন না। শ্রদ্ধার প্রাকৃতজ্ঞান সম্পর্কে মৈত্রীর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না মনে হয়॥

৩. রাঢ়া—গৌড়রাষ্ট্রের এক পুরী—'গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়া পুরী।'

৪ সত্যসন্ধানী বস্তুবিস্তারের উক্তি; এই উক্তি অনেকটা মোহমুদ্গরের মতো। নারী প্রেমিককে কামনা করে—প্রেমিক তাকে আলিঙ্গন করে অভিভূত হয়—সেভাবে রমণী তাকে দেখে নিশ্চয়ই মুগ্ধ হয়েছে! বস্তুবিচার বলছেন—মূর্খ! কাকে, দেখে কে কাকে কামনা করে? নারী তো অস্থি ও মজ্জায় রচিত, সে তো কিছুই জানে না—তোমার মধ্যে সেই অমূর্ত আত্মপুরুষ তিনিই সব কিছু দেখেন।

৫. বস্তুবিচারের উক্তি—আমি যুক্তির শরজালে শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত করব। অর্জুন যেমন কুরুসৈন্য নির্মূল করে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বধ করেছিলেন তেমনি কামকে নিধন করব।
জয়দ্রথ দুর্যোধনের ভগিনীপতি—দুঃশলার স্বামী। অভিমন্যুবধে ইনি ছিলেন সপ্তরথীর একতম; কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয়দ্রথকে বধ করেছিলেন অর্জুন।

৬. ক্ষমার উক্তি। তাঁর বক্তব্য—শ্রীদুর্গা যেমন মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন আমিও তেমনি ক্রোধকে বধ করব। কাত্যায়নী—শ্রীদুর্গা। সর্বপ্রথম কাত্যায়নমুনি এঁর পূজা করেছিলেন, তাই শ্রীদুর্গার নাম কাত্যায়নী।

৭. শব্দগুলোকে পৃথক করে দিলেই অর্থবোধ হবে—পিপাসোঃ তুচ্ছে অস্মিন্ দ্রবিণমৃগতৃষ্ণার্ণবজলে। ঐশ্বর্যের মৃগতৃষ্ণিকাসমুদ্রে জল পান করতে তুমি উদ্যত—অথচ কত তুচ্ছ এই মরীচিকাজল।

৮. সারথির সম্বোধন 'জীব'। সারথি সম্বোধন করেছেন রাজাকে। শব্দটি শুভ-প্রার্থনাসূচক—কিন্তু সংস্কৃতসাহিত্য এই অর্থে পদটির প্রয়োগ দুর্লভ।

৯. ধারাযন্ত্র—জলধারার যন্ত্র, ফোয়ারা। অমরুশতক কাব্যে ধারাযন্ত্রে জলাভিষেকের বর্ণনা আছে। (অমরুশতক ৫১)

পঞ্চম অংক

১. নাস্তিক বা ধর্মদ্বেষী সম্প্রদায়কেই বলা হয়েছে পাষণ্ড।

২. বেদ ষড়ঙ্গ—এই ছয়টি অঙ্গের নাম শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ।

৩. 'ধর্মেন্দুকান্তননা'—এটি মীমাংসা দেবীর বিশেষণ। তিনি যুদ্ধে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন। দেখে মনে হল যে আর এক পার্বতী এলেন—তার মুখ ধর্মরূপ চন্দ্রের আলোকে স্নিগ্ধ।

৪. শ্রুতিমধুর হলেও ব্যাখ্যার প্রয়োজন। যুদ্ধের একটি বর্ণনা—নিহত প্রাণীর ঘনীভূত মাংস যেন কর্দমের মতো রণক্ষেত্র ব্যাপ্ত করে আছে; তার উপর এসে বসেছে দীন পক্ষীর দল। (কঙ্ক—পক্ষী, রঙ্ক—দীন) কঙ্ক

অর্থ কেউ করেছেন 'কাক'—সাধারণভাবে 'পাখী' অর্থ গ্রহণ করাই ভালো। মাংসাহারে শুধু কাক আসবে কেন?

৫. যুদ্ধে কে কাকে জয় করেছে—তারই বর্ণনা দিতে গিয়ে শ্রদ্ধা বলছেন—লোভ, তৃষ্ণা, দৈন্য, মিথ্যা, নিন্দাবাদ, চৌর্য ও কুপথাবলম্বনকে। অসৎ প্রতিগ্রহ—অসৎ পথ অবলম্বন।

৬. তীব্র শোকাবেগে মনের হাকাকার। মনের দুই স্ত্রী—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। সঙ্কল্প মনের মন্ত্রী—তিনি এসে ঘোষণা করেছেন—প্রবৃত্তি বেঁচে নেই—'কুটুম্ববব্যসনসংজাত শোকানল-দগ্ধ হৃদয় হৃদয়াস্ফোটং বিনষ্টা'। লোভ, কাম, ক্রোধ, তৃষ্ণা—কেউ বেঁচে নেই, প্রবৃত্তি থাকবে কেন? নাটক তার অনিবার্য পরিণতির পথেই এগিয়ে যাচ্ছে।

৭ অদ্বৈতবাদের শিক্ষা। যিনি বিশ্বভুবনে সেই 'এক' ছাড়া আর কাউকেই দেখেন না—তার কাছে শোক বা মোহ কিছুই নেই। এ বাণী উপনিষদের।

৮. শোকগ্রস্ত মনের কাছে এসেছে 'বৈরাগ্য' তারই পুত্র। মন প্রবৃত্তিকে নিয়ে সংসার রচনা করেছিল—তাই বৈরাগ্য জন্মমাত্রেই তাকে ত্যাগ করেছিল। আজ যখন মোহাবরণ ঘুচে যাচ্ছে তখন বৈরাগ্যের উদয় হবেই! তাই বৈরাগ্য ফিরে এসেছে। কল্পনাটি সুন্দর!

৯ প্রবৃত্তির আধিপত্য শেষ হয়েছে। সরস্বতীর নির্দেশ—আজ থেকে নিবৃত্তি তোমার সহধর্মিণী—'অদ্য প্রভৃতি নিবৃত্তিরেব তে সহধর্মচারিণী।'

ষষ্ঠ অঙ্ক

১. সংগ্রাম যখন শেষ পর্যায়ে, তখন জানা গেল মোহ নিরুদ্দেশ হয়েছেন—একা নন, তার প্রিয় অনুচরবর্গের সঙ্গে। অবশ্য এটুকুও জানা গেল, প্রচ্ছন্ন থেকেও সে সক্রিয়। সে গোপনে মধুমতী বিদ্যাকে পাঠিয়েছে বিবেককে প্রলুব্ধ করবার জন্যে।

২. পঞ্চ ক্লেশ—এই পাঁচটি ক্লেশের নাম অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ। অবিদ্যা মিথ্যাজ্ঞান, অস্মিতা—অহং-জ্ঞান, অহঙ্কার, রাগ—বিষয়-ভোগের কামনা, দ্বেষ ঈর্ষ্যা, বিরাগ, অভিনিবেশ—মৃত্যুভয়।

৩. স্বস্মিন্ আ সমস্তাৎ রাজতে ইতি স্বরাট্=আত্মারামঃ। যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হেতু আত্মার মধ্যেই (নিজের মধ্যেই) পরমানন্দ অনুভব করেন। আত্মতৃপ্ত। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—'স এষ এবং বিজানন্ আত্মরতিরাত্মক্রীড়ঃ আত্মমিথুনঃ, আত্মানন্দঃ স স্বরাট্ ভবতি।'

৪ যিনি স্বরাট তিনিই সম্রাট!

৫. মধুমতী সিদ্ধি—নির্দিষ্ট মহামোহের দূতী, বিবেককে বিপথে চালনা তার ব্রত।

৬ দ্রাবিড়দেশের অঙ্গনাদের উচ্চারণ সেই দেশের পুরুষদের অপেক্ষা অস্পষ্ট। যেমন দ্রাবিড় ভাষা জানে না এমন অন্ধ্রবাসী ভাষা না বুঝে বিকল্প চিন্তা করে—তেমনি মূর্খ বা মুখর ব্যক্তিরাও আমার ভাষা না বুঝে অন্যপ্রকার অর্থ করেছিল। উপনিষদের উক্তি। উপমাটি সুখকর বা কাব্যসম্মত নয়।

৭. অনুরূপ শ্রুতির শ্লোক—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্ব-
ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি।

৮. ন্যায় বৈশেষিক, সাংখ্য, মীমাংসা প্রভৃতির আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে সাধারণ পার্থক্য এই শ্লোকে প্রদর্শিত হয়েছে। শ্লোকের বিষয় অত্যন্ত বাস্তব।

৯. মেয়—জ্ঞানগোচর। জগৎ জ্ঞানের বিষয় হয় যতক্ষণ তত্ত্বোধের উদয় না ঘটে, অর্থাৎ পরমার্থজ্ঞান যতক্ষণ আবিভূর্ত না হয়। তত্ত্ববোধোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জগতের বিলুপ্তি হয়।

১০. টীকায় বলা হয়েছে—'মুগ্ধবধূবিকল্পবিলসিতম্—মুগ্ধবধূনাং বালিকানাং বিকল্পঃ বচনানি সংভাষণানি তেষাং বিলসিতম্। মুগ্ধবধূর বচনবিলাস যেমন মিথ্যা, জগতের কারণ সেই শান্ত-জ্যোতির বিকারশঙ্কাও তেমন অমূলক।

১১. আসুরী যোনি—'অশুভসংজ্ঞকান্ অসুরান্ উল্লঙ্ঘিতবেদমার্গান্ এবং চতুর্ব্বিধান্ অসুরান্, আসুরীষ্বেব যোনিষু ব্যাঘ্রসিংহাদি যোনিষু ক্ষিপামি—ইতি গীতার্থঃ। (টীকা)

১২. নিদিধ্যাসন—শ্রুত অর্থের মনন এবং একমনে ধ্যান, নিরন্তর বিচার।

প্রবোধচন্দ্রোদয়ম্

প্রথমোঽঙ্কঃ

মধ্যাহ্নার্কমরীচিকাস্বিব পয়ঃপূরো যদজ্ঞানতঃ
খং বায়ুর্জ্বলনো জলং ক্ষিতিরিতি ত্রৈলোক্যমুন্মীলতি।
যত্তত্ত্বং বিদুষাং নিমীলতি পুনঃ স্রগ্ভোগিভোগোপমং
সান্দ্রানন্দমুপাস্মহে তদমলং স্বাত্মাববোধং মহঃ ॥ ১ ॥

অপি চ—

অন্তর্নাড়ীনিয়মিতমরুল্লঙ্ঘিতব্রহ্মরন্ধ্রং
স্বান্তে শান্তিপ্রণয়িনি সমুন্মীলদানন্দসান্দ্রম্।
প্রত্যগ্জ্যোতির্জয়তি যমিনঃ স্পষ্টলালাটনেত্র-
ব্যাজব্যক্তীকৃতমিব জগদ্ব্যাপি চন্দ্রার্ধমৌলেঃ ॥ ২ ॥

(নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ।)

সূত্রধারঃ – অলমতিবিস্তরেণ। আদিষ্টোঽস্মি সকলসামন্তচক্রচূড়ামণিমরীচিমঞ্জরী-নীরাজিতচরণকমলেন বলবদরিনিবহক্ষস্তটকপাটনপাটপ্রকটিতনৃসিংহরূপেণ প্রবলতরনরপতিকুলপ্রলয়মহার্ণবনিমগ্নমেদিনীসমুদ্ধরণমহাবরাহরূপেণ সকল-দিগ্বিলাসিনীকর্ণপূরীকৃতকীর্তিলতাপল্লবেন সমস্তাশান্তস্বেরমকর্ণতালা-স্ফালনবহুলপবনসম্পাতর্নাতিতপ্রতাপানলেন শ্রীমতা গোপালেন। যথা খল্বস্য সহজসুহৃদো রাজ্ঞঃ কীর্তিবর্মদেবস্য দিগ্বিজয়ব্যাপারান্তরিতপরমব্রহ্মানন্দ-রসৈরস্মাভিঃ সমুন্মীলিতবিবিধবিষয়রসাস্বাদদূষিতা ইবাতিবাহিতা দিবসাঃ। ইদানীং তু কৃতকৃত্যা বয়ম্। যতঃ

নীতাঃ ক্ষয়ং ক্ষিতিভুজো নৃপতের্বিপক্ষা
রক্ষাবতী ক্ষিতিরভূৎ প্রথিতৈরমাত্যৈঃ।
সাম্রাজ্যমস্য বিহিতং ক্ষিতিপালমৌলি-
মালার্চিতং ভুবি পয়োনিধিমেখলায়াম্ ॥ ৩ ॥

তদ্বয়ং শান্তরসপ্রয়োগাভিনয়েনাত্মানং বিনোদয়িতুমিচ্ছামঃ। ততো যৎপূর্বম-স্মদ্গুরুভিস্তত্রভবদ্ভিঃ শ্রীকৃষ্ণমিশ্রৈঃ প্রবোধচন্দ্রেদয়ং নাম নাটকং নির্মায় ভবতঃ সমর্পিতমাসীৎ তদদ্য রাজ্ঞঃ শ্রীকীর্তিবর্মণঃ পুরস্তাদভিনেতব্যং ভবতা। অস্তি চাস্য ভূপতেঃ সপরিষদস্তদবলোকনে কুতূহলমিতি। তদ্ভবতু। গৃহং গত্বা গৃহিণীমাহূয় সঙ্গীতকমনুতিষ্ঠামি (পরিক্রম্য, নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য।) আর্যে, ইতস্তাবৎ।

(প্রবিশ্য নটী।)

নটী—এসম্হি—। আণ বেদু অজ্জউত্তো কো ণিওও অণুচিট্‌ঠিয়দু ত্তি।
(এষাস্মি। আজ্ঞাপয়ত্বার্যপুত্রঃ কো নিয়োগোঽনুষ্ঠীয়তামিতি।)

সূত্রধারঃ—আর্যে, বিদিতমেব ভবত্যাঃ

অস্তি প্রত্যর্থিপৃথ্বীপতিবিপুলবলারণ্যমুচ্ছৎপ্রতাপ-
জ্যোতির্জ্বালাবলীঢ়ত্রিভুবনবিবরো বিশ্ববিশ্রান্তকীর্তিঃ।

গোপালো ভূমিপালান্ প্রসভমসিলতামাত্রমিত্রেণ জিত্বা
সাম্রাজ্যে কীর্তিবর্মা নরপতিতিলকো যেন ভূয়োঽভ্যষেচি ॥ ৪ ॥

অপি চ—

অদ্যাপ্যুন্মদযাতুধানতরুণীচঞ্চৎকরাস্ফালন-
ব্যাবল্গান্নৃকপালতালরণিতৈর্নৃত্যৎপিশাচাঙ্গনাঃ।
উদ্গায়ন্তি যশাংসি যস্য বিততৈর্নাদৈঃ প্রচণ্ডানিল-
প্রক্ষুভ্যৎকরিকুম্ভকূটকুহরব্যক্তৈ রণক্ষোণয়ঃ ॥ ৫ ॥

তেন চ শান্তপথপ্রস্থিতেনাত্মনো বিনোদার্থং প্রবোধচন্দ্রোদয়াভিধানং নাটকমভিনেতুমাদিষ্টোঽস্মি। তদাদিশ্যন্তাং ভরতা বর্ণিকাপরিগ্রহায়।

নটী—(সবিস্ময়ম্।) অজ্জউত্ত, অচ্চরিয়ং অচ্চরিয়ং। জেণ তধাবিহণিঅভুঅবলবিক্কমৈক্কণিব্ভচ্ছিদসঅলরাঅমণ্ডলেণ আয়ণ্ণাকিঠ্ঠকঠিণকোঅণ্ডদণ্ডবহলবরিসন্তসরণিঅরজজ্জরিদতুরংঅতরংঅমালং ণিরন্তরণিবড়ন্ততিকখবিশিখণিকখিত্তমহস্সপল্লত্থতুরঙ্গমাঅঙ্গমহামহীহরসহস্সং ভমন্তভুঅদণ্ডমন্দরাহিহাদঘুমন্তসঅলপত্তিসলিলসংঘাদং কণ্ণসেণাসাঅরং ণিম্মহিঅ মহুমহণেণেব খীরসমুদ্দং আসাদিদা সমরবিজঅলচ্ছী। তস্স সম্পদং সঅলমুণিঅণসলাণিজ্জও কহং এরিসো উবসমো সংবুত্তো।

(আর্যপুত্র, আশ্চর্যমাশ্চর্যম্। যেন তথাবিধনিজভুজবলবিক্রমৈকনির্ভর্ৎসিতসকলরাজমণ্ডলেন আকর্ণাকৃষ্টকঠিনকোদণ্ডবহুলবর্ষচ্ছরনিকরজর্জরিততুরঙ্গতরঙ্গমালম্, নিরন্তরনিপতত্তীক্ষ্ণবিশিখনিক্ষিপ্তমহাস্ত্রপর্যস্তোত্তুঙ্গমাতঙ্গমহামহীধরসহস্রম্, ভ্রমদ্ভুজদণ্ডমন্দারাভিঘাতঘূর্ণমান-সকলপত্তিসলিলসংঘাতম্, কর্ণসেনাসাগরং নির্মথ্য মধুমথনেনেব ক্ষীরসমুদ্রমাসাদিতা সমরবিজয়লক্ষ্মীঃ। তস্য সাম্প্রতং সকলমুনিজনশ্লাঘনীয়ঃ কথমীদৃশ উপশমঃ সংবৃত্তঃ।]

সূত্রধারঃ—আর্যে নিসর্গসৌম্যমেব ব্রাহ্মং জ্যোতিঃ কুতোঽপি কারণাৎ প্রাপ্তবিকারমপি পুনঃ স্বভাবমেবাবতিষ্ঠতে। যতঃ সকলভূপালকুলপ্রলয়কালাগ্নিরুদ্রেণ চৌদিপতিনা সমুন্মূলিতং চন্দ্রান্বয়পার্থিবানাং পৃথিব্যামাধিপত্যং স্থিরীকর্তুময়মস্য সংরম্ভঃ।

পশ্য তদা—

কল্পান্তবাতসংক্ষোভলঙ্ঘিতাশেষভূভৃতঃ।
স্থৈর্যপ্রসাদমর্যাদাস্তা এব হি মহোদধেঃ ॥ ৬ ॥

অপি চ। ভগবন্নারায়ণাংশসম্ভূতা ভূতহিতায় তথাবিধাঃ পৌরুষভূষণাঃ পুরুষাঃ ক্ষিতিমবতীর্য নিষ্পাদিতকৃত্যাঃ পুনঃ শান্তিমেব প্রপদ্যন্তে। যথা পরশুরামমেবাকলয়তু ভবতী তাবৎ।

যেন ত্রিঃসপ্তকৃত্বো নৃপবহুল-বসামাংসমস্তিষ্কপঙ্ক-
প্রাগ্ভারেঽকারি ভূরিচ্যুতরুধিরসরিদ্বারিপূরেঽভিষেকঃ।
যস্য স্ত্রীবালবৃদ্ধাবধিনিধনবিধৌ নির্দয়ো বিশ্রুতোঽসৌ
রাজন্যোচ্চাংসকূটক্রথনপটুরটদ্ঘোরধারঃ কুঠারঃ ॥ ৭ ॥

সোঽপি স্ববীর্যাদবতার্য ভারং
ভূমেঃ সমুৎখায় কুলং নৃপাণাম্।

প্রশান্তকোপজ্বলনস্তপোভিঃ
শ্রীমান্মুনিঃ শাম্যতি জামদগ্ন্যঃ ॥ ৮ ॥

তথায়মপি কৃতকর্তব্যঃ সম্প্রতি পরমামুপশমনিষ্ঠাং প্রাপ্তঃ। যেন চ
বিবেকেনেব নির্জিত্য কর্ণং মোহমিবোর্জিতম্।
শ্রীকীর্তিবর্মনৃপতেবোধস্যোবোদয়ঃ কৃতঃ ॥ ৯ ॥

(নেপথ্যে)

আঃ! পাপ! শৈলূষাধম! কথমস্মাসু জীবৎসু স্বামিনো মহামোহস্য বিবেকসকাশাৎ পরাজয়মুদাহরসি।

সূত্রধারঃ—(সসম্ভ্রমং বিলোক্য।) আর্যে, ইতস্তাবৎ।

উত্তুঙ্গপীবরকুচদ্বয়পীড়িতাঙ্গ—
মালিঙ্গিতঃ পুলকিতেন ভুজেন রত্যা।
শ্রীমাঞ্জগন্তি মদয়ন্নয়নাভিরামঃ
কামোঽয়মেতি মদঘূর্ণিতনেত্রপদ্মঃ ॥ ১০ ॥

মদ্বচনাচ্চায়মুপজাতক্রোধ ইব লক্ষ্যতে। তদপসরণমেবাস্মাকমিতঃ শ্রেয়ঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তৌ।)

প্রস্তাবনা

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দিষ্টঃ কামো রতিশ্চ।)

কামঃ—(সক্রোধম্। আঃ পাপেতি পুনঃ পুনঃ পঠিত্বা।) ননু রে ভরতাধম,

প্রভবতি মনসি বিবেকো বিদুষামপি শাস্ত্রসম্ভবস্তাবৎ।
নিপতন্তি দৃষ্টিবিশিখা যাবন্নেন্দীবরাক্ষীণাম্ ॥ ১১ ॥

অপি চ

রম্যং হর্ম্যতলং নবাঃ সুনয়না গুঞ্জদ্দ্বিরেফা লতাঃ
প্রোন্মীলন্নবমল্লিকাঃ সুরভয়ো বাতাঃ সচন্দ্রাঃ ক্ষপাঃ।
যদ্যেতানি জয়ন্তি হন্ত পরিতঃ শস্ত্রাণ্যমোঘানি মে
তদ্ভোঃ কীদৃগসৌ বিবেকবিভবঃ কীদৃক্ প্রবোধোদয়ঃ ॥ ১২ ॥

রতিঃ—অজ্জউত্ত, গুরুও কখু মহারাঅমহামোহস্স পড়িবকখো বিবেও ত্তি তক্কেমি।
[আর্যপুত্র, গুরুঃ খলু মহারাজমহামোহস্য প্রতিপক্ষো বিবেক ইতি তর্কয়ামি]

কামঃ—প্রিয়ে, কুতস্তবেদং স্ত্রীস্বভাবসুলভং বিবেকাদ্ ভয়মুৎপন্নম্। পশ্য

অপি যদি বিশিখাঃ শরাসনং বা
কুসুমময়ং সসুরাসুরং তথাপি।
মম জগদখিলং বরোরু! নাজ্ঞা-
মিদমতিলঙ্ঘ্য ধৃতিং মুহূর্তমেতি ॥ ১৩ ॥

তথাহি—

অহল্যায়ৈ জারঃ সুরপতিরভূদাত্মতনয়াং
প্রজানাথোঽযাসীদভজত গুরোরিন্দুরবলাম্।
ইতি প্রায়ঃ কো বা ন পদমপথেঽকার্যত ময়া
শ্রমো মদ্বাণানাং ক ইব ভুবনোন্মাথবিধিষু ॥ ১৪ ॥

রতিঃ—অজ্জউত্ত, এব্বং ণেদং। তহবি মহাসহাঅসংপণ্ণো সংকিদব্বো অরাদী। জদো

অস্স জম্মণিঅম্পমুহা অমচ্চা মহাবলা সুণীঅন্দি।

[আর্যপুত্র, এবং ইদম্। তথাপি মহাসহায়সম্পন্নঃ শঙ্কিতব্যোঽরাতিঃ। যতোঽস্য যমনিয়মপ্রমুখা অমাত্যা মহাবলাঃ শ্রূয়ন্তে]

কামঃ—প্রিয়ে, যানেতান্ রাজ্ঞো বিবেকস্য বলবতো যমাদীনষ্টাবমাত্যান্ পশ্যসি ত এতে নিয়তমস্মাভিরভিযুক্তমাত্রাৎ প্রাগেব বিঘটিষ্যন্তে। তথা হি—

অহিংসা কৈব কোপস্য ব্রহ্মচর্যাদয়ো মম।
লোভস্য পুরতঃ কেঽমী সত্যাঽস্তেয়াপরিগ্রহাঃ ॥১৫॥

যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধ্যানধারণাসমাধয়স্তু নির্বিকারচিত্তৈকসাধ্যত্বাদীষৎ-করসমুন্মূলনা এব। অপি চ স্ত্রিয় এবামীষাং কৃত্যান্তেতৈনেতেঽস্মদ্‌গোচরা এব বর্তন্তে। যতঃ—

সন্তু বিলোকনভাষণবিলাসকেলিপরিরম্ভাঃ।
স্মরণমপি কামিনীনামলমিহ মনসো বিকারায় ॥১৬॥

বিশেষতশ্চৈতে মদমাৎসর্যদম্ভলোভাদিভিরস্মৎ স্বামিবল্লভৈরভিযুজ্যমানা নরপতি-মন্ত্রিণোঽধর্মমেবাশ্রয়িষ্যন্তে।

রতিঃ—অজ্জউত্ত, সুদং মএ তুম্হাণং বিবেঅসমদমপহুদীণং চ এক্কং উপ্পত্তিখাণং তি।

[আর্যপুত্র, শ্রুতং ময়া যুষ্মাকং বিবেকশমদমপ্রভৃতীনাং চৈকমুৎপত্তিস্থানমিতি]

কামঃ—আঃ প্রিয়ে, কিমুচ্যত একমুৎপত্তিস্থানমিতি। ননু জনক এবাস্মাকমভিন্নঃ। তথাহি—

সম্ভুতঃ প্রথমমহেশ্বরস্য সঙ্গান্
মায়ায়াং মন ইতি বিশ্রুতস্তনুজঃ ॥
ত্রৈলোক্যং সকলমিদং বিসৃজ্য ভূয়-
স্তেনাথো জনিতমিদং কুলদ্বয়ং নঃ ॥১৭॥

তস্য চ প্রবৃত্তিনিবৃত্তী দ্বে ধর্মপত্ন্যৌ। তয়োঃ প্রবৃত্ত্যাং সমুৎপন্নং মহামোহ-প্রধানমেকং কুলম্। নিবৃত্ত্যাং চ দ্বিতীয়ং বিবেকপ্রধানমিতি।

রতিঃ—অজ্জউত্ত, জই এব্বং তা কিং ণিমিত্তং তুম্হাণং সোঅরাণং বি পরোপ্পরং এআরিসং বৈরম্।

[আর্যপুত্র, যদ্যেবং তৎ কিং নিমিত্তং যুষ্মাকং সোদরাণামপি পরস্পরমেতাদৃশং বৈরম্]

কামঃ—প্রিয়ে

একামিষপ্রভবমেব সহোদরাণা-
মুজ্জৃম্ভতে জগতি বৈরমিতি প্রসিদ্ধম্ ॥
পৃথ্বীনিমিত্তমভবৎ কুরুপাণ্ডবানাং
তীব্রস্তথা হি ভুবনক্ষয়কৃদ্বিরোধঃ ॥১৮॥

সর্বমেবৈতজ্জগদস্মাকং পিত্রোপার্জিতং তচ্চাস্মাভিস্তাতবল্লভতয়া সর্বমেবা-ক্রান্তম্। তেষাং তু বিরলঃ প্রচারঃ। তেনৈতে পাপাঃ সাম্প্রতং পিতরমস্মাং-শ্চোন্মূলয়িতুমুদ্যতাঃ।

রতিঃ—সান্তং পাবং। অজ্জউত্ত, কিং এরিসং পাবং বিদ্দেসমত্তেণ তেহিং আরদ্ধং। হোদু; অস্স উবাও কোবি মন্তিদো ?

[শান্তং পাপম্। আর্যপুত্র, কিং তাদৃশং পাপং বিদ্বেষণমাত্রেণ তৈরারব্ধম্ ভবতু। অস্যোপায়ঃ কো বা মন্ত্রিতঃ]

কামঃ—প্রিয়ে, অস্ত্যত্র কিঞ্চিন্নিগূঢ়ং বীজম্।

রতিঃ—অজ্জউত্ত, তা কিং ণ উগ্ঘাডীঅদি ?

[আর্যপুত্র, তৎ কিং নোদ্ঘাট্যতে ?]

কামঃ—প্রিয়ে ভবতী স্ত্রীস্বভাবাদ্ ভীরুরিতি ন দারুণকর্ম পাপীয়সামুদাহ্রিয়তে।

[আর্যপুত্র, কীদৃশং তৎ ?]

রতি—(সভয়ম্) অজ্জউত্ত, কেরিসং তম্ ?

[আর্যপুত্র, কীদৃশং তৎ ?]

কামঃ—প্রিয়ে, ন ভেতব্যং ন ভেতব্যম্। হতাশানামাশামাত্রমেবৈতৎ। অস্তি কিলৈষা কিংবদন্তী। অত্রাস্মাকং কুলে কালরাত্রিকল্পা বিদ্যানাম রাক্ষসী সমুৎপৎস্যত ইতি।

রতিঃ—(সভয়ম্) হদ্ধী। কধং অহ্মাণং কুলে রক্খসীতি বেবদি মে হিঅঅম্।

[হা ধিক্ হা ধিক্। কথমস্মাকং কুলে রাক্ষসীতি বেপতে মে হৃদয়ম্]

কামঃ—প্রিয়ে, ন ভেতব্যম্। কিংবদন্তীমাত্রমেবৈতৎ।

রতিঃ—অধ তাএ রক্খসীএ কিং কাদব্বম্।

[অথ তয়া রাক্ষস্যা কিং কর্তব্যম্]

কামঃ—প্রিয়ে, অস্তি কিলৈষা প্রাজাপত্যা সরস্বতী—

পুংসঃ সঙ্গসমুজ্ঝিতস্য গৃহিণী মায়েতি তেনাপ্যসা-
বস্পৃষ্টাপি মনঃ প্রসূয় তনয়ং লোকানসূত ক্রমাৎ।
তস্মাদেব জনিষ্যতে পুনরসৌ বিদ্যেতি কন্যা যয়া
তাতস্তে চ সহোদরাশ্চ জননী সর্বং চ ভক্ষ্যং কুলম্ ॥১৯॥

রতিঃ—(সত্রাসোৎকম্পম্) অজ্জউত্ত, পরিত্তাহি পরিত্তাহি। (আর্যপুত্র, পরিত্রাহি পরিত্রাহি। (ইতি ভর্তারমালিঙ্গতি)

স্ফুরদ্রোমোদ্ভেদস্তরলতরতারাকুলদৃশো
ভয়োৎকম্পোত্তুঙ্গস্তনযুগভরাসঙ্গসুভগঃ।
অধীরাক্ষ্যা গুঞ্জন্মণিবলয়দোর্বল্লিরচিতঃ
পরীরম্ভো মোদং জনয়তি চ সম্মোহয়তি চ ॥২০॥

(প্রকাশম্। দৃঢ়ং পরিষ্বজ্য) প্রিয়ে, ন ভেতব্যং ন ভেতব্যম্। অস্মা স্বজীবৎসু কুতো বিদ্যাৎপত্তিঃ।

রতিঃ—অধ কিং তা এব রক্খসীএ উপ্পত্তী তুহ্মাণং পডিবক্খাণং সম্মদা ?

[অথ কিং তস্যা এব রাজস্যা উৎপত্তির্যুষ্মাকং প্রতিপক্ষাণাং সম্মতা ?]

কামঃ—বাঢ়ম্, সা খলু বিবেকেনোপনিষদ্দেব্যাং প্রবোধচন্দ্রেণ ভ্রাত্রা সমং জনয়িতব্যা। তত্র সর্ব এতে শমাদয়ঃ প্রতিপন্নোদ্যোগাঃ।

রতিঃ—অজ্জউত্ত, কহং এদেহিং অপ্পণো বিনাসকারিণীএ বিজ্জএ উপ্পত্তী এদেহি দুব্বিণীদেহিং সলাহিজ্জদি ?

[আর্যপুত্র, কথমেতৈরাত্মনো বিনাশকারিণ্যা বিদ্যায়া উৎপত্তিরেতৈর্দুর্বিনীতৈঃ শ্লাঘ্যতে ?]

কামঃ—প্রিয়ে, কুলক্ষয়প্রবৃত্তানাং পাপকারিণাং কুতঃ স্বপরপ্রত্যবায়গণনা। পশ্য পশ্য—

সহজমলিনবক্রভাবভাজাং
ভবতি ভবঃ প্রভবাত্মনাশহেতুঃ।
জলধরপদবীমবাপ্য ধূমো
জ্বলনবিনাশমনু প্রয়াতি নাশম্ ॥ ২১ ॥

(নেপথ্যে) আঃ পাপ দুরাত্মন্, কথমস্মানেব পাপকারিণ ইত্যাক্ষিপসি। ননু

রে গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্যাকার্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥ ২২ ॥

ইতি পৌরাণিকীং গাথাং পুরাণবিদ উদাহরন্তি। অনেন চাস্মাকং জনকেনা—হঙ্কারানুবর্তিনা জগৎপতিঃ পিতৈব তাবদ্বদ্ধঃ। মোহাদিভিশ্চ স এব বন্ধঃ সুদৃঢ়তাং নীতঃ।

কামঃ—(বিলোক্য) প্রিয়ে, অয়মস্মাকং কুলে জ্যায়ান্ মত্যা দেব্যা সহ বিবেক ইত এবাভিবর্ততে। য এষঃ—

রাগাদিভিঃ সরসচারিভিরাত্তকান্তি-
র্নির্ভৎর্স্যমান ইব মানধনঃ কৃশাঙ্গঃ।
মত্যা নিতান্তকলুষীকৃতয়া শশাঙ্কঃ
কান্ত্যেব সান্দ্রতুহিনান্তরিতো বিভাতি ॥ ২৩ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

তন্নযুক্তমিহাস্মাকবস্থাতুম্

(ততঃ প্রবিশতি রাজা বিবেকো মতিশ্চ)

রাজা—(বিচিন্ত্য) প্রিয়ে, শ্রুতং ত্বয়াস্য দুর্বিনীতস্য কামবটোর্মদবিস্ফূর্জিতং বচো যদস্মানেব পাপকারিণ ইত্যাক্ষিপতি।

মতিঃ—অজ্জউত্ত, কিং অপ্পণো দোসং লোগো বিআণাদি ?
[আর্যপুত্র, কিমাত্মনো দোষং লোকো বিজানাতি ?]

রাজা—পশ্য।

অসাবহংকারপরৈর্দুরাত্মভি-
র্নিবধ্য তৈঃ পাপশঠৈর্মদাদিভিঃ।
চিরং চিদানন্দময়ো নিরঞ্জনো
জগৎপ্রভুর্দীনদশামনীয়ত ॥ ২৪ ॥

ত এতে পুণ্যকারিণো বয়ং তু তন্মুক্তয়ে প্রবৃত্তাঃ পাপকারিণ ইত্যহো জিতং দুরাত্মভিঃ।

মতিঃ—অজ্জউত্ত, জাদো সো সহজআণন্দসুন্দলসহাও ণিচ্চপ্পআসো পম্ফুরন্তসঅল তিহুঅণপ্পআরো পরমেস্সরো সুণীআদ। তা কহং এদেহিং দুব্বিণীদেহিং বধিঅ মহামোহসাঅরে ণিক্খিত্তো ?
[আর্যপুত্র, যতোঽসৌ সহজানসুন্দরস্বভাবো নিত্যপ্রকাশঃ প্রস্ফুরৎসকলত্রিভুবন-প্রচারঃ পরমেশ্বরঃ শ্রূয়তে। তৎ কথমেতৈর্দুর্বিনীতৈর্বদ্ধ্বা মহামোহসাগরে নিক্ষিপ্তঃ ?]

রাজা—প্রিয়ে,

সততধৃতিরপ্যুচ্চৈঃ শান্তোঽপ্যবাপ্তমহোদয়ো-
ঽপ্যধিগতনয়োপ্যন্তঃ স্বচ্ছোঽপ্যুদীরিতধীরপি।
ত্যজতি সহজং ধৈর্যং স্ত্রীভিঃ প্রতারিতমানসঃ
স্বয়মপি যতো মায়াসঙ্গাৎ পুমানিতি বিশ্রুতঃ ॥ ২৫ ॥

মতিঃ—অজ্জউত্ত, ণং খু অন্ধকারলেহাএ সহস্সরস্সিণো তিরক্কারো জধা তধা মাআএ স্ফুরন্তমহাপ্পআস্সারস্স দেবস্স বি অহিহবো।
(আর্যপুত্র, ননমন্ধকারলেখয়া সহস্ররশ্মেস্তিরস্কারো যথা তথা মায়য়া স্ফুরন্মাপ্রকাশসাগরস্য দেবস্যাপ্যভিভবঃ।)

রাজা—প্রিয়ে, অবিচারসিদ্ধেয়ং বেশ্যাবিলাসিনীর মায়া অসতোঽপি ভাবানুপদর্শয়ন্তী পরপুরুষং বঞ্চয়তি। পশ্য—

স্ফটিকমণিবদ্ভাস্বান্দেবঃ প্রগাঢ়মনার্যয়া
বিকৃতিমনয়া নীতঃ কামপ্যসঙ্গতবিক্রিয়ঃ।
ন খলু তদুপশ্লেষাদস্য ব্যপৈতি রুচির্মনাক্
প্রভবতি তথাঽপ্যেষা পুংসো বিধাতুমধীরতাম্ ॥ ২৬ ॥

মতিঃ—অজ্জউত্ত, কিং পুণো কারণং জেণ সা তধা উদারচরিদং দুব্বিদগ্ধা প্রতারেদি ?
আর্যপুত্র, কিং পুনঃ কারণং যেন সা তথোদারচরিতং দুর্বিদগ্ধা প্রতারয়তি ?)

রাজা—ন খলু প্রয়োজনং কারণং বা বিলোক্য মায়া প্রবর্ততে। স্বভাবঃ খল্বসৌ স্ত্রীপিশাচীনাম্। পশ্য—

সংমোহয়ন্তি মদয়ন্তি বিড়ম্বয়ন্তি
নির্ভর্ৎসয়ন্তি রময়ন্তি বিষদয়ন্তি।
এতাঃ প্রবিশ্য সদয়ং হৃদয়ং নরাণাং
কিং নাম বামনয়না ন সমাচরন্তি ॥ ২৭ ॥

অস্তি চাপরমপি কারণম্।

মতিঃ—অজ্জউত্ত, কিং ণাম তক্কারণম্ ?
(আর্যপুত্র, কিং নাম তৎ কারণম্ ?)

রাজা—এবমনয়া দুরাচারয়া বিচিন্তিতং যদহং তাবদ্গতযৌবনা বর্ষীয়সী। অয়ং পুরাণপুরুষঃ স্বভাবাদেব বিষয়রসবিমুখঃ। ততঃ স্বতনয়মেব পরমেশ্বরে পদে নিবেশয়ামীতি তমেব মাতুরভিপ্রায়মাসাদ্য নিতান্ত তৎপ্রত্যাসন্নতয়া তদ্রূপতামিবাপন্নেন মনসা নবদ্বারাণি রচয়িত্বা।

একোঽপি বহুধা তেষু বিচ্ছিদ্যেব নিবেশিতঃ।
স্বচেষ্টিতমথো তস্মিন্বিদধাতি মণাবিব ॥ ২৮ ॥

মতিঃ—(বিচিন্ত্য।) অজ্জউত্ত, জাদিসী মাদা পুত্তকো বি তাদিসো জেব্ব জাদো !
(আর্যপুত্র, যাদৃশী মাতা পুত্রোঽপি তাদৃশ এব জাতঃ।)

রাজা—ততোঽসাবহংকারেণ চিত্তস্য জ্যেষ্ঠপুত্রেণ নপ্ত্রা পরিষ্বক্তঃ। ততশ্চাসাবীশ্বরঃ।

জাতোঽহং জনকো মমৈষ জননী ক্ষেত্রং কলত্রং কুলং
পুত্রা মিত্রমরাতয়ো বসু বলং বিদ্যাঃ সুহৃদ্বান্ধবাঃ।

চিত্তস্পন্দিতকল্পনামনুভবন্বিদ্বানবিদ্যাময়ীং
নিদ্রামেত্য বিঘূর্ণিতো বহুবিধানস্বপ্নানিমান্ পশ্যতি ॥ ২৯ ॥

মতিঃ—অজ্জউত্ত, এবং দীহতরণিদ্দাবিদ্দাবিপ্পবোহে পরমেস্সরে কহং প্পবোহপত্তী ভবিস্সদি ?

(আর্যপুত্র, এবং দীর্ঘতরনিদ্রাবিদ্রাবিতপ্রবোধে পরমেশ্বরে কথং প্রবোধোৎপত্তির্ভবিষ্যতি ?)

রাজা—(সলজ্জমধোমুখস্তিষ্ঠতি।)

মতিঃ—অজ্জউত্ত, কিং তি গরুঅরলজ্জাভরণমিদসেহরো তুহ্নীং ভূদোহসি ন প্পতিভণসি ?

(আর্যপুত্র, কিমিতি গুরুতরলজ্জাভর-নমিতশেখরঃ তূষ্ণীভূতোঽসি ন প্রতিভণসি ?)

রাজা—প্রিয়ে, সের্ষ্যং প্রায়েণ যোষিতাং ভবতি হৃদয়ম্। তেন সাপরাধমিবাত্মানং শঙ্কে।

মতিঃ—অজ্জউত্ত, অণ্ণা তা ইত্থেআও জাও সরসপ্পউত্তস্স বা ধম্মাত্থবাবারপত্থিঅস্স ভত্তুণো হিঅআত্থিদং বিহণন্দি।

(আর্যপুত্র, অন্যাস্তাঃ স্ত্রিয়ো যাঃ সরসপ্রবৃত্তস্য বা ধর্মার্থব্যাপারপ্রস্থিতস্য বা ভর্তুর্হৃদয়স্থিতং বিঘটয়ন্তি।)

রাজা—প্রিয়ে,

মানিন্যাশ্চিরবিপ্রযোগজনিতাসূয়াকুলায়া ভবে-
চ্ছান্ত্যাদেরনুকূলনাদুপনিষদ্দেব্যা ময়া সঙ্গমঃ।
তূষ্ণীং চেদ্বিষয়ানপাস্য ভবতী তিষ্ঠেন্মুহূর্তং ততো
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিধামবিরহাৎ প্রাপ্তঃ প্রবোধোদয়ঃ ॥ ৩০ ॥

মতিঃ—অজ্জউত্ত, জই এব্বং কুলপ্পহূণো দিঢ়গ্গন্থিণিবন্ধস্স বি বন্ধমোক্খো ভোদি তদো তাএ ণিচ্চাণুবন্ধো জেব্ব অজ্জউত্তো ভোদু ত্তি সুট্ঠু মে পিঅং।

(আর্যপুত্র, যদ্যেবং কুলপ্রভোদৃঢ়-গ্রন্থিনিবন্ধস্যাপি বন্ধমোক্ষো ভবতি তদা ত্বয়া নিত্যানুবন্ধ এবার্যপুত্রো ভবত্বিতি সুষ্ঠু মে প্রিয়ম্।)

রাজা—প্রিয়ে, যদ্যেবং প্রসন্নাসি সিদ্ধাস্তহ্যস্মাকং মনোরথাঃ। তথা হি—

বধ্বৈকো বহুধা বিভজ্য জগতামাদিঃ প্রভুঃ শাশ্বতঃ
ক্ষিপ্তা যৈঃ পুরুষৈঃ পুরেষু পরমো মৃত্যোঃ পদং প্রাপিতঃ।
তেষাং ব্রহ্মভিদাং বিধায় বিধিবৎ প্রাণান্তিকং বিদ্যয়া
প্রায়শ্চিত্তমিদং ময়া পুনরসৌ ব্রহ্মৈকতাং নীয়তে ॥ ৩১।

তদ্ভবতু। প্রস্তুতবিধানায় শমদমাদীন্ যোজয়ামঃ।

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ মতিবিবেকৌ।)

॥ ইতি শ্রীকৃষ্ণমিশ্রবিরচিতে প্রবোধচন্দ্রোদয়ে 'সংসারাবতারো' নাম প্রথমোঽঙ্কঃ ॥

(ততঃ প্রবিশতি দম্ভঃ)

দম্ভ—আদিষ্টোঽস্মি মহারাজমহামোহেন। যথা—বৎস দম্ভ, প্রতিজ্ঞাতং সামাত্যেন বিবেকেন প্রবোধোদয়ায়। প্রেষিতাশ্চ তেষু তেষু তীর্থেষু শমদমাদয়ঃ। স চায়স্মাকমুপস্থিতঃ কুলক্ষয়োঃ ভবাদ্ভিরবহিতৈঃ প্রতিকর্তব্যঃ। তত্র পৃথিব্যাং পরমং মুক্তিক্ষেত্রং বারাণসীনাম নগরী। তদ্ভবাংস্তত্র গত্বা চতুর্ণামপ্যাশ্রমাণাং নিঃশ্রেয়সবিঘ্নার্থং প্রযততামিতি। তদিদানীং বশীকৃতভূয়িষ্ঠা ময়া বারাণসী। সম্পাদিতশ্চ স্বামিনো যথানির্দিষ্ট আদেশঃ। তথা হি মদাধিষ্ঠিতৈরিদানীম্—

বেশ্যাবেশমসু সীধুগন্ধিললনাবক্ত্রাসবামোদিতৈ-
নীত্বা নির্ভরমন্মথোৎসবরসৈরুন্নিদ্রচন্দ্রাঃ ক্ষপাঃ।
সর্বজ্ঞা ইতি দীক্ষিতা ইতি চিরাৎ প্রাপ্তাগ্নিহোত্রা ইতি
ব্রহ্মজ্ঞা ইতি তাপসা ইতি দিবা ধূর্তৈর্জগদ্বঞ্চ্যতে॥ ১॥

(বিলোক্য।) কোঽপ্যয়ং পান্থো ভাগীরথীমুত্তীর্য সাম্প্রতমিত এবাভিবর্ততে। তথা চ যথৈষঃ—

জ্বলন্নিবাভিমানেন গ্রসন্নিব জগত্ত্রয়ীম্।
ভর্ৎসয়ন্নিব বাগ্‌জালৈঃ প্রজ্ঞয়োপহসন্নিব॥ ২॥

তথা তর্কয়ামি নূনময়ং দক্ষিণরাঢ়াপ্রদেশাদাগতো ভবিষ্যতি। তদেতস্যার্যস্যাহংকারস্য বৃত্তান্তমনুস্মরিষ্যামি। (ইতি পরিক্রামতি।)

(ততঃ প্রবিশত্যহংকারো যথানির্দিষ্টঃ।)

অহঙ্কারঃ—অহো, মূর্খবহুলং জগৎ! তথাহি—

নৈবাশ্রাবি গুরোর্মতং ন বিদিতং কৌমারিলং দর্শনং
তত্ত্বজ্ঞানমহো না শারিকগিরাং বাচস্পতেঃ কা কথা।
সূক্তং নাপি মহোদধেরধিগতং মহাব্রতী নেক্ষিতা
সূক্ষ্মা বস্তুবিচারণা নৃপশুভিঃ স্বস্থৈঃ কথং স্থীয়তে॥ ৩॥

(বিলোক্য।) এতে তাবদর্থাবধারণবিধুরাঃ স্বাধ্যায়াধ্যয়নমাত্রনিরতা বেদবিপ্লাবকা এব। (পুনরন্যতো গত্বা।) এতে চ ভিক্ষামাত্রগৃহীতযতিব্রতা মুণ্ডিতমুণ্ডাঃ পণ্ডিতম্মন্যা বেদান্তশাস্ত্রং ব্যাকুলয়ন্তি। (বিহস্য।)

প্রত্যক্ষাদিপ্রমাসিদ্ধবিরুদ্ধার্থাবিবোধিনঃ।
বেদান্তা যদি শাস্ত্রাণি বৌদ্ধৈঃ কিমপরাধ্যতে॥ ৪॥

তদেতদ্বাঙ্‌মাত্রশ্রবণমপি গুরুতরদুরিতোদয়ায়। (পুনরন্যতো গত্বা।) এতে চ শৈবপাশুপতাদয়ো দুরভ্যস্তাক্ষপাদমতাঃ পশবঃ পাষণ্ডাঃ। অমীষাং সম্ভাষণাদপি নরা নরকং যান্তি। তদেতে দর্শনপথাদ্দূরতঃ পরিহরণীয়াঃ (পুনরন্যতো গত্বা।) এতে চ—

গঙ্গাতীরতরঙ্গশীতলশিলাবিন্যস্তভাস্বদ্‌বৃসী-
সংবিষ্টাঃ কুশমুষ্টিমণ্ডিতমহাদণ্ডাঃ করণ্ডোজ্জ্বলাঃ।
পর্যায়গ্রথিতাক্ষসূত্রবলয়প্রত্যেকবীজগ্রহ-
ব্যগ্রাগ্রাঙ্গুলয়ো হরন্তি ধনিনাং বিত্তান্যহো দাম্ভিকাঃ॥ ৫॥

(পুনরন্যতো গত্বা ।) এতে ত্রিদণ্ডব্যপদেশজীবিনো দ্বৈতাদ্বৈতমার্গপরিভ্রষ্টা এব । (অন্যতো গত্বা বিলোক্য) অয়ে, কস্যৈতদ্দ্বারোপান্তনিখাতাতিপ্রাংশু-বংশকাণ্ডতাণ্ডবিতধৌতসিতসূক্ষ্মাম্বরসহস্রমিতস্ততো বিন্যস্তকৃষ্ণাজিনদৃষদুপ-লসমিচ্চষালোলূখলমুসলমনবরতহুতাজ্যগন্ধিধূমশ্যামলিতগগনমণ্ডলমমরসরিতো নাতিদূরে বিভাত্যাশ্রমমণ্ডলম্ । নূনমিদং কস্যাপি গৃহমেধিনো গৃহং ভবিষ্যতি । ভবতু । যুক্তমস্মাকমতিপবিত্রমেতদদ্বিত্রিদিবসনিবাসস্থানম্ । (প্রবেশং নাটয়তি) । (বিলোক্য চ) অয়ে

মৃদ্বিন্দুলাঞ্ছিতললাটভুজোদরোরঃ
কন্ঠোষ্ঠপৃষ্ঠচিবুকোরুকপোলজানুঃ ।
চূড়াগ্রকর্ণকটিপাণিবিরাজমান-
দর্ভাঙ্কুরঃ স্ফুরতি মূর্ত ইবৈষ দম্ভঃ ॥ ৬ ॥

ভবতুপসর্পাম্যেনম্ (উপসৃত্য) কল্যাণং ভবতু ভবতাম্ ।

(দম্ভো হুঙ্কারেণ নিবারয়তি ।)

(ততঃ প্রবিশতি বটুঃ)

বটুঃ—(সসম্ভ্রমম্ ।) ব্রহ্মন্, দূরত এব স্থীয়তাম্ । যতঃ পাদৌ প্রক্ষাল্য এতদাশ্রমপদং প্রবেষ্টব্যম্ ।

অহঙ্কারঃ—(সক্রোধম্ ।) আঃ পাপ, তুরুষ্কদেশং প্রাপ্তাঃ স্মঃ, যত্র শ্রোত্রিয়ানতিথীনা-সনপাদ্যাদিভিরপি গৃহিণো নোপতিষ্ঠন্তি ।

দম্ভ—(হস্তসংজ্ঞয়া সমাশ্বাসয়তি ।)

বটুঃ—এবমারাধ্যপাদা আজ্ঞাপয়ন্তি দূরদেশাদাগতস্যার্যস্য কুলশীলাদিকং ন সম্যগস্মাকং বিদিতম্ ।

অহঙ্কারঃ—আঃ কথমস্মাকমপি কুলশীলাদিকমিদানীং পরীক্ষিতব্যম্ । শ্রূয়তাম্—

গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী
ভূরিশ্রেষ্ঠকনাম ধাম পরমং তত্রোত্তমো নঃ পিতা ।
তৎপুত্রাশ্চ মহাকুলা ন বিদিতাঃ কস্যাত্র তেষামপি
প্রজ্ঞাশীলবিবেকধৈর্যবিনয়াচারৈরহং চোত্তমঃ ॥ ৭ ॥

(দম্ভো বটুং পশ্যতি)

বটুঃ—(তাম্রঘটীং গৃহীত্বা) ভগবন্, পাদশৌচং বিধীয়তাম্ ।

অহঙ্কারঃ—(স্বগতম্) ভবতু । কোঽত্র বিরোধঃ । এবং ক্রিয়তে । (তথা কৃত্বোপসর্পতি)

দম্ভঃ—(দন্তান্ সংপীড্য বটুং পশ্যতি)

বটুঃ—দূরে তাবৎ স্থীয়তাম্ । বাতাহতাঃ প্রস্বেদকণিকাং প্রসরন্তি ।

অহংকারঃ—অহো, অপূর্বমিদং ব্রাহ্মণ্যম্ ।

বটুঃ—ব্রহ্মন্, এবমেতৎ । তথাহি—

অস্পৃষ্টচরণা হ্যস্য চূড়ামণিমরীচিভিঃ ।
নীরাজয়ন্তি ভূপালাঃ পাদপীঠান্তভূতলম্ ॥ ৮ ॥

অহংকারঃ—(স্বগতম্) অয়ে, দম্ভগ্রাহ্যোঽয়ং দেশঃ । (প্রকাশম্) ভবতু । অস্মিন্নাসনে উপবিশামি । (তথা কর্তুমিচ্ছতি)

বটুঃ—মৈবম্। নারাধ্যপাদানামন্যৈরাসনমাক্রম্যতে।

অহংকারঃ—আঃ পাপ, অস্মাভিরপি দাক্ষিণরাঢ়াপ্রদেশপ্রসিদ্ধবিশুদ্ধিভিনাক্রমণীয়মিদমাসনম্। শৃণু রে মূর্খ,

নাস্মাকং জননী তথোজ্জ্বলকুলা সচ্ছোত্রিয়াণাং পুন-
র্ব্যূঢ়া কাচন কন্যকা খলু ময়া তেনাস্মি তাতাধিকঃ।
অস্মচ্ছ্যালকভাগিনেয়দুহিতা মিথ্যাভিশপ্তা যত-
স্তৎসম্পর্কবশান্ময়া স্বগৃহিণী প্রেয়স্যপি প্রোজ্‌ঝিতা ॥ ৯ ॥

দম্ভঃ—ব্রহ্মন্, যদ্যপ্যেবং তথাপ্যস্মাকমবিদিতবৃত্তান্তো ভবান্।

তথাহি—

সদনমুপগতোঽহং পূর্বমম্ভোজযোনেঃ
সপদি মুনিভিরুচ্চৈরাসনেষূজ্ঝিতেষু।
সশপথমনুনীয় ব্রহ্মণা গোময়াম্ভঃ-
পরিমৃজিতনিজোরাবাশু সংবেশিতোঽস্মি ॥ ১০ ॥

অহংকারঃ—(স্বগতম্) অহো দাম্ভিকস্য ব্রাহ্মণস্যাত্যুক্তিঃ। (বিচিন্ত্য) অথবা দম্ভোঽয়ম্। ভবত্বেবং তাবৎ। (প্রকাশম্) আঃ, কিমেবং গর্বায়সে। (সক্রোধম্)

অরে ক ইব বাসবঃ কথয় কোঽত্র পদ্মোদ্ভবো
বদ প্রভবভূময়ো জগতি কা মুনীনামপি।
অবেহি তপসো বলং মম পুরন্দরাণাং শতং
শতং চ পরমেষ্ঠিনাং পততু বা মুনীনাং শতম্ ॥ ১১ ॥

দম্ভঃ—(বিলোক্য। সানন্দম্) অয়ে, আর্যঃ পিতামহোঽহঙ্কারঃ। আর্য, দম্ভো লোভাত্মজোঽহং ভো অভিবাদয়ে।

অহংকারঃ—বৎস, আয়ুষ্মান্ ভব। বালঃ খল্বসি ময়া দ্বাপরান্তে দৃষ্টঃ। সম্প্রতি চিরকালবিপ্রকর্ষাদ্বার্ধক্যগ্রস্ততয়া চ ন সম্যক্ প্রত্যভিজানামি। অপি ত্বৎকুমারস্যানৃতস্য কুশলম্ ?

দম্ভঃ—অথ কিম্ ? সোঽপ্যত্রৈব মহামোহস্যাজ্ঞয়া বর্ততে। ন হি তেন বিনা মুহূর্তমপ্যহং প্রভবামি।

অহংকারঃ—অথ তব মাতাপিতরৌ তৃষ্ণালোভাবপি কুশলৌ ?

দম্ভঃ—তাবপি রাজ্ঞো মহামোহস্যাজ্ঞয়াঽত্রৈব বর্ততে। তয়োর্বিনা ক্ষণমপি ন তিষ্ঠামি। আর্যমিশ্রৈঃ পুনঃ কেন প্রয়োজনেনাত্র প্রসাদঃ কৃতঃ।

অহংকারঃ—বৎস, ময়া মহামোহস্য বিবেকসকাশাদত্যাহিতং শ্রুতম্ ঃ তেন তদ্‌বৃত্তান্তং প্রত্যেতুমাগতোঽস্মি।

দম্ভঃ—স্বাগতমেবার্যস্য। যতো মহারাজস্যাপীন্দ্রলোকাদত্রাগমনং শ্রূয়তে। অস্তি চ কিংবদন্তি যদ্দেবেন বারাণসী রাজধানী বস্তুং নিরূপিতেতি।

অহংকারঃ—পুনঃ কিং বারাণস্যাং সর্বাত্মনা মোহস্যাবস্থানকারণমিতি।

দম্ভঃ—আর্য, ননু বিবেকাবরোধ এব। তথাহি—

বিদ্যাপ্রবোধোদয়জন্মভূমির্বারাণসী ব্রহ্মপুরী নিরত্যয়া।
অসৌ কুলোচ্ছেদবিধিং চিকীর্ষুর্নিবস্তুমত্রেচ্ছতি নিত্যমেবম্ ॥ ১২ ॥

অহংকারঃ—(সভয়ম্) যদ্যপ্যেবমশক্যপ্রতীকার এবায়মর্থঃ। যতঃ—

পরমমবিদুষাং পদং নরাণাং-
পুরবিজয়ী করুণাবিধেয়চেতাঃ।
কথয়তি ভগবানিহান্তকালে
ভবভয়কাতরতারকং প্রবোধম্ ॥ ১৩ ॥

দম্ভঃ—সত্যমেতত্তথাপি নৈতৎ কামক্রোধাভিভূতানাং সম্ভাব্যতে। তথাহ্যুদাহরন্তি তৈর্থিকাঃ—

'যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতম্।
বিদ্যা তপশ্চ তীর্থং চ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥ ১৪ ॥' ইতি

নেপথ্যে—ভো ভোঃ পৌরাঃ, এষ খলু সম্প্রাপ্তো দেবো মহামোহঃ। তেন,

নিষ্যন্দৈশ্চন্দনানাং স্ফটিকমণিশিলাবেদিকাঃ সংস্ক্রিয়ন্তাং
মুচ্যন্তাং যন্ত্রমার্গাঃ প্রচরতু পরিতো বারিধারা গৃহেষু।
উচ্ছ্রীয়ন্তাং সমন্তাৎ স্ফুরদুরুমণয়ঃ শ্রেণয়স্তোরণানাং
ধূয়ন্তাং সৌধমূর্ধস্বমরপতিধনুর্ধামচিত্রাঃ পতাকাঃ ॥ ১৫ ॥

দম্ভঃ—আর্য, প্রত্যাসন্নোঽয়ং মহারাজঃ। তৎ প্রত্যুদ্গমনেন সম্ভাব্যতামাষেণ।

অহংকারঃ—এবং ভবতু। (নিষ্ক্রান্তৌ)

প্রবেশকঃ

(ততঃ প্রবিশতি মহামোহঃ বিভবতশ্চ পরিবারঃ)

মহামোহঃ—(বিহস্য) অহো, নিরঙ্কুশা জড়ধিয়ঃ।

আত্মাস্তি দেহব্যতিরিক্তমূর্তির্ভোক্তা স লোকান্তরিতঃ ফলানাম্।
আশেয়মাকাশতরোঃ প্রসূনাৎ প্রথীয়সঃ স্বাদুফলপ্রসূতৌ ॥ ১৬ ॥

ইদং চ স্বকল্পনাবিনির্মিতপদার্থাবষ্টম্ভেন জগদেবং দুর্বিদগ্ধৈর্বঞ্চ্যতে।

তথাহি—

যন্নাস্ত্যেব তদস্তি বস্থিতি মৃষা জল্পদ্ভিরেবাস্তিকৈ-
র্বাচালৈর্বহুভিস্তু সত্যবচসো নিন্দ্যাঃ কৃতা নাস্তিকাঃ।
হংহো পশ্যত ভবতো যদি পুনশ্ছিন্নাদিতো বর্ষ্মণো
দৃষ্টঃ কিং পরিণামরূপিতচিতেজীবঃ পৃথক্কৈরপি ॥ ১৭ ॥

অপি চ ন কেবলং জগদাত্মৈব তাবদমীভির্বঞ্চ্যতে। তথাহি—

তুল্যত্বে বপুষাং মুখাদ্যবয়বৈর্বর্ণক্রমঃ কীদৃশো
যোষেয়ং বস্থু চাপরস্য তদমুং ভেদং ন বিদ্মো বয়ম্।
হিংসায়ামথ বা যথেষ্টগমনে স্ত্রীণাং পরস্বগ্রহে
কার্যাকার্যবিচারণা হি যদমী নিষ্পৌরুষাঃ কুর্বতে ॥ ১৮ ॥

(বিচিন্ত্য, সশ্লাঘম্) সর্বথা লোকায়তমেব শাস্ত্রং যত্র প্রত্যক্ষমেব প্রমাণং, পৃথিব্যপ্তেজোবায়বস্তত্ত্বানি, অর্থকামৌ পুরুষার্থৌ ভূতান্যেব চেতয়ন্তে। নাস্তি পরলোকঃ। মৃত্যুরেবাপবর্গঃ। তদেতদস্মদভিপ্রায়ানুবন্ধিনা বাচস্পতিনা প্রণীয় চার্বাকায় সমর্পিতম্। তেন চ শিষ্যোপশিষ্যদ্বারেণাস্মিল্লোকে বহুলীকৃতং তন্ত্রম্।

(ততঃ প্রবিশতি চার্বাকঃ শিষ্যশ্চ)

চার্বাকঃ—বৎস, জানাসি দণ্ডনীতিরেব বিদ্যা। অত্রৈব বার্তান্তর্ভবতি। ধূর্তপ্রলাপস্ত্রয়ী।

স্বর্গোৎপাদকত্বেন বিশেষাভাবাৎ। পশ্য—

স্বর্গঃ কর্তৃক্রিয়াদ্রব্যবিনাশে যদি যজ্বনাম্।
ততো দাবাগ্নিদগ্ধানাং ফলং স্যাদ্ভূরি ভূরুহাম্ ॥ ১৯ ॥

অপি চ—

নিহতস্য পশোর্যজ্ঞে স্বর্গপ্রাপ্তির্যদীষ্যতে।
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হন্যতে ॥ ২০ ॥

অপি চ—

মৃতানামপি জন্তুনাং শ্রাদ্ধং চেত্তৃপ্তিকারণম্।
নির্বাণস্য প্রদীপস্য স্নেহঃ সম্বর্ধয়েচ্ছিখাম্ ॥ ২১ ॥

শিষ্যঃ—আচালিঅ; জঈ এসো জেব্ব পলমখো পুলিসস্স জং খজ্জেএ পিজ্জএ। তা কিংতি এদিহিং তিত্থেহিং সংসালসুহং পলি-হলিঅ আপ্পা ঘোলঘোলতলেহিং পলাঅ সান্তবনসটঠকা আপ্পাসনপ্পহুদিহিং দুঃখেহিং কুদো খবিজ্জদি।
(আচার্য, যদ্যেষ এব পরমার্থঃ পুরুষস্য যৎ খাদ্যতে পীয়তে। তর্হি কিমিত্যে-তৈস্তীর্থৈঃ সংসারসৌখ্যংপরিহৃত্যাত্মা ঘোরঘোরতরৈঃ পরাকসান্তপনষষ্ঠকালাশন-প্রভৃতিভির্দুঃখৈঃ কস্মাৎ খেদ্যতে) ?

চার্বাকঃ—ধূর্তপ্রণীতাগমপ্রতারিতানামাশামোদকৈরিয়ং তৃপ্তির্মূর্খাণাম্। পশ্য পশ্য—

ক্বালিঙ্গনং ভুজনিপীড়িতবাহুমূলং
ভুগ্নোন্নতস্তনমনোহরমায়তাক্ষ্যাঃ।
ভিক্ষোপবাসনিয়মার্কমরীচিদাহৈ—
র্দেহোপশোষণবিধিঃ ক্ব চৈষঃ ॥ ২২ ॥

শিষ্যঃ—আচালিঅ, এবং খু তিত্থিতা অলবন্তি জং দুঃখমিস্সিদং সংসালসুহং পলিহল-ণীঅং ত্তি।
(আচার্য! এবং হি তীর্থকা আলপন্তি দুঃখমিশ্রিতং সংসারসুখং পরিহরণীয়ম্)।

চার্বাকঃ—(বিহস্য)আঃ, দুর্বুদ্ধিবিলসিতমিদং নরপশূনাম্।

ত্যাজ্যং সুখং বিষয়সঙ্গমজন্ম পুংসাং
দুঃখোপসৃষ্টমিতি মূর্খবিচারণৈষা।
ব্রীহীঞ্জিহাসতি সিতোত্তমতণ্ডুলাঢ্যান্
কো নাম ভোস্তুষকণোপহিতান্ হিতার্থী ॥ ২৩ ॥

মহামোহঃ—অয়ে, চিরেণ খলু প্রমাণবন্তি বচনানি কর্ণসুখমুপজনয়ন্তি। (বিলোক্য, সানন্দম্) হন্ত, প্রিয়সুহৃন্মে চার্বাকঃ।

চার্বাকঃ—(বিলোক্য) এষ মহারাজো মহামোহঃ। (উপসৃত্য) জয়তু জয়তু মহারাজঃ। এষঃ চার্বাকঃ প্রণমতি ;

মহামোহঃ—চার্বাকঃ, স্বাগতং তে। ইহোপবিশ্যতাম্।

চার্বাকঃ—(উপবিশ্য) এষ কলেঃ সাষ্টাঙ্গং প্রণামঃ।

মহামোহঃ—অয়ে কলে, ভদ্রমব্যাহতম্।

চার্বাকঃ—দেবপ্রসাদাৎ সর্বত্র ভদ্রম্। নির্বর্তিতকৃত্যশেষশ্চ দেবপাদমূলং দ্রষ্টুমিতি। যতঃ—

আজ্ঞামবাপ্য মহতীং দ্বিষতাং নিপাতা—
শ্নির্বর্ত্য তাং সপদি লব্ধসুখপ্রসাদঃ।
উচ্চৈঃ প্রমোদমনুমোদিতদর্শনঃ সন্
ধন্যো নমস্যতি পদাম্বুরুহং প্রভূণাম্ ॥ ২৪ ॥

মহামোহঃ—অথ তস্মিন্ কলৌ কিয়ৎ সংবৃত্তম্

চার্বাকঃ—দেব,

ব্যতীতবেদার্থপথঃ প্রথীয়সীং যথেষ্টচেষ্টাং গমিতো মহাজনঃ।
তদত্র হেতুর্ন কলির্ন চাপ্যহং প্রভোঃ প্রভাবো হি তনোতি পৌরুষম্ ॥ ২৫ ॥

তত্রোত্তরাঃ পথিকাঃ পাশ্চাত্যাশ্চ ত্রয়ীমেব ত্যাজিতাঃ। শমদমাদীনাং কৈব কথা। অন্যত্রাপি প্রায়শো জীবিকামাত্রফলৈব ত্রয়ী। যথাহাচার্যঃ—

অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
প্রজ্ঞাপৌরুষহীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ ॥ ২৬ ॥

তেন কুরুক্ষেত্রাদিষু তাবদ্ দেবেন স্বপ্নেঽপি বিদ্যাপ্রবোধোদয়ো নাশঙ্কনীয়ঃ।

মহামোহঃ—সাধু সম্পাদিতম্। মহৎ খলু তত্তীর্থং ব্যর্থীকৃতম্।

চার্বাকঃ—দেব, অন্যচ্চ বিজ্ঞাপ্যমস্তি।

মহামোহঃ—কিং তৎ।

চার্বাকঃ—অস্তি বিষ্ণুভক্তির্নাম মহাপ্রভাবা যোগিনী। সা তু কলিনা যদ্যপি বিরলপ্রচারা কৃতা তথাপি তদনুগৃহীতান্বয়মালোকয়িতুমপি ন প্রভবামঃ। তদত্র দেবেনাবধাতব্যমিতি।

মহামোহঃ-(সভয়মাত্মগতম্) আঃ, প্রসিদ্ধমহাপ্রভাবা সা যোগিনী স্বভাবাদ্বিদ্বেষিণী চাস্মাকং দুরুচ্ছেদ্যা সা। ভবতু। (স্বগতম্) কার্যমত্যাহিতং ভবিষ্যতি। (প্রকাশম্) তত্র ভদ্র, অলমনয়া শঙ্কয়া। কামক্রোধাদিষু প্রতিপক্ষেষু কুত্রেয়মুদেষ্যতি।

চার্বাকঃ—তথাপি লঘীয়স্যপি রিপৌ নানবহিতেন জিগীষুণা ভবিতব্যম্। যতঃ—

বিপাকদারুণো রাজ্ঞাং রিপুরল্পোঽপ্যরুন্তুদঃ।
উদ্বেজয়তি সূক্ষ্মোঽপি চরণং কণ্টকাঙ্কুরঃ ॥ ২৭ ॥

মহামোহঃ—(নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) কঃ কোঽত্র ভোঃ।

(প্রবিশ্য দৌবারিকঃ)

দৌবারিকঃ—জয়তু জয়তু। আজ্ঞাপয়তু দেবঃ।

মহামোহঃ—ভো অসৎসঙ্গ, আদিশ্যন্তাং কামক্রোধলোভমদমাৎসর্যাদয়ো যথা যোগিনী বিষ্ণুভক্তির্ভবদ্ভিরেবাবহিতৈর্বিহন্তব্যেতি।

দৌবারিকঃ—যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ।

(ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

(ততঃ প্রবিশতি পত্রহস্তঃ পুরুষঃ)

পুরুষ—হংগে উক্কলদেসাদো আগদোহ্মি। অত্থি তত্থ সাঅরতীরসংণিবেসে পুরুসোত্তমসণ্ণিদং দেবদাঅদণম্। তস্সিং মদমাণেহিং ভট্টকেহিং মহালাঅসআসং পেসিদোহ্মি। এসা বালাণসী। এদং লাঅঙ্কলম্। জাব পবিসামি। এসো ভট্টকো চব্বাকেণ সদ্ধং কিং বি মন্তঅন্তো চিট্ঠদি। তা উবসপ্পামি ণম্। জেদু

জেদু ভট্টকো। এদং পত্তং জাব ণিরূপিঅমাণং পেক্খদু ভট্টকো। [অহমুদ-কলদেশাদাগতোঽস্মি। অস্তি তত্র সাগরতীরসন্নিবেশে পুরুষোত্তমশব্দিতং দেবতায়তনম্। তস্মিন্মদমানাভ্যাং ভট্টারকাভ্যাং মহারাজসকাশং প্রেষিতোঽস্মি। (বিলোক্য) এষা বারাণসী। ইদং রাজকুলম্। যাবৎ প্রবিশামি। (প্রবিশ্য) এষ ভট্টারকশ্চার্বাকেণ সার্ধং কিমপি মন্ত্রয়ংস্তিষ্ঠতি। তদুপসর্পাম্যেনম্। (উপসৃত্য) জয়তু জয়তু ভট্টারকঃ। ইদং পত্রং তাবন্নিরূপ্যমাণং প্রেক্ষতাং ভট্টারকঃ। (ইতি পত্রমর্পয়তি)।

মহামোহঃ—(পত্রং গৃহীত্বা) কুতো ভবান্।

পুরুষঃ—হগ্গে পুলিসোত্তমাদো আগদোম্হি। [অহং পুরুষোত্তমাদাগতোঽস্মি।],

মহামোহঃ—(স্বগতম্) কার্যমত্যাহিতং ভবিষ্যতি। (প্রকাশম্) চার্বাক, গচ্ছ। কর্তব্যেষ্ববহিতেন ভবতা ভবিতব্যম্।

চার্বাক— যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ।

(ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

মহামোহঃ—(পত্রং বাচয়তি)

স্বস্তি শ্রীবারাণস্যাং মহারাজাধিরাজপরমেশ্বরমহামোহপাদান্পুরুষোত্তমায়তনান্মদমানৌ সাষ্টাঙ্গপাতং প্রণম্য বিজ্ঞপয়তঃ। যথা ভদ্রমব্যাহতম্। অন্যচ্চ দেবী শান্তির্মাত্রা শ্রদ্ধয়া সহ বিবেকস্য দৌত্যমাপন্না বিবেকসঙ্গমায় দেবীমুপনিষদমহর্নিশং প্রবোধয়তি। অপি চ কামসহচরোঽপি ধর্মো বৈরাগ্যাদিভিরুপজপ্ত ইব লক্ষ্যতে। যতঃ কামাদ্বিভিদ্য কুত্রচিন্নিগূঢ় প্রচরতি। তদেতদ্ জ্ঞাত্বা তত্র দেবঃ প্রমাণমিতি।

মহামোহঃ—(সক্রোধম্) আঃ কিমেবমতিমুগ্ধো শাস্তেরপি বিভিতঃ। কামাদিষু প্রতিপক্ষেষু কুতোঽস্যাঃ সম্ভবঃ। তথাহি—

ধাতা বিশ্ববিসৃষ্টিমাত্রনিরতো দেবোঽপি গৌরীভুজা-
শ্লেষানন্দবিঘূর্ণমাননয়নো দক্ষাধ্বরধ্বংসনঃ।
দৈত্যারিঃ কমলাকপোলমকরীলেখাঙ্কতোরঃস্থলঃ
শেতেঽধ্বাবিতরেষু জন্তুষু পুনঃ কা নাম শান্তেঃ কথা॥ ২৮॥

(পুরুষং প্রতি বদতি)

জাল্ম, গচ্ছ। কামং সত্বরমুপেত্যাদেশমস্মাকং প্রতিপাদয়। তথা দুরাশয়ো ধর্ম ইত্যস্মাভিরবগতম্। তদস্মিন্ মুহূর্তমপি ন বিশ্বসিতব্যম্। দৃঢ়ং বধ্বা ধারয়িতব্য ইতি।

পুরুষঃ—জং দেবো আণবেদি [যদ্দেব আজ্ঞাপয়তি।]

(ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

মহামোহঃ—(স্বগতং বিচিন্ত্য) শান্তেঃ কোঽভ্যুপায়ঃ। অথবা অলমুপায়ান্তরেণ। ক্রোধলোভাবেব তাবদত্র পর্যাপ্তৌ। (প্রকাশম্) কঃ কোঽত্র ভোঃ।

(প্রবিশ্য দৌবারিকঃ)

দৌবারিক—আজ্ঞাপয়তু দেবঃ।

মহামোহঃ—তাবদাহূয়তাং ক্রোধো লোভশ্চ।

পুরুষঃ—(জং আণবেদি দেবো)। যদাজ্ঞপয়তি দেবঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

(ততঃ প্রবিশতি ক্রোধো লোভশ্চ)

ক্রোধঃ—শ্রুতং ময়া যথা শান্তিশ্রদ্ধাবিষ্ণুভক্তয়ো মহারাজেন প্রতিপক্ষমাচরন্তীতি। অহো, ময়ি জীবতি কথমাসামাত্মনি নিরপেক্ষিতং চেষ্টিতম্। তথাহি—

অন্ধীকরোমি ভুবনং বধিরীকরোমি
ধীরং সচেতনমচেতনতাং নয়ামি।
যত্যং ন পশ্যতি ন যেন হিতং শৃণোতি
ধীমানধীতমপি ন প্রতিসংদধাতি ॥ ২৯ ॥

লোভঃ—অয়ে, মদুপগৃহীতা মনোরথসরিৎপরম্পরামেব তাবন্ন তরিষ্যন্তি কিং পুনঃ শান্ত্যাদীশ্চিন্তয়িষ্যন্তি। পশ্য পশ্য সখে—

সন্ত্যেতে মম দন্তিনো মদজলপ্রম্লানগণ্ডস্থলা
বাতব্যায়তপাতিনশ্চ তুরগা ভূয়োঽপি লপ্স্যেঽপরান্।
এতল্লব্ধমিদং লভেঃ পুনরিদং লব্ধাধিকং ধ্যায়তাং
চিন্তাজর্জরচেতসাং বত নৃণাং মা নাম শান্তেঃ কথা ॥ ৩০ ॥

ক্রোধঃ—সখে, বিদিতস্ত্বয়া মৎপ্রভাবঃ।

ত্বাষ্ট্রং বৃত্রমঘাতয়ৎসুরপতিশ্চন্দ্রার্ধচূড়োঽচ্ছিন-
দ্দেবো ব্রহ্মশিরো বসিষ্ঠতনয়ানাঘাতয়ৎকৌশিকঃ।

অপি চ—

বিদ্যাবন্ত্যপি কীর্তিমন্ত্যপি সদাচারাবদাতান্যপি
প্রোচ্চৈঃ পৌরুষভূষণান্যপি কুলানুন্ধর্তুমীশঃ ক্ষণাৎ ॥ ৩১ ॥

লোভঃ—তৃষ্ণে, ইতস্তাবৎ।

(প্রবিশ্য তৃষ্ণা)

তৃষ্ণা—কিং আণবেদি অজ্জউত্তো ॥ (কিমাজ্ঞাপয়ত্যার্যপুত্রঃ)

লোভঃ—প্রিয়ে, শ্রূয়তাম্—

ক্ষেত্রগ্রামবনাদ্রিপত্তনপুরদ্বীপক্ষমামণ্ডল-
প্রত্যাশায়তসূত্রবদ্ধমনসাং লব্ধাধিকং ধ্যায়তাম্।
তৃষ্ণে দেবি যদি প্রসীদসি তনোষ্যঙ্গানি তুঙ্গানি চে-
ত্তদ্ভোঃ প্রাণভৃতাং কুতঃ শমকথা ব্রহ্মাণ্ডলক্ষৈরপি ॥ ৩২ ॥

তৃষ্ণা—অজ্জউত্ত, সঅং জেব্ব দাব অহং এদস্সিং অত্থে ণিচ্চং অহিজুত্তা। সম্পদং অজ্জউত্তস্স অণ্ণাএ ব্রহ্মণ্ডকোটিঅবি ণ মে উদরং পূরইস্সদি। [আর্যপুত্র, স্বয়মেব তাবদহমস্মিন্নর্থে নিত্যমভিযুক্তা। সাম্প্রতমার্যপুত্রস্যাজ্ঞয়া ব্রহ্মাণ্ড-কোট্যোঽপি ন মে উদরং পূরয়িষ্যন্তি।

ক্রোধঃ—হিংসে, ইত আগম্যতাম্।

(প্রবিশ্য হিংসা)

হিংসা—(এসম্হি। আণবেদু অজ্জউত্তো)। এষাস্মি। আজ্ঞাপয়ত্বার্যপুত্রঃ।

ক্রোধঃ—প্রিয়ে, তাবত্ত্বয়া সহ ধর্মচারিণ্যা মাতৃপিতৃবধোঽপি মমেষৎকর এব। তথাহি—

কেয়ং মাতা পিশাচী ক ইব হি জনকো ভ্রাতরং কেঽত্র কীটা
বধ্যোঽয়ং বন্ধুবর্গঃ কুটিলবিটসুহৃচ্চেষ্টিতা জ্ঞাতয়োঽমী।
(হস্তৌ নিষ্পীড্য)

আগর্ভং যাবদেয়াং কুলমিদমখিলং নৈব নিঃশেষয়ামি
স্ফূর্জন্তঃ ক্রোধবহ্নে র্ন দধতি বিরতিং তাবদঙ্গে স্ফুলিঙ্গাঃ ॥ ৩৩ ॥

(বিলোক্য) এষ স্বামী। তদুপসর্পামঃ। (সর্বে উপসৃত্য) জয়তু জয়তু দেবঃ।

মহামোহঃ—শ্রদ্ধায়াস্তনয়া শান্তিরস্মদ্দ্বেষিণী। সা ভবদ্ভিরবহিতৈর্নিগ্রাহ্যেতি।

সর্বে—যদাদিশতি দেবঃ।

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ)

মহামোহঃ—শ্রদ্ধায়াস্তনয়া ইত্যুপক্ষেপেণোপায়াতরমপি হৃদয়মারূঢ়ম্। তথাহি। শান্তের্মাতা শ্রদ্ধা। সা চ পরতন্ত্রা। তৎকেনাপ্যুপায়েনোপনিষৎনকাশাত্তাবচ্ছ্রদ্ধাপকর্ষণং কর্তব্যম্। ততো মাতৃবিয়োগদুঃখাদতিমৃদুলতয়া শান্তিরুপরতা ভবিষ্যতি। শ্রদ্ধাং ব্যাক্রষ্টুং মিথ্যাদৃষ্টিরেব বিলাসিনী পরং প্রগল্ভেতি তদস্মিন্বিষয়ে সৈব নিযুজ্যতাম্। (পার্শ্বতো বিলোক্য) বিভ্রমাবতি, সত্বরমাহূয়তাং মিথ্যাদৃষ্টিবিলাসিনী।

বিভ্রমাবতি—(জং দেবো আণবেদি) যদ্দেব আজ্ঞাপয়তি।

(নিষ্ক্রম্য মিথ্যাদৃষ্ট্যা সহ প্রবিশতি)

মিথ্যাদৃষ্টিঃ—সহি, চিরদিট্ঠস্স মহারাঅস্স কহং মুহং পেক্খিস্সং। ণং খু মং মহারাও উবালহিস্সদি? [সখি, চিরদৃষ্টস্য মহারাজস্য কথং মুখং প্রেক্ষিষ্যে। ন খলু মাং মহারাজ উপালপ্স্যতে?

বিভ্রমবতী—সহি, তুঅ মুহদংসণেণ অপ্পাণং জেব্ব মহারাও ণ বেইস্সদি। কুদো উবালহিস্সদি?

(সখি, ত্বন্মুখদর্শনেনাত্মানমেব মহারাজো ন বেৎস্যতি। কুত উপালপস্যতে?)

মিথ্যাদৃষ্টিঃ—সহি, কিং মং অলীঅসোহগ্গাং সম্ভাবিঅ বিলম্বেসি।

(সখি, কিং মামলীকসৌভাগ্যাং সম্ভাব্য বিড়ম্বয়সি)।

বিভ্রমাবতী—সহি, সংপদং জেব্ব পেক্খিস্সে অলিঅত্তণং সোহগ্গস্স। অন্নচ্চ নিদ্দাধুম্মাউলে পিঅসহীএ লোঅণে পেক্খেমি। তা কিং খু পিঅসহীএ লোঅণস্স বিণিদ্দহাএ কালণম্।

(সখি, সাম্প্রতমেব প্রেক্ষিষ্যেঽলীকত্বং সৌভাগ্যস্য। অন্যচ্চ নিদ্রাঘূর্ণাকুলে প্রিয়সখ্যা লোচনে পশ্যামি। তর্হি কিং খলু প্রিয়সখ্যা লোচনস্য বিনিদ্রতায়াঃ কারণম্)।

মিথ্যাদৃষ্টিঃ—সহি, একবল্লহাবি জা ইত্থিআ ভবঈ তাএঘি ণিদ্দা দুল্লহা। কিং উণ অম্হাণং সঅললোঅবল্লহাণম্।

(নখি, একবল্লভাপি যা স্ত্রী ভবতি তস্যা অপি নিদ্রা দুর্লভা। কিং পুনরস্মাকং সকললোকবল্লভানাম্)।

বিভ্রমাবতী—কে কে উণ পিঅসহীএ বল্লহা।

(কে কে পুন প্রিয়সখ্যা বল্লভাঃ)।

মিথ্যাদৃষ্টিঃ—সহি, পঢ়মং মহারাও, অদো উবরি কামো, ক্কোহো, লোহো অহংকালো ত্তি। অধবা অলং বিসেসেণ। এত্থ কুলে জো জাদো বালো টঠবিরো জুবাণোবি হিঅঅণিহিদএ মএ বিণা রদিদিঅহাইং ণ অহিরমঈ।

(সখি, প্রথমং মহারজঃ, অত উপরি কামঃ, লোভ, অহংকারশ্চ। অথবালং বিশেষেণ। অস্মিন্ কুলে যো জাতো বালঃ স্থবিরো যুবাপি হৃদয়নিহিতয়া ময়া বিনা রাত্রিদিবসান্নাতিরমতে।

বিভ্রমাবতী—ণং এথ কামস্স রদী,কোহস্স হিংসা, লোহস্স তিণ্হা পরমপ্পিআ সুণীঅদি। তাসং কধং পিঅদমাণং ণিচ্চং রমন্দী ইস্সং ণ সংজাণেসি।

(নন্বস্য কামস্য রতিঃ, ক্রোধস্য হিংসা, লোভস্য তৃষ্ণা, প্রিয়তমেতি শ্রূয়তে। তাসাং কথং প্রিয়তমান্নিতং রময়ন্তীর্ষাং ন সংজনয়সি।

মিথ্যাদৃষ্টিঃ—সহি, ইস্সেত্তি কহং ভণীঅদি। তা অবি মএ বিণা মুহুত্তং বি ণ তুস্সংতি।)

(সখি, ঈর্ষেতি কথং ভণ্যতে। তা অপি ময়া বিনা মুহূর্তমপি ন তুষ্যন্তি।)

বিভ্রমাবতী—সহি, অদো জেব্ব ভণামি তুহসরিসী সুহআ ইথআ পুহিবীএ ণত্থি। জাএ সোঅগ্গমহপ্পিবিহুরিঅহিঅআ সাবত্তিত্ত পসাআং পচ্ছিন্তি। সহি, অন্নচ্চ ভণামি। এবং নিদ্দাউলণঅণবিসংঠুলক্খলন্তচলণনেলংঝকালমুলাএ গদীএ মহারাঅং সংভাবয়ং দী সংকিদহিঅঅং করিস্সদি পিঅসহীতি তর্কেমি।

(সখি, অতএব ভণামি ত্বৎসদশীসুভগাস্যাং পৃথিব্যাং নাস্তি, যস্যাঃ সৌভাগ্য-মাহাত্ম্যবিধুরিতহৃদয়াঃ সপত্ন্যঃ প্রসাদং প্রতীচ্ছন্তি। সখি, অন্যদ্ভণামি। এবং নিদ্রাকুলনয়নবিসংস্থুলস্খলচ্চরণনূপরঝঙ্কারমুখরয়া গত্যা মহারাজং সম্ভাবয়ন্তী শঙ্কিতহৃদয়ং করিষ্যতি প্রিয়সখীতি তর্কয়ামি।

মিথ্যাদৃষ্টিঃ—কিং এথ সংকিদব্বং। ণং অহ্মাণং মহারাঅণিত্তাণং জেব্ব এসো অবিণত্ত। অবিঅ সহি, দংসণমত্তপসন্নাণং পুরীসাং পুরো কীরিসং ভঅম্।

(কিমত্র শঙ্কিতব্যম্। ন চাস্মাকং মহারাজ নিযুক্তানামেবৈষোঽবিনয়ঃ। অপি চ সখি, দর্শনমাত্রপ্রসন্নানাং পুরুষাণাং পুরতঃ কীদৃশং ভয়ম্।)

মহামোহঃ—(বিলোক্য) অয়ে, সম্প্রাপ্তেব প্রিয়া।

মিথ্যাদৃষ্টিঃ—ষা এষা—

শ্রোণীভারভরালসা দরগলন্মাল্যোপবৃত্তিচ্ছলা-
লীলোৎক্ষিপ্তভুজোপদর্শিতকুচোন্মীলন্নখাঙ্কাবলিঃ।
নীলেন্দীবরদামদীর্ঘতরয়া দৃষ্ট্যা ধয়ন্তী মনো
দোষান্ দোলেনলোলকঙ্কণপরণংকারোত্তরং সর্পতি ॥ ৩৪ ॥

বিভ্রমাবতী—এসো মহারাও। উবসপ্পদু পিঅসহী। [এষ মহারাজঃ ; উপসর্পতু প্রিয়সখী।]

মিথ্যাদৃষ্টিঃ—(উপসৃত্য) জঅদু জঅদু মহারাও (জয়তু জয়তু মহারাজঃ)

মহামোহং—প্রিয়ে,

দলিতকুচনখাঙ্কপালীং রচয় মমাঙ্কমুপেত্য পীবরোরু।
অনুহর হরিণাক্ষি শঙ্করাঙ্কস্থিতহিমশৈলসুতাবিলাসলক্ষ্মীম্ ॥ ৩৫ ॥

(মিথ্যাদৃষ্টিঃ সস্মিতং তথা করোতি)

মহামোহঃ—(আলিঙ্গনসুখমভিনীয়) অহো, প্রিয়ায়াঃ পরিষ্বঙ্গাৎ পরাবৃত্তং নবযৌবনম্।
তথাহি—

যঃ প্রাগাসীদভিনববয়োবিভ্রমাবাপ্তজন্মা
চিত্তোন্মাথী বিবিধবিষয়োপপ্লবানন্দসান্দ্রঃ।
বৃত্তৈরন্তস্তিরয়তি তবাশ্লেষজন্মা স কোঽপি
প্রৌঢ়ঃ প্রেমা নব ইব পুনর্মন্মথো মে বিকারঃ ॥ ৩৬ ॥

মিথ্যাদৃষ্টিঃ—মহারাঅ, অহং বি সংপদং নবজোবণা সংবুত্তো। ণ খু ভাবাণুবন্ধো পেম্মা কালেণাবি বিঘডিঅদি॥ আণবেদু মহারাও কিং ণিমিত্তং ভট্টিণা সুমরিদম্হি।
[মহারাজ, অহমপি সাম্প্রতং নবযৌবনা সংবৃত্তা। ন খলু ভাবানুবন্ধঃ প্রেমা কালেনাপি বিঘটতে। আজ্ঞাপয়তু মহারাজঃ কিং নিমিত্তং ভট্টারকেণ স্মৃতাস্মি।

মহামোহঃ—প্রিয়ে,
স্মর্যতে সা হি বামোরু যা ভবেদৃধ্বদয়াদ্বহিঃ।
মচ্চিত্তভিত্তৌ ভবতী শালভঞ্জীব রাজতে ॥ ৩৭ ॥

মিথ্যাদৃষ্টিঃ—মহাপ্পসাদো [মহান্ প্রসাদঃ]।
মহামোহঃ—যথৈব প্রকাশিতৈরঙ্গৈঃ সর্বত্র বিচরসি তথৈব প্রবর্তিতষাম্। অন্যচ্চ দাস্যাঃ পুত্রী শ্রদ্ধা বিবেকেন সহোপনিষদং সংযোজয়িতুং কুট্টনীভাবং প্রতিপন্না।
অতঃ—

প্রতিকূলামকুলজাং পাপাং পাপানুবর্তিনীম্।
কেশেষ্বাকৃষ্য তাং রণ্ডাং পাষণ্ডেষু নিবেশয় ॥ ৩৮ ॥

মিথঃাদৃশ্টি.—এদ্দহমেত্তকে বি বিসএ অলং ভট্টিণো অহিণিবেসেণ। বঅণমত্তকেণ জেব্ব ভট্টিণো দাসী সদ্ধা সব্বং অণ্ণাং করিস্সদি। সা খু মএ মিথা ধম্মো, মিথা মোক্খো, মিথ্যা বেঅমগ্গো, মিথা সুহবিগ্ঘঅরাইং, সাত্থপলাবিদাইং মিথা সগ্গফলং তি ভণিঅন্তী বেঅমগ্গং জেব্ব পলিহলিস্সদি, কিং উণ উবণিসহমু। অবি অ। বিসআণন্দবিমুক্কে মোক্খে দোসাণং দংঅন্তীএ উবণিসদোবি বিরত্তা করিস্সদি অচিলং মএ সদ্ধা।
[এতাবন্মাত্রেঽপি বিষয়ে অলং ভর্তুরভিনিবেশেন। বচনমাত্রেণৈব ভর্তুর্দাসী শ্রদ্ধা সর্বামাজ্ঞাং করিষ্যতি। সা খলু ময়া মিথ্যা ধর্মো, মিথ্যা মোক্ষো, মিথ্যা বেদমার্গো, মিথ্যা সুখবিঘ্নকরাণি শাস্ত্রপ্রলপিতানি, মিথ্যা স্বর্গফলমিতি ভণ্যমানা বেদমার্গমেব পরিহরিষ্যতি, কিং পুনরুপনিষদম্। অপি চ। বিগয়ানন্দবিমুক্তে মোক্ষে দোষানুদর্শয়ন্ত্যোপনিষদোঽপি বিরক্তা করিষ্যতেঽচিরং ময়া শ্রদ্ধা।
মহারাজঃ—ষদ্যেবং সুষ্ঠু মে প্রিয়ং সম্পাদিতং প্রিয়য়া। (পুনরালিঙ্গ্য চুম্বতি)
মিথ্যাদৃষ্টিঃ—ভট্টিণোপ্পআসে এব্বং প্পউত্তেণ লজ্জেমি।
[ভট্টারকস্য প্রকাশে এবং প্রবৃত্তেন লজ্জে]।
মহামহোঃ—তদ্ভবতু। স্বাগারমেব প্রবিশামঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তা সর্বে)
॥ ইতি শ্রীকৃষ্ণমিশ্রবিরচিতে প্রবোধচন্দ্রোদয়ে 'মহামোহপ্রধানো'
নাম দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ ॥

(ততঃ প্রবিশতি শান্তি করুণা চ)

শান্তিঃ—(সাস্রম্) মাতঃ মাতঃ ; ক্বাসি। দেহি মে প্রিয়দর্শনম্। ততঃ—

মুক্তাতঙ্ককুরঙ্গকাননভুবঃ শৈলাঃ স্খলদ্বারয়ঃ
পুণ্যান্যায়তনানি সন্ততপোনিষ্ঠাশ্চ বৈখানসাঃ।
যস্যাঃ প্রীতিরমীষু সাত্রভবতী চণ্ডালবেশ্মোদরং
প্রাপ্তা গোঃ কপিলেব জীবতি কথং পাষণ্ডহস্তং গতাঃ॥ ১॥

অথবালং জীবিতসম্ভাবনয়া। যতঃ—

মামনালোক্য ন স্নাতি ন ভুঙ্‌ক্তে ন পিবত্যপঃ।
ন ময়া রহিতা শ্রদ্ধা মুহূর্তমপি জীবতি॥ ২॥

তদ্বিনা শ্রদ্ধয়া মুহূর্তমপি শান্তের্জীবিতং বিড়ম্বনমেব। তৎ সখি করুণে মদর্থং চিতামারচয়। যাবদচিরমেব হুতাশনপ্রবেশেন তস্যাঃ সহচরী ভবামি।

করুণা—(সাস্রম্) সহি, এব্বং বিসমজ্জলণজ্জালাউল্লকাদুঃ সহাইং অক্‌খরাইং জম্পন্তী সব্বধা ধিলুত্তজীবিদং মং করেসি। তা পসীদদু মুহুত্তং জীবিদং ধারেদু পিঅসহী। জাব ইদো তদো তদো পুণ্ণেসু অস্সমেসু মুণিঅণসমাউলেসু ভাঈরহীতীরেসু ণিউণং নিরুবেহ্মি কআবি মহামোহভীদিআ কহমবি পচ্ছন্না ণিবসদি।

[সখি, এবং বিষমজ্বলনজ্বালোল্কাদুঃসহান্যক্ষরাণি জল্পন্তী সর্বথা বিলুপ্তজীবিতাং মাং করোষি। তস্মাৎ প্রসীদতু মুহূর্তং জীবিতং ধারয়তু প্রিয়সখী। যাবদিতস্ততঃ পুণ্যেষ্বাশ্রমেষু মুনিজনসমাকুলেষু ভাগীরথীতীরেষু নিপুণং নিরূপয়ামি কদাচিন্মহামোহভীত্যা কথমপি প্রচ্ছন্না নিবসতি।

শান্তিঃ—সখি, কিমন্বিষ্যতে। অন্বেষিতৈব—

নীবারাঙ্কিতসৈকতানি সরিতাং কূলানি বৈখানসৈ-
রাক্রান্তানি সমিচ্চষালচমসব্যাপ্তা গৃহা যজ্বনাম্।
প্রত্যেকং চ নিরূপিতাঃ প্রতিপদং চত্বার এবাশ্রমাঃ
শ্রদ্ধায়াঃ ক্বচিদপ্যহো খলু ময়া বার্তাপি নাকর্ণিতা॥ ৩॥

করুণা—সহি, এব্বং ভণামী। জই সা জেব্ব সত্তিঈ সদ্ধা তদো তাএ ণ এরিসীং দুগ্গদিং সংভাবেমি। ণ খু তারিসীও পুণ্ণময়ী সদীও এতারিসীং অসংভাবণিজ্জং বিপত্তিং অণুহবন্দি।

[সখি, এবং ভণামি। যদি সৈব সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা তদা তস্যা নেদৃশীং দুর্গতিং সম্ভবয়ামি। ন খলু তাদৃশ্যঃ পুণ্যময্যঃ সত্য এতাদৃশীমসংভাবনীয়াং বিপত্তিমনুভবন্তি]।

শান্তিঃ—সখি, কিন্নু প্রতিকূলে বিধাতরি ন সম্ভাব্যতে। তথাহি—

শ্রীদেবী জনকাত্মজা দশমুখস্যাসীদ্‌গৃহে রক্ষসো
নীতা চৈব রসাতলং ভগবতী বেদত্রয়ী দানবৈঃ।
গন্ধর্বস্য মদালসাং চ তনয়াং পাতালকেতুশ্ছলা-
দ্দৈত্যেন্দ্রোঽপজহার হন্ত বিষমা বামা বিধের্বৃত্তয়ঃ॥ ৪॥

এবং বিধিবিলসিতমেতদিতি সংপ্রধারয়। তদ্ভবতু। পাষণ্ডালয়েষ্বেব তাবদনু-সরাবঃ।

করুণা—সহি, এবং ভোদু। [সখি এবং ভবতু]। (ইতি পরিক্রামতঃ)

(অগ্রতো বিলোক্য)

করুণা—(সত্রাসম্) সহি রক্খসো রক্খসো। [সখি, রাক্ষসো রাক্ষসঃ]।

শান্তিঃ—কোঽসৌ রাক্ষসঃ ?

করুণা—সহি, পেক্খ পেক্খ। জো এসো গলন্তমলপিচ্ছলবীহৎসদুপেক্খদেহচ্ছবী উল্লুংচিঅচিউরমুক্কবসণদুদ্দংসণো সিহিসিহণ্ডপিচ্ছিআহত্থো ইদো জেব্ব অহিবট্টদি।

[সখি, পশ্য পশ্য। য এষ গলন্মলপিচ্ছলবীভৎসদুঃপ্রেক্ষ্যদেহচ্ছবিঃ উল্লুঞ্চিত-চিকুরমুক্তবসনদুর্দর্শনঃ শিখিশিখণ্ডপিচ্ছিকাহস্ত ইত এবাভিবর্ততে]।

শান্তিঃ—সখি, নায়ং রাক্ষসঃ। নির্বীর্যঃ খল্বয়ম্।

করুণা—তা কো এসো ভবিস্সদি।

[তর্হি ক এষ ভবিষ্যতি]।

শান্তিঃ—সখি, পিশাচ ইতি শঙ্কে।

করুণা—সহি, পস্ফুরন্তমহামঊহমালোব্ভাসিঅভুঅণন্তরে জলদি পচণ্ডামাত্তমণ্ডলে কহং পিসাআণং অবআসো ?

[সখি, প্রস্ফুরন্মহাময়ূখমালোদ্ভাসিতভুবনান্তরে জ্বলতি প্রচণ্ডমার্তণ্ডমণ্ডলে কথং পিশাচানামবকাশঃ]

শান্তিঃ—তর্হি অনন্তরমেব নরকবিবরাদুত্তীর্ণ কোঽপি নারকী ভবিষ্যতি। (বিলোক্য বিচিন্ত্য চ) আঃ, জ্ঞাতম্। মহামোহপ্রবর্তিতোঽয়ং দিগম্বরাসিদ্ধান্তঃ। তৎ সর্বথা দূরে পরিহরণীয়মস্য দর্শনম্। (ইতি পরাঙ্মুখী ভবতি)

করুণা—সহি, মুহুত্তকং চিট্ঠ। জাব এত্থ ! সদ্ধাং অণেসামি।

[সখি, মুহূর্তকং তিষ্ঠ। যাবদত্র শ্রদ্ধামন্বেষয়ামি। (উভে তথা স্থিতে)

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দিষ্টো দিগম্বরসিদ্ধান্তঃ)

দিগম্বরঃ—ওঁ ণমো অলিহন্তাণম্। ণবদুবালঘলমজ্ঝে অপ্পা দীবেব্ব জলদি ! এসো জিণবলভাসিদো পলমত্থোজং মোক্খসুখদো। (ইতি পরিক্রামতি আকাশে) অলেলে সারকা, সুণুদ্ধং— ;

[ওঁ নমোঽর্হদ্ভ্যঃ। নবদ্বারপুরীমধ্যে আত্মা দীপ ইব জ্বলতি। এষ জিনবর-ভাষিতঃ পরমার্থোঽয়ং মোক্ষসুখদঃ। অরেরে শ্রাবকা, শৃণুধ্বম্—]

মলমঅপুগ্গলপিণ্ডে সঅলজলেহিঁ কেলিসী সুদ্ধী।
অপ্পা বিমলসহাও রুসিপলিচলণেহিঁ জাণেব্বো ॥ ৫ ॥

কিং ভণত্থ-কেলিসং লিসিপরিচলণং তি। তা সুণুধ—

দূলে চলণপণামো, কিদসক্কালং চ ভোঅণং মিট্ঠম্।
ইস্সামলং ণ কজ্জং, লিসিণং দালাণং লমন্তাণম্ ॥ ৬ ॥

[মলময়পুদ্গলপিণ্ডে সকলজলৈরপি কীদৃশী শুদ্ধিঃ।
আত্মা বিমলস্বভাবঃ ঋষিপরিচরণৈর্জ্ঞাতব্যঃ ॥

কিং ভণথ—কীদৃশমৃষিপরিচরণমিতি। তচ্ছৃণুধ্বম্।

দূরে চরণপ্রণামঃ কৃতসৎকারং চ ভোজনং মিষ্টম্।
ঈর্ষ্যামলং ন কার্যং ঋষীণাং দারান্ রমমাণানাম্॥

(নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) সদ্ধে' ইদো দাব। (উভে সভয়মালোকয়তঃ)। শ্রদ্ধে ইতস্তাবৎ;

(ততঃ প্রবিশতি তদনুরূপবেষা শ্রদ্ধা)

শ্রদ্ধা—কিং আণবেদি লাউলম্।

[কিমাজ্ঞাপয়তি রাজকুলম্]।

দিগম্বরঃ—সাবকাণাং কুলং মুহুত্তমেকং বি মা পলিহলিস্সদি ভবদী।

[শ্রাবকাণাং কুটুম্বং মুহূর্তমাত্রমপি মা পরিহরিষ্যতি ভবতী]।

শ্রদ্ধা—জং আণবেদি লউলম্।

[যদাজ্ঞাপয়তি রাজকুলম্]। (ইতি নিষ্ক্রান্তা)

করুণা—সমস্সসদু পিঅসহী। ণং খু ণামমেত্তকেণ পিয়সহীএ ভেদম্বং। জদো সুদং মএ হিংসাসঅসাদো জং অখি পাসণ্ডাণং বি তমসঃ সুদা সদ্ধেতি। তেণ এসা তামসী সদ্ধা ভবিস্সদি।

[সমাশ্বসিতু প্রিয়সহী। ন খলু নামমাত্রেণ তমসঃ সুতা শ্রদ্ধেতি। তেনৈষা তামসী শ্রদ্ধা ভবিষ্যতি]।

শান্তিঃ—(সমাশ্বস্য) সখি, এবমেবৈতৎ। তথাহি—

দুরাচারা সদাচারা দুর্দর্শা প্রিয়দর্শনাম্।
অম্বামনুসরত্যেষা দুরাশা ন কথঞ্চন॥ ৭॥

তদ্ভবতু তাবৎ। সৌগতালয়েষ্বপ্যন্বিষ্যতাম্। (শান্তিকরুণে পরিক্রামতঃ)

(ততঃ প্রবিশতি ভিক্ষুরূপঃ পুস্তকহস্তো বুদ্ধাগমঃ)

ভিক্ষুঃ—(বিচিন্ত্য) ভো ভো উপাসকাঃ।

সর্বে ক্ষণক্ষয়িণ এব নিরাত্মকাশ্চ
যন্ত্রার্পিতা বহিরিব প্রতিভান্তি ভাবাঃ।
সৈবাধুনা বিগলিতাখিলবাসনত্বা-
দ্ধীসন্ততিঃ স্ফুরতি নির্বিষয়োপরাগা॥ ৮॥

(পরিক্রম্য পুনঃ সশ্লাঘম্) অহো সাধুরয়ং সৌগতধর্মো যত্র সৌখ্যং মোক্ষশ্চ। তথাহি—

আবাসো লয়নং মনোহরমভিপ্রায়ানুরূপা বণিঙ্-
নার্যো বাঞ্ছিতকালমিষ্টমশনং শয্যা মৃদুপ্রস্তরাঃ;
শ্রদ্ধাপূর্বমুপাসিতা যুবতিভিঃ ক্লিপ্তাঙ্গদানোৎসব-
ক্রীড়ানন্দভরৈর্ব্রজন্তি বিলসজ্জ্যোৎস্নোজ্জ্বলা রাত্রয়ঃ॥ ৯॥

করুণা—সহি, কো এসো তরুণতালতলুপ্পলম্বো লম্বন্তকসাঅপিসঙ্গচিউরো মুণ্ডিদসচুড়-মুণ্ডাপিণ্ডো ইদো জেব্ব আঅচ্ছদি?

[সখি, ক এষ তরুণতালতরুপ্রলম্বো লম্বমানকষায়পিশঙ্গচিকুরো মুণ্ডিতসচুড়-মুণ্ডাপিণ্ড ইত এবাগচ্ছতি]?

শান্তিঃ—সখি, বুদ্ধাগম এষঃ।

ভিক্ষুঃ—(আকাশে) ভো ভো উপাসকাঃ ভিক্ষবশ্চ, শ্রূয়তাং ভগবতঃ সুগতস্য বাক্যামৃতম্। (পুস্তকং বাচয়তি) পশ্যাম্যহং দিব্যেন চক্ষুষা লোকানাং সুগতিং দুর্গতিঞ্চ। ক্ষণিকাঃ সর্বে সংস্কারাঃ। নাস্ত্যাত্মা স্থায়ী। তস্মাদ্ ভিক্ষুষু দারানাক্রমৎস্ব নৈষিতব্যম্। চিত্তমলং হি তদ্বর্ষীষ্যানাম। (নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) শ্রদ্ধে, ইতস্তাবৎ।

(প্রবিশ্য শ্রদ্ধা)

শ্রদ্ধা—আণবেদু লাউলম্।

[আজ্ঞাপয়তু রাজকুলম্]।

শান্তিঃ—সখি, ইয়মপি তামসী শ্রদ্ধা।

করুণা—এবং ণেদম্। [এবমেতৎ]।

ক্ষপণকঃ—(ভিক্ষুমালোক্যোচ্চৈঃশব্দম্) অলেলে ভিক্খুঅ, ইদো দাব। কিং পি পুচ্ছিস্সম্।

[অরের ভিক্ষুক, ইতস্তাবৎ। কিমপি পৃচ্ছামি]।

ভিক্ষুঃ—(সক্রোধম্) আঃ পাপ পিশাচাকৃতে, কিমেবং প্রলপসি ?

ক্ষপণকঃ—অলে, মুণ্ড কোহম্। সাচ্ছগদং পুচ্ছামি।

[অরে, মুণ্ড ক্রোধম্। শাস্ত্রগতং পৃচ্ছামি]।

ভিক্ষুঃ—অরে ক্ষপণক, শাস্ত্রকথামপি বেৎসি। ভবতু। প্রতীক্ষামস্তাবৎ (উপসৃত্য) কিং পৃচ্ছসি ?

ক্ষপণকঃ—ভণ দাব ক্খণবিণাসিণা তুএ কস্স কিদে এদং ব্বদং ধালীঅদি ?

[ভণ তাবৎক্ষণবিনাশিনা ত্বয়া কস্য কৃতে ইদং ব্রতং ধার্যতে] ?

ভিক্ষুঃ—অরে শ্রূয়তাম্। অস্মৎসন্ততিপতিতঃ কশ্চিদ্ বিজ্ঞানলক্ষণঃ সমুচ্ছিন্নবাসনো মোক্ষ্যতে।

ক্ষপণকঃ—অলে মূলুক্খ, কস্সিং বি মণ্ণন্তলে কোবি মুক্খো ভবিস্সদি। তদো দে সংপদং ণট্ঠস্স কীরিসং উবআলং কলিস্সদি ? অণ্ণং চ পুচ্ছামি। কেণ দে ঈরিসো ধম্মো উবদিট্ঠো ?

[অরে মূর্খ, কস্মিন্নপি মন্বন্তরে কোঽপি মুক্তো ভবিষ্যতি। ততস্তে সাম্প্রতং নষ্টস্য কীদৃশমুপকারং করিষ্যতি ? অন্যচ্চ পৃচ্ছামি। কেন তে ঈদৃশো ধর্ম উপদিষ্টঃ] ?

ভিক্ষুঃ—ননং সর্বজ্ঞেন ভগবতা বুদ্ধেনোক্তোঽয়মেব ধর্মঃ।

ক্ষপণকঃ—অলে, সব্বণো বুদ্ধোত্থি ত্তি কধং তুএ ণাদম্ ?

[অরে, সর্বজ্ঞো বুদ্ধ ইতি কথং ত্বয়া জ্ঞাতম্ ?]

ভিক্ষুঃ—ননু রে যদাগমৈরেব প্রসিদ্ধো বুদ্ধঃ সর্বজ্ঞ ইতি।

ক্ষপণকঃ—অলে উজ্ঝিঅবুদ্ধিঅ, জই তস্স ভাসিদেণ সব্বণ্ণত্তং পড়িবজ্জেসি তা অহং বি সব্বং জাণামি। তুমং পি পিদুপিদামহেহিং সদ্ধং সত্তপুলিসং অম্হাণং দাসো ত্তি।

[অরে উজ্ঝিতবুদ্ধিক, যদি তস্য ভাষিতেন সর্বজ্ঞত্বং প্রতিপন্নোঽসি তদহমপি সর্বং জানামি। ত্বমপি পিতৃপিতামহৈঃ সহ সপ্তপুরুষমস্মাকং দাস ইতি।]

ভিক্ষুঃ—(সক্রোধম্) আঃ পাপ, পিশাচ মলপঙ্কধর, কস্তাবাহং দাসঃ ?

ক্ষপণকঃ—অলে বিহালদাসীভুঅঙ্গ দুট্ঠপলিবজ্জিঅ, দিট্ঠংদো এসে মএ দংসিদো। তা পিঅ দে বিস্সধং ভণামি। বুদ্ধাণুসাসণং পলিহলিঅ অলিহন্তাণুসাসণং জেব্ব অনুসলিঅ দিঅবলমদং জেব্ব ধালেদু ভবম্ [অরে বিহারদাসীভুজঙ্গ দুষ্ট-পরিব্রাজক, দৃষ্টান্ত এষ ময়া দর্শিতঃ। তাৎ প্রিয়ং তে বিস্রব্ধং ভণামি। বুদ্ধানু-শাসনং পরিহৃত্যাহর্তানুশাসনমেবানুসৃত্য দিগম্বরমতমেব ধারয়তু ভবান্।]

ভিক্ষুঃ—আঃ পাপ, স্বয়ং নষ্টঃ পরানপি নাশয়িতুমিচ্ছসি।

স্বরাজ্যং প্রাজ্যমুৎসৃজ্য লোকে নিন্দ্যামনিন্দিতঃ।
অভিবাঞ্ছতি কো নাম ভবানিব পিশাচতাম্ ॥ ১০ ॥

অপিচ, আর্হতমপি ধর্মবেদনং কঃ শ্রদ্দধাতি ?

ক্ষপণকঃ—গহকখত্তচালচন্দসুল্লোপলাঅলুপলাহপলমথাণ্ণাণসন্ধাণদংসণেণ ণিলুবিদং সব্বণংতণং ভঅবদো আলহন্তস্স। [গ্রহনক্ষত্রচারচন্দ্রসূর্যোপরাগলুপ্তলাভপর-মার্থজ্ঞানসন্ধানদর্শনেন নিরূপিতং সর্বজ্ঞত্বং ভগবতোঽর্হতঃ।]

ভিক্ষুঃ—অরে, অনাদিপ্রবৃত্তজ্যোতিষাতীন্দ্রিয়জ্ঞানেন প্রতারিতেন ভগবতেদমতিকষ্টং ব্রতমাশ্রিতম্।

তথাহি—

জ্ঞাতুং বপুঃপরিমিতঃ ক্ষমতে ত্রিলোকীং
জীবঃ কথং কথয় সঙ্গতিমন্তরেণ।
শক্নোতি কুম্ভনিহিতঃ সুশিখোঽপি দীপো
ভাবান্ প্রকাশয়িতুমপ্যুদরে গৃহস্য ॥ ১১ ॥

তস্মাল্লোকদ্বয়বিরুদ্ধাদার্হতমতাদ্বরং সুগতমতমেব সাক্ষাৎসুখাবহমতিরমণীয়ং পশ্যামঃ।

শান্তিঃ—সখি, অন্যতো গচ্ছাবঃ।

করুণা—এবং ভোদু। (ইতি পরিক্রামতঃ।) [এবং ভবতু।]

শান্তিঃ—(পুরো বিলোক্য) এষ পুরস্তাৎ সোমসিদ্ধান্তঃ। ভবতু। অত্রাপি তাবদনু-সরাবঃ।

(ততঃ প্রবিশতি কাপালিকরূপধারী সোমসিদ্ধান্তঃ।)

সোমসিদ্ধান্তঃ—(পরিক্রম্য)।

নরাস্থিমালাকৃতচারুভূষণঃ
শ্মশানবাসী নৃকপালভোজনঃ।
পশ্যামি যোগাঞ্জনশুদ্ধচক্ষুষা
জগন্মিথো ভিন্নমভিন্নমীশ্বরাৎ ॥ ১২ ॥

ক্ষপণকঃ—কো এসো কাবালিঅব্বদং পুলিসো ধালেদি ? তা ণং বি পুচ্ছিস্সম্। (উপসৃত্য) অলেলে কাবালিঅ, ণলাথিমুণ্ডমালাধালিঅ, কীলিসো তুম্হ ধম্মো, কীলিসো তুম্হ মোক্খো ?

[ক এষ কপালিকং ব্রতং পুরুষো ধারয়তি ? তদেনমপি পৃচ্ছামি। অরেরে কাপালিক, নরাস্থিমুণ্ডমালাধারক, কীদৃশস্তব মোক্ষঃ ?]

কাপালিকঃ—অরে ক্ষপণক, ধর্মং তাবদস্মাকমবধারয়।

মস্তিষ্কান্ত্রবসাভিপূরিতমহামাংসাহুতীর্জুহ্বতাং
বহ্নৌ ব্রহ্মকপালকল্পিতসুরাপানেন নঃ পারণা।
সদ্যঃ কৃত্তকঠোরকণ্ঠবিগলৎ কীলালধারোজ্জ্বলৈ—
রচ্যো নঃ পুরুষোপহারবলিভির্দেবো মহাভৈরবঃ ॥ ১৩ ॥

ভিক্ষুঃ—(কর্ণৌ পিধায়) বুদ্ধ বুদ্ধ, অহো দারুণা ধর্মচর্যা।

ক্ষপণকঃ—অলিহন্ত অলিহন্ত, অহো ঘোরাপাবকালিণা কেণাবি বিপলদ্ধো বলাও।
[অর্হন্, অর্হন্, অহো ঘোরপাপকারিণা কেনাপি বিপ্রলব্ধো বরাকঃ।]

কাপালিকঃ—(সক্রোধম্) আঃ পাপ পাষণ্ডাপসদ, মুণ্ডিতমুণ্ড, চূড়ালকেশ, কেশলুঞ্চক, অরে, বিপ্রলম্ভকঃ কিল চতুর্দশভুবনোৎপত্তিস্থিতপ্রলয়প্রবর্তকো বেদান্তপ্রসিদ্ধসিদ্ধান্তবিভবো ভগবান্ ভবানীপতিঃ ?
দর্শয়ামস্তর্হি ধর্মস্যাস্য মহিমানম্।

হরিহরসুরজ্যেষ্ঠশ্রেষ্ঠান্সুরানহমাহরে
বিয়তি বহতাং নক্ষত্রাণাং রুণধ্মি গতীরপি !
সনগনগরীমম্ভঃ পূর্ণাং বিধায় মহীমিমাং
কলয় সকলং ভূয়স্তোয়ং ক্ষণেন পিবামি তৎ ॥ ১৪ ॥

ক্ষপণকঃ—অলে কাবালিঅ, অদো জেব্ব ভণাবি ইন্দজালিণা মাআং দংসীঅ বিপ্পলদ্ধোহসি ত্তি।
[অরে কাপালিক, অতএব ভণামি কেনাপীন্দ্রজালিনা মায়াং দর্শয়িতা বিপ্রলব্ধোহসীতি।]

কাপালিকঃ—আঃ পাপ, পুনরপি পরমেশ্বরমৈন্দ্রজালিকমিত্যাক্ষিপসি। তন্ন মর্ষণীয়মস্য দৌরাত্ম্যম্। (খড়্গমাকৃষ্য) তদলমস্য।

এতৎকরালকরবালনিকৃত্তকণ্ঠ-
নালোচ্চলদ্বহুলফেনিলবুদ্বুদৌঘৈঃ।
সার্ধং ডমড্ডমরুডাংকৃতিহূতভূত-
বর্গেণ ভর্গগৃহিণীং রুধিরৈর্ধিনোমি ॥ ১৫ ॥

(ইতি খড়্গমুদ্যচ্ছতি।)

ক্ষপণকঃ—(সভয়ম্) মহাভাঅ, অহিংসা পলমো ধম্মো ত্থি। (ভিক্ষোরঙ্গকং প্রবিশতি)
[মহাভাগ, অহিংসা পরমো ধর্মোহস্তি।]

ভিক্ষুঃ—(কাপালিকং বারয়ন্ ভো ভো মহাভাগ, কৌতুকপ্রযুক্তবাক্কলহেনাযুক্তমেতস্মিংস্তপস্বিনি প্রহর্তুম্।

কাপালিকঃ—(খড়্গং প্রতিসংহরতি।)

ক্ষপণকঃ—(সমাশ্বস্য) মহাভাও জদি সংহলিদঘোললোসাবেসো সংবুত্তো তদো অহং কিং বি পুচ্ছিদুমিচ্ছেমি।
[মহাভাগো যদি সংহৃতঘোররোষাবেশঃ সংবৃত্তস্ততোহহং কিমপি প্রষ্টুমিচ্ছামি।]

কাপালিকঃ—পৃচ্ছ।

ক্ষপণকং—সুদো তুম্হাণং পলমো ধম্মো। অধ কেলিসো সোক্খমোক্খো ?
[শ্রুতো যুষ্মাকং পরমো ধর্মঃ অথ কীদৃশঃ সৌখ্যমোক্ষঃ ?]

কাপালিকঃ—শৃণু—

দৃষ্টং ক্বাপি সুখং বিনা ন বিষয়ৈরানন্দবোরোজ্‌ঝিতা
জীবস্য স্থিতিরেব মুক্তিরুপলাবস্থা কথং প্রার্থ্যতে।
পার্বত্যাঃ প্রতিরূপয়া দয়িতয়া সানন্দমালিঙ্গিতো
মুক্তঃ ক্রীড়তি চন্দ্রচূড়বপুরিত্যূচে মৃড়ানীপতিঃ ॥ ১৬ ॥

ভিক্ষুঃ—মহাভাগ, অশ্রদ্ধেয়মেতদবীতরাগস্য মুক্তিরিতি।

ক্ষপণকঃ—অলে কাবালিঅ, জই ণ কুপ্পসি তদো ভণামি। সলীলী সলাগী মুক্কেতি বিলুদ্ধম্।

[অরে কাপালিক, যদি ন কুপ্যসি তর্হি ভণামি। শরীরী সরাগী মুক্ত ইতি বিরুদ্ধম্]।

কাপালিকঃ—(স্বগতম্) অয়ে অশ্রদ্ধাক্ষিপ্তমনয়োরন্তঃকরণম্। ভবত্বেবং তাবৎ। (প্রকাশম্) শ্রদ্ধে, ইতস্তাবৎ।

(ততঃ প্রবিশতি কাপালিণীরূপধারিণী শ্রদ্ধা)

করুণা—সহি, পেক্‌খ পেক্‌খ রজসসুদা সদ্ধা। এসা—
বিপ্পট্টণীলুপ্পললোললোঅণা
নরথিমালালাকিদাচালুভূসণা।
ণিঅম্বপীণত্থণভালমন্থলা
বিহাদি পুণ্ণেন্দুমুহী বিলাসিণী ॥ ১৭ ॥

[সখি, পশ্য পশ্য রজসঃ সুতা শ্রদ্ধা]। যা এষা—
বিস্পষ্টনীলোৎপললোললোচনা
নরাস্থিমালাকৃতচারুভূষণা।
নিতম্বপীনস্তনভারমন্থরা
বিভাতি পূর্ণেন্দুমুখী বিলাসিনী ॥ ১৭ ॥

শ্রদ্ধা—(পরিক্রম্য) এসহ্মি। আণবেদু সামী।

[এষাস্মি। আজ্ঞাপয়তু স্বামী]।

কাপালিকঃ—প্রিয়ে এনং দুরভিমানিনং ভিক্ষুং তাবদ্ গৃহাণ। (শ্রদ্ধা ভিক্ষুমালিঙ্গতি)।

ভিক্ষুঃ—(সানন্দং পরিষ্বজ্য রোমাঞ্চমভিনীয় জনান্তিকম্) অহো সুখস্পর্শা কাপালিনী! তথাহি—
রণ্ডাঃ পীনপয়োধরাঃ কতি ময়া চণ্ডানুরাগাদ্ভুজ-
দ্বন্দ্বাপীড়নপীবরস্তনভরৈর্নো গাঢ়মালিঙ্গিতাঃ।
বুদ্ধেভ্যঃ শতশঃ শপে যদি পুনঃ কুত্রাপি কাপালিনী
পীনোত্তুঙ্গকুচাবগূহনভবঃ প্রাপ্তঃ প্রমোদোদয়ঃ ॥ ১৮ ॥

অহো পুণ্যং কাপালিকচরিতমহো শ্লাঘ্যঃ সোমসিদ্ধান্তঃ। আশ্চর্যোঽয়ং ধর্মঃ ভো মহাভাগ, সর্বথা বুদ্ধানুশাসনমস্মাভিরুৎসৃষ্টম্। প্রবিষ্টাঃস্মঃ পারমেশ্বরং সিদ্ধান্তম্। তদাচার্যস্ত্বং শিষ্যোঽহম্। প্রবেশয় মাং পারমেশ্বরীং দীক্ষাম্।

ক্ষপণকঃ—অলে, ভিক্খুঅ, কাবালিনীপলদূসিদং তুমম্। তা দূলং অপসল।

(অরে ভিক্ষো, কাপালিনীস্পর্শদূষিতস্ত্বম্। তদ্দূরমপসর।)

ভিক্ষুঃ—আঃ পাপ, বঞ্চিতোঽসি রে কাপালিন্যা পরিরম্ভমহোৎসবেন।

কাপালিকঃ—প্রিয়ে, ক্ষপণকং গৃহাণ। (কাপালিনী ক্ষপণকমালিঙ্গতি।)

ক্ষপণকঃ—(সরোমাঞ্চম্) অহো অরিহন্ত, অহো অরিহন্ত, কাপালিনীএ পলসসুহং। সুন্দলি, দেহি দেহি পুণোবি অঙ্কপালিম্। (স্বগতম্) অরে মহন্তো ক্খু ইন্দিঅবিআলো উপত্থিদো। তা অত্থি কোবি উবাও? কিং এত্থ জুত্তম্? ভোদু পিচ্ছিআএ ঢংকিস্সম্।

(অহো অর্হন্! অহো অর্হন্! কাপালিন্যাঃ স্পর্শসুখম্। সুন্দরি, দেহি দেহি পুনরপ্যঙ্কপালীম্। ওরে, মহান্ খল্বিন্দ্রিয়বিকার উপস্থিতঃ। তদস্তি কোঽপ্যুপায়ঃ কিমত্র যুক্তম্? ভবতু পিচ্ছিকয়া ছাদয়িষ্যামি।)

অয়ি পীণঘণত্থণসোহণি পলিতত্থকুলঙ্গবিলোঅণি।

জই লমসি কাবালিনী ভাবেহিং সাবকা কিং কলিস্সংদি ॥ ১৯ ॥

অহো কাবালিঅদংসণং জেব্ব ইক্কং সোক্খ-মোক্খসাহণম্। ভো কাবালিঅ, হগ্গে তুহকে সম্পদং দাসো সংবুত্তো। মংপি মহাভৈরবানুশাসণে দিক্খয়।

অয়ি পীনঘনস্তনশোভনে পরিত্রস্তকুরঙ্গবিলোচনে।

যদি রমসে কাপালিনীভাবৈঃ শ্রাবকা কিং করিষ্যন্তীতি ॥

অহো কাপালিকদর্শনমেবৈকং সৌখ্যমোক্ষসাধনম্। ভো কাপালিক, অহং তব সাম্প্রতং দাসঃ সংবৃত্তঃ। মামপি মহাভৈরবানুশাসনে দীক্ষয়।

কাপালিকঃ—উপবিশত্যাম্।

(উভৌ তথা কুরুতঃ)

(কাপালিকো ভাজনং সমাদায় ধ্যানং নাটয়তি)

শ্রদ্ধা—ভঅবং, সুলাএ পুলিতং ভাঅণম্।

[ভগবন্ সুরয়া পূরিতং ভাজনম্।]

কাপালিকঃ—(পীত্বা শেষং ভিক্ষুক্ষপণকয়োরর্পয়তি)

ইদং পবিত্রমমৃতং পীয়তাং ভবভেষজম্।

পশুপাশসমুচ্ছেদকারণং ভৈরবোদিতম্ ॥ ২০ ॥

(উভৌ বিমৃশতঃ)

ক্ষপণক—অম্মাণং অলিহন্তাণুসাসণে সুলাপাণং ণত্থি।

[অস্মাকমার্হতানুশাসনে সুরাপানং নাস্তি।]

ভিক্ষু—কথং কাপালিকোচ্ছিষ্টাং সুরাং পাস্যামি।

কাপালিকঃ—(বিমৃশ্য জনান্তিকম্) কিং বিমৃশসি শ্রদ্ধে. পশুত্বমনয়োনাদ্যাপ্যপনীয়ত। তেনাস্মদ্বদনসংসর্গ-দোষাদপবিত্রাং সুরামেতৌ মন্যেতে। তদ্ভবতী স্ববক্ত্রাস-বপূতাং কৃত্বাঽনয়োরুপনয়তু॥ যতস্তৈর্থিকা অপি বদন্তি 'স্ত্রীমুখং তু সদা শুচি' ইতি।

শ্রদ্ধা—জং ভঅবং আণবেদি। (পানপাত্রং গৃহীত্বা পীতশেষমুপনয়তি) [যদ্ভগবানাজ্ঞাপয়তি।]

ভিক্ষুঃ—মহাপ্রসাদঃ (ইতি চষকং গৃহীত্বা পিবতি।) অহো সুরায়াঃ সৌন্দর্যম্।

নিপীতা বেশ্যাভিঃ সহ ন কতিবারানুবদনা-

মুখোচ্ছিষ্টাম্মাভির্বকচবকুলামোদমধুরা।

কপালিন্যা বক্ত্রাসবসুরভিমেতাং তু মদিরা-
মলব্ধাং জানীমঃ স্পৃহয়তি সুধায়ৈ সুরগণঃ ॥ ২১ ॥

ক্ষপণকঃ—অলে ভিক্খুঅ, মা সব্বং পিব। কাবালিনীবঅণোচ্ছিট্টং মইলং মদথংবি ধালেস্থ।

[অরে ভিক্ষো, মা সর্বং পিব। কাপালিনীবদনোচ্ছিষ্টাং মদিরাং মদর্থমপি ধারয়।]

(ভিক্ষুঃ ক্ষপণকায় চষকমুপনয়তি।)

ক্ষপণকঃ—(পীত্বা) অহো সুরাএ মহুলত্তণম্। অহো সাদো, অহো গন্ধো অহো সুলহিত্তনম্ চিলং খু অলিহন্তণুসাসণে ণিবজিদ পডিবঞ্চিদোম্হি ঈদিসেন সুলালসেণ। অলে ভিক্খুঅ, ঘোর্লান্ত মং অঙ্গইং। তা সুবিস্সম্।

[অহো সুরায়া মধুরত্বম্, অহো স্বাদঃ অহো গন্ধঃ অহো সুরভিত্বম্। চিরং খলু অর্হদনুশাসনে নিপতিতঃ প্রতিবঞ্চিতোহস্মীদৃশেন সুরারসেন। অরে ভিক্ষো, ঘূর্ণন্তি মমাঙ্গানি তর্হি স্বপ্স্যামি।]

ভিক্ষুঃ—এবং কুর্বঃ। (তথা কুরুতঃ।)

কাপালিকঃ—প্রিয়ে, অমূল্যক্রীতং দাসদ্বয়ং লব্ধম্। তন্নৃত্যাবস্তাবৎ।

(উভৌ নৃত্যতঃ।)

ক্ষপণকঃ—অলে ভিক্খুঅ; এসো কাবালীও অহবা আচালিও কাবালিনীএ সদ্ধং সোহণং ণচ্চেদি। তা এদাএ সদ্ধং আম্হেবি ণচ্চাবঃ।

[অরে ভিক্ষুকঃ, এষ কাপালিকোঽথবাচার্যঃ কাপালিন্যা সার্ধং শোভনং নৃত্যতি। তস্মাদেতাভ্যাং সার্ধমাবামপি নৃত্যাবঃ।]

ভিক্ষুঃ—আচার্য, মহাশ্চর্যমেতদ্দর্শনম্। যত্রাক্লেশমভিমতার্থসিদ্ধয়ঃ সম্পদ্যন্তে।

(মদস্খলিতং নৃত্যতঃ।)

ক্ষপণকঃ—(অয়ি 'পীণত্থণি' ইত্যাদি পূর্বমেবোক্তম।)

কাপালিকঃ—কিয়দেতদাশ্চর্যং পশ্যসি ?

অত্রানুজ্ঝিতচক্ষুরাদিবিষয়াসঙ্গেঽপি সিধ্যন্ত্যমূ-
রত্যাসন্নমহোদয়াঃ প্রণয়িনাপ্যষ্টৌ মহাসিদ্ধয়ঃ।
বশ্যাকর্ষবিমোহনপ্রশমনপ্রক্ষোভণোচ্চাটন-
প্রায়াঃ প্রাকৃতসিদ্ধয়স্তু বিদুষাং যোগান্তরায়াঃ পরম্ ॥ ২২ ॥

ক্ষপণকঃ—অলে কাপালিঅ, (বিমৃশ্য) অহবা আচালিঅ, আচালিঅলাঅ, কুলাচালিঅ।

[অরে কাপালিক, অথবা আচার্য, আচার্যরাজ, কুলাচার্য।]

ভিক্ষুঃ—(বিহস্য) অয়মনভ্যাসাতিশয়পীতয়া মদিরয়া দূরমুন্মনীকৃতস্তপস্বী। তৎ ক্রিয়তামস্য মদাপনয়নম্।

কাপালিকঃ—এবং ভবতু। (ইতি স্বমুখোচ্ছিষ্টং তাম্বূলং ক্ষপণকায় দাদাতি।)

ক্ষপণকঃ—(স্বস্থীভূয়) আচালিঅ, এব্বং পুচ্ছিস্সম্। জাদিসী তুম্হাণং সুলাএ আহলণসিদ্ধী কি তাদিসী সিদ্ধী ইত্থিআসু পুলিসেসু অবি অত্থি ?

[আচার্য, ইদং পৃচ্ছামি। যাদৃশী যুষ্মাকং সুরায়া আহরণসিদ্ধিঃ কিং তাদৃশী সিদ্ধিঃ স্ত্রীষু পুরুষেষ্বপ্যস্তি ?]

কাপালিকঃ—কিং বিশেষেণ পৃচ্ছ্যতে। পশ্য—

বিদ্যাধরীং বাথ সুরাঙ্গনাং বা
নাগাঙ্গনাং বাপ্যথ যক্ষকন্যাম্ ।
যদ্যস্মমেষ্টং ভুবনত্রয়েঽপি
বিদ্যাবলাত্তত্তদুপাহরামি ॥ ২৩ ॥

ক্ষপণকঃ—ভো, এদং মএ গণিদেন ণ্ণাদং। জং সব্বেবি অম্হে মহামোহস্স কিংকলে ত্তি।
[ভো, ইদং ময়া গণিতেন জ্ঞাতম্ । যৎসর্বেঽপি বয়ং মহামোহস্য কিঙ্করা ইতি।]
উভৌ—যথাজ্ঞাতমায়ুষ্মতা। এবমেতৎ।
ক্ষপণকঃ—তা লাঅকজ্জং কিং বি মন্তিদব্বম্।
[তর্হি রাজকার্যং কিমপি মন্ত্রিতব্যম্ ।]
কাপালিকঃ—কিং তৎ ?
ক্ষপণকঃ—সত্তস্স সুদ্ধা মহালাঅস্স অণ্ণত্র আহলিঅদু ত্তি।
[সত্ত্বস্য সুতা মহারাজস্যাজ্ঞয়াহিয়েতামিতি।]
কাপালিকঃ—কথয় ক্বাসৌ দাস্যাঃ পুত্রী ? এষ তামচিরমেব বিদ্যাবলাদুপাহরামি।
(ক্ষপণকঃ খটিকামাদায় গণয়তি)
শান্তিঃ—সখি, অংবাগতমিব হতাশানামালাপং শৃণোমি তদবধানেন তাবদাকর্ণয়াবঃ।
করুণা—সহি এব্বং করেম্হ। (উভে তথা কুরুতঃ)
[সখি, এবং কুর্মঃ]
ক্ষপণকঃ—(গাথাং গণয়িত্বা)

ণত্থি জলে ণত্থি থলে ণত্থি গিলিগবহলেসু ণত্থি পাআলে।
সা বিষ্ণুভক্তিসহিদা বসদি হিঅএ মহম্মাণম্ ॥
(নাস্তি জলে নাস্তি স্থলে নাস্তি গিরিগহ্বরেষু নাস্তি পাতালে।
সা বিষ্ণুভক্তিসহিতা বসতি হৃদয়ে মহাত্মনাম্ ॥ ২৪ ॥)

করুণা—(সানন্দম্) সহি, দিট্‌ঠিআ বড্‌ঢসি বিণ্হুভত্তিএ দেবীএ পাস্সবরিতনী সদ্ধেত্তি।
[সখি, দিষ্ট্যা বর্ধসে বিষ্ণুভক্ত্যা দেব্যাঃ পার্শ্ববর্তিনী শ্রদ্ধেতি]
(শান্তিঃ হর্ষং নাটয়তি)
ভিক্ষুঃ—অথ ধর্মস্য কামাদপক্রান্তস্য কুত্র প্রবৃত্তিঃ ?
ক্ষপণকঃ—(পুনর্গণয়িত্বা)

ণত্থি জলে ণত্থি বনে ণত্থি গিলিগবহলেসু নত্তি পাআলে।
বিষ্ণুভত্তীএ সহিদো বসদি হিঅএ মহম্মাণম্
(নাস্তি জলে নাস্তি বনে নাস্তি গিরিগহ্বরেষু নাস্তি পাতালে।
বিষ্ণুভক্ত্যা সহিতো বসতি হৃদয়ে মহাত্মনাম্ ॥ ২৫ ॥)

কাপালিকঃ—(সবিষাদম্) অহো মহৎকষ্টমাপতিতং মহারাজস্য। তথাহি—

মূলং দেবী সিদ্ধয়ে বিষ্ণুভক্তি—
স্তাং চ শ্রদ্ধানুব্রতা সত্ত্বকন্যা।
কামান্মুক্ত স্তত্র ধর্মোঽপ্যভুচ্চেৎ—
সিদ্ধং মন্যে তদ্বিবেকস্য কৃত্যম্ ॥ ২৬ ॥

তথাপি তাবদসুব্যয়েনাপি স্বামিনঃ প্রয়োজনমনুষ্ঠেয়ম্। তন্মহাভৈরবীং বিদ্যাং ধর্মশ্রদ্ধয়োরাহরণায় প্রস্থাপয়ামঃ (ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

শান্তিঃ—আবামপ্যেবং হতাশানাং ব্যবসায়ং দেব্যৈ বিষ্ণুভক্তৌ নিবেদয়াবঃ।

(ইতি নিষ্ক্রান্তে)

ইতি শ্রীকৃষ্ণমিশ্রবিরচিতে প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে 'পাষণ্ডবিড়ম্বনং' নাম তৃতীয়োঽঙ্কঃ।

× × × × × × × × × × × × × চতুর্থোঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতি মৈত্রী)

মৈত্রী—সুদং মএ মুদিতাএ সআসাবো জধা মহাভৈরবীসঙ্গসণসম্ভমাদো ভঅবদীএ বিণ্হুভত্তীএ পরিত্তাদা পিঅসহী সদ্ধেতি। তা উক্কণ্ঠিদেণ হিঅএণ পিঅসহীং সদ্ধাং কদা পেক্‌খিস্সম্। (পরিক্রামতি)

[শ্রুতং ময়া মুদিতায়াঃ সকাশাদ্যথা মহাভৈরবীসংগ্রসনসম্ভ্রমাদ্‌ভগবত্যা বিষ্ণুভক্ত্যা পরিত্রাতা প্রিয়সখী শ্রদ্ধেতি তদুৎকণ্ঠিতেন হৃদয়েন প্রিয়সখীং শ্রদ্ধাং কদা প্রেক্ষিষ্যে।

(ততঃ প্রবিশতি শ্রদ্ধা।)

শ্রদ্ধা—(সভয়োৎকম্পম্)

ঘোরাং নারকপালকুণ্ডলবতীং বিদ্যুচ্ছটাং দৃষ্টিভি-
র্মুঞ্চন্তীং বিকরালমূর্তিমনলজ্বালাপিশঙ্গৈঃ কচৈঃ।
দংষ্ট্রাচন্দ্রকলাঙ্কুরান্তরলোলজিহ্বাং মহাভৈরবীং
পশ্যন্ত্যা ইব মে মনঃ কদলিকেবাদ্যাপ্যহো বেপতে ॥ ১ ॥

মৈত্রী—(স্বগতম্) অএ, এসা মে পিঅসহী সদ্ধা ভঅসমুব্ভান্তহিঅআকলিদকম্পতরলেহিং অঙ্গেহিং কিং বি মন্তঅন্তী সংমুহাগদং বি মং ণ লক্‌খেদি। তা আলবিস্সং দাব। (প্রকাশম্) পিঅসহি সদ্ধে, কিং তি তুমং উক্কলিদহিঅআ মং বি ণ বিলোএদি।

[অয়ে, এষা মে প্রিয়সখী শ্রদ্ধা ভয়সমুদ্‌ভ্রান্তহৃদয়াকলিতকম্পতরলৈরঙ্গৈঃ কিমপি মন্ত্রয়ন্তী সম্মুখাগতামপি মাং ন লক্ষয়তি। তস্মাদালপিষ্যামি তাবৎ। প্রিয়সখি শ্রদ্ধে কিমিতি ত্বম্ উৎকলিতহৃদয়া মামপি ন বিলোকয়সি।]

শ্রদ্ধা—(বিলোক্য সোচ্ছ্বাসম্) অয়ে মে প্রিয়সখী মৈত্রী !

কালরাত্রিকরালাস্যাদস্তান্তর্গতয়া ময়া।
দৃষ্টাসি সখি সৈব ত্বং পুনরত্রৈব জন্মনি ॥ ২ ॥

তদেহি গাঢ়ং পরিষ্বজস্ব মাম্।

মৈত্রী—(তথা কৃত্বা) সহি তধা বিণ্হুভত্তিণিব্ভখিদপ্পভাবাএ মহাভৈরবীএ কহং দে অজ্জবি বেবন্দি অঙ্গাইং ?

[সখি, তদা বিষ্ণুভক্তিনির্ভৎসিতপ্রভাবায়া মহাভৈরব্যাঃ কস্মাত্তেঽদ্যাপি বেপন্তেঽঙ্গানি ?]

(শ্রদ্ধা ঘোরামিত্যাদি পঠতি।)

মৈত্রী—(সত্রাসম্) অহো, হদাসা ঘোলদংসণা। অধ তাএ আগদাএ কিং কিদম্।
[অহো হতাশা ঘোরদর্শনা। অথ তয়াগতয়া কিং কৃতম্ ?]

শ্রদ্ধা— শ্যেনাবপাতমবপত্য পদদ্বয়ে মা-
মাদায় ধর্মপরেণ করেণ ঘোরা।
বেগেন সা গগনমুৎপতিতা নখাগ্র-
কোটিস্ফুরৎপিশিতপিণ্ডযুতেব গৃধ্রী ॥ ৩ ॥

মৈত্রী—হদ্ধী। (ইতি মূর্ছতি।)
[হা ধিক্ হা ধিক্।]

শ্রদ্ধা—সখি, সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি।

মৈত্রী—(আশ্বস্য) তদো তদো।
[ততস্ততঃ।]

শ্রদ্ধা—ততঃ পরমস্ময়ীয়ার্তনাদোপজাতদয়ার্দ্রচিত্তয়া দেব্যা—
ভ্রূভঙ্গভীমপরিপাটলদৃষ্টিপাত-
মুদ্গাঢ়কোপকুটিলং চ তথা ব্যলোকি।
সা বজ্রপাতহতশৈলেব ভূমৌ
ব্যাভুগ্নজর্জরশিরোস্থি যথা পপাত ॥ ৪ ॥

মৈত্রী—দিট্‌ঠিআ মএ দিট্‌ঠা কুদ্ধসাদ্দূলমুহাদো বিব্ভট্‌টা মিঈব কখেমেণ সংজীবিদা পিঅসহী। [দিষ্ট্যা ময়া দৃষ্টা ক্রুদ্ধশার্দূলমুখাদ্বিভ্রষ্টা মৃগীব ক্ষেমেণ সংজীবিতা প্রিয়সখী।]

শ্রদ্ধা—ততো দেব্যা সমুপজাতাভিনিবেশভুক্তমেবমস্য দুরাত্মনো মহামোহহতকস্য মামপ্যবজ্ঞায় প্রবর্তমানস্য সমূলমুন্মূলনং করিষ্যামীতি। আদিষ্টা চাহং দেব্যা। যথা গচ্ছ শ্রদ্ধে, ব্রূহি, বিবেকম্। কামক্রোধাদীনাং নির্জয়ায়োদ্যোগঃ ক্রিয়তাম্। ততো বৈরাগ্যং প্রাদুর্ভবিষ্যতি। অহং চ যথাসময়ং প্রাণায়ামাদ্যনুপ্রাণনেন যুষ্মৎ সৈন্যমনুগ্রহীষ্যামি। ঋতংভরাদয়শ্চ দেব্যঃ শাস্ত্র্যাদিকৌশলে নোপনিষদ্দেব্যা সঙ্গতস্য ভগবতঃ প্রবোধোদয়মনুবিধাস্যন্তীতি। তদহমিদানীং বিবেকসন্নিধিং প্রস্থিতা। ত্বং পুনঃ কিমাচরন্তী দিবসানতিবাহয়সি ?

মৈত্রী—অম্হেবি বিণ্হুভত্তিএ অণ্ণাএ চতস্সো বহিণীও বিবেঅসিদ্ধিকালণেণ মহাপ্পণং হিতং অহিবট্‌টম্হো। (সংস্কৃতমাশ্রিত্য) তথাহি—
[বয়মপি বিষ্ণুভক্তোরাজ্ঞয়া চতস্রো ভগিন্যো বিবেকসিদ্ধিকারণেন মহাত্মনাং হৃদয়েঽভিবর্তামহে।]

ধ্যায়ন্নিমাং সুখিনি দুঃখিনি চানুকম্পাং
পুণ্যক্রিয়াসু মুদিতাং কুমতাবুপেক্ষাম্।
এবং প্রসাদমুপযাতি হি রাগলোভ-
দ্বেষাদিদোষকলুষোঽপ্যয়মন্তরাত্মা ॥ ৫ ॥

তদেবং চতস্রোঽপি ভগিন্যো বয়ং তদভ্যুদয়কারণেনৈব বাসরান্নয়ামঃ। কুত্রেদানীং প্রিয়সখী মহারাজমালোকয়তি ?

শ্রদ্ধা—দেব্যা এতদেবমুক্তম্। অস্তি রাঢ়াভিধানো জনপদঃ। তত্র ভাগীরথীপরিসরালঙ্কারভূতে চক্রতীর্থে মীমাংসানুগতয়া মত্যা কথংচিদ্ধার্যমাণপ্রাণো

ব্যাকুলেনান্তরাত্মনা বিবেক উপনিষদ্দেব্যাঃ সংগমার্থং তপস্তপস্যতীতি।
মৈত্রী—তা গচ্ছদু পিঅসহী। অহংবি স্সকং ণিওঅং অণুচিট্ঠামি।
[তদ্গচ্ছতু প্রিয়সখী। অহমপি স্বকং নিয়োগমনুতিষ্ঠামি।]
শ্রদ্ধা—এবং ভবতু।

(ইতি নিষ্ক্রান্তে)

(বিষ্কম্ভকঃ।)

(ততঃ প্রবিশতি রাজা প্রতীহারী চ।)

রাজা—আঃ পাপ মহামোহহতক সর্বথা হতস্ত্বয়ায়ং মহাজনঃ। তথাহি—

শান্তেঽনন্তমহিম্নি নির্মলচিদানন্দে তরঙ্গাবলী-
নির্মুক্তেঽমৃতসাগরাম্ভসি মনাঙ্‌মগ্নোঽপি নাচামতি।
নিঃসারে মৃগতৃষ্ণিকার্ণবজলে শ্রান্তোঽপি মূঢ়ঃ পিব-
ত্যাচামত্যবগাহতেঽভিরমতে মজ্জত্যথোন্মজ্জতি॥ ৬॥

অথবা সংসারচক্রবাহকস্য মহামোহস্যাবোধে মূলম্। তস্য চ তত্ত্বাববোধাদেব নিবৃত্তিঃ। যতঃ—

অমুষ্য সংসারতরোরবোধমূলস্য নোন্মূলবিনাশনায়।
বিশ্বেশ্বরারাধনবীজজাতাত্তত্ত্বাববোধাদপরোঽভ্যুপায়ঃ॥ ৭॥
'প্রায়ঃ সুকৃতিনামর্থে দেবা যান্তি সহায়তাম্।
অপন্থানং তু গচ্ছন্তং সোদরোঽপি বিমুঞ্চতি॥'

ইতি তত্ত্ববিদো ব্যাহরন্তি। তথা তু দেব্যা বিষ্ণুভক্ত্যা সংদিষ্টম্ 'উদ্যোগঃ কামাদিবিজয়বিষয়ে ক্রিয়তাম্' ইতি। অহমপি ভবদর্থে গৃহীতপক্ষেতি। তত্র কামাস্তাবৎপ্রথমো বীরো বস্তুবিচারেণৈব জীয়তে। তদ্ভবতু। তমেব তাবদ্ বিজয়ার্থমাদিশামি। বেদবতি, আহূয়তাং বস্তুবিচারঃ।
প্রতীহারী—জং দেবো আণবেদি।

(যদ্দেব আজ্ঞাপয়তি।)

(ইতি নিষ্ক্রম্য বস্তুবিচারেণ সহ প্রবিশতি।)

বস্তুবিচারঃ—অহো নির্বিচারসৌন্দর্যাভিমানবর্ধিষ্ণুনা কামহতকেন বঞ্চিতং জগৎ। অথবা দুরাত্মনা মহামোহেনৈব। তথাহি—

কান্তেত্যুৎপললোচনেতি বিপুলশ্রোণীভরেত্যুন্নম-
ৎপীনোত্তুঙ্গপয়োধরেতি সুমুখাম্ভোজেতি সুভ্রূরিতি।
দৃষ্ট্বা মাদ্যতি মোদতেঽভিরমতে প্রস্তৌতি বিদ্বানপি
প্রত্যক্ষাশুচিপুত্তিকাং স্ত্রিয়মহো মোহস্য দুশ্চেষ্টিতম্॥ ৮।

অপিচ যথাবস্তু বিচারয়তামমন্দমতীনামপি পিশিতপঙ্কাবনদ্ধাস্থিপঞ্জরময়ী স্বভাবদুর্গন্ধিবীভৎসবেষা নারীতি নাস্তি বিরতিঃ। তদত্র বিস্পষ্ট এবেতরগুণাধ্যাসঃ। তথাহি—

মুক্তাহারলতা রণন্মণিময়া হৈমাস্তুলাকোটয়ো
রাগঃ কুঙ্কুমসম্ভবঃ সুরভয়ঃ পৌষ্পা বিচিত্রাঃ স্রজঃ।
বাসশ্চিত্রদুকূলমল্পমতিভির্নার্যামহো কল্পিতং
ব্যহ্যান্তঃ পরিপশ্যতাং তু নিরয়ো নারীতি নাম্না কৃতঃ।

(আকাশে) আঃ পাপ কামচণ্ডাল, কিমনালম্বনমেবং ভবতা ব্যাকুলীক্রিয়তে জনঃ। তথা হ্যয়মেবাভিমন্যতে—

বালা মাময়মিচ্ছস্তীন্দুবদনা সানন্দমুদ্বীক্ষতে।
নীলেন্দীবরলোচনা পৃথুকুচোৎপীড়ং পরীরম্ভতে
অরে মূঢ়,
কা ত্বামিচ্ছতি কা চ পশ্যতি পশো মাংসাস্থিভির্নির্মিতা
নারী বেদ ন কিঞ্চিদত্র স পুনঃ পশ্যত্যমূর্তঃ পুমান্ ॥ ১০ ॥

প্রতিহারী—ইদো আগচ্ছেদু মহাভাও।

(ইত আগচ্ছতু মহাভাগঃ)

(ইত্যুভৌ পরিক্রমতঃ।)

প্রতিহারী—এসো মহারাও উববিট্ঠো চিট্ঠদি। তা উবসপ্পদু ভবম্।

(এষ মহারাজ উপবিষ্টস্তিষ্ঠতি। তদুপসর্পতু ভবান্।)

বস্তুবিচারঃ—(উপসৃত্য) জয়তু জয়তু দেবঃ। এষ বস্তুবিচারঃ প্রণমতি।

রাজা—ইহোপবিশ্যতাম্।

বস্তুবিচারঃ—(উপবিশ্য) দেব, এষ তে কিঙ্করঃ সংপ্রাপ্তঃ, আজ্ঞয়ানুগৃহ্যতাম্।

রাজা—মহামোহেন সহাস্মাকং সংপ্রবৃত্তঃ সংগ্রামঃ। তদত্র কামস্তস্য প্রথমো বীরঃ। তস্য চ প্রতিবীরতয়াস্মাভির্বান্নিরূপিতঃ।

বস্তুবিচারঃ—ধন্যোঽস্মি। যেন স্বামিনাহমেব সম্ভাবিতঃ।

রাজা—অথ কয়া শস্ত্রবিদ্যয়া ভবান্ কামং জেষ্যতি ?

বস্তুবিচারঃ—আঃ পঞ্চশরঃ কুসুমধন্বা কামো জেতব্য ইত্যত্রাপি শস্ত্রগ্রহণাপেক্ষা ? পশ্য—

দৃঢ়তরমপিধায় দ্বারমারাৎকথঞ্চিৎ-
স্মরণমপরিবৃত্তৌ দর্শনে যোষিতাং চ।
পরিণতিবিরসত্বং দেহবীভৎসতাং বা
প্রতিমুহুরনুচিন্ত্যোন্মূলয়িষ্যামি কামম্ ॥ ১১ ॥

রাজা—সাধু সাধু।

বস্তুবিচারঃ—অপি চ—

বিপুলপুলিনাঃ কল্লোলিন্যো নিতান্তপতন্ঝরী-
মসৃণিতশিলাঃ শৈলাঃ সান্দ্রদ্রুমা বনভূময়ঃ।
যদি শমগিরো বৈয়াসিক্যো বুধৈশ্চ সমাগমঃ
ক্ব পিশিতবসাময্যো নার্যস্তথা ক্ব চ মন্মথঃ ॥ ১২ ॥

নারীতি নাম প্রধানমস্ত্রং কামস্য। তেন তস্যাং জিতায়াং তৎসহায়াঃ সর্ব এব বিফলারম্ভা ভঙ্গমাসাদয়িষ্যন্তি। তথাহি—

চন্দ্রশ্চন্দনমিন্দুধামধবলা রাত্রির্দ্বিরেফাবলী-
ঝংকারোন্মুখরা বিলাসিবিপিনোপান্তা বসন্তোদয়ঃ।
মন্দ্রধ্বানঘনোদয়াশ্চ দিবসা মন্দাঃ কদম্বানিলাঃ
শৃঙ্গারপ্রমুখাশ্চ কামসুহৃদো নার্যাং জিতায়াং জিতাঃ ॥ ১৩ ॥

তদলমতিবিলম্বেন। আদিশতু স্বামী।

সোঽহং প্রকীর্ণৈঃ পরিতো বিচারৈঃ
শরৈরিবোন্মথ্য বলং পরেষাম্।

সৈন্যং কুরূণামিব সিন্ধুরাজং
গাণ্ডীবধন্বেব নিহন্মি কামম্ ॥ ১৪ ॥

রাজা—(সপ্রসাদম্) তৎ সজ্জীভবতু ভবান্ শত্রুবিজয়ায়।

বস্তুবিচারঃ—যদাদিশতি দেবঃ। (ইতি প্রণম্য নিষ্ক্রান্তঃ)

রাজা—বেত্রবতি, ক্রোধস্য বিজয়ায় ক্ষমৈবাহূয়তাম্।

প্রতিহারী—জং দেবো আণবেদি।
[যদ্দেব আজ্ঞাপয়তি]।

(ইতি নিষ্ক্রম্য ক্ষময়া সহ প্রবিশতি)

ক্ষমা— ক্রোধান্ধকারবিকটভ্রূকুটীতরঙ্গ-
ভীমস্য সান্ধ্যকিরণারুণরৌদ্রদৃষ্টেঃ।
নিষ্কম্পনির্মলগভীরপয়োধিধীরা
বীরাঃ পরস্য পরিবাদগিরঃ সহন্তে ॥ ১৫ ॥

(সশ্লাঘমাত্মানং নির্বর্ণ্য) অহো, অহম্।
ক্লমো ন বাচাং শিরসো ন শূলং
ন চিত্ততাপো ন তনোর্বিমর্দঃ।
ন চাপি হিংসাদিরনর্থযোগঃ
শ্লাঘ্যা পরং ক্রোধজয়েঽহমেকা ॥ ১৬ ॥

(ইত্যুভে পরিক্রামতঃ)

প্রতিহারী—এসো দেবো। তা উবসপ্পতু পিঅসহী।
[এষ দেবঃ। তদুপসর্পতু প্রিয়সখী]।

ক্ষমা—(উপসৃত্য) জয়তু জয়তু দেবঃ। এষা দেবস্য দাসী ক্ষমা সাষ্টাঙ্গং প্রণমতি।

রাজা—ক্ষমে অত্রোপবিশ্যতাম্।

ক্ষমা—(উপবিশ্য) আজ্ঞাপয়তু দেবঃ। কিমর্থমাহূতো দাসীজনঃ।

রাজা—অস্মিন্ সংগ্রামে দুরাত্মা ক্রোধস্ত্বয়া জেতব্যঃ।

ক্ষমা—দেবস্যাজ্ঞয়া মহামোহমপি জেতুং পর্যাপ্তাস্মি কিং পুনঃ ক্রোধং তদনুচরমাত্রম্।
তদহমচিরাদে—
তং পাপকারিণমকারণবাধিতারং
স্বাধ্যায়দেবপিতৃযজ্ঞতপঃ ক্রিয়াণাম্।
ক্রোধং স্ফুলিঙ্গমিব দৃষ্টিভরুদ্বমন্তং
কাত্যায়নীব মহিষং বিনিপাতয়ামি ॥ ১৭ ॥

রাজা—ক্ষমে, শৃণুমস্তাবৎক্রোধবিজয়োপায়ম্।

ক্ষমা—দেব, বিজ্ঞাপয়ামি।

ক্রুদ্ধে স্মেরমুখাবধীরণমথাবিষ্টে প্রসাদক্রমো
ব্যাক্রোশে কুশলোক্তিরাত্মদুরিতোচ্ছেদোৎসবস্তাড়নে।
ধিগ্জন্তোরজিতাত্মনোঽস্য মহতী দৈবাদুপেতা বিপ-
দ্দুর্বারেতি দয়ারসার্দ্রমনসঃ ক্রোধস্য কুত্রোদয়ঃ ॥ ১৮ ॥

রাজা—সাধু সাধু।

ক্ষমা—দেব, ক্রোধস্য বিজয়াদেব হিংসাপারুষ্যমানমাৎসর্যাদয়োঽপি বিজিতা এব ভবিষ্যন্তি।

রাজা—তৎপ্রতিষ্ঠতাং ভবতী বিজয়ায়।

ক্ষমা—যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তা)

রাজা—(প্রতীহারীং প্রতি) বেত্রবতি, আহূয়তাং লোভস্য জেতা সংতোষঃ।

প্রতীহারী—জং দেবো আণবেদি।

[যদ্দেব আজ্ঞাপয়তি]।

(ইতি নিষ্ক্রম্য সন্তোষেণ সহ প্রবিশতি)

সন্তোষঃ—(বিচিন্ত্য সানুক্রোশম্)।

ফলং স্বেচ্ছালভ্যং প্রতিবনমখেদং ক্ষিতিরুহাং
পয়ঃ স্থানে স্থানে শিশিরমধুরং পুণ্যসরিতাম্।
মৃদুস্পর্শা শয্যা সুললিতলতাপল্লবময়ী
সহন্তে সন্তাপং তদিহ ধনিনাং দ্বারি কৃপণাঃ ॥ ১৯ ॥

(আকাশে) অরে মূর্খ, লুব্ধ, দুরুচ্ছেদঃ খল্বয়ং ভবতো ব্যামোহঃ। তথাহি—

সমারম্ভা ভগ্নাঃ কতি কতি ন বারাংস্তব পশো
পিপাসোস্তুচ্ছেঽস্মিন্ দ্রবিণমৃগতৃষ্ণার্ণবজলে।
তথাপি প্রত্যাশা বিরমতি ন তে মূঢ় শতধা
বিদীর্ণং যচ্চেতো নিয়তমশনিগ্রাবঘটিতম্ ॥ ২০ ।

ইদং চ তে লোভান্ধস্য চেষ্টিতং চেতসি চমৎকারমাতনোতি। যতঃ—

লভ্যং লব্ধমিদং চ লভ্যমধিকং তন্মূললভ্যং ততো
লব্ধং চাপরমিত্যনারতমহো লব্ধং ধনং ধ্যায়সি।
নৈতদ্ বেৎসি পুনর্ভবন্তমচিরাদাশাপিশাচী বলা-
ৎসর্বগ্রাসমিয়ং গ্রসিষ্যতি মহালোভান্ধকারাবৃতম্ ॥ ২১ ॥

অপি চ—

ধনং তাবল্লব্ধং কথমপি তথাপ্যস্য নিয়তো
ব্যয়ো বা নাশো বা তব সতি বিয়োগোঽস্ত্যুভয়থা।
অনুৎপাদঃ শ্রেয়ান্ কিমু কথয় পথ্যোঽথ বিলয়ো
বিনাশো লব্ধস্য ব্যথয়তিতরাং ন ত্বনুদয়ঃ ॥ ২২ ॥

কিং চ—

মৃত্যুর্নৃত্যতি মূর্ধ্নি শশ্বদুরগী ঘোরা জরারূপিণী
ত্বামেষা গ্রসতে পরিগ্রহময়ৈর্গৃধ্রৈর্জগদ্দ্যতে।
ধূত্বা বোধজলৈরবোধবহুলং তল্লোভজন্যং রজঃ
সন্তোষামৃতসাগরাম্ভসি মনাঙ্মগ্নঃ সুখং জীবতি ॥ ২৩ ॥

প্রতীহারী—এসো সামী। তা উবসপ্পতু মহাভাও।

[এষ স্বামী। তদুপসর্পতু মহাভাগঃ]। (তথা কৃত্বা)

সন্তোষঃ—জয়তু জয়তু স্বামী। এষ সন্তোষঃ প্রণমতি।

রাজা—ইহোপবিশ্যতাম্।

(ইতি স্বসন্নিধাবুপবেশয়তি)

সন্তোষঃ—(সবিনয়মুপবিশ্য) এষ প্রৈষ্যজনঃ। আজ্ঞাপ্যতাং দেবেন।

রাজা—বিদিতপ্রভাব এব ভবান্। তদলমত্র বিলম্বেন। লোভং জেতুং বারাণসীং প্রতিষ্ঠীয়তাম্।

সন্তোষঃ—যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। সোঽহম—

নানামুখং বিজয়িনং জগতাং ত্রয়াণাং
দেবদ্বিজাতিবধবন্ধনলুব্ধবৃত্তিম্।
রক্ষোধিনাথমিব দাশরথিঃ প্রসহ্য
নির্জিত্য লোভমবশং তরসাপিনষ্মি ॥ ২৪ ॥ (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

(ততঃ প্রবিশতি বিনীতবেষঃ পুরুষঃ)

পুরুষঃ—দেব, সম্ভৃতানি বিজয়প্রয়াণমঙ্গলানি। প্রত্যাসন্নশ্চ মৌহূর্তিকাবেদিতঃ প্রস্থানসময়ঃ।

রাজা—যদ্যেবং সেনাপ্রস্থানায়াদিশ্যন্তাং সেনাপতয়ঃ।

পুরুষঃ—যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

(নেপথ্যে)

ভোঃ ভোঃ সৈনিকাঃ

সজ্জ্যন্তাং কুম্ভভিত্তিচ্যুতমদমদিরামত্তভৃঙ্গাঃ করীন্দ্রা
যুজ্যন্তাং স্যন্দনেষু প্রসভজিতমরুচ্চণ্ডবেগাস্তুরঙ্গাঃ।
কুন্তৈর্নীলোৎপলানাং বনমিব ককুভামন্তরালে সৃজন্তঃ
পাদাতাঃ সঞ্চরন্তু প্রসভমসিলসৎপাণয়োঽপ্যশ্ববারাঃ ॥ ২৫ ॥

রাজা—ভবতু। কৃতমঙ্গলাঃ প্রতিষ্ঠামহে। (পারিপার্শ্বকং প্রতি) সারথিরাদিশ্যতাং সাংগ্রামিকং রথং সজ্জীকৃত্বানয়েতি।

পারিপার্শ্বকঃ—যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

(ততঃ প্রবিশতি যথোক্তং রথমাদায় সারথিঃ)

সারথিঃ—জীব, সজ্জীকৃতোঽয়ং রথঃ। তদারোহত্বায়ুষ্মান্।

রাজা—(কৃতমঙ্গলবিধিরারোহণং নাটয়তি)।

সারথিঃ—(রথবেগং নিরূপয়িত্বা) আয়ুষ্মন্, পশ্য পশ্য।

উদ্ধূতপাংসুপটলানুমিতপ্রবন্ধ-
ধাবৎখুরাগ্রচয়চুম্বিতভূমিভাগাঃ।
নির্মথ্যমানজলধিধ্বনিঘোরহেষা-
মেতে রথং গগনসীম্নি বহন্তি বাহাঃ ॥ ২৬ ॥

ইয়ঞ্চ নাতিদূরে দর্শনপথমবতীর্ণা ত্রিভুবনপাবনী বারাণসী নাম নগরী।

অমী ধারযন্ত্রস্খলিতজলঝঙ্কারমুখরা
বিভাব্যন্তে ভূয়ঃ শশিকররুচঃ সৌধশিখরাঃ।
বিচিত্রা যত্রোচ্চৈঃ শরদমলমেঘান্তবিলস-
ত্তডিল্লেখালক্ষ্মীং বিতরতি পতাকাবলিরিয়ম্ ॥ ২৭ ॥

এতাশ্চ প্রতিমুকুলং লগ্নমধুপাবলীরণিতমুখরা জৃম্ভভরবিগলন্মকরন্দবিন্দু-দুর্দিনাঃ কুসুমসুরভয়ো নাতিদূরে শ্যামায়মানঘনচ্ছদচ্ছায়াতরবো নগরপর্যন্তো-

দ্যানভূময়ঃ। যত্রৈতে মরুতোঽপি গৃহীতপাশুপতব্রতা ধূলিমুদ্ধূলয়ন্তস্তাপসা ইব লক্ষ্যন্তে। তথাহি—

তোয়াদ্রাঃ স্বরসরিতঃ সিতাঃ পরাগৈ-
রর্কস্তশ্চ্যুতকুসুমৈরিবেন্দুমৌলিম্।
প্রোদ্‌গীতাং মধুপরুতৈঃ স্তুতিং পঠন্তো
নৃত্যন্তি প্রচললতাভুজৈঃ সমীরাঃ ॥ ২৮ ॥

রাজা—(সানন্দমালোক্য)।

সৈষান্তর্দধতী তমোবিঘটনাদানন্দমাত্মপ্রভং
চেতঃ কর্ষতি চন্দ্রচূড়বসতির্বিদ্যেব মুক্তেঃ পদম্।
ভূমেঃ কণ্ঠবিলম্বিনীব কুটিলা মুক্তাবলির্জাহ্নবী
যত্রৈবং হসতীব ফেনপটলৈর্বক্রাং কলামৈন্দবীম্ ॥ ২৯ ॥

সূতঃ—(পরিক্রম্য) আয়ুষ্মন্, পশ্য পশ্য। তদিদং সুরসরিৎপরিসরালঙ্কারভূতং ভগবতঃ পাবনমনাদেরাদিকেশবস্য বিষ্ণোরায়তনম্।

রাজা—(সহর্ষম্) অরে,

এষ দেবঃ পুরাবিদ্ভিঃ ক্ষেত্রস্যাত্মেতি গীয়তে।
অত্র দেহং সমুৎসৃজ্য পুণ্যভাজো বিশন্তি যম্ ॥ ৩০ ॥

সূতং—আয়ুষ্মন্, পশ্য পশ্য। এতে তাবৎকামক্রোধলোভাদয়োঽস্মদ্দর্শনমাত্রাদিতো দেশাদ্দূরমতিক্রামন্তি।

রাজা—এবমেতৎ। তদ্ভবতু। স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে ভগবন্তং নমস্যামঃ। (রথাদবতীর্য প্রবিশ্যাবলোক্য চ) জয় জয় ভগবন্, অমরচয়চক্রচূড়ামণিশ্রেণিনীরাজিতোপান্ত-পাদদ্বয়াম্ভোজ রাজন্নখদ্যোতখদ্যোতকিমীরিতস্বর্ণপীঠস্ফুরদ্দ্বৈতবিভ্রান্তিসন্তান-সন্তপ্তবন্দারুসংসারনিদ্রাপহারৈকদক্ষ ক্ষমামণ্ডলোদ্ধারসংভারসংঘট্টদংষ্ট্রকোটিস্ফুর-চ্ছেলচক্র ক্রমাক্রান্তলোকত্রয় প্রবলভুজবলোদ্ধৃতগোবর্ধনচ্ছত্রনিবারিতাখণ্ডলোদ্যো-জিতাকণ্ডচণ্ডাম্বুবাহাতিবর্ষত্রসদ্‌গোকুলত্রাণবিস্মাপিতাশেষবিশ্ব প্রভো বিবুধ-রিপুবধূবর্গসীমন্তসিন্দূরসন্ধ্যাময়ূখচ্ছটোন্মার্জনোদ্দামধামাধিপ ত্রস্তদৈত্যেন্দ্র-বক্ষস্তটীপাঠনাকুণ্ঠভাস্বন্নখশ্রেণিপাণিদ্বয়প্রস্তবিসারিরক্তার্ণবামগ্নলোকত্রয় ত্রিভুবন-রিপুকৈটভোদ্দণ্ডকণ্ঠাস্থিকূটস্ফুটোন্মার্জিতোদ্দামচক্রস্ফুরজ্জ্যোতিরুল্লাসিতোদ্-দামমদোর্দণ্ডখণ্ডেন্দুচূড়াপ্রিয় প্রৌঢ়দোর্দণ্ডবিভ্রান্তমন্থাচলক্ষুব্ধদুগ্ধাম্বুধি-প্রোত্থিতশ্রীভুজবল্লীসংশ্লেষসংক্রান্তপীনস্তনাভোগপত্রাবলীলাঞ্ছিতোরঃস্থল স্থূলমুক্তা-ফলোদারহারপ্রভামণ্ডলস্ফুরৎকণ্ঠবৈকুণ্ঠ ভক্তস্য লোকস্য সংসারমোচ্ছিদং দেহি বোধোদয়ং দেব তুভ্যং নমঃ।

(নির্গমনং নাটয়িত্বা বিলোক্য চ) সাধুরয়মেবাস্মাকং নিবাসোচিতো দেশঃ। তদত্রৈব স্কন্ধাবারং নিবেশয়ামঃ।

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

॥ ইতি শ্রীকৃষ্ণমিশ্রবিরচিত-প্রবোধচন্দ্রোদয়ে 'বিবেকোদ্যোগো' নাম চতুর্থোঽঙ্কঃ ॥

(ততঃ প্রবিশতি শ্রদ্ধা)

শ্রদ্ধা—(বিচিন্ত্য) প্রসিদ্ধঃ খল্বয়ং পন্থাঃ। যতঃ—

নির্দহতি কুলবিশেষং জ্ঞাতীনাং বৈরসম্ভবঃ ক্রোধঃ।
বনমিব ঘনপবনাহততরুবরসংঘট্টসম্ভবো দহনঃ ॥ ১ ॥

(সাস্রম্) অহো দুর্বারো দারুণঃ সোদরব্যসনজন্মা শোকানলঃ, যো বিবেকজলধরশতৈরপি ন মন্দীক্রিয়তে !

তথাহি—

ধ্রুবং ধ্বংসো ভাবী জলনিধিমহীশৈলসরিতা-
মতো মৃত্যোঃ শীর্যত্তৃণলঘুষু কা জন্তুষু কথা।
তথাপ্যুচ্চৈর্বন্ধুব্যসনজনিতঃ কোঽপি বিষমো
বিবেকপ্রোন্মাথী দহতি হৃদয়ং শোকদহনঃ ॥ ২ ॥

যেন তথা কুলপ্রকৃতিষ্বপি ভ্রাতৃষু কামক্রোধাদিষু কথাশেষতাং গতেষু।

নিকৃন্ততীব মর্মাণি দেহং শোষয়তীব মে
দহতীবান্তরাত্মানং ক্রূরঃ শোকাগ্নিরুত্থিতঃ ॥ ৩ ॥

(বিচিন্ত্য) আদিষ্টাস্মি দেব্যা বিষ্ণুভক্ত্যা। বৎসে শ্রদ্ধে, অহমত্র হিংসাপ্রায়সমরদর্শনপরাঙ্মুখী। তেন বারাণসীমুৎসৃজ্য শালিগ্রামাভিধানে ভগবতঃ ক্ষেত্রে কঞ্চিৎকালমতিপালয়ামি। ত্বং তু যথাবৃত্তমাগত্য মে নিবেদয়িষ্যসীতি। তদহং দেব্যাঃ সকাশং গত্বা সর্বমেতৎসমরবৃত্তান্তমাবেদয়ামি। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) এতচ্চক্রতীর্থম্, যত্রাসৌ সংসারসাগরোত্তারতরণিকর্ণধারো ভগবান্ হরিঃ স্বয়ং প্রতিবসতি। (প্রণম্য) ইয়ং চ মহামুনিভিরুপাস্যমানা ভগবতী বিষ্ণুভক্তিঃ শান্ত্যা সহ কিমপি মন্ত্রয়তে। যাবদুপসর্পামি। (ইতি পরিক্রামতি)

(ততঃ প্রবিশতি বিষ্ণুভক্তিঃ শান্তিশ্চ)

শান্তিঃ—দেবি, প্রবলচিন্তাকুলহৃদয়ামিব ভবতীমালোকয়ামি।

বিষ্ণুভক্তিঃ—বৎসে, এতস্মিন্ বীরবরক্ষয়ে মহতি সাম্পরায়ে জাতে ন জানে বলবতা মহামোহেনাভিযুক্তস্য বৎসবিবেকস্য কীদৃশো বৃত্তান্ত ইতি দুঃখস্থিতমিব মে হৃদয়ম্।

শান্তিঃ—কিমত্র বিচিন্ত্যতে। ননু ভগবতী চেৎ কৃতানুগ্রহা তন্নিয়তমেব রাজ্ঞো বিবেকস্য বিজয় ইতি জানামি।

বিষ্ণুভক্তিঃ—বৎসে,

যদপ্যভ্যুদয়ঃ প্রায়ঃ প্রমাণাদবধার্যতে।
কামং তথাপি সুহৃদামনিষ্টাশঙ্কি মানসম্ ॥ ৪ ॥

বিশেষতশ্চ শ্রদ্ধায়াশ্চিরমনাগমনং মনসি সন্দেহমারোপয়তি।

শ্রদ্ধা—(উপসৃত্য) ভগবতি, প্রণমামি।

বিষ্ণুভক্তিঃ—শ্রদ্ধে স্বাগতম্।

শ্রদ্ধা—দেব্যাঃ প্রসাদেন।

শান্তিঃ—অম্ব, প্রণমামি।

শ্রদ্ধা—পুত্রি, মাং পরিষ্বজস্ব।

শান্তিঃ—(তথা করোতি) ।

শ্রদ্ধা—বৎসে, দেব্যা বিষ্ণুভক্তেঃ প্রসাদাম্মুনিজনচেতঃ পদং প্রাপ্নুহি ।

বিষ্ণুভক্তিঃ—অথ তত্র কিং বৃত্তম ?

শ্রদ্ধা—যদ্দেব্যাঃ প্রতিকূলমাচরতামুচিতম্ ।

বিষ্ণুভক্তিঃ—তদ্বিস্তরেণাবেদয় ।

শ্রদ্ধা—আকর্ণয়তু ভবতী । দেব্যামাদিকেশবায়তনাদপক্রান্তায়ামেব কিঞ্চিদুৎসৃষ্টপাটলিম্নি ভগবতি ভাস্বতি, বিজয়ঘোষণাহূয়মানানেকবরবীরবহুলতরসিংহনাদবধিরিতদিগন্তে সন্ততরথতুরঙ্গখুরখণ্ডিতভূমণ্ডলোচ্ছলদ্বিপুলরজঃপটলাস্থগিতাকিরণমালিনি প্রবলতরকর্ণতালাস্ফালনোচ্ছলৎসনদকরিকুম্ভসিন্দূরসন্ধ্যায়মানদশদিশি প্রলয়জলধরধ্বানভীষণে তেষামস্মাকং সন্নদ্ধে সৈন্যসাগরে মহারাজমহামোহস্য মহারাজেন নৈয়ায়িকদর্শনং দৌত্যেন প্রহিতম্ । গত্বা চ তেনোক্তো মহামোহঃ ।

> বিষ্ণোরায়তনাযাপাস্য সরিতাং কূলান্যরণ্যস্থলীঃ
> পুণ্যাঃ পুণ্যকৃতাং মনাংসি চ ভবান্ ম্লেচ্ছান্ ব্রজেৎ সানুজঃ ।
> নো চেৎসন্তু কৃপাণদারিতভবৎপ্রত্যঙ্গধারাক্ষর-
> দ্রক্তস্ফীতবিদীর্ণবক্ত্রবিসরৎফেৎকারিণঃ ফেরবাঃ ॥ ৫ ॥

বিষ্ণুভক্তিঃ—ততস্ততঃ ?

শ্রদ্ধা—ততো দেবি, বিকটললাটতটতাণ্ডবিতভ্রূকুটিনা ক্রুদ্ধেন মহামোহেনাভিহিতম্ । অনুভবত্বস্য দুর্নয়পরিপাকস্য বিবেকহতকঃ ফলমিত্যভিধায় স্বয়ং পাষণ্ডাগমাঃ পাষণ্ডতর্কশাস্ত্রৈঃ সমং সমরায় প্রথমং সমুদ্যোজিতাঃ ; অত্রান্তরেঽস্মাকমপি সৈন্যশিরসি—

> বেদোপবেদাঙ্গপুরাণধর্মশাস্ত্রেতিহাসাদিভিরুচ্ছ্রিতশ্রীঃ ।
> সরস্বতী পদ্মধরা শশাঙ্কসঙ্কাশকান্তিঃ সহসাবিরাসীৎ ॥ ৬ ॥

বিষ্ণুভক্তিঃ—ততস্ততঃ ?

শ্রদ্ধা—ততো দেবি, বৈষ্ণবশৈবসৌরাদয়ো দেব্যাঃ সকাশমাগতাঃ ।

বিষ্ণুভক্তিঃ—ততস্ততঃ ?

শ্রদ্ধা—তদনন্তরং চ—

> সাংখ্যান্যায়কণাদভাষিতমহাভাষ্যাদিশাস্ত্রৈর্বৃতা
> স্ফূর্জন্ন্যায়সহস্রবাহুনিকরৈরুদ্দ্যোতয়ন্তী দিশঃ ।
> মীমাংসা সমরোৎসুকাবিরভবদ্ধর্মেন্দুকান্তাননা
> বাগ্দেব্যাঃ পুরতস্ত্রয়ী ত্রিনয়না কাত্যায়নী বা পরা ॥ ৭ ॥

শান্তিঃ—অয়ে, কথং পুনঃ স্বভাবপ্রতিদ্বন্দ্বিনামাগমানাং তর্কাণাং চ সমবায়ঃ সম্পন্নঃ ?

শ্রদ্ধা—পুত্রি,

> সমানান্বয়জাতানাং পরস্পরবিরোধিনাম্ ।
> পরৈঃ প্রত্যভিভূতানাং প্রসূতে সঙ্গতিঃ শ্রিয়ম্ ॥ ৮ ॥

যেন বেদপ্রসূতানাং তেষামবান্তরবিরোধেঽপি বেদসংরক্ষণায় নাস্তিকপক্ষপ্রতিক্ষেপণায় শাস্ত্রাণাং সাহিত্যমেব । আগমানাং চ তত্ত্বং বিচারয়তামবিরোধ এব । তথাহি—

> জ্যোতিঃ শান্তমনন্তমদ্বয়মজং তত্তদ্গুণোন্মীলনা-
> দ্ব্রহ্মেত্যচ্যুত ইত্যুমাপতিরিতি প্রস্তূয়তেঽনেকধা ।
> তৈস্তৈরেব সদাগমৈঃ শ্রুতিমুখৈর্নানাপথপ্রাপ্তিতে-
> র্গম্যোঽসৌ জগদীশ্বরো জলনিধির্বারাং প্রবাহৈরিব ॥ ৯ ॥

বিষ্ণুভক্তিঃ—ততস্ততঃ।

শ্রদ্ধা—ততো দেবি, পরস্পরং করিতুরগপদাতীনাং তেষামস্মাকং চ যোধানাং সংগ্রামস্তুমুলসম্প্রহারঃ প্রাবর্তত। তথাহি—

বহুলরুধিরতোয়াস্তত্র সস্রুঃ স্রবন্ত্যো
নিবিড়পিশিতপঙ্কাঃ কঙ্করঙ্কাবকীর্ণাঃ।
শরদলিতবিদীর্ণোত্তুঙ্গমাতঙ্গশৈল-
স্খলিতরয়বিশীর্ণচ্ছত্রহংসাবতংসাঃ ॥ ১০ ॥

তস্মিন্নেবাতিমহতি মহাদারুণে সংগ্রামে পরাপরপক্ষবিরোধিতয়া পাষণ্ডাগমৈরগ্রেসরীকৃতং লোকায়তং তন্ত্রমন্যোন্যসৈন্যবিমর্দনৈনষ্টম্। অন্যে তু পাষণ্ডাগমা মূলোন্মূলিতয়া সদাগমার্ণবপ্রবাহেণ পর্যস্তাঃ। সৌগতাস্তাবৎসিন্ধুগান্ধারপারসিকমাগধান্ধ্রহূণবঙ্গকলিঙ্গাদীন্ ম্লেচ্ছপ্রায়ান্ প্রবিষ্টাঃ। পাষণ্ডদিগম্বরকাপালিকাদয়স্তু পামরবহুলেষু পাঞ্চালমালবাভীরাবর্তভূমিষু সাগরোপান্তনিগূঢ়ং সঞ্চরন্তি। ন্যায়াদ্যনুগতমীমাংসয়াবগাঢ়প্রহারজর্জরীকৃতা নাস্তিকতর্কাস্তেষামেবাগমানামনুপথং প্রয়াতাঃ ?

বিষ্ণুভক্তিঃ—ততস্ততঃ ?

শ্রদ্ধা—ততো বস্তুবিচারেণ কামো হতঃ, ক্ষময়া ক্রোধপারুষ্যহিংসাদয়ো নিপাতিতাঃ, সন্তোষেণ লোভতৃষ্ণাদৈন্যানৃতপৈশুন্যবাক্স্তেয়াসৎপ্রতিগ্রহাদয়ো নিগৃহীতাঃ, অনসূয়য়া মাৎসর্যং জিতম্, পরোৎকর্ষসম্ভাবনয়া মদো নিষূদিতঃ, পরগুণাধিক্যেন মানঃ খণ্ডিতঃ।

বিষ্ণুভক্তিঃ—(সহর্ষম্) সাধু সাধু সম্পন্নম্। অথ মহামোহস্য কো বৃত্তান্তঃ ?

শ্রদ্ধা—দেবি, মহামোহোঽপি যোগোপসর্গৈঃ সহ ন জ্ঞায়তে ক্বাপি নিলীনস্তিষ্ঠতীতি।

বিষ্ণুভক্তিঃ—অস্তি তর্হি মহাননর্থশেষঃ। প্রহরণীয়শ্চাসৌ। যতঃ—

অনাদরপরো বিদ্বানীহমানঃ স্থিরাং শ্রিয়ম্।
অগ্নেঃ শেষমৃণাচ্ছেষং শত্রোঃ শেষং ন শেষয়েৎ ॥ ১১ ॥

অথ মনসঃ কো বৃত্তান্তঃ ?

শ্রদ্ধা—দেবি, তেনাপি পুত্রপৌত্রাদিব্যসনজনিতশোকাবেশেন জীবোৎসর্গায় ব্যবসিতম্।

বিষ্ণুভক্তিঃ—(স্মিতং কৃত্বা)। যদ্যেবং স্যাৎ সর্ব এব বয়ং কৃতকৃত্যা ভবামঃ। পুরুষশ্চ পরাং নিবৃতিমাপদ্যেত। কিন্তু কুতস্তস্য দুরাত্মনো জীবত্যাগঃ ?

শ্রদ্ধা—এবং দেব্যাং প্রবোধোদয়ায় গৃহীতসঙ্কল্পায়ামচিরং শরীরেণ সহ নৈব ভবিষ্যতি।

বিষ্ণুভক্তিঃ—তদ্ভবতু। অস্য বৈরাগ্যোৎপত্তয়ে বৈয়াসিকীং সরস্বতীং প্রেষয়ামঃ।

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

প্রবেশকঃ

(ততঃ প্রবিশতি মনঃ সঙ্কল্পশ্চ)।

মনঃ—(সাস্রম্)। হা, পুত্রকাঃ, ক্ব গতাঃ স্থ। দত্ত মে প্রিয়দর্শনম্। ভো ভোঃ কুমারকাঃ রাগদ্বেষমদমাৎসর্যাদয়ঃ, পরিষ্বজধ্বংমাম্। সীদন্তি মামাঙ্গানি। হা ন কশ্চিন্ মাং বন্ধমনাথং সম্ভাবয়তি। ক্ব গতা অসূয়াদয়ঃ কন্যকাঃ ? আশাতৃষ্ণাহিংসাদয়ো বা স্নুষাঃ ? কথং তা অপি মন্দভাগ্যস্য মে সমকালমেব দৈবহতকেনাপহৃতাঃ ?

বিসর্পতি বিষাগ্নিবদ্দহতি সর্বমর্মাবিধ-
স্তনোতি ভৃশবেদনাঃ কষতি সর্বকার্শ্যং বপুঃ।
বিলুম্পতি বিবেকিতাং হৃদি চ মোহমুন্মূলয়-
ত্যহো গ্রসতি জীবিতং প্রসভমেব শোকজ্বরঃ ॥ ১২ ॥

(ইতি মূর্ছিতং পততি)।

সংকল্পঃ—(সাস্রম্) রাজন্, সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি।

মনঃ—(সমাশ্বস্য) কথং দেবী প্রবৃত্তিরিতি ন
মামেবমবস্থং সমাশ্বাসয়তি।

সংকল্পঃ—(সাস্রম্) দেব, কুতোঽদ্যাপি প্রবৃত্তিঃ।
যতঃ শ্রুতকুটুম্বব্যসনসঞ্জাতশোকানলদগ্ধহৃদয়া হৃদয়াস্ফোটং বিনষ্টা।

মনঃ—হা প্রিয়ে ক্বাসি দেহি মে প্রতিবচনং। ননু দেবি,
স্বপ্নেঽপি দেবি রমসে ন বিনা ময়াত্বং স্বাপে ত্বয়া বিরহিতো মৃতবদ্ভবামি।
দূরীকৃতাসি বিধিদুর্ললিতৈস্তথাপি জীবত্যবেহি মন ইত্যসবো দুরন্তাঃ ॥ ১৩ ॥

(পুনর্মূর্ছতি)

সঙ্কল্পঃ—(সাস্রম্)। রাজন্, সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি।

মনঃ—(সমাশ্বস্য)। অলমস্মাকমতঃ পরং জীবিতেন। সংকল্প, চিতামারচয়।
যাবদনলপ্রবেশেন শোকানলং নির্বাপয়ামি।

(তত প্রবিশতি বৈয়াসিকী সরস্বতী।)

সরস্বতী—প্রেষিতাস্মি ভগবত্যা বিষ্ণুভক্ত্যা। যথা 'সখি সরস্বতি গচ্ছাপত্যব্যসনখিন্নস্য মনসঃ প্রবোধনায়। যথা চ তস্য বৈরাগ্যোৎপত্তির্ভবতি তথা যতস্বেতি'। তদ্ ভবতু। তৎসন্নিধিমেবোপসর্পামি। (উপসৃত্য) বৎস কিমেবমতিবিক্লবোঽসি? ননু বিদিতপূর্বৈব ভবতা ভাবানামনিত্যতা, অধীতানি চ ত্বয়ৈতিহাসিকান্যুপাখ্যানানি। তথাহি—

ভুক্ত্বা কল্পশতায়ুষোঽম্বুজভবঃ সেন্দ্রাশ্চ দেবাসুরা
মন্বাদ্যা মুনয়ো মহী জলধয়ো নষ্টাঃ পরং কোটয়ঃ।
মোহঃ কোঽয়মহো মহানুদয়তে লোকস্য শোকাবহঃ
সিন্ধোঃ ফেনসমে গতে বপুষি যৎপঞ্চাত্মকে পঞ্চতাম্ ॥ ১৪ ॥

তদ্ভাবয় ভাবানামনিত্যতাম্। নিত্যমনিত্যবস্তুদর্শনো ন পশ্যতি শোকাবেগম্।
যতঃ—

একমেব সদা ব্রহ্ম সত্যমন্যদ্বিকল্পিতম্।
কো মোহস্তত্র কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥ ১৫ ॥

মনঃ—ভগবতি, শোকাবেগদূষিতে মনসি বিবেক এবমনবকাশং লভতে।

সরস্বতী—বৎস, স্নেহদোষ এষঃ! প্রসিদ্ধ এবায়মর্থঃ স্নেহঃ সর্বানর্থপ্রভব ইতি।
তথাহি—

উপ্যন্তে বিষবল্লিবীজবিষমাঃ ক্লেশাঃ প্রিয়াখ্যা নরৈ-
স্তেভ্যঃ স্নেহময়া ভবন্তি ন চিরাদ্বজ্রাগ্নিগর্ভাঙ্কুরাঃ।
যেভ্যোঽমী শতশঃ কুকূলহুতভুগ্দাহং দহন্তঃ শনৈ-
র্দেহং দীপ্তশিখাসহস্রশিখরা রোহন্তি শোকদ্রুমাঃ ॥ ১৬ ॥

মনঃ—দেবি, যদ্যপ্যেবং তথাপি ন শক্নোমি শোকানলদগ্ধঃ প্রাণান্ধারয়িতুম্। সম্পন্নং যদন্তকালে ত্বং তাবদ্ দৃষ্টাসি।

সরস্বতী—ইদং চ পরমকৃতাং যদাত্মহত্যাব্যবসায় ইতি। অপি চ। অমীষামপকারিণা-
মর্থে কোঽয়মত্যাবেশো ভবতঃ। পশ্য তাবৎ—

ক্বচিদুপক্লিতঃ কর্তামীভিঃ কৃতা ক্রিয়তেঽথবা
তব ন চ ভবন্ত্যেতে পুংসাং সুখায় পরিগ্রহাঃ।
দধতি বিরহে মর্মচ্ছেদং তদর্থমপার্থকং
তদপি বিপুলায়াসাঃ সীদন্ত্যহো বত জন্তবঃ ॥ ১৭ ॥

অপি চ,

তীর্ণাঃ পূর্ণাঃ কতি ন সরিতো লঙ্ঘিতাঃ কে ন শৈলা
নাক্রান্তা বা কতি বনভুবঃ ক্রূরসঞ্চারঘোরাঃ!
পাপৈরেতৈঃ কিমিব দুরিতং কারিতো নাসি কষ্টং
যদ্দৃষ্টান্তে ধনমদমষীম্লানবক্ত্রা দুরীশাঃ ॥ ১৮ ॥

মনঃ—দেবি, ভবমেতৎ ॥ তথাপি—

লালিতানাং স্বজাতানাং হৃদি সঞ্চরতাং চিরম্।
প্রাণানামিব বিচ্ছেদো মর্মচ্ছেদাদরুন্তুদঃ ॥ ১৯ ॥

সরস্বতী—বৎস, মমতাবাসনানিবন্ধনোঽয়ং ব্যামোহঃ। উক্তঞ্চ—

মার্জারভক্ষিতে দুঃখং যাদৃশং গৃহকুক্কুটে।
ন তাদৃঙ্মমতাশূন্যে কলবিঙ্কেঽথ মূষকে ॥ ২০ ॥

তৎসর্বানর্থবীজস্য মমত্বস্যোচ্ছেদে যত্নঃ কর্তব্যঃ। পশ্য—

প্রাদুর্ভবন্তি বপুষঃ কতি বা ন কীটা
যান্যাত্মতঃ খলু তনোরপসারয়ন্তি।
মোহঃ স এষ জগতো যদপত্যসংজ্ঞাং
তেষাং বিধায় পরিশোষয়তি স্বদেহম্ ॥ ২১ ॥

মনঃ—দেবি, ভবত্বেবম্। তথাপি দুরুচ্ছেদ্যস্তু মমত্বগ্রন্থিঃ। (বিচিন্ত্য সোচ্ছ্বাসম্
সর্বথা ত্রাতোঽস্মি ভবত্যা। (ইতি পাদয়োঃ পততি।)

সরস্বতী—বৎস, উপদেশসহিষ্ণু তে হৃদয়ং জাতম্। অত এতদপরমুচ্যতে—

বশং প্রাপ্তে মৃত্যোঃ পিতরি তনয়ে বা সুহৃদি বা
শুচা সন্তপ্যন্তে ভৃশমুদরতাড়ং জড়ধিয়ঃ।
অসারে সংসারে বিরসপরিণামে তু বিদুষাং
বিয়োগো বৈরাগ্যং দ্রঢ়য়তি বিতন্বঞ্শমসুখম্ ॥ ২২ ॥

(ততঃ প্রবিশতি বৈরাগ্যম্)।

বৈরাগ্যম্— বিচিন্ত্য)।

অস্রাক্ষীন্নবনীলনীরদজলোপান্তাতিসূক্ষ্মায়ত-
ত্বঙ্মাত্রান্তরিতামিষং যদি বপুর্নৈতৎ প্রজানাং পতিঃ।
প্রত্যগ্রক্ষরদস্রবিস্রপিশিতগ্রাসগ্রহং গৃধ্নতো
গৃধ্রধ্বাঙ্ক্ষবৃকা স্তনৌ নিপতিতাঃ কো বা কথং বারয়েৎ ॥ ২৩ ॥

অপি চ,

শ্রিয়ো জ্বালালোলা বিষয়জড়সাঃ প্রান্তবিরসা
বিপদ্গেহং দেহং মহদপি ধনং ভূরি নিধনম্।
বৃহচ্ছোকো লোকঃ সততমবলানর্থবহুলা
তথাপ্যস্মিন্ ঘোরে পথি বত রতা নাত্মনি রতাঃ ॥ ২৪ ॥

সরস্বতী—বৎস, এতদ্বৈরাগ্যং ত্বামুপস্থিতম্। তদেৎ সম্ভাবয়।
মনঃ—ক্বাসি পুত্রক ?
বৈরাগ্যম্—(উপসৃত্য) অহং ভো অভিবাদয়ে।
মনঃ—বৎস, জাতমাত্রেণ ত্বয়া ত্যক্তোঽস্মি। পরিষ্বজস্ব মাম্।
বৈরাগ্যম্—(তথা করোতি)।
মনঃ—বৎস, ত্বদ্দর্শনাৎ প্রশান্তো মে শোকাবেশঃ।
বৈরাগ্যম্—তাত, কোঽত্র শোকাবেশঃ ? যতঃ—

পান্থানামিব বর্ত্মনি ক্ষিতিরুহাং নদ্যামিব ভ্রশ্যতাং
মেঘানামিব পুষ্করে জলনিধৌ সাংযাত্রিকাণামিব।
সংযোগঃ পিতৃমাতৃবন্ধুতনয়ভ্রাতৃপ্রিয়াণাং যদা
সিন্ধোঽদূরবিয়োগ এব বিদুষাং শোকোদয়ঃ কস্তদা ॥ ২৫ ॥

মনঃ—(সানন্দম্)। দেবি, এবমেতদ্ যদাহ বৎসঃ। তথাহি তাবদবধারয়তু ভবতী।

নিরন্তরাভ্যাসদৃঢ়ীকৃতস্য
সস্নেহসূত্রগ্রথিতস্য জন্তোঃ।
জানাসি কিঞ্চিদ্ভগবত্যুপায়ং
মমত্বপাশস্য যতো বিমোক্ষঃ ॥ ২৬ ॥

সরস্বতী—বৎস, ভাবানামনিত্যতাভাবনমেব তাবন্মমতোচ্ছেদস্য প্রথমোঽভ্যুপায়ঃ। তথাহি—

ন কতি পিতরো দারাঃ পুত্রাঃ পিতৃব্যপিতামহা
মহতি বিততে সংসারেঽস্মিন্ গতাস্তব কোটয়ঃ।
তদিহ সুহৃদাং বিদ্যুৎপাতোজ্জ্বলান্ ক্ষণসঙ্গমান্
সপদি হৃদয়ে ভূয়ো ভূয়ো নিবেশ্য সুখী ভব ॥ ২৭ ॥

মনঃ—ভগবতি, তব প্রসাদাদপাস্ত এব ব্যামোহঃ। কিন্তু—

ভগবতি তব মুখশশধরগলিতৈর্বিমলোপদেশপীযূষৈঃ।
ক্ষালিতমপি মে হৃদয়ং মলিনং শোকোর্মিভিঃ ক্রিয়তে ॥ ২৮ ॥

তদস্যার্দ্রস্য শোকপ্রহারস্য ভেষজমাজ্ঞাপয়তু ভগবতী।
সরস্বতী—বৎস, ননূপদিষ্টমেবাত্র মুনিভিঃ।

অকাণ্ডপাতজাতানামার্দ্রাণাং মর্মভেদিনাম্।
গাঢ়শোকপ্রহারাণামচিন্তৈব মহৌষধম্ ॥ ২৯ ॥

মনঃ—এবমেব ভগবত্যেতদ্দুর্বারং নু চেতঃ। যতঃ

অপ্যেতদ্বারিতং চিন্তাসন্তানৈরভিভূয়তে।
মুহুর্বাতাহতৈর্বিম্বভ্রমচ্ছেদৈরিবৈন্দবম্ ॥ ৩০ ॥

সরস্বতী—বৎস, শ্রূয়তাম্। চিত্তস্যায়ং বিকারঃ। ' ততঃ কস্মিংশ্চিচ্ছান্তে বিষয়ে চিত্তং নিবেশ্যতাম্।
মনঃ—তৎ প্রসীদতু ভগবতী। কোঽসৌ শান্তো বিষয়ঃ ?
সরস্বতী—বৎসে, গুহ্যমেতৎ তথাপ্যার্তানামুপদেশে ন দোষঃ।

নিত্যং স্মরঞ্জলদনীলমুদারহার-
কেয়ূরকুণ্ডলকিরীটধরং হরিং বা।

গ্রীষ্মে সুশীতমিব বা হ্রদমস্তশোকং
ব্রহ্ম প্রবিশ্য ভ ? নিবৃ`তিমাত্মনীনাম্ ॥ ৩১ ॥

মনঃ—এবমেতৎ। সম্প্রতি হি—

নার্যস্তা নবযৌবনা মধুকরব্যাহারিণস্তে দ্রুমাঃ
প্রোন্মীলন্নবমল্লিকাসুরভয়ো মন্দাস্ত এবানিলাঃ
অদ্যোদার্ত্তবিবেকমার্জিততমঃ স্তোমব্যলীকান্ পুন—
স্তানেতান্ মৃগতৃষ্ণিকার্ণবপয়ঃপ্রায়াম্মনঃ পশ্যতি ॥ ৩২ ॥

সরস্বতী—বৎস, যদ্যপ্যেবং তথাপি গৃহিণা মুহূর্তমপ্যনাশ্রমধর্মিণা ন ভবিতব্যম্। তদদ্যপ্রভৃতি নিবৃত্তিরেব তে সধর্মচারিণী।

মনঃ—(সলজ্জম্)। যদাদিশতি দেবী।

সরস্বতী—শমদমসন্তোষাদয়শ্চ পুত্রাস্ত্বামনুচরন্তু। যমনিয়মাদয়শ্চামাত্যাঃ। বিবেকোঽপি ত্বদনুগ্রহাদুপনিষদ্দেব্যা সহ যৌবরাজ্যমনুভবতু। এতাশ্চ মৈত্র্যাদয়শ্চতস্রো ভগিন্যো ভগবত্যা বিষ্ণুভক্ত্যা তব প্রসাদনায় প্রহিতাস্তাঃ সপ্রসাদমনুমানয়।

মনঃ—যদাদিশতি দেবী। মূর্ধ্নি নিবেশিতাঃ সর্বা এবাজ্ঞাঃ।

(ইতি সহর্ষং পাদয়োঃ পততি)।

সরস্বতী—সাম্রাজ্যমনুতিষ্ঠস্ব। এতে চ যমনিয়মাদয়ঃ সাদরমায়ুষ্মতা দ্রষ্টব্যাঃ। এতৈরেব সহায়ুষ্মান্ যৌবরাজ্যমধিতিষ্ঠতু। ত্বয়ি চ স্বাস্থ্যমাপন্নে ক্ষেত্রজ্ঞোঽপি স্বাং প্রকৃতিমাপৎস্যতে। যতঃ—

ত্বৎসঙ্গাচ্ছাশ্বতোঽপি প্রণয়জলধরোপপ্লুতো বুদ্ধিবৃত্তি-
স্বেকো নানেব দেবো রবিরিব জলধেবীচিষু ব্যক্তমূর্তিঃ।
তূষ্ণীমালম্বসে চেৎ কথমপি বিততা বৎস সংহৃত্য বৃত্তী-
র্ভাত্যাদর্শে প্রসন্নে রবিরিব সহজানন্দসান্দ্রস্তদাত্মা ॥ ৩৩ ॥

তদ্ ভবতু। জ্ঞাতীনামুদকদানায় নদীমবতরামঃ।

মনঃ যদাজ্ঞাপতি দেবী।

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি প্রবোধচন্দ্রোদয়ে 'বৈরাগ্যোৎপত্তি' নাম পঞ্চমোঽঙ্কঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × × ষষ্ঠোঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতি শান্তিঃ)

শান্তিঃ—আদিষ্টাস্মি মহারাজবিবেকেন। তথা বৎসে, বিদিতমেব ভবত্যা কিল।

অস্তং গতেষু তনয়েষু বিলীনমোহে
বৈরাগ্যভাজি মনসি প্রশমং প্রপন্নে।
ক্লেশেষু পঞ্চসু গতেষু সমং সমীহাং
তত্ত্বাববোধমভিতঃ পুরুষস্তনোতি। ১ ॥

তদ্ ভবতী ত্বরিততরং দেবীমুপনিষদমনুনীয় মৎসকাশমানয়ত্বিতি।

শান্তিঃ—(বিলোক্য) মমাম্বা সহর্ষং কিমপি মন্ত্রয়ন্তী ইত এবাগচ্ছতি।

(ততঃ প্রবিশতি শ্রদ্ধা)

শ্রদ্ধা—অয়ে, অদ্য খলু রাজকুলমারোগ্যযুক্তমালোক্য চিরেণ মে পীযূষেণেব লোচনে পূর্ণে।

অসতাং নিগ্রহো যত্র সন্তঃ পূজ্যা যমাদয়ঃ।
আরাধ্যতে জগৎস্বামী বশ্যৈর্দেবানুজীবিভিঃ ॥ ২ ॥

শান্তিঃ—(উপসৃত্য) অম্ব, কিং মন্ত্রয়ন্তী প্রস্থিতা ?

শ্রদ্ধা—(অয়ে, অদ্যেত্যাদি পঠতি)।

শান্তিঃ—অথ মনসি কীদৃশী স্বামিনঃ পুরুষস্য প্রবৃত্তিঃ।

শ্রদ্ধা—যাদৃশী বধ্যস্য গ্রাহ্যস্য ভবতি।

শান্তিঃ—তৎ কিং স্বাম্যেব সাম্রাজ্যমলংকরিষ্যতি ?

শ্রদ্ধা—এবমেতৎ যথাত্মানমনুসন্ধত্তে ততো দেব এব স্বারাট্ সম্রাট্ চ ভবতি।

শান্তিঃ—অথ দেবস্য মায়ায়াং কীদৃশোঽনুগ্রহঃ ?

শ্রদ্ধা—ননু নিগ্রহ ইতি বক্তব্যে কথমনুগ্রহঃ শক্যতে বক্তুম্ ? দেবোঽপি হি সর্বানর্থ-বীজমিয়ং মায়া সর্বথা নিগ্রাহ্যেতি মন্যতে।

শান্তিঃ—যদ্যেবং কা তর্হীদানীং রাজকুলস্য স্থিতিঃ ?

শ্রদ্ধা—শৃণু,

নিত্যানিত্যবিচারণাপ্রণয়িনী বৈরাগ্যমেকং সুহৃ-
ৎসচিত্রাণি যমাদয়ঃ শমদমপ্রায়াঃ সহায়া মতাঃ।
মৈত্র্যাদ্যাঃ পরিচারিকাঃ সহচরী নিত্যং মুমুক্ষা বলা-
দুচ্ছেদ্যা রিপবশ্চ মোহমমতাসঙ্কল্পসঙ্গাদয়ঃ ॥ ৩ ॥

শান্তিঃ—অথ ধর্মে স্বামিনঃ কীদৃশঃ প্রণয়ঃ ?

শ্রদ্ধা—পুত্রি, বৈরাগ্যসন্নিকর্ষাৎ প্রভৃতি নিতান্তমিহামুত্রফলভোগবিরস এব স্বামী। তেন,

স নরকাদিব পাপফলাদ্ভয়ং ভজতি পুণ্যফলাদপি নাশিনঃ।
ইতি সমুজ্ঝিতকামসমন্বয়ং সুকৃতকর্ম কথঞ্চন মন্যতে ॥ ৪ ॥

কিংত্বসৌ প্রত্যক্প্রবণতাং স্বামিনো বিচিন্ত্য কৃতকর্তব্যমিবাত্মানং মত্বা স্বয়মেব ধর্মঃ শূন্যব্যাপারোঽভূৎ।

শান্তিঃ—অথ যানুপসর্গান্ গৃহীত্বা মহামোহো নিলীয় স্থিতস্তেষাং কো বৃত্তান্তঃ ?

শ্রদ্ধা—পুত্রি, তথা দূরবস্থাগতেনাপি মহামোহহতকেন স্বামিনঃ প্ররোচনায় মধুমত্যা বিদ্যয়া সহোপসর্গাঃ প্রেষিতাঃ। অয়মভিপ্রায়ঃ। যদ্যেতত্বাসক্তঃ স্বামী বিবেক উপনিষচ্চিন্তামপি ন করিষ্যতীতি।

শান্তিঃ—ততস্ততঃ ?

শ্রদ্ধা—ততস্তৈর্গত্বা কাপি স্বামিন্যৈন্দ্রজালিকী বিদ্যোপদর্শিতা। তথা হি,

শব্দানেষ শৃণোতি যোজনশতাদাবির্ভবন্তি স্বত-
স্তাস্তা বেদপুরাণভারতকথাস্তর্কাদয়ো বাঙ্ময়াঃ।
গ্রথ্নাতি স্বয়মিচ্ছয়া শুচিপদৈঃ শাস্ত্রাণি কাব্যানি বা
লোকান্ ভ্রাম্যতি পশ্যতি স্ফুটরুচো রত্নস্থলীর্মৈরবীঃ ॥ ৫ ॥

মধুমতীং চ ভূমিমাপন্নঃ স্থানাভিমানিনীভির্দেবতাভিরুপচ্ছন্দ্যতে ভো ইহোপ-বিশ্যতাম্। নাত্র জন্মমৃত্যু। অনুপাধিরমণীয়ো দেশঃ। এষ স্বামুপস্থিতো

বিবিধবিলাসলাবণ্যপুণ্যময়ো মঙ্গলার্থব্যগ্রপাণিঃ প্রণয়পেশলো বিদ্যাধরীজনঃ।
তদেহি, যতোঽত্র—

কনককসিকতিলস্থলাঃ স্রবন্তীঃ পৃথুজঘনাঃ কমলাননা বরোরূঃ।
মরকতদলকোমলা বনালীর্ভজ নিজপুণ্যচিতাংশ্চ সর্বভোগান্ ॥ ৬ ॥

শান্তিঃ—ততস্ততঃ ?

শ্রদ্ধা—পুত্রি, তদাকর্ণ্য মায়য়া শ্লাঘ্যমেতদিত্যুক্তম্। মনসা চানুমোদিতম্। সঙ্কল্পেন প্রোৎসাহিতম্। স্বামী সম্প্রতি সম্মিত্রপথমিবাপন্নঃ।

শান্তিঃ—(সখেদম্) হা ধিক্, হা ধিক্ পুনরপি তামেব সংসারবাগুরামপি পতিতঃ স্বামী।

শ্রদ্ধা—ন খলু ন খলু।

শান্তিঃ—ততস্ততঃ ?

শ্রদ্ধা—ততঃ পরিপার্শ্ববর্তিনা তর্কেণ তান্ সর্বান্ ক্রোধাবেশকষায়িতনয়নমালোক্যাভিহিতঃ। স্বামিন্, কিমেবমেভির্বিষয়ামিষগ্রাসগৃধ্নুভিরাস্থানিকৈঃ পুনরপি তেষ্বেব তথৈব বিষমবিষয়াঙ্গারেষু নিপাত্যমানমাত্মানং নাববুধ্যসে। ননু ভোঃ,

ভবসাগরতারণায় যাসৌ নচিরাদ্যোগতরিস্ত্বয়াশ্রিতা।
অধুনা পরিমুচ্য তাং মদাৎ কথমঙ্গারনদীং বিগাহসে ॥ ৭ ॥

শান্তিঃ—ততস্ততঃ ?

শ্রদ্ধা—ততস্তদ্বচনমাকর্ণ্য স্বস্তি বিষয়েভ্য ইত্যভিধায়াবধীরিতা মধুমতী।

শান্তিঃ—সাধু সাধু। অথ ক্ব প্রস্থিতাসি ভবতী।

শ্রদ্ধা—আদিষ্টাহং স্বামিনা যথা বিবেকং দ্রষ্টুমিচ্ছামি।

শান্তিঃ—তত্ত্বরতাং ভগবতীতি।

শ্রদ্ধা—তদহং রাজসন্নিধিং প্রস্থিতা।

শান্তিঃ—অহমপি মহারাজেনোপনিষদমানেতুমাদিষ্টা। তদ্ভবতু স্বনিয়োগং সম্পাদয়াবঃ।
(ইতি নিষ্ক্রান্তে)

প্রবেশকঃ

(ততঃ প্রবিশতি পুরুষঃ)

পুরুষঃ—(বিচিন্ত্য। সহর্ষম্) অহো মাহাত্ম্যং দেব্যা বিষ্ণুভক্তেঃ। যৎপ্রসাদান্ময়া,

তীর্ণা ক্লেশমহোর্ময়ঃ পরিহৃতা ভীমা মমত্বভ্রমাঃ
শান্তা মিত্রকলত্রবন্ধুমকরগ্রহগ্রস্থয়ঃ।
ক্রোধৌর্বাগ্নিরপাকৃতো বিঘটিতাস্তৃষ্ণালতাবিস্তরাঃ
পারেতীরমবাপ্তকল্পমধুনা সংসারবারাং নিধেঃ ॥ ৮।

(ততঃ প্রবিশত্যুপনিষচ্ছান্তিশ্চ)

উপনিষৎ—সখি, কথং তথা নিরনুক্রোশস্য স্বামিনো মুখমালোকয়িষ্যামি। যেনাহমিতরজনযোষেব সুচিরমেকাকিনী পরিত্যক্তা ?

শান্তিঃ—দেবি, কথং তথাবিধবিপৎপাতিতো দেব উপালভ্যতে ?

উপনিষৎ—সখি, ন দৃষ্টা ত্বয়া মে তাদৃশী দশা। যেনৈবং ব্রবীষি। শৃণু—

বাহ্বোর্ভগ্না দলিতমনয়ঃ শ্রেণয়ঃ কঙ্কণানাং
চূড়ারত্নগ্রহনিকৃতিভিদূষিতঃ কেশপাশঃ।

কৈঃ কৈর্নাহং হতবিধিবলাদাহিতা দুর্বিদগ্ধৈ-
দাসীকর্তুং সপদি দুরিতৈর্দূরসংস্থেহবিবেকে ॥ ৯ ॥

শান্তিঃ—সর্বমেতন্মহামোহস্য দুর্বিলসিতম্। নাত্র দেবস্যাপরাধঃ। তেন মোহেন মনঃ কামাদিদ্বারেণ প্রবোধতয়া ত্বত্তো দূরীকৃতো বিবেকঃ। এতদেব কুলস্ত্রীণাং নৈসর্গিকং শীলং যদ্বিপন্মগ্নস্য স্বামিনঃ সময়প্রতীক্ষণমিতি। তদেহি দর্শন-প্রিয়াপলাপেন সম্ভাবয় দেবম্। সাম্প্রত্যপহতা বিদ্বিষঃ। সম্পূর্ণাস্তে মনোরথাঃ।

উপনিষৎ—সখি, সাম্প্রত্যাগচ্ছন্তী বৎসয়া গীতয়াহহং রহস্যুক্তা যথা ভর্তা স্বামী চ পুরুষস্ত্বয়া যথাপ্রশ্নমুত্তরেণ সম্ভাবয়িতব্যঃ! তথা প্রবোধোৎপত্তির্ভবিষ্যতীতি তৎ কথং গুরুণামধ্যক্ষং ধার্ষ্ট্যমবলম্বিষ্যে।

শান্তিঃ—দেবি, অবিচারণীয়মেতদ্বাক্যং ভগবত্যা গীতায়াঃ, অয়মেব চার্থো ভগবত্যা। বিষ্ণুভক্ত্যা বিবেকস্বামিনো নিরুক্তঃ। তদেহি। সম্ভাবয় দর্শনেন ভর্তারমাদি-পুরুষং চ।

উপনিষৎ—যথা বদতি প্রিয়সখী। (ইতি পরিক্রামতি)

(ততঃ প্রবিশতি রাজা শ্রদ্ধা চ)

রাজা—অয়ি বৎসে, দ্রক্ষ্যতি শান্তিঃ প্রিয়ামুপনিষদম্।

শ্রদ্ধা—দেব, গৃহীতোপদেশৈব শান্তির্গতা কথং তাং ন দ্রক্ষ্যতি?

রাজা—কথমিব।

শ্রদ্ধা—দেব, প্রাগেব কথিতমেতদ্দেব্যা বিষ্ণুভক্ত্যাসীৎ, যথা মন্দারাভিধানে শৈলে বিষ্ণোরায়তনে দেব্যাং গীতায়াং তর্কবিদ্যাভরাদনুপ্রবিষ্টেতি।

রাজা—কথং পুনস্তর্কবিদ্যায়া ভয়ম্?

শ্রদ্ধা—দেব, ইমমর্থং সৈব প্রস্তোষ্যতি। তদাগচ্ছতু দেবঃ। এষ স্বামী ত্বদাগমনমেষ ধ্যায়ন্বিবিক্তে বর্ততে।

রাজা—(উপসৃত্য) স্বামিন্ অভিবাদয়ে।

পুরুষঃ বৎস, প্রক্রমাবরুদ্ধোহহং সমুদাচারঃ। যতো জ্ঞানবৃদ্ধতয়া ভবানেবাস্মাক-মুপদেশদানেন পিতৃভাবমাপন্নঃ। কুতঃ—

পুরা হি ধর্মাধ্বান নষ্টসংজ্ঞা
দেবাস্তমর্থং তনয়ানপৃচ্ছন্।
জ্ঞানেন সম্যক্ পরিগৃহ্য চৈতান্
হে পুত্রকাঃ সংশৃণুতেত্যবোচন্ ॥ ১০ ॥

তদ্ ভবান্ পিতৃত্বেনাস্মাসু বর্ততামিত্যেষ এব ধর্মঃ।

শান্তিঃ—এষ দেবি, দেবেন সহ স্বামী বিবিক্তো বর্ততে। তদুপসর্পতু দেবী।

উপনিষৎ—(উপসর্পতি)।

শান্তিঃ—স্বামিন্, এষোপনিষদ্দেবী পাদবন্দনায়াগতা।

পুরুষঃ—ন খলু ন খলু। মতো মাতেয়মস্মাকং তত্ত্বাববোধোদয়েন। তদেষৈবাস্মাকং নমস্যা। অথবা

অনুগ্রহবিধৌ দেব্যা মাতুশ্চ মহদন্তরম্।
মাতা গাঢ়ং নিবধ্নাতি বন্ধং দেবী নিকৃন্ততি ॥ ১১ ॥

উপনিষৎ—(বিবেকমালোক্য মনস্কৃত্য দূরে সমুপবিশতি)।

পুরুষঃ—অম্ব, কথ্যতাম্। ক্ব ভবত্যা নীতা এতে দিবসাঃ।
উপনিষৎ—স্বামিন্,

নীতান্যমূনি মঠচত্বরশূন্যদেবা—
গারেষু মূর্খমুখরৈঃ সহ বাসরাণি।

পুরুষঃ—অথ তে জানন্তি কিমপি ভবত্যাস্তত্ত্বম্ ?
উপনিষৎ—ন খলু। কিন্তু

তে স্বেচ্ছয়া মম গিরাং দ্রবিড়াঙ্গনোক্ত-
বাচামিবার্থমবিচার্য বিকল্পয়ন্তি ॥ ১২ ॥

তেন কেবলং তেষাং পরার্থগ্রহণপ্রয়োজনমেব মদ্বিচারণম্।

পুরুষঃ—ততস্ততঃ ?
উপনিষৎ—ততঃ কদাচিৎ

কৃষ্ণাজিনাগ্নিসমিদাজ্যজুহূস্রুবাদি-
পাত্রৈস্তথেষ্টিপশুসোমমুখৈর্মখৈশ্চ।
দৃষ্টা ময়া পরিবৃতাখিলকর্মকাণ্ড-
ব্যাদিষ্টপদ্ধতিরথাধ্বনি যজ্ঞবিদ্যা ॥ ১৩ ॥

পুরুষঃ—ততস্ততঃ ?
উপনিষৎ—ততো ময়া চিন্তিতম্। অপি নামৈষা পুস্তকভারবাহিনী মে জ্ঞাস্যতি তত্ত্বম্ ? অত এবাস্যাঃ সন্নিধৌ কানিচিদ্বাসরাণি নয়ামি।
পুরুষঃ—ততস্ততঃ ?
উপনিষৎ—ততস্তামহমুপস্থিতা। তয়া চাহমুক্তাস্মি। ভদ্রে, কিং তে সমীহিতমিতি ॥ ততো ময়োক্তম্। আর্যে অনাথাস্মি ত্বয়ি বস্তুমিচ্ছামীতি।
পুরুষঃ—ততস্ততঃ ?
উপনিষৎ—যস্মাদ্বিশ্বমুদেতি যত্র রমতে যস্মিন্ পুনর্লীয়তে

ভাসা যস্য জগদ্বিভাতি সহজানন্দোজ্জ্বলং যন্মহঃ।
শান্তং শাশ্বতমক্রিয়ং যমপুনর্ভাবায় ভূতেশ্বরং
দ্বৈতধ্বান্তমপাস্য যান্তি কৃতিনঃ প্রস্তৌমি তং পুরুষম্ ॥ ১৪ ॥

ততস্তয়োক্তম্—

পুমানকর্তা কথমীশ্বরো ভবেৎ
ক্রিয়া ভবোচ্ছেদকরী ন বস্তুধীঃ।
কুর্বন্ ক্রিয়া এব নরো ভবচ্ছিদঃ
শতং সমাঃ শান্তমনা জিজীবিষেৎ ॥ ১৫ ॥

তন্মে নাতিপ্রয়োজনং ভবত্যাঃ পরিগ্রহেণ তথাপি যদি কর্তারং ভোক্তারং পুরুষং স্তুবন্তী ভবতী কিয়ন্তং কালমত্র বস্তুমিচ্ছতি কো দোষঃ ?

রাজা—(সোপহাসম্) অহো ধূমান্ধকারশ্যামলিদৃশো দুষ্প্রজ্ঞত্বং যজ্ঞবিদ্যায়া যেনৈবং কুতর্কোপহতা।

অয়ঃ স্বভাবাদচলং বলাচ্চল-
ত্যচেতনং চুম্বকসন্নিধাবিব।

তনোতি বিশ্বেক্ষিতুরীক্ষিতেরিতা
জগন্তি মায়েশ্বরতেয়মীশিতুঃ ॥ ১৬ ॥

তস্মাত্তমোন্ধানামিয়মনীশ্বরদৃষ্টিঃ। অবোধপ্রভবং সংসারং কর্মভিঃ শময়ন্তী যজ্ঞবিদ্যা নূনমন্ধতমসমন্ধকারেণাপি নিনীষতি।

স্বভাবলীনানি তমোময়ানি
প্রকাশয়েদ্‌যো ভুবনানি সপ্ত।
তমেব বিদ্বানতিমৃত্যুমেতি
নান্যোঽস্তি পন্থা ভবমুক্তিহেতুঃ ॥ ১৭ ॥

পুরুষঃ—ততস্ততঃ।

উপনিষৎ—ততো যজ্ঞবিদ্যায়া বিমৃশ্যোক্তম্‌। সখি, ত্বৎসন্নিকর্ষাৎ দুর্বাসনোপহতৈরস্মদন্তেবাসিভিঃ কর্মসু শ্লথাদরৈর্ভবিতব্যম্‌। তৎ প্রসীদতু ভবতী স্বাভিলষিত‌ দেশগমনায়।

পুরুষঃ—ততস্ততঃ ?

উপনিষৎ—ততোঽহং তামতিক্রম্য প্রস্থিতা।

পুরুষঃ—ততস্ততঃ ?

উপনিষৎ—ততঃ কর্মকাণ্ডসহচরী মীমাংসা ময়া দৃষ্টা—

বিভিদ্য কর্মাণ্যধিকারভাঞ্জি
শ্রুত্যাদিভিস্তানুগতা প্রমাণৈঃ।
অঙ্গৈর্বিচিত্রৈরভিযোজয়ন্তী
প্রাপ্তোপদেশৈরতিদেশকৈশ্চ ॥ ১৮ ॥

পুরুষঃ—ততস্ততঃ ?

উপনিষৎ—ততোঽহং তামপি তথৈবাশ্রয়মভ্যর্থিতবতী। অথ তয়াপ্যুক্তাস্মি ভদ্রে, কিং কর্মাসীতি॥ ততো ময়া তদেবোক্তম্‌। যস্মাদ্বিশ্বমিত্যাদি পঠিতম্‌।

পুরুষ—ততস্ততঃ ?

উপনিষৎ—ততো মীমাংসয়া পার্শ্ববর্তিনাং মুখমালোক্যাভিহিতম্‌। অস্ত্যেবাস্মাকমস্যাঃ লোকান্তরফলোপভোগযোগ্যপুরুষোপনয়নেনোপযোগঃ। তৎক্রিয়তামেষাং কর্মোপযুক্তম্‌। তত্র তেষামন্তেবাসিনাং মধ্যে কেনাপ্যন্তেবাসিনৈতদনুমোদিতমেব। অপরেণ তু প্রসিদ্ধপ্রতিষ্ঠেন মীমাংসাহৃদয়াধিদৈবতেন কুমারিলস্বামিনৈবং প্রোক্তম্‌—দেবি, নেয়ং কর্মোপযুক্তং পুরুষমুপনয়তি, কিন্তু অকর্তারমভোক্তারমীশ্বরম্‌। ন চাসাবীশ্বরঃ কর্মসূপযুজ্যতে। ততোঽপরেণোক্তম্‌। অথ কিং লৌকিকাৎ পুরুষাদন্য ঈশ্বরো নামাস্তি ? ততস্তেন বিহস্য পুনরুক্তম্‌। অস্তি। তথা হি—

একঃ পশ্যতি চেষ্টিতানি জগতামন্যস্তু মোহান্ধধী‌
রেকঃ কর্মফলানি বাঞ্ছতি দদাত্যন্যস্তু তান্যর্থিনে।
একঃ কর্মসু শিষ্যতে তনুভৃতাং শাস্তেব দেবোঽপরো
নিঃসঙ্গঃ পুরুষঃ ক্রিয়াসু স কথং কর্তেতি সম্ভাব্যতে ॥ ১৯ ॥

রাজা—(সহর্ষম্‌) সাধু কুমারিলস্বামিন্‌ সাধু প্রজ্ঞোঽস্যায়ুষ্মন্‌,

দ্বৌ তৌ সুপর্ণৌ সযুজৌ সখায়ৌ
সমানবৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
একস্তয়োঃ পিপ্পলমত্তি পক্ক-
মন্যস্ত্বনশ্নন্নভিচাকশীতি ॥ ২০ ॥

পুরুষঃ—ততস্ততঃ ?

উপনিষৎ—ততোঽহং মীমাংসামভিমন্ত্র্য প্রস্থিতা।

পুরুষঃ—ততস্ততঃ ?

উপনিষৎ—ততো ময়া বহুভিঃ শিষ্যৈরুপাস্যমানাস্তর্কবিদ্যা অবলোকিতাঃ

কাশ্চিদ্বিশ্ববিশেষকল্পনপরা ন্যায়ৈঃ পরা তত্ত্বতী
বাদং সচ্ছলজাতিনিগ্রহময়ৈর্জল্পং বিতণ্ডামপি।
অন্যা তু প্রকৃতের্বিভজ্য পুরুষস্যোদাহরন্তী ভিদাং
তত্ত্বানাং গণনাপরা মহদহংকারাদিসর্গক্রমৈঃ ॥ ২১ ॥

পুরুষ—ততস্ততঃ ?

উপনিষৎ—তথৈবাহং তাঃ সমুপস্থিতাঃ। তাভিশ্চানুযুক্তয়া ময়া তদেব কর্মোদাহৃতম্। যস্মাদ্বিশ্বমিত্যাদি। ততস্তাভিঃ সপ্রকাশোপহাসমুক্তম্—আঃ বাচালে, পরমাণুভ্যো বিশ্বমুৎপদ্যতে। নিমিত্তকারণমীশ্বরঃ। অন্যয়া তু সক্রোধমুক্তম্—আঃ পাপে, কথমীশ্বরমেব বিকারিণং কৃত্বা বিনাশধর্মিণমুপপাদয়তি। ননু রে প্রধানাদ্বিশ্বোৎপত্তিঃ।

রাজা—অহো তর্কমতয়স্তর্কবিদ্যা এতদপি ন জানন্তি। সর্বং প্রমেয়জাতং ঘটাদিবং কার্যমিতি পরমাণু-প্রধানোপাদানকারণমপ্যপেক্ষণীয়মেবেতি।
তথাহি—

অম্ভঃশীতকরান্তরিক্ষনগরস্বপ্নেন্দ্রজালাদিবৎ
কার্যং মেয়মসত্যমেতদুদয়ধ্বংসাদিযুক্তং জগৎ।
শুক্তৌ রূপ্যমিব স্রজীব ভুজগঃ স্বাত্মাববোধে হরা-
বজ্ঞাতে প্রভবত্যথাস্তময়তে তত্ত্বাববোধোদয়াৎ ॥ ২২ ॥

বিকারশঙ্কা তু মুগ্ধবধূবিকল্পাবলসিতমিব।

তথাহি—

শান্তং জ্যোতিঃ কথমনুদিতানন্দ নিত্যপ্রকাশং
বিশ্বোৎপত্তৌ ব্রজতি বিকৃতিং নিষ্কলং নির্মলং চ।
তদ্বন্নীলোৎপলদলরুচামম্বুবাহাবলীনাং
প্রাদুর্ভাবে ভবতি নভসঃ কীদৃশো বা বিকারঃ ॥ ২৩ ॥

পুরুষঃ—সাধু সাধু, প্রীণয়তি মানসং মমায়ং প্রজ্ঞাবতো বিমর্শঃ। (উপনিষদং প্রতি) ততস্ততঃ ?

উপনিষৎ—ততস্তাভিঃ সর্বাভিরেব ক্রুদ্ধাভিরুক্তম্-অহো, বিশ্বাবলয়েন মুক্তিমেষাং বদন্তী নাস্তিকপথং প্রস্থিতা নিগৃহ্যতামিতি। ততঃ সসংরম্ভং মাং নিগ্রহীতুং প্রধাবিতাঃ সর্বাঃ।

পুরুষঃ—(সত্রাসম্) ততস্ততঃ ?

উপনিষৎ—ততোঽহং সত্বরতরং পরিক্রম্য দণ্ডকারণ্যং প্রবিষ্টা। ততো মন্দর, শৈলোপকল্পিতস্য মধুসূদনায়তনস্য নাতিদূরে—

বাহ্বোর্ভগ্না দলিতমণয়ঃ শ্রেণয়ঃ কঙ্কণানাং
চূড়ারত্নগ্রহনিকৃতিভির্দূষিতঃ কেশপাশঃ।

ইত্যাদ্যবস্থা মম সঞ্জাতা।

পুরুষঃ - ততস্ততঃ ?

উপনিষৎ—যতো দেবায়তনান্নির্গত্য গদাপাণিভিঃ পুরুষৈরতিনির্দয়ং তাড্যমানাস্তা দিগন্তমতিক্রান্তাঃ সর্বাঃ।

রাজা—(সহর্ষম।) ন খলু ভবতীমতিক্রামতোভগবান্ বিশ্বসাক্ষী ক্ষমতে।

পুরুষঃ—ততস্ততঃ ?

উপনিষৎ—

ছিন্না মুক্তাবলিরপহৃতং স্রস্তমঙ্গাদ্দুকূলং
ভীতা গীতাশ্রমমথ গলন্নূপুরাহং প্রবিষ্টা ॥ ২৪ ॥

তত্র বৎসয়া গীতয়া মাং তত্রাগতামালোক্য সসম্ভ্রমং মাতর্মাতরিতি পরিরভ্যোপবেশিতাস্মি। বিদিতবৃত্তান্তয়া তয়া চোক্তম্। অম্ব, নাত্র খেদয়িতব্যং মনঃ। যে খলু ত্বামপ্রমাণীকৃত্য যথেষ্টমসুরসত্ত্বাঃ প্রচরিষ্যন্তি তেষামীশ্বর এব শাস্তা। উক্তঞ্চ তেন ভগবতা তানধিকৃত্য। তথা চ গীতয়াম্—'তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু' ইতি।

পুরুষঃ—(সকৌতুকম্)। দেবি, ত্বৎপ্রসাদাজ্জ্ঞাতু-মিচ্ছামি কোঽয়মীশ্বরো নামেতি।

উপনিষৎ—(সকোপমিব।) কো নামাত্মানমজানন্ত-মন্ধমিব প্রত্যুত্তরং দাস্যতি।

পুরুষঃ—(সহর্ষম্।) কথমহমাত্মা পুরুষঃ পরমেশ্বরঃ।

উপনিষৎ—এবমেবতৎ।

তথাহি—

অসৌ ত্বদন্যো ন সনাতনঃ পুমান্
ভবান্ন দেবাৎ পুরুষোত্তমাৎ পরঃ।
স এষ ভিন্নস্ত্বদনাদিমায়য়া
দ্বিধেব বিম্বং সলিলে বিবস্বতঃ ॥ ২৫ ॥

পুরুষঃ—(বিবেকং প্রতি।) ভগবন্ নক্তমপ্যর্থং ভগবত্যা ন সম্যগবধারয়ামি।

অবচ্ছিন্নস্য ভিন্নস্য জরামরণধর্মিণঃ।
মম ব্রবীতি দেবীয়ং সত্যানন্দচিদাত্মতাম্ ॥ ২৬ ॥

বিবেকঃ—পদার্থানবজ্ঞানাদ্বাক্যার্থো নাবগম্যতে। আর্যেণোক্তং যৎ সত্যমেব।

পুরুষঃ—তদববোধায় ভগবানুপায়মাজ্ঞাপয়ত।

বিবেকঃ—অয়মুচ্যতে—

এষোঽস্মীতি বিবিচ্য নেতিপদতশ্চিত্তেন সার্ধং কৃতে
তত্ত্বানাং বিলয়ে চিদাত্মনি পরিজ্ঞাতে ত্বমর্থে পুনঃ।
শ্রুত্বা তত্ত্বমসীতি বাধিতভবধ্বান্তং তদাত্মপ্রভং
শান্তং জ্যোতিরনন্তমন্তরুদিতানন্দঃ সমুদ্যোততে ॥ ২৭ ॥

পুরুষঃ—(সানন্দম্।) শ্রুতমর্থং পরিভাবয়তি।

(ততঃ প্রবিশতি নিদিধ্যাসনম্ ।)

নিদিধ্যাসনম্ঃ—আদিষ্টোঽস্মি ভগবত্যা বিষ্ণুভক্ত্যা। যথা নিগূঢ়মস্মদভিপ্রায়মুপনিষদ্বিবেকেন সহ বোধয়িতব্যা। ত্বয়া চ পুরুষে বক্তব্যমিতি। (বিলোক্য।) এষা দেবী বিবেকপুরুষাভ্যাং নাতিদূরে বর্ততে। যাবদুপসর্পামি (উপসৃত্য উপনিষদং প্রতি জনান্তিকম্। দেব্যা বিষ্ণুভক্ত্যা সমাদিষ্টং যথা সঙ্কল্পযোনয়ো দেবতা ভবন্তি। ময়া চ সমাধানেন বিদিতং তথা আপন্নসত্ত্বা ভবতীতি। তত্র চ ক্রূরসত্ত্বা বিদ্যা নাম কন্যা ত্বদুদরে বর্ততে প্রবোধোদয়শ্চ। তত্র বিদ্যাং সঙ্কর্ষবিদ্যয়া মনসি সংক্রাময়িষ্যতি। প্রবোধচন্দ্রং পুরুষে সমর্প্য বৎসবিবেকেন সহ মৎসমীপমাগমিষ্যসীতি।

উপনিষৎ—যদাদিশতি দেবী। ইতি বিবেকমাদায় নিষ্ক্রান্তা।)

(নিদিধ্যাসনং পুরুষো বিশতি।)

পুরুষঃ—(ধ্যানং নাটয়তি।)

(নেপথ্যে আশ্চর্যমাশ্চর্যম্—

উদ্দামদ্যুতিদামভিস্তড়িদিব প্রদ্যোতয়ন্তী দিশঃ
প্রত্যগ্রস্ফুটদুৎকটাস্থি মনসো নির্ভিদ্য বক্ষঃস্থলম্।
কন্যেয়ং সহসা সমং পরিকরৈর্মোহং গ্রসন্তী ভজ-
ত্যন্তর্ধানমুপৈতি চৈকপুরুষং শ্রীমানুপ্রবোধোদয়ঃ ॥ ২৮ ॥)

(ততঃ প্রবিশতি প্রবোধোদয়ঃ।)

প্রবোধোদয়ঃ—

কিং ব্যাপ্তং কিমপোহিতং কিমুদিতং কিং বা সমুৎসারিতং
স্যূতং কিং নু বিসর্পিতং নু কিমিদং কিং চিন্ন বা কিঞ্চন।
যস্মিন্নভ্যুদিতে বিতর্কপদবীং নৈবং সমারোহতি
ত্রৈলোক্যং সহজপ্রকাশদলিতং সোঽহং প্রবোধোদয়ঃ ॥ ২৯ ॥

(পরিক্রম্য।) এষ পুরুষঃ। যাবদুপসর্পামি। (উপসৃত্য।) ভগবন্ প্রবোধোচন্দ্রোদয়োঽহমভিবাদয়ে।

পুরুষঃ—(সাহ্লাদম্) এহি পুত্র, পরিষ্বজস্ব মাম্।

(প্রবোধোদয়স্তথা করোতি।)

পুরুষঃ—(সানন্দম্।) অহো, বিঘটিততিমিরপটলং প্রভাতং সঞ্জাতম্ !

তথাহি—

মোহান্ধকারমবধূয় বিকল্পনিদ্রা-
মুন্মথ্য কোঽপ্যজনি বোধতুষারশ্মিঃ।
শ্রদ্ধাবিবেকমতিশান্তিযমাদিকেন
বিশ্বাত্মকঃ স্ফুরতি বিষ্ণুরহং স এষঃ ॥ ৩০ ॥

সর্বথা কৃতকৃত্যোঽস্মি ভগবত্যা বিষ্ণুভক্তেঃ প্রসাদাৎ। সোঽহমিদানীম্—

সঙ্গং ন কেনচিদুপেত্য কিমপ্যপৃচ্ছন্
গচ্ছন্নতর্কিতফলং বিদিশং দিশং বা।
শান্তো ব্যাহতভয়শোককষায়মোহঃ
স্বায়ম্ভুবো মুনিরহং ভবিতাস্মি সদ্যঃ ॥ ৩১ ॥

(ততঃ প্রবিশতি বিষ্ণুভক্তিঃ ।)

বিষ্ণুভক্তিঃ—(সহর্ষমুপসৃত্য ।) চিরেণ খল্বস্মাকং সম্পন্নাঃ সর্বে মনোরথা যেন প্রশান্তারাতিং ভবন্তমবলোকয়ামি ।

পুরুষঃ—দেব্যা বিষ্ণুভক্তেঃ প্রসাদাৎ কিং নাম দুষ্করম্ ? (ইতি পাদয়োঃ পততি ।)

বিষ্ণুভক্তিঃ—(পুরুষমুত্থাপয়তি ।) উত্তিষ্ঠ বৎস, কিং তে ভূয়ঃ প্রিয়মুপকরোমি ।

পুরুষঃ—অতঃ পরমপি কিং প্রিয়মস্তি ? যতঃ—

প্রশান্তারাতিরগমদ্বিবেকঃ কৃতকৃত্যতাম্ ।
নীরজস্কে সদানন্দে পদে চাহং নিবেশিতঃ ॥ ৩২ ॥

তথাপ্যেতদস্তু (ভরতবাক্যম্) ।

পর্জন্যোঽস্মিন্ জগতি মহতীং বৃষ্টিমিষ্টাং বিধত্তাং
রাজানঃ ক্ষমাং গলিতবিবিধোপপ্লবাঃ পালয়ন্তু ।
হৃত্তোন্মেষোপহততমসস্ত্বৎপ্রসাদান্ মহান্তঃ
সংসারাব্ধিং বিষয়মমতাতঙ্কপঙ্কং তরন্তু ॥ ৩৩ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে) ।

॥ ইতি শ্রীকৃষ্ণমিশ্রবিরচিতে প্রবোধচন্দ্রোদয়ে নাটকে জীবন্মুক্তির্নাম ষষ্ঠোঽঙ্কঃ ॥

। প্রবোধচন্দ্রোদয়নাটকং সমাপ্তম্ ।

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রসময় দাস

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

উত্তরচরিত

এক

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

['উত্তরচরিত' বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮—৯৪) অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধ। সমালোচনায় তাঁর সাহিত্যসূত্র ছিল সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী। সাহিত্যবিচারে খণ্ড অংশ অপেক্ষা একত্র সমগ্র অংশের বিচারবিশ্লেষণের উপরই তিনি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর বক্তব্য—'একখানি প্রস্তর পৃথক পৃথক করে দেখলে তাজমহলের গৌরব বুঝতে পারা যায় না—কোটিকলস জলের আলোচনায় সাগরমাহাত্ম্য অনুভব করা কঠিন।

বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরচরিত সমালোচনার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এই প্রবন্ধটি (বঙ্গদর্শন) পত্রে জ্যৈষ্ঠ-আশ্বিন ১২৭৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।]

উত্তরচরিতের চিত্রদর্শন নামে প্রথমাঙ্ক বঙ্গীয় পাঠকসমীপে বিলক্ষণ পরিচিত; কেন না, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই অঙ্ক অবলম্বন করিয়া, স্বপ্রণীত সীতার বনবাসের প্রথম অধ্যায় লিখিয়াছেন। এই চিত্রদর্শন কবিসুলভকৌশলময়। ইহাতে চিত্রদর্শনোপলক্ষে রামসীতার পূর্ববৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। ইহার উদ্দেশ্য এমত নহে যে, কবি সংক্ষেপে পূর্বঘটনার সকল বর্ণন করেন। রামসীতার অলৌকিক, অসীম, প্রগাঢ় প্রণয় বর্ণন করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই প্রণয়ের স্বরূপ অনুভব করিতে না পারিলে, সীতানির্বাসন যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না।···

এই 'চিত্রদর্শন' কেবল প্রেমপরিপূর্ণ—স্নেহ যেন আর ধরে না, কথায় কথায় এই প্রেম! যখন অগ্নিশুদ্ধির কথার প্রসঙ্গমাত্রে রাম সীতাবমাননা ও সীতার পীড়ন জন্য আত্মতিরস্কার করিতেছিলেন তখন সীতার—'হোদু অজ্জউত্ত হোদু, এহি পেক্খম্হ দাব দে চরিদং' - এই কথাতেই কত প্রেম!···

কালিদাসের বর্ণনাশক্তি অতি প্রসিদ্ধ, কিন্তু ভবভূতির বর্ণনাশক্তিও উত্তম। কালিদাসের বর্ণনা তাঁহার অতুল উপমা প্রয়োগের দ্বারা অত্যন্ত মনোহারিরী হয়। ভবভূতির উপমাপ্রয়োগ অতি বিরল; কিন্তু বর্ণনীয় বস্তু তাঁহার লেখনীমুখে স্বাভাবিক শোভার অধিক শোভা ধারণ করিয়া বসে। কালিদাস একটি একটি করিয়া বাছিয়া বাছিয়া সুন্দর সামগ্রীগুলি একত্রিত করেন; সুন্দর সামগ্রীগুলির সঙ্গে তদীয় মধুর ক্রিয়াসকল সূচিত করেন, তাহার উপর আবার উপমাচ্ছলে আরও কতকগুলি সুন্দর সামগ্রী আনিয়া চাপাইয়া দেন। এজন্য তাঁহার কৃত বর্ণনা, যেমন স্বভাবের অবিকল অনুরূপ, তেমনি মাধুর্যপরিপূর্ণ হয়; বীভৎসাদি রসে কালিদাস সেইজন্য সফল হয়েন না। ভবভূতি বাছিয়া বাছিয়া মধুর সামগ্রী সকল একত্রিত করেন না; যাহা বর্ণনীয় বস্তুর প্রধানাংশ বলিয়া বোধ করেন, তাহাই অঙ্কিত করেন। দুই চারিটা স্থূল কথায় একটা চিত্র সমাপ্ত করেন— কালিদাসের ন্যায় কেবল বসিয়া বসিয়া তুলি ঘষেন না। কিন্তু সেই দুই চারিটা কথায় এমন একটু রস ঢালিয়া দেন যে, তাহাতে চিত্র অত্যন্ত সমুজ্জ্বল, কখন মধুর, কখন ভয়ঙ্কর, কখন বীভৎস হইয়া পড়ে। মধুরে কালিদাস অদ্বিতীয়—উৎকটে ভবভূতি।···

ভবভূতির বর্ণনাশক্তির বিশেষ পরিচয়—দ্বিতীয় ও তৃতীয়াঙ্কে জনস্থান এবং পঞ্চবটী এবং ষষ্ঠাঙ্কে কুমারদের যুদ্ধ।

তৃতীয়াঙ্ক অতি মনোহর তথাপি এই অঙ্কের অনেক দোষ আছে। ইহা নাটকের পক্ষে নিতান্ত অনাবশ্যক। নাটকের যাহা কার্য, বিসর্জনান্তে রামসীতার পুনর্মিলন, তাহার সঙ্গে ইহার কোনো সংস্রব নাই। এই অঙ্ক পরিত্যক্ত হইলে নাটকের কার্যের কোনো হানি হয় না। সচরাচর এরূপ একটি সুদীর্ঘ নাটকাঙ্ক নাটকমধ্যে সন্নিবেশিত হওয়া, বিশেষ রসভঙ্গের কারণ হয়। যাহা কিছু নাটকে প্রতিকৃত হইবে, তাহা উপসংহৃতির উদ্যোজক হওয়া উচিত। এই অঙ্ক কোনো অংশে তদ্রূপ নহে। বিশেষ, ইহাতে রামবিলাপের দৈর্ঘ্য এবং পৌনঃপুন্য অসহ্য। তাহাতে রচনাকৌশলের বিপর্যয় হইয়াছে। কিন্তু সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন যে, অন্য অনেক নাটক একেবারে বিলুপ্ত হয়, বরং তাহাও স্বীকর্তব্য, তথাপি উত্তরচরিতের এই তৃতীয়াঙ্ক ত্যাগ করা যাইতে পারে না। কাব্যাংশে ইহার তুল্য রচনা অতি দুর্লভ।

যে সৌন্দর্যসৃষ্টি কবির সর্বপ্রধান গুণ—সেই অভিনব, স্বভাবানুকারী স্বভাবাতিরিক্ত সৌন্দর্যসৃষ্টিগুণে, ভারতবর্ষীয় কবিদিগের মধ্যে বাল্মীকি এবং মহাভারতকার প্রধান। এক এক কাব্যে ঈদৃশ সৃষ্টিবৈচিত্র্য প্রায় জগতে দুর্লভ।

এ সম্বন্ধে ভবভূতির স্থান কোথায়? তাহা তাঁহার তিনখানি নাটক পর্যালোচিত না করিলে অবধারিত করা যায় না। তাহা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। কেবল উত্তরচরিত দেখিয়া তাঁহাকে অতি উচ্চাসন দেওয়া যায় না। উত্তরচরিতে ভবভূতি অনেক দূর পর্যন্ত বাল্মীকির অনুবর্তী হইতে বাধ্য হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সৃষ্টিমধ্যে নবীনত্বের অভাব এবং সৃষ্টিচাতুর্যের প্রচার করিবার পথও পান নাই। চরিত্র সৃজন সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, রাম ও সীতা ভিন্ন কোনো নায়ক-নায়িকার প্রাধান্য নাই। সীতা, রামায়ণের সীতার প্রতিকৃতি মাত্র। রামের চরিত্র, রামায়ণের রামের চরিত্রের উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতিও নহে। তাই বলিয়া এমত বলা যায় না যে উত্তরচরিতে চরিত্র-সৃষ্টিচাতুর্য কিছুই লক্ষিত হয় না। বাসন্তী ভবভূতির অভিনব সৃষ্টি বটে এবং এ চরিত্র অতি মনোহর। তদ্ভিন্ন চন্দ্রকেতু ও লবের চিত্রও প্রশংসনীয়। প্রাচীন কবিদের ন্যায় ভবভূতিও জড়পদার্থকে রূপবান করণে বিলক্ষণ সুচতুর। তমসা, মুরলা গঙ্গা এবং পৃথিবী এই নাটকে মানবীরূপিণী।

ভবভূতির চরিত্রসৃজনের ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছি। অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার সৃজন-কৌশলের পরিচয় 'ছায়া' নামে উত্তরচরিতের তৃতীয়াঙ্ক। পাঠক সেই ছায়ার মোহিনী শক্তি অনুভূত করিয়াছেন! ঈদৃশ রমণীয়া সৃষ্টি অতি দুর্লভ।

রসোদ্ভাবনে ভবভূতির ক্ষমতা অপরিসীম। যখন যে রস উদ্ভাবনের ইচ্ছা করিয়াছেন তখনই তাহা চরম দেখাইয়াছেন। তাঁহার লেখনীমুখে স্নেহ উচ্ছলিত থাকে—শোক দহিতে থাকে, দম্ভ ফুলিতে থাকে। ভবভূতির মোহিনীশক্তি প্রভাবে আমরা দেখিতে পাই যে রামের শরীর ভাঙ্গিতেছে, মর্ম ছিঁড়িতেছে, মস্তক ঘুরিতেছে, চেতনা লুপ্ত হইতেছে—দেখিতে পাই সীতা কখন বিস্ময়স্তিমিতা, কখন আনন্দোত্থিতা, কখন প্রেমাভিভূতা, কখন অভিমানকুণ্ঠিতা, কখন আত্মাবমাননাসংকুচিতা, কখন অনুতাপ-বিবশা, কখন মহাশোকে ব্যাকুলা। কবি যখন যাহা দেখাইয়াছেন, একেবারে নায়ক-নায়িকার হৃদয় যেন বাহির করিয়া দেখাইয়াছেন। ···একটি মাত্র কথা বলিয়া মানব-মনোবৃত্তির সমুদ্রবৎ সীমাশূন্যতা চিত্রিত করা মহাকবির লক্ষণ। ভবভূতির রচনা সেই লক্ষণাক্রান্ত।···

বাহ্য প্রকৃতির শোভার প্রতি অনুরাগ ভবভূতির আর একটি গুণ। সংসারে যেখানে যাহা সুদৃশ্য, সুগন্ধ বা সুখকর, ভবভূতি অনবরত তাহার সন্ধানে ফিরেন। মালাকার যেমন পুষ্পোদ্যান হইতে সুন্দর সুন্দর কুসুমগুলি তুলিয়া সভামণ্ডপ রঞ্জিত করে, ভবভূতি সেইরূপ সুন্দর বস্তু অবকীর্ণ করিয়া এই নাটকখানি শোভিত করিয়াছেন। যেখানে সুদৃশ্য বৃক্ষ, প্রফুল্ল কুসুম, সুশীতল সুবাসিত বারি,—যেখানে নীল মেঘ, উত্তুঙ্গ পর্বত, মৃদু নিনাদিনী নির্ঝরিণী, শ্যামল কানন, তরঙ্গসঙ্কুলা নদী—যেখানে সুন্দর বিহঙ্গ, ক্রীড়াশীল করিশাবক, সরলস্বভাব কুরঙ্গ সেইখানে কবি দাঁড়াইয়া একবার তাহার সৌন্দর্য দেখাইয়াছেন। কবিদিগের মধ্যে এই গুণটি সেক্সপীয়র ও কালিদাসের বিশেষ লক্ষণীয়! ভবভূতিরও সেই গুণ বিশেষ প্রকাশমান।

ভবভূতির ভাষা অতি চমৎকারিণী। তাঁহার রচনা সমাসবহুলতা ও দুর্বোধ্যতাদোষে কলঙ্কিতা বলিয়া বিদ্যাসাগরমহাশয় কর্তৃক নিন্দিত হইয়াছে। সে নিন্দা সমূলক হইলেও সাধারণতঃ যে ভবভূতির ব্যবহৃত সংস্কৃত ও প্রাকৃত অতি মনোহর, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। উইলসন বলিয়াছেন যে, কালিদাস ভবভূতির ভাষার ন্যায় মহতী ভাষা কোন দেশের লেখকেই দৃষ্ট হয় না।···

('বিবিধ প্রবন্ধ'—সংক্ষেপিত, প্রথম প্রকাশ ১২৯৪)

দুই

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

[প্রবন্ধকার বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০—৯৯) বাংলাসাহিত্যের একজন সুনিপুণ ভাবমুগ্ধ ভাষা শিল্পী। তাঁর স্বল্প পরিসর সাহিত্যজীবনে তিনি বিবিধ প্রসঙ্গ অবলম্বন করে বহুসংখ্যক প্রবন্ধ রচনা করেছেন—প্রায় সব রচনাই সেই যুগের 'বাসব', 'ভারতী', 'সাধনা' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিন হয়েছিল।

সমালোচনামূলক রচনাতেও তিনি আবেগচঞ্চল কবি, যুক্তিবাদ বা তত্ত্ব নির্দেশক নন , 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথের এই রসসাহিত্যিক প্রকৃতির পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে। ভবভূতির কবিপ্রকৃতির রহস্য এবং কালিদাসের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য বলেন্দ্রনাথ তাঁর 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে মনোজ্ঞ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।]

কালিদাসের চিত্রশালা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ভবভূতির কাব্যজগৎ যেন এক সম্পূর্ণ নূতন দেশ - এখানেও সৌন্দর্যের পর সৌন্দর্য সুবিন্যস্ত এবং মানবহৃদয় বহিঃপ্রকৃতির সহিত নানা অদৃশ্য সূত্রে গ্রথিত হইয়া আপনাকে নানা ভাবে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে কিন্তু কালিদাসের চিত্রশালায় মন যেরূপ ভ্রমরবৎ চিত্র হইতে চিত্রান্তরে, সৌন্দর্য হইতে সৌন্দর্যান্তরে, উপমা হইতে উপমান্তরে নীত হয় এবং নানা ফুল হইতে কেবল মধুর সৌন্দর্যটুকু সঞ্চয় করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাকে, ভবভূতির দৃশ্যকাব্যে মনে সেরূপ হিল্লোল সঞ্চারিত হয় না - চক্ষের সম্মুখে ঘন নিবিড় অরণ্যানীর নীরন্ধ্রনিচুল-নীলিম একটি গভীর দৃশ্যপট উদ্‌ঘাটিত হয় এবং দূর দিগন্তপটে মুদ্রিত মেঘমালাবৎ নীল শৈলশ্রেণী গদ্‌গদভাষিণী নদী গোদাবরী, নিরন্তরধ্বনিত নিবিড় নির্জনতা, সমস্ত মিলিয়া সেই নিবিড়তা আরও নিবিড়তর করিয়া তুলে, একটি সমগ্র সংহত দৃশ্য-গাম্ভীর্যে মন অভিভূত হইয়া পড়ে। কালিদাস যেখানে ফুলটি মালাটি, মদরাগ, চুম্বন-

বিলাস এবং তদানুষঙ্গিক সুন্দর জ্যোৎস্না, মধুর মলয় ও উদ্ভিন্নযৌবনা প্রকৃতি দিয়া খণ্ড খণ্ড সৌন্দর্য উদ্রেকে প্রিয়জনকে স্মরণ করাইয়া দেন, ভবভূতি সেখানে অন্তরের অন্তরে ডুবিয়া মানবহৃদয়ের গভীর বেদনা অনুভব করেন এবং তাহার সেই বেদনার মধ্য হইতে প্রিয়জনকে যেন মন্থন করিয়া তুলেন ; সেইজন্য প্রিয়জন তাঁহার নিকট এমন কি-জানি-কি এবং প্রিয়স্পর্শে তিনি একেবারে আকুল হইয়া উঠেন—নিশ্চয় করিতে পারেন না—সুখ না দুঃখ, প্রবোধ না নিদ্রা, শরীরে বিষসঞ্চার হইয়াছে অথবা মদিরা পান করিয়াছেন, চৈতন্য লুপ্ত কি উন্মীলিত।

সর্বাঙ্গ দিয়া এবং সকল হৃদয় দিয়া ভবভূতি প্রিয়জনকে অন্তরের অন্তরদেশে যতই চাপিয়া ধরেন, সে কি-জানি-কিকে সম্যক্ অনুভব করিয়া উঠা যায় না, অঙ্গ অবশ হইয়া আসে, চিত্ত বিহ্বল হইয়া পড়ে, ভবভূতি আত্মহারা হইয়া যান, কিন্তু প্রিয়জন ততই কি-জানি-কি ! উত্তরচরিত নাটকের সপ্ত অঙ্কের মধ্য দিয়া বরাবর এই একটি করুণ বেদনা সঞ্চারিত হইয়া উঠিয়াছে। নাটকের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যেন কোন্ প্রিয়াকুল করুণ হৃদয় আপন গোপন মর্মস্থলে প্রিয়জনকে বিন্ধ করিয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া আপনাকে তাহাতে ক্ষীণ করিতেছে এবং সেই নিবিড় মর্মনিপীড়িত বেদনা কোথাও দেহ অবলম্বনে, কোথাও হৃদয় অবলম্বনে, কোথাও চিত্র অবলম্বনে, কোথাও বা ছায়া অবলম্বনে, অন্তরে বাহিরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

উত্তরচরিতে তবে কি সুখ নাই ? কেবলি একটি ধারাবাহিক করুণ ব্যাকুলতা ? কেবলি হা হতোস্মি, হা রাম, হা সীতে, কিংবা কোথা প্রিয়ে, প্রাণনাথ এবং অন্তর্বাষ্পাবস্থা ও সাশ্রু নয়ন ? লক্ষ্মণ যখন পিতৃবিচ্ছেদে দুর্মনায়মানা সীতাদেবীকে তাঁহাদের পূর্ব বৃত্তান্তের চিত্রগুলি দেখাইতেছেন, তখন কি সকলের মনে সুখসঞ্চার হয় নাই ? নিদ্রালসে শিথিলাঙ্গী আলিঙ্গনবদ্ধা সীতার স্পর্শে রামচন্দ্রের সর্বাঙ্গে যে পুলক সঞ্চারিত হইয়াছিল, সেকি সুখ নহে ? দীর্ঘ বিরহ নিশাবসানে সীতার সহিত রামের যখন মিলন সম্পাদিত হইল, তখন কি সুখের সীমা ছিল ? —কিন্তু ভবভূতির কাব্যে সুখও যেন অত্যন্ত প্রগাঢ় হইয়া অনেকটা দুঃখেরই মতো হইয়া আসে। হয়, তাহার সহিত কতকগুলি দুঃখের কাহিনী বিজড়িত, নয়, তাহার মধ্যে একটা আনির্দেশ্য বিবশ ব্যাকুলতা—সুখ কি দুঃখ নির্ণয় করিয়া উঠা কঠিন ; যদি বা মিলন হয়, মিলনের মাঝখানে যেন শতবর্ষের বিরহ জাগিয়া থাকে এবং মিলনান্ত উপসংহারেও পুরাতন বিরহ পরিতৃপ্ত হয় না। কালিদসের কাব্যে যেমন দুঃখও বিলাস-অলসিত মোহন মধুরবেশে কতকগুলি সুন্দর চিত্রবন্ধ হইয়া মোহ উদ্রেক করিয়া দেয়, ভবভূতির কাব্যে সুখ সেইরূপ মর্মস্থলে বেদনাবিদ্ধ হইয়া অত্যন্ত করুণ ও নিবিড় হইয়া উঠে ;…

উত্তরচরিতের তৃতীয় অঙ্কটিই এই করুণাবিগলিত বেদনা দিয়া রচিত। একদিকে পূর্বস্মৃতি সীতাকে বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে—কবে কোন্ করিশাবককে তিনি শল্লকীপত্র খাওয়াইয়া পুত্রনির্বিশেষে পালন করিয়াছিলেন, তাহার বিপদ হইয়াছে শুনিয়া তাড়াতাড়ি আর্যপুত্রকে আহ্বান করিয়া বসেন এবং পরক্ষণেই দ্বাদশ বৎসরের ব্যবধান স্মরণ করিয়া একেবারে যেন ধূলিসাৎ হইয়া যান ; অন্যদিকে রামও সেই পঞ্চবটীর তরু লতা, মৃগ মৃগী, ময়ূর, ময়ূরী, সর্বত্র সীতার স্নেহ অনুভব করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠেন এবং সীতা সীতা করিতে করিতে মোহপ্রাপ্ত হয়েন।

তখন সীতার স্পর্শ ভিন্ন কিছুই আর তাঁহার চেতনা সম্পাদন করিতে পারে না। সেই ছায়ারূপিণীর সঞ্জীবন স্পর্শে তাঁহার মূর্ছা অপনোদিত হইয়া আনন্দে একটা অবশ

অলস বিহ্বলতা জন্মে। সেই ছায়াহস্তকে তিনি চাপিয়া ধরেন—করে করস্পর্শে উভয়েরই অঙ্গে অঙ্গে যেন পুলক সঞ্চারিত হইয়া উঠে—কিন্তু ধরিয়া রাখা যায় না, অঙ্গ শিথিল হইয়া আসে, হাত ছাড়িয়া যায়। যেন সফল হইতে আসিয়া আশা সহসা বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়ে।

চেতনা সম্পাদিত হইলেও জীবন অত্যন্ত দুর্বহ। একে সেই পঞ্চবটী বন—এইখানে বসিয়া সীতা মৃগদম্পতিকে তৃণভক্ষণ করাইতেন, ঐ তাঁহার স্বহস্তরোপিত কদম্বতরু, সম্মুখে সেই উল্লাসচঞ্চলা ময়ূরবধূ—চতুর্দিক সীতাময়; তাহার উপর বাসন্তীর সেই মর্মবেধী বজ্রকঠিন বিদ্রূপাচারণ। মহারাজ, অঙ্গের অমৃত, নয়নের কৌমুদী, দ্বিতীয় হৃদয় বলিয়া যাহাকে ভুলাইতে লোকাপবাদ মিথ্যা জানিয়াও তাহাকে বিসর্জন দিলে কোন্ হৃদয়ে? প্রেয়সী তবে কি শুধু কথার কথা, যশই তোমাদের একমাত্র প্রিয়! রামচন্দ্রের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। কিন্তু তাহাই বা হয় কৈ?

দলতি হৃদয়ং গাঢ়োদ্বেগং দ্বিধা তু ন ভিদ্যতে
বহতি বিকলঃ কায়ো মোহং ন মুঞ্চতি চেতনাম্।
জ্বলয়তি তনুমন্তর্দাহঃ করোতি ন ভস্মসাৎ
প্রহরতি বিধির্মর্মচ্ছেদী ন কৃন্ততি জীবিতম্॥

এ শুধু অনন্ত দহন, ভস্মসাৎ করে না জ্বালা দেয় মাত্র, শুধু মর্মচ্ছেদ করিতে থাকে, জীবন শেষ করিয়া দেয় না।

হা জানকি! হা চণ্ডি! চতুর্দিকেই তোমাকেই দেখিতেছি—তবু তুমি নির্দয় হইয়া আছ কেন? হৃদয় স্ফুটিত হইতেছে, দেহবন্ধ শিথিল হইয়া আসিতেছে, জগৎ শূন্য, অন্তরে নিরন্তর জ্বালা মোহ আমাকে আচ্ছন্ন করিতেছে, আমি অতি মন্দভাগ্য! বলিতে বলিতে রাম মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। সীতা তাঁহার ললাট স্পর্শ করিতে চেতনা সঞ্চার হইল। সেই স্পর্শ অন্তরে বাহিরে অমৃতের প্রলেপ; চেতনা ফিরিয়া আসিল, কিন্তু আনন্দও যেন মোহ উৎপাদন করে।

ভবভূতির হৃদয় এই অশরীরী স্পর্শটুকু—এই আনন্দেও বেদনা, চৈতন্যেও মোহ, এই আবেশ আকুলতা, মায়া, রহস্য; বাসন্তী তমসা, সীতা, রাম, পঞ্চবটী, সমস্ত মিলিয়া যে একটি নিবিড় মায়ারহস্য রচনা করিয়াছে তাহা শুধু এই বেদনাবিদ্ধ কবি-হৃদয়ের বহিরুচ্ছ্বাস। সৃষ্টি যেমন মায়াও বটে, সত্যও বটে ইহাও সেইরূপ। এই ছায়াঙ্ক সম্পর্কে বোধ করি বলা খাটে "স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু"।

এই স্বপ্ন, মায়া, মতিভ্রম উত্তরচরিতের মেরুদণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাল্মীকি-আশ্রমে কৌশল্যা-জনকাদি সমাগমেই কি, লব-চন্দ্রকেতুর সুবর্ণিত সৌজন্য-পরিপূর্ণ যুদ্ধদৃশ্যেই কি এবং সপ্তম অঙ্কের নাট্যাভিনয়েই বা কি, সর্বত্রই যেন একটা ধরি-ধরি—ধরা-যায়-না, যেন কাহাকে জানি না, অথচ জানি, যেন অভিনয়, কি সত্য, ভ্রম, কি বাস্তব ঠাহরাইয়া উঠা কঠিন। সেই জন্য সুখের মধ্যেও বেদনা, জ্ঞানেও সংশয়। এবং যখন সেই রসাতলোদ্ধৃত সিংহাসনে গঙ্গা ও ধরিত্রীর মধ্যস্থলে দেবী সীতাআবির্ভূতা হইলেন, তখন সকলে নিশ্চল স্তিমিত—সত্য, না মায়া! সেই কুশলবের মুখে "হা তাত হা অম্ব হা মাতামহ", সেই রামের স্নেহার্দ্র সহর্ষ আলিঙ্গন, সেই অরুন্ধতী, সীতা, গঙ্গা, পৃথিবী, বাল্মীকি, কুশ-লব, প্রজাপুঞ্জ, স্নেহ প্রেম, ভক্তি-বিস্ময়, সুখ দুঃখ, মোহ চৈতন্যের অনির্বচনীয় মহাসংগ্রাম—সত্য, কি মায়া!

শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ

(৺রসময় দাস-কৃত পদাবলী)

রসময় দাস

[রসময় দাস-কৃত 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ বৈষ্ণবসমাজ তথা কাব্যরসিকদের পরম আদৃত। ইনি মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব কবি। এঁর তিনটি পদ বৈষ্ণব দাস সঙ্কলিত 'পদকল্পতরু'তে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। আমরা তাঁর অনুবাদ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করলাম।]

প্রথম সর্গ

কুঞ্জবনমধ্যে প্রবেশিতে সখীগণ। কহিছে রাধায় কিছু প্রণয়-বচন ॥
কুঞ্জেতে প্রবেশ কর রাধা ঠাকুরানি। প্রিয়সখীর বচন অল্প করি মানি ॥
কুঞ্জ-সজ্জায় কুঞ্জে তুমি কর প্রবেশ। শ্রবণ করহ প্রিয়সখীর আদেশ ॥
পূর্বরাত্রে রাস হৈতে এলে মান করি। তদবধি কৃষ্ণ তোমা অতি ভয় করি ॥
কেবল আছেন মাত্র তোমার গোচরে। স্তবেতে আছেন তাহে বচন না স্ফুরে ॥
যদি বল কুঞ্জে প্রবেশিব কোন্ মতে। তাহার উপায় সব দেখহ সাক্ষাতে ॥
মেঘ আসি আচ্ছাদিল গগনমণ্ডলে। মেঘাবৃত চন্দ্রমা হইল এই কালে ॥
বনভূমি তমালের বর্ণ সেই স্থানে। শ্যামবর্ণ হইয়াছে কেহ নাহি জানে ॥
যদি বল মনুষ্যের গমনাগমন। কেমনে চলিব তার শুন বিবরণ ॥
অন্ধকারে অভিসার বেশ ভূষা করি। চলহ নিকুঞ্জে সব ভয় পরিহরি ॥
আনন্দে নির্দেশ পেয়ে চলে দুই জন। প্রতি কুঞ্জে কুঞ্জে লীলা করি অনুক্ষণ ॥
অধঃকুঞ্জ লক্ষ্য করি নানা লীলা করি। চলিলেন বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দে বিহরি ॥
প্রিয়-মিলনের ইচ্ছা জানি সেই কালে। মেঘ আসি আচ্ছাদিল গগনমণ্ডলে ॥
মেঘাবৃত চন্দ্র পুনঃ রহে সেইখানে। টীকাকার এই মত করিয়া বাখানে ॥
নন্দের আদেশ হৈল কৃষ্ণ লয়ে যেতে। চলিলেন অধঃকুল-দ্রুমে অলক্ষিত ॥
সঙ্কেতে করিয়া ইহা করিল লিখন। পূর্ব-অর্থ করিয়াছি মূল প্রয়োজন ॥
বৃন্দাবনে যমুনার কুলে নিত্য লীলা। জয়দেব নিজ গ্রন্থে সব প্রকাশিলা ॥
রাধিকা-মাধব-কেলি যমুনার কূলে। জয়যুক্ত বর্তমান কাল শাস্ত্রে বলে ॥
অতএব জয়দেব বাক্যের দেবতা! শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণে জানিবে সর্বথা ॥
বক্তা কর্তা হয় গ্রন্থকরণের উক্তি। কৃষ্ণ ব্যাখ্যা হয় সব জয়দেব উক্তি ॥
তাঁহার চরিত্র যত ব্রজলীলাগণ। তাহাতে বিচিত্র জয়দেববাক্য মন ॥
সেই চিত্র চিত্তপদ্ম হৈতে প্রকাশিয়া। প্রবন্ধ করিলা সর্বলোকে বুঝাইয়া ॥
সরস্বতী শব্দ যদি করয়ে ঘটনা। তবে পূর্বাপর গ্রন্থ না হয় যোটনা ॥
অহর্নিশ লীলা-পদ্ম থাকে যার হাতে। পদ্মাবতী নামে রাধা জানিহ নিশ্চিতে ॥
তাহার চারণবর্গ আছে বৃন্দাবনে। তারা চক্রবর্তী করি আপনাকে মানে ॥
সেই নিত্য সদ্য সুখে বাড়য়ে দোঁহারে। বৃন্দাবনে লক্ষ্মী শব্দ না করি বিচারে ॥
শ্রীশব্দে শ্রীরাধিকা লিখিল গ্রন্থকার। বসু-অংশ বসুদেব নন্দ নাম তার ॥
তার পুত্র বাসুদেব শ্রীনন্দনন্দন। তার রতি-কেলি-কথা করিলা বচন ॥
এইরূপে প্রবন্ধ করিল মহাশয়। রাধাকৃষ্ণ-লীলা-গীত জানিহ নিশ্চয় ॥
আপনার উপাসনা সাধ্য জানাইল। রাধাকৃষ্ণ-বিলাস বর্ণন গ্রন্থ কৈল ॥
এইরূপে জয়দেব আত্মার যোগ্যতা। রাধাকৃষ্ণ-লীলা-গীত করিলা সর্বথা ॥

মন্দ জন গ্রন্থে না হইবে অধিকারী। শ্রবণ-অধিকারী ইথে লিখিব বিচারি ॥
শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দে একান্ত শরণ। অন্য অভিলাষ জ্ঞান কর্ম বিসর্জন ॥
ব্রজলীলা উপাসনা অনুরাগধারী। সেই জন গ্রন্থের হইবে অধিকারী ॥
শুন ভক্তজন সব শ্রীগুরুচরণে। রাসকেলি-কৌতুক করিয়া বৃন্দাবনে ॥
সেই রস আস্বাদন অথবা চিন্তন। ইহাতে সুস্নিগ্ধ যদি আছে যার মন ॥
বৈদগ্ধ্য চেষ্টাতে যদি আছে কুতূহলী। রাস-কুঞ্জে লীলা কৃষ্ণ করে গোপী মেলি ॥
বিলাসকলাতে যদি সরস তোমার। তবে জয়দেববাক্যে কর অঙ্গীকার ॥
মধুর কোমল কান্ত জয়দেববাণী। ইহার শ্রবণে রাধাকৃষ্ণ-লীলা জানি ॥
রাধাকৃষ্ণ-লীলা তত্ত্ব লিখন করিয়া। ভক্তে বুঝাইল আত্মা প্রকাশ করিয়া ॥
জয়দেব সরস্বতী করহ শ্রবণ। পদশ্রেণী হয় কৃষ্ণ-লীলার বর্ণন ॥
শৃঙ্গার-প্রাধান্য হেতু মধুর লক্ষণ। গান হেতু কমনীয় পদশ্রেণীগণ ॥
এই পদ্যে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন। টীকাকার তিন বস্তু করিলা সূচন ॥
উমাপতি নামে এক মহা কবিরাজ। পল্লবের প্রায় বাক্য এই তাঁর কাজ ॥
নব পল্লবের প্রায় শ্লোক মাত্র করে। বাক্য গুণযুক্ত কিছু বর্ণিতে না পারে ॥
শরণ নামেতে কবি দুরূহ বর্ণনে! দুর্বোধক পদ শীঘ্র করি উচ্চারণে ॥
অতি শ্লাঘ্য করি তারে কহে কবিগণ। এমন সুশ্রেণী পদ্য না শুনি কখন ॥
বসন্তের বর্ণনাতে নাহি অধিকার। গোবর্ধনাচার্যে বলি মহা খ্যাতি যার ॥
ধোয়ী নামে কবিরাজ অতি শ্রুতিধর। শ্রাবণমাত্রেতে লোক করয়ে বিস্তর ॥
শুনিলে গ্রন্থ করিবারে পারে। আপনি বর্ণিতে মাত্র নাহি অধিকারে ॥
বাক্যের সন্দর্ভ-জয়দেব জানে। রাধাকৃষ্ণ-লীলা যেই করয়ে বর্ণনে ॥
উমাপতি ধোয়ি গোবর্ধন কবিরাজ। সামান্য বর্ণন মাত্র এ সবার কাজ ॥
জয়দেব কৃষ্ণলীলা-বর্ণনাধিকারী। অতএব মহাকবি মহাকাব্যকারী ॥
প্রলয়কালেতে যত সমুদ্রের গণ। একীভূত জলে যবে হইল মিলন ॥
তাহাতে নিমগ্ন বেদ তাহা উদ্ধারিতে। মীনরূপ ধরি তাহা করিলা সাক্ষাতে ॥
জয় জয় জগদীশ মীনরূপধারী। কেশব হইল নাম কেশি দৈত্যে মারি ॥
বিহিত করিলা তাঁর চরিত্র তাহাতে। সত্যব্রত রাজার কৈবল্যলাভ যাতে ॥
জয় জয় মীনরূপশরীরী তোমার। সত্যব্রত রাজারে করিলা অঙ্গীকার ॥
রম্যক বর্ষেতে মীনরূপে অধিকারী। অধিষ্ঠাতৃদেব তুয়া পদে নমস্করি ॥
এইরূপ দশ অবতারের বর্ণন। যাহা হইতে জানি অবতার-প্রয়োজন ॥
পঞ্চাশৎ কোটি যোজন পৃথিবী-গগন। অবহেলে পৃষ্ঠে তাহা করিলা ধারণ ॥
কিরণচক্রে পৃথ্বীভার একদিকে রয়। জয় জয় জগদীশ কর্মদেব জয় ॥
ধরিলে কচ্ছপরূপ জগৎ-ঈশ্বর। বরাহ-শরীর অতি দেখিতে সুন্দর ॥
দশনে ধরিয়া ক্ষিতি তুলিলা আপনি। চন্দ্রে যেন চন্দ্রকলা শোভিছে মেদিনী ॥
বরাহ-শরীরে কৈলা পৃথিবী উদ্ধার। জয় জয় জগদীশ জগতের সার ॥
নিজ-কর-পদ-নখ-অদ্ভুত ধরিলে। হিরণ্যকশিপু তনু-ভৃঙ্গ বিদারিলে ॥
জয় জয় জগদীশ নৃসিংহরূপধারী। প্রহ্লাদে করিলা রক্ষা দৈত্যগণে মারি ॥
বলি-রাজে ছলিয়া রাখিলে ইন্দ্ররাজ। চরণেতে করিলা তিন লোকের কাজ ॥

ধরিলা বামনরূপে জগতের পতি। তোমার চরণে মোর একান্ত ভকতি॥
ভৃগুপতিরূপে কৈলা ক্ষত্রিয় নিধন। তাহার রুধিরজলে করিলা তর্পণ॥
জয় জয় ভৃগুপতিরূপ অবতার। জয় জয় জগদীশ করুণা অপার॥
দশমুখে নাশ করি দেবকার্য কৈলা। দিক্‌পালগণে তবে বলিদান দিলা॥
রামরূপধারী জগদীশ জয় জয়। যুদ্ধ করি দুষ্টে মারি রিপু কৈলা ক্ষয়॥
বিশদ শরীরে নীলবস্ত্র শোভা করে। হলভরে যমুনা মিলনে যেন তীরে॥
জয় জয় হলধররূপ ভগবান্। বুদ্ধরূপে নিন্দা কৈলে যজ্ঞের বিধান॥
যেখানে পশুর হত্যা সেই দেবগণে। নিন্দা করি দয়া প্রকাশিলে সর্বজনে॥
জয় জগদীশ বুদ্ধশরীর তোমার। কল্কিরূপ ধরি ম্লেচ্ছের গণ মহাযুদ্ধ করি॥
ধূমকেতুপ্রায় বামহাতে খড়্গ ধরি। কাটিলা ম্লেচ্ছের গণ মহাযুদ্ধ করি॥
যাবতীয় ম্লেচ্ছগণে করিলা নিধন। কল্কি অবতার হয় জগৎকারণ॥
শ্রীজয়দেবের এই মুখোদিত বাণী। সুখদ সতত সংসারের সার মানি॥
শুনহ ভক্তগণ জয়দেব-কথা। দশবিধ রূপ কৃষ্ণ ধরিলা সর্বথা॥
বেদ উদ্ধারিলে কৃষ্ণ মীনরূপ ধরি। কূর্মরূপ ধরিলা ধরিলা ধরণী পৃষ্ঠে করি।
বরাহ-শরীরে কৈল পৃথিবী উদ্ধার। নৃসিংহরূপে হিরণ্যকশিপু বিদার।
বলি ছলি রাজ্য লৈলা হইয়া বামন। ভৃগুপতিরূপ ক্ষত্রবর্গের নিধন॥
রঘুনাথরূপে কৈলা রাবণে সংহার। বলরামরূপে হল-গ্রহণ তোমার॥
বুদ্ধরূপে আপন কারণ্য বিস্তারিলা। কল্কিরূপে ম্লেচ্ছগণে বিনাশ করিলা॥
এইরূপে প্রতি কল্পে ধরি অবতার। দশাকৃতি কৃষ্ণপদে করি নমস্কার॥

প্রবোধচন্দ্রোদয়

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

[রবীন্দ্রনাথের পঞ্চম অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯—১৯২৫) রবীন্দ্র-পর্বের এক অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন প্রবন্ধকার : কিন্তু বহুমুখী প্রতিভা নিয়েই তিনি বাংলার সংস্কৃতিক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন। অনুবাদসাহিত্যে তাঁর দান অসামান্য ; অভিজ্ঞান শকুন্তলা, উত্তরচরিত, রত্নাবলী, মালতীমাধব, মৃচ্ছকটিক, বিক্রমোর্বশী, প্রবোধচন্দ্রোদয় প্রভৃতি বহু সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ তিনি করেছিলেন। 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে।

নাটকের প্রথম অঙ্ক থেকে কিছু অনুবাদের নিদর্শন এখানে উদ্ধৃত হল]।

প্রথম অংক

(কাম ও রতির প্রবেশ)

কাম—(সক্রোধে) আরে পাপিষ্ঠ নটাধম ইত্যাদি) দেখ নটাধম।

যাবৎ না কমলাক্ষী সুন্দরী ললনাদের
দৃষ্টিশর হয়গো পতন
তাবৎ জ্ঞানীর চিত্তে শাস্ত্রজাত বিবেকের
প্রভাব থাকয়ে অনুক্ষণ !

হা, হা হা !

রমণীর হর্ম্যতল
সুনয়না নবীনা নায়িকা,
ভ্রমর-গুঞ্জিত লতা,
বিকচ-কুল নবমালিকা,
—এসব অমোঘ অস্ত্র বরষি যখন আমি
করি বিশ্বজয়,
কোথা থাকে কখন সে বিবেক বিভব আর
প্রবোধ-উদয় ?

রতি—নাথ, আমার মনে হয়, বিবেকই মহারাজ মহামোহের বিষম শত্রু !

কাম—প্রিয়ে, বিবেকের নাম মাত্রেই কেন তোমার মনে এই স্ত্রীসুলভ ভয় উপস্থিত হলো বলো দিকি ? দেখ সুন্দরি !

থাকিতে গো মোর এই পুষ্পময় বাণ, আর
পুষ্প শরাসন,
সুরাসুর বিশ্বলোক মুহূর্ত করিতে নারে
ধৈরয ধারণ !

তুমি তো জানো—

অহল্যার উপপতি হন সুরপতি
ব্রহ্ম হন অমুরক্ত সন্ধ্যা বালা প্রতি,
গুরুর পত্নীরে ইন্দু করিল ভজনা,
আমা হতে অপথে কে, না যায় বল না ?

বিশ্বনাশে এ বাণের হয় কি গো শ্রম ?
অনায়াসে করিবে সে বিজয় সাধন !

রতি—সে কথা সত্য, তবুও এই মহাসহায় সম্পন্ন শত্রুকে ভয় করতে হয়, কেননা, শুনেতে পাই, যম-নিয়মাদি এর অমাত্য।

কাম—প্রিয়ে, এই যে সব বিবেকের প্রবল অমাত্য দেখছ, আমরা আক্রমণ করবামাত্রই এরা পলায়ন করবে। দেখ—

দাঁড়াতে পারে কি গো আমার সম্মুখে কভু
তপস্যা, সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য ?
অহিংসা ক্রোধের কাছে, লোভের সম্মুখে, সত্য
অপ্রতিগ্রাহিতা অচৌর্য ?

—যাদের মানসিক বিকার নেই; তারাই যম নিয়ম, আসন প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি সাধন করতে পারে; তাছাড়া স্ত্রীলোকেরাই ওদের মারণ দেবতা, সুতরাং তারা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে। কেননা—

সুন্দরী কামিনীদের বিলাস ও পরিহাস
দরশন, স্মরণ, ভাষণ !
কেলি-আলিঙ্গন আদি জেনো, মনোবিকারের
এইসব যথেষ্ট কারণ !

বিশেষতঃ আমাদের প্রভুর প্রিয়পাত্র মদ, মান, মাৎসর্য দম্ভ লোভাদি এই যমনিয়মাদিকে যখন আক্রমণ করবে তখন তারা নিশ্চয়ই আমাদের রাজমন্ত্রী অধর্মের শরণাগত ?

রতি—শুনেছি নাকি তোমাদেরও শমদমাদির
মায়াতে ঈশ্বরযোগে প্রথমেই মন নামে
সুবিখ্যাত পুত্র এক লভিল জনম ;
পরে সেই মন পুন ত্রিলোক করিয়া সৃষ্টি
মোদের এ কুলদ্বয়
করিল সৃজন।

তার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি নামে দুই ধর্মপত্নী ; তার মধ্যে, প্রবৃত্তিতে যে কুল উৎপন্ন হয়, সেটি মহামোহপ্রধান ; আর নিবৃত্তিতে যে কুল উৎপন্ন হয়, সেটি বিবেকপ্রধান।

রতি—আচ্ছা নাথ ! যদি আমাদের জনক একই হন তবে ভ্রাতৃগণের মধ্যে পরস্পর এরূপ শত্রুতা কেন ?

কাম—প্রিয়ে !

এক দ্রব্য ভোগ কামী ভ্রাতৃগণ মাঝে
শত্রুতা তো এজগতে প্রসিদ্ধই আছে !
পৃথিবীরাজ্য তরে, দেখ কুরুপাণ্ডুগণ
লোকক্ষয়কারী যুদ্ধ করিল বিষম !

—এই সমস্ত জগৎ আমাদের পিতার উপার্জিত, আমরা পিতার প্রিয়পুত্র বলে আমরাই সমস্ত আক্রমণ করেছি ; আর, তার রাজ্য অধিকার করতে পারছে না বলে পিতাকে ও আমাদের বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়েছে।

রতি—(কর্ণ আবরণ করিয়া) এ পাপ কথা শুনিতে নেই। তারা কি কেবল বিদ্বেষ-বশতই এই পাপ কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছে ? সে যাই হোক, এখন এর উপায় কি ?

কাম—প্রিয়ে, এর কিঞ্চিৎ নিগূঢ় কারণ রয়েছে।

রতি—নাথ, সে কারণটা প্রকাশ করছ না কেন ?

কাম—প্রিয়ে, তুমি স্ত্রীলোক, স্বভাবতঃ ভীরু, এই জন্যই পাপিষ্ঠদের সেই দারুণ কার্যের কথা তোমার কাছে বলছিনে।

রতি—(সভয়ে) নাথ ! বলনা সে কিরূপ কাজ ?

কাম—প্রিয়ে, ভয় পেয়ো না। এরূপ জনশ্রুতি আছে, আমাদের এই বংশে কালরাত্রিরূপা বিদ্যা নামে এক রাক্ষসীর জন্ম হবে ; সেই হতাশদের এই একমাত্র আশা।

রতি—ওমা, কি হবে ! তোমাদের কুলে রাক্ষসী ? শুনে যে আমার হৃৎকম্প হচ্ছে !

কাম—প্রিয়ে, এ কেবল জনশ্রুতি !

রতি—আচ্ছা, সেই রাক্ষসী জন্মে কি করবে ?

কাম—প্রিয়ে, এইরূপ আকাশবাণী আছে—

সেই আদি পুরুষের গৃহিণী যে মায়া
—পরশ না করিয়াও পুরুষের কায়—
মন নামে পুত্র এক করে সে প্রসব,
তাহাতে জন্মিল ক্রমে এই লোক সব !

বিদ্যা নামে কন্যা পুন   তারি কুলে করিয়া গো
জনমগ্রহণ
পিতামাতা ভ্রাতৃগণে   সমস্ত আপন কুলে
করিবে ভক্ষণ !

রতি—(ভয়ে কম্পমান হইয়া) নাথ ! রক্ষা কর, রক্ষা কর !
(ভর্তাকে আলিঙ্গন)

কাম—(স্পর্শসুখে স্বগত)

তরলিত আঁখি তারা   দৃষ্টিটি আকুল পারা
অধীন নয়ন ;
উত্তুঙ্গ স্তনদ্বয়   ভয়ে বিকম্পিত হয়
—সুখ পরশন !
মণি-বলয় গুঞ্জনে   বাহু ব্রততী বন্ধনে
কিবা আলিঙ্গন—
তনু মোর রোমাঞ্চিত   আনন্দিত, সম্মোহিত
হল যে গো মন !

(প্রকাশ্যে, দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া) প্রিয়ে ভয় নেই, আমরা জীবিত থাকতে কি বিদ্যার উৎপত্তি হতে পারে ?

রতি—আচ্ছা নাথ ! সেই রাক্ষসীর উৎপত্তি কি তোমাদের বিপক্ষদের অভিপ্রেত ?

কাম হাঁ, তাদের অভিপ্রেত বৈ-কি। বিবেক নিজপত্নী উপনিষদ্‌দেবীতে প্রবোধচন্দ্র ও তাঁর ভগিনী বিদ্যার উৎপাদন করবেন, আর সেই বিষয়ে এ শম দম প্রভৃতি সকলেই উদ্যোগী।

রতি—নাথ! কেন সেই দুর্বিনীত লোকের আত্মবিনাশকারিণী বিদ্যার জন্মকে শ্লাঘার বিষয়ে মনে করছে বল দিকি ?

কাম—প্রিয়ে, যে পাপিষ্ঠেরা কুলক্ষয়ে প্রবৃত্ত হয়, তারা কি আপনার ইষ্টানিষ্ট গণনা করে ? দেখ—

যাহারা গো স্বভাবতঃ মলিন-হৃদয় অতি
আর ক্রুর-মন,
তাদের উৎপত্তি হয় জনক ও আপনার
বিনাশ-কারণ !
অনলে উৎপন্ন ধূম প্রথমে গো মেঘরূপে
হয় পরিণত ;
সেই মেঘ বরষিয়া অগ্নিরে করয়ে নাশ
—নিজেও নিহত !

নেপথ্যে— অরে পাপিষ্ঠ দুরাত্মা ! আমাদের দুই
পাপিষ্ঠ বলে নিন্দা করছিস্ ?
কার্যাকার্য জ্ঞানহীন কলঙ্কী বিপথগামী
গুরু যদি হয়,
তাহারেও পরিত্যাগ অবশ্য করিতে হবে
জানিও নিশ্চয়

—পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ এইরূপ পৌরাণিকী কথা বলে থাকেন। দেখ, আমাদের পিতা মন অহঙ্কারের অনুবর্তী হয়ে, জগৎপতি পিতাকে বন্ধন করেছেন, আবার আমাদের পিতা মনও মহামোহ প্রভৃতির দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ হয়ে আছেন।

কাম—(দেখিয়া) প্রিয়ে, ঐ দেখ আমাদের কুলশ্রেষ্ঠ বিবেক মতিদেবীর সহিত এইখানে আসছেন।

ঐ দেখ—

বশীভূত রাগাদির তিরস্কারে হৃতকান্তি
কৃশাঙ্গ-লক্ষিত গো এই মানী জন।
ম্লান মতি দেবীসহ বিরাজেন ইনি দেখ
শিশির-আচ্ছন্ন কান্তি শশাঙ্ক যেমন !

অতএব এখানে থাকা আমাদের উচিত হয় না।

(প্রস্থান)